الأدب المفرد

আল-আদাবুল মুফরাদ

(অনন্য শিষ্টাচার)

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ
ইবন ইসমাঈল বুখারী (র)

الأدب المفرد

আল-আদাবুল মুফরাদ

(অনন্য শিষ্টাচার)

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র)

মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-আদাবুল মুফরাদ
ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র)
মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১১৯০/৩
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪
ISBN : 984-06-0963-7

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

চতুর্থ সংস্করণ (রাজস্ব)
সেপ্টেম্বর ২০০৮
ভাদ্র ১৪১৫
রমযান ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ অংকন
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ২৭৮.০০ টাকা

AL-ADABUL MUFRAD (Unique Etiquette): Compiled by Imam Abu Abdullah Muhammad Ibne Ismail Bukhari (R) in Arabic, translated into Bangla by Maulana Abdullah bin Sayeed Jalalabadi and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 September 2008

E-mail : islamicfoundation@yahoo.com
Web site : www.islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 278.00 ; US Dollar : 8.00

সূচিপত্র

১. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছি।"/২৫
২. অনুচ্ছেদ ঃ মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার/২৬
৩. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার/২৮
৪. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার যুলুম সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার/২৮
৫. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার সহিত নম্রভাষায় কথা বলা/২৯
৬. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার প্রতিদান/৩০
৭. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার অবাধ্যতা/৩২
৮. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতাকে অভিশাপকারীর প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত/৩৫
৯. অনুচ্ছেদ ঃ পাপ কার্য ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে পিতামাতার আনুগত্য/৩৬
১০. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়াও যে ব্যক্তি, বেহেশ্‌ত লাভ করে না/৩৮
১১. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহারে আয়ু বৃদ্ধি/৩৯
১২. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক পিতার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিতে নাই/৪০
১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক পিতার সহিত সদ্ব্যবহারে/৪১
১৪. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতাকে গালিগালাজ করিবে না/৪৩
১৫. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি/৪৪
১৬. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতাকে কাঁদানো/৪৫
১৭. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার দু'আ/৪৫
১৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিধর্মী মাতার কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান/৪৭
১৯. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার--তাঁহাদের মৃত্যুর পর/৪৮
২০. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা যাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার/৫০
২১. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার বন্ধুর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, করিলে আলো নির্বাপিত হইবে/৫১
২২. অনুচ্ছেদ ঃ ভালবাসা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে/৫২
২৩. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার প্রতি পুত্রের সৌজন্য/৫২
২৪. অনুচ্ছেদ ঃ পিতাকে কি পিতৃপদবী যুক্ত নামে ডাকা যায় ?/৫৩
২৫. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াজিব হক এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার/৫৩
২৬. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ/৫৪
২৭. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণের ফযীলত/৫৬
২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয় স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণে আয়ু বৃদ্ধি পায়/৫৮
২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণকারীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন/৫৯
৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ঘনিষ্ঠতর জনের সহিত ঘনিষ্ঠতর আচরণ/৫৯
৩১. অনুচ্ছেদ ঃ যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারী থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয় না/৬১
৩২. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তা-বন্ধন ছেদনকারীর পাপ/৬১
৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারীর শাস্তি-পার্থিব জগতে/৬২
৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিদানে ঘনিষ্ঠ আচরণ ঘনিষ্ঠতা নহে/৬২
৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ যালিম আত্মীয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করার ফযীলত/৬৩
৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে কৃত আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের ফল/৬৩
৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক আত্মীয়ের সহিত সদ্ব্যবহার ও উপহার দেওয়া/৬৪

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণের স্বার্থে বংশপঞ্জিকা জানিয়া রাখা/৬৪
৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বংশের আযাদকৃত দাস কি সেই বংশের লোক বলিয়া নিজের পরিচয় দিবে ?/৬৫
৪০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বংশের আযাদকৃত গোলাম তাহাদেরই অন্তর্ভূক্ত/৬৬
৪১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এক বা একাধিক কণ্যা সন্তান প্রতিপালন কর/৬৭
৪২. অনুচ্ছেদ ঃ তিনটি বোনের প্রতিপালনকারী/৬৮
৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কন্যা প্রতিপালন/৬৯
৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে/৭০
৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানই মানুষকে কৃপণ ও ভীরু করে/৭০
৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুকে কাঁধে উঠানো/৭১
৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানে চক্ষু জুড়ায়/৭২
৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সাথীর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দু'আ করা/৭৩
৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ মাতৃজাতি স্নেহময়ী/৭৪
৫০. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদিগকে চুম্বন/৭৪
৫১. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের প্রতি পিতার সদ্ব্যবহার ও আদব শিক্ষা দান/৭৫
৫২. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের প্রতি পিতার সদ্ব্যবহার/৭৬
৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না/৭৭
৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ দয়ার শত ভাগ/৭৮
৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশী সম্পর্কে তাগিদ/৭৮
৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর হক/৭৯
৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ দান প্রতিবেশী হইতে শুরু করিবে/৮০
৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ সর্ব নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে/৮১
৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ নিকট হইতে নিকটতর প্রতিবেশী/৮১
৬০. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর জন্য যে জন দরজা বন্ধ করিয়া দেয়/৮২
৬১. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীকে ছাড়িয়া ভুরি ভোজন/৮২
৬২. অনুচ্ছেদ ঃ ঝোলে পানি বেশী করিয়া দিবে এবং প্রতিবেশীকে বিলাইবে/৮৩
৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম প্রতিবেশী/৮৩
৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সৎ প্রতিবেশী/৮৪
৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ নিকৃষ্ট প্রতিবেশী/৮৪
৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না/৮৫
৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন প্রতিবেশিনী তাহার অপর কোন প্রতিবেশিনীকে সামান্যতম বকরীর ক্ষুর উপহার দেওয়াকেও অবমাননা মনে করিবে না/৮৭
৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর অভিযোগ/৮৭
৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীকে এমন নির্যাতন-যাহাতে সে গৃহত্যাগী হয়/৮৯
৭০. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদী প্রতিবেশী/৯০
৭১. অনুচ্ছেদ ঃ সর্বাধিক মর্যাদাশালী কে ?/৯০
৭২. অনুচ্ছেদ ঃ সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার/৯১
৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমকে প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য/৯১
৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের ইয়াতীমদের প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য/৯১
৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের ব্যয় নির্বাহের ফযীলত/৯২
৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম গৃহ যে গৃহে ইয়াতীম আছে এবং তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়/৯৩
৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের জন্য সদয় পিতৃসম হও/৯৪
৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ ধৈর্যশীলা বিধবা রমণীর মাহাত্ম্য-সন্তানের মুখ চাহিয়া যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না/৯৫
৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমকে শাসন/৯৫
৮০. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানহারার মাহাত্ম্য/৯৬
৮১. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভকালেই যাহার সন্তানের মৃত্যু হইল/৯৯

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ সদ্ব্যবহার/১০০
৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ অসদ্ব্যবহার/১০১
৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ বেদুঈনের নিকট দাসদাসী বিক্রি/১০৩
৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ খাদেমের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন/১০৩
৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাস যখন চুরি করে/১০৪
৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ খাদেম অপরাধ করিলে/১০৫
৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ মোহরাংকিত করিয়া খাদেমের কাছে মাল দেওয়া/১০৫
৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ কু-ধারণা হইতে বাঁচার জন্য খাদেমের কাছে মাল গুনিয়া দেওয়া/১০৬
৯০. অনুচ্ছেদ ঃ খাদেমকে শাসন করা/১০৬
৯১. অনুচ্ছেদ ঃ চেহারা বিকৃতির অভিশাপ দেওয়া নিষিদ্ধ//১০৭
৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডলের উপর মারিবে না/১০৭
৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ দাসের গালে যে চপেটাঘাত করে তাহার উচিৎ তাহাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে আযাদ করে/১০৮
৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের প্রতিশোধ/১১০
৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা যাহা পরিধান কর, দাসদাসীদিগকে তাহাই পরাইবে/১১২
৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাসদাসীকে গালি দেওয়া/১১৩
৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ দাসকে কি সাহায্য করিবে ?/১১৪
৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ দাসের ঘাড়ে সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপাইবে না/১১৪
৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ চাকর নওকরের ভরণপোষণ সাদাকা স্বরূপ/১১৫
১০০. অনুচ্ছেদ ঃ কেহ যদি ভৃত্যের সহিত খাইতে না চাহে/১১৬
১০১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজে যাহা খাইবে, তাহাই দাসকে খাওয়াইবে/১১৭
১০২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি আহারের সময় তার খাদেমকেও কি তার সাথে বসাবে?/১১৭
১০৩. অনুচ্ছেদ ঃ দাস যখন মনিবের মঙ্গল কামনা করে/১১৮
১০৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাস রাখাল স্বরূপ/১২০
১০৫. অনুচ্ছেদ ঃ দাস হওয়ার সাধ/১২০
১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ 'আমার দাস' বলিবে না/১২১
১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ দাস কি মনিবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিবে?/১২১
১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ গৃহকর্তা গৃহবাসীদের রাখাল স্বরূপ/১২২
১০৯. অনুচ্ছেদ ঃ নারী ঘরের রাখাল/১২৩
১১০. অনুচ্ছেদ ঃ উপকারীর প্রত্যুপকার করা কর্তব্য/১২৩
১১১. অনুচ্ছেদ ঃ উপকারী প্রত্যুপকার করিতে না পারিলে তাহার জন্য দু'আ করিবে/১২৪
১১২. অনুচ্ছেদ ঃ যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে/১২৫
১১৩. অনুচ্ছেদ ঃ অপর ভাইয়ের সাহায্য করা/১২৫
১১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইহকালের সৎকর্মশীলগণই পরকালেরও সৎকর্মশীল/১২৬
১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি সৎকর্ম সাদাকা স্বরূপ/১২৭
১১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ/১২৯
১১৭. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম কথা/১৩০
১১৮. অনুচ্ছেদ ঃ সব্জি বাগানে যাওয়া ও জাম্বিল কাঁধে উঠানো/১৩০
১১৯. অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর বাগানে বেড়াইতে যাওয়া/১৩৩
১২০. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের দর্পণ স্বরূপ/১৩৩
১২১. অনুচ্ছেদ ঃ অবৈধ হাসি-ঠাট্টা/১৩৪
১২২. অনুচ্ছেদ ঃ পুণ্যের পথ যে দেখায়/১৩৫
১২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষমাপরায়ণতা/১৩৫
১২৪. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের সহিত হাসিমুখে মেলামেশা করা/১৩৬
১২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুচকি হাসি/১৩৮

১২৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাস্যালাপ/১৩৯
১২৭. অনুচ্ছেদ ঃ তুমি আবির্ভূত হলে সশরীরে আবির্ভূত হও এবং প্রস্থান করলেও সশরীরে প্রস্থান করো/১৪০
১২৮. অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শদাতাকে বিশ্বস্ত হওয়া চাই/১৪১
১২৯. অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শ/১৪২
১৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ভুল পরামর্শদানের গোনাহ্/১৪২
১৩১. অনুচ্ছেদ ঃ পারস্পরিক সম্প্রীতি/১৪৩
১৩২. অনুচ্ছেদ ঃ অন্তরঙ্গতা/১৪৩
১৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ রসিকতা/১৪৪
১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের সাথে রসিকতা/১৪৬
১৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ সচ্চরিত্রতা/১৪৬
১৩৬, অনুচ্ছেদ ঃ চিত্তের উদারতা/১৪৮
১৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণতা/১৫০
১৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ সচ্চরিত্র যদি লোকে বোঝে/১৫১
১৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ কার্পণ্য/১৫৫
১৪০. অনুচ্ছেদ ঃ নেক লোকের জন্য সম্পদ/১৫৬
১৪১. অনুচ্ছেদ ঃ যার প্রভাত শুভ ও নিরাপদ/১৫৭
১৪২. অনুচ্ছেদ ঃ মনের প্রসন্নতা/১৫৭
১৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুঃস্থের সাহায্য অপরিহার্য/১৫৯
১৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ সচ্চরিত্র হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করা/১৬০
১৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন খোঁটা দিতে পারে না/১৬১
১৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ অভিশাপকারী/১৬২
১৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তাহার গোলামকে অভিশাপ দিল তাহার উচিত তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়া/১৬৩
১৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র লা'নত, আল্লাহ্র গযব এবং দোযখের অভিশাপ দেওয়া/১৬৪
১৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাফিরদিগকে অভিসম্পাত দেওয়া/১৬৪
১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ চোগলখোর/১৬৪
১৫১. অনুচ্ছেদ ঃ অশ্লীলতা শ্রবণ করিয়া যে উহা ছড়ায়/১৬৫
১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের দোষ অনুসন্ধানকারী/১৬৬
১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ সম্মুখে প্রশংসা করা/১৬৭
১৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ সেই সাথীর প্রশংসা—যাহার ঐ প্রশংসায় অনিষ্ট হওয়ার আশংকা নাই/১৬৯
১৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশংসাকারীর মুখে ধূলি নিক্ষেপ/১৭০
১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা স্তুতিবদ্ধ করা/১৭২
১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিকে দান করা/১৭২
১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুর সম্মান এমনভাবে না করা যে তাহার কষ্ট হয়/১৭৩
১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সৌজন্য সাক্ষাৎ/১৭৩
১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষাৎ করিতে গিয়া খাওয়া-দাওয়া করা/১৭৪
১৬১. অনুচ্ছেদ ঃ পারস্পরিক সাক্ষাতের ফযীলত/১৭৬
১৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যে এমন লোকদিগকে ভালবাসে (আমলের দ্বারা) যাহাদের নাগাল পাইতে পারে না/১৭৬
১৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ বয়োঃজ্যেষ্ঠদের মর্যাদা/১৭৭
১৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন/১৭৮
১৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তব্যের ও প্রশ্নের সূচনা করিবে/১৭৯
১৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ জ্যেষ্ঠগণ কথা না বলিলে কনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিতে পারে কি?/১৮০
১৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ বয়োঃজ্যেষ্ঠদিগের নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া/১৮০
১৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শিশুকে প্রথম ফল খাইতে দেওয়া/১৮১
১৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ছোটদের প্রতি দয়া/১৮১
১৭০. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের সহিত আলিঙ্গন/১৮২

১৭১. অনুচ্ছেদ ঃ ছোট বালিকাকে চুমু খাওয়া/১৮২
১৭২. অনুচ্ছেদ ঃ বালক-বালিকাদের মাথায় হাত বুলানো/১৮৩
১৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ ছোটদের 'হে আমার বৎস' বলিয়া সম্বোধন/১৮৩
১৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ ভূ-পৃষ্ঠবাসীর প্রতি দয়া কর/১৮৫
১৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়া/১৮৬
১৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ পশুর প্রতি দয়া/১৮৭
১৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ হুম্মারা পাখির ডিম পাড়িয়া আনা/১৮৮
১৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ পিঞ্জিরায় পাখি রাখা/১৮৯
১৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা/১৮৯
১৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য/১৯০
১৮১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি লোকের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে/১৯০
১৮২. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ/১৯১
১৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ আপোস-মীমাংসা/১৯১
১৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারো সহিত এমনভাবে মিথ্যা বলা যে সে উহাকে সত্য মনে করে/১৯২
১৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার ভাইয়ের সহিত ওয়াদা করিয়া ওয়াদা ভঙ্গ করিও না/১৯২
১৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ বংশ তুলিয়া খোঁটা দেওয়া/১৯৩
১৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি মহব্বত/১৯৩
১৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা/১৯৩
১৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ/১৯৫
১৯০. অনুচ্ছেদ ঃ বৎসরব্যাপী ভাইয়ের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা/১৯৭
১৯১. অনুচ্ছেদ ঃ সম্পর্কচ্ছেদকারী/১৯৮
১৯২. অনুচ্ছেদ ঃ হিংসা-বিদ্বেষ/১৯৮
১৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম কথা বন্ধ করার কাফ্ফারা স্বরূপ/২০০
১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ তরুণদিগকে পৃথক পৃথক রাখা/২০০
১৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ না চাহিতেই স্বেচ্ছায় ভাইকে পরামর্শ দেওয়া/২০১
১৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ মন্দ দৃষ্টান্ত অপছন্দনীয় হইলে/২০১
১৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ ছল ও প্রতারণা/২০১
১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ গালি দেওয়া/২০২
১৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানো/২০৩
২০০. অনুচ্ছেদ ঃ গালাগালির যে সূচনা করিবে উভয় পক্ষের পাপ তাহার ঘাড়ে চাপিবে/২০৩
২০১. অনুচ্ছেদ ঃ গালি বর্ষণকারী উভয় পক্ষই শয়তান সদৃশ্য তারা পরস্পর বিবাদ করে ও মিথ্যা কথা বলে/২২০৪
২০২. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া গুরুতর অপরাধ/২০৫
২০৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুখের উপর কথা না বলা/২০৭
২০৪. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যাখ্যা সাপেক্ষে কাহাকেও মুনাফিক বলা/২০৮
২০৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমানকে যে কাফির বলে/২০৯
২০৬. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর উল্লাস/২১০
২০৭. অনুচ্ছেদ ঃ সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়/২১০
২০৮. অনুচ্ছেদ ঃ অপচয়কারীগণ/২১১
২০৯. অনুচ্ছেদ ঃ বাসস্থান নিরাপদকরণ/২১১
২১০. অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ির পিছনে অর্থ ব্যয়/২১১
২১১. অনুচ্ছেদ ঃ মালিক ব্যক্তির মজুর কর্মচারীদের কাজে সাহায্য করা/২১২
২১২. অনুচ্ছেদ ঃ অট্টালিকা লইয়া গর্ব করা/২১২
২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করে/২১৩
২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশস্ত বাসগৃহ/২১৪

২১৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে কোঠায় অবস্থান করিল/২১৫
২১৬. অনুচ্ছেদ ঃ অট্টালিকায় কারুকার্য/২১৬
২১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নম্রতা অবলম্বন/২১৭
২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ সহজ-সরল জীবনযাত্রা/২১৯
২১৯. অনুচ্ছেদ ঃ নম্রতায় যাহা মিলে/২২০
২২০. অনুচ্ছেদ ঃ শান্তি/২২০
২২১. অনুচ্ছেদ ঃ কঠোরতা/২২১
২২২. অনুচ্ছেদ ঃ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্পদ বিনিয়োগ/২২২
২২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মাযলূমের দু'আ/২২৩
২২৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার জীবিকা প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বান্দাদিগকে দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন "প্রভু, আমাদিগকে জীবিকা প্রদান করুন। কেননা আপনি হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী।" (৫ ঃ ১৬)/২২৩
২২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যুল্‌ম হইল অন্ধকার/২২৪
২২৬. অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর রোগ-যাতনা তাহার গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ/২২৮
২২৭. অনুচ্ছেদ ঃ গভীর রাত্রে রোগী দেখিতে যাওয়া/২৩০
২২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করে/২৩২
২২৯. অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থতার কথা প্রকাশ করা কি অভিযোগ ?/২৩৬
২৩০. অনুচ্ছেদ ঃ সংজ্ঞাহীনকে দেখিতে যাওয়া/২৩৭
২৩১. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ছেলে-মেয়েদেরকে দেখিতে যাওয়া/২৩৮
২৩২. অনুচ্ছেদ ঃ /২৩৯
২৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন বেদুঈনকে দেখিতে যাওয়া/২৩৯
২৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া/২৩৯
২৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া তাহার জন্য দু'আ করা/২৪২
২৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়ার ফযীলত/২৪৩
২৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতকারীর আলাপ-আলোচনা/২৪৩
২৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তির নিকট নামায পড়া/২৪৪
২৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক ব্যক্তির রুগ্নাবস্থায় তাহাকে দেখিতে যাওয়া/২৪৪
২৪০. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া কি বলিবে?/২৪৪
২৪১. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তি কি জবাব দিবে?/২৪৬
২৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ফাসেকের রুগ্নাবস্থায় তাহার কুশল জানিতে যাওয়া/২৪৭
২৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া গৃহের এদিক-ওদিক তাকানো/২৪৭
২৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ চক্ষু রোগীকে দেখিতে যাওয়া/২৪৮
২৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তি সাক্ষাৎকারী কোথায় বসিবে ?/২৪৯
২৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ তাহার গৃহে কি কাজ করিবে ?/২৫০
২৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে তাহার ভাইকে ভালবাসিল, তাহাকে উহা জানাইয়া দিবে/২৫১
২৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ যাহাকে ভালবাসিবে তাহার সহিত কলহ করিবে না ও তাহার নিকট কিছু চাহিবে না/২৫২
২৫০. অনুচ্ছেদ ঃ বুদ্ধির স্থান অন্তঃকরণ/২৫২
২৫১. অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার/২৫৩
২৫২. অনুচ্ছেদ ঃ যে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়/২৫৭
২৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্ভিক্ষকালে ও ক্ষুধার সময় সমবেদনা জ্ঞাপন/২৫৮
২৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন/২৬০
২৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তার ভাইকে খাওয়ায়/২৬১
২৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ জাহিলী যুগে কসম ও চুক্তি/২৬১
২৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন/২৬১
২৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামী যুগে সাবেক আমলের চুক্তি/২৬২

২৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা/২৬২
২৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ছাগল বরকত স্বরূপ/২৬২
২৬১. অনুচ্ছেদ ঃ উট তাহার মালিকের জন্য মর্যাদার বস্তু/২৬৪
২৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যাযাবর জীবন/২৬৫
২৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ উজাড় জনপদে বাসকারী/২৬৫
২৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মরু এলাকায় বসবাস/২৬৬
২৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ গোপনীয়তা রক্ষা এবং জানাশোনার উদ্দেশ্যে লোকের সাথে মেলামেশা/২৬৬
২৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা/২৬৭
২৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ ধীরেসুস্থে কাজ করা/২৬৯
২৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহ/২৭০
২৬৯. অনুচ্ছেদ : হাদিয়া, তোহফা গ্রহণ করা/২৭২
২৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ায় যে অসন্তুষ্ট হয় এবং হাদিয়া গ্রহণ করে না/২৭৩
২৭১. অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা/২৭৩
২৭২. অনুচ্ছেদ ঃ সকালে উঠিয়া কি বলিবে?/২৭৬
২৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ অপরকে দু'আয় শামিল করা/২৭৭
২৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে দু'আ/২৭৮
২৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ পরম আগ্রহভরে ও দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা, আল্লাহ্ কিছু করিতে বাধ্য নহেন/২৭৯
২৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর সময় হাত উঠানো/২৭৯
২৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার-গুনাহ্ মাফের সেরা দু'আ/২৮২
২৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ অনুপস্থিতিতে ভাইয়ের জন্য দু'আ/২৮৫
২৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ /২৮৭
২৮০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ/২৯১
২৮১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও যে দরূদ পড়ে না/২৯৩
২৮২. অনুচ্ছেদ ঃ যালিমের প্রতি বদদু'আ করা/২৯৬
২৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করা/২৯৭
২৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ তাড়াহুড়া না করিলে দু'আ কবূল হইয়া থাকে/২৯৮
২৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ অলসতা থেকে যে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চায়/২৯৯
২৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে আল্লাহ্‌র নিকট যাচ্ঞা করে না আল্লাহ্ তাহার উপর ক্রুদ্ধ হন/২৯৯
২৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে কাতারবন্দির সময় দু'আ/৩০১
২৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহ/৩০১
২৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঝড়-বৃষ্টিকালীন দু'আ/৩১০
২৯০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর জন্য দু'আ করা/৩১০
২৯১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহ/৩১১
২৯২. অনুচ্ছেদ ঃ আপদকালীন দু'আ/৩১৯
২৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারার দু'আ/৩২১
২৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের পক্ষ হইতে যুলুমের ভয় হইলে/৩২৪
২৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রার্থনাকারীর জন্য যে সাওয়াব সঞ্চিত হয়/৩২৬
২৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর ফযীলত/৩২৭
২৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ তুফানের সময় পড়িবার দু'আ/৩২৮
২৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ বায়ুকে গাল দিবে না/৩২৯
২৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ বজ্রধ্বনির সময় দু'আ/৩৩০
৩০০. অনুচ্ছেদ ঃ যখন বজ্রধ্বনি শুনিবে/৩৩০
৩০১. অনুচ্ছেদ ঃ যে আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় প্রার্থনা করে/৩৩১
৩০২. অনুচ্ছেদ ঃ পরীক্ষায় নিঃপতিত হওয়ার দু'আ করা দূষণীয়/৩০২
৩০৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে চরম পরীক্ষা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে/৩৩৩

২—

৩০৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে রাগের সময় কোন ব্যক্তির কথার পুনরাবৃত্তি করে/৩৩৪
৩০৫. অনুচ্ছেদ ঃ /৩৩৪
৩০৬. অনুচ্ছেদ ঃ গীবত ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তোমরা একে অপরের গীবত করিবে না"/৩৩৫
৩০৭. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির গীবত/৩৩৬
৩০৮. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার উপস্থিতিতে পুত্রের মাথায় হাত বুলানো ও তার জন্য বরকতের দু'আ করা/৩৩৭
৩০৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের মধ্যে একের মালের উপর অপরের আবদার খাটানো/৩৩৮
৩১০. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের মেহমানের সম্মান ও যত্ন করা/৩৩৯
৩১১. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের অতিথেয়তা/৩৪০
৩১২. অনুচ্ছেদ ঃ আতিথ্য তিনদিন/৩৪০
৩১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমান মেজবানের অসুবিধা করিয়া থাকিবে না/৩৪০
৩১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মেযবানের বাড়িতে মেহমানের ভোর/৩৪১
৩১৫. অনুচ্ছেদ ঃ বঞ্চিত অতিথি/৩৪১
৩১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের সেবায় মেযবান/৩৪২
৩১৭. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের সম্মুখে খাবার দিয়া নিজে নামাযে দাঁড়াইয়া যাওয়া/৩৪২
৩১৮. অনুচ্ছেদ ঃ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা/৩৪৪
৩১৯. অনুচ্ছেদ ঃ সর্ব ব্যাপারেই সওয়াব আছে এমন কি স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দেওয়া গ্রাসেও/৩৪৫
৩২০. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকাকালীন দু'আ/৩৪৬
৩২১. অনুচ্ছেদ ঃ নিন্দার উদ্দেশ্যে নহে পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কাহাকেও কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি প্রভৃতি বলা/৩৪৬
৩২২. অনুচ্ছেদ ঃ ঘটনা বা উপমা বর্ণনা দোষের নহে/৩৪৮
৩২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে মুসলমানের দোষ গোপন করে/৩৪৯
৩২৪. অনুচ্ছেদ ঃ লোক ধ্বংস হইয়াছে বলা/৩৪৯
৩২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিককে নেতা বলিবে না/৩৪৯
৩২৬. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিলে কি বলিবে/৩৫০
৩২৭. অনুচ্ছেদ ঃ অজানা ব্যাপার সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন বলিবে/৩৫১
৩২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রংধনু/৩৫১
৩২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ছায়াপথ/৩৫১
৩৩০. অনুচ্ছেদ ঃ রহমতের স্থানের দু'আ/৩৫২
৩৩১. অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা যুগ-কালকে গালি দিও না/৩৫২
৩৩২. অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ভাইয়ের প্রতি তাহার প্রস্থানকালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইবে না/৩৫৩
৩৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার সর্বনাশ হউক বলা/৩৫৩
৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইমারত নির্মাণ/৩৫৫
৩৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার মঙ্গল হউক বলা/৩৫৫
৩৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারো কাছে কিছু চাহিতে হইলে তোষামোদ না করিয়া সোজাসুজি চাহিবে/৩৫৬
৩৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার শত্রুর অমঙ্গল হউক বলা/৩৫৭
৩৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ ও অমুক বলিবে না/৩৫৭
৩৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর মর্জি ও আপনার মর্জি বলা/৩৫৮
৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদ/৩৫৮
৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ সৎ স্বভাব ও উত্তম পন্থা/৩৫৯
৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ যাকে তুমি পাথেয় দাও নাই সে উত্তম বার্তা তোমার নিকট পৌঁছাইবে/৩৬১
৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আবাঞ্ছিত আকাঙক্ষা/৩৬২
৩৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুরকে 'করম' বলা/৩৬২
৩৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ কাহাকে এইরূপ বলা তোমার মন্দ হউক/৩৬২
৩৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের কথা 'ইয়া হানতাহ্'/৩৬৩
৩৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ আমি ক্লান্ত বলা/৩৬৪

৩৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ অলসতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা/৩৬৪
৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত/৩৬৪
৩৫০. অনুচ্ছেদ ঃ আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান বলা/৩৬৬
৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ অমুসলিমদের শিশু-সন্তানকে বৎস সম্বোধন/৩৬৬
৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ 'আমি খবীস নাপাক হইয়া গিয়াছি' বলিবে না/৩৬৭
৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ উপ-নাম রাখিতে সঙ্গতি রক্ষা/৩৬৮
৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা) ভাল নাম পছন্দ করিতেন/৩৬৯
৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত হাঁটা৩৬৯
৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহিমান্বিত আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তম নাম/৩৭০
৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নাম পরিবর্তন/৩৭০
৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহিমান্বিত আল্লাহ্র নিকট সব চাইতে নিকৃষ্ট নাম/৩৭১
৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ অপরকে ক্ষুদ্রতা বাচক নামে ডাকা/৩৭১
৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিকে তাহার পছন্দনীয় নামে ডাকা/৩৭২
৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ আছিয়া নাম পরিবর্তন/৩৭২
৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ সারম ও নাম পরিবর্তন করা/৩৭৩
৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ গুরাব নামের পরিবর্তন/৩৭৪
৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিহাব নামের পরিবর্তন/৩৭৪
৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ আস বা অবাধ্য নাম রাখা/৩৭৫
৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকা/৩৭৫
৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ জাহাম নাম রাখা/৩৭৬
৩৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বার্রা নাম পরিবর্তন/৩৭৭
৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ আফলাহ্, বরকত, নাফি প্রভৃতি নাম সম্পর্কে/৩৭৮
৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ রাবাহ্ নাম/৩৭৮
৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ নবীগণের নামানুসারে নাম রাখা/৩৭৯
৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ হুযন-দুঃখ (নাম প্রসঙ্গে)/৩৮০
৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর নাম ও কুনিয়ত/৩৮১
৩৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকের ব্যাপারে কুনিয়ত প্রয়োগ করা যায় কি?/৩৮২
৩৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ বালকের কুনিয়ত/৩৮৩
৩৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর জন্মের পূর্বেই শিশুর পিতা বলিয়া অভিহিত করা/৩৮৩
৩৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের কুনিয়ত, অমুকের মা বলিয়া অভিহিত করা/৩৮৪
৩৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ অবস্থা অনুপাতে কুনিয়ত বা নাম রাখা/৩৮৪
৩৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ বুযুর্গ ও জ্ঞানিগণের সাথে চলার নিয়ম/৩৮৫
৩৮০. অনুচ্ছেদ ঃ শিরোনামবিহীন অধ্যায়/৩৮৫
৩৮১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কোন কবিতা জ্ঞানগর্ভ হইয়া থাকে/৩৮৬
৩৮২. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম বাক্যের ন্যায় কবিতার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে/৩৮৮
৩৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা শোনানের ফরমায়েশ করা/৩৮৯
৩৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা প্রাধান্য লাভ করা নিন্দনীয়/৩৯০
৩৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কোন কথা যাদুকরী প্রভাব রাখে/৩৯১
৩৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ অবাঞ্ছিত কবিতা/৩৯১
৩৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ বাচালতা/৩৯২
৩৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আশা-আকাঙ্ক্ষা/৩৯৩
৩৯০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি বস্তু বা ঘোড়াকে সাগর বলা/৩৯৪
৩৯১. অনুচ্ছেদ ঃ ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা/৩৯৪
৩৯২. অনুচ্ছেদ ঃ বাতিল বস্তু সম্পর্কে 'উহা কিছুই না' বলা/৩৯৪
৩৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাব্যিক উপমা প্রয়োগ/৩৯৫

৩৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ গোপন তথ্য ফাঁস করা/৩৯৬
৩৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ উপহাস করা/৩৯৬
৩৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ রহিয়া সহিয়া চলা/৩৯৭
৩৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ পথ দেখাইয়া দেওয়া/৩৯৭
৩৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ অন্ধকে পথহারা করা/৩৯৮
৩৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহ/৩৯৮
৪০০. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহের পরিণাম/৩৯৯
৪০১. অনুচ্ছেদ ঃ কৌলীণ্য/৪০০
৪০২. অনুচ্ছেদ ঃ মানবাত্মাসমূহ বিন্যাসবদ্ধ সৈন্যদল/৪০১
৪০৩. অনুচ্ছেদ ঃ আশ্চর্যান্বিত হইলে 'সুবহানাল্লাহ্ বলা'/৪০২
৪০৪. অনুচ্ছেদ ঃ মাটিতে হাত বুলানো/৪০৩
৪০৫. অনুচ্ছেদ ঃ গুলতি ব্যবহার না করা/৪০৩
৪০৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাওয়াকে গালি দিও না/৪০৪
৪০৭. অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহের প্রভাবে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছে বলা/৪০৪
৪০৮. অনুচ্ছেদ ঃ লোকজন মেঘমালা দর্শনে কি বলিবে ?/৪০৫
৪০৯. অনুচ্ছেদ ঃ অশুভ লক্ষণ ধরা/৪০৬
৪১০. অনুচ্ছেদ ঃ অশুভ লক্ষণ যাহারা ধরে না তাহাদের মাহাত্ম্য/৪০৬
৪১১. অনুচ্ছেদ ঃ জিনের আছর হইতে বাঁচিবার অহেতুক তদবীর/৪০৭
৪১২. অনুচ্ছেদ ঃ ফাল নেওয়া/৪০৮
৪১৩. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম নামকে বরকতের লক্ষণ হিসাবে নেওয়া/৪০৮
৪১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়াতে কুলক্ষণ/৪০৯
৪১৫. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি/৪১০
৪১৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচির সময় কি বলিবে/৪১০
৪১৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে হাঁচি দেয় তাহার জবাব দেওয়া/৪১১
৪১৮. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি শুনিয়া 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা/৪১৪
৪১৯. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি শুনিলে কিভাবে জবাব দিবে?/৪১৪
৪২০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র প্রশংসা না করিলে হাঁচির জবাব দিতে নাই/৪১৫
৪২১. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা কি বলিবে ?/৪১৬
৪২২. অনুচ্ছেদ ঃ 'তুমি যদি আল্লাহ্র প্রশংসা করিয়া থাক তবে আল্লাহ্ তোমাকে দয়া করুন' বলা/৪১৭
৪২৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'আ-বা' বলিবে না/৪১৭
৪২৪. অনুচ্ছেদ ঃ পুনঃ পুনঃ হাঁচি আসিলে/৪১৮
৪২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন ইয়াহূদী হাঁচি দেয়/৪১৮
৪২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নারীর হাঁচির জবাব পুরুষের দেওয়া৪১৯
৪২৭. অনুচ্ছেদ ঃ হাই তোলা/৪১৯
৪২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ডাকের জবাবে হাযির বলা/৪২০
৪২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির তাহার ভাইয়ের সম্মানার্থে দাঁড়ানো/৪২০
৪৩০. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো/৪২৩
৪৩১. অনুচ্ছেদ ঃ হাই উঠিলে মুখে হাত দিবে/৪২৪
৪৩২. অনুচ্ছেদ ঃ অপরের মাথায় উকুন বাছাই করা/৪২৪
৪৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিস্ময়ের ক্ষেত্রে মাথা দোলানো ও দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরা/৪২৭
৪৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিস্ময়ের ক্ষেত্রে উরুতে হাত মারা/৪২৮
৪৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ অপর ভাইয়ের উরুতে থাপ্পড় মারিয়া কথা বলা যদি উদ্দেশ্য খারাপ না হয়/৪২৯
৪৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া অপছন্দনীয়/৪৩২
৪৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ /৪৩৩
৪৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে ঝি ঝি ধরিলে কি বলিবে/৪৩৪

৪৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ /৪৩৪
৪৪০. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের সাথে মোসাফাহা/৪৩৫
৪৪১. অনুচ্ছেদ ঃ মোসাফাহা (করমর্দন)/৪৩৫
৪৪২. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের বালকদের মাথায় হাত বুলানো/৪৩৬
৪৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মু'আনাকা (আলিঙ্গন)/৪৩৬
৪৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ কন্যাকে চুম্বন প্রদান/৪৩৭
৪৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ হাতে চুম্বন দেওয়া/৪৩৮
৪৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ কদমবুসি বা পদচুম্বন/৪৩৯
৪৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো/৪৪০
৪৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের সূচনা/৪৪০
৪৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের প্রসার/৪৪১
৪৫০. অনুচ্ছেদ ঃ যে সালাম প্রথমে দেয়/৪৪২
৪৫১. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের মাহাত্ম্য/৪৪৩
৪৫২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম আল্লাহর নামসমূহের মধ্যকার একটি নাম/৪৪৪
৪৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষাতে সালাম করা মুসলমানের হক/৪৪৫
৪৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে/৪৪৬
৪৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ আরোহী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে/৪৪৭
৪৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ পদচারী কি আরোহীকে সালাম দিবে?/৪৪৭
৪৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে/৪৪৭
৪৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ ছোট বড়কে সালাম দিবে/৪৪৮
৪৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পরম সীমা/৪৪৮
৪৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ইঙ্গিতে সালাম/৪৪৯
৪৬১. অনুচ্ছেদ ঃ শুনাইয়া সালাম/৪৫০
৪৬২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম আদান প্রদানের জন্য বাহির হওয়া/৪৫০
৪৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে গিয়া সালাম দেওয়া/৪৫১
৪৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস হইতে উঠিবার সময় সালাম/৪৫১
৪৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস হইতে প্রস্থানকালে সালাম প্রদানকারীর হক/৪৫২
৪৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাতে তৈল মালিশ করা/৪৫৩
৪৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ পরিচয় অপরিচয়ে সালাম/৪৫৩
৪৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তার হক/৪৫৩
৪৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ফাসিক ব্যক্তিকে সালাম দিবে না/৪৫৪
৪৭০. অনুচ্ছেদ ঃ আবীর মাখা ব্যক্তি ও পাপাসক্তদিগকে সালাম না দেওয়া/৪৫৫
৪৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আমীরকে সালাম প্রদান/৪৫৭
৪৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া/৪৬০
৪৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'আল্লাহ্ হায়াত দরাজ করুন' বলা/৪৬১
৪৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মারহাবা স্বাগতম/৪৬১
৪৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে সালামের জবাব দিবে/৪৬১
৪৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালামের জবাব দেয় না/৪৬৩
৪৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য/৪৬৪
৪৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদিগকে সালাম দেওয়া/৪৬৪
৪৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার সালাম পুরুষকে/৪৬৫
৪৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সালাম করা/৪৬৫
৪৮১. অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট করিয়া কাহাকেও সালাম দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে/৪৬৬
৪৮২. অনুচ্ছেদ ঃ পর্দার আয়াত কেমন করিয়া নাযিল হয়?/৪৬৭
৪৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ পর্দার তিনটি সময়/৪৬৮

৪৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির আপন স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার/৪৬৯
৪৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ/৪৭০
৪৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাসদাসীগণ যেন অনুমতি নিয়া ঘরে প্রবেশ করে/৪৭১
৪৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ 'শিশুরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়' কুরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে/৪৭১
৪৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাতার কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা/৪৭১
৪৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার নিকট যাইতে অনুমতি প্রার্থনা/৪৭২
৪৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা এবং পুত্রের নিকট যাইতে অনুমতি চাহিবে/৪৭২
৪৯১. অনুচ্ছেদ ঃ বোনের নিকট যাইতে অনুমতি চাওয়া/৪৭২
৪৯২. অনুচ্ছেদ ঃ ভাইয়ের নিকট অনুমতি চাওয়া/৪৭৩
৪৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি প্রার্থনা তিনবার/৪৭৪
৪৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম না করিয়া অনুমতি প্রার্থনা/৪৭৪
৪৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে উঁকি মারিলে চক্ষু ফুঁড়িয়া দেওয়া/৪৭৫
৪৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ তাকাইবার জন্যই অনুমতির প্রয়োজন/৪৭৫
৪৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের ভিতরের লোককে সালাম দেওয়া/৪৭৬
৪৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ ডাকিয়া পাঠানোই অনুমতি দান/৪৭৮
৪৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ দরজার সম্মুখে কেমন করিয়া দাঁড়াইবে ?/৪৭৯
৫০০. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি প্রার্থনা করিলে যদি জবাব আসে যে, আমি আসিতেছি তখন কোথায় বসিবে ?/৪৭৯
৫০১. অনুচ্ছেদ ঃ দরজা খট্‌খটানো/৪৮০
৫০২. অনুচ্ছেদ ঃ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ/৪৮০
৫০৩. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেহ বলে, 'আসিতে পারি কি ? এবং সালাম করে না'/৪৮১
৫০৪. অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়?/৪৮২
৫০৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশ্নকারীর 'কে ?' বলার জবাবে 'আমি' বলা সম্পর্কে/৪৮৩
৫০৬. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি প্রার্থনার জবাবে 'শান্তি সহযোগে প্রবেশ কর' বলা/৪৮৩
৫০৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের ভিতরে উঁকি মারা !/৪৮৪
৫০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের সাথে ঘরে প্রবেশ করার ফযীলত/৪৮৫
৫০৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র নাম না নিলে সেই ঘরে শয়তান রাত্রিযাপন করে/৪৮৬
৫১০. অনুচ্ছেদ ঃ যেখানে প্রবেশ করিতে অনুমতির প্রয়োজন নাই/৪৮৭
৫১১. অনুচ্ছেদ ঃ বাজারের দোকানসমূহে প্রবেশে অনুমতি লাগে না/৪৮৭
৫১২. অনুচ্ছেদ ঃ ফারসীতে অনুমতি গ্রহণ/৪৮৭
৫১৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিধর্মী সালাম লিখিয়া পত্র দিলে জবাব দেওয়া/৪৮৮
৫১৪. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীকে (বিধর্মীকে) আগে সালাম দিবে না/৪৮৮
৫১৫. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদিগকে (বিধর্মীদিগকে) ইশারায় সালাম করা/৪৮৯
৫১৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিধর্মীদের সালামের জবাব কী ভাবে দিতে হয়?/৪৮৯
৫১৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিমও মুশরিকদের সম্মিলিত মজলিসে সালাম দেওয়া/৪৯০
৫১৮. অনুচ্ছেদ ঃ আহ্‌লে কিতাবদিগকে কী ভাবে পত্র লিখিবে?/৪৯০
৫১৯. অনুচ্ছেদ ঃ আহ্‌লে কিতাব যখন 'আস্‌-সা-মু আলাইকুম' বলে/৪৯১
৫২০. অনুচ্ছেদ ঃ আহ্‌লে কিতাবদিগকে সংকীর্ণ পথে ঠেলিয়া দিতে হইবে/৪৯২
৫২১. অনুচ্ছেদ ঃ বিধর্মীর জন্য কীভাবে দু'আ করিবে ?/৪৯২
৫২২. অনুচ্ছেদ ঃ না চিনিয়া খৃস্টানকে সালাম দেওয়া/৪৯৩
৫২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলে, 'অমুক আপনাকে সালাম দিয়াছে/৪৯৪
৫২৪. অনুচ্ছেদ ঃ পত্রের জবাব দান/৪৯৪
৫২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সাথে পত্র বিনিময়/৪৯৪
৫২৬. অনুচ্ছেদ ঃ পত্রের শিরোনামা কিভাবে লেখা হইবে ?/৪৯৫
৫২৭. অনুচ্ছেদ ঃ 'বাদ সমাচার' লেখা/৪৯৫
৫২৮. অনুচ্ছেদ ঃ পত্রের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা/৪৯৬

৫২৯. অনুচ্ছেদ ঃ পত্রের প্রারম্ভে কী লেখা হইবে ?/৪৯৬
৫৩০. অনুচ্ছেদ ঃ 'সকাল কেমন-অতিবাহিত হইল'-বলা/৪৯৭
৫৩১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পত্র শেষে সালাম এবং তারিখ লিখে/৪৯৯
৫৩২. অনুচ্ছেদ ঃ কেমন আছেন ? বলা/৫০০
৫৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'সকাল কেমন গেল', বলিলে জবাবে কী বলা হইবে/৫০০
৫৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশস্ততর মজলিসই উত্তম/৫০২
৫৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলামুখী হইয়া বসা/৫০২
৫৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়া ফিরিয়া আসা/৫০৩
৫৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তায় বসা/৫০৩
৫৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসের স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া/৫০৩
৫৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা/৫০৪
৫৪০. অনুচ্ছেদ ঃ দুইজনের মধ্যস্থলে বসিবে না/৫০৪
৫৪১. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস-প্রধানের কাছে লোক ডিঙ্গাইয়া যাওয়া/৫০৪
৫৪২. অনুচ্ছেদ ঃ তাহার পার্শ্বচরই সর্বাধিক সম্মানের পাত্র/৫০৬
৫৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ পার্শ্বচরের দিকে কি পদবিস্তার করা যাইবে?/৫০৬
৫৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে বসিয়া থুথু ফেলা/৫০৭
৫৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ বারান্দায় মজলিস জমানো/৫০৭
৫৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ কুয়ার কিনারে পা লটকাইয়া বসা/৫০৮
৫৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে কেহ জায়গা ছাড়িয়া দিলেও সেখানে বসিবে না/৫১০
৫৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ আমানতদারী/৫১১
৫৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারও পানে তাকাইলে পুরাপুরি তাকাইবে/৫১১
৫৫০. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারও তদন্তের জন্য গেলে আগে তাহার কাছে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবে না/৫১২
৫৫১. অনুচ্ছেদ ঃ 'কোথা হইতে আসিলেন' বলা/৫১২
৫৫২. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারও অপছন্দ সত্ত্বেও আড়ি পাতিয়া তাহার কথা শোনা/৫১৩
৫৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ খাটে উপবেশন/৫১৪
৫৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ চুপি চুপি যাহারা কথা বলিতেছে তাহাদের মধ্যে ঢুকিবে না/৫১৬
৫৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ তৃতীয় জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানেকানে কথা বলিবে না/৫১৭
৫৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ যখন চারিজন থাকে/৫১৭
৫৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কাহারও কাছে বসিবে তখন উঠিবার সময় তাহার অনুমতি লইবে/৫১৮
৫৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ রৌদ্রে বসিবে না/৫১৮
৫৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ের গোছা ও কোমরে বাঁধিয়া কাপড় পরা/৫১৯
৫৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আরামে বসার উদ্দেশ্যে বালিশ প্রদান/৫১৯
৫৬১. অনুচ্ছেদ ঃ গোঁট মারিয়া বসা/৫২০
৫৬২. অনুচ্ছেদ ঃ চারজানু বসা/৫২০
৫৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় জড়াইয়া গোট মারিয়া বসা/৫২১
৫৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ দুই জানু বসা/৫২২
৫৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ চিৎ হইয়া শয়ন/৫২৩
৫৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ উপুড় হইয়া শয়ন করা/৫২৪
৫৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে আদান-প্রদান/৫২৫
৫৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বসিবার সময় জুতা কোথা রাখিবে ?/৫২৫
৫৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিছানায় ধুলাবালি নিক্ষেপ শয়তানের কাজ/৫২৫
৫৭০. অনুচ্ছেদ ঃ উন্মুক্ত ছাদে শয়ন করা/৫২৬
৫৭১. অনুচ্ছেদ ঃ পা' ঝুলাইয়া বসা/৫২৭
৫৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ঘর হইতে বাহির হইবার সময় কী পড়িবে ?/৫২৭
৫৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসা বা তাকিয়া ব্যবহার করা/৫২৮

৫৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যূষে পড়িবার দু'আ/৫৩০
৫৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ সন্ধ্যাকালে কী বলিবে ?/৫৩২
৫৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ শয্যাগ্রহণের সময় যাহা বলিবে/৫৩৩
৫৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ শয়নকালে দু'আর ফযীলত/৫৩৭
৫৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ গালের নীচে হাত রাখিবে/৫৩৮
৫৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ (তাসবীহ্-তাহ্লীলের মাহাত্ম্য)/৫৩৮
৫৮০. অনুচ্ছেদ ঃ শয্যাত্যাগের পর পুনরায় শুইলে বিছানা ঝাঁড়িয়া লইবে/৫৩৯
৫৮১. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে কী বলিবে ?/৫৪০
৫৮২. অনুচ্ছেদ ঃ হাতে চর্বি লাগিয়া অবস্থায় শয়ন করিবে না/৫৪০
৫৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ বাতি নিভাইয়া দেওয়া/৫৪১
৫৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ শয়নকালে ঘরে প্রজ্বলিত আগুন রাখিবে না/৫৪২
৫৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির দ্বারা বরকত হাসিল করা/৫৪৩
৫৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোড়া ঘরে লটকাইয়া রাখা/৫৪৩
৫৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে দরজা বন্ধ করা/৫৪৩
৫৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে শিশুদিগকে বাহির হইতে দিবে না/৫৪৪
৫৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করান/৫৪৪
৫৯০. অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর ও গাধার নৈশ চীৎকার/৫৪৪
৫৯১. অনুচ্ছেদ ঃ মোরগের বাক শুনিলে/৫৪৫
৫৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মশাকে গালি দিবে না/৫৪৬
৫৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ কায়লুলা বা দুপুরে আহারোত্তর বিশ্রাম/৫৪৬
৫৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ শেষ প্রহরে নিদ্রা/৫৪৮
৫৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যিয়াফত খাওয়ানো/৫৪৮
৫৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ খাত্না/৫৪৯
৫৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী লোকের খাত্না/৫৪৯
৫৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ খাত্না উপলক্ষে দাওয়াত/৫৪৯
৫৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ খাত্না উপলক্ষে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ/৫৪৯
৬০০. অনুচ্ছেদ ঃ বিধর্মীর দাওয়াত/৫৫০
৬০১. অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীদের খাত্না/৫৫১
৬০২. অনুচ্ছেদ ঃ অধিক বয়সে খাত্না/৫৫১
৬০৩. অনুচ্ছেদ ঃ শিশু সন্তানের জন্ম উপলক্ষে দাওয়াত/৫৫২
৬০৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিশু সন্তানের মুখে মিষ্ট দ্রব্য দান/৫৫৩
৬০৫. অনুচ্ছেদ ঃ জন্মের সময় নবজাতককে দু'আ দেওয়া/৫৫৩
৬০৬. অনুচ্ছেদ ঃ ছেলে মেয়ে নির্বেশেষে সুষ্ঠু দেহী নবজাতকের জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করা/৫৫
৬০৭. অনুচ্ছেদ ঃ নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার করা/৫৫৪
৬০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সময় সীমা নির্ধারণ/৫৫৪
৬০৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুয়া/৫৫৫
৬১০. অনুচ্ছেদ ঃ মোরগের দ্বারা জুয়া খেলা/৫৫৫
৬১১. অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুকে জুয়ার দাওয়াত দেওয়া/৫৫৬
৬১২. অনুচ্ছেদ ঃ কবুতরের জুয়া/৫৫৬
৬১৩. অনুচ্ছেদ ঃ রমনীদের উদ্দেশ্যে হুদীখানি বা গান গাওয়া/৫৫৬
৬১৪. অনুচ্ছেদ ঃ গান গাওয়া/৫৫৭
৬১৫. অনুচ্ছেদ ঃ পাশা খেলোয়াড়দিগকে সালাম দিবে না/৫৫৮
৬১৬. অনুচ্ছেদ ঃ পাশা খেলার পাপ/৫৫৮
৬১৭. অনুচ্ছেদ ঃ পাশা খেলোয়াড়কে শাস্তি প্রদান ও ঘর হইতে বহিষ্কার করা/৫৫৯
৬১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না/৫৬১

৬১৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে তীরন্দাযী করা/৫৬১
৬২০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুস্থানের হাতছানি/৫৬২
৬২১. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় দিয়া নাক ঝাঁড়া/৫৬২
৬২২. অনুচ্ছেদ ঃ ওস্ওয়াসা বা অশুরের কুমন্ত্রণা/৫৬২
৬২৩. অনুচ্ছেদ ঃ কু-ধারণা/৫৬৩
৬২৪. অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদী বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মস্তক মুণ্ডন/৫৬৫
৬২৫. অনুচ্ছেদ ঃ বগলের লোম পরিষ্কার করা/৫৬৫
৬২৬. অনুচ্ছেদ ঃ সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সৌহার্দ প্রদর্শন/৫৬৬
৬২৭. অনুচ্ছেদ ঃ পরিচয়/৫৬৬
৬২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের জন্য খেলাধুলার অনুমতি/৫৬৭
৬২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কবুতর যবাহ্ করা/৫৬৭
৬৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যাহার প্রয়োজন সে-ই অপরজনের কাছে যাইবে/৫৬৮
৬৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে বসিয়া থুথু ফেলিতে হইলে/৫৬৮
৬৩২. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে কথা বলিতে একজনের দিকেই কেবল তাকাইবে না/৫৬৯
৬৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ অহেতুক এদিক সেদিক তাকানো/৫৬৯
৬৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ বেহুদা কথাবার্তা/৫৭০
৬৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ দু'মুখী লোক/৫৭০
৬৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইতেছে সে, যাহার অনিষ্ট হইতে মানুষ দূরে পালায়/৫৭১
৬৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা/৫৭১
৬৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ অত্যাচার/৫৭২
৬৪০. অনুচ্ছেদ ঃ যখন লজ্জাই বোধ কর না তখন যাহা ইচ্ছা করিতে পার/৫৭২
৬৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধ/৫৭৩
৬৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধের সময় কী বলিবে ?/৫৭৩
৬৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধের সময় মৌনতা অবলম্বন করিবে/৫৭৪
৬৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুত্বের ব্যাপারেও আতিশয্য বাঞ্ছিত নহে/৫৭৪
৬৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার শত্রুতা যেন প্রাণান্তকর না হয়/৫৭৫

মহাপরিচালকের কথা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগে আরাম-আয়েশ সুখ-সম্ভোগের সকল উপকরণই আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। মর্ত্যের মানুষ আজ চন্দ্রে তার বিজয় নিশান উড়িয়ে দিয়েছে, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ হয়ত শিগ্‌গিরই তার পদচারণায় মুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু এই চরম বস্তুবাদী উন্নতির যুগেও মানুষ কি তার চির-ঈপ্সিত 'শান্তি'-র দেখা পেয়েছে?

বস্তুবাদী উন্নতি মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত শান্তির সন্ধান দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বসেও আজকের সভ্য মানুষ একান্তই অসহায়। আণবিক শক্তির অধিকারী পরাশক্তিসমূহের শাসকদের মুখে শান্তির ললিত বাণী ঘন ঘন উচ্চারিত হলেও স্বয়ং তাদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন।

শান্তির ধর্ম ইসলামই কেবল মানুষকে হিংস্রতা ও হানাহানি থেকে বাঁচাতে পারে। কেননা, ইসলাম মানুষকে পুলিশের ভয়ে আইন মানতে শেখায় না। বরং মু'মিনের সদাজাগ্রত বিবেকই অন্তরের নিভৃত কোণ থেকে তাকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করে। ইসলামের নবী (সা) কেবল নামায-রোযার বাহ্যিক কিছু রসম-রেওয়াজ শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, মানুষকে চলার পথের সকল খুঁটিনাটি শিক্ষাও ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বাণীতে—তাঁর অনুশীলনে। তাঁর এ শিক্ষা মানবীয় চরিত্রকে সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করে তোলার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। আল্লাহ্‌র নবীর চরিত্র গঠনমূলক বাণী ও অনুশীলনসমূহের অপূর্ব সমাহার ঘটেছে ইমামুল হাদীস ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী (র)-এর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' নামক এই কিতাবখানিতে। হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে তাই এই কিতাবখানি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী বিশ্বনবীর হাদীসের এই অনন্য কিতাবের তরজমায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আল্লাহ্‌র শোকর, তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় কিতাবখানির তরজমা করেছেন। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যামূলক টীকাও তিনি এতে সংযোজন করেছেন। ফলে, তা সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয়েছে। হাদীসে নববীর এ রত্নভাণ্ডার প্রথম ১৯৮৪ সালে বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরার সৌভাগ্য লাভ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ২০০৪ সালে কিতাবখানির সব খণ্ড একত্র করে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।

সুধী পাঠক সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে, এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি পাঠক সমাজের কাছে গ্রন্থটি পূর্বের ন্যায় সমাদৃত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় হাবীবের আদর্শে জীবন গড়ার তাওফিক দিন! আমীন!!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়াহ্‌র উৎস হিসেবে আল-কুরআনের পরই আল-হাদীসের স্থান। আল-হাদীস একদিকে যেমন আল-কুরআনের ব্যাখ্যা, অন্যদিকে রাসূলে করীম (সা)-এর জীবনের বাস্তব চিত্র।

হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হচ্ছে বুখারী শরীফ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম বুখারী নামে খ্যাত হযরত আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র)।

হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র)-এর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সতর্কতা সুবিদিত। সহীহ্‌ হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন। অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে তিনি সনদসহ প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ষোল বছর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রওযা আক্‌দাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রহণের আগে মোরাকাবার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন।

ইমাম বুখারী (র) সংকলিত সহীহ আল-বুখারীর পর তাঁর যে কিতাবটি মুসলিম সমাজে সমধিক পরিচিত ও সমাদৃত তা হচ্ছে 'আল-আদাবুল মুফরাদ'। এটি মূলত শিষ্টাচার সংক্রান্ত হাদীসের সংকলন। ইসলামী সমাজে 'মু'আমিলা' তথা পারস্পরিক সম্পর্কের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মূলে মুসলমানদের এই গ্রন্থটিই কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল ? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।" (সূরা সাফ্‌ফ ঃ ২-৩)

কুরআনুল করীমের এ আয়াতের নির্দেশ ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজে যেমন বাস্তবে অনুসরণ করেছেন, সাহাবীগণকেও তা আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাঁদের এই আমলের বাস্তব প্রতিফলনের ফলস্বরূপ ইসলামের রূপ ও মাধুর্য খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে দুনিয়াব্যাপী মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছে। দলে দলে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

আজও যাঁরা ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত তাঁদের শিষ্টাচারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁদের ব্যবহার, আচার-আচরণ, নৈতিকতা ইত্যাদি দেখেই মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে—যে নসীহত প্রদান করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রথমেই তা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হয়। তা ছাড়া, মানব সম্প্রদায়কে অন্যান্য প্রাণী জগত থেকে স্বতন্ত্র করার পেছনে যে কয়টি কার্যকারণ রয়েছে তার মধ্যে শিষ্টাচার অন্যতম। তাই মানব সভ্যতার বিকাশেও শিষ্টাচারের ভূমিকা অনন্য।

এ দিক থেকে এ গ্রন্থের ভূমিকা অসাধারণ। এতে ১৩৩৯ খানা হাদীস ৬৪৫টি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। আদব ও নৈতিকতা সংক্রান্ত হাদীসের এতো বড় সমাহার আর দ্বিতীয়টি নেই।

এসব গুরুত্ব বিবেচনা করে গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রথম ১৯৮৪ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। ১৯৯১ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সালে সব খণ্ড একত্রিত করে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এই অনন্য সাধারণ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী।

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের কুরআন ও হাদীস বোঝা ও তা অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

উৎসর্গ

যে আব্বাজানের ছিয়াশি বছরের জীবনের অন্তিম দিনগুলোর তাহাজ্জুদের দু'আ থেকে কোন দিন আমি বঞ্চিত থাকিনি, যে আম্মাজান তাঁর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত আমার কোন পরীক্ষার দিনেও রোযা ছাড়া থাকতো না, আর যাঁদের ত্যাগী ও আল্লাহ্ প্রেমে মাতোয়ারা মন-মানসিকতা তথাকথিত উজ্জ্বল ও রঙীন ভবিষ্যতের স্বপ্নসৌধ গড়ার পরিবর্তে আমাকে মাদ্রাসা পড়ুয়াদের দৈন্যভরা জীবনকেই গৌরবের পথ বলে বরণ করার প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছেন- সেই মরহুম আব্বাজান মওলবী সাঈদ উল্লাহ্ ও মরহুমা আম্মাজান মোসাম্মাৎ কাফুরুন-নেসা-এর মাগফিরাত কামনায়

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا .

"পরোয়ারদিগার! তাঁদের প্রতি ঠিক সেরূপ দয়া প্রদর্শন করুন, যেরূপ দয়া দ্বারা তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।"

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

অনুবাদকের কথা

সুন্দর সুন্দর নীতিবাক্য ও জটিল রহস্যময় তত্ত্বকথা দ্বারা কোন ধর্ম বা আদর্শের ততটুকু প্রসার ঘটে না, যতটুকু ঘটে সে ধর্ম বা আদর্শের ধারক-বাহকের ব্যবহারিক জীবনের সৌন্দর্য তথা চারিত্রিক উৎকর্ষের মাধ্যমে। তাই যাতে কেউ বড় বড় বুলি কপ্‌চিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট না হন, তজ্জন্য ঘোষিত হয়েছে আল-কুরআনের কঠোর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল ? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।" (সূরা সাফ ঃ ২)

তাই ইসলামের নবী এমন কোন কথা কোন দিন উচ্চারণ করেন নি, এমন কোন উপদেশ ভক্তদের দেন নি, যা তিনি নিজে করে না দেখিয়েছেন! তাই 'আপনি আচরি-ধর্ম অপরে শিখাও' উপদেশ বাক্যটি অপর সকলের ব্যাপারে প্রযোজ্য হলেও ইসলামের নবীর জীবনে এটাই ছিল সত্য। তিনি প্রথমে নিজে আমল করে দেখিয়েছেন, তারপর অন্যদেরকে আমলের দাওয়াত দিয়েছেন। তাই কতিপয় সাহাবা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন হযরত আয়েশা (রা) অবাক বিস্ময়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনারা কি কুরআন পড়েন নি ? তাঁর চরিত্র তো ছিল কুরআনেরই জলজ্যান্ত নমুনা!'

তাই কুরআন শরীফের শিক্ষাবলী কি তা জানতে হলে নবী করীম (সা)-এর জীবন-কাহিনী ও তাঁর চরিত্র অধ্যয়ন করতে হয় আর নবী করীম (সা)-এর জীবন ও আদর্শ কি তা জানতে হলেও কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করতে হয়। অন্য কথায় কুরআনের শব্দরাশি নবী করীমের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে আর রাসূলের চরিত্রই কুরআনের শব্দসম্ভারে রেকর্ড করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন-আশ্রিত জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম যে কত সুন্দর, কত মধুর, কত যথার্থ হয়ে উঠেছে ফারসী কবি শেখ সা'দীর আরবী দু'টি পংক্তিতে—যা আমাদের মিলাদ মাহফিলগুলোতে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে ঃ

"পূর্ণতার শীর্ষে তিনি পৌঁছলেন তাঁর কামালতে,
তাঁর অপরূপ রূপের ছটা নাশ্‌লো আঁধার ধরা হতে।
কী যে মধুর স্বভাব তাঁর, কী অপরূপ চাল ও চলন,
তাঁর প্রতি, তাঁর পরিজনে পড়ো দরূদ প্রেমিক সুজন!

ইমামুল মুহাদ্দিসীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী (র) নবী করীম (সা)-এর কুরআন-আশ্রিত জীবনের খুঁটিনাটি চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর সংকলিত প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এ। হাদীসের প্রায় প্রত্যেক কিতাবেই কিতাবুল আদব বা শিষ্টাচার অধ্যায় একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে কিন্তু 'আল-আদবুল মুফরাদ' কেবল শিষ্টাচারের বর্ণনায়ই ভরপুর। এ শুধু আল্লাহ্‌র রাসূলের উপদেশ

নয়, এটা তাঁর ব্যবহারিক জীবনের একটি নিখুঁত আলেখ্যও বটে। হিদায়াতের আলোকস্তম্ভরূপে তিনি যে সাহাবী-সমাজকে উম্মাতের জন্য রেখে গিয়েছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁদেরও কারো কারো বাস্তব জীবনের উদাহরণসমূহ এতে স্থান পেয়েছে। তাই বাংলাদেশের প্রথম উলামা ডেলিগেশনের অন্যতম সদস্যরূপে ১৯৭২ সালে রাশিয়া সফর করে এসে তাসখন্দে মুদ্রিত ইমাম বুখারী (র)-র এই 'আল-আদাবুল মুফরাদ' কিতাবখানা যখন আমার অনুজ মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আমার হাতে এনে তুলে দেন, তখন আমি এর অনুবাদ করার লোভ সামলাতে পারলাম না'। কেননা, সুসভ্য জাতি গঠনের সমস্ত উপাদান এতে এত সুন্দরভাবে বিন্যস্ত রয়েছে, আধুনিক যুগের Most etiquette Society বা সুসভ্য সমাজেও তার অনেক কিছুই অনুপস্থিত। আমার বিশ্বাস, চারিত্রিক অধঃপতন ও চরম নৈরাজ্যের এই আধুনিক যুগে এ কিতাবখানি ঘন তমসাবৃত রাতে অকূল-পাথারে পথহারা-দিশাহারা জাহাজের যাত্রীদের সম্মুখে ধ্রুবতারা তুল্য প্রমাণিত হবে।

কিতাবখানার তরজমা আমি সেই কবেই শুরু করেছিলাম, কিন্তু এরূপ একখানি দুর্লভ কিতাবের অনুবাদ কর্ম সত্যিই কম আয়াসসাধ্য কাজ নয়। কেননা, পাঠ্য তালিকাভুক্ত হাদীসের কিতাবসমূহের যেমন শরাহ্ বা ব্যাখ্যা পুস্তকাদি বাজারে পাওয়া যায়, এ কিতাবের তেমন কোন শরাহ্ পুস্তক বাজারে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া হাদীসসমূহের অনেক স্থানেই আমাকে বিভিন্ন হাদীসের বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়েছে। নতুবা অনেক হাদীসই পাঠকের কাছে সঙ্গতিবিহীন মনে হতো। এ কাজটি যেমন কঠিন ও দুঃসাধ্য তার চেয়ে বেশি উৎসাহ ও তাকীদ বাইরে থেকে না পাওয়া গেলে এ কাজে অগ্রসর হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই অনুবাদ কর্মের প্রায় মধ্যভাগেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এমনি এক সময়ে (১৯৭৯) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকরূপে কর্মবীর জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলমের শুভাগমন ঘটলো।

'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এর মত একখানি কিতাবের তরজমায় হাত দিয়ে মাঝপথে এসে আমি নিথর নিস্পন্দন—এ কথা তাঁর চোখে ধরা পড়তেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। দেখা করতেই বন্ধুসুলভ ভর্ৎসনার কশাঘাতে তিনি আমাকে জর্জরিত করে তুললেন। তাই বাধ্য হয়ে মাত্র দুই মাসে আমাকে সেই কিতাবের বাকি অর্ধেকের তরজমা সম্পন্ন করে দিতে হলো—যার প্রথমার্ধের অনুবাদে আমার ইতিপূর্বে প্রায় চারটি বছর কেটে গিয়েছিল। সহধর্মিণী বেগম উম্মে হানীও ঘন ঘন তাকীদ দিয়ে কাজটিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেন। ঘরে বাইরের এরূপ ঘন ঘন তাকীদ ও উপদ্রব না থাকলে আমার মত কর্মব্যস্ত অলসের পক্ষে এ কিতাবখানির তরজমা সম্পন্ন করতে আরো অনেক বেশি সময় লাগার কথা ছিল। উপস্থিত সময়ে তাঁদের এ উপদ্রবে রীতিমত অতিষ্ঠ বোধ করলেও কিতাবখানি প্রকাশের শুভ মুহূর্তে তাঁদের এ দানকে আমি কোন মতেই ছোট করে দেখতে পারছি না। নবী করীম (সা)-এর ব্যবহারিক জীবনের এ নিখুঁত আলেখ্য গ্রন্থের অনুবাদে আমি কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি, তার বিবেচনার ভার সুধী পাঠক সমাজের উপর রইলো।

বিশ্ব মানবের শ্রেষ্ঠতম দিকদিশারী ও শিক্ষক আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ শিক্ষাবলী দীপ্ত হয়ে উঠুক আমাদের প্রতিটি কাজে-কর্মে তথা সমগ্র সত্তায়, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এ তৌফিক কামনা করেই এ ভূমিকার ইতি টানছি।

সচিবালয় জামে মসজিদ
ঢাকা-১০০০

খাকসার
আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

ইমাম বুখারী (র)

মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র) ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমার রাত্রিতে সাবেক সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত তাজাকিস্তানের রাজধানী সমরকন্দ হইতে প্রায় ৩৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত ইসলামী জ্ঞানপীঠ বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। মাতার তত্ত্বাবধানেই তিনি লেখাপড়া করেন। মহল্লার মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের সাথে সাথে মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, তাঁহার সমপাঠিগণ যা দিনের পর দিন খাতায় লিখিয়া যাইতেন, তিনি আদৌ তা না লিখিয়াও দীর্ঘ সনদসহ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। এমনকি সমপাঠীরা তাঁহার কাছে হাদীস ও হাদীসের সনদগুলি শুনিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ ভুল শুদ্ধ করিতেন। ২১০ হিজরীতে তিনি তাঁহার মাতা এবং ভাইদের সাথে একত্রে হজ্জ করিতে যান। হজ্জ সমাপন করিয়া মাতা এবং ভাইগণ তো দেশে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে থাকিয়া গেলেন। অতঃপর হিজায, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি ইসলামী জ্ঞানপীঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তাগণের নিকট তিনি হাদীসের জ্ঞান সঞ্চয় করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি হাদীস শাস্ত্রে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হন।

মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি গ্রন্থ প্রণয়েন ব্রতী হন। এই সময় তিনি সাহাবী ও তাবিঈগণের মাহাত্ম্য ও তাঁহাদের বাণীসমূহের সংকলন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাযারে বসিয়াই 'কিতাবুত-তারীখ' (ইতিহাস গ্রন্থ) প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। রাত্রি বেলা চন্দ্রের আলোতে বসিয়া তিনি পুস্তক প্রণয়নের কাজ করিতেন। তাঁহার এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে তিনি নিজে বর্ণনা করেন যে, 'এই গ্রন্থে উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির নামের সহিত এক একটি দীর্ঘ কাহিনী আমার জানা আছে, যাহা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমি সযত্নে পরিহার করিয়াছি।'

তাঁহার সর্বাধিক খ্যাত কিতাব হইতেছে "আল-জামিউস সাহীহু আল-মুসনাদু আল-মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহী" যাহা সংক্ষেপে সহীহ্ বুখারী নামেই খ্যাত। বিশুদ্ধতার দিক হইতে আল্লাহ্‌র কুরআনের পরেই ইহার স্থান। ছয় লক্ষ হাদীস হইতে বাছাই করিয়া উহাতে মাত্র ৩৭৬১ খানা হাদীস তিনি সংকলিত করেন। ইহাতে তাঁহার সুদীর্ঘ ষোলটি বৎসর অতিবাহিত হয়। প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি গোসল করিয়া দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করেন।

এই কিতাবখানি তাঁহার জীবদ্দশায়ই এত প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ইমাম তিরমিযীসহ প্রায় এক লক্ষ শাগরিদ উহা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। এই কিতাবের শতাধিক শরাহ্ (ব্যাখ্যা) লিখিত হয়। বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।

'আল-আদাবুল মুফরাদ' বা অনন্য শিষ্টাচার নামে সংকলিত তাঁহার হাদীস গ্রন্থখানিতে ১৩৩৯ খানা হাদীস তিনি ৬৪৫টি শিরোনামে বর্ণনা করিয়াছেন। আদব ও নৈতিকতা শিক্ষার এত বড় সংকলন পৃথিবীতের আর দ্বিতীয়টি নাই।

মধ্য এশিয়া ও কাযাকিস্তানের মুসলিম ধর্মীয় বোর্ড সম্প্রতি তাশখন্দ হইতে উহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। বর্তমান অনুবাদটি ১৩৯০ (১৯৭০ ইং) সালে মুদ্রিত উক্ত সংস্করণকে সম্মুখে রাখিয়াই করা হইয়াছে।

ইমাম বুখারী ইল্‌মে ও আমলে যেমন অনন্য ছিলেন, তেমনি অনন্য ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ। পার্থিব বৈভব ও মর্যাদা লাভের জন্য আমীর-উমরাদের তোষামোদ করা তো দূরের কথা, ইল্‌মে নববীর সামান্যতম অবমাননাও যাহাতে কোনরূপ হইতে না পারে, সেদিকে তিনি পূর্ণ সজাগ ছিলেন। বুখারার তৎকালীন শাসক তাঁহার সন্তানদিগকে হাদীস শিক্ষাদানের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। ইমাম সাহেব হাদীসের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসকের বাড়ি গিয়া হাদীস পড়াইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অগত্যা শাসক তাঁহাকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার ছেলেরা হাদীস শিক্ষার জন্য তাঁহার খেদমতেই হাযির হইবে, তবে ঐ সময় যেন অন্য কোন শিক্ষার্থীকে হাযির থাকিতে দেওয়া না হয়। কিন্তু ইমাম সাহেব ইহাতেও অস্বীকৃত হন। তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দেন যে, হাদীস হইতেছে হযরত নবী করীম (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ—যাহাতে মুসলিম মাত্রেরই সমান অধিকার। সুতরাং নবীর হাদীস শিক্ষাদানে এই বিভেদ নীতিকে তিনি কোন মতেই প্রশ্রয় দেবেন না। ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। শাসকের রোষানলে পড়িয়া ইমাম সাহেব মাতৃভূমি বুখারা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। ২৫৬ হিজরীর ঈদুল ফিতরের রাত্রিতে তাঁহার ইন্তিকাল হয় এবং বুখারা ও সমরকন্দের মধ্যবর্তী 'খরতঙ্গ' নামক গ্রামে তিনি সমাহিত হন। বর্তমানে এই গ্রামটি 'কারিয়া খাজা সাহেব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ও বয়সের সংখ্যা নিরূপক নিম্নলিখিত আরবী বাক্যটি অতি প্রসিদ্ধ—

অর্থাৎ 'সিদ্‌কে' (সত্য) তাঁহার জন্ম, 'হামীদ' (প্রশংসনীয়) তাঁহার জীবনকাল এবং 'নূরে' (আলোকে) তাঁহার মৃত্যু।'এখানে সিদ্‌ক ১৯৪, হামীদ ৬২ এবং নূর শব্দটি ২৫৬ সংখ্যাজ্ঞাপক—যাহা যথাক্রমে তাঁহার জন্ম, বয়স ও মৃত্যুর সাল নির্দেশ করিতেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইল্‌মে নববীর এই শ্রেষ্ঠ সেবকের মর্যাদা আরও বুলন্দ করুন এবং আমাদিগকে তাঁহার অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

١- بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا (٢٩ : ٨)

১. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছি।"

—আল-কুরআন ২৯ ঃ ৮

١- اَخْبَرَنَا اَبُوْنَصْرِ اَحْمَدُبْنُ مُحَمَّدبْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَامِدِ بْنِ هَارُوْنَ بْنِ الْجَبَّارِ الْبُخَارِىُّ اَلْمَعْرُوْفُ بِابْنِ النَّيَازِكِىُّ قِرَاْةً عَلَيْهِ فَاَقَرَّبِهِ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًا فِىْ صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَثَلاَثَ مِأَةٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْخَيْرِ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَلِيْلِ بْنِ خَالِدَ بْنِ حُرَيْثِ الْبُخَارِىُّ الْكِرْمَانِىُّ الْعَبْقَسِىُّ الْبَزَّارُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثَ مِائَةٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ الْاَحْنَفِ الْجُعْفِىِّ الْبُخَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ الْعِيْزَارِ اَخْبَرَنِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ أَوْمَأَبِيَدِهِ اِلٰى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؟ قَالَ اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهٗ لَزَادَنِىْ -

১. আবূ নাস্‌র আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্‌ন হামিদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন আবদুল জাব্বার আল-বুখারী উরফে ইবনুন্ নিয়াযেকী যখন ৩৭০ হিজরীর সফর মাসে হজ্জ উপলক্ষে আমাদের এখানে

আসেন। তখন তিনি বর্ণনা করেন এই ভাবে যে, এই কিতাব "আল-আদবুল মুফরাদ" তাঁহার সম্মুখে পঠিত হয় এবং তিনি উহা অনুমোদন করেন। তিনি বলেন যে, আবুল খায়ের আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল জলীল ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হুরায়স আল-বুখারী আল-কিরমানী আল-আব্‌কাসী আল-বাজ্জার (র) ৩২২ হিজরীতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্রাহীম ইবনুল মুগীরা ইবনুল আহ্‌নাফ আল-জু'ফ আল-বুখারী (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল ওয়ালীদ তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট শু'বা (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ওয়ালীদ ইব্‌ন ঈজার (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবূ আম্‌র শায়বানীকে আমি বলিতে শুনিয়াছি এই বাটীর মালিক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন-বলিয়া তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর বাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করিলেন--আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্‌র নিকট সব চাইতে প্রিয় আমল কি ? ফরমাইলেন ঃ নামায যথাসময়ে আদায়। আমি বলিলাম ঃ তারপর কোনটি ? ফরমাইলেন ঃ পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। আমি বলিলাম ঃ অতঃপর কোনটি ? ফরমাইলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।

রাবী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বর্ণনা করিলেন। যদি আমি আরো অধিক প্রশ্ন করিতাম, তবে তিনি অবশ্যই আরও অধিক বর্ণনা করিতেন।

২– حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ –

২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।[১]

٢. بَابُ بِرِّ الْاُمِّ

২. অনুচ্ছেদ ঃ মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

৩– حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اَبَاكَ ثُمَّ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ –

---

১. ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সবচাইতে বড় ইবাদত হইতেছে নামায। এহেন নামাযের পরপরই জিহাদের মত প্রাণান্তর ও সর্বজন-স্বীকৃত পূর্ণ কর্মের কথা উল্লেখ না করিয়া তাহার পূর্বে হাদীসে পিতার সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করায় পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব যে কত বেশী এবং ইহা যে আল্লাহ্‌র কাছে কত বেশী প্রিয়, তাহাই বুঝানো হইয়াছে। ইহার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) উভয় মনীষীই তাঁহাদের সহীহাইনে এ হাদীসখানা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন।
কুরআন শরীফের আয়াতে তো এই ব্যাপারটা আরো বেশী গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হইয়াছে, যেখানে আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারো ইবাদত বা পূজা-অর্চনা না করার কথা বলার পরপরেই পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। বিষয়টির এহেন গুরুত্বের জন্যই ইমাম বুখারী (র) তাঁহার এই কিতাব "আল-আদবুল মুফরাদ"-এর প্রথম শিরোনামারূপে ইহাকেই বাছিয়া লইয়াছেন।

৩. আবূ আসিম বাহ্য ইব্ন হাকীমের প্রমুখাৎ, তিনি তদীয় পিতার এবং তদীয় পিতা তদীয় পিতামহের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সদ্ব্যবহার লাভের সর্বাধিক যোগ্য পাত্র কে ? তিনি ফরমাইলেন ঃ তোমার মাতা। বলিলাম ঃ তারপর কে ? ফরমাইলেন ঃ তোমার মাতা। আবার বলিলাম ঃ তারপর কে ? ফরমাইলেন ঃ তোমার মাতা। পুনরায় প্রশ্ন করিলাম ঃ তারপর কে? ফরমাইলেন ঃ তোমার পিতা। অতঃপর যে যত ঘনিষ্ট সে তত বেশী।

٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّى خَطَبْتُ امْرَأَةً فَاَبَتْ اَنْ تَنْكِحَنِى وَخَطَبَهَا غَيْرِى فَاَحَبَّتْ اَنْ تَنْكِحَهُ فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا فَهَلْ لِى مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ اُمُّكَ حَيَّةٌ ؟ قَالَ لاَ قَالَ تُبْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقَرَّبْ اِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ اُمِّهِ ؟ فَقَالَ اِنِّى لاَ اَعْلَمُ عَمَلاً اَقْرَبَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ -

৪. আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, আমি একটি রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে তাহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল এবং সে ঐ প্রস্তাব পছন্দ করিল। ইহাতে আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল এবং আমি তাহাকে রাগের মাথায় হত্যা করিয়া বসিলাম। আমার জন্য কি তাওবার মাধ্যমে উক্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন সুযোগ আছে ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার মাতা কি জীবিত আছেন ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ জ্বী না। তিনি বলিলেন ঃ তুমি আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর এবং যথাসাধ্য ইবাদত ও নফল কার্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভে যত্নবান হও!

রাবী আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন ঃ তখন আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ হুযুর! তাহার মাতা জীবিত কি না, এ কথা আপনার জিজ্ঞাসা করার হেতু কি? তিনি বলিলেন ঃ মাতার সহিত সদ্ব্যবহারের চাইতে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের প্রকৃষ্টতর কোন কার্য আমার জানা নেই।[১]

---

১. এই হাদীসের দ্বারা বোঝা গেল যে, মাতার সহিত সদ্ব্যবহার এমনি একটি পুণ্যকর্ম যাহা নরহত্যার জঘন্য গোনাহ্রও কাফ্ফারা হইতে পারে।
হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরাতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দ্বারা একটি জঘন্য পাপকার্য সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এখন আমার তাওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি ? জবাবে নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ তোমার মাতা কি এখনও জীবদ্দশায় আছেন ? সে ব্যক্তি বলিল, জ্বী না, তবে আমার খালা এখনও বাঁচিয়া আছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ তবে তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীসখানা সম্পর্কে প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইব্ন হাব্বান ও হাকিম (র) ইমাম বুখারী ও মুসলিমের নির্ধারিত বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই 'মারফূ' হাদীসের ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত 'মাওকূফ' হাদীসের মর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

٣. بَابُ بِرِّ الْاَبِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার

٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اِبْنِ شَبْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اَبَاكَ -

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, যে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সদ্ব্যবহার লাভের সর্বাধিক যোগ্য পাত্র কে ? ফরমাইলেন ঃ তোমার মাতা। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ অতঃপর কে ? ফরমাইলেন ঃ তোমার মাতা। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ অতঃপর কে ? ফরমাইলেন ঃ তোমার মাতা। সে ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন ঃ অতঃপর কে ফরমাইলেন ঃ তোমার পিতা।

٦- حَدَّثَنَا بُسْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَتَى رَجُلٌ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَأْمُرُنِىْ ؟ قَالَ بِرَّ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرَّ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرَّ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ بِرَّ اَبَاكَ-

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে কি করিতে আদেশ করেন ? তিনি ফরমাইলেন ঃ তোমার মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। সে ব্যক্তি পুনরায় ঐ একই প্রশ্ন করিল, জবাবে তিনি বলিলেন ঃ তোমার মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। সে ব্যক্তি আবার ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল, তিনি ফরমাইলেন ঃ তোমার মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। অতঃপর সে ব্যক্তি চতুর্থবার প্রশ্ন করিল, তিনি বলিলেন ঃ তোমার পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করিবে।

٤- بَابُ بِرِّ وَالِدَيْهِ وَاِنْ ظَلَمَا

৪. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার যুলুম সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার

٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ اِبْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ سَعِيْدِ الْقَيْسِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ اِلَيْهِمَا

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ আমি যখন বেহেশতে যাই (মি'রাজ-রজনীতে বেহেশতে গমনের ইঙ্গিত); তখন জনৈক ক্বারীর কিরা'আতের আওয়াজ আমার কানে পৌছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই কিরা'আতের আওয়াজ কাহার?-জবাব পাওয়া গেল, 'হারিসা ইবন নু'মানের' এই ঘটনা বর্ণনার পর নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ তোমরাও এরূপ সদাচারী হও! তোমরাও এরূপ সদাচারী হও! কেননা, সে তাঁহার মায়ের সহিত অন্যদের তুলনায় অধিকতর সদাচারী ছিল। শারহুস্ সুন্নাহ ও বায়হাকী-বর্ণিত এই হাদীসখানা দ্বারাও একথার প্রমাণ যাইতেছে যে, মাতার সহিত সদ্ব্যবহার এমন একটি পুণ্যকর্ম যদ্দারা বেহেশত পাওয়া যাইবে।

مُحْتَسِبًا اِلاَّ فَتَحَ اللّٰهُ لَهُ بَابَيْنِ يَعْنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٍ وَاِنْ اَغْضَبَ اَحَدُهُمَا لَمْ يَرضِ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهُ قِيْلَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ

৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এমন কোন মুসলমান নাই-যাহার মুসলিম পিতামাতা রহিয়াছেন এবং সে প্রত্যুষে তাঁহাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য বেহেশতের দুইটি দরজা খুলিয়া না দেন। আর যদি একজন থাকেন তবে একটি দরজা। আর যদি সে ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যকার কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহাকে সন্তুষ্ট না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাহার উপর সন্তুষ্ট হন না। জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ যদি তাহার উপর যুলুম করেন, তবুও কি ? ফরমাইলেন ঃ হাঁ, যদি তাঁহার উপর যুলুমও করেন তবুও।[১]

এই মারফূ' হাদীসের দ্বারা উক্ত মাওকূফ হাদীসের মর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

٥- بَابُ لِيْنِ الْكَلَامِ لِوَالِدَيْهِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার সহিত নম্রভাষায় কথা বলা

٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَّاسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّجْدَاتِ فَاَصَبْتُ ذُنُوْبًا لاَ اَرَاهَا اِلاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا هِىَ ؟ قُلْتُ كَذَا كَذَا قَالَ لَيْسَتْ هٰذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ هُنَّ تِسْعٌ اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ نَسَمَةٍ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالْحَادٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالَّذِىْ يَسْتَسْخِرُ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوْقِ قَالَ لِىْ اِبْنُ عُمَرَ اَتُفَرِّقُ مِنَ النَّارِ وَتُحِبُّ اَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ ؟ قُلْتُ اِىْ وَاللّٰهِ : قَالَ اَحَىٌّ وَالِدَاكَ ؟ قُلْتُ عِنْدِىْ اُمِّىْ قَالَ فَوَاللّٰهِ ! لَوْ اَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ وَاَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ -

৮. তাইসালা ইব্‌ন মাইয়াস বলেন ঃ আমি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। সেখানে এমন কিছু কার্যকলাপ আমার দ্বারা সংঘটিত হয় সেগুলিকে আমি কবীরা গোনাহ্ বলিয়া মনে করি। হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর খেদমতে আমি সে প্রশ্নটি উত্থাপন করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাহা কি কি ? আমি বলিলাম ঃ অমুক অমুক ব্যাপার। তিনি বলিলেন ঃ এ গুলি তো কবীরা গোনাহ্ নহে, কবীরা গোনাহ হইতেছে নয়টি ঃ

১. বায়হাকী কর্তৃক "শু'আবুল ঈমান"-এ সংকলিত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এরই প্রমুখাৎ বর্ণিত মারফূ' হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যুষে পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফরমানবরদার বান্দা হিসেবে গাত্রোত্থান করে তাহার জন্য বেহেশতের দুইটি দরজা খুলিয়া যায় ; আর যদি তাঁহাদের দুইজনের একজন থাকেন, তবে একটি দরজা। আর যদি সে প্রত্যুষে পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র না-ফরমান বান্দারূপে গাত্রোত্থান করে, তবে তাহার জন্য জাহান্নামের দুইটি দরজা খুলিয়া যায়। আর যদি তাঁহাদের মধ্যকার একজন থাকেন, তবে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ঃ যদি তাঁহার সে ব্যক্তির উপর যুলুম করিয়া থাকেন, তবুও কি ? বলিলেন ঃ হা, যদি তাঁহারা তাহার উপর যুলুম করেন, তবুও।

১. আল্লাহ্র সহিত শিরক করা, ২. নরহত্যা, ৩. জিহাদ হইতে পলায়ন, ৪. সতীসাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অসতীত্বের অপবাদ রটানো, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, ৭. মসজিদে ধর্মদ্রোহিতা (ইহ্লাদ), ৮. ধর্ম নিয়া উপহাস করা, এবং ৯. সন্তানের অবাধ্যতার দ্বারা মাতাপিতাকে কাঁদানো।
ইব্ন উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি জাহান্নাম হইতে দূরে থাকিতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করিতে চাও ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি তাহাই চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন ? তিনি বলিলেন ঃ কসম আল্লাহ্র, তুমি যদি তাঁহার সহিত নম্রভাষায় কথা বল এবং তাঁহাকে ভরণপোষণ কর তবে, তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। অবশ্য, যতক্ষণ কবীরা গোনাহসমূহ হইতে বিরত থাক।

٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [١٧ : ٢٤] قَالَ لاَ تَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ اَحَبَّاهُ -

৯. হিশাম ইব্ন উরওয়া তদীয় প্রমুখাৎ কুরআন শরীফের আয়াত ঃ

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

"দয়ার্দ্রতার সহিত বিনয় ও নম্রতার ডানা তাহাদের নিমিত্ত সম্প্রসারিত করিয়া দাও।" প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাঁহারা যে বস্তুই পসন্দ করেন না কেন, তাহাই তাঁহাদিগকে প্রদান কর।

٦- بَابُ جَزَاءِ الْوَالِدَيْنِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার প্রতিদান

١٠- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَجْزِيْ وَلَدٌ وَالِدَهُ ، اِلاَّ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ -

১০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ফরমাইছেন ঃ সন্তানের পক্ষে তাহার পিতার প্রতিদান দেওয়া সম্ভবপর নহে, তবে হ্যাঁ, সে যদি তাঁহাকে ক্রীতদাস অবস্থায় পায় এবং সে তাঁহাকে খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দেয়, তবেই প্রতিদান হইতে পারে।

١١- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ اَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَمَلَ اُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَقُوْلُ :

اِنْ اُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ اُذْعَرْ * اِنِّيْ لَهَا بَعِيْرُهَا الْمُذَلَّلْ

ثُمَّ قَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ! اَتَرَانِيْ جَزَيْتُهَا ؟ قَالَ ، لاَ وَلاَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ فَاَتَى الْمَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : يَا ابْنَ ! اَبِيْ مُوْسٰى اِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا -

১১. সাঈদ ইব্‌ন আবূ বুরদা বলেন, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) একদা জনৈক ইয়েমনী যুবককে স্বীয় মাতাকে পৃষ্ঠে নিয়া তাওয়াফরত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। সে তখন নিম্নরূপ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল ঃ إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرْ + إِنِّيْ لَهَا بَعِيْرُهَا الْمُذَلَّلُ
"আমি তাঁহার অনুগত উষ্ট্রের মত। যদি তাঁহার রেকাব (পা-দানী) দ্বারা আমি আঘাতপ্রাপ্ত হই, তবুও নিরুদ্বেগে তাহা সহ্য করিয়া যাই।"
তারপর সে বলিল ঃ আমি কি আমার প্রতিদান দিতে পারিয়াছি বলিয়া আপনি মনে করেন ? তিনি বলিলেন ঃ না, তাঁহার একটা দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও তো হয় নাই! অতঃপর ইব্‌ন উমর (রা) তাওয়াফ করিলেন এবং মাকামে-ইব্রাহীমে পৌঁছিয়া দুই রাক'আত নামায পড়িলেন এবং বলিলেন ঃ হে আবূ মূসার পুত্র! প্রত্যেক দুই রাক'আত নামায পূর্ববর্তী পাপের জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ।[১]

١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِيْ هِلَالٍ ، عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ مُرَّةَ ، مَوْلٰى عَقِيْلٍ ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانَ وَكَانَ يَكُوْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَكَانَتْ اُمُّهُ فِيْ بَيْتٍ وَهُوَ فِيْ اٰخَرَ قَالَ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ وَقَفَ عَلٰى بَابِهَا فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ ، يَا اُمَّتَاهُ : وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَتَقُوْلُ : وَعَلَيْكَ يَا بُنَيَّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَقُوْلُ : رَحِمَكِ اللّٰهُ كَمَا رَبَّيْتِنِيْ صَغِيْرًا فَتَقُوْلُ : رَحِمَكَ اللّٰهُ كَمَا بَرَرْتَنِيْ كَبِيْرًا ثُمَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْخُلَ صَنَعَ مِثْلَهُ -

১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা মারওয়ান তাঁহাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিল এবং তিনি তখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে অবস্থান করিতেন। তিনি একটি ঘরে বাস করিতেন এবং তাঁহার মাতা ভিন্ন আর একটি ঘরে বাস করিতেন। যখন তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন, তখন তাঁহার মাতার দরজার দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন ঃ "আস্‌সালামু আলাইকে ইয়া উম্মাতাহ্ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"-আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ওয়া বরকত বর্ষিত হউক হে আম্মাজান! প্রত্যুত্তরে তাঁহার মাতা বলিতেন ঃ ওয়া আলাইকা ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া রাহমাতুল্লিাহি ওয়া বারাকাউহু-তোমার উপরও শান্তি, রহমত ওয়া বরকত বর্ষিত হইক হে বৎস!

অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা) আবার বলিতেন ঃ رَحِمَكِ اللّٰهُ كَمَا رَبَّيْتِنِيْ صَغِيْرًا "আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন যে ভাবে আপনি আমার শৈশবকালে আমার প্রতিপালন করিয়া ছিলেন।" প্রতুত্তরে আবার মা বলিতেন ঃ رَحِمَكَ اللّٰهُ كَمَا بَرَرْتَنِيْ كَبِيْرًا "আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন-যেরূপ বার্ধেক্যে আমার প্রতি তুমি সদ্ব্যবহার করিয়াছ।" অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তিনি অনুরূপ সালাম-সম্ভাষণ করিতেন।

---

১. এই হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, মাতাকে আপন পৃষ্ঠে বহন করিয়া হজ্জ করাইলেও তাঁহার ঋণ শোধ করা যায় না। এমন একটি পুণ্য কর্মও মাতার প্রতিদান হিসাবে অতি নগন্য, উপরন্তু নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হয়-যদিও তাহা দুই রাক'আত মাত্রই হউক না কেন!

١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَتَرَكَ اَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ : اِرْجِعْ اِلَيْهِمَا وَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا -

১৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়‘আত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, অথচ ঘরে তাহার পিতামাতা তখন ক্রন্দরত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ তুমি তোমার পিতামাতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাঁহাদিগকে যেমন কাঁদাইয়াছ, তেমনি তাঁহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়া দাও !

١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِى الْفُدَيْكِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ ، مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِيْ طَالِبٍ ، اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَكِبَ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اِلٰى اَرْضِهِ بِالْعَقِيْقِ فَاِذَا دَخَلَ اَرْضَهُ صَاحَ بِاَعْلٰى صَوْتِهِ ، عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، يَا اُمَّتَاهْ : تَقُوْلُ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ يَقُوْلُ : رَحِمَكِ اللّٰهُ كَمَا رَبَّيْتِنِيْ صَغِيْرًا فَتَقُوْلُ : يَا بُنَيَّ وَاَنْتَ ، فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِيْ كَبِيْرًا -

قَالَ مُوْسٰى : كَانَ اِسْمُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو -

১৪. আবূ হাযিম বর্ণনা করেন, উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিবের আযাদকৃত গোলাম আবূ মুররা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, একদা তিনি আকীকে অবস্থিত তাঁহার জমিতে উপনীত হইলেন, তখন উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন ঃ আলাইকিস্ সালামু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকুতুহু ইয়া উম্মাতাহ্। প্রত্যুত্তরে তাঁহার মাতা বলিলেন ঃ ওয়া আলাইকাস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আবার আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ রাহিমাকেল্লাহি কামা রাব্বায়তিনী সাগীরা। প্রত্যুত্তরে তাঁহার মাতা বলিলেন ঃ ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া আন্‌তা জাযাকাল্লাহু খায়রান ওয়া রাযিয়া আন্‌কা কামা বাররতানী কাবীরা–"আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন বৎস এবং তোমার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হউন যেভাবে আমার বার্ধক্যে তুমি আমার প্রতি উত্তম ব্যবহার করিয়াছ।"

আবূ হাযিমের কাছে এ হাদীসখানা বর্ণনাকারী রাবী মূসা বলেন ঃ আবূ হুরায়রার আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র।

٧- بَابُ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার অবাধ্যতা

١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ

الْكَبَائِرِ ؟ ثَلاَثًا قَالُوْا بَلٰى ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : قَالَ اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا " اَلاَ وَقَوْلَ الزُّوْرِ " مَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْتُ : لَيْتَهُ سَكَتَ –

১৫. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে কবীরা গোনাহ্ সম্পর্কে অবগত করিব ? এ কথাটি তিনি তিনবার বলিলেন। সাহাবাগণ আরয করিলেন ঃ আলবৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন ফরমাইলেন ঃ আল্লাহ্‌র সহিত শরীক সাব্যস্ত করা (শিরক) এবং পিতামাতার অবাধ্যতা–এ কথা বলিয়া তিনি হেলান দেওয়া অবস্থা হইতে সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "এবং মিথ্যা বলা" তিনি এ কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন। তখন আমি মনে মনে বলিতেছিলাম হায়। যদি নবী করীম (সা) এবার ক্ষান্ত হইতেন।

١٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ ، كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ ، اُكْتُبْ اِلَيَّ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ – قَالَ وَرَّادُ : فَاَمْلٰى عَلَيَّ وَ كَتَبْتُ بِيَدِيْ : اِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَنْهٰى عَنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ ، وَاِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَعَنْ قِيْلٍ وَّقَالَ –

১৬. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বার সচিব (কাতিব) ওয়াররাদ বলেন ঃ একদা হযরত মুয়াবিয়া (রা) মুগীরাকে পত্র লিখিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখে তুমি যাহা (হাদীস) শুনিয়াছ, তাহা আমাকে লিখিয়া জানাও। ওয়াররাদ বলেন ঃ তখন মুগীরা আমার দ্বারাই লিখাইলেন এবং আমি স্বহস্তে লিখিলাম ঃ আমি তাঁহাকে বেশী যাচ্ঞা করিতে, সম্পদের অপচয় করিতে এবং অনাবশ্যক বিতর্কে লিপ্ত হইতে বারণ করিতে শুনিয়াছি।[১]

---

১. বাহ্যত শিরোনামার সহিত এই রিওয়ায়েতের কোন সম্পর্ক দেখা যায় না; কিন্তু সহীহ্ বুখারীতে অন্যান্য প্রসঙ্গে এই রিওয়ায়েতখানা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الاُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ–

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন মাতাদের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করা এবং দানের ব্যাপারে নিজে হস্ত গুটাইয়া রাখা ও অন্যের কাছে পাওয়ার মনোবৃত্তি পোষণ করাকে এবং তিনি তোমাদিগের জন্য অপছন্দ করেন অনাবশ্যক বাদানুবাদ, অধিক যাচ্ঞা এবং সম্পদের অপচয়।

পিতামাতার অবাধ্যতার কুফল সংক্রান্ত আরও কয়েকখানা হাদীস এই প্রসঙ্গে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল– যাহাতে উক্ত শিরোণামে বর্ণিত দাহীসদ্বয়ের পূর্ণ সমর্থন মিলে ঃ

১. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে একটি হইল "সজ্ঞানে মিথ্যা কসম খাওয়া।" –বুখারী

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

২. নবী করীম (সা) উমর ইব্ন হাযাম (রা)-এর মাধ্যমে ইয়েমেনবাসীদের জন্য যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতে লিখিত ছিল ঃ কিয়ামতের দিন যেসব ব্যাপার কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যেও জঘন্যতর প্রতিপন্ন হইবে, সেগুলি হইতেছে ঃ আল্লাহ্র সহিত শরীক সাব্যস্ত করা (শির্ক), কোন মু'মিনকে হত্যা করা, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের সময় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা, পিতামাতার অবাধ্যতা, বিবাহিতা নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ রটনা, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা, সুদ খাওয়া ও ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা। –ইব্ন হাব্বান।

৩. হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ তিন ব্যক্তি এমন--যাহাদের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা অপ্রসন্ন থাকিবেন; তাহারা হইতেছে পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি, মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, উপকার করিয়া খোঁটা দানকারী।

অতঃপর বলেন, তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহারা হইতেছে পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি, দাইয়ূস অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যাহার স্ত্রী ব্যাভিচারিণী অথচ সে তাহাতে বাধা দান করে না বা ইহার প্রতিকার করে না এবং পুরুষ বেশধারীণী নারী। –ইব্ন হাব্বান

৪. হযরত আবূ হুরায়রার রিওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ জান্নাতের হাওয়া পাঁচশত বৎসরের পথ অতিক্রম করিয়া আসে। কিন্তু উপকার করার পর যে খোটা দেয়, পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি এবং মদ্যপানে ব্যক্তি এই হাওয়ার পরশটুকুও পাইবে না। –তাবারানী, সাগীর

৫. হযরত আবূ উমামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিন ব্যক্তি এমন যাহাদের ফরয-নফল কোন ইবাদতই আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন না; তাহার হইতেছে পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি, উপকার করিয়া খোঁটা দানকারী এবং তাক্দীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। –কিতাবুস্ সুন্নাহ্ ও ইব্ন আবূ আসেম।

৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, চার ব্যক্তি এমন যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা যদি বেহেশ্তে স্থান না দেন, তবে তাহা অত্যন্ত সংগতই হইবে; তাহারা হইতেছে মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, সুদখোর, ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাসকারী এবং পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি। –হাকিম

৭. হযরত সাওবান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনটি ব্যাপার এমনি—যেগুলি বর্তমানে কোন আমলই ফলদায়ক হয় না। সেই তিনটি ব্যাপার হইতেছে আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা এবং জিহাদকালে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন। –তাবারানী

৮. হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রমুখৎ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ইচ্ছামত অনেক গোনাহের শাস্তি কিয়ামতের দিনে প্রদানের জন্য রাখিয়া দেন, কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতা এমনি একটি পাপ, যাহার শাস্তি তিনি এই দুনিয়ায় তাহার মৃত্যুর পূর্বেই দিয়া দেন।

৯. ইব্ন আবূ আওফা (রা) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, একটি যুবকের মৃত্যুকালে কোন মতেই তাহার মুখ দিয়া কলেমা উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। কেননা তাহার মাতা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুপারিশে তাহার মাতা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিল, তখনই তাহার মুখে কলেমা নিঃসৃত হইল।

১০. শাহর ইব্ন হাওশাব (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি আসরের নামাযের পর লক্ষ্য করিলেন যে, এমন এক ব্যক্তি--যাহার মাথার অংশ ছিল গাধার এবং অবশিষ্ট দেহ মানুষের। সে কবর হইতে বাহির হইয়া তিনবার গাধার বিকট আওয়াজ দিয়া পুনরায় কবরে প্রবেশ করিল। তখন তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, ঐব্যক্তি মদ্যপান করিত। তাহার মাতা তাহাকে এজন্য তিরস্কার করিলে সে বলিত, "তুমি তো গাধার মত চীৎকারই করিতে থাক।" অতঃপর একদিন আসরের সময় তাহার মৃত্যু হয় এবং এখন প্রতিদিনই আসরের পর কবর ফাঁক হইয়া সে বাহির হয় এবং গাধার মত তিনবার চিৎকার করিয়া আবার কবরে আবদ্ধ হয়। –ইসফাহানী

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

٨- بَابُ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতাকে অভিশাপকারীর প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِى بَزَّةَ ، عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ : هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسُ كَافَّةً قَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ اِلاَّ مَا فِى قُرَابِ سَيْفِىْ ثُمَّ اَخْرَجَ صَحِيْفَةً فَاِذَا فِيْهَا مَكْتُوْبٌ : لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ- لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الاَرْضِ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا -

১৭. আবূ তোফায়ল বলেন, হযরত আলী (রা)-কে একথা প্রশ্ন করা হইল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি এমন কোন ব্যাপার বিশেষভাবে আপনাকে বলিয়াছেন, যাহা সাধারণভাবে সবাইকে তিনি বলেন নাই ? জবাবে হযরত আলী (রা) বলিলেন ঃ অন্য কাহাকেও বলেন নাই এমন কোন বিশেষ কথা তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বিশেষভাবে বলেন নাই; অবশ্য আমার তরবারীর কোষ মধ্যে রক্ষিত এ ব্যাপারটি ছাড়া। একথা বলিয়াই তিনি (তাঁহার কোষ মধ্যে রক্ষিত) একখানি লিপি বাহির করিলেন। উহাতে লিখা ছিল ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহারো নামে পশু যবাই করে, তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা-চিহ্ন চুরি করে, তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ। যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতার প্রতি অভিসম্পাত করে, তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ। যে ব্যক্তি ধর্মে কোন নয়া আবিষ্কারের (বিদ্‘আতের) প্রশ্রয় দেয়, তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ![১]"

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

আবুল আব্বাস আসম এই হাদীসখানা নিশাপুরে হাফেযে হাদীসগণের সমাবেশে লিপিবদ্ধ করান, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।

১১. আম্‌র ইব্‌ন মুররা জুহানী (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি পাঞ্জেগানা নামাযও রীতিমত আদায় করিয়া থাকি, নিজের সম্পত্তির যাকাতও আদায় করিয়া থাকি, রোযাও রাখিয়া থাকি, প্রতিদানে আমি কী পাইব?

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে কিয়ামতের দিন সে নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সহিত এইরূপে অবস্থান করিবে যেরূপ আমার এই দুইটি অঙ্গুলি—এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার দুইটি অঙ্গুলি উঠাইয়া দেখাইলেন—অবশ্য, যদি সে তাহার পিতামাতার অবাধ্যতা না করিয়া থাকে। —আহ্‌মদ ও তাবারানী

১. দীন সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণ আমাদের দেশে অনেক লোকই পীর ফকীর আউলিয়াগণের নামে গরু-ছাগল ও শিন্নী মানত করে, অথচ তাহারা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না যে, পুণ্যকর্ম মনে করিয়া তাহারা যাহা করিতেছে, তাহা দ্বারাই তাহারা আল্লাহ্‌র লা'নতের পথে অগ্রসর হইতেছে।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

٩- بَابُ يَبِرُّ وَالِدَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً

৯. অনুচ্ছেদ ঃ পাপ কার্য ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে পিতামাতার আনুগত্য

١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ بَكْرَةَ الْبَصْرِى لَقِيْتُهُ بِالرَّمْلَةِ قَالَ : حَدَّثَنِى رَاشِدُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : اَوْصَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتِسْعٍ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِعْتَ اَوْ حُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ مُتَعَمِّدًا ، وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلاَ تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَاَطِعْ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ ، فَاخْرُجْ لَهُمَا وَلاَ تَنَازَعَنَّ

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

বিদ্'আত বা নব আবিষ্কৃত ধর্ম-বিধানসমূহ সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। কেননা, বিদ্'আতী ব্যক্তি ঠিক ধর্মকর্ম মনে করিয়া যাহা করে, তাহাই তাহাকে আল্লাহ্‌র লা'নতের পথে ঠেলিয়া দেয় আর যখন দেখা যায় যে, কোন বিদ্'আতী ব্যক্তি তাহার বিদ্'আতের সমর্থন বা অনুসরণ না করার জন্য অন্য মুসলমানের মানহানি পর্যন্ত করিতে দ্বিধাবোধ করে না, তখন তাহার এই অন্ধত্বের জন্য সত্যই করুণার উদ্রেক হয়। অথচ এসব বিদ্'আতী ব্যক্তির কাহাকেও নামায-রোযা ফরয-ওয়াজিব তরক করিতে দেখিয়াও এতটুকু কঠোরতা অবলম্বন করিতে দেখা যায় না।

বিদ্'আত যে বর্জনীয় ও মন্দ কাজ, উহা মুখে সকলেই স্বীকার করেন, অথচ 'হাসানা' ও 'সায়্যিআ' তথা সুন্দর ও মন্দ এই দুইটি মনগড়া নামে অভিহিত করিয়া অনেকেই কার্যত এই বিদ্'আতের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। দ্বিতীয় সহস্র বৎসরের মুজাদ্দিদ হযরত শায়খ আহমাদ সরহিন্দী (মুজাদ্দিদে আলফেসানী [র]) এ সম্পর্কে লিখেন ঃ

"এই ফকীর হক সুবহানুহু তা'আলার নিকট বড়ই বিনয় ও ক্রন্দনের সহিত দু'আ করে যে, দীনের মধ্যে যে সমস্ত নূতন বিষয় আমদানী করা হইয়াছে যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার খলীফাগণের সময় মওজুদ ছিল না-এরূপ যে সমস্ত বিদ্'আত আবিষ্কার করা হইয়াছে যদিও উহা আলোকের দিক হইতে উষাকালীন শুভ্রতার ন্যায় দৃষ্ট হয় তবুও এই ফকীরকে যেন উহা হইতে বাঁচাইয়া রাখেন।.....

"তাহারা বলিয়া থাকে যে, বিদ'আত দুই প্রকারের--হাসানা ও সাইয়েয়া; এই ফকীর উক্ত বিদ্'আতগুলির মধ্য হইতে কোনটিতেই সৌন্দর্য ও নূরানী কিছু অবলোকন করে না এবং অন্ধকার ও কদর্যতা ব্যতিরেকে ইহাদের মধ্যে কিছুই অনুভব করে না। সাইয়্যেদুল বাশার (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ

"যাহারা আমাদের দীনের মধ্যে এমন কিছু আমদানী করে যাহা উহাতে নাই, উহা বর্জনীয়।" কাজেই যাহা বর্জনীয়, তাহা আবার সৌন্দর্য কি প্রকারে হইতে পারে ?

اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ-

"তোমরা নিজদিগকে ধর্মকর্মের ব্যাপারে নব-উদ্ভাবিত বিষয়গুলি হইতে রক্ষা কর; কেননা, প্রত্যেক নব-উদ্ভুত ব্যাপারই বিদ্'আত এবং বিদ্'আত মাত্রই গোমরাহী।" এমতাবস্থায় বিদ্'আতের মধ্যে সৌন্দর্যের কী অর্থ ? (মকতুব ঃ ১৩৬, দফতর ঃ ১)

(বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা আবদুল আযীয (র) প্রণীত "হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী" পৃ. ৩৩৭-৩৮ দ্রষ্টব্য)

وُلاَةَ الاَمْرِ ، وَاِنْ رَأَيْتَ اَنَّكَ اَنْتَ وَلاَ تَفْرِرْ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ اَصْحَابُكَ وَاَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى اَهْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَى اَهْلِكَ وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

১৮. হযরত আবূদ্ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নয়টি ব্যাপারে অসিয়্যত করিয়াছেন। তাহা হইল ঃ (১) আল্লাহ্‌র সহিত অপর কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিও না–যদিও বা তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় অথবা জ্বালিয়ে ফেলা হয়, (২) কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায তরক করিবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায তরক করিবে, তাহার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্বই আর অবশিষ্ট রহিল না, (৩) কখনো মদ্যপান করিবে না; কেননা, উহা হইতেছে সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি, (৪) তোমার পিতামাতার আনুগত্য করিবে। তাঁহারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়িতেও আদেশ করেন, তবে তাহাও করিবে (তবুও তাঁহাদের আদেশ অমান্য করিবে না), (৫) শাসকদের সহিত বাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইও না, যদিও দেখ যে তুমিই তুমি, (৬) যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কখনও পলায়ন করিবে না–যদিও বা তুমি ধ্বংসে নিঃপতিত হও অথচ তোমার সঙ্গীরা পলায়ন করে, (৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করিবে, (৮) তোমার পরিবারের উপর লাঠি উঠাইবে না এবং (৯) আল্লাহ্‌র ভয় তাহাদিগকে প্রদর্শন করিবে (অর্থাৎ তাহাদিগকে আল্লাহ্ ভীতির উপদেশ প্রদান করিবে)।[১]

١٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : جِئْتُ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ اَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا –

১৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমি হিজরতের জন্য আপনার নিকট বায়'আত (অঙ্গীকারবদ্ধ) হইতে আসিয়াছি, অথচ আসাকালে আমার পিতামাতাকে ক্রন্দনরত রাখিয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ তুমি তাঁহাদের কাছে ফিরিয়া যাও এবং যেভাবে তাঁহাদিগকে কাঁদাইয়াছ, সেভাবে তাঁহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়া দাও।

٢٠– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ الاَعْمٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فَقَالَ : اَحَىٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ –

---

১. এ হাদীসে মাতাপিতার নির্দেশ পালনের ব্যাপারে যদিও 'যতক্ষণ না তাহা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিপন্থী হয়' উল্লিখিত না হইলেও অন্য হাদীসের দ্বারা এই শর্ত সপ্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ও রাসূলের আনুগত্যে পরিপন্থী তাঁহাদের কোন নির্দেশ বা আবদার অবশ্যই পালনযোগ্য নহে। অন্যান্য সর্বব্যাপারে নিজের সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিয়া হইলেও তাঁহাদের আনুগত্য করিতে হইবে। এমন কি নফল নামাযে রত থাকা অবস্থায় তাঁহারা আহ্বান করিলে নামায ভঙ্গ করিয়াই তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে।

২০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিহাদ-যাত্রার উদ্দেশ্যে নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন ? তিনি বলিলেন ঃ জী হ্যাঁ। ফরমাইলেন ঃ যাও, তাঁহাদের (সেবা-যত্নের) জিহাদে গিয়া প্রবৃত্ত হও।[১]

١٠- بَابُ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়াও যে ব্যক্তি বেহেশ্ত লাভ করে না

٢١- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَغِمَ اَنْفُهُ - رَغِمَ اَنْفُهُ - رَغِمَ اَنْفُهُ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَنْ ؟ قَالَ : مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ

---

১. এই হাদীসখানা বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং মাসাদ শরীফেও বর্ণিত হইয়াছে। উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের দ্বারা এ কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, পিতামাতার দেখাশোনা ও খেদমত করা জিহাদের চাইতেও অগ্রগণ্য। পিতামাতার সম্মতি না পাইলে জিহাদ যাত্রাও স্থগিত রাখা উত্তম।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিহাদে যাত্রা ফরযে কিফায়া হইয়া থাকে–যাহা প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয হয় না। কতিপয় মুসলমান এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে প্রবৃত্ত হইলেই সকলে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষা এমনি একটি কর্তব্য–যাহা ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপরই বর্তাইয়া থাকে। এমতাবস্থায় জিহাদ-যাত্রা যে অগ্রগণ্য হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য, পরিস্থিতি যদি এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, জিহাদ ফরযে-আইন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন জিহাদ-যাত্রাই অগ্রগণ্য হইবে। তবে, এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব খুব কমই হইয়া থাকে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বায়'আত-এর উদ্দেশ্যে আসিয়াছি– যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উহার প্রতিফল দান করেন।

নবী (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার পিতামাতার মধ্য হইতে কেহ কি জীবিত আছেন ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ তাঁহারা উভয়ই জীবিত আছেন। নবী (সা) জিজ্ঞাসা করিলে ঃ তুমি কি আল্লাহ্র কাছে সাওয়াব পাইতে আশা কর ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ জ্বী হ্যাঁ। ফরমাইলেন ঃ তুমি তোমার পিতামাতর কাছে ফিরিয়া যাও এবং উত্তমরূপে তাঁহাদের সেবা যত্ন কর। ইহাই তোমার হিজরত আর ইহাই তোমার জিহাদ।

হযরত আবূ সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, ইয়েমেন হইতে এক ব্যক্তি হিজরত করিয়া নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। নবী করীম (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইয়েমেনে তোমার আর কে কে আছেন ? সে ব্যক্তি জবাবে বলিল ঃ সেখানে আমার পিতামাতা রহিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাহারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়াছেন ? সে ব্যক্তি জবাবে বলিল ঃ জ্বী না। তখন নবী (সা) ফরমাইলেন ঃ যাও তাঁহাদের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আস। তাঁহারা যদি অনুমতি দেন, তবেই জিহাদ করিও, নতুবা তাঁহাদের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া যাও। –আবূ দাউদ

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি জিহাদ করিতে আগ্রহী অথচ আমার পক্ষে উহার সুযোগ হইয়া উঠে না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার পিতামাতার মধ্যকার কোন একজনও কি বাঁচিয়া আছেন ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ আমার মাতা জীবিত আছেন। তখন নবী (সা) ফরমাইলেন ঃ তাঁহার সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া যাও। যদি তুমি তাহা কর, তবে যেন তুমি হজ্জ, উমরা ও জিহাদ করিলে। –আবূ ইয়ালা, তাবরানী

২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন.ঃ তাহার নাক ধূলি-ধূসরিত হউক ! তাহার নাক ধূলি-ধূসরিত হউক !! তাহার নাক ধূলি-ধূসরিত হউক !!! সাহাবাগণ আরয করিলেন ঃ কাহার নাক ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ফরমাইলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা দুই জনকে বা তাঁহাদের কোন একজনকে তাঁহাদের বৃদ্ধাবস্থায় পাইল, অথচ সে জাহান্নামে গেল। (অর্থাৎ তাঁহাদের সেবা-যত্নে ত্রুটির কারণে সে ব্যক্তি বেহেশ্তে যাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হইল না।)।[১]

١١- بَابُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ زَادَ اللّٰهُ فِى عُمُرِهِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহারে আয়ূ বৃদ্ধি

٢٢- حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : اَخْبَرَنِىْ ابْنُ وَهَبٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ ، عَنْ زِبَانِ ابْنِ فَائِدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوْبٰى لَهُ زَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ عُمْرِهِ -

২২. সাহল ইব্ন মু'আয তদীয় পিতার বরাত দিয়া বলেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিল, তাহার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আয়ূ বৃদ্ধি করেন।[২]

---

১. বৃদ্ধাবস্থায় পিতামাতার উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা নিশ্চিতভাবে বেহেশ্ত লাভ করা যায় বলিয়া হাদীস পাঠে জানা যায়। 'ধুল ধূসরিত হওয়া' দ্বারা আরবী বাকধারায় কাহারো 'সর্বনাশ হওয়া' বুঝানো হইয়া থাকে। উহা কতেকটা আমাদের 'তাহার মুখে ছাই পড়ুক' জাতীয় কথা।
জাবির ইব্ন সামুরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ اَدْرَكَ اَحَدَ اَبَوَيْهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ قُلْ اٰمِيْنَ قُلْتُ اٰمِيْنَ-

"একদা জিব্রীল (আ) আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন ঃ হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি পিতামাতার মধ্যকার কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল এবং মৃত্যুর পর দোযখে গেল, আল্লাহ্ তাঁহার রহমত হইতে তাহাকে দূর করুন! আপনি 'আমীন' বলুন, তখন আমি বলিলাম 'আমীন'।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই মর্মে হাদীসে এই কথাটুকু বেশী আছে ঃ فَلَمْ يَبَرَّهُمَا "আর তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিল না" -ইব্ন হিব্বান

২ নিম্নলিখিত মারফূ' হাদীসগুলিতেও উক্ত কথার সমর্থন মিলেঃ
হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইহা ভালবাসে যে তাহার আয়ূ বৃদ্ধি হউক এবং জীবিকা বর্ধিত হউক, তাহার উচিত তাহার পিতামাতার প্রতি সদাচারী হওয়া। -আহ্মাদ
হযরত সাওবান (রা) বর্ণিত মারফূ' হাদীসে আছে যে, কোন ব্যক্তি রিযিক হইতে বঞ্চিত হয় না, তবে তাহার কৃত গোনাহের দরুন, ভাগ্যলিপি পরিবর্তিত হয় না, তবে দু'আ ও সদাচরণ দ্বারা। -ইবন মাজা, ইব্ন হিব্বান, হাকিম
হযরত সালমান (রা) হইতেও এই মর্মে একটি মারফূ' রিওয়ায়েতে আছে যে, ভাগ্যলিপি কিছুই খণ্ডাইতে পারে না তবে দু'আ (তাহা পারে) আর আয়ূ বৃদ্ধি করে না, তবে সদাচরণ। -তিরমিযী

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

١٢- بَابُ لاَ يَسْتَغْفِرُ لاَبِيْهِ الْمُشْرِكِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক পিতার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিতে নাই

٢٣- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَزِيْدِ النَّحْوِىْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَآ اُفٍّ اِلٰى قَوْلِهِ كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا﴾ (١٧ : ٢٤) فَنَسَخَتْهَا الاٰيَةُ الَّتِىْ فِىْ بَرَاءَةٍ ﴿مَا كَانَ النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ﴾ [٩ : ١١٣]

২৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "যদি পিতামাতা দুইজন বা তাঁহাদের কোন একজন তোমার সম্মুখে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন, তবে তুমি তাঁহাদের প্রতি (বিরক্তিসূচক) উফ্ শব্দটিও উচ্চারণ করিও না এবং তাহাদিগের সহিত ধমকের সুরে কথা বলিও না বরং নম্রভাবে কথা বলিবে এবং দু'আ বলিবে ঃ প্রভু ! তাহাদের উভয়কে আপনি কৃপা করুন--যেভাবে তাঁহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছেন।" (কুরআন, ২৪ ঃ ১৭) নির্দেশ-সূরা বারা'আতের "অংশীবাদী (মুশরিক)-দের মাগফিরাত কামনা করিয়া দু'আ করা নবী এবং ঈমানদারদের জন্য মোটেই শোভনীয় নহে--যদিও বা তাহারা হয় তাহাদের নিকটাত্মীয়, যখন তাহাদের কাছে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহারা নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামী।" (কুরআন, ৯ ঃ ১১৩) এই আয়াতের দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।[১]

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

শেষোক্ত হাদীসে 'সদাচরণ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইলেও সদাচরণের সর্বাধিক হক্‌দার যে পিতামাতা, তাহার পূর্বেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিরোনামের অধীনে বর্ণিত হাদীসসমূহে ব্যক্ত হইয়াছে। এছাড়া সাধারণভাবে সদাচরণ দ্বারা যদি আয়ু বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, তবে সদাচরণের সর্বাধিক হকদারগণের সহিত সদাচরণ যে এ ব্যাপারে সমধিক কার্যকরী হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ তোমরা তোমাদের পিতাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, তাহা হইলে তোমাদের পুত্ররাও তোমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে আর তোমরা শ্লীলতা রক্ষা করিয়া চলিবে তাহা হইলে তোমাদের স্ত্রীরাও শ্লীলতা রক্ষা করিয়া চলিবে। -তাবারানী

১. আয়াতে উক্ত পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার হুকুম সর্বাবস্থায়ই বহাল থাকিবে, কেবল মাগফিরাতের দু'আ এমনি ব্যাপার যাহা মুশরিক পিতামাতার প্রাপ্য নহে; কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা দ্ব্যর্থহীনভাবে কুরআন শরীফে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا -

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

١٣- بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক পিতার সহিত সদ্ব্যবহার

٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، عَنْ مَصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : نَزَلَتْ فِيْ اَرْبَعَ ايَاتٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَانَتْ اُمِّيْ خَلَفَتْ اَنْ لاَّ تَأْكُلَ وَلاَ تَشْرَبَ حَتّٰى اُفَارِقَ مُحَمَّدًا ﷺ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا﴾ [٣١ : ١٥] وَالثَّانِيَةُ : اِنِّيْ كُنْتُ اَخَذْتُ سَيْفًا اَعْجَبَنِيْ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَبْ لِيْ هٰذَا فَنَزَلَتْ ﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ﴾ وَالثَّالِثَةُ : اِنِّيْ مَرِضْتُ فَاَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُقْسِمَ مَالِيْ - اَفَاُوْصِيْ بِالنِّصْفِ ؟ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ الثُّلُثُ ؟ فَسَكَتَ ، فَكَانَ الثُّلُثُ بَعْدَهُ جَائِزًا - وَالرَّابِعَةُ : اِنِّيْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ مَعَ قَوْمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَضَرَبَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اَنْفِيْ بِلِحْيِيْ جَمَلٍ - فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ -

২৪. হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া কুরআন শরীফের চারিখানা আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। (প্রথমত) আমার মাতা শপথ করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ না করিব ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করিবেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ "তাহারা (পিতামাতা) যদি আমার সহিত অংশী সাব্যস্ত (শিরক) করিতে তোমাকে চাপ দেয়–যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই–তবে তুমি (এ ব্যাপারে) তাহাদের অনুগত্য করিবে না, তবে, পার্থিব ব্যাপারসমূহে তাহাদিগের সহিত সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিবে।" (কুরআন, ৩১ ঃ ১৫) (দ্বিতীয়ত) একদা (যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য সম্ভারের) একখানি তরবারী আমি পাই। উহা আমার বড় পছন্দ হয়। আমি বলিলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে উহা দান করুন। তখন নাযিল হইল ঃ "লোকে আপনার নিকট যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সম্পর্কে প্রশ্ন করে।"

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সহিত শিরক করার গোনাহ ক্ষমা করিবেন না। আর এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গোনাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর যে আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করে, সে ঘোরতর পথভ্রষ্ট।" –সূরা নিসা ঃ ৪৮

বিশেষত, এই হাদীসে উদ্ধৃত সূরা বারা'আতের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তো উহার কোন অবকাশই রহিল না। এই নিষেধাজ্ঞা নবী ও উম্মাত সকলের উপরই সমানভাবে প্রযোজ্য।

(তৃতীয়ত) একদা আমি রোগগ্রস্ত হই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোগশয্যায় আমাকে দেখিতে আসেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি আমার সম্পদ বন্টন করিয়া দিতে চাই। আমি কি আমার অর্ধেক সম্পত্তি সম্পর্কে অসিয়্যত করিব ? তিনি বলিলেন, 'না'। আমি বলিলাম ঃ তাহা হইলে এক তৃতীয়াংশ সম্পর্কে ? তখন তিনি নিরুত্তর রহিলেন এবং উহাই শেষ পর্যন্ত বৈধ হয়। (অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তাহার উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদানের পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যয় করিবার অসিয়্যত করিয়া যাইতে পারে। ততোধিক পরিমাণের অসিয়্যত করিলেও তাহা কার্যকরী করা সিদ্ধ নহে)

(চতুর্থত) একদা আমি কতিপয় আনসারী সাহাবীর সহিত একত্রে মদ্যপান করি। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি (মাতাল অবস্থায়) উটের নিচের চোয়ালের হাড় আমার নাকের উপর ছুড়িয়া মারে। তখন আমি নবী করীম (সা)-এর দরবারে গিয়া উপস্থিত হই এবং আল্লাহ্ তা'আলার মদ্যপান অবৈধ ঘোষণা করিয়া আয়াত নাযিল করেন।[১]

٢٥–حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : اَخْبَرَنِى اَبِىْ قَالَ : اَخْبَرَتْنِى اَسْمَاءُ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ قَالَتْ : اَتَتْنِى اُمِّىْ رَاغِبَةً ، فِى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ : اَفَاَصِلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ –

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ﴾ – [٦٠ : ٨]

২৫. হযরত আস্‌মা বিনতে আবূ বাকর (রা) বলেন ঃ আমার মাতা নবী করীম (সা)-এর যুগে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট অবস্থায় আমার কাছে আসিলেন। আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি কি তাহার সহিত নিকটাত্মীয়ের মত ব্যবহার করিব ? তিনি ফরমাইলেন ঃ হ্যাঁ।

ইবন উয়ায়না (রা) বলেন ঃ এই উপলক্ষেই নাযিল হয় ঃ لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ "যাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে বারণ করেন না।" –(কুরআন, ৬০ ঃ ৮)

٢٦– حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ رَاٰى عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حُلَّةً سِيْرَاءَ تُبَاعُ ، فَقَالَ : يَا

১. এই হাদীস ও হাদীসে উদ্ধৃত আয়াতের দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হইল যে, কুফর ও শির্‌কের ব্যাপারে পিতামাতার আনুগত্য করা যদিও নিষিদ্ধ, এতদসত্ত্বেও কাফির ও মুশরিক পিতামাতার সহিতও অন্যান্য ব্যাপারে সৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া যাইতে হইবে–বিদ্বিষ্ট আচরণের তো প্রশ্নই উঠে না, এমন কি তাঁহার সহিত পরসুলভ আচরণও করা চলিবে না। পরম যত্ন সহকারে আজীবন তাঁহাদের ভরণপোষণ ও সেবা-শুশ্রূষা করিয়া যাইতে হইবে। পরবর্তী হাদীসেও উহার সমর্থন মিলে।

رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِبْتَعْ هٰذِهٖ فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْوُفُوْدُ قَالَ اِنَّمَا هٰذِهٖ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهٗ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَاَرْسَلَ اِلٰى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ اَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ ؟ قَالَ : اِنِّيْ لَمْ اُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنْ تَبِيْعُهَا اَوْ تَكْسُوْهَا فَاَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ اِلٰى اَخٍ لَهٗ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمَ –

২৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, একদা হযরত উমর (রা) একটি কারুকার্যখচিত বহুমূল্য পিরহান বিক্রি হইতে দেখিলেন। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উহা আপনি ক্রয় করিয়া নিন। জুমু'আর দিন ও বহিরাগত প্রতিনিধি দলসমূহের সহিত সাক্ষাতকালে উহা আপনি পরিধান করিবেন। তিনি বলিলেন ঃ কেবল সেই সব লোকই পরিবে, যাহাদের পরকাল বলিতে কিছু নাই। অতঃপর পরবর্তীকালে অনুরূপ কিছু সংখ্যক কারুকার্য খচিত পিরহান নবী করীম (সা)-এর দরবারে আসিল। তিনি তাহার একটি হযরত উমরের কাছে পাঠাইয়া দিলে। হযরত হযরত উমর (রা) তখন (নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হইয়া) আরজ করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কেমন করিয়া আমি উহা পরিধান করিব ? আপনি তো উহা পরিধান সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, বলিয়াছেনই ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ আমি উহা তোমার পরিধানের জন্য পাঠাই নাই, বরং এই জন্য পাঠাইয়াছি যে, উহা তুমি বিক্রি করিয়া দিবে অথবা কাহাকেও পরিতে দিবে। একথা শুনিয়া হযরত উমর (রা) উহা তাঁহার জনৈক মক্কাবাসী ভাইয়ের জন্য পাঠাইয়া দিলেন—যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।[১]

١٤- بَابُ لاَ يَسُبُّ وَالِدَيْهِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতাকে গালিগালাজ করিবে না

٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْكَبَائِرِ اَنْ يَّشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ فَقَالُوْا كَيْفَ يَشْتِمُ ؟ قَالَ يَشْتِمُ الرَّجُلُ فَيَشْتِمُ اَبَاهُ وَاُمَّهٗ –

২৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ একটি অন্যতম কবীরা গোনাহ্ হইল পিতামাতাকে গালি দেওয়া। সাহাবীগণ বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ নিজের পিতামাতাকে কোন ব্যক্তি কেমন করিয়া গালি দিতে পারে ? ফরমাইলেন ঃ সে অন্যের পিতামাতাকে

---

১. এই হাদীসে বর্ণিত হযরত উমর (রা)-এর প্রস্তাব ও আচরণের দ্বারা দুইটি কথা জানা গেল ঃ

ক. ইসলাম সরল ও অনাড়ম্বর বেশভূষা ও জীবন-যাত্রার প্রবক্তা হইলেও বিশেষ বিশেষ পর্ব ও উপলক্ষে একটু উন্নতমানের বেশভূষা পরিধান নিন্দনীয় নহে।

খ. আত্মীয়-স্বজন মুসলমান না হইলেও তাহাদের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী নহে, বরং ইহাই বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যাকাতের অর্থ ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য খাত হইল 'মু'আলালাফাতুল-কুলূব' যাহার সম্পূর্ণটাই অমুসলিমদের মধ্যে ব্যয়িত হওয়াই বিধেয়। আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে যে কোন অমুসলিম উহা পাইতে পারে। অনুরূপভাবে কুরবাণীর গোশ্‌তও অমুসলিম আত্মীয়-প্রতিবেশী এবং নিঃস্বজনকে দেওয়া চলে।

গালি দিবে, প্রত্যুত্তরে ঐ ব্যক্তি তাহার পিতামাতাকে গালি দিবে। (উহাই তো প্রকারান্তরে তাহার নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়া।)

٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَخْلَدُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ سُفْيَانَ يَزْعَمُ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرُو ابْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ : مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يَسْتَسِبَّ الرَّجُلُ لِوَالِدَيْهِ -

২৮. উরওয়া ইব্‌ন আয়ায বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, পিতাকে গালি শুনানো হইতেছে আল্লাহ্‌র নিকট অন্যতম কবীরা গোনাহ্‌।

١٥- بَابُ عُقُوْبَةِ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি

٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ اَنْ يُّعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحْمِ -

২৯. হযরত আবূ বাকর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ পিতামাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তা ছেদনের মত শীঘ্রই (অর্থাৎ জীবদ্দশায়) শাস্তিযোগ্য পাপ আর কিছুই নাই। পরকালের নির্ধারিত শাস্তি তো আছেই।[১]

٣٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَشَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَقُوْلُوْنَ فِى الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسُّرْقَةِ ؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمَ قَالَ هُنَّ الْفَوَاحِشُ وَفِيْهِنَّ الْعُقُوْبَةُ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَاحْتَفَرَ قَالَ وَالزُّوْرِ -

---

১. আত্মীয়তা ছেদনের পাপটি এত গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজে ইহার অভাব নাই। পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্রদের মত কন্যাদেরও শরী'আত নির্ধারিত হক রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও 'ফারাইয'-এর মাধ্যমে যখন কন্যা তাহার পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ দাবী করে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তাহার ভাইয়েরা পরিষ্কার বলিয়া দেয়– "বাপের বাড়ী বেড়াইবার মায়া যদি ছাড়িতে পার, তবে নিজের অংশ লইয়া যাও।" গ্রাম্য মাতব্বরগণও এসব ক্ষেত্রে ভাইদের পক্ষে ওকালতি করেন। ভাইদের এরূপ কঠোর সতর্ক বাণী উপেক্ষা করিয়া খুব কমসংখ্যক বোনই পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ লাভে সমর্থ হয়। আর যদি কোন বোন তাহা করে, তবে সত্য সত্যই তাহাকে এমন কি তাহার নিষ্পাপ শিশু-সন্তানগণকে পর্যন্ত নির্দয়ভাবে উপেক্ষা করা হয়।

৩০. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমরা ব্যভিচার, মদ্যপান এবং চুরি সম্পর্কে কি বল ? সাহাবাগণ আরয করিলেন ঃ আল্লাহ্‌ এবং তদীয় রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। ফরমাইলেন ঃ এগুলি হইতেছে জঘন্য পাপাচার এবং এগুলির জন্য ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। আরো ফরমাইলেন ঃ "আমি কি তোমাদিগকে সবচাইতে বড় কবীরা গোনাহ্‌ সম্পর্কে অবহিত করিব না ? উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র সহিত শির্‌ক করা এবং পিতামাতার অবাধ্যতা।" তিনি হেলান দিয়া বসা অবস্থায় ছিলেন। এবার সোজা হইয়া বসিয়া গেলেন এবং ফরমাইলেন ঃ এবং মিথ্যা ভাষণ।

١٦- بَابُ بُكَاءِ الْوَالِدَيْنِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতাকে কাঁদানো

٣١- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ طَيْسَلَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ بُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوْقِ وَالْكَبَائِرِ -

৩১. হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ পিতামাতাকে কাঁদানো এবং তাঁহাদের অবাধ্যতাও কবীরা গোনাহ্‌সমূহের অন্তর্ভূক্ত ।

١٧- بَابُ دَعْوَةِ الْوَالِدَيْنِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার দু'আ

٣٢- حَدَّثَنَا مَعْذُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَام عَنْ يَحْيٰ هُوَ ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثَلاَثُ دَعْوَاتٌ مُسْتَجَابَاتُ لَهُنَّ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا -

৩২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তিনটি দু'আ এমন-যাহা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই ঃ ১. মযলূম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আ, ২. মুসাফিরের দু'আ, ৩. সন্তানের প্রতি পিতামাতার অভিশাপ। [অনুরূপভাবে সন্তানের পক্ষে পিতামাতার দু'আও সমধিক কার্যকরী হইয়া থাকে বলিয়া অন্য হাদীসে আছে।]

٣٣- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ اَخِىْ بَنِىْ عَبْدُ الدَّارِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا تَكَلَّمَ مَوْلُوْدُ مِنَ النَّاسِ فِىْ مَهْدٍ اِلاَّ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ قِيْلَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَمَا صَاحِبُ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ فَاِنَّ جُرَيْجًا كَانَ رَجُلاً رَاهِبًا فِىْ صَوْمَعَةٍ لَّهُ وَ كَانَ رَاعِىَ بِقَرٍ يَاْوِىْ

الٰى اَسْفَلِ صَوْمَعَتِهٖ وَكَانَتْ اِمْرَاَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْقَرْيَةِ تَغْلُفُ الٰى الرَّاعِىْ فَاَتَتْ اُمُّهٗ يَوْمًا فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ ! وَهُوَ يُصَلِّىْ فِىْ نَفْسِهٖ وَهُوَ يُصَلِّىْ : اُمِّىْ وَصَلاَتِىْ - فَرَأٰى اَنْ يُّؤْثَرَ صَلاَتَهٗ ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ فِىْ نَفْسِهٖ اُمِّىْ وَصَلاَتِىْ ، فَرَأٰى اَنْ يُّؤْثَرَ صَلاَتَهٗ ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اُمِّىْ وَصَلاَتِىْ فَرَأٰى اَوْ يُّؤْثَرَ صَلاَتَهٗ فَلَمَّا لَمْ يُجِيْبْهَا قَالَتْ : لاَ اَمَاتَكَ اللّٰهُ يَا جُرَيْجُ! حَتّٰى تَنْظُرَ فِىْ وَجْهِ الْمُوْمِسَاتِ ثُمَّ انْصَرَفَتْ فَاُتِىَ الْمَلِكُ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ فَقَالَ : مِمَّنْ ؟ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ قَالَ اَصَاحِبُ الصَّوْمَعَةِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اهْدِمُوْا صَوْمَعَتَهٗ وَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَضَرَبُوْا صَوْمَعَتَهٗ بِالْفُؤُسِ حَتّٰى وَقَعَتْ فَجَعَلُوْا يَدَهٗ اِلٰى عُنُقِهٖ بِحَبْلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهٖ فَمَرَّ بِهٖ عَلَى الْمُوْمِسَاتِ فَرَأٰهُنَّ فَتَبَسَّمَ وَهُنَّ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فِى النَّاسِ فَقَالَ الْمَلِكُ مَا تَزْعُمُ هٰذِهٖ ؟ قَالَ مَا تَزْعُمُ ؟ قَالَ اِنَّ وَلَدَ هَا مِنْكَ قَالَ اَنْتِ تَزْعُمِيْنَ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اَيْنَ هٰذَا الصَّغِيْرُ ؟ قَالُوْا هُوَ ذَا فِىْ حُجْرِهَا فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ اَبُوْكَ ؟ قَالَ رَاعِىْ الْبَقَرِ قَالَ الْمَلِكُ اَتَجْعَلُ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ ؟ قَالَ لاَ قَالَ مِنْ فِضَّةٍ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَمَا نَجْعَلُهَا ؟ قَالَ رُدُّوْهَا كَمَا كَانَتْ قَالَ فَمَا الَّذِىْ تَبَسَّمْتَ ؟ قَالَ اَمْرًا عَرَفْتَهٗ اَدْرَكَتْنِىْ دَعْوَةُ اُمِّىْ ثُمَّ اَخْبَرَهُمْ -

৩৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) এবং জুরায়জওয়ালা ছাড়া আর কোন মানব-সন্তানই ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মাতৃকোলে কথা বলে নাই। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! জুরায়জওয়ালা আবার কি ? ফরমাইলেন ঃ জুরায়জ ছিলেন একজন আশ্রমবাসী সংসার ত্যাগী দরবেশ। তাঁহার আশ্রম-প্রান্তেই এক রাখাল বাস করিত। গ্রামবাসিনী এক মহিলা সেই রাখালের কাছে আসা-যাওয়া করিত। একদা জুরায়জের মাতা তাঁহার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া 'জুরায়জ, জুরায়জ!!' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তিনি তখন তপস্যারত অবস্থায়ই ভাবিলেন, এক দিকে জননী, অপর দিকে তপস্যা, এখন কি করা যায় ! তিনি ভাবিলেন, তপস্যাকে জননীর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তখন দ্বিতীয়বারের মত তাঁহার মা হাঁক দিলেন– 'জুরায়জ, জুরায়জ!!' জুরায়জ তপস্যারত অবস্থাই ভাবিলেন, এক দিকে মাতা অপর দিকে তপস্যা ! মায়ের উপর তপস্যাকে প্রাধান্য দানকেই তিনি শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। তৃতীয়বার মা হাঁক দিলেন ঃ 'জুরায়জ, জুরায়জ!!' এবারও সাধু তপস্যাকে মায়ের উপরে প্রাধান্য দান শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। জুরায়জ উত্তর দিলেন না। তখন রুষ্ট মা তাহাকে অভিশাপ দিলেন–"পতিতা নারীদের মুখ না দেখাইয়া যেন আল্লাহ্ তোর মৃত্যু না ঘটান।" অতঃপর তাঁহার মাতা প্রস্থান করিলেন। ঘটনাক্রমে সদ্যভূমিষ্ঠ একটি অবোধ

শিশুসন্তানসহ সেই মহিলাটিকে রাজ দরবারে উপস্থিত করা হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন–"কাহার ঔরসে এ শিশুটির জন্ম হে ?" সে বলিল ঃ জুরায়জের ঔরসে। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আশ্রমবাসী সেই জুরায়জ ? মহিলাটি বলিল– 'জ্বী হ্যাঁ'। রাজা তখন তাঁহার লোকজনকে নির্দেশ দিলেন ঃ আশ্রমটিকে চুরমার করিয়া দিয়া ঐ ভণ্ড তাপসকে আমার সকাশে হাযির কর। তাহারা কুঠারাঘাতে সাধুর আশ্রমটিকে চুরমার করিয়া দিল এবং তাঁহার হস্তদ্বয় তাঁহার ঘাড়ের সহিত রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া রাজদরবারের দিকে যাত্রা করিল। সম্মুখে পতিতা নারীরা পড়িল। সাধু পতিতা নারীদিগকে দেখিলেন এবং মৃদুহাস্য করিলেন। তাহারাও তাহাকে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখিল। রাজা সাধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ (সাধুপ্রবর।) সে কি ধারণা করে জানেন ? সাধু বলিলেন ঃ সে কি ধারণা করে ? রাজা বলিলেন ঃ তাহার ধারণা, ঐ শিশু সন্তানটি আপনার ঐরশজাত। সাধু তখন পতিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– "সত্য সত্যই কি তোমার ধারণা এই ?" সে বলিল 'হাঁ'। সাধু বলিলেন ঃ কোথায় সেই সন্তানটি ? তাহারা বলিল ঃ ঐ যে তাহার মায়ের কোলে। সাধু তখন তাহার সম্মুখে গেলেন এবং শিশুটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ কি হে ! তোমার পিতা কে ? তৎক্ষণাৎ শিশুটি বলিয়া উঠিল ঃ (আমার পিতা) গরু রাখাল।

এবার (লজ্জিত ও অনুতপ্ত) রাজা বলিলেন, সাধু প্রবর ! আমরা কি স্বর্ণের দ্বারা উহা (আপনার আশ্রম) গড়াইয়া দিব ? সাধু বলিলেন, জ্বী না। রাজা পুনর্বার বলিলেন, তবে কি রৌপ্যের দ্বারা গড়াইয়া দিব ? সাধু বলিলেন ঃ উহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তবে আপনার মৃদুহাস্যের হেতু কি ? সাধু বলিলেন ঃ মৃদু হাস্যের পিছনে একটি ব্যাপার আছে–যাহা আমার জানা ছিল, আমার মায়ের অভিশাপই আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। অতঃপর তিনি আনুপূর্বিক সকল ঘটনা তাহাদিগকে অবহিত করিলেন।[১]

١٨- بَابُ عَرْضِ الْاِسْلَامِ عَلَى الْاُمِّ النَّصْرَانِيَّةِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিধর্মী মাতার কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান

٣٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ كَثِيْرِ السُّحَيْمِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَا سَمِعَ بِى اَحَدٌ يَهُوْدِىٌ وَلَا نَصْرَانِىٌّ اِلَّا اَحَبَّنِى اِنَّ اُمِّى كُنْتُ اُرِيْدُهَا عَلَى الاِسْلَامِ فَتَاْبٰى فَقُلْتُ لَهَا فَاَبَتْ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ لَهَا فَدَعَا فَاَتَيْتُهَا وَقَدْ اَجَافَتْ عَلَيْهَا

১. এই হাদীসের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, পিতামাতার ডাকে সাড়া দেওয়া আল্লাহ্‌র ইবাদতের চাইতেও অগ্রগণ্য। কেননা, ইবাদতের সময় যদি একটু আধটু দেরী হইয়াও যায়, তবে তাহা পরেও সারিয়া নেওয়া যায়, কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতা যদি ডাকিয়া সাড়া না পান এবং ইহাতে তাঁহাদের মনে ব্যথা পান, তবে ইহা সন্তানের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি। তাই নামাযে থাকা অবস্থায়ও যদি পিতামাতা ডাকেন, তবে নামায ছাড়িয়া দিয়া আগে তাহাদের কথা শুনিতে হইবে। নবী করীম (সা)-এর যামানায় তাঁহার (অর্থাৎ নবী করীম [সা])-এর ডাকে সাড়া দেওয়াও এরূপ ওয়াজিব ছিল। কেননা, তাহার হক পিতামাতার চাইতেও অগ্রগণ্য।

الْبَابَ فَقَالَتْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ! اِنِّيْ اَسْلَمْتُ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ لِيْ وَلِاُمِّيْ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ ! عَبْدُكَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاُمُّهُ اَحْبِبْهُمَا اِلَى النَّاسِ -

৩৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমার পরিচিত এমন কোন ইয়াহূদী বা খৃস্টানও নাই—যে আমাকে ভাল না বাসে। আমি কামনা করিতাম যে, আমার মা যেন ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন না। একদা আমি তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আবেদন করিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমত উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার জন্য দু'আ করিতে বলিলাম। তারপর আবার তাঁহার সমীপে গেলাম। তখন তিনি দরজা বন্ধ অবস্থায় ঘরে ছিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ আবূ হুরায়রা ! আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। আমি তাহা নবী করীম (সা)-কে অবগত করিলাম এবং বলিলাম যে, আমার জন্য এবং আমার মায়ের জন্য দু'আ করুন! তখন তিনি বলিলেন ঃ প্রভু! তোমার বান্দা আবূ হুরায়রা এবং তাঁহার মাতা--তাঁহাদের উভয়কেই সর্বজনপ্রিয় করিয়া দাও!

١٩- بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার--তাঁহাদের মৃত্যুর পর

٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيْلِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اُسَيْدُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اُسَيْدٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ اَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّهُمَا ؟ قَالَ نَعَمْ خِصَالٌ اَرْبَعٌ الدُّعَاءُ لَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَا رَحِمَ لَكَ اِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا -

৩৫. হযরত আবূ উসায়দ (রা) বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ সদ্ব্যবহার করার অবকাশ আছে কি? ফরমাইলেন ঃ হ্যাঁ, চারটি কাজ—(১) তাঁহাদের জন্য দু'আ করা। (২) তাঁহাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা (৩) তাঁহাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা ও (৪) তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁহাদের পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করা।

٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ فَيَقُوْلُ : اَيْ رَبِّ ! اَيُّ شَيْءٍ هٰذِهِ ؟ فَيُقَالُ وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ -

৩৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। তখন সে ব্যক্তি বলে, "প্রভু! এ কি ব্যাপার ?" তখন তাহাকে বলা হয়—"তোমার পুত্র তোমার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করিয়াছে।"

٣٧- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَمُ بْنُ اَبِىْ مُطِيْعٍ عَنْ غَالِبٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَيْلَةً فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلاُمِّىْ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُلَهُمَا حَتّٰى نَدْخُلَ فِىْ دَعْوَةِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -

৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর গৃহে ছিলাম। এমন সময় তিনি (দু'আচ্ছলে) বলিলেন ঃ প্রভু, আবূ হুরায়রাকে আমার মাতাকে এবং তাহাদের দুইজনের জন্য যে ব্যক্তি মাগফিরাত প্রার্থনা করিল, সবাইকে তুমি মার্জনা কর! মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ আমরা তাঁহাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করি—যাহাতে আমরাও তাঁহার দু'আর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি।

٣٨- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ -

৩৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ বান্দা যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তাহার সমস্ত আমল বন্ধ হইয়া যায় ; তবে তিনটি আমলের ফল বাকী থাকে—১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২. ইল্ম—যাদ্বারা অন্যেরা উপকৃত হয় এবং ৩. সুসন্তান--যে তাহার জন্য দু'আ করে।[১]

১. সাদাকায়ে জারিয়ার এই কল্যাণকর ধারণার উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে বিগত চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত বিশ্বের দেশে দেশে প্রচলিত মুসলমানদের বিশাল ওয়াকফ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার কল্যাণে কত ইয়াতীম-মিসকীন দুঃস্থজন যে কত দাতব্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়াছে এবং আজও করিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত ইংরেজ আমলা ও ঐতিহাসিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের সাক্ষ্য অনুসারে কেবল বাংলাদেশেরই এক তৃতীয়াংশ ভূ-সম্পদ ওয়াকফকৃত ছিল--যদ্দরুণ সেই বিশাল ওয়াকফ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস না করা পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের কাছে এদেশের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য অর্থহীন মনে হইতেছিল। তাই পরে বৃটিশ সরকার নির্লজ্জের মত এ বিশাল ওয়াকফ সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করে এবং তা কাড়িয়া নেয়। (দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস দ্রষ্টব্য)
১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর দুই দুইবার আমরা 'স্বাধীন' হইলাম কিন্তু আজও সেই বিশাল ওয়াকফ সম্পদ পুনরুদ্ধার হয় নাই। ইদানীং সাদাকারে জারিয়া রূপে ভূ-সম্পদ ওয়াকফ করার প্রবণতা শূন্যের কোঠায় বলা চলে। অথচ পারলৌকিক জগতের স্থায়ী সুখ শান্তি নিশ্চিত করার ইহা একটা উত্তম ব্যবস্থা। বিত্তবান লোকদের এদিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। তাঁহারা নিজেরা এদিকে মনোযোগী না হইলেও তাহাদের বংশধরগণও যদি তাহাদের পক্ষ হইতে এই পুণ্য কাজটি করিতেন, তবে কতই না উত্তম হইত! তবে, যে সম্পদ একজন তার নিজের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ওয়াকফ করিতে পারে না, তাহার সন্তানই বা তাহার নিজের অধিকারে আসা সম্পদের মায়া কাটাইয়া পিতামাতার জন্য তাহা করিতে যাইবে কেন?

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

٣٩- حَدَّثَنَا يَسْرَةُ بْنُ صَفْوَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوْصِ اَفَيَنْفَعُهَا اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ -

৩৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন অথচ তিনি কোনরূপ অসিয়ত করিয়া যান নাই। এখন আমি যদি তাহার পক্ষ হইতে কিছু দান-খয়রাত করি, তবে তাহাতে তাঁহার ফায়দা হইবে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ হ্যাঁ।

٢٠- بَابُ بِرِّ مَنْ كَانَ يَصِلُهُ اَبُوْهُ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা যাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার

٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرَّ اَعْرَابِيٌّ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ اَبُوْ الاَعْرَابِيْ صَدِيْقًا لِعُمَرَ فَقَالَ الاَعْرَابِيُّ اَلَسْتَ فُلاَنٍ ، قَالَ : بَلٰى فَاَمَرَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِحِمَارٍ كَانَ يَسْتَعْقِبُ وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فَاَعْطَاهُ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ اَمَا يَكْفِيْهِ دِرْهَمًا ؟ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِحْفَظْ وُدَّ اَبِيْكَ لاَ تَقْطَعْهُ فَيُطْفِئُ اللّٰهُ نُوْرَكَ -

৪০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা জনৈক বেদুইনের সহিত সফরে তাঁহার সাক্ষাৎ। সেই বেদুইনের পিতা তাঁহার পিতা হযরত উমরের বন্ধু ছিলেন। তখন বেদুইনটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি কি অমুকের পুত্র নন? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ! অতঃপর তিনি তাহার সাথে আনা একটি গাধা বেদুইনকে প্রদান করিলেন এবং তাহার নিজ পাগড়ী মাথা হইতে খুলিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন, তখন তাহার জনৈক সঙ্গী বলিলেন, ইহাকে দুইটি দিরহাম দিলেই কি যথেষ্ট হইত না? তখন তিনি বলিলেন ঃ নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ পিতার বন্ধুত্বকে অটুট রাখ, উহাকে ছিন্ন করিও না; নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা তোমার (ঈমানের) আলো নির্বাপিত করিয়া দিবেন।

٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُثْمَانَ الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِي الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ -

---

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)
এ ব্যাপারে আমরা কুরআন শরীফের একটি আয়াতের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ "হে ঈমানদারগণ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আগামী কাল (কিয়ামত)-এর জন্য কী সঞ্চয় রহিয়াছে তাহার প্রত্যেকেরই ভাবিয়া দেখা উচিত।" (সূরা হাশ্‌র ঃ ১৮)

৪১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হইল পিতার বন্ধুর প্রতি সদ্ব্যবহার।[১]

٢١- بَابُ لاَ تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ اَبَاكَ فَيُطْفَأَ نُوْرُكَ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার বন্ধুর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, করিলে আলো নির্বাপিত হইবে

٤٢- اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لاَحِقٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعْدُ بْنُ عُبَادٍ الزُّرْقِىُّ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِىْ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ مَعَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ مُتَّكِئًا عَلٰى ابْنِ اَخِيْهِ فَنَفَذَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا شِئْتَ ؟ عَمْرُو بْنَ عُثْمَانَ ! مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَوَالَّذِىْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ اِنَّهُ لَفِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ لاَ تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ اَبَاكَ فَيُطْفَأُ بِذٰلِكَ نُوْرُكَ -

৪২. সা'দ ইব্ন উব্বাদ যুরকী (র) বলেন, তাঁহার পিতা বলিয়াছেন ঃ আমি মদীনার মসজিদে হযরত উসমানের পুত্র আম্‌রের সহিত বসা ছিলাম। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) তাঁহার ভাতিজার কাঁধে ভর করিয়া আমাদের পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি মজলিস অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন এমন সময় ফিরিয়া তাকাইলেন এবং আবার সেখানে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ আম্‌র ইব্ন উসমান! কি ব্যাপার? দুই তিনবার তিনি একথা বলিলেন। তারপর বলিলেন ঃ কসম সেই সত্তার--যিনি মুহম্মদ (সা)-কে সত্যধর্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাবে (তাওরাতে) দুই দুইবার বলা হইয়াছে ঃ তোমার পিতা যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ করিতেন, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিন্ন করিও না ; নতুবা তদ্দরুন তোমার ঈমানের আলো নির্বাপিত হইয়া যাইবে।[২]

---

১. ইব্ন হিব্বান বর্ণিত এক হাদীসে তাহার একটি বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়। আবু বুরদা (রা) বলেন, আমি যখন মদীনায় আসিলাম তখন একদা ইব্ন উমর (রা) আমার বাড়ীতে তাশরীফ আনিলেন। তিনি তখন বলিলেন ঃ জান, কেন আমি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি? আমি বলিলাম ঃ জ্বী না। বলিলেন ঃ আমি নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "কোন ব্যক্তি যদি তাহার কবরস্থ পিতার সাথে উত্তম আচরণ করিতে মনস্থ করে তাহা হইলে তাহার উচিত পিতার বন্ধুবান্ধবের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ করা।" আমার এবং তোমার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ছিল। আমি সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে নবায়ন করিতে এবং পুনঃ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে আসিয়াছি।

২. স্বয়ং নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে কতটুকু সচেতন ছিলেন তাহার ভুরিভুরি উদাহারণ হাদীস ও সীরাত-গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। একতা জি'রানা নামক স্থানে হযরত (সা) সঙ্গীদের দ্বারা গোশতা বন্টন করিতেছিলেন। এমন সময় এক গ্রাম্য বেদুইন মহিলা সেখানে উপস্থিত হইলে হযরত সসম্ভ্রমে তাঁহার গায়ের চাদরখানা সেই বৃদ্ধা মহিলা জন্য বিছাইয়া দিলেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে এ দৃশ্য অবলোকন করিলেন এবং পরম ঔৎসুক্যভরে মহিলাটির পরিচয় জানিতে চাহিলেন। উপস্থিত লোকেরা বলিলেন ঃ উনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ--মা। আবূ দাউদ ঃ শিষ্টাচার অধ্যায়।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

٢٢- بَابُ الْوُدُّ يَتَوَارَثُ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ ভালবাসা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে

٤٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلاَنِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ جَزْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَفَيْتُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ الْوُدَّ يَتَوَارَثُ -

৪৩. আবূ বক্‌র ইব্‌ন হাযম (র) বলেন, নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ ভালবাসা উত্তরাধিকারসূত্রে আসে। (অর্থাৎ ভালবাসা ও আন্তরিকতা এমনি একটি গুণ—যাহা উর্ধতন বংশধরদের নিকট হইতে অধঃস্তন বংশধররা পুরুষানুক্রমে লাভ করিয়া থাকে)।

٢٣- بَابُ لاَ يُسَمِّى الرَّجُلُ اَبَاهُ وَلاَ يَجْلِسُ قَبْلَهُ وَلاَ يَمْشِىْ اَمَامَهُ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার প্রতি পুত্রের সৌজন্য

٤٤- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ غَيْرِهٖ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَبْصَرَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ لاَحَدِهِمَا مَا هٰذَا مِنْكَ ؟ فَقَالَ اَبِى فَقَالَ وَلاَ تُسَمِّيْهِ بِاِسْمِهٖ وَلاَ تَمْشِ اَمَامَهُ وَلاَ تَجْلِسْ قَبْلَهُ -

৪৪. হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাঁহার পিতা বা অন্য কাহারও প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) দুই ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ উনি তোমার কে হন হে ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ ইনি আমার পিতা হন। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ (সাবধান!) তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিবে না, তাঁহার আগে আগে চলিবে না এবং তাঁহার পূর্বে কোথাও বসিবে না।[১]

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

সম্ভবত আম্‌র ইব্‌ন উসমান তদীয় পিতার ভক্তিশ্রদ্ধা বা ঘনিষ্ঠ আচরণ প্রাপ্ত প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা)-কে নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে দেখিয়াও তাহার প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই বা ভ্রুক্ষেপ করে নাই, --যাহা তাহার মনোকষ্ট ও বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। এ জন্যেই তিনি--তাহাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ যে কত অকপটভাবে মনের কথা প্রকাশ করিতেন, চাপাক্রোধে অন্তরে পোষণ করিতেন না, এর রেওয়ায়েত বর্ণনা ইহার এক জ্বলন্ত উদাহরণও বটে।

১. পিতামাতা উস্তাদ বা অন্যান্য গুরুজনের আগে আগে চলার ব্যাপারে এই নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইল ঃ ১. যখন কোন উঁচু স্থান হইতে নিচে অবতরণ করা হয়, ২. অন্ধকার রাত্রে পথ চলাকালে এবং ৩. অপরিচিত স্থানে পথ প্রদর্শক হিসাবে গুরুজনের আগে আগে চলা যায়।

٢٤- بَابُ هَلْ يُكَنِّى اَبَاهُ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ পিতাকে কি পিতৃপদবী যুক্ত নামে ডাকা যায় ?

٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ بْنُ يَحْىٰ عَنِ ابْنِ نَبَاتَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ اِبْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ سَالِمِ اَلصَّلَاةُ ! يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ -

৪৫. শাহ্র ইব্ন হাওশাব বলেন, একদা আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের সহিত সফরে বাহির হইলাম। তখন (তদীয় পুত্র) সালিম বলিয়া উঠিলেন ঃ হে আবদুর রহমানের পিতা ! সালাত! (অর্থাৎ নামাযের সময় হইয়াছে।)

٤٦- قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى الْبُخَارِىْ حَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لٰكِنَّ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ قَضٰى -

৪৬. আবদুল্লাহ্ (অর্থাৎ ইমাম বুখারী নিজে) বলেন, আমার একাধিক সাথী ওকী'—সুফিয়ান- আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ও কখনো কখনো বলিয়াছেন—"হাফ্সের পিতা উমর এভাবে বিচার-মীমাংসা করিয়াছেন।"

٢٥- بَابُ وُجُوْبِ وَصَلَةِ الرَّحِمِ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াজিব হক এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার

٤٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ عَمْرِو الْحَنَفِىْ قَالَ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةَ قَالَ : قَالَ جَدِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِىْ يَلِىْ ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُوْلَةٌ -

৪৭. কুলায়ব ইব্ন মুনফায়া বলেন, আমার দাদা বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য কে? ফরমাইলেন ঃ তোমার মাতাপিতা, তোমার ভাইবোন এবং এতদ্সঙ্গে তোমার সেই গোলাম-যে তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই সব হইতেছে ওয়াজিব হক এবং নিকটাত্মীয়দের সহিত ঘনিষ্ঠতা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।

٤٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ ﴿وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ﴾ [٢٦ : ٢١٤] قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَادَى يَا بَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ

مِنَ النَّارِ، يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِىْ هَاشِمٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ! اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَاِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رِحْمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا

৪৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যখন আয়াত নাযিল হইল ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ "নিকটাত্মীয়দিগকে সতর্ক কর।" (২৬ ঃ ২১৪) তখন নবী করীম (সা) হাঁক দিলেন ঃ হে বনি কা'ব ইব্‌ন লুই! নিজেদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা কর! হে আবদে মানাফ গোত্রীয় লোকজন! নিজেদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা কর! হে হাশেম বংশীয়রা! নিজেদিগকে আগুন হইতে রক্ষা কর! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকজন! নিজেদিগকে আগুন হইতে লক্ষা কর! হে মুহাম্মদ—তনয়া ফাতেমা! নিজেকে আগুন হইতে রক্ষা কর! নতুবা আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কোপানল হইতে রক্ষা করিতে পারিব না--আমার করার কিছুই থাকিবে না; কেবল তোমরা যে আমার রক্তের বন্ধনে বাঁধা, এই যা আমি আমার রক্তের হক আদায় করিব।

٢٦- بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ

٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىْ اَنَّ اَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِىْ مَسِيْرِهِ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَا يُقَرِّبُنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدِ اللّٰهِ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحْمَ-

৪৯. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) বলেন, জনৈক বেদুইন নবী করীম (সা)-এর এক ভ্রমণকালে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) যাহা আমাকে বেহেশ্‌তের নিকটবর্তী এবং দোযখ হইতে দূরবর্তী করিবে, সে সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন! ফরমাইলেন, ইবাদত করিবে আল্লাহ্‌র এবং শরীক করিবে না তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও, সালাত কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ঘনিষ্ঠ আচরণ করিবে।

٥٠- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ مَزْرَدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرِّحْمُ فَقَالَ مَهْ : قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ

مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَاَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكَ ؟ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ! قَالَ فَذَالِكَ لَكِ ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْآ اَرْحَامَكُمْ ﴾ -

৫০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করিয়া সম্পন্ন করিলেন, তখন 'রেহেম' উঠিয়া দাঁড়াইল। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কি চাস্ হে ? সে নিবেদন করিল ঃ আমাকে ছিন্নকারী হইতে তোমার শরণ কামনা করছি প্রভূ! ফরমাইলেন ঃ তুই কি ইহাতে সন্তুষ্ট নস্ যে, যে তোকে যুক্ত রাখিবে, আমি তাহাকে যুক্ত রাখিব আর যে তোকে বিচ্ছিন্ন করিবে, আমি তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিব? রেহেম বলিল ঃ জ্বী হ্যাঁ, প্রভূ! ফরমাইলেন ঃ ইহা তো তোরই জন্য। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ ইচ্ছা ইহলে পড়িতে পার ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْآ اَرْحَامَكُمْ

"তবে কি (হে মুনাফিক সমাজ!) তোমরা আধিপত্য লাভ করিলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধনসমূহকে ছিন্ন করিবে?" (কুরআন, ৪৭ ঃ ২২)

٥١- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ﴾ الاٰيَةَ [١٧ : ٢٦] قَالَ بَدَأَ فَامَرَهٗ بِاَوْجَبِ الْحُقُوْقِ وَدَلَّهٗ عَلٰى اَفْضَلِ الاَعْمَالِ اِذَا كَانَ عِنْدَهٗ شَىْءٌ فَقَالَ ﴿وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلَ﴾ وَعَلَّمَهٗ اِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهٗ شَىْءٌ كَيْفَ يَقُوْلُ فَقَالَ ﴿وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا﴾ [١٧ : ٢٨] عِدَةً حَسَنَةً كَاَنَّهٗ قَدْ كَانَ وَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّكُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ﴾ لاَ تُعْطِى شَيْئًا ﴿وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ تُعْطِى مَا عِنْدَكَ ﴿فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا﴾ يَلُوْمُكَ مَنْ يَّأْتِيْكَ بَعْدُ وَلاَ يَجِدُ عِنْدَكَ شَيْئًا ﴿ مَّحْسُوْرًا﴾ - [١٧ : ٢٩] قَدْ حَسَرَكَ مَنْ قَدْ اَعْطَيْتَهٗ .

৫১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) কুরআন শরীফের আয়াত ঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا [١٧ : ٢٦، ٢٨-٢٩].

শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ যদি কাহারও হাতে অর্থ সম্পদ বলিতে কিছু থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা শুরুতেই তাহার সবচাইতে জরুরী কর্তব্য বলিয়া দিলেন--"নিকটাত্মীয়কে তাহাদের হক প্রদান কর এবং দুঃস্থ-দরিদ্র ও পথিকজনকেও!" (কুরআন ঃ ১৭ ঃ ২৬) তারপর যদি তাহার কাছে কিছু একান্তই না থাকে, তবে কি করিবে, তাহা শিক্ষা দিলেন। (এই বলিয়া) "যদি তুমি তোমার প্রভুর রহমতের আশায় থাক"—যাহা তোমার আকাঙ্খিত (অর্থাৎ বর্তমানে হাতে কিছু নাই—যদ্দরুন যাচ্ঞাকারীর যাচ্ঞা পূরণ করিতে পারিতেছ না) "তাহা হইলে তাহাকে কোমল বাক্য বলিয়া দাও।" (কুরআন, ১৭ ঃ ২৮) অর্থাৎ উত্তম প্রতিশ্রুতি দাও! যেন ইহা নিশ্চিত এবং আল্লাহ্ চাহেত শীঘ্রই হইয়া যাইবে। "এবং নিজের হাতকে ঘাড়ের সহিত লটকাইয়া রাখিও না।" অর্থাৎ দানে একেবারেই বিরত থাকিও না। "আবার উহা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করিয়াও দিও না।" অর্থাৎ যাহা আছে সবই দান করিয়া বসিও না--"যাহাতে বসিয়া পড় তিরস্কৃত অবস্থায়" অর্থাৎ পরে যাহারা আসিবে তাহারা যেন তোমাদিগকে রিক্তহস্ত দেখিয়া তিরস্কার না করে। "এবং আক্ষেপগ্রস্ত অবস্থায়" (কুরআন, ১৭ ঃ ২৯) অর্থাৎ -- যাহা দান করিয়া দিয়াছ, তাহার জন্য পাছে আক্ষেপ করিতে না হয়।

٢٧- بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণের ফযীলত

٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَجُلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنَ وَاحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ وَاَحْلَمُ عَنْهُمْ قَالَ لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ كَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ -

৫২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন রহিয়াছে। আমি তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ ও সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তাহারা আমার প্রতি পরসুলভ আচরণ ও অসদ্ব্যবহার করে। তাহারা আমার সহিত গোয়ার্তুমি করে। আমি সহ্য করিয়া যাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ যদি তোমার বক্তব্য ঠিক হয়, তবে তো তুমি যেন তাহাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই পুরিয়া দিতেছ! তোমার কারণে তাহাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করিতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একজন সাহায্যকারী তাহাদের মুকাবিলায় তোমার সহিত থাকিবেন।

٥٣- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا الرَّدَّادِ

اللَّيْثِيُّ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا الرَّحْمٰنُ وَاَنَا خَلَقْتُ الرَّحْمَ وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اِسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ -

৫৩. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ আমি রেহেমকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার নাম (রাহমান) হইতে উহার নাম নির্গত করিয়াছি। সুতরাং যে উহাকে যুক্ত করিবে, আমি তাহাকে আমার সহিত যুক্ত করিব এবং যে উহাকে ছিন্ন করিবে, আমি তাহাকে আমা হইতে ছিন্ন করিব।

٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِى الْعَنْبَسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فِى الْوَهْطِ يَعْنِىْ اَرْضًا لَهُ بِالطَّائِفِ فَقَالَ : عَطَفَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اِصْبَعَهُ فَقَالَ اَلرَّحْمُ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مَنْ يَّصِلُهَا يَصِلْهُ وَمَنْ يَّقْطَعُهَا يَقْطَعْهُ لَهَا لِسَانٌ طَلَقٌ ذَلَقٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

৫৪. আবু আম্বাসা বলেন, আমি একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর তায়েফস্থ খামারবাড়ী 'ওহ্‌ত'--এ গেলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) তাঁহার পবিত্র অঙ্গুলিসমূহকে মিলিত করিলেন এবং বলিলেন ঃ রেহেম হইতেছে রাহমানেরই অংশ বিশেষ; যে উহাকে যুক্ত করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে যুক্ত করিবেন এবং যে উহাকে ছিন্ন করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে ছিন্ন করিবেন। কিয়ামতের দিন উহা প্রাঞ্জলভাষী রসনার অধিকারী হইবে।

٥٥- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ مُزَرِّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلرَّحْمُ شُجْنَةٌ مِّنَ اللّٰهِ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللّٰهُ -

৫৫. হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ রেহেম আল্লাহ্ তা'আলারই শাখা বিশেষ, যে উহাকে যুক্ত রাখিবে আল্লাহ্ তাহাকে যুক্ত রাখিবেন এবং যে উহাকে ছিন্ন করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে ছিন্ন করিবেন।[1]

---

১. ইসলামের নবী শুধু ফযীলত বর্ণনা বা উপদেশ বিতরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কেননা, যে উপদেশের পিছনে বাস্তব আমলের নমুনা নাই এমন উপদেশ বিতরণের অধিকারও ইসলাম কাহারও জন্য অনুমোদন করে না। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ -

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

٢٨- بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণে আয়ু বৃদ্ধি পায়

٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَاَنْ يُّنْسَأَلَهُ فِي اَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رِحْمَهُ -

৫৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে চায় যে, তাহার জীবিকা প্রশস্ত হউক এবং আয়ূ বৃদ্ধি পাউক, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ করে।

٥٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اَبِي سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَاَنْ يُّنْسَأَ لَهُ فِي اَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رِحْمَهُ -

---

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

"তোমারা কি অন্যদিগকে উপদেশ বিতরণ কর আর নিজেদের কথা বিস্মৃত হইয়া যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করিয়া থাক? তোমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি নাই?" --সূরা বাকারা ঃ ৪৪

অন্যত্র আছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ -

"হে ঈমানগারগণ! তোমরা যাহা কর না, তাহা বল কেন ? তোমরা যাহা করিবে না, তাহা বলিয়া বেড়াইবে—ইহা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত জঘন্য।" –সূরা সাফ্‌ফ ঃ ২

হযরত নবী করীম (সা) আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি যে কতটুকু ঘনিষ্ঠাচারী ছিলেন, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁহার পুণ্যশীলা সহধর্মিণী মুসলিমকূল–জননী হযরত খাদীজা (রা)-র সেই সান্ত্বনাবাক্যে–যাহা তিনি নবুয়তের প্রথম প্রভাতে তাঁহার ভীতসন্ত্রস্ত মহান স্বামীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। নবুয়াতের গুরুদায়িত্ব হযরত জিব্রাইল (আ)-এর মারফতে বুঝিয়া পাইয়া প্রথম যখন তিনি গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার গায়ে রীতিমত জ্বর ছিল। কম্পিত কণ্ঠে তিনি হযরত খাদীজা (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ খাদীজা ! আমাকে তোমরা আবৃত কর! আমাকে তোমরা আবৃত কর !! আমার তো রীতিমত প্রাণভয় উপস্থিত হইয়াছে। জবাবে তাঁহার সুদীর্ঘ পনের বৎসরকালের সহধর্মিণী বলিয়াছিলেন ঃ স্বামিন ! আপনার এরূপ ভয়ের কোনই কারণ নাই। কেননা ঃ

اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ

০ আপনি আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক জুড়িয়া থাকেন–তাহাদের প্রতি ঘনিষ্ঠ আচরণ করেন।
০ আপনি পরদুঃখ বহন করিয়া থাকেন।
০ আপনি দুঃস্থজনের সেবা করিয়া থাকেন।
০ আপনি অতিথিকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন।
০ আপনি নিঃস্ব বিপন্নে সাহায্য করিয়া থাকেন।

সুতরাং এমন মহামতি মহাজনকে আল্লাহ্ ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিতে পারেন না (বুখারী ঃ ওহীর প্রারম্ভ ; শিফা ঃ পৃ. ৬৫ ; রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, ২য় খ. পৃ. ৩৫৯)।

৫৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যে তাহার জীবিকার প্রশস্ততা এবং আয়ূ বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ করে।

٢٩- بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ اَحَبَّهُ اللّٰهُ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণকারীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন

٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ مَغْرَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اتَّقٰى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ تُسِئَ فِىْ اَجَلِهِ وَثُرِىَ مَالُهُ وَاَحَبَّهُ اَهْلُهُ-

৫৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনকে জুড়িয়া রাখে, তাহার মৃত্যু পিছাইয়া দেওয়া হয়, তাহার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তাঁহার পরিবার পরিজন তাহাকে ভালবাসেন।

٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَغْرَاءَ اَبُوْ مَخَارِقٍ هُوَ الْعَبْدِىُّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنِ اتَّقٰى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحْمَهُ اُنْسِئَ فِىْ عُمْرِهِ وَثُرِىَ مَالُهُ وَاَحَبَّهُ اَهْلُهُ -

৫৯. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালককে ভয় করে, আত্মীয়তা বন্ধন জুড়িয়া রাখে, তাহার আয়ূ বর্ধিত করা হয়, তাহার ধনসম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তাহার পরিবার-পরিজন তাঁহাকে ভালাবাসে।

٣٠- بَابُ بِرِّ الاَقْرَبِ فَالاَقْرَبِ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ঘনিষ্ঠতর জনের সহিত ঘনিষ্ঠতর আচরণ

٦٠- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِاُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ يُوْصِيْكُمْ بِاٰبَائِكُمْ ثُمَّ يُوْصِيْكُمْ بِالْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ -

৬০. হযরত মিকদাম ইব্‌ন মা'দী কারাব (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে তোমাদের মাতাদিগের (সহিত সদ্ব্যবহার) সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন; আবার তোমাদের মাতাদিগের সম্পর্কে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, অতঃপর পরবর্তী ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে, অতঃপর পরবর্তী ঘনিষ্ঠজন সম্পর্কে।

٦١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَزْوَجُ بْنُ عُثْمَانَ اَبُو الْخَطَّابِ السَّعْدِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ اَيُّوْبَ سُلَيْمَانُ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَشِيَّةَ الْخَمِيْسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اُحَرِّجُ عَلٰى كُلِّ قَاطِعِ رَحِمٍ لَمَّا قَامَ مِنْ عِنْدِنَا فَلَمْ يَقُمْ اَحَدٌ حَتّٰى قَالَ ثَلَاثًا فَاَتٰى فَتًى عَمَّةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مُنْذُ سَنَتَيْنِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ اَخِيْ ! مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ اِرْجِعْ اِلَيْهِ فَسَلْهُ لِمَ قَالَ ذَاكَ ؟ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَعْمَالَ بَنِيْ اٰدَمَ تُعْرَضُ عَلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ-

৬১. হযরত উসমানের গোলাম আবূ আইয়ূব সুলাইমান বলেন, একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাবেলা আমার এখানে আসিলেন এবং বলিলেন ঃ আত্মীয়তা ছেদনকারীকে আমি ভালবাসি না। এমন কেহ থাকিলে সে যেন এখান হইতে সরিয়া পড়ে। তখন কেহ মজলিস হইতে সরিল না। তিনি তিনবার একথা বলিলেন। (একথা শোনার পর) জনৈক যুবক তাহার ফুফুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল-যে ফুফুর সহিত দুই বৎসরের অধিক কাল সে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ফুফু তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি হঠাৎ কি মনে করিয়া ? যুবকটি বলিল ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে এরূপ বলিতে শুনিলাম। তখন সে বলিল, আচ্ছা, পুনরায় হুরায়রার কাছে যাও এবং জিজ্ঞাসা কর, কেন তিনি বলিলেন ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আদম সন্তানের আমলসমূহ আল্লাহ্‌র সমীপে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে পেশ করা হয়, তখন কোন আত্মীয়তা ছেদনকারী ব্যক্তির আমল গৃহীত হয় না।

٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ : حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ جَابِرِ الْحَنَفِيُّ عَنْ اٰدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى نَفْسِهِ وَاَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا اِلَّا اَجَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهَا وَاَبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ فَاِنْ كَانَ فَضْلًا فَالْاَقْرَبُ الْاَقْرَبُ وَاِنْ كَانَ فَضْلًا فَنَاوِلْ -

৬২. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) রিওয়ায়েত করেন কোন ব্যক্তি যাহা তাহার নিজের এবং নিজ পরিবারবর্গের বাবদ পুণ্য প্রাপ্তির আশায় ব্যয় করে, তাহার প্রত্যেকটি জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে প্রতিদান (সাওয়াব) দিবেন। তাহার পোষ্যদের ব্যয় হইতে সে আরম্ভ করে এবং তারপর অবশিষ্ট থাকিলে পরবর্তী ঘনিষ্ঠজনকে প্রদান করে, তাপর অবশিষ্ট থাকিলে তাহার পরবর্তী ঘনিষ্টজনকে, তারপর অবশিষ্ট থাকিলে হস্ত আরো সম্প্রসারিত করে।

٣١- بَابُ لاَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারী থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয় না।

٦٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ اَبُوْ اٰدَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّحْمَةَ لاَ تَنْزِلُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ-

৬৩. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) নবী করীম (সা) হইতে রিওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে সম্প্রদায়ে আত্মীয়তা-ছেদনকারী কোন ব্যক্তি থাকে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয় না।

٣٢- بَابُ اِثْمِ قَاطِعِ الرَّحِمِ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তা-বন্ধন ছেদনকারীর পাপ

٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ-

৬৪. জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বণিতে শুনিয়াছেন ঃ আত্মীয়তা ছেদনকারী বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

٦٥- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ تَقُوْلُ يَا رَبِّ ! اِنِّيْ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ اِنِّيْ قُطِعْتُ يَا رَبِّ اِنِّيْ اِنِّيْ فَيُجِيْبُهَا اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ اَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ وَاَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ؟

৬৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ 'রেহেম' (রক্তের বাঁধন) 'রহ্‌মানের' অংশ-বিশেষ। সে বলিবে–"হে প্রভু পরোয়ারদিগার ! আমি মযলুম, আমি ছিন্নকৃত! প্রভো ! আমি আমি.....।" তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা জবাব দিবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমাকে ছিন্ন করিবে, আমি তাহাকে ছিন্ন করিব এবং যে তোমাকে যুক্ত করিবে, আমি তাহাকে যুক্ত করিব ?

٦٦- حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانٍ وَالسُّفَهَاءِ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ فَاَخْبَرَنِيْ اِبْنُ حَسَنَةَ الْجُهْنِيْ ، اَنَّهُ قَالَ لاَبِيْ هُرَيْرَةَ مَا اٰيَةُ ذٰلِكَ ؟.قَالَ اَنْ تُقْطَعَ الاَرْحَامُ وَيُطَاعُ الْمَغْوِيْ وَيُعْصَى الْمَرْشِدُ -

৬৬. সাঈদ ইব্‌ন সাম'আন (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) কে বালকদের এবং নির্বোধদের নেতৃত্ব- কর্তৃত্ব হইতে শরণ প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি। রাবী সাঈদ ইব্‌ন সাম্'আন (রা) বলেন, ইব্‌ন হাসানা জুহানী তাঁহাকে বলিয়াছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, উহার নিদর্শন কি? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ (উহার নিদর্শন হইল) আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন করা হইবে, বিভ্রান্তকারীর আনুগত্য করা হইবে এবং সৎপথ প্রদর্শনকারীর অবাধ্যতা করা হইবে।

٣٣- بَابُ عُقُوْبَةِ قَاطِعِ الرَّحِمِ فِيْ الدُّنْيَا

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তা বন্ধন ছেদনকারীর শাস্তি-পার্থিব জগতে

٦٧- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَحْرٰى اَنْ يُّعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَّخِرُ لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحْمِ وَالْبَغْيِ -

৬৭. হযরত আবূ বাক্‌রা (রা) রিওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ আত্মীয়তা ছেদন এবং বিদ্রোহের মত দুনিয়াতেই ত্বরিৎ শাস্তির উপযুক্ত আর কোন পাপ নাই। পরকালে তাহার জন্য যে শাস্তি সঞ্চিত রাখা হইবে, তাহা তো আছেই।

٣٤- بَابُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিদানে ঘনিষ্ঠ আচরণ ঘনিষ্ঠতা নহে

٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفَطَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعْهُ الاَعْمَشُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفَطَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا -

৬৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) রিওয়ায়েত করেন যে. রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ প্রতিদানে আত্মীয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণকারী প্রকৃত আত্মীয়তা যুক্তকারী নহে ; বরং আত্মীয়তা যুক্তকারী

হইতেছে এ ব্যক্তি, যাহাকে ছিন্ন করিয়া দিলেও দূরে ঠেলিয়া দিলেও সে আত্মীয়তা রক্ষা করে (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ আচরণ করে)।

٣٥- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّصِلُ ذَا الرَّحِمِ الظَّالِمِ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ যালিম আত্মীয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করার ফযীলত

٦٩- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ! عَلِّمْنِى عَمَلاً يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ لَئِنْ كُنْتَ اَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ اَعْرَضْتَ الْمَسْئَلَةَ اِعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ قَالَ : لاَ عِتْقُ النَّسَمَةِ اَنْ تُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَفَكُّ الرَّقَبَةِ اَنْ تُعِيْنَ عَلَى الرَّقَبَةِ وَالْمَنِيْحَةُ الرَّغُوْبِ وَالْفَيْءُ عَلٰى ذِى الرَّحْمِ فَاِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَاِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ اِلاَّ مِنْ خَيْرٍ -

৬৯. হযরত বারা (ইব্‌নে আযিব (রা) বলেন, একদা জনৈক বেদুইন নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আসিয়া আরয করিল ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী ! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন–যাহা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবে। ফরমাইলেন ঃ তোমার কথা যদি এই পর্যন্তই হইয়া থাকে, তবে একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্নই তুমি করিয়াছ। গোলাম আযাদ কর এবং গর্দান মুক্ত কর ! সে ব্যক্তি বলিল ঃ দুইটা একই বস্তু নহে কি ? ফরমাইলেন ঃ না, গোলাম আযাদ করা তো কোন গোলামকে আযাদ করাই এবং গর্দান মুক্ত করা মানে আত্মীয়-স্বজনের মুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং প্রিয় বস্তু (অর্থ-সম্পদ) দান করা। যদি তাহা না পার, তবে সৎকাজের আদেশ করিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করিবে। যদি তাহাতেও সমর্থ না হও, তবে সদ্‌বাক্য বলা ছাড়া মুখ বন্ধ রাখিবে।

٣٦- بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَسْلَمَ .

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে কৃত আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের ফল

٧٠- حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرَأَيْتَ اُمُوْرًا مُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعِتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ فَهَلْ لِىْ فِيْهَا اَجْرٌ ؟ قَالَ حَكِيْمٌ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ -

৭০. উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করিলেন ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌।) জাহিলিয়তের যুগে আমি যে পুণ্যজ্ঞানে আত্মীয়-স্বজনের

সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছি, গোলাম আযাদ করিয়াছি এবং দান খয়রাত করিয়াছি, তাহার কোন প্রতিদান কি আমি পাইব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ (না পাইবে কেন ?) তোমার পূর্ববর্তী পুণ্যসমূহ লইয়াই তো তুমি মুসলমান হইয়াছ !

٣٧- بَابُ صِلَةِ ذِيْ الرَّحِمِ الْمُشْرِكِ وَالتَّهْدِيَةِ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক আত্মীয়ের সহিত সদ্ব্যবহার ও উপহার দেওয়া

٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُوْدِ اِذَا اَتَوْكَ فَقَالَ يَا عُمَرُ اِنَّمَا يَلْبِسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَهْدٰى اِلٰى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً ، فَجَاءَ عُمَرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! بَعَثْتَ اِلَيَّ هٰذِهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ . قَالَ اِنِّيْ لَمْ اُهْدِهَا لَكَ لِتَلْبِسَهَا اِنَّمَا اَهْدَيْتُهَا اِلَيْكَ لِتَبِيْعَهَا اَوْ لِتَكْسُوْهَا ، فَاَهْدَاهَا عُمَرُ لاَخٍ لَهُ مِنْ اُمِّهِ مُشْرِكٌ -

৭১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উমর (রা) একটি বহুমূল্য কারুকার্য খচিত জামা দেখিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি উহা খরিদ করিয়া নিন ! জুমু'আর দিন এবং বাহিরের প্রতিনিধি দল আসিলে তাহাদের সহিত সাক্ষ্যাৎকালে আপনি উহা পারিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ "হে উমর ! উহা সেই সব লোকে পরিবে, যাহাদের পরকাল বলিতে কিছু নাই।" অতঃপর (পরবর্তী কোন এক সময়) অনুরূপ কিছু বহুমূল্য কারুকার্য খচিত জামা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপঢৌকন স্বরূপ আসিল। তিনি তাহার একটা হযরত উমরের কাছে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। উমর (রা) তাহা নিয়া দৌড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি উহা আমার কাছে পাঠাইলেন, অথচ আপনি ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ তুমি পরিধান করার জন্য আমি তোমাকে উহা উপহার দেই নাই, বরং এই জন্য দিয়াছি যে, তুমি উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিবে অথবা কাহাকেও (তোমার পক্ষ হইতে উপহার স্বরূপ) পরাইয়া দিবে। উমর (রা) তাঁহার এক বৈপিত্রেয় মুশরিক ভাইকে উহা উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন।

٣٨- بَابُ تَعَلَّمُوْا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণের স্বার্থে বংশপঞ্জিকা জানিয়া রাখা

٧٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ

سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ تَعَلَّمُوْا اَنْسَابَكُمْ ثُمَّ صِلُوْا اَرْحَامَكُمْ وَاللّٰهِ ! اِنَّهُ لَيَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ اَخِيْهِ الشَّيُّ وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحْمِ لَاَوْزَعَهُ ذٰلِكَ عَنْ اِنْتِهَاكِهِ –

৭২. জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) বলেন, তিনি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে মিম্বরের উপর ভাষণরত অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছেন ঃ তোমাদের বংশপঞ্জিকা (নসবনামা) জানিয়া রাখ এবং (তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ কর। আল্লাহ্‌র কসম, অনেক সময় কোন ব্যক্তি ও তাহার (বংশানুক্রমিক) ভাইয়ের মধ্যে (অপ্রীতিকর) কিছু একটা ঘটিয়া যায় ; যদি সে জানিতে পারিত যে, তাহার এবং উহার মধ্যে রক্তের বন্ধন বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে উহা তাহাকে তাহার ভাইকে অপদস্থ করা হইতে নিবৃত্ত করিত।

٧٣– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ : اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ لَنَّهُ قَالَ اِحْفَظُوْا اَنْسَابَكُمْ تَصِلُوْا اَرْحَامَكُمْ فَاِنَّهُ لَا بُعْدَ بِالرَّحْمِ اِذَا قَرُبَتْ وَاِنْ كَانَتْ بَعِيْدَةً وَلَا قُرْبَ بِهَا اِذَا بَعُدَتْ وَاِنْ كَانَتْ قَرِيْبَةً وَكُلُّ رَحْمٍ اٰتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَامَ صَاحِبِهَا اَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ ، اِنْ كَانَ وَصَلَهَا وَعَلَمِيْهِ بِقَطِيْعَةٍ اِنْ كَانَ قَطَعَهَا –

৭৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, বংশপঞ্জিকা জানিয়া রাখ (এবং তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সহিত ঘনিষ্ঠ আচরণ কর ; কেননা, দূরের আত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণ দ্বারা ঘনিষ্ঠতর হইয়া যায় এবং নিকটআত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণের অনুপস্থিতিতে দূর হইয়া যায়। রক্তের বন্ধন কিয়ামতের দিন তাহার সংশ্লিষ্টজনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে এবং যদি সে তাহাকে দুনিয়ায় যুক্ত রাখিয়া থাকে, তবে সে তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, যদি সে তাহাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করিয়া থাকে, তবে সে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

٣٩– بَابُ هَلْ يَقُوْلُ الْمَوْلٰى اِنِّىْ مِنْ فُلَانٍ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বংশের আযাদকৃত দাস কি সেই বংশের লোক বলিয়া নিজের পরিচয় দিবে ?

٧٤– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَائِلُ ابْنُ دَاوُدَ اللَّيْثِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ قَالَ : قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مِمَّنْ اَنْتَ ؟ قُلْتُ مِنْ تَيْمِ تَمِيْمٍ ، قَالَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَوْ مِنْ مَوَالِيْهِمْ ؟ قُلْتُ مِنْ مَوَالِيْهِمْ ، قَالَ : فَهَلاَّ قُلْتُ مِنْ مَوَالِيْهِمْ اِذًا ؟

৭৪. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু হাবীব (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ওহে ! তুমি কোন বংশের লোক ? ইব্‌ন-তৈয়ম তামীম গোত্রের ? ইব্‌ন উমর-সেই বংশেই তোমার জন্ম, না তুমি সেই বংশের আযাদকৃত ? আমি–তাঁহাদের আযাদকৃত।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ তাহা হইলে (প্রথমেই) বল নাই কেন যে, তুমি তাহাদের আযাদকৃত ?

٤٠- بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বংশের আযাদকৃত গোলাম তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত

٥٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِى اِسْمٰعِيلُ بْنُ عُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عُبَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ " اَجْمِعْ لِىْ قَوْمَكَ " فَجَمَعَهُمْ فَلَمَّا حَضَرُوْا بَابَ النَّبِىِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ : قَدْ جَمَعْتُ لَكَ قَوْمِىْ فَسَمِعَ ذٰلِكَ الاَنْصَارُ فَقَالُوْا قَدْ نَزَلَ فِىْ قُرَيْشٍ الْوَحْىُ فَجَاءَ الْمُسْتَمِعُ وَالنَّاظِرُ مَا يُقَالُ لَهُمْ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ قَالُوْا نَعَمْ فِيْنَا حَلِيْفُنَا وَابْنُ اُخْتِنَا وَمَوَالِيْنَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حَلِيْفُنَا مِنَّا وَابْنُ اُخْتِنَا مِنَّا وَمَوَالِيْنَا مِنَّا اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ : اِنَّ اَوْلِيَائِى مِنْكُمُ الْمُتَّقُوْنَ ، فَاِنْ كُنْتُمْ اُولٰئِكَ فَذَاكَ وَإِلاَّ فَانْظُرُوْا لاَيَأْتِى النَّاسُ بِالاَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَأْتُوْنَ بِالاَثْقَالِ فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ ثُمَّ نَادٰى فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَضَعُهُمَا عَلٰى رُءُوْسِ قُرَيْشٍ اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ قُرَيْشًا اَهْلُ اَمَانَةٍ مَّنْ بَغٰى بِهِمْ قَالَ زُهَيْرٌ أَظُنُّهُ قَالَ : اَلْعَوَاثِرُ كَبَّهُ اللّٰهُ لِمُنْخَرِيْهِ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ -

৭৫. হযরত রিফা'আ ইব্‌ন রাফি' (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা হযরত উমর (রা)-কে বলিলেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকজনকে আমার সকাশে সমবেত কর ! হযরত উমর (রা) তাহাদিগকে সমবেত করিলেন । যখন তাহারা নবী করীম (সা)-এর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সমবেত হইল, তখন হযরত উমর নবী করীম (সা)-এর সদনে হাযির হইয়া নিবেদন করিলেন ঃ "আমার সম্প্রদায়ের লোকজনকে আপনার সম্মুখে সমবেত করিয়াছি।" আনসার সম্প্রদায়ের লোকজন তাহা শুনিতে পাইয়া ধারণা করিলেন যে নিশ্চয়ই কুরায়শগণের সম্পর্কে ওহী নাযিল হইয়াছে। তাহাদিগকে কী বলা হয় শুনিবার জন্য দর্শক ও শ্রোতারূপে আসিয়া ভীড় করিলেন। তখন নবী করীম (সা) বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি ফরমাইলেন ঃ তোমাদের (এই সমাবেশের) মধ্যে তোমাদের ছাড়া অন্য

কেই আছে কি ? জবাবে তাঁহারা বলিলেন ঃ জ্বী হ্যাঁ, আমাদের বন্ধুগোত্রের লোকজন, আমাদের ভাগ্নেয়রা এবং আমাদের আযাদকৃতরাও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ আমাদের বন্ধুগোত্রের লোকজন আমাদেরই অন্তর্ভূক্ত, আমাদের ভাগ্নেয়রা আমাদেরই অন্তর্ভূক্ত, আমাদের আযাদকৃতরা আমাদেরই অন্তর্ভূক্ত। তোমরা (মনোযোগ সহকারে) শুন তোমাদের মধ্যকার আল্লাহ্ ভীরু (মুত্তাকী) ব্যক্তিগণই কেবল আমার বন্ধু ; তোমরা যদি তাহাই হও, তবে তো বেশ, নতুবা জানিয়া রাখ, কিয়ামতের দিন যেন এমন না হয় যে, লোকজন তো তাহাদের সৎকর্মসমূহ লইয়া আসিবে আর তোমরা আসিবে তোমাদের (পাপাচারসমূহের) বোঝাসমূহ লইয়া এবং তাহাই তোমাদের পক্ষ হইতে পেশ করা হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ হে লোকসকল ! এবং তখন তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় তিনি কুরায়শদের মাথার উপর রাখিলেন–"লোকসকল ! কুরায়শগণ হইতেছে আমানতওয়ালা ; যে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে–রাবী যুহায়র বলেন, আমার মনে হয় তিনি যেন বলিয়াছেন–সেসমূহ বিপদ ডাকিয়া আনিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার মুখের উপর উপুড় করিয়া ফেলিবেন।" তিনি একথা তিনবার বলিলেন।(মূলে আছে, তাহার দুই থুৎনীর উপর উপুড় করিয়া ফেলিবেন। অর্থাৎ চরম লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিবেন।)

٤١- بَابُ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ اَوْ وَاحِدًا

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এক বা একাধিক কণ্যা সন্তান প্রতিপালন কর

٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ اَبُوْ حَفْصِ التُّجَيْبِىُّ ، عَنْ اَبِىْ عُشَانَةَ الْمُعَافِرِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ.

৭৬. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যাহার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাহার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে (তাহাদিগকে বোঝাস্বরূপ মনে করে না) এবং তাহাদিগকে সাধ্যানুসারে ভাল (খাওয়ায়) পরায়, উহারা তাহার জন্য দোযখের আগুন হইতে রক্ষাকারী অন্তরাল হইবে।

٧٧. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا فِطْرُ عَنْ شُرَحْبِيْلَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُه ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا اِلاَّ اَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ -

৭৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে মুসলমানের দুইটি কন্যা সন্তান হইবে এবং সে তাহাদিগকে উত্তমভাবে রাখিবে, তাহারা তাহাকে বেহেশত পৌঁছাইবে।

٧٨- حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ وَيَكْفِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ وَثِنْتَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَثِنْتَيْنِ –

৭৮. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যাহার তিনটি কন্যা আছে, সে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করে, তাহাদের সমস্ত ব্যয়নির্বাহ করে এবং তাহাদের সহিত দয়ার্দ্র ব্যবহার করে, তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত। উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে একজন প্রশ্ন করিল ঃ যদি কাহারও দুইটি কন্যা সন্তান হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জবাবে তিনি ফরমাইলেন ঃ দুইটি কন্যা হইলেও।[১]

٤٢- بَابُ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ اَخَوَاتٍ

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ তিনটি বোনের প্রতিপালনকারী

٧٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُكْمَلٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ بَشِيْرِ الْمُعَاوِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَكُوْنُ لِاَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ اَوْ ثَلَاثُ اَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِنَّ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ –

---

১. এই অধ্যায়ে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসখানা ইব্‌ন মাজাও সহীহ্ সনদ উদ্ধৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তৃতীয় হাদীসখানা আহমাদ, বায্‌যার এবং তাবারানীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য, তাবারানী তদীয় কিতাব 'আওসাত'-এ ইহার সাথে আরও একটি কথা বেশী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইল–"এবং তাহার বিবাহও দিয়া দেয়।"

মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হযরত আনাস (রা)-এর রিওয়ায়েতে এরূপ আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ যে ব্যক্তি দুইটি কন্যা সন্তনকে তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করিল কিয়ামতের দিন সে এবং আমি এরূপ অবস্থান করিব–যেমন দুইটি অঙ্গুলির অবস্থান–এ কথা বলিয়া তিনি অঙ্গুলিসমূহকে একত্রিত করিয়া দেখাইলেন। তিরমিযী শরীফেও অনুরূপ একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে যখন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার ঘৃণ্য মানসিকতা ব্যাপকভাবে বিরাজমান ছিল, ঠিক সেই সময় ইসলাম আসিয়া ইহাদের প্রতিপালনের বিরাট পুণ্যের কথা ঘোষণা করিল। শুধু তাহাই নহে, যুগপৎভাবে স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে তাহাদের উত্তরাধিকার সত্ত্বের কথাও ইসলাম ঘোষণা করিল। সেবিকা হইতে তাহারা উন্নীত হইলেন সহধর্মিনীতে। ঘোষিত হইল ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ –

–"তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ আর তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদস্বরূপ।" কুরআন নারী জাতির মানোন্নয়ন ও মর্যাদা বিধানের যে সুদূর প্রসারী কর্মসূচী ইসলামের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়, উহার প্রথম পর্যায়ে বলা যাইতে পারে এই কন্যাসন্তান প্রতিপালনের উৎসাহ প্রদানকে। ইদানীং বিজাতীয় পণপ্রথা তথা যৌতুক প্রথার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব মুসলমান সমাজেও ঘটার কারণে কন্যা সন্তান জাহিলিয়াতের যুগের মতই অবাঞ্ছিত ও অপাংক্তেয় বিবেচিত হইতেছে। ফলে নবী করীম (সা)-এর বর্ণিত কন্যাসন্তান প্রতিপালনের বিরাট পুণ্যও আজ আর আকর্ষণীয় বোধ হইতেছে না। এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান হওয়া উচিত।

৭৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন হইবে এবং সে তাহাদের সহিত উত্তম আচরণ করিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।[১]

٤٣- بَابُ فَضْلِ مَنْ عَالَ ابْنَتَهُ الْمَرْدُوْدَةَ

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কন্যা প্রতিপালন

٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوسَى بْنُ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشَمٍ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ اَوْ مِنْ اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ ابْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ -

৮০. মুসা ইব্‌ন উলাই (আলী নহে) তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) সুরাকা ইব্‌ন জু'সামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-"আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠতম সাদাকা অথবা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাদাকা সম্পর্কে অবহিত করিব না ? তিনি বলিলেন ঃ আলবৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তখন তিনি ফরমাইলেন ঃ তোমার কাছে (স্বামী কর্তৃক) প্রত্যাখ্যান অবস্থায় আগতা তোমার কন্যা-তুমি ছাড়া তাহার জন্য উপার্জনকারী আর কেহই নাই (তাহাকে প্রতিপালন করা)।

٨١- حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشَمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " يَا سُرَاقَةُ " مِثْلَهُ -

৮১. অপর এক সূত্রে ঐ একই হাদীস।

٨٢- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيْكَرِبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا

১. এই হাদীসখানা তিরমিযীও রিওয়ায়েত করিয়াছেন। আবূ দাঊদের উদ্ধৃত এই ধর্মের হাদীসখানা আরও ব্যাখ্যামূলক। উহাতে আছে ঃ যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতিপালন করে তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং তাহাদের বিবাহশাদীর ব্যবস্থা করে, তাহার জন্য রহিয়াছে জান্নাত।
হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি দুইটি বা তিনটি কন্যাসন্তান প্রতিপালন করিল অথবা দুই বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করিল-যাবৎ না তাহারা তাহার নিকট হইতে (বিবাহশাদীর মাধ্যমে) পৃথক হইয়া যায় অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আমি এবং সে জান্নাতে এরূপ পাশাপাশি অবস্থান করিব যে ভাবে আমার এই দুইটি অঙ্গুলি-একথা বলিয়া তিনি তদীয় তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দিকে ইঙ্গিত করিলেন।
এই হাদীসসমূহের দ্বারা সদাচরণ ও সদয় ব্যবহারের গণ্ডীকে আরও সম্প্রসারিত করা হইল এবং বলা হইল যে, শুধু দুই বা তিনটি কন্যাসন্তানের প্রতিপালনেই বেহেশত পাওয়া যায় না, বরং দুই বা তিনটি বোনের প্রতিপালনের দ্বারাও এই সাওয়াব পাওয়া যায়। বরং বোনদের প্রতিপালন আরও বেশী সাওয়াবের কারণ হইবে ; কেননা, উহা দ্বারা প্রকারান্তরে পিতামাতার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধাবোধরই পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু আপন কন্যাসন্তানকে প্রতিপালন সহজাত সন্তান-বাৎসল্য ও দায়িত্ববোধ যত বেশী সক্রিয় থাকে, বোনদের ব্যাপারে সাধারণত ঃ উহা ততটুকু থাকে না। এতদ্‌সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বোনদের ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্বশীলতা ও স্নেহ মমতার পরিচয় দেয়, তাহার পূর্ণ বেশী বৈ কম হইবে না।

أُطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ-

৮২. হযরত মিকদাম ইব্ন মা'দী কারাব (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ যাহা তুমি নিজেকে খাওয়াইয়াছ, তাহাও সাদাকা-বিশেষ, যাহা তুমি তোমার সন্তানকে খাওয়াইয়াছ, তাহাও সাদাকা বিশেষ এবং যাহা তুমি তোমার ভৃত্যকে খাওয়াইয়াছ, তাহাও সাদাকা-বিশেষ।

٤٤- بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يَتَمَنّٰى مَوْتَ الْبَنَاتِ

৪৪. অনেচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে।

٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الرُّوَاعِ عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَهُ وَلَهُ بَنَاتُ فَتَمَنّٰى مَوْتَهُنَّ فَغَضَبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ : اَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ ؟

৮৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট থাকিত। তাহার কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল। একদা সে তাহাদের মৃত্যু কামনা করিল। ইহা শুনিয়া ইব্ন উমর (রা) ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমিই কি তাহাদিগকে জীবিকা প্রদান কর হে?

٤٥- بَابُ الْوَلَدِ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানই মানুষকে কৃপণ ও ভীরু করে

٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ هِشَام عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمًا وَاللّٰهِ ! مَا عَلٰى وَجْهِ الاَرْضِ رَجُلٌ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ عُمَرَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَجَعَ فَقَالَ : كَيْفَ حَلَفْتَ ؟ اَىْ بُنَيَّةَ ! فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ اَعَزُّ عَلَىَّ وَالْوَلَدُ لُوطُ

৮৪. হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা আবূ বাকর (রা) বলিলেন-"আল্লাহ্র কসম পৃথিবীর বুকে উমরের চাইতে প্রিয়তর আমার কাছে আর কেহই নাই।" উহা বলিয়া যখন তিনি ঘরে ফিরিলেন, অতঃপর বলিলেন ঃ বৎসে! আমি কোন শব্দ দ্বারা শপথ করিয়াছি আমি তাহাকে উহার পুনরাবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ 'প্রিয়তম। আর সন্তান তো মানুষের প্রাণাধিক প্রিয়।

٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ ، عَنْ ابْنِ اَبِىْ نَعَمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا ابْنَ عُمَرَ اِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ ؟ فَقَالَ : مِمَّنْ اَنْتَ ؟ فَقَالَ : مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا يَسْأَلُنِىْ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ النَّبِىِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : هُمَا رَيْحَانِىَّ مِنَ الدُّنْيَا -

৮৫. ইব্‌ন আবূ নি'আম বলেন, আমি তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সম্মুখে উপস্থিত ছিলাম যখন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে মশা মারিলে (ইহ্‌রাম অবস্থায়) তাহার প্রতিবিধান কি করিয়া করিতে হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার বাড়ী কোথায় হে ? সে ব্যাক্তি বলিল ঃ ইরাকে। তখন তিনি বলিলেন ঃ দেখ, লোকটি মশা মারিলে তাহার প্রতিবিধান কি জানিতে চাহিতেছে ; অথচ উহারা নবী করীম (সা)-এর সেই প্রিয় বংশধরকে হত্যা করিয়াছে–যাহাদের সম্পর্কে আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ উহারা দুইজন আমার পার্থিব জীবনের দুইটি ফুল স্বরূপ।[১]

٤٦- بَابُ حَمْلِ الصَّبِىِّ عَلَى الْعَاتِقِ

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুকে কাঁধে উঠানো

٨٦- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَالْحَسَنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلٰى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ -

৮৬. হযরত বারা (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে দেখিয়াছি এমন অবস্থায় যখন হাসান তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ হউক তাঁহার কাঁধের উপর আসীন আর তিনি তখন বলিতেছেন–"প্রভু! আমি ইহাকে ভালবাসি, তুমিও তাহাকে ভালবাসিও।"

---

১. বাহ্যত এই দুইটি বর্ণনারই শিরোনামের সাথে কোনই মিল দেখা যাইতেছে না। সন্তান যে মানুষের খুবই প্রিয় হয়, উহাই কেবল প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত শিরোনামের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ একটি রিওয়ায়েত তিরমিযী শরীফে হযরত খাওলা বিনতে হাকীমের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইল ঃ
একদা নবী (সা) বাটীর বাহিরে আসিলেন। হাসন–হুসায়ন (রা)-এর একজন তখন তাঁহার ক্রোড়ে ছিলেন। নবী (সা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন ঃ
"তোমাদের সহিত কার্পণ্য করা হয়, ভীরুতা প্রদর্শিত হয়। গোর্য়াতুমি করা হয়। অথচ নিঃসন্দেহে তোমরা হইতেছ আল্লাহ্‌র সুরভিত পুষ্পস্বরূপ। সম্ভবত এই হাদীসে সন্তান হত্যা ও সন্তানের প্রতি পাষণ্ড পিতাদের দুর্ব্যবহারের দিকে ইঙ্গিত করা হইযাছে।
আবূ ইয়ালা হযরত আবূ সাঈদ (রা)-এর একটি রিওয়ায়েত এই মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ
–"সন্তান হইতেছে কলিজার টুকরা ঃ অথচ সেই হইতেছে মানুষের সমূহ ভীরুতা কার্পণ্য এবং দুঃশ্চিন্তার কারণ। অর্থাৎ সন্তানের দিকে চাহিয়াই লোক ভীরু, কাপুরুষ ও কৃপণ হইয়া যায়।

٤٧- بَابُ بَابُ الْوَلَدِ قُرَّةُ الْعَيْنِ

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানে চক্ষু জুড়ায়

٨٧- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَلَسْنَا اِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الاَسْوَدِ يَوْمًا فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ طُوْبٰى لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأَتَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ ! لَوَدِدْنَا اَنَا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ فَاسْتَغْضَبَ فَجَعَلْتُ اَعْجَبَ مَا قَالَ اِلاَّ خَيْرًا ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلٰى اَنْ يَّتَمَنّٰى مُحْضَرًا غَيَّبَهُ اللّٰهُ عَنْهُ ؟ لاَ يَدْرِىْ لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ يَكُوْنُ فِيْهِ ؟ وَاللّٰهِ ! لَقَدْ حَضَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْوَامٌ كَبَّهُمُ اللّٰهُ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ فِىْ جَهَنَّمَ لَمْ يُجِيْبُوْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوْهُ وَلاَ تَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ اِذْ اَخْرَجَكُمْ لاَ تَعْرِفُوْنَ اِلاَّ رَبَّكُمْ فَتُصَدِّقُوْنَ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ ﷺ ﴿قَدْ كُفِيْتُمُ الْبَلاَءَ بِغَيْرِكُمْ﴾ وَاللّٰهِ ! لَقَدْ بُعِثَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اَشَدِّ حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا نَبِىٌّ قَطُّ فِىْ فَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ مَا يَرَوْنَ اَنَّ دُنْيَا اَفْضَلَ مِنْ عِبَادَةِ الاَوْثَانِ فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَفَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ حَتّٰى اِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرٰى وَالِدَهُ اَوْ وَلَدَهُ اَوْ اَخَاهُ كَافِرًا وَقَدْ فَتَحَ اللّٰهُ قُفْلَ قَلْبِهِ بِالْاِيْمَانِ وَيَعْلَمُ اَنَّهُ اِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ فَلاَ تَقَرُّ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ حَبِيْبَهُ فِى النَّارِ وَاَنَّهَا الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ﴾

৮৭. আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র বলেন যে, তাঁহার পিতা বলিয়াছেন ঃ একদা আমি হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে করিতে বলিল ঃ ধন্য এই চক্ষুদ্বয়–যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দর্শন করিয়াছে। আল্লাহ্‌র কসম, বাসনা হয় যদি আমিও তাহা দেখিতাম যাহা আপনি দেখিয়াছেন এবং যদি আমিও সেখানে উপস্থিত থাকিতাম যেখানে আপনি উপস্থিত ছিলেন। এতদ্‌শ্রবণে মিকদাদ ক্রুদ্ধ হইলেন। আমি বিস্মিত হইলাম সে ব্যক্তি তো ভাল কথাই বলিয়াছে। (ইহাতে ক্রোধের কি আছে ?) অতঃপর তিনি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ লোক কেন এমন স্থলে উপস্থিত থাকতে আকাঙ্খা করে যেখানে হইতে আল্লাহ্ তাহাকে অনুপস্থিত রাখিয়াছেন ? কি জানি, যদি সে সেখানে উপস্থিত থাকিত, তবে কি

করিত ? আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এমন সব লোকও দেখিয়াছে–আল্লাহ্ তাহাদিগকে উপুড় করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন–তাহারা তাঁহার আহবানে সাড়া দেয় নাই এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিয়াও নেয় নাই। তোমরা কেন আল্লাহ্র শোকর আদায় কর না যে, এমন যুগে তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তোমাদের প্রতিপালক ছাড়া আর কাহাকেও তোমরা চিন না ; তোমাদের নবী (সা) যাহা নিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাকে তোমরা সত্য বলিয়া জান। (ভালই হইয়াছে যে সে পরীক্ষা তোমাদিগের উপর দিয়া যায় নাই।) আল্লাহ্র কসম, নবী করীম (সা) আবির্ভূত হন কঠোরতম পরিস্থিতিতে–এমন কঠোর পরিস্থিতিতে অপর কোন নবী আবির্ভূত হন নাই। নবী আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেকার সেই জাহিলিয়াতের দিনগুলিতে তাহারা প্রতিমা পূজার চাইতে উত্তম কোন ধর্ম আছে বলিয়া মনে করিত না। এমন সময় তিনি ফুরকান সহকারে আবির্ভূত হন। উহার দ্বারা হক ও বাতিলের তথা সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য বিধান করেন, পার্থক্য সূচিত করেন পিতার ও তাহার পুত্রের মধ্যে এমন কি যদি কোন ব্যক্তি তাহার পিতা, পুত্রের বা ভাইকে বিধর্মী অবস্থায় দেখিত আর তখন তাহার অন্তরের অর্গল আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের দ্বারা মুক্ত করিয়া দিয়াছেন–তখন সে ভাবত, যদি এই অবস্থায় সে ব্যক্তি (ঐ আত্মীয়টি) মৃত্যুবরণ করে, তবে সে নিশ্চিতভাবেই দোযখে যাইবে। প্রিয়জন জাহান্নামের আগুনে রহিয়াছে জানা থাকিতে কাহারও চক্ষু জুড়াইত না। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

"যাহারা বলে প্রভু! আমাদের স্ত্রী পুত্রাদির দ্বারা আমাদিগের চক্ষ জুড়াও।" (কুরআন, ২৫ ঃ ৭৪)

٤٨- بَابُ مَنْ دَعَا لِصَاحِبِهِ اَنْ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সাথীর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দু'আ করা

٨٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا وَمَا هُوَ اِلاَّ اَنَا وَاُمِّيْ وَاُمُّ حَرَامٍ خَالَتِيْ اِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَنَا اَلاَ اُصَلِّيْ بِكُمْ ؟ وَذٰلِكَ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاَيْنَ جَعَلَ اَنَسًا مِنْهُ ؟ فَقَالَ جَعَلَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا ثُمَّ دَعَا لَنَا اَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَقَالَتْ اُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خُوَيْدِمُكَ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ فَدَعَا لِيْ بِكُلِّ خَيْرٍ ، كَانَ فِيْ اٰخِرِ دُعَائِهِ اَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ ! اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ"

৮৮. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। সে সময় আমার মা ও খালা উম্মে হারাম ছাড়া সেখানে আর কেহই ছিলেন না। এমন সময় নবী করীম (সা)

তাশরীফ আনিলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন ঃ "আমি কি তোমাদিগকে লইয়া নামায পড়িব না ?" অথচ তখন কোন (নির্ধারিত) নামাযের ওয়াক্ত ছিল না। তখন কে একজন প্রশ্ন করিল ? সে সময় আনাসকে কোথায় দাঁড় করাইয়াছিলেন ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ ডান দিকে ? অতঃপর তিনি আমাদিগকে নিয়া নামায পড়িলেন (অর্থাৎ তিনি নামাযে আমাদের ইমামতি করিলেন।) অতঃপর তিনি আমাদের তথা গৃহবাসীদের জন্য দু'আ করিলেন–দু'আ করিলেন আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাবিধ মঙ্গলের জন্য। তখন আমার মাতা বলিয়া উঠিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার এই ক্ষুদে খাদেমটি ইহার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি আমার সর্বাবিধ মঙ্গলের জন্য দু'আ করিলেন। তাঁহার দু'আর শেষ কথা ছিল ঃ "প্রভু! তাহাকে অধিক ধন ও সন্তান দান করুন এবং তাহাকে বরকত দান করুন।"

٤٩- بَابُ الْوَالِدَاتِ رَحِيْمَاتٌ

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ মাতৃজাতি স্নেহময়ী

٨٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَاَعْطَتْهَا عَائِشَةُ ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَاَعْطَتْ كُلَّ صَبِىٍّ لَهَا تَمْرَةً وَاَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً فَاَكَلَ الصِّبْيَانُ التَّمْرَتَيْنِ وَنَظَرَ اِلٰى اُمِّهِمَا فَعَمَدَتْ اِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا فَاَعْطَتْ كُلَّ صَبِىٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذٰلِكَ لَقَدْ رَحِمَهَا اللّٰهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّهَا .

৮৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ একদা একটি মহিলা হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে আসিল। হযরত আয়েশা (রা) তাহাকে তিনটি খেজুর দিলেন। সে তাহার ছেলে দুইটিকে একটি করিয়া খেজুর দিয়া নিজের জন্য একটি হাতে রাখিয়া দিন। ছেলে দুইটি খেজুর দুইটি খাইয়া তাহাদের মায়ের দিকে তাকাইতে লাগিল। মহিলাটি তৃতীয় খেজুরটিকে দুই টুকরা করিয়া এক এক টুকরা এক এক ছেলের হাতে দিয়া দিল। অতঃপর নবী করীম (সা) ঘরে আসিলে হযরত আয়েশা (রা) তাঁহার কাছে এই ঘটনা বিবৃত করিলেন। তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ ইহাতে তোমার বিস্মিত হইবার কি আছে ? তাহার ছেলে দুইটির প্রতি তাহার দয়াপ্রণতার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি দয়াপ্রবণ হইয়াছেন।

٥٠- بَابُ قُبْلَةِ الصِّبْيَانِ

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদিগকে চুম্বন

٩٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ -

৯০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ জনৈক বেদুইন নবী করীম (সা) এর খেদমতে আসিয়া বলিল "আপনারা কি শিশুদেরকে চুম্বন দেন ? কই , আমরা তো শিশুদের চুম্বন দেই না।" তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমার অন্তর হইতে দয়ামায়া একান্তই তুলিয়া নেন, তবে আমার তাহাতে কী করার আছে হে।[১]

٩١- حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الاَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيْمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ اِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمْ -

৯১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা হযরত আলী (রা)-এর পুত্র হাসানকে চম্বুন দিলেন। আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস তামীমী (রা) তখন তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আক্‌রা বলিলেন ঃ আমার তো দশটি সন্তান রহিয়াছে। কই আমি তো কোন দিন তাহাদিগকে চুম্বন দেই নাই। তখন রাসুলুল্লাহ্ (সা) তাহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি দয়া করে না, সে দয়া পায় না।

٥١- بَابُ اَدَبِ الْوَالِدِ وَبِرِّهِ لِوَلَدِهِ

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের প্রতি পিতার সদ্ব্যবহার ও আদব শিক্ষা দান

٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ نُمَيْرِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ الصَّلاَحُ مِنَ اللّٰهِ وَالاَدَبُ مِنَ الآبَاءِ -

৯২. নুমায়র ইব্‌ন আওস বলেন, তিনি তাঁহার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, মুরুব্বীগণ বলিতেন ঃ সৎপথে চলার প্রবৃত্তি আল্লাহ্‌র দান, কিন্তু আদব বা শিষ্টাচার পিতৃপুরুষের দান।

٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى الْقُرَشِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ اَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ انْطَلَقَ بِهِ اِلَى

১. এই হাদীসখানা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর প্রমুখাৎ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে এই ঘটনার বর্ণনা নাই। উহার ভাষ্য হইল ঃ

لاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ -

"আল্লাহ্ এমন কোন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়াপ্রবণ হয় না।" বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি অপর মানুষ বা জীবজন্তুর দয়াপ্রবণ, আপন সন্তানের প্রতি তাহার সন্তান বাৎসল্য স্বাভাবতঃই বেশী হইবে। আর এই সন্তান বাৎসল্য ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয়।

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّىْ اَشْهَدُكَ اَنِّىْ قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتُ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَاَشْهِدْ غَيْرِىْ ثُمَّ قَالَ اَلَيْسَ يَسُرُّكَ اَنْ يَكُوْنُوْا فِى الْبِرِّ سَوَاءً ؟ قَالَ بَلٰى "فَلاَ اِذًا" قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبُخَارِىُّ لَيْسَ الشَّهَادَةُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ رُخْصَةً -

৯৩. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) বলেন যে, একদা তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোলে করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি আপনাকে একথার সাক্ষ্য রাখিতেছি যে, আমি নু'মানকে অমুক অমুক বস্তু দান করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ তোমার সব সন্তানকেই কি দান করিয়াছি ? তিনি বলিলেন ঃ জ্বী না। ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে তুমি অন্য কাহাকেও সাক্ষী কর ! অতঃপর ফরমাইলেন ঃ তুমি কি চাওনা যে তোমার সকল সন্তানই তোমার সহিত সমানভাবে ঘনিষ্ঠ আচরণ (সদ্ব্যবহার) করুক ? তিনি বলিলেন ঃ নিশ্চয়। ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে এমনটি করিও না।[১] ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ নবী করীম (সা)-এর বক্তব্যে বাশীর (রা)-কে অপর কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখিবার অনুমতি ব্যক্ত করা হয় নাই।

٥٢- بَابُ بِرِّ الاَبِ لِوَلَدِهِ

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের প্রতি পিতার সদ্ব্যবহার

٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنِ الْوَصَّاقِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللّٰهُ اَبْرَارًا لاَنَّهُمْ بَرُّوْا الاٰبَاءَ وَالاَبْنَاءَ كَمَا اَنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذٰلِكَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ -

৯৪. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে 'আব্‌রার' বা সদাচারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেননা তাঁহারা তাঁহাদের পিতাগণও পুত্রদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন তোমার পিতার তোমার উপর হক আছে, তেমনি হক আছে তোমার পুত্রের ও তোমার উপর।

---

১. সন্তানের প্রতি সদ্ব্যবহারও দান-দক্ষিণায় সমতা রক্ষা করা একটি জরুরী ব্যাপার। অন্যথায় অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। নানা কারণে কোন একটি সন্তান পিতামাতার কাছে অধিকতর প্রিয় হইতেও পারে, তবে তাহা কেবল অন্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ব্যবহারে তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন অন্য সন্তানদিগকে উপেক্ষারই শামিল আর এই উপেক্ষা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে এই হাদীসখানা আরও বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে শেষ কথা উদ্ধৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

لاَ اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ

"আমি একটি অবিচারের সাক্ষী হইতে পারি না।" মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা)-এর প্রমুখাৎ যে রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

اِنِّىْ لاَ اَشْهَدُ اِلاَّ عَلَى الْحَقِّ

"আমি তো হক ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারের সাক্ষী হইতে পারি না!"

٥٣- بَابُ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ لاَ يَرْحَمُ

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না

٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاشٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لاَّ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ -

৯৫. হযরত আবূ সাঈদ (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেন ঃ যে দয়া করে না সে দয়া পায় না।

٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ وَاَبِىْ ظِبْيَانَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسُ -

৯৬. হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে দয়া করিবেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না।

٩٧- وَعَنْ عُبَادَةَ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ " -

৯৭. হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ "যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তাহাকে দয়া করেন না।"

٩٨- وَعَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الاَعْرَابِ فَقَالَ لَه رَجُلٌ مِنْهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ ؟ فَوَاللّٰهِ مَا نُقَبِّلُهُمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ اَمْلِكُ اِنْ كَانَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ -

৯৮. হযরত আয়েশ (রা) বলেন, একদা একদল বেদুইন নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনারা কি শিশুদিগকে চুমু খান ? আল্লাহ্র কসম ! আমরা তো তাহাদিগকে চুমু খাই না ! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের অন্তর হইতে একান্তই রহ্মত (দয়া) উঠাইয়া নেন, তবে আমি তাহার কী করিতে পারি ?

٩٩- حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِسْتَعْمَلَ رَجُلاً يَرْحَمُ فَقَالَ الْعَامِلُ اِنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْوَلَدِ

مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِّنْهُمْ فَزَعَمَ اَوْ قَالَ عُمَرُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ اِلاَّ اَبَرَّهُمْ -

৯৯. হযরত আবূ উসমান (রা) বলেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) এক ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ করিলেন। তখন সেই কর্মচারীকে বলিল, আমার এত এত সন্তান রহিয়াছে। কই, তাহাদের কোন একটিকেও তো কোন দিন একটি চুমু খাইলাম না ! তখন উমর (রা) ভাবিলেন, অথবা হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে সদাচারীদিগকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসেন না।

٥٤- بَابُ الرَّحْمَةِ مِائَةُ جُزْءٍ

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ দয়ার শত ভাগ

١٠٠- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَامْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَتِسْعِيْنَ وَاَنْزَلَ فِى الاَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبَهُ -

১০০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দয়াকে একশত ভাগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিরানব্বই ভাগই নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছেন এবং পৃথিবীতে একভাগ মাত্র অবতীর্ণ করিয়াছেন–যাহা দ্বারা গোটা সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়াপরবশ হয়, এমন কি ঘোটকী তাহার পায়ের খুর এই আশংকায় উঠাইয়া নেয় পাছে তাহার শাবক ব্যথা না পাইয়া বসে !

٥٥- بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশী সম্পর্কে তাগিদ

١٠١- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

১০১. হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া বলেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেন ঃ জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে এমনি তাগিদ করিতে লাগিলেন যে, আমার ধারণা হইতেছিল যে, অচিরেই বুঝি তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারীও সাব্যস্ত করিবেন।

١٠٢- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِى شُرَيْحِ الْخُزَاعِىِّ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيُصْمِتْ-

১০২. হযরত আবূ শুরায়হ খুযায়ী (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেন ঃ যে আল্লাহ্‌তে এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তাহার উচিত তাহার প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহার উচিত তাহার মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহার উচিত যেন সে উত্তম কথা বলে অথবা চুপ কারিয়া থাকে।[১]

٥٦- بَابُ حَقِّ الْجَارِ

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর হক

١٠٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ظَبْيَةَ الْكَلَاعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الاَسْوَدِ يَقُوْلُ سَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصْحَابَهٗ عَنِ الزِّنَا ، قَالُوْا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ فَقَالَ لاَنْ يَزْنِى الرَّجُلُ بِعَشَرِ نِسْوَةٍ اَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يَزْنِىَ بِامْرَأَةِ جَارِهٖ وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ قَالُوْا

১. এই হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রতিবেশীকে পীড়া দেওয়া, অতিথির অবমাননা করা ও মন্দ কথা বলা ঈমানের পরিপন্থী কাজ ! এগুলি ঈমানদারের নহে বেঈমানের লক্ষণ। ইমাম মুসলিম (র) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র প্রমুখাৎ উক্ত হাদীসখানা রিওয়ায়েত করিয়াছেন। বরং তাঁহার ভাষ্যে আরও কঠোর তাকিদ রহিয়াছে। সেখানে আছে ঃ

وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ ، قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ : الَّذِىْ لاَ يُؤْمِنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ-

"আল্লাহ্‌র কসম ! সে ব্যক্তি ঈমানদার নহে। আল্লাহর কসম ! সে ব্যক্তি ঈমানদার নহে। আল্লাহ্‌র কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার নহে, বলা হইল কোন ব্যক্তি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? ফরমাইলেন ঃ যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ বোধ করে না।" --বুখারী ও মুসলিম

তিন তিন বার কসম, করিয়া কথাটি বলায় প্রতিবেশী যাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নহে–এমন ব্যক্তির ঈমানহীনতার কথাই সুস্পষ্ট হইয়া গেল !! হযরত আনাস (রা)-এর রিওয়ায়েতে এই কথাটি বর্ণিত হইয়াছে এই ভাবে ঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ-

"সে ব্যক্তি কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না–যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নহে।" মুসলিম, বুখারী ও আহ্‌মদ

حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُه فَقَالَ لاَنْ يَّسْرُقَ مِنْ عَشَرَةِ اَهْلِ اَبْيَاتٍ اَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّسْرُقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ -

১০৩. মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা তাঁহার সাহাবাগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন (যে উহা কেমন ? উত্তরে) তাঁহারা বলিলেন ঃ হারাম, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল উহাকে হারাম সাব্যস্ত করিয়াছেন। তখন তিনি ফরমাইলেন ঃ কোন ব্যক্তি দশটি নারীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেও উহা তাহার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার তুলনায় লঘুতর (পাপ)। অতঃপর আবার ফরমাইলেন ঃ কোন ব্যক্তির দশ ঘরের লোকজনের বস্তু সামগ্রী চুরি করা তাহার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চাইতে লঘুতর।

٥٧- بَابُ يُبْدَأُ بِالْجَارِ

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ দান প্রতিবেশী হইতে শুরু করিবে

١٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

১০৪. হযরত আবদুলাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ জিব্রাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগত তাগিদ করিতে থাকেন, এমন কি আমার এরূপ ধারণা হইতে লগিল যে, অচিরেই বুঝি তাহাকে আমার উত্তরাধিকারীও সাব্যস্ত করিবেন।

١٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ شَابُوْرٍ وَاَبِيْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَ يَقُوْلُ لِغُلاَمِه اَهْدَيْتُ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ ؟ اَهْدَيْتَ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

১০৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার গৃহে একটি ছাগল যবাই করা হইলে। তখন তিনি তাঁহার বালক ভৃতকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন ঃ তুমি কি উহা আমার প্রতিবেশী ইয়াহুদীকে দিয়াছ ? তুমি কি উহা আমার প্রতিবেশী ইয়াহূদীকে দিয়াছ ? আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ জিব্রাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমনি তাগিদ দিতে থাকেন যে, আমার ধরণা জন্মে যে, অচিরেই বুঝি তাহাকে আমার উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিবেন।

١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ : حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَّ عُمَرَةَ حَدَّثَتْه اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ

عَنْهَا تَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ " مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ ، حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ لَيُوَرِّثُهُ –

১০৬. হযরত উমারাহ্ বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা) বলিতে শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগত তাগিদ করিতে থাকেন, এমন কি আমার এরূপ ধারণা হইতে লাগিল যে, অচিরেই বুঝি তাহাকে আমার উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিবেন।

٥٨– بَابُ يُهْدِىْ اِلَى اَقْرَبِهِمْ بَابًا

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ সর্ব নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে

١٠٧– حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ قَالَ : " اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا " –

১০৭. হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে, তন্মধ্যে আমি কাহার নিকট হাদিয়া পাঠাইব ? ফরমাইলেন ঃ যাহার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী তাহার নিকট।

١٠٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجُوْفِىِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ ؟ قَالَ : اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا –

১০৮. (১০৭ নং হাদীসেরই পুনরাবৃত্তি ভিন্ন সূত্রে)

٥٩– بَابُ الْاَدْنٰى فَالْاَدْنٰى مِنَ الْجِيْرَانِ

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ নিকট হইতে নিকটতর প্রতিবেশী

١٠٩– حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ دِيْنَارٍ . عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ اَرْبَعِيْنَ دَارًا اَمَامَهُ وَاَرْبَعِيْنَ خَلْفَهُ وَاَرْبَعِيْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَاَرْبَعِيْنَ عَنْ يَسَارِهِ –

১০৯. হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল যে, প্রতিবেশী কাহাকে বলে? তিনি বলিলেন ঃ নিজের ঘর হইতে সম্মুখের চল্লিশ ঘর, পশ্চাতের চল্লিশ ঘর, এবং বাম পাশের চল্লিশ ঘর (–এর অধিবাসী লোকজনই প্রতিবেশী পদবাচ্য)।

١١٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ بَجَالَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَلاَ يُبْدَأُ بِجَارِهِ الاَقْصٰى قَبْلَ الاَدْنٰى وَلٰكِنْ يُبْدَأُ بِالاَدْنٰى قَبْلَ الاَقْصٰى -

১১০. আলকামা ইব্ন বাজালা ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ নিকটবর্তী প্রতি প্রতিবেশীকে বাদ দিয়া দূরবর্তী প্রতিবেশী হইতে (উপঢৌকনাদি প্রেরণ) শুরু করিবে না বরং দূরবর্তী জনের পূর্বে নিকটবর্তী জন হইতে শুরু করিবে।

٦٠- بَابُ مَنْ اَغْلَقَ الْبَابَ عَلَى الْجَارِ

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর জন্য যে জন দরজা বন্ধ করিয়া দেয়

١١١- حَدَّثَنَا مَلِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ اَتٰى عَلَيْنَا زَمَانٌ اَوْ قَالَ حِيْنَ وَمَا اَحَدٌ اَحَقُّ بِدِيْنَارٍ وَالدِّرْهَمُ اَحَبُّ اِلٰى اَحَدِنَا مِنْ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ الاٰنَ اَلدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ اَحَبُّ اِلٰى اَحَدِنَا مِنْ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ يَا رَبِّ ! هٰذَا اَغْلَقَ بَابَهُ دُوْنِى فَمَنَعَ مَعْرُوْفَهُ -

১১১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, এক সময় এমন ছিল যখন আমাদের নিকট মুসলমান ভাইয়ের চাইতে আমাদের দীনার দিরহামের যোগ্যতর হক্দার আর কেহই ছিল না ; আর এখন এমন যুগ আসিয়াছি যখন দীনার-দিরহামই আমাদের নিকট মুসলমান ভাইয়ের চাইতে প্রিয়তর (বিবেচিত হইতেছে) ! আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ অনেক প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন তাহার প্রতিবেশীকে পাক্ড়াও (অভিযুক্ত) করিবে এবং (আল্লাহ্র দরবারে নালিশ করিয়া) বলিবে-"প্রভূ ! এই ব্যক্তি আমার জন্য তাহার দ্বারা রুদ্ধ রাখিয়াছিল এবং আমাকে তাহার প্রতিবেশীসুলভ সদ্ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল।"

٦١- بَابُ لاَيُشْبَعُ دُوْنَ جَارِهِ

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীকে ছাড়িয়া ভুরি ভোজন

١١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَشِيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُسَاوِرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ -

১১২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসাবির বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইব্‌ন যুবায়রকে অবগত করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ সে ব্যক্তি মু'মিন নহে–যে নিজে পেট পুরিয়া ভোজন করে, অথচ তাহার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।

٦٢– بَابُ يُكْثِرُ مَاءَ الْمَرَقِ فَيُقْسِمُ فِى الْجِيْرَانِ

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ ঝোলে পানি বেশী করিয়া দিবে এবং প্রতিবেশীকে বিলাইবে

١١٣– حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجُوْفِىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلاَثٍ اِسْمَعْ وَاَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الأَطْرَافِ وَاِذَا صَنَعْتَ مَرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ هَا ثُمَّ اُنْظُرْ اَهْلَ بَيْتٍ مِّنْ جِيْرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوْفٍ وَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ، فَاِنْ وَجَدْتَ الاِمَامَ قَدْ صَلَّى ، فَقَدْ اَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ ، وَاِلاَّ فَهِىَ نَافِلَةٌ –

১১৩. হযরত আবূ যর (রা) বলেন, আমার পরম বন্ধু (রাসূলে করীম [সা]) আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়াছেন ঃ ১. শুনিবে এবং আনুগত্য করিবে যদিও বা (আনুগত্যের অধিকারী নেতা) নাক-কান কাটা গোলামও হয়। ২. যখন ঝোল পাকাইবে তখন তাহাতে ঝোল একটু বেশী করিয়াই দিবে এবং তৎপর প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য করিবে এবং উহা তাহাদিগকে সদিচ্ছা সহকারে বিলাইবে এবং ৩. নামায তাহার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করিবে ! যদি দেখিতে পাও যে, ইমাম নামায পড়িয়া ফেলিয়াছেন (আর তুমিও তোমার নামায আদায় করিয়া ফেলিয়াছ) তাহা হইলে (ভাবনার কিছু নাই) তোমার নামায তো হইয়াই গিয়াছে নতুবা উহা (অর্থাৎ ইমামের সহিত তোমার দ্বিতীয় বারের নামায) নফল হিসাবে গণ্য হইবে।

١١٤– حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ ! اِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَ الْمَرْقَةِ وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ اَوْ اَقْسِمْ فِىْ جِيْرَانِكَ –

১১৪. হযরত আবূ যর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ হে আবূ যর ! যখন ঝোল পাকাও, তখন উহাতে পানি বেশী করিয়া দিবে এবং উহা পড়শীদের মধ্যে বিলাইবে।

٦٣– بَابُ خَيْرِ الْجِيْرَانِ

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম প্রতিবেশী

١١٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ شُرَيْكٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِّىِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ خَيْرُ الاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهٖ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهٖ –

১১৫. আবুদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইবনুল আ'স (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে রিওয়ায়েত করেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেন ঃ আল্লাহর নিকট সেই সাথীই উত্তম–যে তাহার নিজ সাথীদের নিকট উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট সেই প্রতিবেশীই উত্তম যে তাহার নিজ প্রতিবেশীদের নিকট উত্তম।

٦٤– بَابُ الْجَارِ الصَّالِحِ

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সৎ প্রতিবেশী

١١٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَمِيْلٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرَاكِبُ الْهَنِىْءُ –

১১৬. হযরত নাফি' ইব্ন আবদুল হারিস (রা) নবী করীম (সা) হইতে রিওয়ায়েত করেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেন ঃ একজন মুসলমানের জন্য খোলামেলা বাড়ী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী এবং রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্য স্বরূপ।

٦٥– بَابُ الْجَارِ السُّوْءِ

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ নিকৃষ্ট প্রতিবেশী

١١٧– حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ حَيَّانٍ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ " اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمَقَامِ ، فَاِنَّ جَارَ الدُّنْيَا يَتَحَوَّلُ "

১১৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর দু'আর মধ্যে একথাও থাকিত প্রভু, আমি তোমার শরণ প্রার্থনা করছি দুষ্ট প্রতিবেশী হইতে স্থায়ী বাসস্থানের। কেননা, দুনিয়ার প্রতিবেশী তো বদল হইতে থাকে।

١١٨– حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَغْرَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ ، عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهٗ وَاَخَاهُ وَاَبَاهُ –

১১৮. হযরত আবূ মূসা (রা) রিওয়ায়েত করেন যে,. রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ কিয়ামত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশী, তাহার ভাই এবং তাহার পিতাকে হত্যা না করিবে।

٦٦- بَابُ لاَ يُؤْذِى جَارَهُ

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না

١١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْىٰ مَوْلٰى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ فُلاَنَةَ تَقُوْمُ اللَّيْلِ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَفْعَلُ وَتَصَدَّقُ وَتُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لاَ خَيْرَ فِيْهَا هِىَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ " قَالُوْا وَفُلاَنَةٌ تُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ وَتَصَدَّقُ بِاَثْوَارٍ وَلاَ تُؤْذِىْ اَحَدًا فَقَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

১১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হইবে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অমুক নারী সারা রাত নফল নামায পড়ে এবং সারা দিন নফল রোযা রাখে, আমল করে এবং সাদাকা-খয়রাত করে এবং সাথে সাথে প্রতিবেশীদিগকে মুখে পীড়া দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ তাহার মধ্যে কোন মঙ্গল নাই, সে জাহান্নামী। উপস্থিত সাহাবীগণ তখন বলিলেন ঃ আর অমুক নারী নামায আদায় করে এবং বস্তু দান করে ; কিন্তু কাহাকেও পীড়া দেয় না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ সে বেহেশ্‌তী।

١٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ ابْنُ غُرَابٍ اَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجَ اِحْدَنَا يُرِيْدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ غَضْبِىْ اَوْ لَمْ تَكُنْ نَشِيْطَةً فَهَلْ عَلَيْنَا فِىْ ذٰلِكَ مِنْ حَرَجٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ اِنَّ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكِ اَنْ لَوْ اَرَادَكِ وَاَنْتِ عَلٰى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيْهِ ، قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اِحْدَانَا تَحِيْضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا اِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ اَوْ لِحَافٌ وَاحِدٌ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَتْ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ مَعَهُ فَلَهُ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ ، مَعَ اَنِّىْ سَوْفَ اُخْبِرُكِ مَا صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ لَيْلَتِىْ مِنْهُ فَطَحَنْتُ شَيْئًا مِنْ شَعِيْرٍ فَجَعَلْتُ لَهُ قُرْصًا فَدَخَلَ فَرَدَّ الْبَابَ وَدَخَلَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَكَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ اَغْلَقَ الْبَابَ وَاَوْمَا الْقِرْبَةَ وَاَكْفَأَ الْقَدَحَ وَاَطْفَأَ الْمِصْبَاحَ فَتَنْتَظَرْتُهُ اَنْ يَنْصَرِفَ فَاُطْعِمَهُ الْقُرْصَ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتّٰى

غَلَبَنِى النَّوْمُ وَاَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَأَتَانِى فَاَقَامَنِى ثُمَّ قَالَ اِدْفِئِيْنِى فَقُلْتُ لَهُ اَنِّى حَائِضٌ فَقَالَ " وَاِنْ ، اِكْشِفِى عَنْ فَخْذَيْكِ " فَكَشَفْتُ لَهُ عَنْ فَخْذِىَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَرَأْسَهُ عَلَى فَخْذِىَّ حَتَّى دَفِئَ فَاَقْبَلَتْ شَاةٌ لِجَارِنَا دَاجِنَةٌ فَدَخَلَتْ ثُمَّ عَمَدَتْ اِلَى الْقُرْصِ فَاَخَذَتْهُ، ثُمَّ اَدْبَرَتْ بِهِ قَالَتْ : وَقَلَقْتُ عَنْهُ وَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ ﷺ فَبَادَرْتُهَا اِلَى الْبَابِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُذِى مَا اَدْرَكْتِ مِنْ قُرْصِكِ وَلاَ تُؤْذِى جَارَكِ فِى شَاتِهِ-

১২০. উমারা ইব্‌ন গুরাব বলেন, তাঁহার ফুফু তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, একদা তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করিলেন ঃ আমাদের মধ্যকার কেহ যখন তাহার স্বামী তাহাকে কামনা করে তখন সে নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করে না-হয় রাগবশত নতুবা প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া; ইহাতে কি দোষ আছে ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, দোষ আছে বৈ কি! (কেননা) তোমার উপর তাহার হক হইতেছে যখন সে তোমাকে কামনা করে, তখন তুমি তাহার নিকট নিজেকে সমর্পণ করিবে–যদিও তুমি তখন উষ্ট্রপৃষ্ঠেই হওনা কেন। রেওয়ায়েতকারিণী বলেন, তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমাদের মধ্যকার কেহ ঋতুমতী হয়, অথচ তাহার ও তাহার স্বামীর একটি মাত্র বিছানা বা লেপ থাকে, তখন সে কি করিবে ? বলিলেন ঃ সে তাহার নিম্নাঙ্গে উত্তমরূপে বস্ত্র কষিয়া বাঁধিবে, অতঃপর তাহার সাথেই শুইবে। উহার উপর দিয়া সে যাহা করিতে পারে তাহা করিবার অধিকার তাহার আছে। উপরন্তু নবী করীম (সা) কি করিয়াছিলেন তাহাও আমি এক্ষুণি তোমাকে বলিতেছি। একদা রাত্রিতে আমার পালা ছিল। আমি কিছু যব পিষিলাম এবং তাঁহার জন্য পিঠা তৈরী করিলাম। তিনি ঘরে আসিলেন এবং দরজা বন্ধ করিলেন, অতঃপর মসজিদে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল যখন তিনি শয়ন করিতে উদ্যত হইতেন, তখন দরজা বন্ধ করিতেন, মশক বন্ধ করিতেন, পেয়াল বরতন ঘরের একটি পাশে রখিতেন এবং বাতি নিভাইয়া দিতেন। আমি তখন অপেক্ষায় রহিলাম যে তিনি ফিরিবেন এবং আমি তাঁহাকে পিঠা খাওয়াইব, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। এমনকি শেষ পর্যন্ত নিদ্রা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং শীত তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। এমন সময় তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে তুলিলেন। তারপর বলিলেন ঃ আমাকে উত্তাপ দাও! আমাকে উত্তাপ দাও!! আমি তাঁহাকে বলিলাম ঃ আমি তো ঋতুবতী। তিনি ফরমাইলেন ঃ তথাপি তোমার জানুদ্বয় একটু বিস্তার করা! আমি আমার জানুদ্বয় বিস্তার করিয়া দিলাম, তিনি তাঁহার গণ্ডদেশ ও মস্তক আমার জানুদ্বয়ের উপর রাখিলেন-যাহাতে তাঁহার শরীরেও স্বাভাবিক উত্তাপ আসিল। এমন সময় আমার এক প্রতিবেশীর পোশা ছাগী আসিয়া পড়িল এবং পিঠা খাইতে উদ্যত হইল। আমি তখন উহা তুলিয়া ফেলিলাম এবং উহাকে তাড়া করিলাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার এই নড়াচড়া করায় নবী করীম (সা)-এর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি তখন ক্ষিপ্রগতিতে উহাকে দরজার দিকে হাঁকাইয়া দিলাম। তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ তুমি যে পিঠা উঠাইয়াছ, উহা রাখিয়া দাও এবং তোমার প্রতিবেশীকে তাহার ছাগীর জন্য (কটুবাক্য দ্বারা) পীড়া দিও না।

١٢١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ -

১২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ঠ হইতে নিরাপদ নহে সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

٦٧- بَابُ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন প্রতিবেশিনী তাহার অপর কোন প্রতিবেশিনীকে সামান্যতম বকরীর ক্ষুর উপহার দেওয়াকেও অবমাননা মনে করিবে না

١٢٢- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذِ الاَشْهَلِىِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ اَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ ! لاَ تَحْقِرَنَّ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعِ شَاةٍ مُحْرَقٍ -

১২২. আম্‌র ইব্‌ন মু'আয আশ্‌হালী তাঁহার দাদীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে তিনি বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ হে বিশ্বাসী নারীকুল! তোমাদের মধ্যকার কোন নারী যেন তাহার কোন প্রতিবেশিনীকে কস্মিনকালেও অবমাননা না করে-যদিও তাহা ছাগলের পোড়া ক্ষুর এর মত সামান্যও হয়।

١٢٣- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمُقْبِرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ! يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمٰتِ * لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنُ شَاةٍ " .

১২৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেনঃ হে মুসলিম নারী সমাজ!! হে মুসলিম নারী সমাজ! কোন প্রতিবেশিনী যেন অপর কোন প্রতিবেশিনীর অবমাননা না করে–যদিও তাহা ছাগলের ক্ষুরের মত সামান্য বস্তু উপলক্ষেও হয়।

٦٨- بَابُ شِكَايَةِ الْجَارِ

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর অভিযোগ

١٢٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ لِىْ جَارٌ يُؤْذِيْنِىْ فَقَالَ " اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَتَعَكَ اِلَى الطَّرِيْقِ " فَانْطَلَقَ فَاَخْرَجَ مَتَاعَهُ ،

فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوْا مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : لِيْ جَارٌ يُؤْذِيْنِي فَذَكَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَتَاعَكَ اِلَى الطَّرِيْقِ " فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ ! اَلْعَنْهُ اَللّٰهُمَّ اخْزِهِ فَبَلَغَه فَاَتَاهُ فَقَالَ " اِرْجِعْ اِلٰى مَنْزِلِكَ فَوَاللّٰهِ ! لاَ اُوْذِيْكَ –

১২৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে) আরয করিলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এক প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। তিনি ফরমাইলেন ঃ যাও, তোমার গৃহ-সামগ্রী গিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া ফেল। সে ব্যক্তি তখন ঘরে গিয়া তাহার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বাহির করিল। ইহাতে লোকজন জড় হইয়া গেল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল ঃ তোমার কি হইল হে ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ আমার একজন প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। আমি তাহা নবী করীম (সা)-এর কাছে ব্যক্ত করি। তিনি বলিলেন ঃ যাও, ঘরে গিয়া তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বাহির কর। তখন তাহারা সেই প্রতিবেশীটিকে ধিক্ দিতে দিতে বলিতে লাগিল–"আল্লাহ্! উহার উপর তোমার অভিসম্পাত হউক। আল্লাহ্, উহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর! এই কথাটি সেই প্রতিবেশীটর কানেও গেল এবং সে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তখন বলিল–"তুমি তোমার ঘরে ফিরিয়া যাও। আল্লাহ্র কসম! আর কখনো আমি তোমাকে পীড়া দিব না।"

١٢٥– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيْمٍ الاَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ اَبِيْ عُمَرَ ، عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ : شَكَا رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَارَهُ ، فَقَالَ : اِحْمِلْ مَتَاعَكَ فَضَعْهُ عَلَى الطَّرِيْقِ فَمَنْ مَرَّ بِهٖ يَلْعَنْهُ فَجَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا لَقِيْتَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ " اِنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ " ثُمَّ قَالَ لِلَّذِيْ شَكَا " كَفَيْتَ اَوْ نَحْوَهُ " –

১২৫. হযরত আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর দরবারে অভিযোগ করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ যাও, তোমার দ্রব্য সামগ্রী উঠাইয়া রাস্তায় রাখিয়া দাও। তখন যে-ই রাস্তা অতিক্রম করিবে, সে-ই তাহাকে অভিসম্পাত দিবে। (সে ব্যক্তি তখন তাহাই করিল এবং) সত্য সত্যই রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকেই সেই প্রতিবেশীটিকে অভিসম্পাত দিতে লাগিল। তখন সে ব্যক্তি দৌড়াইয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইল। তিনি তখন ফরমাইলেন ঃ লোকদের নিকট তুমি কি পাইলে হে ? তিনি আবারও ফরমাইলেনঃ লোকজনের অভিসম্পাতের উপরও রহিয়াছে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। অতঃপর অনুযোগকারীকে বলিলেন ঃ "তোমার জন্য যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে।" অথবা তিনি অনুরূপ অন্য কোন বাক্য বলিলেন।

١٢٦– حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِيْ اِبْنُ مُبَشِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَعْدِيْهِ عَلٰى جَارِهٖ فَبَيْنَا هُوَ قَاعِدٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اِذَا اَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ –

وَرَاهُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُقَاوِمُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ عِنْدَ الْمَقَامِ حَيْثُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْجَنَائِزِ ، فَاَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ رَأَيْتُ مَعَكَ مُقَاوِمُكَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ ؟ قَالَ " اَقَدْ رَأَيْتَهُ " ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ رَأَيْتَ خَيْرًا كَثِيْرًا ذَاكَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُوْلُ رَبِّيْ مَا زَالَ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ جَاعِلٌ لَّهُ مِيْرَاثًا -

১২৬. হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে তাহার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আসিল। তখন তিনি 'রুকন' এবং 'মাকাম-এর' মধ্যবর্তী স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। যখন সে ব্যক্তি আসিল এবং নবী করীম (সা)-কে দেখিল, তখন তিনি মাকামের নিকট একজন সাদাবস্ত্র পরিহিত লোকের সম্মুখে ছিলেন–যেখানে সচরাচর জানাযার নামায পড়া হইয়া থাকে। তখন সে ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখীন হইয়া বলিল ঃ আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হউন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সম্মুখে সাদাবস্ত্র পরিহিত যে লোকটিকে দেখলাম, উনি কে ? তখন তিনি ফরমাইলেন ঃ তুমি কি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছ হে ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ জ্বী হ্যাঁ। তখন তিনি ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে তুমি প্রভুত কল্যাণই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। উনি হইতেছেন জিব্রাঈল (আ)-আমার প্রভুর পয়গামবাহী। তিনি আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমনি তাগিদ দিতে থাকেন যে, আমার ধারণা হইতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত বুঝি তিনি প্রতিবেশীকে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিবেন।

٦٩- بَابُ مَنْ اٰذٰى جَارَهُ حَتّٰى يُخْرِجَ

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীকে এমন নির্যাতন-যাহাতে সে গৃহত্যাগী হয়

١٢٧- حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ يَعْنِيْ اَبَا عَامِرِ الْحِمْصِيُّ قَالَ كَانَ ثَوْبَانُ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارَمَانِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَيُهْلَكُ اَحَدُهُمَا . فَمَاتَا وَهُمَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الْمُصَارَمَةِ ، اِلاَّ هَلَكَا جَمِيْعًا وَمَا مِنْ جَارٍ يُظْلِمُ جَارَهُ وَيُقْهِرُهُ حَتّٰى يَحْمِلَهُ ذٰلِكَ عَلٰى اَنْ يَّخْرُجَ مِنْ مُنْزِلِهِ ، اِلاَّ هَلَكَ -

১২৭. আবূ আমির হিম্সী রিওয়ায়েত করেন যে, হযরত সাওবান (রা) প্রায়ই বলিতেন ঃ যখন দুই ব্যক্তি তিন দিনের বেশী কাল ধরিয়া সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকে, তখন তাহাদের একজনের সর্বনাশ হইয়াই যায়, আর যদি দুইজনই সম্পর্কচ্যুত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাহাদের উভয়েরই সর্বনাশ হয় এবং যে প্রতিবেশী তাহার কোন প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তাহার সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করে–যাহার ফলে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়-সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।

٧٠- بَابُ جَارِ الْيَهُوْدِيِّ

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদী প্রতিবেশী

١٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَغُلاَمُهُ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ يَا غُلاَمُ ! اِذَا فَرَغْتَ فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ : اَلْيَهُوْدِيُّ ؟ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ ، قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُوْصِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى خَشِيْنَا لَوْ رُؤِيْنَا اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

১২৮. মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন যে, আমি একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা)-এর সমীপে ছিলাম। তখন তাঁহার বালক ভৃত্য ছাগলের চামড়া খসাইতেছিল। তিনি বলিলেন ঃ বালক। অবসর হইয়াই আমাদের ইয়াহূদী প্রতিবেশী হইতে (গোশ্ত বিলাইতে) শুরু করিবে। তখন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, কী ? ইয়াহূদী। আল্লাহ্ আপনাকে সংশোধন করিয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিতে শুনিয়াছি। এমন কি আমাদের আশংকা হইতে লাগিল অথবা আমাদের কাছে বর্ণনা করা হইল যে, তিনি অচিরেই প্রতিবেশীকে আমাদের পরিত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও সাব্যস্ত করিবেন।

٧١- بَابُ الْكَرَمِ

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ সর্বাধিক মর্যাদাশালী কে ?

١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ النَّاسِ اَكْرَمُ ؟ قَالَ اَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِيُّ اللّٰهِ ابْنُ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ " فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْئَلُوْنِيْ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ ، قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الاِسْلاَمِ اِذَا فَقِهُوْا -

১২৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল ঃ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত কে ? ফরমাইলেন ঃ মানুষের মধ্যে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যাহার আল্লাহ্ভীতি (তাক্ওয়া) সর্বাধিক। প্রশ্নকারীগণ বলিলেন ঃ আমরা আপনাকে এই প্রশ্ন করি নাই। ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ইউসুফ আল্লাহ্র নবী-আল্লাহ্র নবী ইয়াকূব (আ)-এর পুত্র খলীলুল্লাহ্ ইব্রাহীম (আ)-এর পৌত্র। প্রশ্নকারীগণ বলিলেন, আমরা এই প্রশ্নও আপনাকে করি নাই।

ফরমাইলেন, তাহা হইলে কি তোমরা আরবদের সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করিতেছ ? তাঁহারা বলিলেন ঃ জ্বী হ্যাঁ। ফরমাইলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যাহারা উত্তম বিবেচিত হইত, ইসলাম-উত্তর যুগেও তাঁহারাই উত্তম বিবেচিত হইবে–অবশ্য, যদি তাহারা ধর্ম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে।

٧٢– بَابُ الْاِحْسَانِ اِلَى الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার

١٣٠– حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ اَبِى حَفْصَةَ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ (ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ) ﴿هَلْ جَزَآءُ الاِحْسَانِ اِلاَّ الاِحْسَانُ﴾ قَالَ : هِىَ مُسْجَلَةٌ لِلْبِرِّ وَالْفَاجِرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ : قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ : مُسْجَلَةٌ مَرْسَلَةٌ –

১৩০. মুহাম্মদ ইব্ন আলী (ইবনুল হান্ফিয়্যা) বলেন ঃ কুরআন শরীফের আয়াত ঃ هَلْ جَــزَآءُ الاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ –"সদ্ব্যবহারের প্রতিদান সদ্ব্যবহার ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?"–উহা সৎ–অসৎ নির্বিশেষে সকলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য নীতি। আবূ আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ আবূ উবায়দ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ উহা হইতেছে সাধারণ নীতি।

٧٣– بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّعُوْلُ يَتِيْمًا

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমকে প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য

١٣١– حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَلسَّاعِىُ عَلَى الاَرْمِلَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ ، كَالْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَالَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ –

১৩১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করে, বিধবা ও নিঃস্বদের প্রতিপালনে যত্নবান ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তির সমতুল্য এবং সেই ব্যক্তির সমতুল্য–যে দিনে রোযা রাখে এবং রাত্রির বেলা নফল নামাযে লিপ্ত থাকে।

٧٤– بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّعُوْلُ يَتِيْمًا لَّهُ

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের ইয়াতীমদের প্রতিপালনকারীর মাহাত্ম্য

١٣٢. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْنِىْ

امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِى فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ الاَّ تَمْرَةً وَاحِدَةً فَاَعْطَيْتُهَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -

১৩২. নবী-জায়া হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা একটি স্ত্রীলোক তাহার দুইটি কন্যাকে সঙ্গে নিয়া আমার নিকট আসিল। সে আমার কাছে আসিয়া যাচ্ঞা করিল। আমার কাছে তখন একটি খেজুর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমি তাহাই তাহাকে প্রদান করিলাম। সে তাহা তাহার কন্যা দুইটিকে ভাগ করিয়া দিল। এমন সময় নবী করীম (সা) ঘরে আসিলেন। আমি তাঁহাকে উহা বলিলাম। তিনি ফরমাইলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহাদের সামান্যতম সাহায্য করিয়াও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে তাহাদের প্রতি সামান্যতম সদয় ব্যবহার করিবে, উহারা দোযখের আগুনের মুকাবিলায় তাহার জন্য অন্তরাল স্বরূপ হইবে।

٧٥- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُوْلُ يَتِيْمًا بَيْنَ اَبَوَيْهِ

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের ব্যয় নির্বাহের ফযীলত

١٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اُنَيْسَةُ ، عَنْ اُمِّ سَعِيْدِ بِنْتِ مُرَّةَ الْفَهْرِىِّ عَنْ اَبِيْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ اَوْ كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ شَكَّ سُفْيَانُ فِى الْوُسْطٰى وَالَّتِىْ تَلِى الاِبْهَامَ -

১৩৩. উম্মে সাঈদ তদীয় পিতা মুররা ফাহ্রীর এবং তিনি নবী করীম (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী বেহেশ্তে এই দুইটির মত একত্রে অবস্থান করিব। অথবা তিনি বলিয়াছেন এইটি হইতে ঐটির মত। এই হাদীসের একজন অধঃস্তন রাবী সুফিয়ান (রা) বলেন, আমার সন্দেহ হয়, তিনি বুঝি মধ্যমা ও তর্জনীর প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

١٣٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ يَتِيْمًا كَانَ يَحْضُرُ طَعَامَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا بِطَعَامٍ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَطَلَبَ يَتِيْمَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَجَاءَ بَعْدَ مَا فَرَغَ ابْنُ عُمَرَ ، فَدَعَا لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فَجَاءَهُ بِسَوِيْقٍ وَعَسَلٍ فَقَالَ : دُوْنَكَ هٰذَا ، فَوَاللّٰهِ ! مَا غُبِنْتَ -
يَقُوْلُ الْحَسَنُ : وَابْنُ عُمَرَ وَاللّٰهِ ! مَا غُبِنَ -

১৩৪. হযরত হাসান (র) বলেন, একটি ইয়াতীম বালক হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর আহার্য গ্রহণকালে নিয়মিত উপস্থিত হইত। একদা তিনি যখন আহার্য আনাইলেন এবং ইয়াতীমটিকে ডাকাইলেন, তখন সে

অনুপস্থিত ছিল। অতঃপর তাঁহার আহার্য গ্রহণের পর সে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন আর খাবার অবশিষ্ট ছিল না। তিনি তখন ছাতু ও মধু আনাইলেন এবং বলিলেন লও, ইহাই গ্রহণ করা। আল্লাহ্র কসম, আহার্য থাকিতে আমি গোপন করি নাই। হাসান এই হাদীস বর্ণনাকালে বলিতেন ঃ আল্লাহ্র কসম! ইব্ন উমর (রা) সত্যসত্যই আহার্য থাকিতে গোপন করেন নাই।

١٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا اَوْ قَالَ بِاَصْبِعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى -

১৩৫. সাহল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী কিয়ামতের দিন এইরূপ থাকিব। একথা বলিয়া তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

١٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اِلاَّ وَعَلٰى خِوَانِهِ يَتِيْمٌ -

১৩৬. আবূ বাকর ইব্ন হাফ্স বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ (রা) একটি ইয়াতীমকে সঙ্গে নিয়া ছাড়া কখনো আহার্য গ্রহণ করিতেন না।

٧٦- بَابُ خَيْرُ بَيْتٍ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسِنُ اِلَيْهِ

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম গৃহ যে গৃহে ইয়াতীম আছে এবং তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়

١٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ اِبْنِ اَبِىْ عِتَابٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ يُشِيْرُ بِاَصْبِعَيْهِ -

১৩৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ মুসলমানদের বাসগৃহসমূহের মধ্যে সেই গৃহই সর্বোত্তম, যে গৃহে কোন ইয়াতীম আছে এবং তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং মুসলমানদের বাসগৃহসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট গৃহ সেইটি, যাহাতে কোন ইয়াতীম আছে আর তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী বেহেশ্তে এই দুইটির মত অবস্থান করিব। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার দুইটি পবিত্র অঙ্গুলির প্রতি ইংগিত করিলেন।

٧٧- بَابُ كُنْ لِّلْيَتِيْمِ كَالاَبِ الرَّحِيْمِ

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের জন্য সদয় পিতৃসম হও

١٣٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ اُبْزَىٍّ قَالَ : قَالَ دَاوُدُ : كُنْ لِلْيَتِيْمِ كَالاَبِ الرَّحِيْمِ وَاعْلَمْ اَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذٰلِكَ تَحْصُدُ مَا اَقْبَحُ الْفَقْرُ بَعْدَ الْغِنٰى وَاَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ اَقْبَحُ مِنْ ذٰلِكَ الضَّلاَلَةُ بَعْدَ الْهُدٰى ، وَاِذَا وَعَدْتَّ صَاحِبَكَ فَاَنْجِزْ لَه مَا وَعَدْتَّهُ ، فَاِنْ لاَ تَفْعَلْ يُوْرِثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً وَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ صَاحِبٍ اِنْ ذَكَرْتَ لَمْ يُعِنْكَ وَاِنْ نَسِيْتَ لَمْ يَذْكُرْكَ -

১৩৮. হযরত দাউদ বলেন, ইয়াতীমের জন্য সদয় পিতৃসদৃশ হও এবং জানিয়া রাখ, তুমি যেমন বপন করিবে, ঠিক সেরূপ কর্তনও করিবে। সচ্ছলতার পর অসচ্ছলতা কতই না মন্দ কথা। উহার চাইতেও মন্দ বা নিকৃষ্টতর হইতেছে হিদায়েত লাভের পর গোমরাহী। যখন তুমি কোন সাথীর সহিত কোন ওয়াদা করিবে তখন তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিবে। নতুবা উহাতে তোমার এবং তাহার মধ্যে শত্রুতা জন্মিবে। এমন বন্ধু হইতে আল্লাহ্র শরণ প্রার্থনা কর-বিপদে যাহাকে স্মরণ করিলে সে তোমাকে কোনরূপ সাহায্য করিবে না এবং তুমি যদি তাহাকে ভুলিয়া যাও, তবে সে তোমাকে স্মরণ করিবে না।

١٣٩- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نَجِيْحٍ اَبُوْ عَمَّارَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ لَقَدْ عَهِدْتُّ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ فَيَقُوْلُ : يَا اَهْلِيَّةُ ! يَا اَهْلِيَّةُ ! يَتِيْمُكُمْ يَتِيْمُكُمْ يَا اَهْلِيَّةُ ! يَا اَهْلِيَّةُ ! مِسْكِيْنُكُمْ مِسْكِيْنُكُمْ، يَا اَهْلِيَّةُ ! يَا اَهْلِيَّةُ ! جَارُكُمْ جَارُكُمْ وَاَسْرَعُ بِخِيَارِكُمْ وَاَنْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ تَرْذُلُوْنَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : وَاِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ فَاسِقًا يَتَعَمَّقُ بِثَلاَثِيْنَ اَلْفًا اِلَى النَّارِ مَالَهُ ، قَاتَلَهُ اللّٰهُ ! بَاعَ خَلاَقَهُ مِنَ اللّٰهِ بِثَمَنٍ عَشْرٍ وَاِنْ شِئْتَ رَأَيْتَهُ مُضِيْعًا مُرْبِدًا فِىْ سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ . لاَ وَاعِظَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلاَ مِنَ النَّاسِ -

১৩৯. হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ আমি ঐ মুসলমানদের যুগ পাইয়াছি–যাঁহাদের মধ্যকার কেহ প্রত্যহ সকালে তাঁহার পরিবার পরিজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন ঃ হে আমার ঘরবাসীরা! তোমাদের ইয়াতীম! তোমাদের ইয়াতীম। হে আমার ঘরবাসীরা। তোমাদের দুঃস্থরা! তোমাদের দুঃস্থরা!! হে আমার ঘরবাসীরা! তোমাদের প্রতিবেশী। তোমাদের প্রতিবেশী।। (অর্থাৎ উহাদের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে এবং

তাহাদের হক বিস্মৃত হইও না।) তোমাদের সেই উৎকৃষ্টতম ব্যক্তিগণ (সাহাবীগণ) তো শীঘ্রই গতায়ু হইয়া গেলেন আর তোমরা দিন দিন অপদস্থ ও অধঃপতিত হইতেছ। রাবী আবূ উমারা বলেন, আমি হাসানকে আরো বলিতে শুনিয়াছি ঃ যদি তুমি দেখিতে চাও, তাহা হইলে অনাচারী লোককে দেখিতে পাইবে যে ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে সে জাহান্নামের গভীরে প্রবেশ করিতেছে। তাহার কি হইল ? আল্লাহ্ তাহার সর্বনাশ করুন। আল্লাহ্র কাছে তাহার যে অংশ ছিল, তাহা সে স্বল্পমূল্যে বিকাইয়া দিল। দেখিতে চাইলে এমন লোকও তুমি দেখিতে পাইবে যে নিজের অনিষ্ট করিয়া শয়তানের রাস্তায় চলিতে আগ্রহী। কাহারও উপদেশ সে শুনে না–না তাহার নিজের অন্তরে ভর্ৎসনা, আর না কোন লোকের উপদেশ।

١٤٠- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ اَبِىْ مُطِيْعٍ عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ سِيْرِيْنَ عِنْدِىْ يَتِيْمٌ ، قَالَ اِصْنَعْ بِهٖ مَا تَصْنَعُ بِوَلَدِكَ ، اِضْرِبْهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ -

১৪০. আস্‌মা ইব্‌ন উবায়দ বলেন, আমি ইব্‌ন সীরীনকে বলিলাম, আমার কাছে একটি ইয়াতীম আছে। তিনি বলিলেন, তুমি উহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিবে, যেমনটি তুমি তোমার পুত্রের সহিত করিয়া থাক। তুমি তাহাকে প্রহার করিবে, যেরূপ প্রহার তুমি তোমার পুত্রকে করিয়া থাক।

٧٨- بَابُ فَضْلِ الْمَرْأَةِ اِذَا تَصَبَّرَتْ عَلٰى وَلَدِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ ধৈর্যশীলা বিধবা রমণীর মাহাত্ম্য-সন্তানের মুখ চাহিয়া যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না

١٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ ، عَنْ شَدَّادٍ اَبِىْ عَمَّارٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ اِمْرَأَةٌ اٰمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَصَبَرَتْ عَلٰى وَلَدِهَا ، كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ -

১৪১. হযরত আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন যে নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন, আমি ও বিষণ্ন পাণ্ডুর চেহারার সেই রমণী–যাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ সে তাহার সন্তানের মুখ চাহিয়া ধৈর্যধারণ করিল (দ্বিতীয়বার বিবাহ করিল না।) জান্নাতে এই দুই (অঙ্গুলি)-এর মত পাশাপাশি অবস্থান করিব।

٧٩- بَابُ اَدَبِ الْيَتِيْمِ

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমকে শাসন

١٤٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شُمَيْسَةَ الْعَتْكِيَّةِ قَالَتْ : ذُكِرَ اَدَبُ الْيَتِيْمِ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ اِنِّىْ لَاَضْرِبُ الْيَتِيْمَ حَتّٰى يَنْبَسِطَ -

১৪২. শুমায়সা আতকিয়া (র) বলেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট ইয়াতীমের শাসন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। তিনি বলিলেন ঃ ইয়াতীমকে আমি অবশ্যই (শাসনচ্ছলে) প্রহার করি।

٨٠- بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ الْوَلَدُ

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানহারার মাহাত্ম্য

١٤٣- حَدَّثَنَا اسْمٰعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمُوْتُ لاَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ اِلاَّ تَحِلَّةُ الْقَسْمِ -

১৪৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে, দোযখের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিবে না–অবশ্য মিথ্যা শপথকারী উহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

١٤٤- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَقَالَتْ : اُدْعُ لَهُ فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً فَقَالَ " اِحْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِّنَ النَّارِ -

১৪৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা জনৈক রমণী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে একটি শিশু সন্তানসহ উপস্থিত হইল এবং বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। উহার জন্য দু'আ করুন। আমি তো ইতিমধ্যেই তিনটি সন্তানকে সমাধিস্থ করিয়াছি। তিনি ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে তো তুমি দোযখের মুকাবিলায় মযবুত প্রতিবন্ধক পড়িয়াছ।

١٤٥- حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْعَبْسِيِّ قَالَ : مَاتَ ابْنٌ لِيْ : فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ وَجْدًا شَدِيْدًا ، فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ! مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا تَسْخِيْ بِهِ اَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ صِغَارُكُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ -

১৪৫. খালিদ আবসী বলেন ঃ আমার একটি পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করিল। ইহাতে আমি নিদারুণ মর্মাহত হইয়া পড়িলাম। তখন আমি বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা! আপনি নবী করীম (সা)-এর নিকট এমন কি শুনিয়াছেন–যদ্বারা আমরা পুত্রের মৃত্যুর শোকের মধ্যে একটু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি ? তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ "তোমাদের ছোট ছোট শিশু সন্তান বেহেশ্তের পতঙ্গ স্বরূপ।"

١٤٦- حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَاثْنَانِ ؟ قَالَ وَاثْنَانِ قُلْتُ لِجَابِرٍ : وَاللّٰهِ ! اَرٰى لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدٍ لَقَالَ ، قَالَ وَاَنَا اَظُنُّهُ وَاللّٰهِ !

১৪৬. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যাহার তিনটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং সে সাওয়াব লাভের আশায় ধৈর্যধারণ করিল, সে অবশ্যই বেহেশ্‌তে যাইবে। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আর যাহার দুইটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইল (তাহার অবস্থা কী হইবে) ? ফরমাইলেন ঃ এবং যাহার দুইটি সেও। জাবিরের বরাত দিয়া হাদীস বর্ণনাকারী মাহ্মুদ ইব্ন লাবীদ বলেন, আমি জাবিরকে খোদার কসম দিয়া বলিলাম, আমার তো মনে হয়, যদি আপনি এক সন্তানের মৃত্যুর কথাও বলিতেন, তবুও তিনি উহাই বলিতেন। তিনি বলিলেন ঃ কসম আল্লাহ্‌র, আমারও ধারণা তাই।

١٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْقَ ابْنَ مُعَاوِيَةَ ، هُوَ جَدُّهٗ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِىٍّ ، فَقَالَتْ : اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً فَقَالَ " اِحْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِّنَ النَّارِ "

১৪৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা জনৈকা রমণী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে একটি শিশু-সন্তানসহ উপস্থিত হইল এবং বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উহার জন্য দু'আ করুন। আমি তো ইতিমধ্যেই তিন তিনটি সন্তানকে সমাধিস্থ করিয়াছি। তিনি ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে তো তুমি দোযখের মুকাবিলায় মযবুত প্রতিবন্ধক গড়িয়াছ।

١٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِى صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّا لاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِى مَجْلِسِكَ فَوَاعِدْنَا يَوْمًا فَأْتِكَ فِيْهِ فَقَالَ " مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلاَنٍ " فَجَاءَ هُنَّ لِذٰلِكَ الْوَعْدِ وَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَهُنَّ " مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ ، يَمُوْتُ لَهَا ثَلاَثٌ مِّنَ الْوَلَدِ ، فَتَحْتَسِبُهُمْ ، اِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ " فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ " وَاثْنَانِ " = كَانَ سُهَيْلٌ يَتَشَدَّدُ بِى الْحَدِيْثِ ، وَيَحْفَظُ وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ يَقْدِرُ اَنْ يَكْتُبَ عِنْدَهٗ =

১৪৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক রমণী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আপনার মজলিসে পারি না; আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিন যেদিন আমরা আপনার খেদমতে হাযির হইতে পারিব। ফরমাইলেন ঃ আচ্ছা, অমুকের ঘরে তোমাদের জন্য (অমুক দিন) নির্দিষ্ট রহিল। তাঁহার সেই নির্ধারিত দিনের উপদেশসমূহের মধ্যে এ কথাটিও ছিল ঃ তোমাদের মধ্যকার যে স্ত্রী-লোক তিনটি সন্তানের মৃত্যুতেও (সাওয়াবের আশায়) ধৈর্যধারণ করিবে, সে অবশ্যই বেহেশ্তে যাইবে। একটি মহিলা বলিয়া উঠিল ঃ আর যদি দুইটি সন্তান মারা যায় ? ফরমাইলেন ঃ হ্যাঁ, দুইটি সন্তানের মৃত্যু হইলেও। এই হাদীসের একজন রাবী সুহায়ল হাদীসের ব্যাপারে অনেক কড়াকড়ি অবলম্বন করিতেন এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে হাদীস মুখস্থ রাখিতেন এবং তাঁহার দরবারে কাহারও হাদীস লিখিবার সাধ্য ছিল না।

١٤٩- حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ حَفْصٍ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَامِرِ الاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ " يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلاَثَةُ اَوْلاَدٍ ، اِلاَّ اَدْخَلَهُمَا اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ قُلْتُ : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ " وَاثْنَانِ " -

১৪৯. উম্মে সুলায়ন (র) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমেত ছিলাম, তখন তিনি বলিলেন ঃ হে উম্মে সুলায়ম! মুসলমানগণের মধ্যে যাহাদেরই তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করিবে, তাহাদের দুইজনকে (পিতামাতাকে) আল্লাহ্ বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন–তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র আশীস ও রহ্মতের কল্যাণে। আমি বলিলাম ঃ আর যদি দুইজন হয় ? ফরমাইলেন ঃ হ্যাঁ, দুইজন হইলেও।

١٥٠- حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ اَبِىْ حُرَيْزٍ اَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُ بِوَاسِطَ اَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ لَقِىَ اَبَا ذَرٍّ مُتَوَشِّحًا قُرْبَةً قَالَ مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ يَا اَبَا ذَرٍّ ؟ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكَ ؟ قُلْتُ : بَلٰى قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ ، لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ اَعْتَقَ مُسْلِمًا اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ ، فِكَاكَهُ لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ -

১৫০. সা'সা' ইব্ন মুয়াবিয়া বলেন, হযরত আবূ যার (রা)-এর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন এমন অবস্থায় যে আবু যার (রা) মশক জড়াইয়া ছিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ আপনার আর সন্তানের কী প্রয়োজন হে আবু যার ? তিনি বলিলেন ঃ আমি কি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাইব না ? বলিলাম,

নিশ্চয়ই। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি ঃ যে মুসলমানের তিনটি সন্তান অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে, আল্লাহ্ তাহাকেই জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন–সেই অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের প্রতি তাঁহার রহমতের কল্যাণে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে আযাদ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের পরিবর্তে আযাদকারীর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নাজাত প্রদান করিবেন।

١٥١– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الاَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَمَّارَةَ الاَنْصَارِىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، اَدْخَلَهُ اللّٰهُ وَاِيَّاهُمْ ، بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ" –

১৫১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি ফরমাইয়াছেনঃ যাহার তিনটি সন্তান অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে এবং তাহাদিগকে তাঁহার রহমতের কল্যাণে বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন।

٨١– بَابُ مَنْ مَاتَ لَهُ سَقْطٌ

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভকালেই যাহার সন্তানের মৃত্যু হইল

١٥٢– حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يَزِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ ، عَنْ اُمِّهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ وَ كَانَ لاَيُوْلَدُ لَهُ ، فَقَالَ : لاَنْ يُّوْلَدَ لِىْ فِى الاِسْلاَمِ وَلَدٌ سَقْطٌ ، فَاَحْتَسِبُهُ ، اَحَبُّ اِلَىَّ اَمْ يَكُوْنَ لِى الدُّنْيَا جَمِيْعًا وَ مَا فِيْهَا وَكَانَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةُ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ –

১৫২. হযরত সাহল ইব্ন হানযালিয়্যা (রা) হইতে বর্ণিত আছে–আর তাঁহার কোন সন্তান হইত না–"যদি ইসলাম উত্তর যুগে আমার একটি সন্তান গর্ভে মারা যায় এবং আমি তাহাতে সাওয়াব পাওয়ার আশায় ধৈর্যধারণ করি, তবে উহাকে আমি সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছুর মালিক হওয়ার চাইতেও উত্তম বিবেচনা করিব। ইবন হান্যালিয়্যা (রা) ছিলেন বায়'আতে-রিদওয়ানের দিন বৃক্ষতলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে শপথ গ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবীগণের অন্যতম।

١٥٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىُّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ، ؟ قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَامِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالِ وَارِثِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اِعْلَمُوْا اَنَّهُ

لَيْسَ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ اَمْ مَالِهِ" مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا اَخَّرْتَ -

১৫৩. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বলিলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে, তাহার নিজ সম্পত্তির চাইতে তাহার উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তিই তাহার কাছে প্রিয়তর ?"

উপস্থিত সাহাবিগণ বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের সকলের কাছেই তো নিজের সম্পদ তাহার উত্তরাধিকারীর সম্পদের চাইতে প্রিয়তর। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ জানিয়া রাখ, তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যাহার কাছে তাহার নিজ সম্পদ তাহার উত্তরাধিকারীদের সম্পদের চাইতে প্রিয়তর। তোমার সম্পদ তো কেবল উহাই যাহা তুমি আগেভাগে প্রেরণ করিয়াছ (অর্থাৎ কোন পূণ্যকাজে নিজ হাতে ব্যয় করিয়াছ) আর তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি হইল ঐ গুলি যাহা তুমি পরবর্তী কালের জন্য রাখিয়া দিয়াছ।

١٥٤- قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "مَاتَعُدُّوْنَ فِيْكُمُ الرُّقُوْبَ" ؟ قَالُوْا : اَلرُّقُوْبُ الَّذِى لاَيُوْلَدُ لَهُ ، قَالَ "لا،وَلٰكِنَّ الرُّقُوْبَ الَّذِى لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا "

১৫৪. তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ফরমাইলেন, তোমরা আটকুড়া বলিয়া কাহাকে অভিহিত কর ? উপস্থিত সাহাবীগণ বলিলেন, আটকুড়া তো হইল সে ব্যক্তি যাহার সন্তান হয় না। ফরমাইলেন ঃ না, বরং আটকুড়া সেই যাহার কোন সন্তান অগ্রে প্রেরণ করে নাই (অর্থাৎ যাহার কোন সন্তানের মৃত্যু হয় নাই)

١٥٥-قَالَ : وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "مَا تَعُدُّوْنَ فِيْكُمُ الصُّرَعَةَ" ؟ قَالُوْا : هُوَ الَّذِىْ لاَ تَصْرَعُهُ الرِّجَالُ فَقَالَ "لاَ، وَلٰكِنَّ الصُّرَعَةَ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ"

১৫৫. তিনি আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও ফরমাইলেন ঃ তোমরা বীর বলিয়া কাহাকে অভিহিত কর ? সাহাবীগণ বলিলেন ঃ যাহাকে কেহ কুস্তিতে পরাজিত করিতে পারে না। ফরমাইলেন ঃ না, বীর হইতেছে সেই যে ক্রোধের সময় আত্মসংবরণ করিতে পারে।

٨٢- بَابُ حُسْنِ الْمَلَكَةِ

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ সদ্ব্যবহার

١٥٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ الْفَضْلِ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ يَزِيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا ثَقُلَ قَالَ : يَاعَلِىُّ ! ائْتِنِىْ بِطَبَقٍ اَكْتُبُ فِيْهِ مَالاَ تَضِلُّ اُمَّتِىْ " فَخَشِيْتُ اَنْ يَّسْبِقَنِىْ فَقُلْتُ : اِنِّىْ لاَحْفَظُ مِنْ ذِرَاعِىِّ الصَّحِيْفَةَ وَكَانَ رَأْسُهُ بَيْنَ ذِرَاعِهِ وَعَضُدِىْ ،

يُوْصِى بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ قَالَ كَذَاكَ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ وَاَمَرَهُ بِشَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ مَنْ شَهِدَ بِهِمَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ -

১৫৬. হযরত আলী-তাঁহার উপর আল্লাহ্র অগণিত রহমত বর্ষিত হউক-বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা)-এর অন্তিম সময় যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন তিনি (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন ঃ হে আলী! একখানা ফলক আমার নিকট নিয়া আস, আমি উহাতে এমন কিছু লিখিয়া দিব-যাহাতে আমার উম্মাত আর পথভ্রষ্ট হইবে না। আমার আশঙ্কা হইল যে, পাছে উহা ছুটিয়া যায়-আমি বলিলাম ঃ আমি আমার হস্তস্থিত ফলকেই উহা সংরক্ষণ করিব (আপনি বলুন) আর তখন তাঁহার পবিত্র মস্তক তাঁহার কনুই এবং আমার বাহুর মধ্যে ছিল। তিনি তখন নামায, যাকাত এবং দাসদাসী সম্পর্কে অর্থাৎ তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার এবং অনুরূপ তাগিদ দিতেছিলেন। তিনি এরূপ বলিতেছিলেন এমন তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। এই সময় তিনি "আশহাদু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ও রাসূলুহূ"-এর সাক্ষ্যদানের আদেশ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি উহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে, দোযখের জন্য তাহাকে হারাম করিয়া দেওয়া হইল।

١٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ ، عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَجِيْبُوْا الدَّاعِى ، وَلاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَةَ وَلاَ تَضْرِبُوْا الْمُسْلِمِيْنَ -

১৫৭. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে, হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে না এবং মুসলমানদিগকে প্রহার করিবে না।

١٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُغِيْرَةَ ، عَنْ اُمِّ مُوْسَى عَنْ عَلِىٍّ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ : كَانَ اٰخِرُكَلاَمِ النَّبِىِّ ﷺ اَلصَّلاَةُ ، اَلصَّلاَةُ ! اِتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

১৫৮. হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর অন্তিম কথা ছিল ঃ নামায। নামায। তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করিবে।

٨٣- بَابُ سُوْءِ الْمَلَكَةِ

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ অসদ্ব্যবহার

١٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِلنَّاسِ :

نَحْنُ اَعْرَفُ بِكُمْ مِنَ الْبَيَاطِرَةِ بِالدَّوَابِّ - قَدْ عَرَفْنَا خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ اَمَّا خِيَارُكُمْ فَالَّذِىْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَاَمَّا شِرَاكُمْ فَالَّذِىْ لاَيُرْجَى خَيْرُهُ وَ لاَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَلاَ يُعْتَقُ مُحَرَّرَهُ -

১৫৯. জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ দারদা (রা) লোকদিগকে প্রায়ই বলিতেন ঃ পশু চিকিৎসকগণ পশুদিগকে যেমন চিনিতে পারে; আমি তোমাদিগকে তাহার চাইতে অধিক চিনি। তোমাদের মধ্যকার উত্তম ও অধমদিগকে আমি সম্যকরূপে চিনি। তোমাদের মধ্যকার উত্তম হইল তাহারা–যাহাদের নিকট মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায় এবং তাহাদের অনিষ্ট হইতে সকলেই নিরাপদবোধ করে, আর তোমাদের মধ্যকার মন্দলোক হইল উহারা–যাহাদের নিকট মঙ্গলের প্রত্যাশ্য করা চলে না বা তাহাদের অনিষ্ট হইতেও কেহ নিরাপদ বোধ করে না এবং তাহাদের প্রতিশ্রুত দাসেরা মুক্তি পায় না।

١٦٠- حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُرَيْزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ ابْنِ هَانِيٍّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : اَلْكَنُوْدُ الَّذِىْ يَمْنَعُ رِفْدَهُ ، وَيَنْزِلُ وَحْدَهُ ، وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ

১৬০. ইব্‌ন হানী বলেন, আমি হযরত আবূ উমামা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ (কুরআনে বর্ণিত) 'কানুদ' বা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতেছে সেই ব্যক্তি, যে তাহার দান-খয়রাত বন্ধ রাখে, একাকীত্ব বরণ করে এবং দাসকে প্রহার করে।

١٦١- حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ حَبِيْبٍ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ ، اَنَّ رَجُلاً اَمَرَ غُلاَمًا لَهُ اَنْ يَّسْنُوَ عَلٰى بَعِيْرٍ لَهُ ، فَنَامَ الْغُلاَمُ فَجَاءَ بِشُعْلَةٍ مِّنْ نَارٍ فَاَلْقَاهُ فِىْ وَجْهِهِ فَتَرَدَّى الْغُلاَمُ فِىْ بِئْرٍ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهِ عَنْهُ ، فَرَأَى وَجْهَهِ فَاَعْتَقَهُ -

১৬১. হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁহার গোলামকে উটে করিয়া কূপ হইতে পানি তুলিয়া আনিতে হুকুম করিল। গোলামটি নিদ্রাবিভূত হইয়া পড়িল। ইহাতে তাহার মনিব (ক্রুদ্ধ হইয়া) একটি আগুনের হল্কা আনিয়া তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করিল। গোলাম তখন কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিল। পরদিন প্রত্যুষে সে হযরত উমর (রা)-এর খেদমতে হাযির হইল। তিনি তাহার মুখে দাগ দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

٨٤- بَابُ بَيْعِ الْخَادِمِ مِنَ الأَعْرَابِ

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ বেদুঈনের নিকট দাসদাসী বিক্রি

١٦٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَةَ ، عَنْ عُمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا دَبَّرَتْ أَمَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلَ بَنُوْ أَخِيْهَا طَبِيْبًا مِنَ الزُّطِّ فَقَالَ : اِنَّكُمْ تُخْبِرُوْنِى عَنْ امْرَأَةٍ مَسْحُوْرَةٍ سَحَرَتْهَا أَمَةٌ لَهَا فَأُخْبِرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ سَحَرْتِيْنِىْ ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ ، فَقَالَتْ وَلِمَ ؟ لاَ تَنْجِيْنَ أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَتْ بِيْعُوْهَا مِنْ شَرِّ الْعَرَبِ مَلَكَةً -

১৬২. হযরত উমর (রা) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) তাঁহার এক দাসীকে তাঁহার মৃত্যু সাপেক্ষে মুক্তি প্রদানের কথা ঘোষণা করিলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রগণ জনৈক 'যাৎ' গোত্রোদ্ভুত চিকিৎসকের কাছে তাঁহার ব্যাপারে পরামর্শ করিলেন। চিকিৎসক বলিল, আপনারা এমন এক মহিলা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যাহার দাসী তাহাকে যাদুমন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। হযরত আয়েশা (রা)-কে উহা অবগত করা হইল। তিনি দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুই কি আমাকে যাদুমন্ত্র করিয়াছিস ? সে বলিল ঃ জ্বী 'হ্যাঁ'। তিনি বলিলেন ঃ কেন তুই এমনটি করিয়াছিস ? কস্মিনকালেও তুই আর মুক্তি পাবি না। তারপর তাঁহার লোকজনকে ডাকিয়া হযরত আয়েশা বলিলেন ঃ উহাকে একটি উগ্র মেজাজের অসদাচারী বেদুঈনের কাছে বিক্রি করিয়া দাও।

٨٥- بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْخَادِمِ

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ খাদেমের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

١٦٣- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ غَالِبٍ ، عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ : أَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَعَهُ غُلاَمَانِ فَوَهَبَ أَحَدَهُمَا لِعَلِىٍّ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَالَ : " لاَ تَضْرِبْهُ فَانِّىْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلاَةِ وَانِّىْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّىْ مُنْذُ أَقْبَلْنَا وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلاَمًا وَقَالَ " اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوْفًا " فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ مَا فَعَلَ ؟ أَمَرْتَنِىْ أَنْ أَسْتَوْصِىَ بِهِ خَيْرًا فَأَعْتَقْتُهُ -

১৬৩. হযরত উমামা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) দুইটি গোলাম নিয়া আসিলেন। উহার একটি তিনি হযরত আলীকে-তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র অগণিত রহমত বর্ষিত হউক–দান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন ঃ দেখ, উহাকে মারধর করিবে না; কেননা, নামাযীকে মারিতে আমাকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে) বারণ করা হইয়াছে এবং তাহার আসা অবধি আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, সে রীতিমত নামায পড়ে। অপর

গোলামটি তিনি আবূ যার (রা)-কে দান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন ঃ দেখ, উহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। আবূ যার (রা) তাহাকে মুক্তই করিয়া দিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কি করিয়াছে ?(অর্থাৎ তাহার মধ্যে এমন কোন অসাধারণ ব্যাপার দেখিতে পাইলে যে তাহাকে একেবারে মুক্তই করিয়া দিলে ?) জবাবে আবূ যার (রা) বলিলেন ঃ আপনি আমাকে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন; তাই আমি তাহাকে মুক্তই করিয়া দিলাম।

١٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَدِمُ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَاَخَذَ اَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِيْ ، فَانْطَلَقَ بِيْ حَتّٰى اَدْخَلَنِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ! اِنَّ اَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ لَبِيْبٌ فَلْيَخْدِمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ حَتّٰى تُوُفِّيَ ﷺ مَا قَالَ لِيْ شَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا ؟ وَلَا قَالَ لِيْ شَيْءٍ لَمْ اَصْنَعْهُ اَلَا صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا -

১৬৪. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন তাঁহার কোন খাদেম ছিল না। তখন আবূ তালহা (রা) আমার হাতে ধরিয়া আমাকে নবী করীম খেদমতে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র নবী ! আনাস তীক্ষ্ণধী ও বুদ্ধিমান ছেলে, সে আপনার সেবকরূপে থাকিবে। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ তারপর আমি তাঁহার সেই মদীনা আগমনের দিন হইতে তাঁহার ওফাৎ পর্যন্ত তাঁহার সফরে ও ঘরে অবিশ্রান্ত তাঁহার সেবায় লাগিয়া থাকি। তিনি কোন দিন আমার কোন কাজের জন্য বলেন নাই যে, এমনটি কেন করিয়াছ ? অথবা আমার কোন কাজ না করায় বলেন নাই যে, এমনটি কেন করিয়াছ ? অথবা আমার কোন কাজ না করায় বলেন নাই যে, এমনটি কেন কর নাই হে ?

٨٦- بَابٌ اِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাস যখন চুরি করে

١٦٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوْكُ بِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ " -
قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ : اَلنَّشُّ عِشْرُوْنَ وَالنَّوَاةُ خَمْسَةٌ وَالاَوْقِيَةُ اَرْبَعُوْنَ ،

১৬৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যখন দাস চুরি করে তখন তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে যদি একটি 'নাশ'-এর বিনিময়েই হয়।

আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) বলেন ঃ নাশ হইতেছে বিশ দিরহাম, 'নাওয়াত' পাঁচ দিরহাম আর উকিয়া চল্লিশ দিরহাম।

٨٧- بَابُ الْخَادِمِ يُذْنِبُ

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ খাদেম অপরাধ করিলে

١٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : سَمِعْتُ اِسْمٰعِيْلَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَفَعَ الرَّاعِيُ فِي الْمَرَاحِ سَخْلَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لاَ تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسِبَنَّ اَنَّ لَنَا غَنَمًا مِائَةً لاَ نُرِيْدُ اَنْ تَزِيْدَ ، فَاِذَا جَاءَ الرَّاعِيُ بِسَخْلَةٍ ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً فَكَانَ فِيْهَا قَالَ " لاَ تَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ كَضَرْبِكَ اَمَتَكَ وَاِذَا اسْتَنْشَقْتَ ، فَبَالِغْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا -

১৬৬. আসিম ইব্ন লাকীত ইব্ন সাবুরা তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাখাল চারণভূমিতে একটি ছাগলছানা ফেলিয়া আসিয়াছিল। (আমি তাহা নবী করীমের কাছে ব্যক্ত করিলে) নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ কখনও এরূপ ধারণা করিবে না–'কখনও এরূপ ধারণা করিবে না' কথাটি নবী করীম আর কখনও বলেন নাই–আমর তো একশত ছাগী আছে, আর অধিক আমার কী প্রয়োজন ? অতঃপর যখন রাখাল চারণক্ষেত্র হইতে ছাগরছানাটি নিয়া আসিল, আমি উহার স্থলে একটি ছাগীই যবাই করিয়া ফেলিলাম। ঐ সময় উপদেশস্থলে নবী করীম (সা) যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছিল-"তোমার সহধর্মিণীকে দাসীর মত প্রহার করিবে না, যখন নাক পরিষ্কার কর, উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে অবশ্য, যদি রোযা রাখিয়া থাক, তবে নহে।

٨٨- بَابُ مَنْ خَتَمَ عَلَى خَادِمِهِ مَخَافَةَ سُوْءِ الظَّنِّ

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ মোহরাংকিত করিয়া খাদেমের কাছে মাল দেওয়া

١٦٧- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ، اَخْبَرَنَا اَبُوْ خُلْدَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ اَنْ نَخْتِمَ عَلَى الْخَادِمِ وَنَكِيْلَ وَنَعُدَّهَا مَرَاهِيَةَ اَنْ يَتَعَوَّدُوْا خُلُقَ سُوْءٍ اَوْ يَظُنَّ اَحَدُنَا ظَنَّ سُوْءٍ -

১৬৭. হযরত আবুল আলীয়া বলেন ঃ খাদেমের কাছে কোন বস্তু দেওয়ার সময় মোহরাংকিত করিয়া, ওজন করিয়া বা গুণিয়া দেওয়ার জন্য আমাদিগকে আদেশ করা হইত যাহাতে তাহার অভ্যাস নষ্ট হইতে না পারে বা আমাদের মধ্যকার কেহ কু-ধারণা না করে।

٨٩- بَابُ مَنْ عَدَّ عَلٰى خَادِمِهٖ مَخَافَةَ الظَّنِّ

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ কু-ধারণা হইতে বাঁচার জন্য খাদেমের কাছে মাল গুনিয়া দেওয়া-

١٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلَ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : اِنِّىْ لاَعُدُّ الْعِرَاقَ عَلٰى خَادِمِىْ مُخَافَةَ الظَّنِّ -

১৬৮. হযরত সালমান (রা) বলেন ঃ আমি খাদেমের কাছে কোন বস্তু দেওয়ার সময় গুনিয়া দেই-যাহাতে কু-ধারণা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি।

١٦٩- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ ابْنَ مُضَرَّبٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَلْمَانَ : اِنِّىْ لاَعُدُّ الْعِرَاقَ خَشْيَةَ الظَّنِّ -

১৬৯. (একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি- ভিন্ন সূত্রে)

٩٠- بَابُ اَدَبِ الْخَادِمِ

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ খাদেমকে শাসন করা

١٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ اَرْسَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ غُلاَمًا لَهُ بِذَهَبٍ اَوْ بِوَرَقٍ ، فَصَرَّفَهُ ، فَاَنْظَرَ بِالصَّرْفِ فَرَجَعَ اِلَيْهِ فَجَلَّدَهُ جَلْدًا وَجِيْعًا وَقَالَ : اِذْهَبْ فَخُذِ الَّذِىْ لِىْ وَلاَ تُصَرِّفْهُ -

১৭০. ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুসাইত বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) একদা তদীয় এক গোলামকে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দিয়া (বাজারে বা অন্য কোথায়ও) পাঠাইলেন। সে উহাতে তসরূপ করিল এবং উহা কাহারো কাহারো চক্ষে ধরাও পড়িল। অতঃপর সে যখন প্রত্যাবর্তন করিল, তখন তিনি তাহাকে ভীষণ বেত্রাঘাত করিলেন এবং বলিলেন-"যা, আমার যাহা তাহা নিয়া আসগে, উহাতে তসরূপ চলিবে না।"

١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ : كُنْتُ اَضْرِبُ غُلاَمًا لِىْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِىْ صَوْتًا اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ ! اَللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ، فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ ، فَقَالَ " اَمَا اِنْ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ " اَوْ " لَلَفَحَتْكَ النَّارُ "

১৭১. হযরত আবূ মাসউদ (রা) বলেন, একদা আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করিতেছিলাম, এমন সময় আমার পিছন দিক হইতে আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, হে আবূ মাসউদ! নিশ্চয়ই উহার উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা আছে আল্লাহ্ তোমার উপর তার চাইতে অধিকতর ক্ষমতাবান। আমি ফিরিয়া তাকাইতেই দেখি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বলিতেছেন। বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি উহাকে আযাদ করিয়া দিলাম। ফরমাইলেন ঃ যদি তুমি উহা না করিতে, তবে দোযখ তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করিত অথবা দোযখ তোমাকে অবশ্যই গ্রাস করিত।

٩١- بَابُ لاَ تَقُلْ قَبَّحَ اللّٰهُ وَجْهَهُ

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ চেহারা বিকৃতির অভিশাপ দেওয়া নিষিদ্ধ

١٧٢- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَجْلاَنَ ، عَنْ سَعِيْدٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " لاَ تَقُوْلُوْا قَبَّحَ اللّٰهُ وَجْهَهُ " -

১৭২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ এরূপ বলিও না যে আল্লাহ্ তাহার চেহারাকে বিকৃত করুন।

١٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ سَعِيْدٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : لاَ تَقُوْلَنَّ قَبَّحَ اللّٰهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَهُ مَنْ اَشْبَهَ وَجْهَكَ ، فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلٰى صُوْرَتِهِ -

১৭৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, কস্মিনকালেও এরূপ বলিও না যে, আলাহ্ তোমার চেহারাকে বা তোমার মত লোকের চেহারাকে বিকৃত করিয়া দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ আদমকে তাহার নিজ অবয়বে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

٩٢- بَابُ لِيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فِىْ الضَّرْبِ

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডলের উপর মারিবে না

١٧٤- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ قَالَ : اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ وَسَعِيْدٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ "

১৭৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কেহ তাহার খাদেমকে প্রহার করে, তখন মুখমণ্ডল বাদ দিয়া প্রহার করিবে।

١٧٥- حَدَّثَنَا خَالِد قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِدَابَّةٍ قَدْ وُسِمَ يُدَخِّنُ مُنْخَرَاهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا ، لاَ يَسِمَنَّ أَحَدُ الْوَجْهَ وَلاَ يَضْرِبَنَّهُ " -

১৭৫. হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এমন একটি পশুর পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন যাহার খুতনীতে ধোঁয়ার দ্বারা দাগ দেওয়ার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ যে এমনটি করিয়াছে তাহার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হউক। কেহ যেন কখনও কোন কিছুর চেহারার উপর দাগ না দেয় এবং কখনও চেহারার উপর প্রহারও না করে।

٩٣- بَابُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَلْيَعْتِقْهُ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ দাসের গালে যে চপেটাঘাত করে তাহার উচিৎ তাহাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে আযাদ করে

١٧٦- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنُ قَالَ سَمِعْتُ هِلاَلَ بْنَ يُسَافٍ يَقُوْلُ : كُنَّا نَبِيْعُ الْبَزَّ فِيْ دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ شَيْئًا فَلَطَمَهَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ . فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ اَلَطَمْتَ وَجْهَهَا ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ وَ مَا لَنَا اِلاَّ خَادِمٌ ، فَلَطَمَهَا بَعْضُنَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْتِقَهَا -

১৭৬. হেলাল ইব্‌ন ইউসাফ বলেন ঃ সুয়েদ ইব্‌ন মুকাররিন (রা)-এর বাড়ীতে আমরা কাপড় বিক্রয় করিতাম। একদা জনৈকা দাসী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একজনকে কি একটা কটুবাক্য বলিল। তখন ঐ ব্যক্তি (উত্তেজিত হইয়া) তাহাকে চপেটাঘাত করিল। তখন সুয়েদ ইব্‌ন মুকাররিন (রা) বলিলেন ঃ তুমি কি তাহার গালে চপেটাঘাত করিলে ? আমি ছিলাম সাতজনের মধ্যে একজন, আমাদের সাতজনের একটি মাত্র দাসী ছিল। তন্মধ্যে একজন ঐ দাসীটকে চপেটাঘাত করিল, তখন নবী করীম (সা) তাহাকে আযাদ করিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন।

١٧٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : " مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ اَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ "

১৭৭. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন আমি নবী করীম (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যে তাহার গোলামকে চপেটাঘাত করিল অথবা শরী'আত নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ ব্যতিরেকেই তাহাকে প্রহার করিল, তাহার কাফ্‌ফারা হইল তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া।

١٧٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَفَرَّ ، فَدَعَانِي أَبِي فَقَالَ ، اِقْتَصَّ - كُنَّا ، وُلِدَ مُقَرِّنٍ ، سَبْعَةً لَنَا خَادِمٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "مُرْهُمْ فَلْيَعْتِقُوْهَا " فَقِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ : "فَلْيَسْتَخْدِمُوْهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا خَلُّوْا سَبِيْلَهَا " -

১৭৮. মু'আবিয়া ইব্‌ন সুয়েদ ইব্‌ন মুকাররিন (রা) বলেন, আমাদের একজন গোলামকে আমি চপেটাঘাত করিলাম। গোলামটি পলাইয়া গেল। তখন আমার পিতা আমাকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন, আমি একটি ঘটনা শুনাই। আমরা মুকাররিন (রা)-এর সন্তান ছিলাম। আমাদের একটি দাসী ছিল। আমাদের মধ্যকার একজন তাহাকে একদা চপেটাঘাত করিল। নবী করীমের দরবারে এ প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হইল। তিনি বলিলেন, তাহাদিগকে বল উহাকে আযাদ করিয়া দিতে। তখন নবী করীম (সা)-কে হইল যে, ঐ দাসীটি ছাড়া যে উহাদের আর কোন খাদেম নাই। ফরমাইলেন, তাহা হইলে আপাতত তাহারা উহাকে তাহাদের কাজে রাখুক, তারপর যখন উহার উপর নির্ভরশীলতা শেষ হইয়া যাইবে, তখন যেন উহাকে আযাদ করিয়া দেয়।

١٧٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ . مَا اسْمُكَ ؟ فَقُلْتُ : شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوْ شُعْبَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيِّ وَرَأَى رَجُلاً لَطَمَ غُلاَمَهُ ، فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّوْرَةَ مُحَرَّمَةٌ ؟ رَأَيْتُنِي وَإِنِّيْ سَابِعُ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، مَا لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا فَأَمَرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ -

১৭৯. শু'বা বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার নাম কি হে ? আমি বলিলাম ঃ শু'বা। তিনি বলিলেন আবূ শু'বা আমার নিকট সুয়েদ ইব্‌ন মুকার্‌রিন আল-মুযনীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা এক ব্যক্তিকে তাহার গোলামকে চপেটাঘাত করিতে দেখিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি জান না যে, মুখমণ্ডল সম্মানিত স্থান ? আমি ছিলাম সাত ভাইয়ের মধ্যে সপ্তম ভাই। তখন ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ। আমাদের একটি মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের মধ্যকার একজন সেই খাদেমটিকে একদিন চপেটাঘাত করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন গোলামটিকে আযাদ করিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন।

١٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا فِرَاسٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَدَعَا بِغُلاَمٍ لَهُ كَانَ ضَرَبَهُ فَكَشَفَ

عَنْ ظَهْرِه فَقَالَ : اَيُوْجِعُكَ ؟ قَالَ : لاَ فَاعْتَقَهُ ثُمَّ رَفَعَ عُوْدًا مِنَ الاَرْضِ فَقَالَ : مَا لِىْ فِيْهِ مِنَ الاَجْرِ مَا يَزِنُ هٰذَا الْعُوْدَ ، فَقُلْتُ : يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ! لِمَ تَقُوْلُ هٰذَا ؟ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اَوْ قَالَ " مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوْكَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، اَوْ لَطَمَ وَجْهَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُعْتِقَهُ " -

১৮০. যাযান আবূ উমর বলেন, আমি একদা হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তিনি তাঁর একটি গোলামকে ডাকাইলেন–যাহাকে তিনি প্রহার করিয়াছিলেন। তখন তিনি তাহার পৃষ্ঠদেশ উন্মোচিত করিলেন এবং বলিলেন ঃ তুমি কি ব্যথা অনুভব করিতেছ ? সে বলিল ঃ জ্বী না। তখন তিনি তাহাকে আযাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ভূমি হইতে একখণ্ড কাঠ উঠাইলেন এবং বলিলেন-"উহা দ্বারা এই কাষ্টখণ্ডের ওজনের সাওয়াবও আমি পাইব না।"

তখন আমি বলিলাম, হে আবদুর রহমানের পিতা, আপনি একথা কেন বলিলেন ? জবাবে তিনি বলিলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, অথবা আমি শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন ঃ যে কেহ তাহার গোলামকে শরী'আত নির্ধারিত পাপের শাস্তি ব্যতিরেকে প্রহার করিবে অথবা তাহার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করিবে, তাহার কাফ্‌ফারা হইল তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া।

٩٤- بَابُ قِصَاصِ الْعَبْدِ

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের প্রতিশোধ

١٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ وَقُبَيْصَةُ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُوْنَ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ لاَ يَضْرِبُ اَحَدٌ عَبْدًا لَهُ ، وَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ اُقِيْدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

১৮১. হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) বলেন ঃ যে কেহ তাহার গোলামকে প্রহার করিবে নির্যাতকরূপে, তাহাকেই কিয়ামতের দিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইবে।

١٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ جَعْفَرَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا لَيْلَى قَالَ : خَرَجَ سَلْمَانُ فَاِذَا عَلْفُ دَابَّتِهِ يَتَسَاقَطُ مِنَ الاَرِىِّ فَقَالَ لِخَادِمِهِ لَوْلاَ اَنِّىْ اَخَافُ الْقِصَاصَ لاَوْجَعْتُكَ -

১৮২. আবূ লায়লা বলেন, হযরত সালমান (রা) একদা বাহির হইলেন। তখন তাঁহার বাহন পশুটির ঘাস হাওদা হইতে রাস্তায় পড়িতেছিল। তখন তিনি (ক্রুদ্ধ হইয়া) গোলামকে বলিলেন ঃ যদি আমার কিসাসের ভয় না হইত, তবে আমি তোকে ভীষণ শাস্তি দিতাম।

١٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلٰى أَهْلِهَا حَتّٰى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ " -

১৮৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হকসমূহ অবশ্যই হকদারদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে, এমন কি শিংবিহীন ছাগীকেও শিংওয়ালা ছাগীর নিকট হইতে প্রতিশোধ লইয়া দেওয়া হইবে।

١٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِيْ جَدَّتِيْ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ بَيْتِهَا فَدَعَا وَصِيْفَةً لَهُ أَوْ لَهَا فَأَبْطَتْ ، فَاسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِيْ وَجْهِهِ فَقَامَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى الْحِجَابِ فَوَجَدَتِ الْوَصِيْفَةَ تَلْعَبُ وَمَعَهُ سِوَاكٌ فَقَالَ " لَوْ لاَ خَشْيَةُ الْقَوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَأَوْجَعْتُكَ بِهٰذَا السِّوَاكِ " زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ : تَلْعَبُ بِبَهِيْمَةٍ قَالَ فَلَمَّا أَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّهَا لَتَحْلِفُ مَا سَمِعَتْكَ قَالَتْ : وَفِيْ يَدِهِ سِوَاكٌ -

১৮৪. হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতে ছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁহার বা উম্মে সালামার জনৈকা দাসীকে ডাকিলেন। সে আসিতে বিলম্ব করিল। ইহাতে নবী করীম (সা)-এর মুখমণ্ডলে রাগের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তখন উম্মে সালামা (রা) উঠিয়া পর্দার দিকে গেলেন এবং তাহাকে খেলাধূলাতে মত্ত দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার হাতে মিস্ওয়াক ছিল। তিনি বলিলেন ঃ যদি কিয়ামতের দিন শাস্তির ভয় না ইহত, তাহা হইলে এই মিস্ওয়াকের দ্বারা তোকে ভীষণ প্রহার করিতাম। মুহাম্মদ ইব্ন হায়সাম উহাতে আর একটু যোগ করিয়া বলিলেন ঃ দাসীট তখন একটি পোষা জন্তু নিয়া খেলিতেছিল। হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ যখন তাহাকে নিয়া আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো শপথ করিয়া বলিতেছে যে সে আপনার ডাক শুনিতে পায় নাই। তিনি আরো বলেন ঃ এবং তখন তাঁহার হাতে মিস্ওয়াক ছিল।

١٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا أُقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " -

১৮৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কাহাকেও প্রহার করিবে, কিয়ামতের দিন তাহার প্রতিশোধ লইয়া দেওয়া হইবে।

١٨٦- حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رجَاء قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُو الْعَوَام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا ظُلْمًا ، اُقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ =

১৮৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও অন্যায়ভাবে প্রহার করিবে, কিয়ামতের দিন তাহার নিকট হইতে উহার প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

٩٥- بَابُ اَكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা যাহা পরিধান কর, দাসদাসীদিগকে তাহাই পরাইবে

١٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ، عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ مُجَاهِدٍ اَبِىْ حَزْرَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : خَرَجْتُ اَنَا وَاَبِىْ نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِىْ هٰذَا الْحَىِّ مِنَ الْاَنْصَارِ ، قَبْلَ اَنْ يَّهْلِكُوْا فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ لَقِيْنَا اَبَا الْيَسَرِ ، صَاحِبُ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَّهُ وَعَلٰى اَبِىْ الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِىٌّ وَعَلٰى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِىٌّ فَقُلْتُ لَهُ : يَا عَمِّىْ ! لَوْ اَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَاَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ ، اَوْ اَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ ، وَاَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ ، كَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ ، فَمَسَحَ رَأْسِىْ وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ ! بَارِكْ فِيْهِ ، يَا اَبِىْ اَخِىْ ! بَصَرُ عَيْنَىَّ هَاتَيْنِ وَسَمْعُ اُذُنَىَّ هَاتَيْنِ ، وَوَعَاهُ قَلْبِىْ وَاَشَارَ اِلٰى مَنَاطِ قَلْبِهِ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ " اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا يَاْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبِسُوْنَ " وَكَانَ اِنْ اَعْطَيْتَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَىَّ مِنْ اَنْ يَاْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ =

১৮৭. উবাদা ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন সামিত বলেন, আমি এবং আমার পিতা আনসারদের জীবনকালে তাঁহাদের এই জনপদের দিকে বাহির হইয়া পড়ি। সর্বপ্রথম এই মহল্লার যাঁহার সহিত আমাদের মোলাকাত হইল, তিনি হইলেন নবী করীম (সা)-এর সহচর হযরত আবূ ইয়াসার (রা)। তখন তাঁহার সহিত তাঁহার একটি গোলাম ছিল। তাঁহাদের দুইজনের গায়ের উপর তখন একটি দামী চাদর ও একটি খাকী সাধারণ চাদর ছিল। তখন আমি তাঁহকে বলিলাম, চাচা! আপনি যদি গোলামের গায়ে দেওয়া দামী চাদরের অংশটাও নিজের গায়ে টানিয়া সম্পূর্ণটা আপনার গায়ে নিয়া নিতেন এবং গোলামকে সাধারণ

খাকী চাদরের সম্পূর্ণটা ছাড়িয়া দিতেন অথবা নিজে সম্পূর্ণটা খাকী চাদর গায়ে দিয়া তাহাকে দামী চাদরের সম্পূর্ণটা গায়ে দিয়া দিতেন, তবে আপনাদের দু'জনেরই তো একটা চাদর হইয়া যাইত। আমার কথা শুনিয়া তিনি (সস্নেহে) আমার মাথায় তাঁহার হাত বুলাইয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্ বরকত দান করুন। ভাতিজা, আমার এই চক্ষুযুগল দেখিয়াছে, আমার এই কর্ণযুগল শুনিয়াছে এবং আমার এই অন্তর উহাকে সংরক্ষণ করিয়াছে-এইটুকু বলিয়া তিনি তাঁহার হৃদয় দেশের দিকে ইঙ্গিত করিলেন-নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমরা যাহা খাও, তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াইবে এবং তোমরা যাহা পরিধান কর, তাহাদিগকেও তাহাই পরাইবে।" তাহাকে আমার দুনিয়ার সামগ্রী প্রদান করা কিয়ামতের দিন আমার পুণ্যসমূহের অংশ বিশেষ তাহার গ্রহণ করার চাইতে আমার নিকট সহজতর।

١٨٨- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُبَشِّرٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْصِي بِالْمَمْلُوْكِيْنَ خَيْرًا وَيَقُوْلُ " اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِنْ لَبُوْسِكُمْ وَلَا تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

১৮৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ক্রীতদাসদের সহিত উত্তম আচরণ করার জন্য তাগিদ করিতেন এবং বলিতেন ঃ তোমরা যাহা খাও, তাহাদিগকে তাহাই খাওয়াইবে এবং তোমরা যাহা পরিধান কর, তাহাদিগকেও তাহাই পরাইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট জীবনসমূহকে কষ্ট দিবে না।

٩٦- بَابُ سِبَابِ الْعُبَيْدِ

৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাসদাসীকে গালি দেওয়া

١٨٩- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الاَحْدَبِ قَالَ سَمِعْتُ الْمَعْرُوْرَ بْنَ سُوَيْدٍ يَقُوْلُ : رَوَيْتُ اَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ ، وَعَلٰى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ : اِنِّى سَاَتَيْتُ رَجُلًا فَشَكَانِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ "اَعَيَرْتَهُ بِاُمِّهِ " ؟ قُلْتُ ، نَعَمْ ثُمَّ قَالَ " اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدَيْهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ ، وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ -

১৮৯. মা'রূর ইব্ন সুয়েদ বলেন, আমি একদা হযরত আবূ যার (রা)-কে নতুন এক জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তখন তাঁহার গোলামের গায়েও অনুরূপ একজোড়ো নতুন কাপড়

ছিল। আমি তখন তাঁহাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেনঃ আমি (আমার দাসদের মধ্যকার) এক ব্যক্তিকে গালি দিয়াছিলাম। তখন সে গিয়া নবী করীম (সা)-এর এর দরবারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। তখন নবী করীম (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি তাহার মা তুলিয়া গালি দিয়াছ হে! আমি বলিলাম ঃ জ্বী হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের দাসরা হইতেছে তোমাদের ভাই; আল্লাহ্ তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যাহার অধীনে তাহার ভাই রহিয়াছে, তাহার উচিত সে যাহা খায়, তাহাই তাহাকে খাইতে দেয় এবং সে যাহা, পরে তাহাই তাহাকে পরিতে দেয় এবং যে কাজ তাহার সাধ্যের অতীত তাহার উপর তাহা চাপাইবে না এবং এরূপ কোন কাজ তাহাকে করিতে দিলে তাহাকে সেই কাজে সে নিজেও সাহায্য করিবে।

٩٧- بَابُ هَلْ يُعِيْنُ عَبْدَهُ

৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ দাসকে কি সাহায্য করিবে ?

١٩٠- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلاَّمَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " اَرِقَاؤُكُمْ اِخْوَانُكُمْ فَاَحْسِنُوْا اِلَيْهِمْ اِسْتَعِيْنُوْهُمْ عَلٰى مَا عَلَبَكُمْ وَاَعِيْنُوْهُمْ عَلٰى مَا غُلِبُوْا " -

১৯০. সালাম ইব্‌ন আম্‌র নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ ক্রীতদাসরা হইতেছে তোমাদেরই ভাই, সুতরাং তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার কর। তোমাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, তাহাতে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ কর; আবার তাহাদের একার পক্ষে যে কাজ করা অসম্ভব, তাহাতে তোমারাও তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।

١٩١- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ اَبِىْ يُوْنُس عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ "اَعِيْنُوْا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهٖ فَاِنَّ عَامِلَ اللّٰهِ لاَ يَخِيْبُ" يَعْنِىْ الْخَادِمَ -

১৯১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ কর্মচারীকে তাহার কর্মসম্পাদনের সাহায্য করিবে। কেননা, আল্লাহ্‌র কর্মচারী ব্যর্থকাম হয় না।

٩٨- بَابُ لاَ يُكَلِّفُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ

৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ দাসের ঘাড়ে সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপাইবে না

١٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ عَجْلاَنَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَجْلاَنَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ " -

১৯২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে নবী করীম (সা) ফরমাইছেন ঃ ক্রীতদাসের হক হইল তাহার আহার্য্য ও পরিধেয় এবং তাহার উপর তাহার সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপানো হইবে না।

١٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ عَجْلَانَ اَبَا مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ قُبَيْدٍ وَفَاتِهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ اِلاَّ مَا يُطِيْقُ " -

১৯৩. (হযরত আবু হুরায়রা (রা)) বর্ণিত উক্ত হাদীসের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন সূত্রে)

١٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى ، عَنِ الاَعْمَشِ قَالَ : قَالَ مَعْرُوْفُ مَرَرْنَا بِاَبِيْ ذَرٍّ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَعَلٰى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَقُلْنَا ، لَوْ اَخَذْتَ هٰذَا وَاَعْطَيْتَ هٰذَا غَيْرَهُ ، كَانَتْ حُلَّةٌ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ " -

১৯৪. (১৯০ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন সূত্রে)

٩٩- بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلٰى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةٌ

৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ চাকর নওকরের ভরণপোষণ সাদাকা স্বরূপ

١٩٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ : اَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ قَالَ : اَخْبَرَنِيْ بُحَيْرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ " مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ وَلَدَكَ وَزَوْجَتَكَ وَخَادِمَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ " -

১৯৫. হযরত মিকদাম (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ তুমি তোমার নিজেকে যাহা খাওয়াও তাহা সাদাকা বিশেষ, তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র এবং ভৃত্যকে যাহা খাওয়াও, তাহা সাদাকা বিশেষ।

١٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا بَقِيَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ تَقُوْلُ امْرَأَتُكَ : اَنْفِقْ عَلَيَّ اَوْ طَلِّقْنِيْ وَيَقُوْلُ مَمْلُوْكُكَ اَنْفِقْ عَلَيَّ اَوْ بِعْنِيْ وَيَقُوْلُ وَلَدُكَ اِلٰى مَنْ تَكِلُنَا " -

১৯৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ উত্তম সাদাকা হইল স্বচ্ছলভাবে যাহা অবশিষ্ট থাকে। উপরের হাত নিম্নের হাত হইতে উত্তম। পোষ্যজন হইতে (সাদাকা) শুরু করিবে। নতুবা তোমার স্ত্রী বলিবে, আমার ভরণপোষণ দাও, অন্যথায় আমাকে তালাক দাও; তোমার ক্রীতদাস বলিবে, আমার ভরণপোষণ দাও, অন্যথায় আমাকে বিক্রয় করিয়া ফেল! তোমার সন্তান বলিবে, আমাকে কাহার হাতে ছাড়িয়া দিতেছ?

١٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ : عِنْدِيْ دِيْنَار قَالَ " اَنْفِقْهُ عَلٰى نَفْسِكَ " قَالَ : عِنْدِيْ اُخَرُ قَالَ " اَنْفِقْهُ عَلٰى زَوْجَتِكَ " قَالَ : عِنْدِيْ اُخَرُ قَالَ " اَنْفِقْهُ عَلٰى خَادِمِكَ ثُمَّ اَنْتَ اَبْصَرُ " -

১৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন নবী করীম (সা) একদা সাদাকা করিতে উপদেশ দিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে একটি দীনার আছে। ফরমাইলেন ঃ উহা তুমি আপন ভরণ-পোষণে ব্যয় কর! সে ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে অপর আর একটি দীনারও আছে। ফরমাইলেন ঃ উহা তোমার স্ত্রীর ভরণ-পোষণে ব্যয় কর! সে ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে আর একটি দীনারও আছে। ফরমাইলেন ঃ উহা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় কর! তারপর নিজেই বিবেচনা কর (যে অতঃপর কোন্ খাতে খরচ করিলে তোমার জন্য উত্তম হইবে)![1]

١٠٠- بَابُ اِذَا كَرِهَ اَنْ يَّاْكُلَ مَعَ عَبْدِهِ

১০০. অনুচ্ছেদ ঃ কেহ যদি ভৃত্যের সহিত খাইতে না চাহে

١٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا اَنْ جُرَيْجٍ قَالَ : اَخْبَرَنِيْ اِبْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ ، اِذَا كَفَاهُ الْمُشَقَّةَ وَالْحَرَّ ، اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّدْعُوَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَاِنْ كَرِهَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّطْعَمْ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ اُكْلَةً فِيْ يَدِهِ -

১৯৮. ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, এক ব্যক্তি সাহাবী হযরত জাবির (রা)-কে তাঁহার খাদেম সম্পর্কে প্রশ্ন করিল যে, যখন সে তাহাকে পরিশ্রম ও তাপ হইতে রক্ষা করিবে, তখন কি উহাকে খাইবার সময়

১. এই অধ্যায়ের হাদীসগুলিতে স্ত্রী-পুত্র পরিজন এমন কি চাকর নওকরের জন্য ব্যয় করাকেও সাদাকা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, বরং ইহারাই যে সহৃদয়তা ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হক্দার, একথাটি স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই নিজের পুত্র-পরিজন ও নওকর-খাদেমকে অভুক্ত অর্ধভুক্ত রাখিয়া বাহিরের লোকদের প্রতি বদন্যতা প্রদর্শন করা যে শরী'আতের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত নয়, তাহা অনুধাবন করা উচিত। ইহাদের হক পুরাপুরি আদায় করার পরেই কেবল অন্যদেরকে দান করার প্রশ্ন উঠে।

ডাকিতে রাসুলুল্লাহ্ (সা) আদেশ করিয়াছেন ? ফরমাইলেন ঃ হ্যাঁ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যদি একান্তই তাহার সহিত খাইতে অনিচ্ছুক হয়, তবে তাহার হাতেই এক লোক্মা দিয়া দিবে।

١٠١- بَابُ يُطْعِمُ الْعَبْدَ مِمَّا يَأْكُلُ

১০১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজে যাহা খাইবে, তাহাই দাসকে খাওয়াইবে

١٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ " اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَالْبِسُوْهُمْ مِنْ لَبُوْسِكُمْ وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّٰهِ " -

১৯৯. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ক্রীতদাসদের সহিত উত্তম আচরণ করার জন্য তাগিদ করিতেন এবং বলিতেন, তোমরা যাহা খাও, তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াইবে এবং তোমরা যাহা পরিধান কর, তাহাদিগকেও তাহাই পরাইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট জীবনসমূহকে কষ্ট দিবে না।

١٠٢- بَابُ هَلْ يُجْلِسُ خَدِمَهُ اِذَا اَكَلَ

১০২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি আহারের সময় তার খাদেমকেও কি তার সাথে বসাবে?

٢٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَلْيُجْلِسْهُ فَاِنْ لَمْ يَقْبِلْ ، فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ " -

২০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কাহারও খাদেম তাহার আহার্য নিয়া তাহার কাছে আসে, তখন তাহাকেও সাথে বসাইয়া নেওয়া উচিত। সে যদি উহাতে সম্মত না হয়, তবে তাহাকে উহা হইতে কিছু দিয়া দেওয়া উচিত।

٢٠١. حَدَّثَنَا بِسْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : اَخْبَرَنَا اَبُوْ يُوْنُسَ الْبَصْرِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذْ جَاءَ صَفْوَانُ بْنُ اُمَيَّةَ بِجُفْنَةٍ ، يَحْمِلُهَا نَفَرٌ فِىْ عَبَاءَةٍ فَوَضَعُوْهَا بَيْنَ يَدَىْ عُمَرَ فَدَعَا عُمَرُ نَاسًا مَسَاكِيْنَ ، وَاَرِقَاءَ مِنْ اَرِقَاءِ النَّاسِ حَوْلَهُ فَأَكَلُوْا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ فَعَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ اَوْ قَالَ لَحَا اللّٰهُ قَوْمًا

يَرْغَبُوْنَ عَنْ اَرِقَّائِهِمْ اَنْ يَأْكُلُوْنَ مَعَهُمْ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : اَمَا ، وَاللّٰهِ ! مَا نَرْغَبُ عَنْهُمْ وَلٰكِنَّا نَسْتَأْثِرُ عَلَيْهِمْ - لاَ نَجِدُ ، وَاللّٰهِ ! مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ مَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُهُمْ -

২০১. আবূ মাহ্যূরা (র) বলেন, আমি হযরত উমর (রা)-এর দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় সাফ্ওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা) একটি বিরাট পাত্র সহকারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাত্রটি একটি পশমী চোগায় করিয়া কয়েক ব্যক্তি বহন করিয়া আনিয়াছিল। তাহারা ইহা আনিয়া হযরত উমর (রা)-এর সম্মুখে রাখিল। তখন হযরত উমর (রা) দুঃস্থ-দরিদ্র লোকজনকে এবং তাঁহার নিকটস্থ লোকজনের দাসদিগকে ডাকিলেন। তাহারা তাঁহার সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ এমন একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। অথবা তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ এমন একটি সম্প্রদায়কে অপদস্থ করিয়াছেন যাহারা তাহাদের দাসদের সহিত খাইতে অনিচ্ছুক, তাহাদের প্রতি বিমুখ ছিল। তখন সাফ্ওয়ান বলিলেন ঃ কসম আল্লাহ্র, আমরা তাহাদের প্রতি বিমুখ নহি বরং তাহাদিগকে আমাদের মুকাবিলায় অগ্রাধিকার দিয়া থাকি। কসম আল্লাহ্র, আমরা এমন কোন উত্তম খাবার পাই না যাহা নিজেরা খাইব এবং তাহাদিগকে খাওয়াইব।

١٠٣- بَابُ اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ

১০৩. অনুচ্ছেদ ঃ দাস যখন মনিবের মঙ্গল কামনা করে

٢٠٢- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ -

২০২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ গোলাম যখন তাহার মনিবের মঙ্গল কামনা করে এবং তাহার প্রতিপালকের ইবাদতও উত্তমরূপে সম্পন্ন করে, তাহার জন্য দ্বিগুণ পারিশ্রমিক রহিয়াছে।

٢٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرِ الشَّعْبِيِّ : يَا اَبَا عَمْرٍو ! اِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا اَعْتَقَ اُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، كَانَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ عَامِرٌ : حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " ثَلاَثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَلَهُ اَجْرَانِ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ

مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَةٌ يَطَأُهَا ، فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ " -

قَالَ عَامِرٌ : اَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيْمَا دُوْنَهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

২০৩. এক ব্যক্তি আমের শা'বীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ঃ হে আম্‌রের পিতা! আমরা পরস্পর বলাবলি করিয়া থাকি যে, যখন কোন ব্যক্তি সন্তানদাত্রী দাসীকে মুক্তি দেয় এবং অতঃপর তাহাকে বিবাহ করে, তখন সে যেন কুরবানীর পশুকে বাহনরূপে ব্যবহারকারী সদৃশ কাজ করিল। (এ ব্যাপারে আপনার মত কি?) তখন আমের বলিলেন, আবূ বুরদা আমেরের নিকট তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাদের নিকট ফরমাইয়াছেন. তিন ব্যক্তির জন্য দুইটি করিয়া পারিশ্রমিক রহিয়াছে ঃ ১. আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের ঐ ব্যক্তি যে, তাহার স্বীয় নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছে, আবার মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও ঈমান আনয়ন করিয়াছে, তাহার জন্য দুইটি পারিশ্রমিক রহিয়াছে। ২. ক্রীতদাস যখন আল্লাহ্‌র হক এবং তাহার মনিবের হক আদায় করে। ৩. ঐ ব্যক্তি যাহার কাছে একটি দাসী ছিল, সে তাহাকে শয্যাসঙ্গিনী করিল, তাহাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিক্ষা দিল এবং উত্তমরূপে শিক্ষা দীক্ষা দিল,অতঃপর তাহাকে মুক্ত করিয়া বিবাহের মাধ্যমে জীবন-সঙ্গিনীরূপে বরণ করিল। তাহার জন্যও দুইটি পারিশ্রমিক রহিয়াছে। আমের বলেন ঃ আমি তো তোমাকে উহা কোনরূপ বিনিময় ব্যতিরেকেই প্রদান করিলাম, ইহার চাইতে ছোট কথা শিখিবার জন্যও লোককে ইতিপূর্বে মদীনা পর্যন্ত সফর করিতে হইত।

٢٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ ، عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اَلْمَمْلُوْكُ الَّذِىْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّىْ اِلٰى سَيِّدِهِ الَّذِىْ فُرِضَ [عَلَيْهِ مِنْ] الطَّاعَةِ وَالنَّصِيْحَةِ ، لَهُ اَجْرَانِ "

২০৪. হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ক্রীতদাস তাহার প্রভুর ইবাদত উত্তমরূপে সম্পন্ন করে এবং মনিবের আনুগত্য ও মঙ্গল কামনার যে দায়িত্ব তাহার উপর রহিয়াছে, তাহাও পালন করে, তাহার জন্য দুই দুইটি পারিশ্রমিক রহিয়াছে।

٢٠٥- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اَلْمَمْلُوْكُ لَهُ اَجْرَانِ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ فِىْ عِبَادَتِهِ اَوْ قَالَ فِىْ حُسْنِ عِبَادَتِهِ وَحَقَّ مَلِيْكِهِ الَّذِىْ يَمْلُكُهُ " .

২০৫. হযরত আবূ বুরদা (রা) তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ ক্রীতদাসের দুইটি পারিশ্রমিক—যখন সে আল্লাহ্‌র ইবাদতের হক আদায় করে অথবা তিনি ফরমাইয়াছেন ঃ

উত্তমরূপে আদায় করে এবং মনিবের হক যা মালিক হিসাবে তাহার উপর রহিয়াছে, তাহাও আদায় করে।

١٠٤- بَابُ الْعَبْدِ رَاعٍ

১০৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাস রাখাল স্বরূপ

٢٠٦- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - فَالاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " -

২০৬. হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদিগের প্রত্যেকেই রাখাল বা রক্ষণাবেক্ষণকারীস্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। শাসক—তাহার লোকজনের রাখাল স্বরূপ, তাহাকে তাহার শাসিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। গৃহকর্তা তাহার গৃহবাসীদের রাখাল স্বরূপ, তাহাকে তাহার গৃহবাসীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। দাস তাহার মনিবের সম্পদাদির রাখাল স্বরূপ, তাহাকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। মনে রাখিবে, তোমাদের প্রত্যেকেই (কোন না কোনভাবে) রাখালস্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

٢٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ : اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : اَلْعَبْدُ اِذَا اَطَاعَ سَيِّدَهُ ، فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ - فَاِذَا عَصٰى سَيِّدَهُ ، فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ -

২০৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ দাস যখন তাহার মনিবের আনুগত্য করে, তখন সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে এবং যখন সে মালিকের অবাধ্যতা করে, তখন সে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে।

١٠٥- بَابُ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا

১০৫. অনুচ্ছেদ ঃ দাস হওয়ার সাধ

٢٠٨- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلاَلٍ ، عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " اَلْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اِذَا

اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ سَيِّدِهٖ لَهُ اَجْرَانِ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهٖ ! لَوْ لَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَالْحَجُّ ، وَبِرُّ اُمِّىْ لَاَحْبَبْتُ اَنْ اَمُوْتَ مَمْلُوْكًا -

২০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ মুসলিম দাস যদি আল্লাহ্র হক এবং তাহার মনিবের হক (যুগপৎভাবে) আদায় করে, তাহা হইলে তাহার জন্য দুইটি পারিশ্রমিক রহিয়াছে। যাহার হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম, আল্লাহ্র রাহে জিহাদ, হজ্জ এবং আমার মাতার সেবাযত্নের দায়িত্ব যদি না হইত, তাহা হইলে আমি অবশ্যই ক্রীতদাসরূপে মৃত্যুবরণ করিতে ভালবাসিতাম।

١٠٦- بَابُ لَايَقُوْلُ عَبْدِىْ

১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ 'আমার দাস' বলিবে না

٢٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَازِمٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ : عَبْدِىْ ، اَمَتِىْ ، كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللّٰهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ اَمَاءُ اللّٰهِ وَلْيَقُلْ غُلَامِىْ جَارِيَتِىْ وَفَتَاىِ وَفَتَاتِىْ -

২০৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদিগকে কেহই যেন "আমার দাস" "আমার দাসী" না বলে, কেননা, তোমরা সকলেই আল্লাহ্র দাস এবং তোমাদের মহিলারাও আল্লাহ্র দাসী ; বরং বলিবে "আমার গোলাম", "আমার বাদী", "আমার বালক", "আমার বালিকা"।

١٠٧- بَابُ هَلْ يَقُوْلُ سَيِّدِىْ

১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ দাস কি মনিবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিবে?

٢١٠- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ اَيُّوْبَ وَحَبِيْبٍ وَحِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ : عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ وَلَا يَقُوْلَنَّ الْمَمْلُوْكُ رَبِّىْ وَرَبَّتِىْ وَلْيَقُلْ : فَتَاىِ وَفَتَاتِىْ وَسَيِّدِىْ وَسَيِّدَتِىْ - كُلُّكُمْ مَمْلُوْكُوْنَ وَالرَّبُّ اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ " -

২১০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের কেহ কখনো 'আমার দাস', 'আমার দাসী' বলিবে না এবং ক্রীতদাসও কখনও 'আমার প্রভু', 'আমার প্রভু--পত্নী' বলিবে না ; বরং বলিবে 'আমার বালক', 'আমার বালিকা', 'আমার মনিব' 'আমার মনিব-পত্নী'। কেননা তোমাদের সকলেই (আল্লাহ্র) দাস এবং প্রভু একমাত্র মহিমান্বিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা।

٢١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ اَبِىْ : اِنْطَلَقْتُ فِىْ وَفْدِ بَنِىْ عَامِرٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا : اَنْتَ سَيِّدُنَا قَالَ " اَلسَّيِّدُ اَللّٰهُ " قَالُوْا : وَاَفْضَلُنَا فَضْلاً ، وَاَعْظَمُنَا طَوْلاً قَالَ فَقَالَ " قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ -

২১১. মাতরাফ তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বলেন যে, তিনি বনূ আমের গোত্রের প্রতিনিধিদলভুক্ত হইয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে যান। তখন প্রতিনিধিদল নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ "আপনি আমাদের প্রভু!" তিনি ফরমাইলেন ঃ প্রভু তো আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁহারা তখন বলিলেন ঃ গুণে গরিমায় ও মানে-মর্যাদায় আপনি আমাদের সেরা পুরুষ। তখন তিনি ফরমাইলেন ঃ তোমাদের ভাষায় তোমরা যাহাই বল, শয়তান যেন তোমাদের কাছে ঘেঁষিতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও।

١٠٨- بَابُ الرَّجُلِ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهِ

১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ গৃহকর্তা গৃহবাসীদের রাখাল স্বরূপ

٢١٢- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيْنُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ اَلاَ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " -

২১২. হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল স্বরূপ এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তাহাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। আমানতদার রাখালস্বরূপ, তাহাকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে, গৃহকর্তা তাহার গৃহবাসীদের রাখালস্বরূপ, তাহাকে উহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। গৃহকর্ত্রী তাহার স্বামীর ঘরের রাখালস্বরূপ, তাহাকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। মনে রাখিও, তোমাদের প্রত্যেককেই (কোন না কোনভাবে) রাখালস্বরূপ এবং প্রত্যেককে তাহার সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

٢١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ ، عَنْ اَبِىْ سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ اَنَّا اشْتَهَيْنَا اَهْلِيْنَا فَسَأَلْنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا فِىْ اَهْلِيْنَا فَاَخْبَرْنَاهُ ، وَكَانَ رَفِيْقًا رَحِيْمًا ، فَقَالَ : اِرْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ ، فَعَلِّمُوْهُمْ

وَمُرُوْهُمْ ، وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى اُصَلِّىْ ، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ " –

২১৩. হযরত আবূ সুলায়মান মালিক ইব্ন হুয়ায়রিস (রা) বলেন ঃ আমরা কতিপয় সমবয়সী যুবক নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম এবং বিশ দিন পর্যন্ত তাঁহার খেদমতে থাকিলাম। তিনি তখন অনুভব করিলেন যে আমরা ঘরে ফিরিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছি। তখন তিনি আমাদের বাটীস্থ লোকজন সম্পর্কে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা নিজ নিজ বাটীর অবস্থা তাঁহার কাছে বিবৃত করিলাম। তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও দয়ালু ছিলেন। বলিলেন ঃ আচ্ছা, এইবার তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়া যাও! তাহাদিগকে গিয়া (এখানে যাহা শিখিয়া গেলে তাহা) শিক্ষা দাও এবং সৎকাজের আদেশ কর এবং আমাকে যে ভাবে নামায পড়িতে দেখিলে, সেরূপ নামায পড়িও। যখন নামাযের সময় হইবে, তখন তোমাদের মধ্যকার একজন উঠিয়া আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার যে সবার বড়, সে ইমামতি করিবে।

١٠٩- بَابُ الْمَرْاَةِ رَاعِيَةٌ

১০৯. অনুচ্ছেদ ঃ নারী ঘরের রাখাল

٢١٤. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ : اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : اَخْبَرَنِى سَالِمٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ " كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهِ اَلاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَالْخَادِمُ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ " –

سَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ، وَاَحْسِبُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ " وَالرَّجُلُ فِىْ مَالِ اَبِيْهِ " –

২১৪. এই হাদীসখানি ২০৬ ও ২১২ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। একটি বাক্য অতিরিক্ত আছে; তাহা হইল ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ এই সব কথা আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে শুনিয়াছি এবং আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি আরও বলিয়াছেন 'এবং পুরুষ তাহার পিতার সম্পত্তির রাখাল স্বরূপ।'

١١٠- بَابُ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْف فَلْيُكَافِئْهُ

১১০. অনুচ্ছেদ ঃ উপকারীর প্রত্যুপকার করা কর্তব্য

٢١٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ شُرَحْبِيْلَ مَوْلَى الاَنْصَارِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىِّ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ

ﷺ " مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْف فَلْيَجْزِهِ - فَاِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَجْزِهِ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ اِذَا اَثْنٰى عَلَيْهِ ، فَقَدْ شَكَرَهُ وَاِنْ كَتَمَهُ ، فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ تَحَلّٰى بِمَا لَمْ يُعْطِ فَكَاَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَىْ زُوْرٍ " -

২১৫. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যাহার কোন উপকার করা হয়, তাহার উচিত উহার প্রত্যুপকার করা। যদি তাহার প্রত্যুপকারের সামর্থ্য না থাকে, তবে তাহার উপকারের প্রশংসা করা উচিত। কেননা, যখন সে উহার প্রশংসা করিল, তখন সে উহার কৃতজ্ঞতাই জ্ঞাপন করিল। আর যদি সে উহা গোপন করে, তবে সে উহার প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিল। আর যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে যে গুণ অনুপস্থিত সেই ভূষণেই নিজেকে ভূষিত বলিয়া প্রকাশ করিল, সে যেন দুইটি মিথ্যার পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করিল।

٢١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الاَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ ، فَاَعِيْذُوْهُ ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ ، فَاَعْطُوْهُ وَمَنْ اَتٰى اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ ، فَاِنْ لَمْ يَجِدُوْا ، فَادْعُوْا لَهُ ، حَتّٰى يَعْلَمَ اَنْ قَدْ كَافَئْتُمُوْهُ " -

২১৬. হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নামে শরণ কামনা করে, তাহাকে শরণ দাও! যে আল্লাহ্র নামে যাঞ্চা করে, তাহার যাঞ্চা পূরণ কর। যে তোমাদের উপকার করে, তোমরা উহার প্রত্যুপকার কর!!! যদি তোমাদের প্রত্যুপকারের সামর্থ্য না থাকে, তবে উপকারীর জন্য দু'আ কর, যাহাতে সে জানিতে পারে যে তোমরা তাহার প্রত্যুপকার করিয়াছ।

١١١- بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمُكَافَئَةَ فَلْيَدْعُ لَهُ

১১১. অনুচ্ছেদ ঃ উপকারী প্রত্যুপকার করিতে না পারিলে তাহার জন্য দু'আ করিবে

٢١٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! ذَهَبَ الاَنْصَارُ بِالاَجْرِ كُلِّهِ ، قَالَ " لاَ - مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَاَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ بِهِ " -

২১৭. হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে একদা মুহাজিরগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সমুদয় পূণ্য তো আনসারগণই লুটাইয়া লইলেন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদের জন্য দু'আ করিতে থাকিবে এবং তাহাদের উপকারের প্রশংসা করিতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নহে।

١١٢- بَابُ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ لِلنَّاسِ

১১২. অনুচ্ছেদ ঃ যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে

٢١٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : " لاَ يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ " -

২১৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে, সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞ নহে।

٢١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ " قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلنَّفْسِ : اُخْرُجِى قَالَتْ : لاَ اَخْرُجُ اِلاَّ كَارِهَةً "

২১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নফ্স বা আত্মাকে বলিলেন, বাহির হইয়া পড়! সে বলিল, আমি স্বেচ্ছায় তো বাহির হইব না ; তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপারগ হইয়া।

١١٣- بَابُ مَعُوْنَةِ الرَّجُلِ اَخَاهُ

১১৩. অনুচ্ছেদ ঃ অপর ভাইয়ের সাহায্য করা

٢٢٠- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ بْنُ اُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِى مَرْوَاحٍ ، عَنْ اَبِى ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قِيْلَ : اَىُّ الاَعْمَالِ خَيْرٌ ؟ " اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ ، وَجِهَادٌ فِى سَبِيْلِهِ " ، قِيْلَ : فَاَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ " اَغْلاَهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا " قَالَ : اَفَرَأَيْتَ اِنْ لَمْ اَسْتَطِعْ بَعْضَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ " فَتُعِيْنُ صَانِعًا ، اَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقٍ " قَالَ : اَفَرَأَيْتَ اِنْ ضَعُفْتُ ؟ قَالَ : تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ ، تَصَدَّقُ بِهَا عَلٰى نَفْسِكَ "

২২০. হযরত আবূ যার (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল, সর্বোত্তম আমল কি? ফরমাইলেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং আল্লাহ্র রাহে জিহাদ। প্রশ্ন করা হইল, সর্বোত্তম গোলাম কে? ফরমাইলেন ঃ যাহার মূল্য সর্বাধিক এবং যে তাহার মালিকের নিকট প্রিয়তর। প্রশ্নকারী বলিল ঃ আমি যদি উহা করিতে না পানি, তাহা হইলে সেই সাওয়াব পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা কী? ফরমাইলেন ঃ তাহা

হইলে কোন কাজের লোকের কাজে সাহায্য কর অথবা কোন আনাড়ীর কাজটুকু গুছাইয়া দাও! সে ব্যক্তি বলিল, যদি উহাও করিতে আমি অপারগ হই? ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে তোমার অনিষ্ট হইতে লোকজনকে নিরাপদ থাকিতে দাও। কেননা, উহাও সাদাকা বিশেষ--যাহা দ্বারা তোমার জানের সাদাকা আদায় হইয়া যাইবে।

١١٤- بَابُ اَهْلِ الْمَعْرُوْفِ فِى الدُّنْيَا اَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِى الْاٰخِرَةِ

১১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইহকালের সৎকর্মশীলগণই পরকালেরও সৎকর্মশীল

٢٢١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ هَاشِمٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ نُصَيْرُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ قُبَيْصَةَ بْنِ يَزِيْدَ الاَسَدِىُّ ، عَنْ فُلَانٍ قَالَ : سَمِعْتُ بُرْمَةَ بْنَ لَيْثِ بْنِ بُرْمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ قُبَيْصَةَ بْنَ بُرْمَةَ الاَسَدِىَّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ " اَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِى الدُّنْيَا ، هُمْ اَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَهْلُ الْمُنْكَرِ فِى الدُّنْيَا ، هُمْ اَهْلُ الْمُنْكَرِ فِى الْاٰخِرَةِ "

২২১. কুবায়সা ইব্‌ন বুরমা আল্ আসাদী (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ দুনিয়ার সৎকর্মশীলরাই আখিরাতের সৎকর্মশীল (বলিয়া গণ্য হইবে) এবং দুনিয়ার অসৎকর্মশীলরাই আখিরাতেও অসৎকর্মশীল (বলিয়া গণ্য হইবে)।

٢٢٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ عَاصِمٍ وَكَانَ حَرْمَلَةُ اَبَا اُمِّهِ فَحَدَّثَتْنِىْ صَفِيَّةُ ابْنَةُ عُلَيْبَةَ وَدُحَيْبَةُ ابْنَةُ عُلَيْبَةَ وَكَانَ جَدُّهُمَا حَرْمَلَةَ اَبَا اَبِيْهِمَا اَنَّهُ اَخْبَرَهُمْ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، اَنَّهُ خَرَجَ حَتّٰى اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَكَانَ عِنْدَهُ حَتّٰى عَرِفَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا ارْتَحَلَ قُلْتُ فِىْ نَفْسِىْ : وَاللّٰهِ لاٰتِيَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَتّٰى اَزْدَادَ مِنَ الْعِلْمِ فَجِئْتُ اَمْشِىْ حَتّٰى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِىْ اَعْمَلُ ؟ قَالَ " يَا حَرْمَلَةُ ! ائْتِ الْمَعْرُوْفَ ، وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ " ثُمَّ رَجَعْتُ حَتّٰى الرَّاحِلَةَ ثُمَّ اَقْبَلْتُ حَتّٰى قُمْتُ مَقَامِىْ قَرِيْبًا مِّنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا تَأْمُرُنِىْ اَعْمَلُ ؟ قَالَ " يَا حَرْمَلَةُ ! ائْتِ الْمَعْرُوْفَ ، وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ ، وَانْظُرْ مَا يُعْجِبُ اُذُنَكَ اَنْ يَّقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَأْتِهِ ، وَانْظُرْ اَلَّذِىْ تَكْرَهُهُ ، اَنْ يَقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَاجْتَنِبْهُ " فَلَمَّا رَجَعْتُ تَفَكَّرْتُ فَاِذَا هُمَا لَمْ يَدَعَا شَيْئًا -

২২২. হারমালা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। তিনি বলেন ঃ যখন আমি বিদায় হইয়া যাইব, তখন আমি মনে মনে বলিলাম, কসম আল্লাহ্‌র, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট যাইব এবং আমার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিব। তখন আমি তাঁহার নিকট গেলাম এবং একেবারে তাঁহার সম্মুখেই গিয়া দাঁড়াইলাম। আমি বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে কী আমল করিতে উপদেশ দেন? তিনি তখন ফরমাইলেন ঃ হে হারমালা! সৎকর্ম করিবে এবং গর্হিত কর্ম হইতে দূরে থাকিবে। তুমি ভাবিয়া দেখিবে, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার প্রস্থানের পর কী বলিলে তুমি সুখানুভব করিবে এবং তাহাই করিবে এবং ভাবিয়া দেখিবে, তোমার প্রস্থানের পর তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন কী বলিলে তুমি তাহা অপছন্দ করিবে, তুমি তাহা করিবে না। হারমালা বলেন ঃ যখন আমি প্রত্যাবর্তন করিলাম, তখন ভাবিয়া দেখিলাম, উহা তো এমন দুইটি কথা--যাহাতে আর কিছুই বাদ পড়ে নাই।

٢٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ : ذُكِرَتْ لاَبِى حَدِيْثُ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ اَنَّهُ قَالَ : اِنَّ اَهْلَ الْمَعْرُوْفِ فِى الدُّنْيَا هُمْ اَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِى الأُخِرَةِ فَقَالَ اِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْ اَبِىْ عُثْمَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَلْمَانَ - فَعَرَفْتُ اَنَّ ذَاكَ كَذَاكَ فَمَا حَدَّثْتُ بِهِ اَحَدًا قَطُّ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২২৩. ২২১ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন সূত্রে।

١١٥- بَابُ اِنَّ كُلَّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি সৎকর্ম সাদাকা স্বরূপ

٢٢٤- و حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ. عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ "

২২৪. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেকটি সৎকর্ম সাদাকা স্বরূপ।

٢٢٥- حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ اَبِى بُرْدَةَ ابْنِ اَبِىْ مُوْسٰى ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهٖ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ " قَالُوْا : وَاِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ " فَيَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ "

قَالُوْا : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ " فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ " قَالُوْا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ " فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ ، أَوْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ " قَالُوْا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ السَّرِّ ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ" -

২২৫. হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ প্রতিটি মুসলমানের উপর সাদাকা ওয়াজিব। সাহাবীগণ আরয কলিলেন ঃ যদি কাহারও কাছে সাদাকা করার মত কিছু না থাকে? ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে সে স্বহস্তে কাজ করিয়া নিজেকে উপকৃত করিবে এবং সাদাকা করিবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করিলেন, যদি তাহার সেই সামর্থও না থাকে? ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে সে কোন ভগ্নহৃদয় দুঃস্থজনের সাহায্য করিবে। সাহাবীগণ আরয করিলেন ঃ যদি সে তাহাও না করে? ফরমাইলেন ঃ তবে সে কল্যাণের আদেশ করিবে। তাহারা বলিলেন ঃ যদি সে তাহাও না করে? ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে সে অনিষ্ট সাধন হইতে বিরত থাকিবে, কেননা উহাই তাহার জন্য সাদাকা স্বরূপ।

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّ أَبَا مِرْوَاحٍ الْغِفَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ " إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ " قَالَ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ " أَغْلَاهَا ثَمَنًا ، وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا " قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ "تُعِيْنُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ " قَالَ : أَرَأَيْتُ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ " تَدَعُ النَّاسَ مِنَ السَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ "

২২৬. [২২০নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি--ভিন্ন সূত্র]

٢٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنَ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلٰى أَبِيْ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّئْلِيِّ ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْأُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ وَتَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَبُضْعُ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" قِيْلَ : فِيْ شَهْوَتِهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ " لَوْ وَضَعَ فِي الْحَرَامِ ، وَلَيْسَ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ فَكَذٰلِكَ إِنْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ"

২২৭. হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ রাসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করা হইল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। বিত্তবানগণ তো সকল পুণ্য লুটিয়া লইলেন! আমরা যেমন নামায পড়ি, তাঁহারাও তেমনি নামায পড়েন, আমরা যেমন রোযা রাখি তাঁহারাও তেমনি রোযা রাখেন। উপরন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ সাদাকা-খয়রাত করেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাদের জন্য সাদাকার ব্যবস্থা রাখেন নাই? নিঃসন্দেহে প্রতিটি তাসবীহ্ ও তাহ্মীদ সাদাকাস্বরূপ এবং তোমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কও সাদাকা বিশেষ। সাহাবীগণ আরয করিলেন ঃ কামরিপু চরিতার্থ করার মধ্যেও আবার সাদাকা আছে নাকি? ফরমাইলেন ঃ কেন না হইবে? যদি সে উহা নিষিদ্ধ স্থানে চরিতার্থ করিত, তবে কি উহা তাহার জন্য পাপের বোঝা স্বরূপ হইত না? ঠিক তেমনিভাবে যদি সে উহা হালালভাবে চরিতার্থ করে, তবে উহার জন্য তাহার পুণ্যও রহিয়াছে।

١١٦- بَابُ اِمَاطَةِ الاَذٰى

১১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ

٢٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنْ اَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ اَبِى الْوَازِعِ جَابِرٍ عَنْ اَبِى بُرْزَةَ الاَسْلَمِىِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يُدْخِلُنِىْ الْجَنَّةَ قَالَ اَمِطِ الاَذٰى عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ " -

২২৮. হযরত আবূ বুরযা আসলামী (রা) বলেন, আমি আরয করিলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন--যাহা আমাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবে। ফরমাইলেন ঃ লোকজনের চলার পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরাইবে।[১]

٢٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " مَرَّ رَجُلٌ بِشَوْكٍ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ : لَاُمِيْطَنَّ هٰذَا الشَّوْكَ ، لاَ يَضُرُّ رَجُلاً مُسْلِمًا فَيُغْفِرَ لَهٗ -

২২৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রমকালে তাঁহার পথে কাঁটা পড়িল। সে বলিল, আমি অবশ্যই এই কাঁটা অপসারিত করিব--যাহাতে উহা কোন মুসলমানের কষ্টের কারণ হইতে না পারে। তাঁহাকে এই জন্য মার্জনা করা হইল।

٢٣٠- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ يَحْىَ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ اَبِى الاَسْوَدِ الدِّئْلِىِّ ، عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " عُرِضَتْ

১. বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে এই আমলটিকে ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

عَلَىَّ اَعْمَالُ اُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُّ فِى مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا اَنَّ الاَذٰى يُمَاطُ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُّ فِى مَسَاوِىْ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِى الْمَسْجِدِ لاَتُدْفَنُ "

২৩০. হযরত আবূ যার (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ আমার নিকট উম্মাতের সমুদয় আমল পেশ করা হইল। আমি তাহাদের নেক আমলসমূহের মধ্যে রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর পুণ্যও পাইলাম এবং তাহাদের বদ্ আমলসমূহের মধ্যে মসজিদে নিক্ষিপ্ত থুথুও পাইলাম--যাহা মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয় নাই।

١١٧- بَابُ قَوْلِ الْمَعْرُوْفِ

১১৭. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম কথা

٢٣١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسِ الْهَمْدَانِىُّ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطَمِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ " -

২৩১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ খুতামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ প্রত্যেকটি সৎকর্ম এক একটি সাদাকা বিশেষ।

٢٣٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِالشَّىْءِ يَقُوْلُ " اذْهَبُوْا بِهِ اِلٰى فُلاَنَةٍ ، فَاِنَّهَا كَانَتْ صَدِيْقَةٌ خَدِيْجَةٍ اِذْهَبُوْا بِهِ اِلٰ بَيْتِ فُلاَنَةٍ فَاِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيْجَةَ " -

২৩২. হযরত আনাস (রা) বলেন, যখনই নবী করীম (সা)-এর নিকট কোথাও হইতে কোন কিছু আসিত, তখন তিনি প্রায়ই বলিতেন, যাও, অমুক রমণীকে দিয়া আস; কেননা, তিনি খাদীজার বান্ধবী ছিলেন, যাও, উহা অমুক মহিলার গ্বরে দিয়া আস ; কেননা খাদীজাকে বালবাসিতেন।

٢٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الاَشْجَعِىِّ ، عَنْ رِبْعِىِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ " كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ "

২৩৩. হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ তোমাদের নবী (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ প্রত্যেকটি সৎকর্মই সাদাকা বিশেষ।

١١٨- بَابُ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَبْقَلَةِ وَحَمْلِ الشَّىْءَ عَلٰى عَاتِقِهِ اِلٰى اَهْلِهِ بِالزَّبِيْلِ

১১৮. অনুচ্ছেদ ঃ সব্জি বাগানে যাওয়া ও জাম্বিল কাঁধে উঠানো

٢٣٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ اُسَامَةَ ، عَنْ مَسْعَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ قُرَّةَ الْكِنْدِىِّ قَالَ : عَرَضَ اَبِىْ عَلٰى سَلْمَانَ اُخْتَهُ فَاَبٰى

وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةُ - فَبَلَغَ اَبَا قُرَّةَ اَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ شَيْءٌ فَاَتَاهُ يَطْلُبُهُ فَاُخْبِرَ اَنَّهُ فِيْ مَبْقَلَةٍ لَهُ ، فَتَوَجَّهَ اِلَيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زُبِيْلٌ فِيْهِ بَقْلٌ قَدْ اَدْخَلَ عَصَاهُ فِيْ عُرْوَةِ الزُّبِيْلِ وَهُوَ عَلٰى عَاتِقِهِ فَقَالَ : يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ، مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ ؟ قَالَ يَقُوْلُ سَلْمَانُ ، [وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً] (١٢ الاسراء : ١١) فَانْطَلَقَا حَتّٰى اَتَيَا دَارَ سَلْمَانَ ، فَدَخَلَ سَلْمَانُ الدَّارَ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ اَذِنَ لِاَبِيْ قُرَّةَ فَدَخَلَ فَاِذَا نَمَطٌ مَوْضُوْعٌ عَلٰى بَابٍ وَعِنْدَ رَأْسِهِ لَبِنَاتٌ وَاِذَا قُرْطَاطٌ فَقَالَ : اِجْلِسْ عَلٰى فِرَاشِ مَوْلَاتِكَ الَّتِيْ تُمَهِّدُ لِنَفْسِهَا ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ : اِنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُحَدِّثُ بِاَشْيَاءٍ ، كَانَ يَقُوْلُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَضَبِهِ ، لِاَقْوَامٍ فَاُوْتَى فَاُسْئَلُ عَنْهَا فَاَقُوْلُ : حُذَيْفَةُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُ وَاَكْرَهُ اَنْ تَكُوْنَ ضَغَائِنُ بَيْنَ اَقْوَامٍ فَاُتِيَ حُذَيْفَةُ فَقِيْلَ لَهُ : اِنَّ سَلْمَانَ لَا يُصَدِّقُكَ وَلَا يُكَذِّبُكَ بِمَا تَقُوْلُ فَجَاءَنِيْ حُذَيْفَةُ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ بْنُ اُمِّ سَلْمَانَ ! فَقُلْتُ : يَا حُذَيْفَةُ بْنُ اُمِّ حُذَيْفَةَ ! لَتَنْتَهِيَنَّ اَوْ لَاَكْتُبَنَّ فِيْكَ اِلٰى عُمَرَ فَلَمَّا خَوَّفْتُهُ بِعُمَرَ تَرَكَنِيْ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مِنْ وُلْدِ اٰدَمَ اَنَا فَاَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ اُمَّتِيْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً ، اَوْ سَبَبْتُهُ سَبَّةً فِيْ غَيْرِ كُنْهِهِ ، فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِ صَلَاةً " -

২৩৪. হযরত উমার ইব্ন আবু কুররা কিন্দী বলেন, আমার পিতা আবুল কুররা সালমানের নিকট তাঁহার বোনের বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহারই বুকায়রা নাম্নী আযাদকৃত দাসীকে বিবাহ করিলেন। একদা আবু কুররা সালমান এবং হুযায়ফার মধ্যে কোন এক বিষয় নিয়া মনোমালিন্য হওয়ার কথা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সালমানের খোঁজে (তাঁহার বাড়ীতে) গেলেন। তাঁহাকে জানান হইল যে, তিনি তাঁহার সব্জি বাগানে গিয়াছেন। তখন তিনি তথায় রওয়ানা হইলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন তাঁহার কাছে শাক ভর্তি ঝুঁড়ি ছিল এবং তিনি উহার হাতলের মধ্যে তাঁহার লাঠি ঢুকাইয়া উহা কাঁধে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। তখন তিনি সালমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ্‌র পিতা! তোমার এবং হুযায়ফার মধ্যে কী ব্যাপার ঘটিয়াছে।

রাবী আবু কুররা বলেন, তখন সালমান (রা) বলিলেন ঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً "মানুষ জাতটা স্বভাবত বড়ই ব্যস্ত বাগি্‌শ।" (কুরআন, ১৭ ঃ ১১) অতঃপর তাঁহারা দুইজনে রাস্তা চলিতে চলিতে সালমানের ঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সালমান তখন ঘরে প্রবেশ করিয়া 'আস্‌সালামু আলাইকু' বলিলেন এবং আবূ কুররাকে ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য ডাকিলেন। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই দ্বার প্রান্তে পাতিয়া রাখা

একখানা মাদুর এবং শিয়রে কয়েকটি ইট দেখিতে পাইলেন। সালমান বলিলেন, আপনার দাসীর বিছানায় বসিয়া পড়ুন, সে উহা নিজের জন্য বিছাইয়া রাখিয়াছে।

অতঃপর তিনি তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং (পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাব স্বরূপ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্রুদ্ধ অবস্থায় যাহা বিভিন্ন জনকে বলিতেন। হুযায়ফা (রা) তাহাই লোকসমক্ষে বর্ণনা করিয়া থাকেন। লোকজন আসিয়া আমাকে ঐ সবের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিত। আমি বলিতাম, হুযায়ফাই তাহা ভাল জানেন। আমি চাহিতাম না যে, লোকজনের মধ্যে মনোমালিন্য হউক। তখন তাহারা আবার হুযায়ফার কাছে গিয়া বলিত—"সালমান তো আপনার বক্তব্যকে অনুমোদনও করেন না, আবার উহাকে মিথ্যাও প্রতিপন্ন করেন না।" তখন হুযায়ফা (রা) আমার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং (ক্রুদ্ধস্বরে) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হে সালমানের মায়ের পুত্র সালমান" আমিও বলিয়া উঠিলাম—"হে হুযায়ফার মায়ের পুত্র হুযায়ফা!" তুমি এরূপ কর্ম হইতে বিরত হইবে, নাকি আমি হযরত উমর (রা)-কে তোমার সম্পর্কে লিখিয়া জানাইব?

আমি যখন তাঁহাকে উমরের ভয় প্রদর্শন করিলাম, তখন তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) (দু'আর ছলে) বলিয়াছেন ঃ আমিও (রক্ত মাংশে গড়া) আদমেরই সন্তান। সুতরাং (মানবীয় দুর্বলতাবশত) আমার যে উম্মাতকে আমি অকারণে অভিশাপ দেই বা গালি দেই (হে আল্লাহ্), উহাকে তাহার পক্ষে আশীর্বাদ করিয়া দাও।

٢٣٥- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِیْ شَیْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا یَحْیٰی بْنُ عِیْسٰی ، عَنِ الاَعْمَشِ ، عَنْ حَبِیْبٍ ، عَنْ سَعِیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ، اَخْرِجُوْا بِنَا اِلٰی اَرْضِ قَوْمِنَا فَخَرَجْنَا فَكُنْتُ اَنَا وَاُبَیُّ بْنَ كَعْبٍ فِیْ مُؤَخَّرِ النَّاسِ فَهَاجَتْ سَحَابَة فَقَالَ اُبَیَّ اَللّٰهُمَّ ! اَصْرِفْ عَنَّا اَذَاهَا فَلَحِقْنَا هُمْ وَقَدْ اِبْتَلَّتْ رِحَالُهُمْ فَقَالُوْا : مَا اَصَابَكُمُ الَّذِیْ اَصَابَنَا ، قُلْتُ : اِنَّهُ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ یَّصْرِفَ عَنَّا اَذَاهَا فَقَالَ عُمَرُ أَلاَدَعَوْتُمْ لَنَا مَعَكُمْ ؟

২৩৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) আমাদিগকে বলিলেন ঃ চল, একবার আমাদের খামার এলাকায় বেড়াইয়া আসি। (সত্য সত্যই) আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। আমি এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ছিলাম কাফেলার মধ্যে সবার পিছনে। এমন সময় আকাশে মেঘ করিল। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) দু'আ করিলেন ঃ প্রভু, আমাদের উপর হইতে উহার কষ্ট সরাইয়া দাও!

অতঃপর যখন আমরা কাফেলার অন্যান্যদের সহিত গিয়া মিলিত হইলাম, তখন তাঁহাদের উটের হাওদাসমূহ ভিজিয়া রহিয়াছিল। তখন তাহারা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের উপর যে বৃষ্টি বর্ষিত হইল তাহা কি তোমাদের উপর বর্ষিত হয় নাই? জবাবে আমি বলিলাম ঃ উনি (উবাই ইব্ন কা'ব) আল্লাহ্র নিকট উহার কষ্ট সরাইয়া নিবার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন (ফলে, বৃষ্টি আমাদিগকে স্পর্শ করে নাই)। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তোমাদের সহিত আমাদিগকেও দু'আয় শামিল করিয়া লইলে না কেন?

١١٩- بَابُ الْخُرُوْجِ إِلَى الضَّيْعَةِ

১১৯. অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর বাগানে বেড়াইতে যাওয়া

٢٣٦- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَكَانَ لِىْ صَدِيْقًا فَقُلْتُ : أَلاَ تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيْصًا لَهُ -

২৩৬. হযরত আবূ সালামা (রা) বলেন, আমি একদা (হযরত) আবূ সাঈদ্ খুদ্‌রী (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তাঁহাকে বলিলাম, চলুন না একবার খেজুর বাগানে বেড়াইয়া আসি! তিনি (আমার প্রস্তাবে সাড়া দিলেন এবং) বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার গায়ে একখানা কাল চাদর জড়ান ছিল।

٢٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ أُمِّ مُوْسَى قَالَتْ : سَمِعْتُ عَلِيًّا صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقُوْلُ: أَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ أَنْ يَّصْعَدَ شَجَرَةً فَيَأْتِيْهِ مِنْهَا بِشَىْءٍ فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ عَبْدِ اللّٰهِ فَضَحِكُوْا مِنْ حَمُوْشَةِ سَاقَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَا تَضْحَكُوْنَ؟ لَرِجْلُ عَبْدِ اللّٰهِ أَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ أُحُدٍ.

২৩৭. হযরত আলী (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে গাছে চড়িয়ে ফল পাড়িয়া আনিতে হুকুম করিলেন। (ইব্‌ন মাসউদ (রা) যখন গাছে চড়িলেন) তখন সাথীদের নযর তাঁহার পায়ের গোছার দিকে পড়িল। তাঁহার পায়ের গোছাদ্বয় অত্যন্ত কৃশ হওয়ার দরুণ তাঁহার হাসাহাসি করিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ তোমরা কি হাসাহাসি করিতেছ? পাপ-পুণ্যের ওজনের পাল্লায় পা ওহুদ পাহাড়ের চাইতেও অধিকতর ভারী প্রতিপন্ন হইবে।

١٢٠- بَابُ الْمُسْلِمِ مِرْآةُ الْمُسْلِمِ

১২০. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের দর্পণ স্বরূপ

٢٣٨- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيْهِ إِذَا رَأَى فِيْهِ عَيْبًا أَصْلَحَهُ -

২৩৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি হইতেছে তাহার অপর ঈমানদার বাইয়ের দর্পণ স্বরূপ। সে যখন তাহার মধ্যে কোনরূপ দোষ দেখিতে পাইবে, তখন সে তাহাকে সংশোধন করিয়া দিবে।

٢٣٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ - وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَائِهِ " -

২৩৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি হইতেছে তাহার অপর ভাইয়ের দর্পণস্বরূপ এবং এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। সে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার মালের হিফাযত করিবে এবং তাহার অসাক্ষাতেও তাহার প্রতি সমর্থন জানাইবেন।

٢٤٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ حَيْوَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ وَقَّاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْمَسْتَوْرَدِ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " مَنْ اَكَلَ بِمُسْلِمٍ اُكْلَةً ، فَاِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِىَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْسُوْهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْمُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

২৪০. হযরত মুস্তাওরাদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে কেহ মুসলমানের মাল হইতে অবৈধভাবে একটি লুক্‌মাও গ্রাস করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম হইতে অনুরূপ এক লুক্‌মা খাওয়াইবেন এবং যে কেহ কোন মুসলমানের বস্ত্র অবৈধভাবে কুক্ষিগত করিয়া পরিবে, আল্লাহ্ তাহাকে জাহান্নামের অনুরূপ বস্ত্র পরাইবেন এবং যে কেহ কোন মুসলমানের মুকাবিলায় প্রদর্শন ও খ্যাতির আসন অবলম্বন করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কিয়ামতের দিন প্রদর্শন ও খ্যাতিজনিত অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবেন।

١٢١- بَابُ لاَ يَجُوْزُ مِنَ اللَّعْبِ وَالْمَزَاحِ

১২১. অনুচ্ছেদ ঃ অবৈধ হাসি-ঠাট্টা

٢٤١- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ يَقُوْلُ " لاَ يَأْخُذُ اَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاَ عَبًا وَلاَ جَادًا - فَاِذَا اَخَذَ اَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ . فَلْيَرُدُّهَا اِلَيْهِ "

২৪১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাইব তাঁহার পিতার এবং তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তাহার কোন সাথীর কোন বস্তু না ধরে--ঠাট্টাচ্ছলেও নহে, গম্ভীরভাবেও নহে। একান্তই কেহ যদি তাহার সাথীর লাঠি সরাইয়াও থাকে, তবে তাহার উচিত তাহা ফিরাইয়া দেওয়া।

١٢٢- بَابُ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ

১২২. অনুচ্ছেদ ঃ পুণ্যের পথ যে দেখায়

٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ ، عَنْ اَبِى مَسْعُوْدِ الاَنْصَارِىِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : اِنِّىْ فَاَحْمِلْنِىْ قَالَ " لاَ اَجِدُ وَلٰكِنْ ائْتِ فُلاَنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يُّحْمِلَكَ " فَاَتَاهُ فَحَمَلَهُ- فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ ، فَلَه مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِه " -

২৪২. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আমি অত্যন্ত শ্রান্ত-কাহিল হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে একটি বাহন দান করুন! তিনি ফরমাইলেন, আমার কাছে তো উহা নাই, তুমি বরং অমুকের কাছে যাও, হয়ত বা সে তোমাকে বাহন দিতে পারিবে। তখন সে ব্যক্তি ঐ লোকের নিকট গেল এবং সেই ব্যক্তি তাহাকে বাহন দান করিল। তখন সেই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতের পুনরায় হাযির হইয়া তাঁহাকে উহা অবগত করিল। তখন তিনি ফরমাইলেন ঃ যে কেহ কোন পুণ্যের পথ দেখায়, পূণ্যকারীর তুল্য সাওয়াব সেও লাভ করিবে।

١٢٣- بَابُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ النَّاسِ

১২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষমাপরায়ণতা

٢٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِىْءَ بِهَا فَقِيْلَ : اَلاَ نَقْتُلُهَا ؟ قَالَ " لاَ "
قَالَ فَمَازِلْتُ اَعْرِفُهَا فِىْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৪৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা জনৈকা ইয়াহূদী রমণী নবী করীম (সা)-এর নিকট বিষাক্ত ছাগ-মাংস নিয়া আসিল। তিনি তাহা হইতে কিছুটা খাইলেন। [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহে বিষের ক্রিয়া শুরু হইলে] তাহাকে ধরিয়া আনা হইল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরা কি উহাকে হত্যা করিব না? ফরমাইলেন ঃ না। রাবী হযরত আনাস (রা) বলেন? আমি আজীবন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখ-গহ্বরে সেই বিষের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছি।

٢٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿خُذِ

الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ﴾ [/ ٧ الأعراف ١٩٩ /] قَالَ : وَاللّٰهِ ! مَا أُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ الاَّ مِنْ اَخْلاَقِ النَّاسِ وَاللّٰهِ ! لاَخُذَنَّهَا مِنْهُمْ مَا صَحِبْتُهُمْ -

২৪৪. ওহাব ইব্‌ন কায়সান বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে মিম্বরে উপর দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি ঃ "ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ কর এবং গোঁয়ারদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিও না।" (কুরআন, ৭ ঃ ১৯৯) তিনি বলেন ঃ কসম আল্লাহ্র! লোকদের উত্তম চরিত্র ছাড়া আর কিছু গ্রহণের আদেশ এই আয়াতের দ্বারা দেওয়া হয় নাই। কসম আল্লাহ্র, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদের সাহচর্যে থাকিব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উহা তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে থাকিব।

٢٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاؤُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا ، وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ " -

২৪৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ জ্ঞান দান কর! সহজ কর!! কঠিন করিও না এবং যখন তোমাদের মধ্যকার কেহ ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহার মৌনতা অবলম্বন করা উচিত।

١٢٤- بَابُ الاِنْبِسَاطِ اِلَى النَّاسِ

১২৪. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের সহিত হাসিমুখে মেলামেশা করা

٢٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ : اَخْبِرْنِيْ عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى التَّوْرَاةِ قَالَ فَقَالَ : اَجَلْ وَاللّٰهِ ! اِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِى التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِى الْقُرْاٰنِ ﴿يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا﴾ [/ ٣٣ الاحزاب ٤٥ /] وَحِرْزًا لِلاُمِّيِّنَ - اَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ صَخَّابٍ فِى الاَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ، حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ - بِاَنْ يَقُوْلُوْا : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيَفْتَحُوْا بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا ، وَاٰذَانًا صُمًّا ، وَقُلُوْبًا غُلْفًا -

২৪৬. আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন 'আস (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম ঃ তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষসমূহ সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। তখন তিনি বলিলেন হ্যাঁ, (তাহাই হইবে) নিঃসন্দেহে তাওরাতেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমন কতিপয় বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে--যাহা দ্বারা কুরআন শরীফে তিনি বিশেষিত হইয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ـ

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।"-(সূরা আহ্‌যাব ঃ ৪৫)

এবং 'নিরক্ষরদের শরণ স্থল', 'আপনি আমার দাস ও আমার পয়গামবাহী রাসূল' আমি আপনার নামকরণ করিয়াছি 'মুতাওয়াক্কিল' আল্লাহ্‌তে নির্ভরশীল। রুক্ষ মেজাজ, দুর্মুখ বা হাট-বাজারে শোরগোলকারী নহেন, দুর্ব্যবহার দ্বারা দুর্ব্যবহারের জবাব দেন না, বরং মার্জনা ও ক্ষমা করিয়া দেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে উঠাইবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দ্বারা বক্রমুখী জাতিকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং তাহারা বলিবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্--'আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোন উপাস্য নাই' এবং উহার দ্বারা তিনি অন্ধ চক্ষুকে উন্মীলিত, বধির কানকে শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন এবং অর্গলবদ্ধ অন্তরসমূহকে অর্গলমুক্ত করিবেন।

٢٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ هِلَالِ ابْنِ لَبِىْ هِلَالٍ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْقُرْاٰنِ ﴿ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴾[٣٣ / الأحزاب ٤٥ /] فِى التَّوْرَاةِ نَحْوَهُ -

২৪৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) বলেন, কুরআন শরীফের যে আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا 'হে নবী ! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।" আর তাওরাতেও অনুরূপভাবেই আছে।

٢٤٨- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ الْاَشْعَرِىُّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، هُوَ ابْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِىُّ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، وَهُوَ يَحْىَ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ كَلَامًا مَا نَفَعَنِى اللّٰهُ بِهِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : " اِنَّكَ اِذَا اتَّبَعْتَ الرِّيْبَةَ فِى النَّاسِ اَفْسَدْتَّهُمْ " فَاِنِّىْ لَا اَتَّبِعُ الرِّيْبَةَ فِيْهِمْ فَاُفْسِدُهُمْ -

২৪৮. হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট এমন বাণী শুনিয়াছি যাহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। এবং আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ "যখন আপনি লোকজনের ব্যাপারে (কথায় কথায়) সন্দেহের বশবর্তী হইবেন, তখন আপনি তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিবেন।" সুতরাং আমি তাহাদের ব্যাপারে সন্দেহের বশবর্তী হইব না এবং তাহাদের সর্বনাশও সাধন করিব না।

٢٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَزْرَدٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: سَمِعَ أُذُنَاىَ هَاتَانِ وَبَصُرَ عَيْنَاىَ هَاتَانِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا، بِكَفَّيِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا وَقَدَمَيْهِ عَلٰى قَدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: "ارْقَهْ" قَالَ فَرَقَى الْغُلَامُ حَتّٰى وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "افْتَحْ فَاكَ" ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ قَالَ "اَللّٰهُمَّ! أَحِبَّهُ فَإِنِّىْ أُحِبُّهُ" -

২৪৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমার এই দুই কান শুনিয়াছে এবং আমার এই দুই চক্ষু দেখিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় দ্বারা হযরত হাসান অথবা হুসায়ন (রা)-এর হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন। (তাঁহাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক) তাঁর পদদ্বয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র পদদ্বয়ের উপরে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেছিলেন ঃ আরোহণ কর! তখন বালকটি চড়িতে থাকে এমন কি তাঁহার পদদ্বয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র বক্ষের উপর স্থাপন করিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ তোমার মুখ উন্মোচিত কর! অতঃপর তিনি তাহাকে চুমু খাইলেন এবং দু'আ করিলেন ঃ প্রভু! আপনি উহাকে দয়া করুন ; কেননা, আমি উহাকে ভালবাসি।

١٢٥- بَابُ التَّبَسُّمِ

১২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুচকি হাসি

٢٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُوْلُ: مَا رَأٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ اِلَّا تَبَسَّمَ فِىْ وَجْهِىْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "يَدْخُلُ مِنْ هٰذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ خَيْرِ ذِىْ يَمَنٍ عَلٰى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَكٍ" فَدَخَلَ جَرِيْرٌ -

২৫০. হযরত কায়স বলেন, আমি হযরত জারীর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আমার ইসলাম গ্রহণ অবধি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে যতবারই দিখিয়াছেন, আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসি হাসিয়াছেন। রাবী বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ এই দরজা দিয়া কল্যাণময় ও বরকতের অধিকারী

এক ব্যক্তি প্রবেশ করিবে--যাহার চেহারায় ফেরেশ্‌তার হস্ত স্পর্শ রহিয়াছে। এমন সময় জারীর (রা) সেই দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন।

٢٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَاحِكًا قَطُّ حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهْوَاتِهٖ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ ﷺ قَالَتْ : وَكَانَ اِذَا رَأٰى غَيْمًا اَوْ رِيْحًا عُرِفَ فِىْ وَجْهِهٖ - فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ ، فَرِحُوْا ، رَجَاءً اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَاَرَاكَ ، اِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَتْ فِىْ وَجْهِكَ الْكَرَاهَةُ ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ! مَا يُؤْمِنِّىْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ ؟ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَأٰى قَوْمُ الْعَذَابَ فَقَالُوْا : " هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا " -

২৫১. নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমন হাসি হাসিতে দেখি নাই যাহাতে তাঁহার আল্‌জিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসি হাসিতেন। তিনি আরও বলেন, যখনই তিনি মেঘের ঘনঘটা অথবা জোরে বাতাস বাহিতে দেখিতেন তখনই তাঁহার পবিত্র চেহারা ফ্যাকাশে হইয়া যাইত। একদা তিনি বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকে যখন মেঘের ঘনঘটা দেখে, তখনই বৃষ্টির আশায় উৎফুল্ল হয় আর আপনি যখন মেঘের ঘনঘটা দেখেন, তখন আপনার চেহারায় অসন্তুষ্টজনিত ফ্যাকাশে ভাব আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি! (উহার কারণ কী!) তখন তিনি ফরমাইলেন, হে আয়েশা! উহাতে যে আল্লাহ্‌র শাস্তি নিহিত নাই সেই নিশ্চয়তা আমাকে কে দেয়? একটি সম্প্রদায়কে তো প্রবল বায়ু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। সেই সম্প্রদায় যখন (প্রবল ঝঞ্ঝারূপী) শাস্তি আসিতে দেখিল, তখন বলিয়া উঠিল ঃ উহা আমাদিগকে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে! (কিন্তু কার্যত উহা আযাব ও গযবরূপে তাহাদের উপর নামিয়া আসিয়াছিল।

١٢٦- بَابُ الضَّحْكِ

১২৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাস্যালাপ

٢٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اَقِلَّ الضَّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ "

২৫২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ হাস্যালাপ কম করিও; কেননা, অধিক হাস্যালাপ অন্তরের মৃত্যু ঘটায়।

٢٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرَ ، عَنْ اَبِى اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " لاَ تُكْثِرُوْا الضَّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ " -

২৫৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন ঃ অধিক হাস্যালাপ করিও না; কেননা, অধিক হাস্যালাপ অন্তরকে নিষ্প্রাণ করিয়া ফেলে।

٢٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَارٍ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى رَهْطٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ ، يَضْحَكُوْنَ وَيَتَحَدَّثُوْنَ فَقَالَ " وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ ! لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا " ثُمَّ انْصَرَفَ وَاَبْكَى الْقَوْمُ وَاَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ : يَا مُحَمَّدُ ! لِمَ تَقْنَطُ عِبَادِىْ ؟ فَرَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ "اَبْشِرُوْا وَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا" -

২৫৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা তাঁহার কতিপয় সাহাবীর পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তখন তাঁহারা হাস্যালাপ ও গাল-গল্পে লিপ্ত ছিলেন। তখন তিনি ফরমাইলেন ঃ কসম সেই সত্তার--যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আমি যাহা অবগত আছি তাহা যদি তোমরা অবগত থাকিতে তবে তোমরা অবশ্যই কম হাসিতে এবং অধিক কাঁদিতে। অতঃপর তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং লোকজন কাঁদিতে লাগিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যাদেশ করিলেন ঃ "হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদিগকে কেন হতাশাগ্রস্ত করিতেছ?

তখন নবী করীম (সা) তাহাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বলিলেন তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ! (অথবা উৎফুল্ল হও!) (কথা ও কাজে) সরল পথ অবলম্বন কর এবং (সৎকার্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্র) নৈকট্য লাভে তৎপর হও!

١٢٧- بَابٌ اِذَا اَقْبَلَ اَقْبَلَ جَمِيْعًا وَاِذَا اَدْبَرَ اَدْبَرَ جَمِيْعًا

১২৭. অনুচ্ছেদ ঃ তুমি আবির্ভূত হলে সশরীরে আবির্ভূত হও এবং প্রস্থান করলেও সশরীরে প্রস্থান করো।

٢٥٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَي ابْنَةُ قَارِطٍ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ رُبَمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَيَقُوْلُ حُدَّثَنِيْهِ اَهْدَبُ الشُّفَرَيْنِ ، اَبْيَضُ الْكَشْحَيْنِ اِذَا اَقْبَلَ ، اَقْبَلَ جَمِيْعًا وَاِذَا اَدْبَرَ اَدْبَرَ جَمِيْعًا لَمْ تَرعَيْنٌ مِثْلَهُ وَلَنْ تَرَاهُ -

২৫৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরাত দিতে গিয়া অনেক সময় এইরূপ বলিতেন ঃ উহা আমাকে সেই মহাত্মা বর্ণনা করিয়াছেন যাঁহার ভ্রূযুগল প্রশস্ত, বাহুযুগল শুভ্র এবং যখন তিনি কাহারও দিকে মুখ করিতেন সম্পূর্ণরূপে তাহার দিকে দেখিতেন এবং যখন মুখ ফিরাইতেন পূর্ণরূপেই ফিরাইতেন (আড় চোখে কখনও কাহারও দিকে তাকাইতেন না) কোন চক্ষু তাঁহার সমকক্ষ অপর কাহাকেও কোনদিন দেখে নাই এবং কস্মিনকালেও দেখিবে না।

١٢٨ - بَابُ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ

১২৮. অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শদাতাকে বিশ্বস্ত হওয়া চাই

٢٥٦-- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ : عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَبِى الْهَيْثَمِ "هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ "فَاِذَا اَتَانَا سَبِىٌ فَأْتِنَا فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ ، فَاَتَاهُ اَبُو الْهَيْثَمِ - قَالَ النَّبِىُّ ﷺ "اِخْتَرْ مِنْهُمَا" قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اِخْتَرْلِىْ - فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ "اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمِنٌ - خُذْ هٰذَا فَاِنِّىْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى - وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا فَقَالَتْ اِمْرَأَتُهُ : مَا اَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ إِلاَّ أَنْ تُعْتِقَهُ - قَالَ : فَهُوَ عَتِيْقٌ - فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ "إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلاَ خَلِيْفَةً ، اِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَالُوْهُ خَبَالاً ، وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةَ السُّوْءِ فَقَدْ وُقِىَ -

২৫৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) হযরত আবুল হায়সামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন ভৃত্য আছে ? তিনি বলিলেন ঃ না। তিনি বলিলেন ঃ যখন আমার কাছে কোন বন্দী আসিবে, তখন আসিও। পরে নবী করীম (সা)-এর কাছে দুইজন বন্দী আনা হইল, তাহাদের সাথে তৃতীয় বন্দী ছিল না। আবুল হায়সাম (রা) তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তুমি দুইজনের মধ্যে একজনকে বাছিয়া নাও। তিনি বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিই আমার জন্য একজনকে বাছিয়া দিন না। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ যাহার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাহাকে আমানতদারের মত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে হয়, ইহাকে লইয়া যাও! কারণ আমি তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি! তাহার সহিত সদাচরণ করিও। তারপর (যখন তিনি উক্ত ভৃত্যকে লইয়া নিজ বাড়িতে গেলেন তখন) তাহার স্ত্রী বলিলেন ঃ নবী করীম (সা) ইহার ব্যাপারে যাহা বলিয়াছেন আপনি তাহা আযাদ করা ছাড়া আদায় হইবে না। তখন আবুল হায়সাম (রা) বলিলেন ঃ আমি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলাম। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ কোন নবী অথবা খলীফাকে প্রেরণ করেন নাই, যাহার সাথে দুইটি (بِطَانَة) অন্তরঙ্গ পরামর্শক দেন নাই, একটি বন্ধু তাহাকে পুণ্য কাজের

প্রেরণা যোগায় এবং পাপ কাজ হইতে বারণ করে এবং অপরটি তাহার সর্বনাশ সাধন করে। যে ব্যক্তি মন্দের প্ররোচনাদানকারী হইতে রক্ষা পাইয়াছে সে প্রকৃতই বাঁচিয়া গিয়াছে।

١٢٩ ـ بَابُ الْمَشْوَرَةِ

১২৯. অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শ

٢٥٧ ـ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ : اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ : قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَشَاوِرُهُمْ فِى بَعْضِ الْاَمْرِ ـ

২৫৭. আম্‌র ইব্‌ন দীনার বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) পবিত্র কুরআনে "وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ" এই আয়াতটি এইভাবে পড়েন وَشَاوِرْهُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ তাহাদের সাথে কোন কোন কাজ কর্মের ব্যাপারে (যেই সব বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ নেই) পরামর্শ করুন।

٢٥٨ ـ حَدَّثَنَا اٰدمُ بْنُ اَبِى اِيَاسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ السَّرِىِّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : وَاللّٰهِ إِمَا اسْتَشَارَ قَوْم قَطُّ إِلاَّ هُدُوْا لأَفْضَلِ مَا بِحَضْرَتِهِمْ ثُمَّ تَلاَ : ﴿وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ﴾ [٤٢ الشورى : ٣٨]

২৫৮. হযরত হাসান (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যে সম্প্রদায়ের লোকজন পরামর্শ করিয়া কাজ করে, তাহারা সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান পাইয়া যায়। তারপর (উহার সমর্থনে) তিলাওয়াত করিলেন ঃ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ "তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। —(সূরা শূরা ঃ ৩৮)

١٣٠ ـ بَابُ اِسْمِ مَنْ اَشَارَ عَلَى اَخِيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ

১৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ভুল পরামর্শদানের গোনাহ্

٢٥٩– حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِى أَخِىْ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ ! لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُسْلِمُوْا ـ وَلاَ تُسْلِمُوْنَ حَتّٰى تَحَابُّوْا ـ وَأَفْشُوْا السَّلاَمَ تَحَابُّوْا وَإِيَّاكُمْ وَالْبُغْضَةَ ، فَإِنَّهَا هِىَ الْحَالِقَةُ ـ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ ـ مِثْلَهُ اِلٰى قَوْلِهِ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ .

২৫৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ না, তোমরা মুসলমান হইবে। আর তোমরা মুসলমান হইতে পারিবে না, যতক্ষণ না পরস্পরে প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, তোমরা সালামের বহুল প্রচলন করিবে, তবে তোমরা পরস্পরে সম্প্রীতিবদ্ধ থাকিবে। বিদ্বেষ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা উহা মুণ্ডনকারী। আমি বলছি না যে, উহা চুল মুণ্ডন করিয়া দিবে বরং উহা তোমাদের দীন-ধর্মকে মুণ্ডন (ধ্বংস) করিয়া ফেলিবে।
মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ ও হযরত আবূ উসাইদ (রা) প্রায় অনুরূপ বর্ণনায় করিয়াছেন, "তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের বহুল প্রচলন কর।"

١٣١ - بَابُ التَّحَابُّ بَيْنَ النَّاسِ

১৩১. অনুচ্ছেদ ঃ পারস্পরিক সম্প্রীতি

٢٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِى أَيُّوْبَ قَالَ : حَدَّثَنِى بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ "مَنْ تَقَوَّلَ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوْهُ الْمُسْلِمُ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ ، وَمَنْ أَفْتَى فُتْيَا بِغَيْرِ ثَبْتٍ فَإِثْمُهُ عَلٰى مَنْ افْتَاهُ "

২৬০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি বলি নাই এমন কোন কথা যে ব্যক্তি আমি তাহা বলিয়াছি বলিবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজিয়া লয়। যাহার কাছে তাহার কোন মুসলমান ভাই পরামর্শ চাহে আর সে তাহাকে ভুল পরামর্শ দিল, প্রকৃতপক্ষে সে তাহার সহিত খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করিল। আর যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে কোন ফাতওয়া দিল, এইরূপ ফাতওয়া প্রদানের গোনাহ তাহার উপর বর্তাইবে।

١٣٢ - بَابُ الأُلْفَةِ

১৩২. অনুচ্ছেদ ঃ অন্তরঙ্গতা

٢٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَفِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَرَاجٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلاَلِ الصَّدَفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اِنَّ رُوْحَ الْمُؤْمِنَيْنِ لَتَلْتَقِيَانِ فِىْ مَسِيْرَةِ يَوْمٍ وَمَا رَأى اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ -

২৬১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র ইব্নুল আ'স (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ মু'মিন দুই ব্যক্তির রূহ্ এক দিনের থেকে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করে, অথচ তাহাদের একজন অপরজনকে দেখে নাই।

٢٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اَلنِّعَمُ تُكَفَّرُ وَالرَّحِمُ تُقْطَعُ وَلَمْ نَرَ مِثْلَ تَقَارُبِ الْقُلُوْبِ -

২৬২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কত নিয়ামতের না-শোকরি করা হয়, কত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয়, কিন্তু অন্তরসমূহের নৈকট্যতার মত (শক্তিশালী) কোন কিছু আমরা দেখি নাই।

٢٦٣- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِى الْمغْرَا قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحٰقَ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الأُلْفَةُ -

২৬৩. হযরত উমায়র ইব্‌ন ইসহাক (রা) বলেন ঃ আমরা এই ব্যাপারে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করিতাম যে, (কিয়ামতের পূর্বে) সর্বপ্রথম মানুষের মধ্য হইতে যে বস্তুটি উঠাইয়া নেওয়া হইবে, তাহা হইল অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা।

١٣٣- بَابُ الْمَزَاحِ

১৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ রসিকতা

٢٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَتَى النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ - فَقَالَ "يَا أَنْجَشَةُ ! رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ"

قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ : فَتَكَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوْهَا عَلَيْهِ : قَوْلُهُ "سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ"

২৬৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তদীয় কতিপয় সহধর্মিণীর কাছে তাশরীফ আনিলেন। উম্মু সুলায়মও তাঁহাদের সাথে ছিলেন। তখন তিনি (উষ্ট্রচালক আঞ্জাশাকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন ঃ ধীরে হে আঞ্জাশা, ধীরে! তোমার চালান যে কাঁচের চালান হে!

রাবী আবূ কিলাবা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এমনি একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেন, যদি তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিত, তবে তোমরা নিশ্চয়ই তাহার এই শব্দ প্রয়োগকে দোষনীয় বলিতে। তাঁহার সেই বাক্যটি ছিল ঃ "তোমার চালান যে কাঁচের চালান হে।"

٢٦٥ - حَدَّثَنَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيْهِ ، اَوْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّكَ تَدَاعِبُنَا - قَالَ "إِنِّى لاَ أَقُوْلُ اِلاَّ حَقًّا"

২৬৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একদা কতিপয় সাহাবী আরয করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি (রাসূল হইয়াও) আমাদের সহিত ঠাট্টা করেন ? তখন তিনি (সা) বলিলেন ঃ (রসিকতা হইলেও) আমি সত্য বৈ কিছু বলি না।

٢٦٦- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ حَبِيْبِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَبَاهُوْنَ بِالْبِطِّيْخِ فَاِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوْا هُمُ الرِّجَالَ -

২৬৬. হযরত বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ তো একে অপরের প্রতি তরমুজ নিক্ষেপ করিয়াও রসিকতা করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহারা কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইতেন, তখন তাঁহারা বীর পুরুষই প্রতিপন্ন হইতেন। (অর্থাৎ অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতেন।)

٢٦٧- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : مَزَحَتْ عَائِشَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ أُمُّهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! بَعْضُ دُعَابَاتِ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ كِنَانَةٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " بَلْ بَعْضُ مَزَحِنَا هٰذَا الْحَيِّ -

২৬৭. হযরত ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) বলেন, একদা হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কোন একটি রসিকতা করিলেন। তখন তাঁহার মাতা বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই মহল্লার কোন কোন চুটকি কেনানা গোত্র হইতে আসিয়াছে। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন, বরং বলুন এই মহল্লায় আমাদের কিছু রসিকতা। (এখানে অধিকতর সুশীল শব্দ প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন)

٢٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ " اَنَا حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ " قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ نَاقَةٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلُ الاَّ النُّوْقُ " ؟

২৬৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া একটি বাহন চাহিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ আমি তোমাকে একটা উটনীর বাচ্চা বাহন হিসাবে দিতেছি। তখন সে ব্যক্তি (অনুযোগের সুরে) বলিয়া উঠিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উটনীর বাচ্চা দিয়া আমি কী করিব? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সব উটনীই তো বাচ্চা প্রসব করে! (অর্থাৎ প্রতিটি উটই তো উটনীর বাচ্চা)

١٣٤ ـ بَابُ الْمُزَاحِ مَعَ الصَّبِيِّ

১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের সাথে রসিকতা

٢٦٩- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا ، حَتّٰى يَقُوْلُ لاَخٍ لِى صَغِيْرٍ " يَا اَبَا عُمَيْرَ ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ "

২৬৯. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আমাদের সাথে এমনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন যে, তিনি আমার এক ছোট ভাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন ঃ

"(বলো) হে আবূ উমায়র!
কি করিল তোমার নুগায়র"? (বুলবুলি)

٢٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى مُزَرِّدٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ الْحَسَنِ اَوِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ـ ثُمَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلٰى قَدَمَيْهِ ـ ثُمَّ قَالَ " تَرَقَ "

২৭০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম (সা) হাসান অথবা হুসাইন (রা)-এর ঘরে যাইয়া তাঁহার পদযুগলকে তাঁহার পবিত্র পদযুগলের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন ঃ আরোহণ কর।

١٣٥ ـ بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ

১৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ সচ্চরিত্রতা

٢٧١- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى بَزَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ الْكَيْخَارَانِيْ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ فِى الْمِيْزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

২৭১. হযরত আবুদ-দারদা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নেকী বদী ওযনের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চাইতে অধিকতর ভারী আর কোন আমলই হইবে না।

٢٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا ـ وَكَانَ يَقُوْلُ " خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ اَخْلاَقًا ـ

২৭২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) অসচ্চরিত্র ছিলেন না নির্লজ্জও ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন ঃ তোমাদের মধ্যে তাহারাই সর্বোত্তম যাহাদের চরিত্র সর্বোত্তম।

٢٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ - عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَىَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ - فَاَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - قَالَ الْقَوْمُ : نَعَمْ ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ " أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا "

২৭৩. হযরত আম্র ইব্ন শু'আয়ব (রা) তদীয় পিতার এবং তিনি তদীয় পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয়তর এবং কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যের কোন্ ব্যক্তি মর্যাদায় আমার নিকটতম হইবে তাহা কি তোমাদিগকে বলিব না? তখন লোকজন চুপ রহিল। তিনি দুই অথবা তিনবার একথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। তখন লোকজন বলিল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে চরিত্রে যে সর্বোত্তম।

٢٧٤- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِىْ أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ أَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحِى الأَخْلَاقِ "

২৭৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি তো প্রেরিত হইয়াছি লোকের চরিত্রের পূর্ণতা বিধান করিতে।

٢٧٥- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ الاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا - فَاِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا -

২৭৫. হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন দুইটি ব্যাপারে একটি বাছিয়া নেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তখনই তিনি সহজতরটিকে বাছিয়া লইয়াছেন, যদি না উহা পাপকার্য হয়, যদি উহা পাপকার্য হইত তবে তিনি লোকজনের মধ্যে উহা হইতে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী হইতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন দিন তাঁহার ব্যক্তি স্বার্থে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য যদি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধানের) পবিত্রতা নষ্ট হয়, এমন কিছু লক্ষ্য করিতেন, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার জন্য উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন।

٢٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ـ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ ، وَلاَ يُعْطِي الإِيْمَانَ إِلاَّ مَنْ يُّحِبُّ ـ فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ اَنْ يُّنْفِقَهُ ، وَخَافَ الْعَدُوَّ وَأَنْ يُّجَاهِدَهُ ، وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُّكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ – وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

২৭৬. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে তোমাদের মধ্যে তোমাদের জীবিকা বণ্টন করিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে তিনি তোমাদের মধ্যে তোমাদের চরিত্রও বণ্টন করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ভালবাসেন এবং যাহাকে ভালবাসেন না সকলকেই সম্পদ দান করিয়াছেন, কিন্তু ঈমান তিনি কেবল যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকেই দান করিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে কুণ্ঠিত, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে ভীত এবং ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণে দ্বিধাগ্রস্ত তাহার উচিত এই কালেমাগুলি বেশি বেশি পাঠ করা ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল আম্‌দু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার।[১]

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, আল্লাহ্ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

١٣٦ ـ بَابُ سَخَاوَةِ النَّفْسِ

১৩৬, অনুচ্ছেদ ঃ চিত্তের উদারতা

٢٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ " حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ اِبْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ "

২৭৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা মানুষ ধনী হয় না, বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হইতেছে চিত্তের প্রাচুর্যতা ও অমুখাপেক্ষিতা।

٢٧٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ ـ فَمَا قَالَ لِيْ اُفٍّ قَطٌّ ، وَمَا قَالَ لِيْ لِشَيْءٍ لِمَ أَفْعَلَهُ ، اَلاَ كُنْتَ فَعَلْتَهُ ـ وَلاَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ ـ

২৭৮. হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ দশটি বৎসর নবী করীম (সা)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। কোন দিন তিনি আমাকে (বিরক্তি সূচক) 'উফ্' শব্দটি বলেন নাই। অথবা কোন দিন এমন

১. রহমতের নবী (সা) অপেক্ষাকৃত কৃপণ, ভীরু ও অলসদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সহজতম আমলটি বাতাইয়া দিয়াছেন। এইগুলি নফল সাদাকা, গায়ের ফরয জিহাদ এবং তাহাজ্জুদের বিকল্পরূপে সাওয়াব লাভের কারণ হইবে।

কোন কাজের জন্য যাহা আমি করি নাই, বলেন নাই যে, তুমি উহা করিলে না কেন বা যাহা করিয়াছি তাহার জন্য বলেন নাই যে, তুমি উহা করিলে কেন ?[১]

٢٧٩- حَدَّثَنَا أَبِى الأَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا سَحَّامَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ رَحِيْمًا - وَكَانَ لاَ يَأْتِيْهِ أَحَدٌ اِلاَّ وَعَدَهُ - وَاَنْجَزَلَه كَانَ عِنْدَهُ - وَأُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَجَاءَهُ اَعْرَابِىٌّ فَاَخَذَ بِثَوْبِهِ قَالَ : اِنَّمَا بَقِىَ مِنْ حَاجَتِىْ يَسِيْرَةٍ وَاَخَافُ أَنْسَاهَا فَقَامَ مَعَهُ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ - ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلّٰى -

২৭৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) ছিলেন অতি দয়ালু। তাঁহার কাছে যে ব্যক্তিই (যাচঞাকারী রূপে) আসিত, তিনি তাহাকেই দানের প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং যদি তাঁহার কাছে দেওয়ার মত কিছু থাকিত তবে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূর্ণও করিতেন। একদা নামাযের একামত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় জনৈক বেদুঈন আসিয়া তাঁহার কাপড় টানিয়া ধরিল ও বলিল ঃ আমার সামান্য একটি কাজ রহিয়া গিয়াছে এবং আমার আশঙ্কা হয় পাছে আমি উহা ভুলিয়া না যাই। তখন তিনি তাহার সাথে গেলেন এবং তাহার কাজ সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন ও সালাত আদায় করিলেন।

٢٨٠- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَا سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ لاَ -

২৮০. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু যাচঞা করা হইল জবাবে তিনি 'না' বলেন নাই।

٢٨١- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ أَجْوَدُ مِنْ عَائِشَةَ وَاَسْمَاءَ ، وَجُوْدُ هُمَا مُخْتَلِفُ ، أَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّىْءَ إِلَى الشَّىْءِ حَتّٰى اِذَا كَانَ اِجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسَمَتْ - وَأَمَّا أَسْمَاءُ فَكَانَتْ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ -

২৮১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা ও আসমা (রা)-এর চাইতে অধিকতর দানশীলা কোন দুইটি মহিলা দেখি নাই। তাঁহাদের দানের

১. কী অপূর্ব-হৃদয়বৃত্তির অধিকারী হইলে যে মানুষ তাহার একান্তই সেবক ভৃত্যকে দীর্ঘ এক দশকের মধ্যে একটি বারও উফ শব্দটি উচ্চারণ করেন না বা কোনরূপ কৈফিয়ত তলব করেন না, তাহা কেবল বিবেকবানরাই উপলব্ধি করিতে পারেন। বিংশ শতকের এই সুসভ্য যুগেও এরূপ একটি নযীর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি?

রীতিপদ্ধতি ছিল ভিন্নতর। হযরত আয়েশা (রা) একটি একটি করিয়া বস্তু সঞ্চয় করিতেন এবং তারপর সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ বন্টন করিয়া দিতেন; পক্ষান্তরে হযরত আসমা (রা) পরদিনের জন্য কিছুই তুলিয়া রাখিতেন না, সাথে সাথে দান করিয়া দিতেন।[১]

١٣٧ ـ بَابُ بِالشُّحِّ

১৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণতা

٢٨٢– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ أَبِى يَزِيْدَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلاَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ " قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لاَ يَجْتَمِعُ غُبَار فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ، فِى جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا "

২৮২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র রাস্তার (জিহাদের) ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন এক বান্দার উদরে কস্মিনকালেও একত্রিত হইতে পারে না। অনুরূপভাবে কার্পণ্য এবং ঈমানও কোন বান্দার অন্তরে কস্মিনকালেও একত্রিত হইতে পারে না।

٢٨٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى ، هُوَ أَبُو الْمُغِيْرَةِ السُّلَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَالِبٍ هُوَ الْحَدَّانِىُّ ، عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " خَصْلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِى مُؤْمِنٍ اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ

২৮৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ দুইটি কুঅভ্যাস কোন মু'মিন বান্দার মধ্যে একত্রিত হইতে পারে না, সেগুলি হইল কার্পণ্য এবং অসচ্চরিত্রতা।

٢٨٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرُوْا رَجُلاً ـ فَذَكَرُوْا مِنْ خُلُقِهِ ـ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَطَعْتُمْ رَأْسَهُ ، أَكُنْتُمْ تَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ تُعِيْدُوْهُ ؟ قَالُوْا لاَ قَالَ فَيَدَهُ ـ قَالُوْا : لاَ ـ قَالَ : فَرِجْلَهُ ؟ قَالُوْا : لاَ ـ قَالَ : فَإِنَّكُمْ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ تُغَيِّرُوْا خُلُقَهُ حَتّٰى تُغَيِّرُوْا خَلْقَهُ ـ اِنَّ النُّطْفَةَ لَتَسْتَقِرُّ فِى الرَّحْمِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ـ

---

১. উক্ত পুণ্যবতী মহিলাদ্বয় ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা, রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর আম্মা হইলেন হযরত আসমা (রা)।

ثُمَّ تَنْحَدِرُ دَمًا - ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَقَةً - ثُمَّ تَكُوْنُ مُضْغَةً - ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ ، وَخُلُقَهُ ، وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيْدًا -

২৮৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবীয়া (রা) বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় লোকজন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। তাঁহারা তাহার চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বলিলেন ঃ আচ্ছা, যদি তোমরা তাহার মস্তক ছেদন কর, তবে কি আবার তাহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া নিতে পারিবে ? তাহারা বলিলেন ঃ 'না'। তখন তিনি বলিলেন ঃ তার হাত যদি কাটিয়া ফেল ? তাঁহারা বলিলেন ঃ 'না।' আবার তিনি বলিলেন ঃ যদি তাহার পা কাট ? তাঁহারা বলিলেন ঃ 'না'। তখন তিনি বলিলেন ঃ যদি তোমরা একটা লোকের বাহ্যিক অবয়বেরই পরিবর্তন সাধনে অক্ষম হও, তবে তাহার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের (চরিত্রের) পবিবর্তন তোমরা কি করিয়া সাধন করিবে ? বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত জরায়ুতে অবস্থান করে। তারপর বহমান রক্তে পরিণত হয়। অতঃপর জমাট রক্ত এবং সর্বশেষে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন যে তার জীবিকা, চরিত্র এবং সে হতভাগা, না ভাগ্যবান, তাহা লিপিবদ্ধ করেন।

١٣٨ - بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ اِذَا فَقِهُوْا

১৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ সচ্চরিত্র যদি লোকে বোঝে

٢٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ ، دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ "

২৮৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সচ্চরিত্র এমনি গুণ যদ্দ্বারা এক ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিয়া ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করে।

٢٨٦- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُكُمْ اِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا اِذَا فَقِهُوْا -

২৮৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি আবুল কাসিম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, ইসলামে সেই ব্যক্তিরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যাহারা চরিত্রের বিবেচনায় সব চাইতে সুন্দর, যদি তাহারা বোধশক্তি সম্পন্ন হয়।

٢٨٧- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجَلَّ اِذَا جَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ ، وَلَا اَفْكَهُ فِيْ بَيْتِهِ ، مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -

২৮৭. হযরত সাবিত ইব্‌ন উবায়দ (রা) বলেন, আমি হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিতের ন্যায় মজলিসে গাম্ভীর্য অবলম্বনকারী এবং নিজগৃহে হাস্যরসিক ও খোশমেজাজ লোক আর একজনও দেখি নাই।

٢٨٨- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هرُوْنَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الاَدْيَانِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ " اَلْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ -

২৮৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল, কোন্ দীন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ? বলিলেন ঃ সহজ-সরল উদারতার দীন। (অর্থাৎ ইসলাম)

٢٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : اَرْبَعُ خِلاَلَ اِذَا أُعْطِيْتَهُنَّ فَلاَ يَضُرُّكَ مَا عُزِلَ عَنْكَ مِنَ الدُّنْيَا : حُسْنُ خَلِيْقَةٍ ، وَعِفَافُ طُعْمَةٍ ، وَصِدْقُ حَدِيْثٍ ، وَحِفْظُ اَمَانَةٍ -

২৮৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) বলেন, চারটি গুণ যদি তুমি প্রাপ্ত হও তবে দুনিয়ার অন্য সব কিছু না পাইলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। সেই সদগুণগুলি হইতেছে (১) সদাচার-সচ্চরিত্র, (২) জীবিকার পরিচ্ছন্নতা (হালাল রিযিক), (৩) সত্য কথন এবং (৪) আমানত সংরক্ষণ।

٢٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ " قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " تَدْرُوْنَ مَا اَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ " ؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ " الاَجْوَفَانِ : اَلْفَرْجُ وَالْفَمُ ، وَمَا اَكْثَرُ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ ؟ اتَّقُوا اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ -

২৯০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা কি জান অধিকাংশ লোককে কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে ? তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বলিলেন ঃ দুইটি শূন্যগর্ত—(১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে আল্লাহ্‌র ভয় এবং সদাচরণ বা সচ্চরিত্র।

٢٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ لَيْلَةً يُصَلِّى - فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ ! اَحْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي - حَتَّى أَصْبَحَ - فَقُلْتُ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَا كَانَ دُعَاؤُكَ مِنْهُ اللَّيْلَةَ الاَّ فِيْ حُسْنِ الْخُلُقِ - فَقَالَ : يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ ! اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ - يُحْسِنُ خُلُقَهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ حُسْنُ الْخُلُقِهِ الْجَنَّةَ - وَيُسِيءُ خُلُقَهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ سُوْءُ خُلُقِهِ

النَّارَ - وَالْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ - فَقُلْتُ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ كَيْفَ يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ ؟ قَالَ : يَقُوْمُ اِخْوَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْتَهِدُ فَيَدْعُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَسْتَجِيْبُ لَهُ - وَيَدْعُوْا لاَخِيْهِ فَيَسْتَجِيْبُ لَهُ فِيْهِ -

২৯১. হযরত উম্মু দারদা (রা) বলেন, একদা রাত্রিতে (আমার সঙ্গী) আবূ দারদা (রা) নামায পড়িতে দাঁড়াইলেন। তারপর এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্! আমার আকৃতিকে আপনি সুন্দর করিয়াছেন। সুতরাং আমার প্রকৃতিকে (স্বভাব চরিত্র)ও সুন্দর করিয়া দিন! ভোর পর্যন্ত তাহার এইরূপ কান্নাকাটি অব্যাহত রহিল। তখন আমি বলিলাম, হে আবূ দারদা! সারারাত ধরিয়া আপনি তো কেবল সচ্চরিত্রেরই দু'আ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে উম্মু দারদা! মুসলিম বান্দা তার স্বভাব চরিত্রকে সুন্দর করিতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত সুন্দর স্বভাব চরিত্র তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে। আবার ঐ ব্যক্তি তাহার স্বভাব চরিত্রকে বিনষ্ট করিতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত উহা তাহাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে। আবার মু'মিন বান্দাকে মাগফিরাত করা হইবে অথচ সে ঘুমাইয়া থাকিবে। তখন আমি বলিলাম, হে আবূ দারদা! সে ঘুমাইয়া থাকিলে তাহাকে মাফ করা হইবে কেমন করিয়া ? বলিলেন, তাহার অপর ভাই শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়িয়া আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিবে। আল্লাহ্ তাহার দু'আ কবূল করিবেন। সাথে সাথে সে তাহার ভাইয়ের জন্য দু'আ করিবে, তখন আল্লাহ্ তাহার এই দু'আও কবূল করিবেন। (এইভাবে তাহার মাগফিরাত হইয়া যায় অথচ সে ঘুমে থাকে)।

٢٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ شُرَيْكٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَاءَتِ الاَعْرَابُ ، نَاسٌ كَثِيْرٌ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا ، فَسَكَتَ النَّاسُ لاَ يَتَكَلَّمُوْنَ غَيْرَهُمْ ، فَقَالُوْا ! يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِيْ كَذَا وَكَذَا ؟ فِيْ اَشْيَاءَ مِنْ أُمُوْرِ النَّاسِ ، لاَ بَأْسَ بِهَا فَقَالَ : " يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَوْضَعَ اللّٰهُ الْحَوَجَ الاَّ إِمْرَأً افْتَرَضَ أَمْرًا ظُلْمًا فَذَالِكَ الَّذِيْنَ حَرِجَ وَهَلَكَ - قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَنَتَدَاوِىْ ؟ " نَعَمْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ ! اِتَدَوَوْا - فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ يَضَعُ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ " قَالُوْا : وَمَا هُوَ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ " اَلْهَرَمُ " قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الاِنْسَانُ ؟ قَالَ " خُلُقٌ حَسَنٌ "

২৯২. উসামা ইব্ন শুরায়ক (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির ছিলাম। এমন সময় বিভিন্ন স্থান হইতে বেশ কিছু সংখ্যক বেদুঈন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ছাড়া মজলিসের সমস্ত লোক চুপ রহিল, কথা বলিল না। কেবল তাহারাই তখন কথা বলিতেছিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক অমুক ব্যাপারে আমাদের উপর কি কোন দোষ বর্তাইবে ? তাহারা তখন এমন কিছু ব্যাপারের কথা জিজ্ঞাসা করিল যাহাতে পাপের কিছুই ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আল্লাহ্ তা'আলা পাপকে রহিত করিয়া রাখিয়াছেন;

পাপ তো কেবল ঐ ব্যক্তিরই হইতে পারে যে নিজের উপর অত্যাচার অবিচারকে ফরয বা অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতেই তাহার পাপ হয় এবং সে ধ্বংস হয়।" তখন তাহারা প্রশ্ন করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি ঔষধপত্র ব্যবহার করিব ? বলিলেন ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা ঔষধপত্র ব্যবহার করিবে। কেননা মহিমান্বিত আল্লাহ্ রোগ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সংগে সংগে উহা নিরাময়ের ব্যবস্থাও রাখিয়াছেন। তবে একটি রোগ ছাড়া। তখন তাহারা প্রশ্ন করিল ঃ উহা কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিলেন ঃ বার্ধক্য। তখন তাহারা আবার প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহ্র সর্বোত্তম নিয়ামতটি কি! তিনি বলিলেন ঃ সৎচরিত্র।

٢٩٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : إِخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدُ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنَ ، فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ -

২৯৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, দানশীলতায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন সকলের অগ্রণী। আর তাঁহার এই দানশীলতা উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছিত রমযান মাসে যখন জীবরাঈল (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। জীবরাঈল (আ) রমযানের প্রত্যেক রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন আর তিনি [হুযূর (সা)] তাঁহাকে কুরআন শরীফ (মুখস্থ) শুনাইতেন। যখন জীবরাঈল (আ) তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দান মুক্ত বায়ুর চেয়েও অধিক ব্যাপক হইত।

٢٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الاَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيْقٍ ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُوْسِبَ رَجُلٌ فَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ- فَلَمْ يُوْجَدَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَجُلاً يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَكَانَ مُوْسِرًا ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَا عَنِ الْمُعْسِرِ ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَالِكَ مِنْهُ ، تَجَاوَزَ عَنْهُ -

২৯৪. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্বে এক ব্যক্তির আমলের হিসাব লওয়া হইল। তখন তাহার আমলনামায় কোন পুণ্যই পাওয়া গেল না তবে লোকটি জনগণের সাথে খুব মেলমেশা করিত। তাহার অবস্থাও ছিল সচ্ছল। সে তাহার ভৃত্যদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিল যে, অভাবীদের প্রতি যেন ক্ষমাশীল আচরণ করা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ এই গুণের আমিই তাহার চাইতে বেশি হক্‌দার এবং তিনি তাহাকে মাফ করিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন।

٢٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ عَنْ إِبْنِ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّىْ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارِ ؟ قَالَ " الاَ جَوْفَانِ اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ "

২৯৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল সর্বাধিক লোককে কিসে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে ? বলিলেন ঃ "আল্লাহ্‌র ভয় এবং সুন্দর স্বভাব।" প্রশ্নকারী তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আর অধিকাংশ লোককে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবে কিসে ? বলিলেন ঃ দুইটি শূন্যগর্ত—মুখ ও লজ্জাস্থান।

٢٩٦- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْن عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِبْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ نَوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِىِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ ؟ قَالَ " اَلْبِرُّ حُسْنِ الْخُلُقِ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ "

২৯৬. হযরত নাওয়াস ইব্‌ন সাম'আন আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ পুণ্য হইতেছে সৎ স্বভাব-চরিত্র এবং পাপ হইতেছে তাহাই যাহা তোমার বিবেকে বাধে এবং লোকে তাহা অবগত হউক, তাহা তুমি পছন্দ কর না।

١٣٩ - بَابُ الْبُخْلِ

১৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ কার্পণ্য

٢٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِى الاَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ : حَدَّثَنِىْ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِىْ سَلَمَةَ " قُلْنَا جَدِ بْنُ قَيْسٍ ، عَلٰى اَنَّا نُبَخِّلُهُ ، قَالَ : " وَأَىُّ دَاءٍ أَدْوٰى مِنَ الْبُخْلِ ؟ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ كَانَ عَمْرُوْا عَلٰى اِصْنَامِهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يُوْلِمَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَزَوَّجَ .

২৯৭. হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বলিলেন ঃ হে বনী সালামা গোত্র! তোমাদের সর্দার কে ? জবাবে আমরা বলিলাম ঃ জাদ ইব্‌ন কায়স। অবশ্য আমরা তাহাকে কৃপণ মনে করিয়া থাকি। তখন তিনি বলিলেন ঃ কৃপণতার চাইতে বড় ব্যাধি আর কি হইতে পারে ? বরং তোমাদের প্রকৃত সর্দার হইতেছে আমর ইব্‌নুল জামূহ। জাহিলী যুগে আম্‌র তাহাদের প্রতিমাগুলির সেবায়েত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহ করিলে আম্‌র তাঁহার পক্ষ হইতে ওলীমার আয়োজন করিয়াছিলেন।

٢٩٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَرَّادُ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنْ أُكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ ـ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَتَبَ اِلَيْهِ الْمُغِيْرَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهى عَنْ قِيْلٍ وَقَالٍ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتٍ ـ وَعُقُوْقِ الْأُمَّهَاتِ وَعَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ ـ

২৯৮. মুগীরার সচিব ওযাদ বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে লিখিয়া পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে তুমি যাহা শুনিয়াছ এমন কিছু লিখিয়া পাঠাও। জবাবে মুগীরা (রা) লিখিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাদানুবাদ, সম্পদের অপচয়, অধিক যাচঞা, দেওয়ার বেলায় সংযম এবং চাওয়ার বেলায় তৎপরতা, মাতাদের অবাধ্যতা এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।

٢٩٩– حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعْتُ جَابِرًا مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ ، فَقَالَ لاَ ـ

২৯৯. হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) কোনদিন কোন যাচঞাকারীর যাচঞার জবাবে 'না' বলেন নাই।

١٤٠ ـ بَابُ الْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

১৪০. অনুচ্ছেদ ঃ নেক লোকের জন্য সম্পদ

٣٠٠– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : بَعَثَ اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَنِيْ أَنْ اٰخُذَ عَلَيَّ ثِيَابِيَ وَسَلَاحِي ثُمَّ اٰتِيَهُ فَفَعَلْتُ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ـ فَصَعَّدَ إِلَيَّ الْبَصَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ ثُمَّ قَالَ " يَا عَمْرُو ! إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلٰى جَيْشٍ فَيُغْنِيْكَ اللّٰهُ ، وَأَرْغَبُ لَكَ رُغْبَةً مِنَ الْمَالِ صَالِحَةً " قُلْتُ اِنِّيْ لَمْ اَسْلَمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ إِنَّمَا اَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ فَأَكُوْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ " يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ـ

৩০০. হযরত আম্‌র ইব্‌নুল-'আস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাকে এই বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন যে, আমি যেন পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁহার খেদমতে হাযির হই। আমি তাহাই করিলাম। আমি যখন তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি ওযূ করিতেছিলেন। তিনি

আমার দিকে একবার চক্ষু উঠাইয়া ভাল করিয়া তাকাইলেন, তারপর দৃষ্টি অবনত করিলেন, তারপর বলিলেন ঃ হে আম্র! আমি তোমাকে একটি বাহিনীর সেনাপতি করিয়া পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি, যাহাতে আল্লাহ্ তোমাকে (গনীমত) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী করেন। আমি তোমার জন্য বিশুদ্ধ সম্পদ কামনা করি। আমি তখন আরয করিলাম, আমি তো ধন-সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করি নাই। আমি তো ইসলামের আকর্ষণে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অবস্থান করিব এই লোভেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হে আম্র! সৎলোকের জন্য বিশুদ্ধ সম্পদ কতই না উত্তম!

١٤١ ـ بَابُ مَنْ اَصْبَحَ اٰمِنًا فِىْ سَرَبِهٖ

১৪১. অনুচ্ছেদ ঃ যার প্রভাত শুভ ও নিরাপদ

٣٠١ ـ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُوْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِىْ شَمِيْلَةَ الأَنْصَارِىِّ الْقَبَانِىِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحْصِنٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " مَنْ اَصْبَحَ امِنًا فِىْ سَرَبِهٖ مُعَافًى فِىْ جَسَدِهٖ عِنْدَ طَعَامِ يَوْمِهٖ فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا "

৩০১. সালামা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুহসিন আনসারী তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি শান্ত মন ও সুস্থ দেহে প্রত্যূষে (ঘুম হইতে) উঠিল আর তাহার কাছে দিনের খাবার মওজুদ আছে তাহার জন্য যেন সমস্ত দুনিয়াই (পার্থিব সমস্ত কল্যাণ) প্রদান করা হইয়াছে। (কোন দিক দিয়া সে বঞ্চিত বলিয়া বলা যায় না)

١٤٢ـ بَابُ طِيْبِ النَّفْسِ

১৪২. অনুচ্ছেদ ঃ মনের প্রসন্নতা

٣٠٢ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِىْ أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ الأَسَامِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبِيْبِ الْجُهَنِىِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَمِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ أَثْرُ غُسْلٍ وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ أَلَمَّ بِاَهْلِهٖ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ " اَجَلْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ " ثُمَّ ذُكِرَ الْغِنٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْغِنٰى لِمَنْ اتَّقٰى وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقٰى خَيْرٌ مِنَ الْغِنٰى وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النِّعَمِ ـ

৩০২. হযরত মু'আয ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবীব তদীয় পিতার এবং তিনি মু'আযের চাচার (অর্থাৎ নিজ ভাইয়ের) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে তাশরীফ আনিলেন। তখন

তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল যে, তিনি গোসল করিয়া আসিয়াছেন, আর তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। আমরা ধারণা করিলাম যে, তিনি তাহার কোন সহধর্মিণীর সঙ্গলাভ করিয়া আসিয়াছেন। তখন আমরা বলিলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে হইতেছে। তিনি বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, আল-হাম্দুলিল্লাহ্।" তারপর প্রাচুর্য সম্পর্কে কথা উঠিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাহার তাক্ওয়া আছে তাহার প্রাচুর্যে ক্ষতি নাই। আর যাহার তাক্ওয়া আছে তাহার সুস্বাস্থ্য ধনের প্রাচুর্য হইতে উত্তম। আর হৃদয়ের প্রসন্নতা নিয়ামতসমূহের অন্যতম।

٣٠٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ الْمُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ " اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ـ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ "

৩০৩. নাওয়াস ইব্ন সাম'আন আনসারী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাবে তিনি বলিলেন ঃ পুণ্য হইতেছে সুন্দর স্বভাব-চরিত্র আর পাপ উহাই যাহা তোমার অন্তরে লজ্জার সঞ্চার করে এবং উহা লোকে জানুক, তাহা তুমি পছন্দ করে না।

٣٠٤- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ ـ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ- فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ ـ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسُ إِلَى الصَّوْتِ ـ وَهُوَ يَقُوْلُ " لَنْ تَرَاعُوْا لَنْ تَرَاعُوْا " وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لأَبِىْ طَلْحَةَ عُرْىٍ ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ وَفِىْ عُنُقِهِ السَّيْفُ ـ فَقَالَ " لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا اَوْ اَنَّهُ لَبَحْر "

৩০৪. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ছিলেন সবচাইতে সুন্দর সর্বাধিক দাতা এবং সবচাইতে সাহসী পুরুষ। এক রাত্রিতে মদীনাবাসী (একটি বিকট শব্দ শ্রবণে) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হন। তখন তাহারা শব্দের দিকে ছুটিলেন। নবী করীম (সা) তখন তাঁহাদের সমুখে পড়িলেন (তিনি তখন সেদিক হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন) তিনি তাহাদের পূর্বেই শব্দের দিকে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। তিনি তখন বলিতেছিলেন, "বিচলিত হইও না। বিচলিত হইও না।" তিনি তখন আবূ তালহার ঘোড়ায় সাওয়ার ছিলেন। উহাতে তখন জিন লাগানো ছিল এবং তাঁহার গ্রীবায় তরবারি ঝুলন্ত ছিল। তিনি বলিলেন ঃ আমি তো উহাকে (ঘোড়াটিকে) সাগররূপী পাইলাম, অথবা উহা তো সাগর।

٣٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ إِنَاءِ أَخِيْكَ "

৩০৫. হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, প্রত্যেকটি পুণ্যই সাদাকা স্বরূপ। আর তোমার ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ এবং তোমার বালতি হইতে তোমার ভাইয়ের পাত্রে একটু পানি ঢালিয়া দেওয়াও পুণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত।

٢٤٣ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ عَوْنِ الْمَلْهُوْفِ

১৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুঃস্থের সাহায্যে অপরিহার্য

٣٠٦- حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِى مُرَوِحٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ " ايْمَان بِاللّٰهِ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهِ " قَالَ : اَىُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : " أَغْلاَهَا ثَمَناً وَأَنْفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا " قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ بَعْضَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : " تُعِيْنَ ضَائِعًا أَوْ تَصْنَعَ لاَخْرَقَ " قَالَ : أَفَرَيْتَ إِنَّ ضَعُفْتُ ؟ قَالَ تَدَعِ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ - فَانَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُهَا عَلٰى نَفْسِكَ "

৩০৬. হযরত আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল, সর্বোত্তম কাজ কি ? বলিলেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তাঁহার পথে জিহাদ। প্রশ্ন করা হইল ঃ কোন্ গোলাম (আযাদ করা) সর্বোত্তম ? বলিলেন ঃ যাহার মূল্য অধিক এবং যে উহার মনিবের নিকট প্রিয়তম। তখন প্রশ্নকারী বলিল, আপনি কি বলেন যদি আমি উহার কিছুটা করিতে না পারি ? তিনি বলিলেন ঃ দুঃস্থ জনের সাহায্য কর এবং অনভিজ্ঞের কাজ সারিয়া দাও। তখন প্রশ্নকারী বলিল, যদি আমি উহাতে অপারগ হই ? বলিলেন ঃ তোমার অনিষ্ট হইতে লোকজনকে নিরাপদ রাখিবে। কেননা উহাও সাদাকা স্বরূপ যাহা তোমার পক্ষ হইতে তুমি করিতে পার।

٣٠٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ أَبِى بُرْدَةَ ، سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ ، عَنْ جَدِّىْ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : " عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ " قَالَ : أَفَرَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : " فَلْيَعْمَلْ فَلْيَنْفَعْ نَفْسَهُ ، وَلْيَتَصَدَّقْ " قَالَ : أَفَرَيْتَ انْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : لِيُعِنْ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ " قَالَ : أَفَرَاَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : " فَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ " قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ " يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَانَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ "

৩০৭. সাঈদ ইব্ন আবূ বুরদা তাহার পিতার এবং তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপরই সাদাকা করা ওয়াজিব। একজন বলিল, যদি তাহার সেই সামর্থ্য না থাকে তবে কি হইবে ? বলিলেন ঃ তাহা হইলে সে নিজ হাতে কাজ করিবে এবং উহা দ্বারা

নিজে উপকৃত হইবে এবং সাদাকা করিবে। প্রশ্নকারী আবার বলিল, যদি তাহার সেই সামর্থ্য না থাকে বা সে উহা না করে, তবে কি হইবে ? বলিলেন ঃ তাহা হইলে কোন দুঃখ পতিত জনকে সাহায্য করিবে। প্রশ্নকারী পুনরায় বলিল ঃ যদি তাহার সেই সামর্থ্য না থাকে বা সে উহা ন. করে ? বলিলেন ঃ তাহা হইলে পুণ্য কাজের আদেশ করিবে। প্রশ্নকারী আবার বলিল, যদি তাহার সেই সামর্থ্য না থাকে বা সে উহা না করে ? বলিলেন ঃ তাহা হইলে সে কাহারো অনিষ্ট করা হইতে বিরত থাকিবে। কেননা উহাও তাহার জন্য সাদাকা স্বরূপ।

١٣٣ - بَابُ مَنْ دُعَاءِ اللّٰهِ اَنْ يُّحْسِنَ خُلُقَهُ

১৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ সচ্চরিত্র হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করা

٣٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوا " اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالاَمَانَةَ وَحُسْنُ الْخُلُقِ - وَالرِّضَاءِ بِالْقَدْرِ -

৩০৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহুল পরিমাণে এই দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالاَمَانَةَ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالرِّضَاءِ بِالْقَدْرِ -

“হে প্রভু! আমি তোমার কাছে সু-স্বাস্থ্য, নিষ্কলুষ চরিত্র, আমানতদারী, সুন্দর স্বভাব এবং তাকদীরে সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিতেছি।”

٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ قَالَ " حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ، عَنْ أَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَابَنُوْسٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلىٰ عَائِشَةَ فَقُلْنَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ! مَا كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ : كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ تَقْرَؤُنَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ - قَالَتْ اِقْرَأْ ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾ قَالَ يَزِيْدُ فَقَرَأْتُ ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ .... لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ﴾ [٢٣ اَلْمُؤْمِنُوْنَ : ١ / - ٥]

قَالَتْ كَانَ خُلُقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩০৯. হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন বাবানুস (রা) বলেন, আমরা একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম ঃ হে মু'মিন জননী! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র (বৈশিষ্ট্য) কি ছিল ? তিনি বলিলেন ঃ কুরআনই ছিল তাঁহার চরিত্র। আপনারা সূরা মু'মিনও পড়িয়া থাকিবেন। বলিলেন ঃ একটু পড়ুন তো ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ। ইয়াযীদ বলেন, তখন আমি পড়িলাম, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ... পর্যন্ত [২৩ ঃ মু'মিনুন ঃ ১০৫]। তিনি বলিলেন ঃ উহাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র।

١٤٥ ـ بَاب لَيْسَ الْمُؤْمِنَ بِالطَّعَانِ

১৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন খোঁটা দিতে পারে না

٣١٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِي الْفُدَيْك ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : مَا سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰه لاَعِنًا اَحَدًا قَطُّ ـ لَيْسَ انْسَانًا وَكَانَ سَالِمُ يَقُوْلُ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لاَ يَنْبَغِي الْمُؤْمِنُ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا ـ

৩১০. সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ্‌কে কখনো আমি কাহাকেও অভিশাপ দিতে শুনি নাই, কোন একটি লোককেও না। সালিম আরও বলিতেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন, মু'মিনের জন্য অভিশাপকারী হওয়া শোভনীয় নহে।

٣١١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُبَشِّرِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ وَلاَ الصَّيَّاحَ فِي الأَسْوَاقِ "

৩১১. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণকারীকে, অশ্লীলতা প্রশ্রয়দানকারীকে এবং হাটে বাজারে শোরগোলকারীকে ভালবাসেন না।

٣١٢ ـ وَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ يَهُوْدَ أَتَوْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا : اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْكُمْ ـ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ـ قَالَ : مَهْلاً ، يَا عَائِشَةُ عَلَيْك بِالرِّفْقِ وَإِيَّكِ وَالْعُنْفَ وَالْفَحْشَ " قَالَتْ : أَوَلَمْ تَسْمَعَ مَا قَالُوْا ؟ قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ـ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ ـ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ "

৩১২. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা কয়েকজন ইয়াহূদী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আসিল। তাহারা আসিয়াই সম্ভাষণ করিল ঃ আস্সামু আলায়কুম—"তোমার মৃত্যু হোক"! তখন হযরত আয়েশা (রা) তাহাদের জবাবে বলিয়া উঠিলেন—ও আলাইকুম ও লা'আনাকুমুল্লাহ্ ও গাযিবুল্লাহু আলায়কুম—"এবং তোমাদের উপরও, আল্লাহ্ তোমাদিগকে অভিশপ্ত করুন ও গযবে নিঃপতিত করুন।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ধীরে আয়েশা! নম্রতা অবলম্বন কর এবং কখনও অশ্লীল ও রুক্ষভাষা ব্যবহার করিও না। তখন আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ আপনি কি শুনেন নাই তাহারা কি বলিল ? বলিলেন ঃ তুমি কি শুন

নাই আমি কী বলিয়াছি ? আমি তো তাহাদের জবাব (ওয়া আলাইকুম বলিয়া) দিয়া দিয়াছি। তাহাদের ব্যাপারে আমার দু'আ তো কবূল হইয়া যাইবে অথচ আমার ব্যাপারে তাহাদের বক্তব্য কবূল হইবে না।

٣١٣ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَاشٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلاَ اللَّعَّانِ ، وَلاَ الْفَاحِشِ ، وَلاَ الْبَذِيِّ "

৩১৩. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মু'মিন খোঁটাদাতা, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী প্রগলভ হইতে পারে না।

٣١٤ـ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَنْبَغِيْ لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُوْنَ أَمِيْنًا "

৩১৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন দু-মুখী ব্যক্তি বিশ্বস্ত (আমানতদার) হইতে পারে না।

٣١٥ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِي الاَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : " أَلأَمُ أَخْلاَقِ الْمُؤْمِنِ الْفُحْشُ "

৩১৫. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, মু'মিনের চরিত্রে সব চাইতে দূষণীয় ব্যাপার হইতেছে, তাহার অশ্লীলভাষী হওয়া।

٣١٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ " حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْكِنْدِيِّ الْكُوْفِيِّ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ : لُعِنَ اللَّعَّانُوْنَ قَالَ مَرْوَانُ الَّذِيْنَ يَلْعَنُوْنَ النَّاسَ ـ

৩১৬. হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন, অভিশাপকারীরা অভিশপ্ত। এই হাদীসের এক পর্যায়ের রাবী মারওয়ান ইব্‌ন মু'আবিয়া বলেন, অভিশাপকারীরা হইতেছে সেইসব লোক যাহারা লোকদিগকে অভিশাপ দিয়া থাকে।

١٤٦ـ بَابُ اللَّعَّانِ

১৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ অভিশাপকারী

٣١٧ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لاَ يَكُوْنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لاَ شُفَعَاءَ .

৩১৭. হযরত আবূদ্ দারদা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ অভিশাপকারীরা কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদাতা[১] এবং সুপারিশকারী (হওয়ার যোগ্য বিবেচিত) হইবে না।

٣١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا يَنْبَغِىْ لِلصِّدِّيْقِ أَنْ يَّكُوْنَ لَعَّانًا " -

৩১৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কোন সিদ্দীকের (পরম সত্যবাদী) জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া শোভনীয় নহে।

٣١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : مَا تَلَاعَنَ قَوْمٌ قَطُّ إِلاَّ حَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ -

৩১৯. হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত বর্ণনা করিলে তাহাদের প্রতি নিজের অভিসম্পাত অবধারিত হইয়া যায়।

١٤٨ - بَاب مَنْ لَعَنَ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ

১৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তাহার গোলামকে অভিশাপ দিল তাহার উচিত তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়া।

٣٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ : حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ ، اَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَعَنَ بَعْضَ رَقِيْقِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ! اَللَّعَّانُوْنَ وَالصِّدِّيْقُوْنَ - كَلاَّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - فَأَعْتَقَ أَبُوْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيْقِهِمْ - ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا أَعُوْدُ -

৩২০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা হযরত আবূ বকর (রা) তাহার কোন গোলামের (অসঙ্গত আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার) প্রতি অভিসম্পাত করিলেন। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ কা'বার প্রভুর কসম! হে আবূ বকর! একই ব্যক্তি যুগপৎভাবে সিদ্দীক ও অভিসম্পাতকারী হইতে পারে না। তিনি দুইবার তিনবার উহা বলিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) সে দিনই ঐ গোলামটিকে আযাদ করিয়া দিলেন এবং নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিলেন। আর কখনো আমি করিব না।

---

১. কুরআন শরীফের একাধিক আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সাধারণভাব উম্মাতে মুহাম্মদী (সা) কর্তৃক অন্যান্য উম্মাতের লোকজনের বিরুদ্ধে তাহাদের নবীগণের পক্ষে সাক্ষীস্বরূপ হইবেন। তাহাদের উম্মাতগণ যখন নবীগণের প্রচার কার্যের কথা অস্বীকার করিয়া নিজেদের পাপের শাস্তি লাঘব করিবার চেষ্টা করিবে, তখন উম্মাতে মুহাম্মদী (সা) দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিবেন যে, প্রভু নবীগণ তাঁহাদের উপর আরোপিত প্রচার কার্যের দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য উম্মাতরা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। এই অর্থেই উম্মাতে মুহাম্মদীকে সাক্ষ্যদাতা (শুহাদা) বলা হয়েছে।

١٤٨ ـ بَابُ التَّلاَعُنِ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَبِغَضَبِ اللّٰهِ وَالنَّارِ

১৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র লা'নত, আল্লাহ্‌র গযব এবং দোযখের অভিশাপ দেওয়া

٣٢١ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَ لاَ تَتَلاَعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ ، وَلاَ بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلاَ بِالنَّارِ " ـ

৩২১. হযরত সামুরা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা পরস্পরকে আল্লাহ্‌র লানত, আল্লাহ্‌র গযব এবং দোযখের দ্বারা অভিসম্পাত করিও না।

١٤٩ ـ بَابُ لَعْنِ الْكَافِرِ

১৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাফিরদিগকে অভিসম্পাত দেওয়া

٣٢٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أُدْعُ اللّٰهَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ : " اِنِّيْ لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا ـ وَلٰكِنْ بُعِثْتُ رَحْمَةً " ـ

৩২২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হইল—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুশরিকদের উপর বদ্‌দু'আ করুন! তিনি বলিলেন ঃ আমি তো অভিসম্পাতকারী রূপে প্রেরিত হই নাই এবং আমি রহমত রূপেই প্রেরিত হইয়াছি।

١٥٠ ـ بَابُ النَّمَّامِ

১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ চোগলখোর

٣٢٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نعَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ هُمَامٍ ، كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلٰى عُثْمَانَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ " ـ

৩২৩. হুমাম (র) বলেন, আমরা হযরত হুযায়ফা (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁহাকে বলা হইল যে, এক ব্যক্তি (এখানকার) কথা হযরত উসমানের কানে গিয়া লাগায়। তখন হযরত হুযায়ফা (রা) বলিলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

٣٢٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ " ؟ قَالُوْا ، بَلٰى ـ قَالَ " اَلَّذِيْنَ

اِذَا رُؤُوْا ذَكَرَ اللّٰهَ " اَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ " قَالُوْا : بَلٰى ـ قَالَ : " اَلْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ اَلْمُفْسِدُوْنَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ ، اَلْبَاغُوْنَ الْبُرَآءَ ، اَلْعَنَتَ " ـ

৩২৪. হযরত আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদের মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে তোমাদিগকে অবহিত করিব না ? সাহাবীগণ বলিলেন ঃ জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন ঃ যখন তাহাদিগকে দেখা যায়, তখন আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বলিলেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্টতম লোকদের সম্পর্কে অবহিত করিব না ? তাঁহারা বলিলেন ঃ হ্যাঁ! তিনি বলিলেন ঃ যাহারা চোগলখুরী করিয়া বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ (ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা) সৃষ্টি করে এবং পুণ্যবান লোকদের দোষত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায়।

١٥١ ـ بَابُ مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَنْشَاهُ .

১৫১. অনুচ্ছেদ ঃ অশ্লীলতা শ্রবণ করিয়া যে উহা ছড়ায়

٣٢٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَلْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ ، وَالَّذِىْ يَشِيْعُ بِهَا فِى الاِثْمِ سَوَاءٌ ـ

৩২৫. হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন, অশ্লীল কথা যে বলে, আর যে উহা প্রচার করিয়া বেড়ায় পাপে তাহারা উভয়েই সমান।

٣٢٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ ابْنُ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَفْشَاهَا فَهُوَ فِيْهَا كَالَّذِىْ أَبْدَاهَا ـ

৩২৬. শুবায়ল ইব্‌ন আউফ (র) বলেন, বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অশ্লীলতার কথা শুনিল এবং উহা ছড়াইল সে পাপে ঐ ব্যক্তিরই সমতুল্য, যে উহার সূচনা করিল।

٣٢٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، اَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّكَالَ عَلٰى مَنْ أَشَاعَ الزِّنٰى ، يَقُوْلُ : أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ ـ

৩২৭ আতা (র) হইতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ব্যভিচার সম্পর্কিত কথা অথবা অশ্লীলতা ছড়ায় তাহার শাস্তি হওয়া উচিত।

١٥٢ ـ بَابُ الْعَيَّابِ

১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের দোষ অনুসন্ধানকারী

٣٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ ظُبْيَانَ ، عَنْ اَبِىْ تَحْيًا حَكِيْمِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًا يَقُوْلُ : لاَ تَكُوْنُوْا عَجَلاً مَذَايِعَ بُذْرًا ، فَاِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ بَلاَءً مُبَرِّحًا مُمْلِحًا ، وَاُمُوْرًا مُتَمَاحِلَةً رُدُحًا ـ

৩২৮. হযরত আলী (রা) বলেন, ব্যতিব্যস্ত হইও না এবং কাহারো গোপন রহস্য ফাঁস করিও না। কেননা তোমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে (কিয়ামতের) ভীষণ কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপদসমূহ।

٣٢٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ بْنُ أَبِىْ اِسْحٰقَ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ ، عَنْ اَبِىْ يَحْىٰ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَرَدْتَّ أَنْ تَذْكُرَ عُيُوْبَ صَاحِبِكَ فَاذْكُرْ عُيُوْبَ نَفْسِكَ ـ

৩২৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন তুমি তোমার কোন সাথীর দোষচর্চা করিতে মনস্থ কর তখন নিজের দোষের কথা স্মরণ করিবে।

٣٣٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدُ ، عَنْ زَيْدٍ مَوْلَى قَيْسِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلاَ تَلْمِزُوْآ اَنْفُسَكُمْ﴾ [٤٩ : الحجرات : ١١] قَالَ : لاَ يَطْعَنْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ

৩৩০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلاَ تَلْمِزُوْآ اَنْفُسَكُمْ -এর তাফসীর করিতে গিয়া বলেন, উহার অর্থ তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না।

٣٣١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : فِيْنَا نُزِلَتْ ، فِىْ بَنِىْ سَلَمَةَ ﴿وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالاَلْقَابِ﴾ [٤٩ : الحجرات : ١١] قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ اِلاَّ لَهُ اِسْمَانِ ، فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ : " يَا فُلاَنُ " فَيَقُوْلُوْنَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْهُ ـ

৩৩১. আবূ জুবাইরা ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) বলেন, আমাদের অর্থাৎ বনু সালামা গোত্রীয় লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয় ঃ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالاَلْقَابِ —"একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না"। (সূরা হুজুরাত ঃ ১২) উহার পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখন নবী করীম (সা) আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনিলেন, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই দুইটি করিয়া নাম ছিল। তখন নবী করীম (সা) কাহাকেও সম্বোধন করিতে গিয়া বলিতেন, হে অমুক! তখন সাহাবীগণ বলিতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই নামে ডাকিলে সে অসন্তুষ্ট হয়। (কারণ উহা তাহার দোষবহ নাম)।

٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِى حَكِيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ : لاَ اَدْرِىْ أَيُّهُمَا جَعَلَ لِصَاحِبِهِ طَعَامًا ، ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ فَبَيْنَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ إِذْ قَالَ أَحَدُهُمْ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ! فَقَالَ : مَهْ إِنْ لَمْ تُحَدَّكَ فِى الدُّنْيَا تُحَدَّكَ فِى الاٰخِرَةِ - قَالَ : أَفَرَاَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَالِكَ ؟ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ -

ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِىْ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ -

৩৩২. ইকরামা (রা) বলেন, আমার খেয়াল নাই, ইব্‌ন আব্বাস (রা), না তাহার চাচাত ভাই একে অপরকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে এক দাসী (আহার পরিবেশনের) কাজ করিতেছিল। তখন তাঁহাদের একজন তাহাকে 'হে ব্যভিচারিণী' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তখন অপরজন বলিলেন ঃ চুপ কর। সে যদি ইহকালে এজন্য তোমাকে এই অপবাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি নাও দেওয়াইতে পারে, পরকালে তো নিশ্চয়ই উহার শাস্তি দেওয়া হইবে। তখন প্রথমজন বলিলেন ঃ যদি ব্যাপারটা তাহাই হইয়া থাকে ? তখন অপরজন বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে অশ্লীল কথা বলে আর অশ্লীলতার খোঁজে থাকে তাহাকে ভালবাসেন না। ইনি ছিলেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) যিনি বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ যে আশ্লীল কথা বলে ও অশ্লীলতার খোঁজে থাকে তাহাকে ভালবাসেন না।

٣٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ ، عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلاَ اللَّعَّانِ ، وَلاَ الْفَاحِشِ ، وَلاَ الْبَذِىِّ " -

৩৩৩. এই হাদীসটি ৩১৩নং হাদীসের অনুরূপ। অনুবাদের জন্য উহা দ্রষ্টব্য।

١٥٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّمَادُحِ

১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ সম্মুখে প্রশংসা করা

٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ :حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، إِبْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلاً

خَيْرًا ـ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ " يَقُوْلُهُ مِرَارًا ـ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَمُحَالَةَ: فَلْيَقُلْ أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا ، إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَالِكَ وَحَسِيْبُهُ اللّٰهُ وَلاَ يُزَكِّيْ عَلَى اللّٰهِ أَحَدًا "

৩৩৪. হযরত আবূ বাকরা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা)-এর দরবারে এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠিল। এক ব্যক্তি তাহার প্রশংসা করিল। উহা শুনিতে পাইয়া নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ সর্বনাশ, তুমি তো তোমার ভাইয়ের গলা (মূলে আছে 'ঘাড়' বাংলা বাগধারা অনুযায়ী গলাকাটা অনুবাদ করা হইল) কাটিয়া দিলে ? এ কথা তিনি বারবার উচ্চারণ করিলেন। (তারপর বলিলেন) তোমাদের কাহাকেও যদি একান্তই প্রশংসা করিতে হয় তবে এরূপ বলিবে—আমার ধারণা মতে তিনি এরূপ, অবশ্য যদি সে তোমার ধারণা মত সত্য সত্যই এরূপ হইয়া থাকে। উহার (যথার্থতার) হিসাব নিকাশ তো আল্লাহ্‌রই হাতে। আর আল্লাহ্‌র সম্মুখে কাহাকেও উচিত নহে নির্দোষ মনে করা।

٣٣٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ : حَدَّثَنِيْ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِيْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَأَهْلَكْتُمْ ، أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ "

৩৩৫. হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এক ব্যক্তিকে আর এক ব্যক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে শুনিলেন। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তুমি তো তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলে অথবা তুমি তো লোকটির পিঠে ছুরি বসাইয়া দিলে! (মূলে আছে পিঠ কাটিয়া ফেলিলে!)

٣٣٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ :حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ ، فَأَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ : عَقَرْتَ الرَّجُلَ ـ عَقَرَكَ اللّٰهُ ـ

৩৩৬. ইব্‌রাহীম তাইমী তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা আমি হযরত উমরের দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মুখের সামনে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ তুমি তো তাহাকে যবাই করিয়া ফেলিলে! আল্লাহ্ তোমার সর্বনাশ করুন!

٣٣٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ : يَقُوْلُ اَلْمَدْحُ ذَبْحٌ ـ

قَالَ مُحَمَّدٌ : يَعْنِيْ إِذَا قَبِلَهَا ـ

৩৩৭. হযরত যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রা) তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি হযরত উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, কাহারও প্রশংসা করা তাহাকে যবাই করারই শামিল। রাবী মুহাম্মদ বলেন, যখন প্রশংসিত ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়া লয়।

١٥٤ - بَاب مَنْ اَثْنى عَلى صَاحِبِهِ اِنْ كَانَ آمِنًا بِهِ

১৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ সেই সাথীর প্রশংসা—যাহার ঐ প্রশংসায় অনিষ্ট হওয়ার আশংকা নাই

٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ حَازِمٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : " نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْ بَكْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوْ عُبَيْدَةَ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنِ حُضَيْرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ " وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلاَنٌ ، قَالَ وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلاَنٌ ، حَتّٰى عَدَّ سَبْعَةً -

৩৩৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, কত উত্তম লোক আবূ বকর, কত উত্তম লোক উমর, কত উত্তম লোক আবূ উবায়দা, কত উত্তম লোক উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র, কত উত্তম লোক সাবিত ইব্‌ন কায়স, কত উত্তম লোক মু'আয ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল জামূহ্, কত উত্তম লোক মু'আয ইব্‌ন জাবাল! তারপর আবার বলিলেন ঃ কত মন্দ লোক অমুক, কত মন্দ লোক অমুক! এমন কি এক এক করিয়া সাতটি লোক সম্পর্কে এইরূপ বলিলেন।

٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ " فَلَمَّا دَخَلَ هَشَّ لَهُ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ اسْتَأْذَنَ أٰخَرُ - قَالَ : نِعْمَ ابْنَ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَنْبَسِطْ إِلَيْهِ كَمَا انْبَسَطَ إِلَى الاٰخَرِ - وَلَمْ يَهَشُّ اِلَيْهِ كَاهَشَّ لِلاُخَرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قُلْتَ لِفُلاَنٍ ثُمَّ هَشَشْتَ إِلَيْهِ ، وَقُلْتَ لِفُلاَنٍ وَلَمْ أَرَكَ صَنَعْتَ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ اتَّقِىَ لِفُحْشِهِ -

৩৩৯. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন ঃ সমাজের মন্দ লোক আসিয়াছে। অতঃপর যখন সে ব্যক্তি অন্দরে আসিল, তিনি অত্যন্ত হাসিমুখে তাহার সহিত মিলিলেন। সে ব্যক্তি চলিয়া গেলে আর এক ব্যক্তি আসিয়া

অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন ঃ সমাজের উত্তম ব্যক্তি আসিয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত পূর্ববর্তী ব্যক্তির মত তত হাসিমুখে মিলিলেন না। যখন ঐ ব্যক্তিও বাহির হইয়া গেলেন তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অমুকের সম্পর্কে ঐরূপ উক্তি করিলেন অথচ তাহার সহিত হাসিমুখে মিলিলেন এবং পরবর্তী ব্যক্তি সম্পর্কে ঐরূপ উক্তি করিলেন অথচ পূর্ববর্তী লোকটির সহিত যেরূপ হাসিমুখে মিলিলেন সেরূপ মিলিলেন না ? তিনি বলিলেন ঃ হে আয়েশা! সর্বনিকৃষ্ট লোক হইতেছে ঐ ব্যক্তি যাহার অশ্লীল উক্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহাকে ভয় করা হয়। [এবং তাহার প্রতি বাহ্যিক সৌজন্য প্রকাশ করিতে লোক বাধ্য হয়।]

١٥٥ - بَاب يُحْثٰى فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ

১৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশংসাকারীর মুখে ধূলি নিক্ষেপ

٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ رَجُلٌ يُثْنِى عَلَىٰ أَمِيْرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِيْ فِيْ وَجْهِهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَحْثِيَ فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ -

৩৪০. হযরত আবূ মা'মার বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক আমীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার স্তুতিবাদ করিতেছিল। হযরত মিকদাদ (রা) তাহার মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে প্রশংসাকারীদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَمْدَحُ رَجُلاً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَحْثُوْ التُّرَابَ نَحْوَ فِيْهِ - وَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ -

৩৪১. আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ্ বলেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর সম্মুখে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতেছিল। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) তাহার মুখের দিকে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমার প্রশংসাকারীদিগকে দেখিবে তখন তাহাদের মুখে ধূলি ছুঁড়িয়া মারিবে।

٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِيْ رَجَاءٍ عَنْ مِحْجَنِ الْأَسْلَمِيِّ " قَالَ رَجَاءُ أَقْبَلْتُ مَعَ مِحْجَنٍ ذَاتَ يَوْمٍ حَتّٰى اِنْتَهَيْنَا إِلٰى مَسْجِدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - فَاِذَا بُرَيْدَةُ

الاَسْلَمِيُّ عَلٰى بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ جَالِسٌ" قَالَ وَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ رَجُلٌ" يُقَالُ لَهُ سَكَبَةُ ، يُطِيْلُ الصَّلاَةَ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ ـ وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ" ـ وَكَانَ بُرَيْدَةُ صَاحِبَ مَزَاحَاتٍ ، فَقَالَ : يَا مَحْجَنُ ! اَتُصَلِّيْ كَمَا يُصَلِّيْ سَكَبَةُ ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَحْجَنٌ" وَرَجَعَ ـ قَالَ قَالَ مِحْجَنٌ" اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِيْ حَتّٰى صَعِدْنَا أُحُدًا ـ فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ " وَيْلُ أُمِّهَا مِنْ قَرْيَةٍ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا كَأَ عْمَرِ مَا تَكُوْنُ ـ يَأْتِيْهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا ، فَلاَ يَدْخُلُهَا " ثُمَّ انْحَدَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا فِى الْمَسْجِدِ رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّيْ وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ هٰذَا ؟، فَاَخَذْتُ أُطْرِيْهِ ـ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! هٰذَا فُلاَنٌ، وَهٰذَا ، فَقَالَ " أَمْسِكْ لاَ تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ "

قَالَ فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ ، حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ حُجْرِهِ لَكِنَّهُ نَقَصَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ خَيْرَ دِيْنِكُمْ أَيْسَرُهُ ، إِنَّ خَيْرَ دِيْنِكُمْ أَيْسَرُهُ" ثَلاَثًا .

৩৪২. রাজা ইব্‌ন আবূ রাজা বলেন ঃ একদা আমি হযরত মিহজান আসলামীর সহিত ছিলাম। আমরা পথ চলিতে চলিতে বসরাবাসীদের এক মসজিদ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি মসজিদের এক দরজায় হযরত বুরায়দা আসলামী বসিয়া রহিয়াছেন। রাবী বলেন ঃ মসজিদে সাকবা নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ নামায পড়িতেন। আমরা যখন মসজিদের দরজায় গিয়া পৌঁছিলাম, বুরায়দার গায়ে তখন একখানা চাদর জড়ানো ছিল এবং তিনি অত্যন্ত রসিক মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, কী মিহজান! তুমি কি সাকাবার মত নামায পড়িতে পারিবে ? মিহজান উহার কোন উত্তর না দিয়াই প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাবী বলেন ঃ মিহ্‌জান বলিয়াছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার হাত ধরিলেন এবং পথ চলিতে শুরু করিলেন। চলিতে চলিতে আমরা উহুদ পাহাড়ে গিয়া উঠিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান হইতে মদীনার দিকে তাকাইয়া বলিলেন ঃ এই জনপদের জন্য দুঃখ হয়, যখন উহা পুরাপুরি বসতিপূর্ণ থাকিবে এমনি সময় উহার অধিবাসীরা উহা ত্যাগ করিবে। এখানে দাজ্জাল আসিবে এবং উহার প্রত্যেক ফটকে এক একজন ফেরেশতাকে দেখিতে পাইবে। সুতরাং সে উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ফিরিয়া আমরা যখন মসজিদে (নববীতে) আসিলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে নামায ও রুকূ সিজদাতে মশগুল দেখিতে পাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ লোকটি কে ? আমি তখন তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলাম, এই সেই ব্যক্তি যাহার অমুক অমুক গুণ রহিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন ঃ ক্ষান্ত হও, উহাকে শুনাইবে না, নতুবা তুমি তাহার সর্বনাশ করিয়া ফেলিবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি চলিতে থাকিলেন এবং যখন তাঁহার হুজ্‌রার নিকট আসিলেন তখন তাঁহার হস্তদ্বয় ঝাড়া দিয়া বলিলেন ঃ তোমাদের উত্তম দীন হইল উহার সহজতর রূপ, তোমাদের উত্তম দীন হইল উহার সহজতর রূপ। এ রূপ তিনি তিনবার বলিলেন।

١٥٢ - بَابُ مَنْ مَدَحَ فِى الشِّعْرِ

১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা স্তুতিবদ্ধ করা

٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَدْ مَدَحْتُ اللّٰهَ بِمَحَامِدٍ وَّ مَدْحٍ ، وَإِيَّاكَ فَقَالَ " اَمَا اِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ " : فَجَعَلْتُ أُنْشِدُهُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ طُوَالٌ أَصْلَعٍ ، فَقَالَ لِىْ النَّبِىُّ ﷺ " أُسْكُتْ " فَدَخَلَ فَتَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ فَأَنْشَدْتُهُ - ثُمَّ جَاءَ فَسَكَتَنِىْ ثُمَّ خَرَجَ - فَعَلَ ذَالِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا الَّذِى سَكَتَنِىْ لَهُ ؟ قَالَ "هٰذَا رَجُلٌ لاَ يُحِبُّ الْبَاطِلَ "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِىٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ ، قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَدَحْتُكَ وَمَدَحْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ -

৩৪৩. হযরত আসওয়াদ ইব্‌ন সারী (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশস্তিগাঁথা রচনা করিয়াছি এবং আপনারও। বলিলেন ঃ তোমার প্রতিপালক তো তাঁহার হাম্‌দ (প্রশস্তি) ভালবাসেন। আমি তখন উহা তাঁহাকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে লাগিলাম। এমন সময় দীর্ঘকায় ও টাকওয়ালা এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তখন নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন ঃ থাম। তখন সে ব্যক্তি প্রবেশ করিল এবং অল্পকাল তাঁহার সহিত আলাপ করিল, অতঃপর বাহির হইয়া গেল। আমি পুনরায় আবৃত্তি শুরু করিলাম। সে ব্যক্তি পুনরায় আসিলে তিনি আমাকে থামাইয়া দিলেন। তারপর বাহির হইয়া গেল। সে ব্যক্তি দুইবার কি তিনবার এ রূপ করিল। আমি বলিলাম, এই লোকটি কে, যাহার জন্য আপনি আমাকে চুপ করাইয়া দিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ ইনি হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি বাতিলকে পসন্দ করেন না। হযরত আসওয়াদ ইব্‌ন সারী (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম ঃ হুযুর, আমি আপনার এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রশস্তি রচনা করিয়াছি।

١٥٧ - بَابُ اِعْطَاءِ الشَّاعِرِ اِذَا خَافَ شَرَّهُ

১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিকে দান করা

٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُحَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الْخُزَاعِىِّ : قَالَ : حَدَّثَنِىْ

أَبِيْ نُجَيْدٍ ، أَنَّ شَاعِرًا جَاءَ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَأَعْطَاهُ فَقِيْلَ لَهُ ، تُعْطِي شَاعِرًا ! فَقَالَ : أَبْقَى عَلَى عِرْضِيْ ـ

৩৪৪. আমার পিতা নুজায়দ বলেন ঃ একদা এক কবি হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়নের কাছে আসিল। তিনি তাহাকে কিছু দান-দক্ষিণা করিলেন। তাহাকে বলা হইল, আপনিও কবিকে দান-দক্ষিণা করেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন—নিজের ইয্যত রক্ষার্থে।

١٥٨ ـ بَابُ لاَ تُكْرِمَ صَدِيْقَكَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ

১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুর সম্মান এমনভাবে না করা যে তাহার কষ্ট হয়

٣٤٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ : لاَ تُكْرِمْ صَدِيْقَكَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ ـ

৩৪৫. মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ বুযুর্গগণ বলিতেন, তুমি তোমার বন্ধুর সম্মান এমনভাবে করিও না যে, তাহার তাহাতে কষ্ট হয়। (যেমন কোন নবাগত সম্মানিত মেহ্মানের সহিত অনেক লোকের কোলাকুলি করা, করমর্দন করা, গুরুপাক আহার্য দ্বারা তাহার তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করা অথচ ইহাতে তাহার পীড়া বৃদ্ধি পায় কোন সম্মানিত অথচ দুর্বল ব্যক্তিকে উঁচু মঞ্চে আরোহণে বাধ্য করা প্রভৃতি)।

١٥٩ ـ بَابُ الزِّيَارَةِ

১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সৌজন্য সাক্ষাৎ

٣٤٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيْ سِنَانِ الشَّامِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سُوْدَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ ، قَالَ اللّٰهُ لَهُ ـ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلاً فِى الْجَنَّةِ " ـ

৩৪৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তাহার কোন মুসলমান ভাইকে রুগ্নাবস্থায় দেখিতে যায় বা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, তুমি কত ভাল, তোমার এই পদচারণ উত্তম এবং তুমি তোমার স্থান জান্নাতে নির্ধারন করিয়া লইয়াছ।

٣٤٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِبْنِ شُوْذَبَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنِ دِيْنَارٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ اَبِيْ غَالِبٍ ،

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَتْ زَارَنَا سَلْمَانُ مِنَ الْمَدَائِنِ إِلَى الشَّامِ مَاشِيًا وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ وَانْدِرْوَرْدٌ (قَالَ : يَعْنِى سَرَاوِيْلَ مُشَمَّرَةً) قَالَ : ابْنُ شَوْذَبٍ : رُؤِيَ سَلْمَانُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مَطْمُومُ الرَّأْسِ ، سَاقِطُ الأُذُنَيْنِ ، يَعْنِى إِنَّهُ كَانَ أَرْفَشَ فَقِيلَ لَهُ : شَوَّهْتَ نَفْسَكَ قَالَ : إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَةِ ـ

৩৪৭. হযরত উম্মু দারদা (রা) বলেন, সালমান মাদায়ন হইতে পদব্রজে সিরিয়া আসিয়া আমাদের সহিত মোলাকাত করেন। তখন তাহার পরণে ছিল পায়জামা। রাবী ইব্‌ন শাওযাব বলেন ঃ তখন সালমানকে দেখা গেল তাঁহার গায়ে কম্বল জড়ানো, মাথা মুণ্ডিত, কান প্রশস্ত অর্থাৎ তাঁহার কান এমনিতেই প্রশস্ত ছিল। [মাথা মুণ্ডিত হওয়ায় কান আরো বেশি প্রশস্ত দেখাইতেছিল] তাহাকে বলা হইল, আপনি নিজেকে কদাকার করিয়া ফেলিয়াছেন যে ! বলিলেন ঃ দুনিয়ার বেশ-ভূষায় কী আসে যায় ?] পরকালের ভালই হইতেছে আসল ভাল।

١٦٠ ـ بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ

১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষাৎ করিতে গিয়া খাওয়া-দাওয়া করা

٣٤٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا خَرَجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ ، فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ ـ

৩৪৮. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক আনসারী সাহাবীর বাড়িতে মোলাকাত করিতে গেলেন এবং সেখানে তাহাদের সহিত খাওয়া-দাওয়া করিলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে তাহার আদেশে ঘরের একটি স্থানে পানি ছিটাইয়া বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল। তিনি সেখানে নামায পড়িলেন এবং তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন।

٣٤٩ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِى خُلْدَةَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ أَبُوْ أُمَيَّةَ إِلَى أَبِى الْعَالِيَةِ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ صُوْفٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ : إِنَّمَا هٰذِهِ ثِيَابُ الرُّهْبَانِ ـ إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ إِذَا تَزَاوَرُوْا تَجَمَّلُوْا ـ

৩৪৯. আবূ খুলদা বলেন, আবদুল করীম আবূ উমায়্যা পশমী মোটা কাপড় গায়ে দিয়া আবুল আলীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন আবুল আলীয়া তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ উহা তো

সন্ন্যাসীদের পোশাক (দেখিতেছি)। মুসলমানগণ তো যখন একে অপরের সহিত মোলাকাত করিতে যাইতেন তখন উত্তম পোশাকে সজ্জিত হইয়া যাইতেন।

٣٥٠ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيٰ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَرْزَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ مَوْلٰى اَسْمَاءَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيَّ اَسْمَاءُ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لِبْنَةُ شِبْرٍ مِنْ دِيْبَاجٍ، وَإِنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوْفَانِ بِهِ، فَقَالَتْ هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُهَا بِوُفُوْدٍ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ

৩৫০. হযরত আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আসমা (রা) এক তায়ালেসী জুব্বা আমার সন্মুখে বাহির করিলেন উহাতে এক বিঘত পরিমাণ রেশমের একটি টুকরা সন্নিবেশিত ছিল যাহা দ্বারা জুব্বার দুইটি কিনার মোড়ানো ছিল। তিনি বলিলেন ঃ ইহা হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জুব্বা। তিনি উহা প্রতিনিধিদল সমূহের সহিত সাক্ষাতকালে এবং জুমু'আর দিন পরিধান করিতেন।

٣٥١ـ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ فَأَتٰى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِشْتَرَ هٰذِهِ وَالْبَسْهَا عِنْدَ الْجُمُعَةِ، أَوْ حِيْنَ تَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوُفُوْدُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ"

وَأَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحُلَلٍ فَارْسَلَ إِلٰى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، وَإِلٰى أُسَامَةَ بِحُلَّةٍ، وَاِلٰى عَلِيٍّ بِحُلَّةٍ فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرْسَلْتُ بِهَا اِلَيَّ لَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ فِيْهِ مَا قُلْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "تَبِيْعُهَا اَوْ تُقْضِي بِهَا حَاجَتَكَ"

৩৫১. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত উমর (রা) একটি রেশমী জুব্বা পাইয়া নবী করীম (সা)-এর দরবারে লইয়া আসিলেন এবং আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি উহা ক্রয় করিয়া নিন এবং উহা জুমু'আর সময় অথবা যখন বিভিন্ন প্রতিনিধিদল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে তখন পরিধান করিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহা তো কেবল সেই ব্যক্তিই পরিধান করিবে যাহার পরকালে কোন প্রাপ্য থাকিবে না। পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে অনুরূপ কয়েকটি রেশমী জুব্বা আসিল। তিনি উহার একটি জুব্বা উমরের জন্য, একটি জুব্বা উসামার জন্য, একটি জুব্বা আলী (রা)-এর জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তখন উমর (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি উহা আমার নিকট পাঠাইয়াছেন অথচ আপনি উহা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তো আমি শুনিয়াছি (এমতাবস্থায় আমি উহা কিভাবে পরিধান করি?) তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ উহা তুমি বিক্রয় করিয়া দাও অথবা উহা দ্বারা তোমার অপর কোন প্রয়োজন পূরণ কর।

١٦١ ـ بَابُ فَضْلِ الزِّيَارَةِ

১৬১. অনুচ্ছেদ ঃ পারস্পরিক সাক্ষাতের ফযীলত

٣٥٢ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُوْسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ إِبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " زَارَ رَجُلٌ أَخَالَهُ فِى قَرْيَةٍ ، فَارْصَدَ اللّٰهُ لَهُ مَلَكًا عَلٰى مِدْرَجَتِهِ ، فَقَالَ : اَيْنَ تُرِيْدُ ؟ قَالَ : اَخًا لِّىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ فَقَالَ : هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لاَ ـ اِنِّىْ أُحِبُّهُ فِى اللّٰهِ قَالَ : فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكَ اِنَّ اللّٰهَ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ " ـ

৩৫২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি তাহার এক ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে (তাহার) গ্রামে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পথে একজন ফেরেশতাকে মোতায়েন করিলেন। ফেরেশতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতে মনস্থ করিয়াছেন ? সে ব্যক্তি বলিল, ঐ গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। ফেরেশতা বলিলেন ঃ আপনার উপর কি তাহার এমন কোন অনুগ্রহ আছে যাহার জন্য আপনি তাহার নিকট যাইতেছেন? সে ব্যক্তি বলিল, না, আমি তাহাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসি। ফেরেশতা (তখন স্বপরিচয় ব্যক্ত করিয়া) বলিলেন ঃ আমি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি! আল্লাহ্ আপনাকে ঠিক সেইরূপ ভালবাসিয়াছেন, যেইরূপ আপনি ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসিয়াছেন।

١٦٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحِبُّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ

১৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যে এমন লোকদিগকে ভালবাসে (আমলের দ্বারা) যাহাদের নাগাল পাইতে পারে না

٣٥٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَال حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمَلِهِمْ ؟ قَالَ : "اَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " قُلْتُ إِنِّى أُحِبُّ اللّٰهِ وَ رَسُوْلَهُ ـ قَالَ : اَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، يَا أَبَا ذَرٍّ "

২৫৩. হযরত আবূ যার (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে কিন্তু তাহাদের ন্যায় আমল করিতে সমর্থ হয় না। (তাহার অবস্থা কি হইবে ?) তিনি বলিলেন ঃ তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহারই সাথী হইবে হে আবূ যার! আমি বলিলাম, আমি তো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলকেই ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আবূ যার যাহাকে তুমি ভালবাস, তুমি তাহারই সাথী হইবে।

٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ! مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ " وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا " ؟ قَالَ : مَا أَعْدَدْتُ مِنْ كَبِيْرٍ الاَّ أَنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - فَقَالَ " اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " قَالَ أَنَسٌ : فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بَعْدَ الإِسْلاَمِ أَشَدَّ مِمَّا فَرِحُوْا يَوْمَئِذٍ -

৩৫৪. হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহ্র নবী! কিয়ামত কবে হইবে? তিনি বলিলেন ঃ তুমি তাহার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়াছ ? সে ব্যক্তি বলিল, বড় কিছু একটা প্রস্তুতি নাই, তবে আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্র রাসূলকে আমি ভালবাসি। বলিলেন ঃ যে যাহাকে ভালবাসিবে, সে তাহারই সাথী হইবে। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর সেদিনের চাইতে বেশি মুসলমানদিগকে আর কোন দিন খুশি দেখি নাই।

١٦٣ - بَابُ فَضْلِ الْكَبِيْرِ

১৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ বয়োঃজ্যেষ্ঠদের মর্যাদা

٣٥٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ أَبِيْ صَخْرٍ ، عَنْ أَبِيْ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا ، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا -

৩৫৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের হক কি তাহা জানে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرَنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِيْ نُجَيْحٍ ، سَمِعَ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنِ عَامِرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ .... مِثْلُهُ

৩৫৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্নুল-'আস (রা) কর্তৃক উভয় হাদীসই বর্ণিত এবং দুইটি হাদীস ৩৫৫ হাদীসের অনুরূপ।

٣٥٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا ، وَيَرْحَمْ صَغِيْرِنَا ،

৩৫৭. আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়ব তাহার পিতা ও দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সে আমাদের দলভুক্ত নহে যে আমাদের বড়দের হক জানে না এবং আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না।

٣٥٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَمَا ، وَيُجِلُّ كَبِيْرَنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا ،

৩৫৮. আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দিগকে সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

١٦٥ - بَابُ اِجْلَالِ الْكَبِيْرِ

১৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

٣٥٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ قَالَ : أَبُوْ كِنَانَةَ ، عَنِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ : إِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ اِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلَ الْقُرْاٰنِ ، غَيْرَ الْغَالِيَ فِيْهِ وَلاَ الْجَافِيْ عَنْهُ ، وَاِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ .

৩৫৯. হযরত আশ'আরী (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌কে সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত শুভ্রকেশী মুসলমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কুরআনের সেই বাহকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যাহারা উহাতে বাড়াবাড়ি করে না এবং উহার প্রতি নির্দয়ও হয় না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

٣٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لَيْسَ مَنْ لاَ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا "

৩৬০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল-'আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নহে যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দিগকে সম্মান করে না।

١٦٥ - بَابُ يَبْدَأُ الْكَبِيْرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ

১৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তব্যের ও প্রশ্নের সূচনা করিবে

٣٦١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الاَنْصَارِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ، وَسَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ اَنَّهُمَا حَدَّثَا - أَوْ حَدَّثَاهُ - أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَمُحَيْصَةَ بْنُ مَسْعُوْدٍ أَتَيَا خَيْبَرَ . فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوْا فِىْ اَمْرِ صَاحِبِهِمْ ، فَبَدَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، وكَانَ اَصْغَرُ الْقَوْمِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ " كَبِّرِ الْكِبَرَ " قَالَ يُحْى لِيَلِىَ الْكَلَامَ الاَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوْا فِىْ اَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ - أَتَسْتَحِقُّوْنَ قَتِيْلَكُمْ - أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ ، بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ ؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَمْرُ لَمْ نَرَهُ ، قَالَ " فَتَبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ ؟ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ" - فَادَّاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ -

قَالَ : سَهْلِ فَاَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الاِبِلِ قَدْ خَلَتْ مِن بِدَالَهُمْ- فَرَكَضَتْنِىْ بِرِجْلِهَا

৩৬১. হযরত রাফি' ইব্ন খাদীজ এবং সাহল ইব্ন আবূ হাস্‌মা বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহল এবং মুহায়্যাসা ইব্ন মাসঊদ খায়বারে আগমন করেন এবং একদা খেজুর বাগানে তাঁহারা একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহল নিহত হন। তখন সাহল তনয় আবদুর রহমান এবং মাসঊদের দুই পুত্র হুয়ায়্যাসা ও মুহায়্যাসা নবী করীম (সা)-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের নিহত সাথীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। আবদুর রহমানই প্রথম কথা বলিলেন অথচ তিনি ছিলেন বয়সে সকলের কনিষ্ঠ। নবী করীম (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ "বড়কেই বড় থাকিতে দাও!" হে রাবী ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরই প্রথম কথা বলা উচিত। তখন তাঁহারা তাঁহাদের সাথী সম্পর্কে আলাপ করিলেন। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তোমরা কি তোমাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির কসমের দ্বারা তোমাদের নিহত ব্যক্তির অথবা তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের সাথীর রক্ত পণ দাবি করিবে ? তাঁহারা বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইহা এমন একটি ব্যাপার যাহা আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই, (সুতরাং অদেখা ব্যাপারে কসম খাইব কেমন করিয়া ?) তখন তিনি বলিলেন ঃ তাহা হইলে ইয়াহূদী তাহাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির কসমের দ্বারা এই খুনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে! তাঁহারা বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! উহারা হইতেছে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় (তাহাদের কসমের কী মূল্য আছে ?) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ হইতে নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করিয়া দিলেন। সাহল (রা) বলেন ঃ মুক্তিপণের উটগুলির একটি আমার হস্তগত হয়। একদা আমি উহার অবস্থানস্থলে গেলে সে আমাকে লাথি মারে।

١٦٦ - بَابُ إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمِ الْكَبِيْرُ هَلْ لِلْأَصْغَرِ أَنْ يَّتَكَلَّمَ

১৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ জ্যেষ্ঠগণ কথা না বলিলে কনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিতে পারে কি?

٣٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرُوْنِىْ بِشَجَرَةٍ مِثْلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ ، تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ اللّٰهِ لاَ تَحُتُّ وَرَقُهَا ، فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِى النَّخْلَةُ ، فَكَرِهْتُ أَنْ اَتَكَلَّمَ ، وَثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " هِىَ النَّخْلَةُ " فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِىْ قُلْتُ : يَا أَبَتِ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ النَّخْلَةُ ، قَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُوْلَهَا ؟ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا كَذَا ، قَالَ : مَا مَنَعَنِىْ إِلاَّ لَمْ أَرَكَ ، وَلاَ أَبَا بَكْرٍ ، تَكَلَّمْتُهَا - فَكَرِهْتُ -

৩৬২. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ বলো তো দেখি সেই কোন বৃক্ষ যাহার উপমা মুসলমানের সহিত দেওয়া চলে—অহরহ তাহার প্রভুর নির্দেশে সে ফলদান করে এবং তাহার পাতাও ঝরে না। তখন আমার মনে উদয় হইল, নিশ্চয়ই উহা খেজুর গাছ। হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) বর্তমান থাকিতে আমি কথা বলা সঙ্গত মনে করিলাম না। তখন তাঁহারা কোন উত্তর দিলেন না। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ উহা হইতেছে খেজুর গাছ। যখন আমি আমার পিতার সহিত মজলিস হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, তখন আমি বলিলাম, পিত! আমার মনে তো উদয় হইয়াছিল যে, সেই গাছটি খেজুর গাছই হইবে। তিনি বলিলেন ঃ তবে তুমি উহা বলিতে কি বাধা ছিল ? যদি তুমি উহা বলিতে তবে আমার নিকট তাহা অমুক অমুক বস্তু হইতেও প্রিয়তর হইত। বলিলাম, বলিতে কোন বাধা ছিল না। তবে আমি দেখিলাম আপনি বা আবূ বকর (রা) কেহই বলিতেছেন না। সুতরাং আমি তাহা বলা সমীচীন মনে করিলাম না।

١٦٧ - بَابُ تَسْوِيْدِ الْأَكَابِرِ

১৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ বয়োঃজ্যেষ্ঠদিগের নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া

٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصٰى عِنْدَ مَوْتِهِ بَنِيْهِ فَقَالَ : اتَّقُوْا اللّٰهَ وَسَوِّدُوْا أَكْبَرَكُمْ - فَإِنَّ الْقَوْمَ اذَا سَوَّدُوْا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوْا أَبَاهُمْ ، وَاذَا سَوَّدُوْا اَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذٰلِكَ فِىْ أَكْفَائِهِمْ - وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيْمِ ، وَيَسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيْمِ وَاِيَّاكُمْ مَسْأَلَةَ النَّاسِ ، فَإِنَّهَا مِنْ آخِرِ كَسْبِ الرَّجُلِ ، وَاِذَا مِتُّ فَلاَ تَنُوْحُوْا ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنَحْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِذَا مِتُّ فَادْفِنُوْنِىْ بِأَرْضٍ لاَ تَشْعُرُ بِدَفْنِىْ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ فَإِنِّىْ كُنْتُ أُغَافِلُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ

৩৬৩. হাকীম ইব্ন কায়স ইব্ন আসিম বলেন ঃ তাঁহার পিতা তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার সন্তানদিগকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োঃজ্যেষ্ঠকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিবে, কেননা কোন সম্প্রদায় যখন তাহাদের বয়োঃজ্যেষ্ঠকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয় তখন তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণ করে আর যখন তাহাদের বয়োঃকনিষ্ঠকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয় তখন উহা দ্বারা তাহারা তাহাদের সমকক্ষদের চক্ষে তাহাদিগকে খাটো করিয়া দেয়। ধন-সম্পদ উপার্জন কর এবং তাহা দ্বারা উৎপাদন কর, কেননা উহা স্মরণীয় করে এবং ইতরদের তোয়াক্কা করা হইতে বাঁচাইয়া রাখে। আর সাবধান! মানুষের কাছে যাচ্না করিবে না, কেননা উহা হইতেছে মানুষের অর্থাগমের সর্বশেষ ব্যবস্থা।

আর যখন আমি ইন্তিকাল করিব, তখন আমার জন্য বিলাপ করিবে না। কেননা নবী (সা)-এর জন্য বিলাপ করা হয় নাই। আর যখন আমার মৃত্যু হইবে, আমাকে এমন স্থানে দাফন করিও যেন বকর ইব্ন ওয়াল গোত্র তাহা টের না পায়। কেননা জাহিলিয়াতের যুগে আমি তাহাদের সহিত কিছু অসতর্কতামূলক ব্যবহার করিয়াছি। [হয়ত উহার কোন প্রতিশোধ নিতে তাহারা চেষ্টাও করিতে পারে]।

١٦٨ - بَابُ يُعْطَى الثَّمَرَةُ اَصْغَرَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوِلْدَانِ

১৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শিশুকে প্রথম ফল খাইতে দেওয়া

٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا أُتِىَ بِالذَّهُوِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَمُدِّنَا ، وَصَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ " ثُمَّ نَاوَلَهُ اَصْغَرَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الْوِلْدَانِ -

৩৬৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে যখন মওসুমের প্রথম ফল (রঙ্গীন খেজুর) আসিত তখন তিনি দু'আয় বলিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَمُدِّنَا ، وَصَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ -হে প্রভু! আমাদের এই শহরে এবং আমাদের দাঁড়িপাল্লায় ও মাপের পাত্রসমূহে বরকতের সহিত আরো বর্ধিত বরকত দিন। (অর্থাৎ ফলমূলে এবং ওযনকারীরা যে সব শস্যাদি লেনদেন করে সেই সমূহে বরকত দিন) অতঃপর ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহাদের কাছে পাইতেন, তাহাদের সর্বকনিষ্ঠকে উহা খাইতে দিতেন।

١٦٩ - بَابُ رَحْمَةِ الصَّغِيْرِ

১৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ছোটদের প্রতি দয়া

٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ ابْنُ أَبِى الزِّيَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفَ حَقَّ كَبِيْرِنَا -

৩৬৫. আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়ব তাহার পিতার এবং তিনি তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নহে, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের হক কি তাহা জানে না। (অর্থাৎ তাহাদিগকে সম্মান করে না)

١٧٠ - بَابُ مُعَانَقَةِ الصَّبِيِّ

১৭০. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের সহিত আলিঙ্গন

٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ - إِنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَدُعِيْنَا اِلَى طَعَامٍ فَاذًا حُسَيْنَ يَلْعَبُ فِى الطَّرِيْقِ ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَ الْقَوْمِ ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَيُضَاحِكُمُ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ فِى ذَقَنِهِ وَالْاٰخَرَ فِى رَأْسِهِ - ثُمَّ اَعْتَقَهُ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " حُسَيْنٌ مِنِّى وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ - أَحَبَّ اللّٰهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا - اَلْحُسَيْنُ سِبْطٌ مِنَ الاَسْبَاطِ -

৩৬৬. হযরত ইয়ালা ইব্‌ন মুররা (রা) বলেন ঃ একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে খাওয়ার এক দাওয়াতে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে হুসায়ন (রা) খেলিতেছিলেন। নবী করীম (সা) দ্রুতগতিতে সকলের আগে গিয়া তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলেন। তখন বালকটি এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল আর নবী করীম (সা) তাহাকে হাসাইতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অতঃপর আদর করিয়া এক হাত তাহার চিবুকে এবং অপর হাত তাহার মস্তকে রাখিলেন এবং তারপর তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হুসায়ন আমার এবং আমি হুসায়নের। হুসায়নকে যে ভালবাসে আল্লাহ্ তাহাকে ভালবাসেন। আর হুসায়ন হইতেছে আমার দৌহিত্রদের মধ্যে একজন।

١٧١ - بَابُ قُبْلَةِ الرَّجُلِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيْرِ

১৭১. অনুচ্ছেদ ঃ ছোট বালিকাকে চুমু খাওয়া

٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، إِنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ ، يُقَبِّلُ زَيْنَبَ بِنْتِ عُمَرُ بْنَ أَبِى سَلْمَةَ ، وَهِىَ ابْنَةُ سِنْتَيْنِ أَوْ نَحْوَهُ -

৩৬৭. বুকায়র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফরকে দেখিতে পান যে, উমর ইব্‌ন আবূ সালামার দুহিতা যয়নাবকে চুমু খাইতেছেন, তখন যায়নাবের বয়স দুই বৎসর বা কম-বেশি হইবে।

٣٦٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُطَّافٍ عَنْ حَفْصٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِكَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ أَهْلَكَ أَوْ صَبِيَّةً ، فَافْعَلْ -

৩৬৮. হযরত হাসান (রা) বলেন, পারত পক্ষে তুমি তোমার পরিবারের কাহারও চুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না, তবে সে তোমার সহধর্মিণী বা ছোট্ট বালিকা হইলে ভিন্ন কথা।

١٧٢ - بَابُ مَسْحِ رَأْسِ الصَّبِيِّ

১৭২. অনুচ্ছেদ ঃ বালক-বালিকাদের মাথায় হাত বুলানো

٣٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْهَيْثَمِ الْعَطَّارِ قَالَ : حَدَّثَنِي يُوْسُفُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ : سَمَّانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْسُفَ وَأَقْعَدَنِي عَلَى حُجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي -

৩৬৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামের পুত্র হযরত ইউসুফ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নামকরণ করেন ইউসুফ। তিনি আমাকে তাঁহার কোলে বসান এবং আমার মাথায় হাত বুলান।

٣٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ اِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي -

৩৭০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা)-এর গৃহেও আমি পুতুল নিয়া খেলা করিতাম এবং আমার সঙ্গে আমার সঙ্গিনীরাও খেলা করিত। যখন তিনি ঘরে আসিতেন তখন তাহারা কক্ষের এক কোণে গিয়া লুকাইত। তিনি তাহাদিগকে বাহির করিয়া আমার নিকট পাঠাইতেন, তখন তাহারা (নিঃসংকোচে) আমার সহিত খেলা করিত।

١٧٣ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلصَّغِيْرِ يَا بُنَيَّ

১৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ ছোটদের 'হে আমার বৎস' বলিয়া সম্বোধন

٣٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْدِ ابْنِ أُغْنِيَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ أَبِي الْعَجْلاَنَ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ : كُنْتُ فِي جَيْشٍ

ابْنِ الزُّبَيْرِ فَتُوُفِّى ابْنُ عَمٍّ لِى أَوْصى بِجَمَلٍ لَهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقُلْتُ لابْنِهِ : ادْفَعْ اِلَىَّ الْجَمَلَ فَإِنِّى فِى جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ اذْهَبْ بِنَا إِلٰى ابْنِ عُمَرَ حَتّٰى نَسْأَلَهُ - فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ! انَّ وَالِدِىَ تُوُفِّى وَاَوْصٰى بِجَمَلٍ لَهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهٰذَا ابْنُ عَمِّى وَهُوَ فِى جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَفَادْفَعُ إِلَيْهِ الْجَمَلَ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرُ : يَا بُنَىَّ ! انَّ سَبِيْلَ اللّٰهِ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ فَانْ كَانَ وَالِدُكَ انَّمَا أَوْصٰى بِجَمَلِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - فَاذَا رَأَيْتَ قَوْمًا مُّسْلِمِيْنَ يَغْزُوْنَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَأَدْفَعْ اِلَيْهِمُ الْجَمَلَ ، فَانَّ هٰذَا وَأَصْحَابُهُ فِىْ سَبِيْلِ غِلْمَانِ قَوْمٍ إِلَيْهِمْ يَضَعُ الطَّابِعَ -

৩৭১. আবুল আজলান মাহারিবী বলেন ঃ আমি হযরত ইব্‌ন যুবায়রের বাহিনীতে ছিলাম। আমার এক চাচাতো ভাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাহার একটি উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার জন্য অসীয়্যত করিয়া যান। আমি তাহার পুত্রকে (অর্থাৎ আমার চাচাতো ভাইকে) বলিলাম, আমি তো হযরত ইব্‌ন যুবায়রের বাহিনীতে আছি। আমাকেই এই উটটি দিয়া দাও। সে বলিল, হযরত ইব্‌ন উমরের কাছে আমাকে নিয়া চল। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব (এ সম্পর্কে তিনি কি বলেন)। আমরা তখন হযরত ইব্‌ন উমরের খিদমতে গেলাম। সে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমার পিতা ইন্তিকাল করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাহার একটি উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার জন্য ওসীয়্যাত করিয়া গিয়াছেন। আর এই ব্যক্তি হইতেছে আমার চাচাতো ভাই। সে ইব্‌ন যুবায়রে বাহিনীভুক্ত। আমি কি তাহাকে এই উটটি দিতে পারি ? তখন হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন ঃ হে আমার বৎস! আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রত্যেকটি কাজই উত্তম। তোমার পিতা যদি তাহার উট আল্লাহ্‌র রাস্তায়ই দান করিতে বলিয়া থাকেন, তবে তুমি মুশরিকদের সহিত জিহাদে রত বড় কোন মুসলিম বাহিনীকে উহা দান কর। আর এই ব্যক্তি আর তাহার সাথীরা তো সমাজের যুব শ্রেণীর রাস্তায় লড়িতেছে (আল্লাহ্‌র রাস্তায় নহে—শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইয়া কে মোহর অংকিত করিবে, ইহা লইয়াই তাহাদের সংগ্রাম)।

٣٧٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ : حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيْرًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : " مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ ، لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ " -

৩৭২. হযরত জারীর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে মানুষের প্রতি দয়া করে না মহামহিম আল্লাহ্‌ও তাহার প্রতি দয়া করেন না। [আর পরের ছেলেকে বৎস বলিয়া স বার মত অন্তর তো কেবল দয়াশীল লোকেরই হইতে পারে।]

٣٧٣- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُ قُبَيْصَةَ بْنَ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ وَلاَ يُغْفَرُ مَنْ لاَ يَغْفِرُ ، وَلاَ يُعْفَ عَمَّنْ لَمْ يَعْفُ وَلاَ يُوَقَّ مَنْ لاَ يَتَوَقَّ -

৩৭৩. কুবায়সা ইব্‌ন জাবির বলেন, তিনি হযরত উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না, যে ক্ষমা করে না, সে ক্ষমা পায় না, যে মার্জনা করে না, সে মার্জনাও পায় না। যে অন্যকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট না হয়, তাহাকে রক্ষা করার জন্য কেহ সচেষ্ট হয় না।

١٧٤- بَابُ ارْحَمْ مَنْ فِى الأَرْضِ

১৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ ভূ-পৃষ্ঠবাসীর প্রতি দয়া কর

٣٣٧٤- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لاَ يُرْحَمُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ وَلاَ يُغْفَرُ لِمَنْ لاَ يَغْفِرُ ، وَلاَ يُتَابُ عَلَى مَنْ لاَ يَتُوْبُ - وَلاَ يُوْقَ مَنْ لاَ يَتَوَقَّ -

৩৭৪. হযরত উমর (রা) বলেন, যে দয়া করে না সে দয়া পায় না, যে অন্যকে ক্ষমা করে না তাহাকেও ক্ষমা করা হয় না। যে অন্যের ওযর কবুল করে না, তাহার ওযরও গৃহীত হয় না। যে অন্যকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয় না, সেও রক্ষা পায় না।

٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا اسْمٰعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ذِيَادُ بْنُ نَحْرَاقَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنِّى لأَذْبَحُ الشَّاةَ فَارْحَمُهَا ، أَوْ قَالَ : إِنِّى لأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحُهَا - قَالَ "وَالشَّاةُ انْ رَحَمْتَهَا ، رَحِمَكَ اللّٰهُ " مَرَّتَيْنِ -

৩৭৫. মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররাহ তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ছাগী যবাই করি এবং দয়াপরবশ হই অথবা সে ব্যক্তি বলিল, ছাগী যবাই করিতে আমার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয়। এ কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুইবার বলিলেন ঃ তুমি যদি ছাগলের প্রতি দয়া পরবশ হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি দয়া পরবশ হইবেন।

٣٧٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ يَقُوْلُ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقِ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ : " لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ الاَّ مِنْ شَقِيٍّ -

৩৭৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলিয়া সমর্থিত নবী করীম হযরত আবুল কাসিম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ হতভাগা ছাড়া আর কাহারও অন্তর হইতে দয়া-মায়া উঠাইয়া নেওয়া হয় না।

٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى ، عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ قَيْسٌ قَالَ : اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرٌ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ " -

৩৭৭. হযরত জারীর (রা) হইতে বির্ণত নবী করীম (সা) বলেন যে, মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ্ তাহার প্রতি দয়া করেন না।

١٧٥ - بَابُ رَحْمَةِ الْعِيَالِ

১৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়া

٣٧٨ - حَدَّثَنَا حُرِّىُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَرْحَمَ النَّاسِ بِالْعِيَالِ ، وَكَانَ لَهُ ابْنُ مُسْتَرْضِعٍ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا ، وَكُنَّا نَأْتِيْهِ وَقَدْ دُخِنَ الْبَيْتُ بِاِذْخِرٍ ، فَيُقَبِّلُهُ وَيَشَمُّهُ -

৩৭৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) ছিলেন পরিবার-পরিজনের প্রতি সর্বাধিক দয়াপ্রবণ। তাঁহার এক পুত্র মদীনার উপকণ্ঠে এক মহিলার দুগ্ধপোষ্য ছিলেন যাহার স্বামী ছিলেন কর্মকার। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে প্রায়ই সেখানে যাইতাম, ঘরটি ইয্খির নামক সুগন্ধি তৃণের ধোঁয়ায় পূর্ণ থাকিত। তিনি তাঁহাকে চুমু খান এবং নাক লাগাইয়া তাহার ঘ্রাণ লইতেন।

٣٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِىُّ ﷺ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبِىٌّ فَجَعَلَ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ "اَتَرْحَمُهُ" ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ " فَاللّٰهُ أَرْحَمُ بِكَ ، مِنْكَ بِهِ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ -

৩৭৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদ্মতে আসিয়া হাযির হইল। তাহার সাথে একটি শিশুও ছিল। সে ঐ শিশুটিকে নিজের দেহের সহিত মিলাইয়া রাখিতেছিল। তখন নবী করীম (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি উহার প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়? সে ব্যক্তি বলিল, জী হ্যাঁ। তিনি বলিলেন ঃ তুমি তাহার প্রতি যত দয়াপরবশ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি উহার চাইতে অধিক দয়াপরবশ এবং তিনি হইতেছেন আরহামুর রাহিমীন—সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

١٧٦ - بَابُ رَحْمَةِ الْبَهَائِمِ

১৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ পশুর প্রতি দয়া

٣٨٠ - حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ ، عَنْ سُمَىٍّ ، مَوْلٰى أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَنِىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ " قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَاَنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قَالَ " فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " -

৩৮০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তাহার দারুণ তৃষ্ণা পাইল। পথে সে একটি কূপ দেখিতে পাইয়া উহাতে নামিয়া পড়িল এবং পানি পান করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইয়াই সে দেখিতে পাইল যে একটি কুকুর নিদারুণ পিপাসায় কাতর হইয়া জিহবা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে এবং পিপাসা নিবারণার্থে ভিজা মাটি চাটিতেছে। তখন সে ব্যক্তি মনে মনে বলিল, একটু পূর্বে পিপাসায় আমার যে দশা হইয়াছিল, কুকুরটিরও সেই দশা হইয়াছে। সে পুনরায় কূপের ভিতর নামিল এবং তাহার মোজা ভর্তি করিয়া পানি লইয়া আপন দাঁত দ্বারা উহা চাপিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিল এবং কুকুরটিকে উহা পান করাইল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এই দয়াশীলতাকে কবূল করিলেন এবং তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন। তখন সাহাবাগণ বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পশুর জন্য কি আমাদিগকে সাওয়াব দান করা হইবে ? বলিলেন ঃ হ্যাঁ, প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সৃষ্টির সেবার জন্য সাওয়াব ও পুরস্কার রহিয়াছে।

٣٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "عُذِّبَتْ إِمْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ - يُقَالُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ : لاَ اَنْتِ أَطْعَمِيْتَهَا وَسَقَيْتِيْهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا ، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ " -

৩৮১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ এক রমণী একটি বিড়ালীর কারণে শাস্তিতে পতিত হয়। সে উহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ফলে ক্ষুধায় উহার মৃত্যু হয় এবং সেই রমণী দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহাকে বলা হইবে, আল্লাহ্ তা'আলা সম্যকভাবে অবগত আছেন যে, যখন তুই উহাকে বাঁধিয়া রাখিলি তখন তুই উহাকে না আহার্য ও পানীয় দিলি— আর না উহাকে ছাড়িয়া দিলি যে, সে পোকা-মাকড় খাইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিত।

٣٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَرْحَمُوْا تُرْحَمُوْا وَاغْفِرُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ - وَيْلٌ لأَقْمَاعِ الْقَوْلِ - وَيْلٌ لِلْمُصِرِّيْنَ الَّذِيْنَ يُصِرُّوْنَ عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

৩৮২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল-'আস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ দয়া কর, তোমাকেও দয়া করা হইবে, অন্যকে একটি ক্ষমা কর, তোমাকেও ক্ষমা করা হইবে। সর্বনাশ সেই ব্যক্তির যে কথা ভুলিয়া যায় এবং সর্বনাশ ঐ ব্যক্তিদের যাহারা জানিয়া-শুনিয়াও বারবার অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে।

٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ الْكِنْدِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيْحَةً ، رَحِمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩৮৩. হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়, যদি তাহা যবাই করা পশুর প্রতিও হয়—আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইবেন।

١٧٧ - بَابُ أَخْذِ الْبَيْضِ مِنَ الْحُمَّرَةِ

১৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ হুম্মারা পাখির ডিম পাড়িয়া আনা

٣٨٤ - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَزَلَ مَنْزِلاً فَأَخَذَ رَجُلٌ بَيْضَ حُمَّرَةٍ فَجَاءَتْ تَرِفُّ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : "أَيُّكُمْ فَجَعَ هٰذِهِ بَيْضَتَهَا" ؟ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَنَا أَخَذْتُ بَيْضَتَهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أُرْدُدْهُ - رَحْمَةً لَهَا" .

৩৮৪. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা (সফরকালে) এক মঞ্জিলে অবতরণ করিলেন। তখন এক ব্যক্তি হুম্মারা পাখির ডিম (তাহার নীড় হইতে) পাড়িয়া আনিল। পাখিটি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার উপর আসিয়া উড়িতে লাগিল। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কে উহার ডিম পাড়িয়া উহাকে শোকাকুল করিয়াছ ? তখন এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি উহার ডিম পাড়িয়া আনিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ উহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া উহা গিয়া রাখিয়া আস।

١٧٨ - بَابُ الطَّيْرِ فِى الْقَفَصِ

১৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ পিঞ্জিরায় পাখি রাখা

٣٨٥ - حَدَّثَنَا عَامِرُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَاَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَحْمِلُوْنَ الطَّيْرَ فِى الْاَقْفَاصِ -

৩৮৫. হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) বলেন, হযরত ইব্ন যুবায়র (রা) মক্কায় (শাসনকর্তা) ছিলেন। আর নবী করীম (সা)-এর সাহাবাগণ খাঁচায় পাখি রাখিতেন।

٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَ ابْنًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَه أَبُوْ عُمَيْرٍ ، وَكَانَ لَهُ نُغَيْرُ يَلْعَبُ بِهٖ فَقَالَ : "يَا أَبَا عُمَيْرٍ ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ " -

৩৮৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) (আবূ তালহার) ঘরে তাশরীফ নিলেন, তখন আবূ তালহার এক শিশুপুত্র আবূ উমায়র তাঁহার সম্মুখে পড়িল। তাহার একটি বুলবুলি ছিল এবং সে উহা লইয়া খেলা করিত। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ হে আবূ উমায়র তোমার নুগায়র (বুলবুলি)টি কি করিল অথবা তোমার বুলবুলিটি কোথায় ?

١٧٩ - بَابُ يَنْمِىْ خَيْرًا بَيْنَ النَّاسِ

১৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা

٣٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ أُمَّهُ ، أُمُّ كُلْثُوْمٍ اِبْنَةَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُوْلُ خَيْرًا اَوْ يَنْمِىْ خَيْرًا قَالَتْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِى الشَّئِْ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِى ثَلاَثٍ اَلْإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيْثُ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ وَحَدِيْثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا -

৩৮৭. হযরত উম্মে কুলসুম (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, সে ব্যক্তি মিথ্যুক নহে, যে ব্যক্তি লোকজনের মধ্যে আপোসরফা করিয়া দেয় এবং (সেই দলে) মঙ্গলের কথা বলে বা মঙ্গলকে বিকশিত করে। উম্মু কুলসুম (রা) আরো বলেন ঃ তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ব্যাপারে নবী করীম (সা)-কে কাহাকেও মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে আমি শুনি নাই। সেই তিনটি ক্ষেত্র হইল, ১. লোকজনের মধ্যে আপোসরফা করিতে, ২. পুরুষ তাহার স্ত্রীর সহিত কথা বলিতে এবং ৩. স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত কথা বলিতে (মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে)।

١٨٠ ـ بَابُ لاَ يَصْلَحُ الْكِذْبُ

১৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য

٣٨٨ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ـ فَانَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ ، وَانَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا ، وَايَّاكُمْ وَالْكِذْبَ ، فَانَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ ـ وَالْفُجُوْرُ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ ـ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا

৩৮৮. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সর্বাবস্থায় তোমরা সত্যাবলম্বী হইবে। কেননা সত্য কল্যাণের পথ দেখায় এবং কল্যাণ জান্নাতের পথে লইয়া যায়। এক ব্যক্তি সত্যকে অবলম্বন করিয়া চলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্র দরবারে সিদ্দীক বা চরম সত্যাশ্রয়ী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এবং সাবধান সাবধান, মিথ্যা সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। কেননা মিথ্যা পাপের পথে লইয়া যায় এবং পাপ জাহান্নামের পথে লইয়া যায়। এক ব্যক্তি মিথ্যাকে অবলম্বন করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্র দরবারে কায্যাব বা চরম মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

٣٨٩ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِىْ مُعَمَّرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : لاَ يَصْلَحُ الْكِذْبُ فِىْ جِدٍّ وَلاَ هَزْلٍ وَلاَ أَنْ يَعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لاَ يَنْجِزُ لَهُ ـ

৩৮৯. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ মিথ্যা কোন অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নহে। চাই গাম্ভীর্যেই হউক, চাই ঠাট্টাচ্ছলেই হইক। আর উহাও অনুমোদনযোগ্য নহে যে তোমাদের মধ্যকার কেহ তাহার শিশু সন্তানের সহিত (কোন কিছু দেওয়ার) ওয়াদা করিবে আর পরে তাহা তাহাকে দিবে না।

١٨١ ـ اَلَّذِىْ يَصْبِرُ عَلَى اَذَى النَّاسِ

১৮১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি লোকের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে

٣٩٠ ـ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ يَحْىَ بْنِ وَثَّابٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ ، خَيْرٌ مِنَ الَّذِىْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ ـ

৩৯০. হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সহিত মেলামেশা করে এবং তাহাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম যে মানুষের সহিত মেলামেশাও করে না, তাহাদের দেওয়া কষ্টও সহ্য করে না।

١٨٢ ـ اَلصَّبْرُ عَلَى الْاَذٰى

১৮২. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ

٣٩١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِى الاَعْمَشُ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ ، عَنْ أَبِى مُوْسٰى ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : " لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَئٌ - أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنَّهُمْ لَيَدْعُوْنَ لَهٗ وَلَدًا ، وَإِنَّهٗ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ " ۔

৩৯১. হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কষ্টদায়ক কিছু শুনিয়াও ধৈর্যধারণের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র চাইতে অধিকতর ধৈর্যশীল আর কেহই নাই। লোক তাঁহার সন্তান আছে বলিয়া দাবি করে (যাহা তাঁহার চরম ক্রোধ উদ্রেককারী ডাহা মিথ্যাপবাদ) এতদসত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে রাখেন এবং আহার্য প্রদান করেন।

٣٩٢ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ : حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيْقًا يَقُوْلُ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ قِسْمَةً - كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ ، وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - قُلْتُ أَنَا : لاَقُوْلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ - وَهُوَ فِى أَصْحَابِهِ - فَسَارَرْتُهُ - فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتّٰى وَدِدْتُ إِنِّى لَمْ يَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ " قَدْ أُوْذِىَ مُوْسٰى بِاَكْثَرِ مِنْ ذٰلِكَ فَصَبَرَ ۔

৩৯২. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) কিছু বণ্টন করিলেন—যেভাবে সাধারণত তিনি বণ্টন করিতেন। ইহাতে আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি মন্তব্য করিল, কসম খোদার! উহা এমনই এক বণ্টন হইয়াছে যাহা আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে হয় নাই। আমি বলিলাম আচ্ছা, আমি অবশ্যই নবী করীম (সা)-কে বলিব। তখন আমি তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি তখন তাঁহার আসহাব পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। আমি তখন কানে কানে উহা তাঁহাকে অবগত করিলাম। ইহাতে তাঁহার ভীষণ মনোকষ্ট হইল। তাঁহার চেহারার রং পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি এমনি রাগান্বিত হইলেন যে, আমি মনে মনে বলিলাম, হায়! যদি আমি উহা তাঁহাকে না বলিতাম! অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ "মূসা (আ)-কে উহার চাইতেও অধিক মনোকষ্ট দেওয়া হইয়াছে! তিনি ধৈর্যধারণ করিয়াছেন।"

١٨٣ ـ بَابُ اِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

১৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ আপোস-মীমাংসা

٣٩٣ ـ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الاَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَلاَ

أَنبِّئُكُمْ بِدَرَجَةٍ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ "؟ قَالُوْا بَلٰى ـ قَالَ " صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ "

৩৯৩. হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে নামায-রোযা এবং সাদাকা-খয়রাতের চাইতেও উত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করিব না ? উপস্থিত সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিলেন ঃ "লোকের মধ্যে আপোস রফা করিয়া দেওয়া। আর পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ তো হইতেছে মুণ্ডনকারী ধ্বংসকারী।

٣٩٤ ـ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [٨ : الأنفال : ١] قَالَ : هٰذَا تَحْرِيْجٌ مِنَ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ يَتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَنْ يُصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ـ

৩৯৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) সূরা আনফালের আয়াত ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ উহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতেছেন যে, তাহারা যেন আল্লাহ্কে ভয় করে (পরহেযগারী অবলম্বন করে) এবং নিজদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করে।

١٨٤ ـ بَابٌ اِذَا كَذَبْتَ لِرَجُلٍ هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ

১৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারো সহিত এমনভাবে মিথ্যা বলা যে সে উহাকে সত্য মনে করে

٣٩٥ ـ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ ضَبَّارَةَ بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ : إِنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ أَسَيْدِ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ ـ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ " كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ ، وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ "

৩৯৫. হযরত সুফিয়ান ইব্ন উসায়দ হাযরামী (রা) বলেন, তিনি স্বয়ং নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ সব চাইতে বড় বিশ্বাস ভঙ্গ হইতেছে এই যে, তুমি তোমার কোন ভাইকে কোন কথা বলিতেছ, সে তো তোমাকে বিশ্বাস করিতেছে অথচ তুমি তাহাকে মিথ্যা কথাই বলিতেছ।

١٨٥ ـ بَابٌ لاَ تَعِدَ أَخَاكَ شَيْئًا فَتُخْلِفُهُ

১৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার ভাইয়ের সহিত ওয়াদা করিয়া ওয়াদা ভঙ্গ করিও না

٣٩٦ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لاَ تُمَارِ أَخَاكَ وَلاَ تُمَازِحْهُ وَلاَ تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ

৩৯৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তুমি তোমার ভাইয়ের সহিত ঝগড়া বিসম্বাদ করিও না, তাহাকে লইয়া ঠাট্টা উপহাস করিও না, আর তাহার সহিত এমন ওয়াদাও করিও না যাহা তুমি ভঙ্গ করিবে।

١٨٦ - بَابُ الطَّعْنِ فِى الْاَنْسَابِ

১৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ বংশ তুলিয়া খোঁটা দেওয়া

٣٩٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شُعْبَتَانِ لَاتَتْرُكُهُمَا أُمَّتِى اَلنِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِى الْأَنْسَابِ " -

৩৯৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, দুইটি (মন্দ) কর্ম এমন, যাহা আমার উম্মাত (সর্বতোভাবে) পরিত্যাগ করিবে না। এইগুলি হইল মৃত ব্যক্তির শোকে বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করা এবং বংশ তুলিয়া খোঁটা দেওয়া।

١٨٧ - بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ قَوْمَهُ

১৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি মহব্বত

٣٩٨ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ : حَدَّثَنِى عَبَّادُ الرَّمَلِىُّ قَالَ : حَدَّثَنِىْ امْرَأَة يُقَالُ لَهَا نُسَيْلَةُ ، قَالَتْ ، سَمِعْتُ أَبِىْ يَقُوْلُ:قُلْتُ:يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُّعِيْنَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلٰى ظَالِمٍ؟ قَالَ:"نَعَمْ "

৩৯৮. হযরত ফুসায়লা (র) নাম্নী মহিলা বলেন, আমি আমার পিতাকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অন্যায় কাজে নিজ সম্প্রদায়কে লোকজনের সাহায্য করা কি (জাহিলিয়াতের যুগের সেই) আসাবিয়্যাত তথা সম্প্রদায় প্রীতি অন্তর্ভুক্ত ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

١٨٨ - بَابُ هِجْرَةِ الرَّجُلِ

১৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা

٣٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنَ الطُّفَيْلِ - وَهُوَ ابْنُ أَخِى عَائِشَةَ لِأُمِّهَا - اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا حُدِّثَتْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فِى بَيْعٍ أَوْ اَعْطَاءٍ - اَعْطَتْهُ عَائِشَةُ : وَاللّٰهِ ! لَتَنْتَهِيْنَ عَائِشَةُ أَوْ لَاَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا -

فَقَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هٰذَا ؟ قَالُوْا نَعَمْ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ : هُوَ لِلّٰهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا ـ فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْمُهَاجِرِيْنَ حِيْنَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا اِيَّاهُ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ ! لاَ أُشَفِّعُ فِيْهِ أَحَدًا أَبَدًا ـ وَلاَ أَتَحَنَّثُ اِلٰى نَذْرِيْ ـ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلٰى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ـ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ ؛ وَهُمَا مِنْ بَنِيْ زُهْرَةَ ، فَقَالَ لَهُمَا أُنْشِدُكُمَا بِاللّٰهِ لَمَّا اَدْخَلْتُمَانِيْ عَلٰى عَائِشَةَ فَاِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا اَنْ تَنْذُرَ قَطِيْعَتِيْ فَاَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، مُشْتَمِلَيْنِ عَلَيْهِ بِاَرْدِيَتِهِمَا حَتّٰى اَسْتَأْذَنَا عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالاَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَنَدْخُلُ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : اُدْخُلُوْا ـ قَالاَ : كُلُّنَا ؟ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ! قَالَتْ نَعَمْ ـ اُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ ـ وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوْا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا يَبْكِيْ ـ وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدُ إِنَّهَا إِلاَّ مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلاَنِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَمَّا قَدْ عَلِمَتْ مِنَ الْهِجْرَةِ فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَ لَيَالٍ ـ قَالَ فَلَمَّا اَكْثَرَ عَلٰى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِيْ وَتَقُوْلُ : إِنِّيْ قَدْ نَذَرْتُ ، وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتّٰى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَأَعْتَقَتْ فِيْ نَذْرِهَا أَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً ـ وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِيْ حَتّٰى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا ـ

৩৯৯. হযরত আওফ ইব্ন হারিস যিনি মায়ের দিক হইতে হযরত আয়েশার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন—বর্ণনা করেন যে, কেহ আসিয়া হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিল যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) হযরত আয়েশার একটি বিক্রী চুক্তি বা প্রদত্ত দান সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র কসম, যদি উহা হইতে তিনি বিরত না হন, তবে আমি এই কাজে তাহাকে বাধা প্রদান করিব। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কি উহা বলিয়াছে ? সকলে বলিল, হ্যাঁ, তিনিই তো বলিয়াছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, তাহা হইলে আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করিতেছি যে, ইব্ন যুবায়রের সহিত কোন দিন কথা বলিব না। ইব্ন যুবায়র (রা) যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সহিত হযরত আয়েশা (রা)-এর এই সম্পর্কচ্ছেদ দীর্ঘতর হইতেছে—তিনি কতিপয় মুহাজির সাহাবীকে এই ব্যাপারে তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবার জন্য ধরিলেন। কিন্তু আয়েশা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! এই ব্যাপারে আমি কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করিব না বা আমার শপথও ভঙ্গ করিব না। ইব্ন যুবায়র (রা) দেখিলেন যে, এই সম্পর্কচ্ছেদ দীর্ঘতর হইতেছে, তখন তিনি হযরত মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইব্ন

আস্ওয়াদ ইব্ন আবদে ইয়াগুসকে ধরিলেন। তাঁহারা উভয়ে বনু যুহরার লোক ছিলেন। ইব্নুয্ যুবায়র (রা) তাহাদিগকে বলেন, দোহাই আল্লাহ্র, আপনারা আমাকে লইয়া হযরত আয়েশার নিকট চলুন এবং বলুন যে, তাঁহার জন্য আমার সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কসম খাওয়া ঠিক নহে। মিসওয়ার ও আবদুর রহমান (রা) তখন তাঁহাদের চাদর দ্বারা ইব্ন যুবায়রকে ঢাকিয়া লইয়া তাঁহাকেসহ হযরত আয়েশার নিকট গিয়া পৌঁছিলেন এবং তাঁহার দ্বারপ্রান্তে গিয়া বলিলেন, আস্সালামু আলাইকি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু—আমরা কি আসিতে পারি ? হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, আসুন। তাঁহারা দুইজনে বলিলেন ঃ আমরা সকলেই কি আসিব হে মুসলিমকুল জননী! আয়েশা বলিলেন ঃ হ্যাঁ আপনারা সকলেই আসিতে পারেন। তিনি জানিতেন না যে, তাঁহাদের সহিত ইব্ন যুবায়রও রহিয়াছেন। তাঁহারা যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন ইব্নুয যুবায়র (রা) পর্দার ভিতরে (অন্দরে) চলিয়া গেলেন এবং হযরত আয়েশা (রা)-কে জড়াইয়া ধরিয়া আল্লাহ্র দোহাই দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সহিত কথা বলিবার জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন। এদিকে মিস্ওয়ার ও আবদুর রহমানও ইব্নু যুবায়রের ওযরখাহী মানিয়া লইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিবার জন্য আল্লাহ্র দোহাই দিয়া হযরত আয়েশা (রা)-কে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আরো বলিলেন ঃ আপনার তো অজানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কচ্ছেদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তাঁহার কোন মুসলমান ভাইয়ের সহিত তিন রাত্রির অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা জায়িয নহে। রাবী বলেন ঃ তাঁহারা যখন হযরত আয়েশাকে অনেক রকমে বুঝাইলেন, তখন তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে উপদেশমূলক কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন ঃ আমি তো শপথ করিয়া রাখিয়াছি আর শপথ গুরুতর ব্যাপার! তাঁহাদের এই বিরামহীন পীড়াপীড়ির ফলে অবশেষে তিনি ইব্নুয্ যুবায়রের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা স্বরূপ চল্লিশটি দাস মুক্ত করিয়া দিলেন। পরবর্তীকালে যখনই তাঁহার এই শপথের কথা মনে পড়িত তখনই তিনি ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িতেন, এমন কি তাঁহার চোখের পানিতে তাঁহার ওড়না ভিজিয়া যাইত।

١٨٩ - بَابُ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ

১৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ

٤٠٠ - حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا ، وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَ لَيَالٍ

৪০০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিও না। একে অপরের পিছনে লাগিও না এবং আল্লাহ্র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাও। আর কোন মুসলমানের জন্য তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের সহিত তিন রাত্রির অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা জায়িয নহে।

٤٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيِّ - أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " لاَ

يَحِلُّ لِاَحَدٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا اَوْ يَصُدُّ هٰذَا - وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ " -

৪০১. আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ আল লায়হী আল-জুনদাঈ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কাহারও জন্য তাহার (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত তিন রাত্রির অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা বৈধ নহে, রাস্তায় দুইজনের সাক্ষাৎ হয়, এ-ও মুখ ফিরাইয়া লই ও সেও মুখ ফিলাইয়া লয়। (কেহ কাহারও সহিত কথা বলে না। এমতাবস্থায় তাহাদের দুইজনের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে প্রথম সালাম দেয়)।

٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : "لاَ تَبَاغَضُوْا : لاَ تَنَافَسُوْا ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا

৪০২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করিবে না, বিবাদ করিবে না, আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হইয়া থাকিবে।

٤٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ عَمْرُوٌ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ اَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِىْ اللّٰهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ فِى الْاِسْلاَمِ فَيَفْرُقُ بَيْنَهُمَا أَوَّلُ ذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا

৪০৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ সেই দুইজনের ভালবাসা আল্লাহ্‌র জন্য বা ইসলামের জন্য নহে, যাহা তাহাদের কোন একজনের প্রথম ত্রুটিতেই ভাঙ্গিয়া যায়।[১]

٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ يَزِيْدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرِ الاَنْصَارِىَّ - ابْنَ عَمِّ اَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ، وَكَانَ قُتِلَ أَبُوْهُ يَوْمَ اُحُدٍ - اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُّصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَانَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ عَلٰى صِرَامِهِمَا - وَإِنَّ اَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُوْنُ كَفَّارَةً عَنْهُ سَبَقَةٍ بِالْفَىِّ ، وَاِنْ مَاتَا عَلٰى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيْعًا أَبَدًا ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبٰى أَنْ يُّقَبِّلَ تَسْلِيْمَهُ وَسَلاَمَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ ، وَرَدَّ عَلَى الْاٰخَرِ الشَّيْطَانُ"

১. বন্ধুর কোন ভুলত্রুটি চক্ষে পড়িলে তাহা শোধরাইবার চেষ্টা করাই বন্ধুর কর্তব্য। বিশেষত ইসলামের দৃষ্টি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসা তো ঐ ক্ষণভঙ্গুর হইতে পারে না।

৪০৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিকের চাচাতো ভাই হিশাম ইব্‌ন আমির আল-আনসারী যাহার পিতা ওহুদের যুদ্ধের দিন শহীদ হন—বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি—কোন মুসলমানের জন্য অপর কোন মুসলমানের সহিত তিন দিনের অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা জায়িয নহে। যদি তাহারা এরূপ সম্পর্কচ্যুতভাবে থাকে তবে যতক্ষণ তাহারা এভাবে সম্পর্কচ্যুত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহারা দুইজনেই সত্য বিমুখ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহাদের মধ্যে যে প্রথম বলার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে তাহার এই উদ্যোগ তাহার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ হইবে। আর যদি তাহারা দুইজনই এইরূপ সম্পর্কচ্যুতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাহারা দুইজনের কেহই কখনও বেহেশতে যাইতে পারিবে না। যদি তাহাদের একজন অপরজনকে সালাম করে আর দ্বিতীয়জন উহা গ্রহণ করিতে রাযী না হয় তবে তাহার সালামের জবাব একজন ফেরেশতা দিয়া থাকেন, আর দ্বিতীয়জনকে জবাব দেয় শয়তান।

٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي لَاعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ " قَالَتْ قُلْتُ : وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ . يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ : انَّكِ اذَا كُنْتِ رَاضِيَةً ، قُلْتِ : بَلٰى - وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَاِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً ! قُلْتِ : لَا ، وَرَبِّ ابْرَاهِيْمَ " قَالَتْ قُلْتُ : أَجَلْ - لَسْتُ أُهَاجِرُ الاَّ اسْمَكَ -

৪০৫. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা আমাকে বলিলেন ঃ আমি তোমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি টের পাইয়া থাকি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন করিয়া আপনি তাহা টের পান ? বলিলেন ঃ যখন তুমি প্রসন্ন থাক তখন বলিয়া থাক, হ্যাঁ, দোহাই মুহাম্মদের প্রভুর। আর যখন অপ্রসন্ন হও তখন বল, না, দোহাই ইব্রাহীমের প্রভুর। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। আমি তখন আপনার নামটাই কেবল পরিহার করিয়া থাকি।

١٩٠ - بَابُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً

১৯০. অনুচ্ছেদ ঃ বৎসরব্যাপী ভাইয়ের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা

٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوْ عُثْمَانَ الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيْدِ الْمُدَنِيُّ ، إِنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي خَرَاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ يَسْفِكُ دَمَهُ " -

৪০৬. হযরত আবূ খারাশ সুলামী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের সহিত বর্ষব্যাপী সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকে, সে যেন তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল।

٤٠٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيْدِ الْمَدَنِيُّ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ مِنْ

اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : " هِجْرَةَ الْمُؤْمِنِ سَنَةً كَدَمِهِ " وَفِى الْمَجْلِسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى عِتَابٍ فَقَالَ : قَدْ سَمِعْنَا هٰذَا عَنْهُ ـ

৪০৭. ইমরান ইব্‌ন আবূ আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আসলাম গোত্রীয় জনৈক সাহাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তির সহিত বর্ষব্যাপী সম্পর্কোচ্ছেদ করিয়া থাকা তাহাকে হত্যা করারই শামিল। ঐ মজলিসে হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন মুন্‌কাদির এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ ইতাবও উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই বলিলেন ঃ আমরাও [রাসূলাল্লাহ্ (সা)] পবিত্র মুখ হইতে উহা শুনিয়াছি।

١٩١ ـ بَابُ الْمُهْتَجِرِيْنَ

১৯১. অনুচ্ছেদ ঃ সম্পর্কচ্ছেদকারী

٤٠٨ ـ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ ، عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ ، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ أَيَّامٍ ـ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا اَوْ خَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ـ

٤٠٩ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ يَزِيْدَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، اَنَّهَا سَمِعَتْ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يُصَارِمُ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، فَاِنَّهُمَا مَا صَارَ مَا فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، فَاِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ ، مَا دَامَ عَلٰى صِرَامِهِمَا ، وَأَنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُوْنُ كَفَّارَةً لَهُ سَبَقَهُ بِالْفَيْءِ ـ وَإِنَّ هُمَا مَاتَا عَلٰى صِرَامِهِمَا ، لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيْعًا "

৪০৮ ও ৪০৯. এই শিরোনামায় বর্ণিত হাদীস দুইখানা ১৮৯ শিরোনামার ৪০১ ও ৪০৪ হাদীসের অনুরূপ। সনদে এবং পাঠে ঈষৎ রদবদল আছে মাত্র।

١٩٢ ـ بَابُ الشَّحْنَاءِ

১৯২. অনুচ্ছেদ ঃ হিংসা-বিদ্বেষ

٤١٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لاَ تَبَاغَضُوْا ، وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ـ

৪১০. ৪০২ নং হাদীসের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

٤١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللّٰهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِى هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ، هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

৪১১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম শ্রেণীর লোক রূপে যাহাকে দেখিবে, সে হইল দু'মুখী লোক—যে একখানে মুখে এক কথা বলে অন্যখানে অন্য মুখে অন্য কথা বলে।

٤١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَاِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا ، وَلَا تَبَاغَضُوْا ، وَلَا تَنَافَسُوْا ، وَلَا تَدَابَرُوْا ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ ! اِخْوَانًا .

৪১২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ (কাহারও সম্পর্কে) কুধারণা পোষণ করা হইতে বিরত থাকিবে। কেননা কুধারণা হইতেছে সবচাইতে বড় মিথ্যা। একে অপরের মোকাবিলায় সাওদা ক্রয়ে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা বা প্রতারণামূলক দর-দস্তুর করিবে না, পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হইও না, রেষারেষি করিও না, একে অপরের পাশ কাটাইয়া চলিও না এবং আল্লাহ্র বান্দারা ভাই ভাই হইয়া যাও।

٤١٣ - حَدَّثَنَا اسْمعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " تُفْتَحُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا ، الَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا

৪১৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং এমন প্রতিটি বান্দাকেই মার্জনা করা হয় যে আল্লাহ্র সহিত শিরক করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে মার্জনা করা হয় না যাহার অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের সহিত ঝগড়া-বিসম্বাদ রহিয়াছে। তাহাদের দুইজন সম্পর্কে বলা হয়, আপোস-মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দুইজনের ব্যাপার থাকিতে দাও।

٤١٤ - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ اِدْرِيْسَ ، اَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّيَامِ ؟ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَلَا وَإِنَّ الْبُغْضَةَ هِىَ الْحَالِقَةُ -

৪১৪. হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন কথা বলিব না যাহা সাদাকা-খয়রাত এবং রোযা হইতেও উত্তম ? উহা হইতেছে আপোস-মীমাংসা করিয়া দেওয়া। মনে রাখিবে বিদ্বেষ হইতেছে মুণ্ডনকারী (যাহা পুণ্যরাশিকে ক্ষুরের চুল মুণ্ডনের মত মুণ্ডন করিয়া দেয়)।

٤١٥ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ ، عَنْ كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ ، غُفِرَ لَهُ مَا سِوَاهُ لِمَنْ شَاءَ : مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا ، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتْبَعُ السَّحَرَةَ ، وَلَمْ يَحْقِدْ عَلٰى أَخِيْهِ

৪১৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তিনটি পাপ যাহার মধ্যে না থাকিবে তাহার অপর গুনাহ্‌সমূহ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে মাফও করিয়া দিতে পারেন। ১. যে ব্যক্তি ইন্তিকাল করিল এমন অবস্থায় যে সে আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করিত না। ২. সে যাদুকর ছিল না যে যাদুর অনুসরণ করিয়া ফিরিত এবং ৩. সে ব্যক্তি তাহার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিত না।

١٩٣ - بَابُ أَنَّ السَّلَامَ يَجْزِىءُ مِنَ الصَّرْمِ

১৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম কথা বন্ধ করার কাফ্‌ফারা স্বরূপ

٤١٦ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِىْ أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ هِلَالُ بْنُ أَبِىْ هِلَالٍ مَوْلٰى ابْنِ كَعْبِ الْمَذْحَجِىِّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ - فَإِذَا مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ - فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اِشْتَرَكَا فِى الْأَجْرِ - وَإِنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِئَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ

৪১৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তির সহিত তিন দিনের অধিককাল সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া থাকা কাহারো জন্য জায়িয নহে। যখন তিনদিন অতিবাহিত হইয়া যায় তখন তাহার উচিত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সালাম করা। যদি অপর ব্যক্তি তাহার সালামের জবাব দেয় তবে তাহার ভাইয়ের সাওয়াবের ভাগী হইবে আর যদি ঐ ব্যক্তি তাহার সালামের উত্তর না দেয় তবে সালামদাতা সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহর দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে।

١٩٤ - بَابُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَحْدَاثِ

১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ তরুণদিগকে পৃথক পৃথক রাখা

٤١٧ - حَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَغْرَاءَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِبَنِيْهِ إِذَا

اَصْبَحْتُمْ فَتَبَدَّدُوْا وَلاَ تَجْتَمِعُوْا فِيْ دَارٍ وَاحِدَةٍ فَاِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُقَاطِعُوْا ، أَوْ يَكُوْنَ بَيْنَكُمْ شَرٌّ ـ

৪১৭. সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) তাঁহার পুত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, সকাল হইতেই তোমরা পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে এবং কোন এক ঘরে একত্র হইবে না। কেননা আমার ভয় হয় পাছে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কচ্যুত হয় বা কোন অঘটন ঘটিয়া যায়।

١٩٥ ـ بَابُ مَنْ اَشَارَ عَلٰى أَخِيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَشِرْهُ

১৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ না চাহিতেই স্বেচ্ছায় ভাইকে পরামর্শ দেওয়া

٤١٨ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، أَنَّ وَهَبَ بْنَ كَيْسَانَ أَخْبَرَهُ ، وَكَانَ وَهَب اَدْرَكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَاعِيًا وَغَنَمًا فِيْ مَكَانٍ فَشْحٍ وَرَأَى مَكَانًا أَمْثَلَ مِنْهُ ـ فَقَالَ لَهُ ، وَيْحَكَ ـ يَا رَعِيَ ! حَوِّلْهَا ـ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّ رَاعٍ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "

৪১৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) জনৈক রাখালকে তাহার ছাগলসহ একটি তৃণলতাহীন স্থানে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহার চাইতে উত্তম একটি স্থান দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ হে রাখাল! তোমার জন্য দুঃখ যে, উহাকে অন্যত্র লইয়া যাও, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ প্রত্যেক রাখালকেই তাহার (অধীনস্থ) রায়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

١٩٦ ـ بَابُ مَنْ كَرِهَ اَمْثَالَ السُّوْءِ

১৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ মন্দ দৃষ্টান্ত অপছন্দনীয় হইলে

٤١٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوْءِ ، اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ .

৪১৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমাদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত (শোভনীয়) নহে। দান করিয়া যে ফিরাইয়া লয়, সে যেন কুকুরের মত যে বমি করিয়া আবার উহা ভক্ষণ করে।

١٩٧ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ فِى الْمَكْرِ وَالْخَدِيْعَةِ

১৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ ছল ও প্রতারণা

٤٢٠ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْاَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ وَاسْمُهُ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْ

سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ - وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ -

৪২০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি হয় উজ্জ্বল চরিত্রসম্পন্ন এবং উদার হস্ত আর পাপাচারী লোক হয় শঠ এবং নীচু প্রকৃতির।

١٩٨ - بَابُ السِّبَابِ

১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ গালি দেওয়া

٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُوْسٰى ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّ أَحَدُهُمَا وَالْاٰخَرُ سَاكِتٌ وَالنَّبِىُّ ﷺ جَالِسٌ - ثُمَّ رَدَّ الْاٰخَرُ فَنَهَضَ النَّبِىُّ ﷺ فَقِيْلَ نَهَضْتَ ؟ قَالَ نَهَضَتِ الْمَلٰئِكَةُ فَنَهَضْتُ مَعَهُمْ - اَنَّ هٰذَا مَا كَانَ سَاكِتًا رَدَّتِ الْمَلٰئِكَةُ عَلَى الَّذِىْ سَبَّهُ فَلَمَّا رَدَّ نَهَضَتِ الْمَلٰئِكَةُ "

৪২১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে দুই ব্যক্তির মধ্যে গালির আদান প্রদান হইয়া গেল। প্রথমে তাহাদের একজন গালি দিল, অপরজন নিরুত্তর রহিল। নবী করীম (সা) সম্মুখেই বসা ছিলেন। অতঃপর অপরজনও প্রত্যুত্তরে প্রথমজনকে গালি দিল। তখন নবী করীম (সা) উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে বলা হইল, আপনি যে উঠিয়া গেলেন ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ যেহেতু ফেরেশতাগণ মজলিস হইতে উঠিয়া গেলেন তাই আমিও উঠিয়া গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিরুত্তর ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাহার পক্ষ হইতে, যে তাহাকে গালি দিয়াছিল তাহার উত্তর দিতেছিলেন। যখন সে নিজেই গালির উত্তর দিল তখন ফেরেশতাগণ মজলিস হইতে উঠিয়া গেলেন।

٤٢٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَدِيْحُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِى عَبْلَةَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، اَنَّ رَجُلاً أَتَاهَا فَقَالَ : اِنَّ رَجُلاً نَالَ مِنْكَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ - فَقَالَتْ : أَنْ نُؤْبَنَ بِمَا لَيْسَ فِيْنَا فَطَالَمَا زُكِّيْنَا بِمَا لَيْسَ فِيْنَا -

৪২২. হযরত উম্মে দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া জানাইল যে, এক ব্যক্তি আবদুল মালিকের নিকট আপনার কুৎসা বলিয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ তাহাতে কি ? আমাদের মধ্যে যে দোষ প্রকৃতপক্ষে নাই, তাহার জন্য যদি কেহ আমাদিগকে দোষারোপ করিয়া থাকে, তবে অনেক সময় তো এমন হয় যে গুণ আমাদের মধ্যে নাই, সে গুণের জন্য আমরা প্রশংসিতও হইয়াছি।

٤٢٣ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدِ الرُّوَاسِىُّ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهٖ اَنْتَ عَدُوِّىْ فَقَدْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ - أَوْ بَرِئٌ مِنْ صَاحِبِهٖ -

قَالَ قَيْسٌ : وَأَخْبَرَنِي - بَعْدُ - أَبُوْ جُحَيْفَةَ - اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ : اِلاَّ مَنْ تَابَ -

৪২৩. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তাহার কোন সাথীকে বলে, 'তুমি আমার দুশমন' তখন তাহাদের একজন ইসলামের গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া যায়। অথবা তিনি বলিয়াছেন, সে তাহার বন্ধুর যিম্মা হইতে মুক্ত হইয়া যায়। অপর সূত্রে প্রকাশ, রাবী জুহায়ফা বলেন, তারপর আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন ঃ তবে যে তাওবা করে সে নহে।

١٩٩ - بَابُ سَقْيِّ الْمَاءِ

১৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানো

٤٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاؤُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَظُنُّهُ رَفَعَهُ (شَكَّ لَيْثٌ) قَالَ : فِي ابْنِ اٰدَمَ سِتُّوْنَ وَثَلاَثُمِائَةِ سُلاَمٰى - اَوَ عَظْمٌ أَرْ مِفْصَلٌ - عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ كُلُّ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَةٌ وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صَدَقَةٌ وَالشُّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيْهَا صَدَقَةٌ - وَاِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ .

৪২৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আদম সন্তানের দেহে তিনশত ষাটটি সংযোগস্থল অথবা অস্থি গ্রন্থি রহিয়াছে। ঠিক কোন্ শব্দটি যে তিনি বলিয়াছেন তাহা রাবীর পুরাপুরি স্মরণ নাই। প্রতি দিন ঐগুলির প্রতিটির জন্য এক একটি করিয়া সাদাকা আছে। প্রতিটি পবিত্র কথাই এক একটি সাদাকা। কোন ব্যক্তির তাহার ভাইকে সাহায্য করাও সাদাকা, কাহাকেও এক চুমুক পানি পান করানোও সাদাকা এবং রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও সাদাকা।

٢٠٠ - بَابُ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْاَوَّلِ

২০০. অনুচ্ছেদ ঃ গালাগালির যে সূচনা করিবে উভয় পক্ষের পাপ তাহার ঘাড়ে চাপিবে

٤٢٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ ، فَعَلَى الْبَادِئِ ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ " -

৪২৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কলহরত দুইপক্ষ যে গালাগালি করে তাহাদের উভয় পক্ষের পাপ সূচনাকারীর ঘাড়ে চাপিবে—অবশ্য যদি মযলূম-সীমালংঘন না করে।

٤٢٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ حَتّٰى يَعْتَدِى الْمَظْلُوْمُ

৪২৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, কলহরত দুই পক্ষ যে গালাগালি করে মযলূম ব্যক্তির সীমালংঘন না করা পর্যন্ত উহাদের উভয় পক্ষের পাপ সূচনাকারীর ঘাড়ে চাপিবে।[1]

٤٢٧ - وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَتَدْرُوْنَ مَا الْعَضْهُ؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ - قَالَ : نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلٰى بَعْضٍ ، لِيُفْسِدُوْا بَيْنَهُمْ " .

৪২৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা সাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ জান অপবাদকারী কে ? সকলে বলিল, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই সর্বাধিক অবগত। বলিলেন ঃ একজনের কথা যে অন্যজনের কাছে গিয়া বলে, যাহাতে তাহাদের দুইজনের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করিতে পারে।

٤٢٨ - وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحٰى اِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا - وَلاَ يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ " -

৪২৮. নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট এই মর্মে ওহী পাঠাইয়াছেন যে, "পরস্পরে বিনয়ী হও এবং একে অপরের সহিত বাড়াবাড়ি করিও না।"

٢٠١ - بَابُ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ

২০১. অনুচ্ছেদ ঃ গালি বর্ষণকারী উভয় পক্ষই শয়তান সদৃশ্য তারা পরস্পর বিবাদ করে ও মিথ্যা কথা বলে

٤٢٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَلرَّجُلُ يَسُبُّنِيْ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ .

৪২৯. ইয়ায ইব্ন হিমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়া থাকে। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ যাহারা একে অপরকে গালি দেয় তাহারা উভয়েই শয়তান, উভয়েই কটু কথা বলে এবং উভয়েই মিথ্যুক।

٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى إِلَيَّ إِنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لاَ يَبْغِي - أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ - وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلٰى

১. মযলুমের সীমালংঘন করা মানে—প্রথম ব্যক্তি হয়ত তাহাকে একটা গালি দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি চট করিয়া তাহাকে দুইটা গালি দিয়া বসিল। প্রকৃতপক্ষে তখন সে মযলূম হইতে যালিমে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অবশ্য সে যদি প্রথম ব্যক্তির সমান সমান গালি দিয়া থাকে, তবেই প্রথম ব্যক্তি উভয় পক্ষের পাপের জন্য দায়ী হইবে। অবশ্য ধৈর্যধারণ করাই উত্তম পন্থা। গালির উত্তরে গালি দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মোটেই প্রশংসনীয় কাজ নহে।

أَحَدٍ " فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَبَّنِى مَلإٍ هُمْ أَنْقَصُ مِنِّى ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ، هَلْ عَلَىَّ فِى ذٰلِكَ جُنَاحٌ ؟ قَالَ : " اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ " . مُكَرَّرٌ ـ قَالَ عِيَاضٌ ، وَكُنْتُ حَرْبًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ نَاقَةً ، قَبْلَ أَنْ أَسْلَمَ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَقَالَ : " إِنِّى أَكْرَهُ زَبْدَ الْمُشْرِكِيْنَ "

৪৩০. হযরত ইয়ায ইব্‌ন হিমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, পরস্পরে বিনয়ী হও, কেহ কাহারো সহিত বাড়াবাড়ি করিও না, একে অপরকে গর্ব প্রদর্শন করিও না। আমি বলিলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কোন ব্যক্তি আমাকে আমার চাইতে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সম্মুখে আমাকে গালি দেয়, আর আমিও তাহার প্রত্যুত্তর করি তবে এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? ইহাতে কি আমার পাপ হইবে ? তিনি বলিলেন, যাহারা একে অপরকে গালি দেয় তাহাদের উভয়েই শয়তান, উভয়েই কটু কথা বলে এবং তাহারা উভয়েই মিথ্যুক। হযরত ইয়ায (রা) বলেন, আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিপক্ষ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি তাঁহাকে একটি উষ্ট্রী হাদিয়া দিতে চাহিলাম। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি তখন বলিলেন ঃ মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণে আমার রুচি হয় না।

٢٠٢ ـ بَابُ سِبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ

২০২. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া গুরুতর অপরাধ

٤٣١ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ : أَخْبَرَنِى يَحْىَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ " .

৪৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা) তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া গুরুতর পাপ।

٤٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِىٍّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ لَعَّانًا وَلاَ سَبَّابًا ـ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْعَتَبَةِ " مَا لَهُ تَرِبَ جَبِيْنُهُ " .

৪৩২. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো অশ্লীলভাষী, অভিশাপকারী বা গালি বর্ষণকারী ছিলেন না। ক্রুদ্ধ হইলে তিনি বলিতেন, তাহার কি হইল ? তাহার কপাল ধূলি ধূসরিত হউক।

٤٣٣ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ " .

৪৩৩. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া গুরুতর অপরাধ আর তাহাকে হত্যা করা কুফর বা কুফরী কাজ।

٤٣٤ ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَرِيْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَعْمَرُ ، اَنَّ أَبَا الْاَسْوَدِ الدَّئِلِيِّ حَدَّثَهُ ـ اَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ " لاَ يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلاً وَلاَ يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ ، الاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ " ـ

৪৩৪. হযরত আবূ যার (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি যখন কোন ব্যক্তিকে অপবাদ দেয় এবং কুফরের অপবাদ দেয় উহা তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, যাহাকে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে যদি সে প্রকৃতই উহা না হইয়া থাকে।

٤٣٥ ـ وَ بِالسَّنَدِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ " مَنْ ادَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ كَفَرَ ـ وَمَنْ ادَّعٰى قَوْمًا لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ ، وَلَيْسَ كَذٰلِكَ ، إلاَّ حَارَتْ عَلَيْهِ " ـ

৪৩৫. হযরত আবূ যার (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়া তাহার পিতা ব্যতীত অপর কাহাকেও তাহার পিতা বলিয়া দাবি করে, সে কুফুরী করিল আর যে ব্যক্তি নিজেকে এমন কোন বংশের লোক বলিয়া পরিচয় দিল, যে বংশে প্রকৃতপক্ষে তাহার জন্ম নহে, সে যেন দোযখে তাহার স্থান বাছিয়া লয়। আর যে ব্যক্তি অন্য কাহাকেও কাফির বা আল্লাহ্র দুশমন বলিয়া অভিহিত করিল অথচ প্রকৃতপক্ষে সে উহা নহে তবে উহা তাহারই হইবে।

٤٣٦ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا ، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ ـ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنِّى لاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِيْ يَجِدُ " فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ يَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ وَقَالَ : أَتَرَى بِيْ بَأْسًا أَمَجْنُوْنٌ أَنَا ؟

৪৩৬. হযরত সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা) নামক সাহাবী বলেন, দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে একে অপরকে গালি দিল। তাহাদের একজন এমনি ক্রুদ্ধ হইল যে, তাহার চেহারা ফুলিয়া বিকৃত হইয়া গেল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ আমি এমন একটি বাণী জানি যদি সে উহা বলে তবে তাহার ক্রোধ দূরীভূত হইয়া যাইবে। তখন এক ব্যক্তি তাহার নিকট গিয়া নবী করীম (সা)-এর কথা তাহাকে

জ্ঞাত করিল। তিনি বলিলেন, তুমি বল—"আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম'—"বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।" সে ব্যক্তি (উহা শুনিয়া) বলিল ঃ তুমি কি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ দেখিতেছ, না আমাকে পাগল পাইয়াছ ?

٤٣٧ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنَ اِلاَّ بَيْنَهُمَا مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتْرٌ - فَاِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةً هُجْرٍ - فَقَدْ خَرَقَ فِىْ سِتْرِ اللّٰهِ - وَاِذَا قَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ أَنْتَ كَافِرٌ فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا -

৪৩৭. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, এমন দুইজন মুসলমান নাই যাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে একটি আচ্ছাদন বিদ্যমান নাই। যখন কোন ব্যক্তি তার অপর সাথীর সঙ্গে অশ্লীল কথা বলে, তখন সে আল্লাহ্‌র সে আচ্ছাদন ছিন্ন করে এবং যখন একজন অপরজনকে কাফির বলিয়া গালি দেয়, তখন তাহাদের মধ্যকার একজন তো কাফির হইয়াই যায়।[১]

٢٠٣ - بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِكَلَامِهِ

২০৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুখের উপর কথা না বলা

٤٣٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ شَيْئًا - فَرَخَّصَ فِيْهِ - فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ : " مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّئِ اَصْنَعُهُ ؟ فَوَاللّٰهِ اِنِّى لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً " -

৪৩৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) কোন একটি কাজ করিলেন এবং লোকদিগকে উহা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। কিছু লোক (পরহেযগারী স্বরূপ) উক্ত কাজ হইতে বিরত থাকিলেন। এই সংবাদটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্ণগোচর হইল। তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করিয়া ভাষণ দিতে দাঁড়াইলেন। (খুৎবায়) আল্লাহ্ তা'আলার হামদ্ বর্ণনার পর তিনি বলিলেন ঃ লোকজনের কি হইল যে, তাহারা এমন কাজ হইতেও বিরত থাকে, যাহা আমি স্বয়ং করিয়া থাকি। কসম আল্লাহ্‌র! আমি তাহাদের চাইতে আল্লাহ্ (ও তাঁহার হুকুম আহ্‌কাম) সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত। তাহাদের তুলনায় তাঁহাকে অধিকতর ভয় করিয়া থাকি।

٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِىِّ ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ قَلَّ مَا يُوَاجِهُ الرَّجُلَ بِشَئٍ يَكْرَهُهُ - فَدَخَلَ

১. কোন মুসলমানকে চট করিয়া কাফির বলিয়া অভিহিত করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। স্পষ্ট কুফুরী কাজে লিপ্ত না হইলে কাহাকেও কাফির বলা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির কাজের তাবিল করিয়া সদার্থ গ্রহণ করা চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে কাফির বলা চলে না।

عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ - فَلَمَّا قَامَ قَالَ لأَصْحَابِهِ " لَوْ غَيَّرَ أَوْ نَزَعَ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ " -

৪৩৯. হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাহারও কিছু অপছন্দ করিলে তাহার মুখের উপর কদাচিৎ কিছু বলিতেন। একদিন তাঁহার দরবারে এমন এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল যাহার বস্ত্রে হলুদ রঙ-এর ছাপ ছিল। যখন সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল তখন তিনি তাহার সাহাবীগণকে বলিলেন, কতই না উত্তম হইত যদি এই ব্যক্তি এই হলুদ রঙটি পরিবর্তন করিয়া ফেলিত বা উহা উঠাইয়া ফেলিত।

٢٠٤ - بَابُ مَنْ قَالَ لآخَرَ يَا مُنَافِقُ فِيْ تَأْوِيْلٍ تَأَوَّلَهُ

২০৪. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যাখ্যা সাপেক্ষে কাহাকেও মুনাফিক বলা

٤٤٠ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَكِلاَنَا فَارِسٌ - فَقَالَ " انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَبْلُغُوْا رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا - وَبِهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَأْتُوْنِيْ بِهَا " فَوَافَيْنَاهَا تَسِيْرُ عَلٰى بَعِيْرٍ لَهَا حَيْثُ وَصَفَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْنَا : اَلْكِتَابُ الَّذِيْ مَعَكِ - قَالَتْ : مَا مَعِيْ كِتَابٌ فَبَحَثْنَاهَا وَ بَعِيْرَهَا - فَقَالَ صَاحِبِيْ - مَا أَرٰى فَقُلْتُ : مَا كَذَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ ! لأُجَرِّدَنَّكِ أَوْ أُتُخْرِجَنَّهُ - فَأَهْوَتْ بِيَدِهَا اِلٰى حَجْزَتِهَا وَإِعَلَيْهَا إِزَارُ صُوْفٍ فَأَخْرَجَتْ ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ : خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ - دَعْنِيْ أَضْرِبُ عُنُقَهُ - وَقَالَ " مَا حَمَلَكَ " ؟ فَقَالَ : مَا بِيْ إِلاَّ أَنْ اَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ - وَاَرَدْتُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ قَالَ " صَدَقَ - يَا عُمَرُ أَوَ لَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ؟ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ ﴿ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةَ ﴾ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ -

৪৪০. হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এবং যুবায়র ইব্ন আওয়ামকে রওয়ানা করাইলেন। আমরা ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইলাম। যাত্রাকালে তিনি আমাদিগকে বলিলেন, যতক্ষণ না অমুক অমুক ধরনের একটি বাগানে পৌছবে এবং সেখানে পাইবে এক মহিলাকে (মক্কার) মুশরিকদের উদ্দেশ্যে লিখিত হাতিবের পত্র তাহার নিকট পাইবে ততক্ষণ পথ চলিতেই থাকিবে। আমরা পথ চলিতে লাগিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথামত জনৈকা উষ্ট্রারোহিণী মহিলাকে চলন্ত অবস্থায় পাইয়া গেলাম। আমরা বলিলাম, পত্র কোথায় ? বাহির কর। সে বলিল, আমার কাছে কোন

পত্র নাই। আমরা তখন তাহার এবং তাহার উষ্ট্রী তল্লাশী করিলাম। আমার সাথীটি বলিয়া উঠিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিথ্যা বলিতে পারেন না। (পত্র নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে আছে)। অতঃপর আমি তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, তুমি পত্র বাহির করিয়া দিবে, নতুবা আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে উলঙ্গ করিয়া হইলেও পত্র বাহির করিব। তখন সে তাহার কোমরের দিকে হাত নিল এবং পত্রখানি বাহির করিয়া দিল। সে তখন একটি পশমী কাপড় পরিহিতা ছিল। আমরা তখন তাহা লইয়া নবী (সা)-এর খিদমতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন, এই ব্যক্তি (হাতিব) আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মুসলিম জাতির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। আমাকে তাহার গর্দান মারিতে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কেন এমনটি করিতে গেলে? হাতিব বলিলেন ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আমার ঈমান ঠিকই আছে, আমি শুধু চাহিয়াছিলাম যে, কাওমের উপর আমার একটু অনুগ্রহ থাকুক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে উমর! সে ঠিকই বলিয়াছে। সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। এই জন্যই হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের (বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, "তোমরা যাহা ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।" হযরত উমরের চক্ষুদ্বয় তখন অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলই সমধিক জ্ঞাত।

٢٠٥ - بَابُ مَنْ قَالَ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ

২০৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমানকে যে কাফির বলে

٤٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِى مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيْهِ كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا ـ"

৪৪১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফির বলিয়া অভিহিত করে, তখন তাহাদের দুইজনের দিকে উহা (কুফুর) প্রত্যাবর্তন করিবে।

٤٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ لِلْآخِرِ كَافِرٌ فَقَدْ كَفَرَ اَحَدُهُمَا اِنْ كَانَ الَّذِىْ قَالَ لَهُ كَافِرًا فَقَدْ صَدَقَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَالَ لَهُ فَقَدْ بَاءَ الَّذِىْ لَهُ بِالْكُفْرِ " ـ

৪৪২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফির বলিয়া অভিহিত করে, তখন তাহাদের মধ্যে একজন কাফির হইয়া যায়। সেই ব্যক্তি যাহাকে কাফির বলিয়াছে, সে যদি প্রকৃতই কাফির হইয়া থাকে তবে তা সে যথার্থই বলিয়াছে। আর যদি প্রকৃতপক্ষে সে তাহার কথামতো কাফির না হইয়া থাকে, তবে যে তাহাকে কাফির বলিল, সেই কাফির পদবাচ্য হইয়া পড়িল।

٢٠٦ - بَابُ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

২০৬. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর উল্লাস

٤٤٣ - حَدَّثَنَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، سُمَىَّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ -

৪৪৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাগ্যের অঘটন এবং শত্রুর উল্লাস হইতে (আল্লাহ্‌র) আশ্রয় চাহিতেন।

٢٠٧ - بَابُ السَّرَفِ فِى الْمَالِ

২০৭. অনুচ্ছেদ ঃ সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়

٤٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ : اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " اِنَّ اللّٰهَ يَرْضٰى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا - يَرْضٰى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ، أَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا ، وَاَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلَاَّهُ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ " -

৪৪৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজের উপর সন্তুষ্ট এবং তোমাদের তিনটি কাজের দ্বারা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তাহা হইল ঃ ১. তোমরা তাঁহার ইবাদত করিবে—তাঁহার সহিত অন্য কিছুকে শরীক (শিরক) করিবে না, ২. তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করিবে ও ৩. যাহাকে আল্লাহ্ তোমাদের শাসক বানাইয়াছেন তাঁহার মঙ্গল কামনা করিবে এবং তিনি তোমাদের যে তিনটি কাজ অপসন্দ করেন তাহা হইল ঃ (১) বাদানুবাদ (২) অধিক যাচঞা ও (৩) সম্পদের অপচয়।

٤٤٥ - حَدَّثَنَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمَلَاَّءِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ﴾ [٢٤ : سبأ : ٣٩] قَالَ فِىْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيْرٍ -

৪৪৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) কুরআন শরীফের আয়াত, وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ "তোমরা যাহা ব্যয় করিবে আল্লাহ্ তাহার প্রতিদান দিবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী।" এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন যে, আল্লাহ্‌র এই ওয়াদা তখনই প্রযোজ্য হইবে যখন তোমরা অপচয় না করিবে এবং কার্পণ্য করিবে না।

٢٠٨ - بَابُ الْمُبَذِّرِيْنَ

২০৮. অনুচ্ছেদ ঃ অপচয়কারীগণ

٤٤٦- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِّيْنَ ، عَنْ اَبِى الْعُبَيْدَيْنِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ عَنِ الْمُبَذِّرِيْنَ ، قَالَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِىْ غَيْرِ حَقٍّ .

৪৪৬. হযরত আবুল উবায়দাইন বলেন ঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, (কুরআন শরীফে শয়তানের ভাই বলিয়া উল্লিখিত) মুবায্যিরীন বা অপচয়কারী কাহারা ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ যাহারা না-হক খরচ করে তাহারাই অপচয়কারী।

٤٤٧ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلْمُبَذِّرِيْنَ قَالَ الْمُبَذِّرِيْنَ فِىْ غَيْرِ حَقٍّ -

৪৪৭. হযরত ইকরামা ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, অপচয়কারী হইতেছে ঐসব ব্যক্তি যাহারা না-হক খরচ করে।

٢٠٩ - بَابُ اِصْلاَحِ الْمَنَازِلِ

২০৯. অনুচ্ছেদ ঃ বাসস্থান নিরাপদকরণ

٤٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ يٰاَيُّهَا النَّاسُ ! اَصْلِحُوْا عَلَيْكُمْ مَثَاوِيْكُمْ وَاَخِيْفُوْا هٰذِهِ الْجِنَانِ قَبْلَ أَنْ تُخْفِيْكُمْ ، فَاِنْ لَنْ يَّبْدُوْا لَكُمْ ، مُسْلِمُوْهَا وَاِنَّا وَاللّٰهُ مَا سَالَمْنَا هُنَّ مُنْذُ عَادَيْنَا هُنَّ -

৪৪৮. হযরত যায়িদ ইব্ন আসলাম (রা) তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিতেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের বাসস্থান সমূহের সংস্কার কর। সেই (উপদ্রবকারী) জ্বিনসমূহ তোমাদিগকে ভীতিপ্রদর্শনের পূর্বেই তোমরা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন কর। তাহাদের মুসলমানরা তোমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে না। কসম আল্লাহ্র, যখন হইতে তাহাদের সহিত আমার শত্রুতা হইয়াছে তারপর আর কোন দিন তাহাদের সহিত আমি আপোস করি নাই।

٢١٠ - بَابُ النَّفَقَةِ فِى الْبِنَاءِ

২১০. অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ির পিছনে অর্থ ব্যয়

٤٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ ، عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤَجَّرُ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ ، إِلاَّ الْبِنَاءِ -

৪৪৯. হযরত খাব্বাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আদম সন্তান প্রতিটি ব্যাপারেই সওয়াব লাভ করে। অবশ্য বাড়ি ছাড়া।[1]

٢١١ ـ بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ مَعَ عُمَّالِهِ

২১১. অনুচ্ছেদ ঃ মালিক ব্যক্তির মজুর কর্মচারীদের কাজে সাহায্য করা

٤٥٠ ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْص بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْبِ الطَّائِفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطِيْفُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ـ اَنَّ نَافِعَ بْنَ عَاصِمٍ أَخْبَرَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِابْنِ اَخٍ لَهُ خَرَجَ مِنَ الْوَهَطِ : اَيَعْمَلُ عُمَّالُكَ ؟ قَالَ لاَ أَدْرِيْ ـ قَالَ أَمَّا لَوْ كُنْتَ ثَقَفِيًّا لَعَلِمْتَ مَا يَعْمَلُ عُمَّالُكَ ـ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ : اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا عَمِلَ مَعَ عُمَّالِهِ فِيْ دَارِهِ (وَقَالَ أَبُوْ عَاصِمٍ مَرَّةً : فِيْ مَالِهِ) كَانَ عَامِلاً مِنْ عُمَّالِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৪৫০. হযরত নাফি' ইব্‌ন আসিম (র) বলেন যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-কে ওহাত নামক স্থান হইতে আগত তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে শুনিয়াছেন, তোমার মজুররা কি কাজকর্ম করে ? তখন চাচা বলিলেন ঃ যদি তুমি সাকফী গোত্রের লোক হইতে তবে তাহারা নিশ্চয়ই তোমার মজুর কর্মচারীরা কি কাজ করে না করে উহার খবর তুমিই রাখিতে। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, যখন কোন ব্যক্তি তাহার স্বগৃহে (একবার রাবী আবূ আসিম স্বগৃহের স্থলে স্ব-সম্পদে শব্দটিও বলিয়াছিলেন) তাহার মজুর বা কর্মচারীদের সহিত কাজ করে তখন সে হয় আল্লাহ্ তা'আলার একজন কর্মচারী।

٢١٢ ـ بَابُ التَّطَاوُلِ فِي الْبُنْيَانِ

২১২. অনুচ্ছেদ ঃ অট্টালিকা লইয়া গর্ব করা

٤٥١ ـ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ ، حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَطَاوَلُ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ " ـ

৪৫১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামত আসিবে না যতক্ষণ না মানুষ বিরাট বিরাট অট্টালিকা লইয়া গর্বে মত্ত হইবে।

٤٥٢ ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ : كُنْتُ أَدْخُلُ بُيُوْتَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَتَنَاوَلُ سُقُفَهَا بِيَدِيْ ـ

---

১. বাড়ি বানানো অর্থাৎ উহাকে সুদৃঢ় ও আলীশান করিয়া বিশাল অট্টালিকা তোলার পিছনে অর্থ ব্যয় করার প্রবণতাকে শরী'আত যে উৎসাহিত করে না এই হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়।

৪৫২. হযরত হাসান (রা) বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের আমলে নবী করীম (সা)-এর সহ-ধর্মিণীগণের গৃহসমূহে যাতায়াত করিতাম। তাঁহাদের ঘরসমূহের ছাদ হাত দিয়া নাগাল পাইতাম।

٤٥٣ ـ وَبِالسَّنَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْحُجْرَاتِ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ مَغْشِيٌّ مِنْ خَارِجٍ بِمَسُوْحِ الشَّعْرِ ، وَاَظُنُّ عَرَضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ اِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِنْ سِتٍّ اَوْ سَبْعِ أَذْرُعٍ ، وَأَحْزُرُ الْبَيْتِ الدَّاخِلِ عَشَرَ أَذْرُعٍ وَاَظُنُّ سَمْكَهُ بَيْنَ الثَّمَانِ وَالسَّبْعِ نَحْوَ ذٰلِكَ ـ وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ فَاِذَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْمَغْرِبِ ـ

৪৫৩. দাউদ ইব্‌ন কায়স বলেন, খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত উম্মুল মু'মিনীনদের প্রকোষ্ঠসমূহ আমি দেখিয়াছি। বাহির হইতে ঘাসের পলস্তরা দ্বারা আবৃত। আমার যতদূর মনে হয় বাড়ির প্রস্থ ঘরের দরজা হইতে বাড়ির দরজা পর্যন্ত উঠান প্রায় ছয়-সাত হাত, ভিতরের অংশ দশ হাত এবং উচ্চতা আমার ধারণায় সাত ও আট হাতের মাঝামাঝি । আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর বাটীর দরজায় দাঁড়াইয়াছি, উহা ছিল পশ্চিমমুখী।

٤٥٤ ـ وَبِالسَّنَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْعِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّوْمِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ طَلْقٍ فَقُلْتُ : مَا أَقْصَرَ سَقْفُ بَيْتِكِ هٰذَا ! قَالَتْ : يَا بُنَيَّ إِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلٰى عُمَّالِهِ أَنْ لاَ تُطِيْلُوْا بِنَاءَكُمْ فَاِنَّهُ مِنْ شَرِّ اَيَّامِكُمْ ـ

৪৫৪. হযরত আবদুল্লাহ্ রূমী (র) বলেন ঃ আমি হযরত উম্মে তাল্‌ক (রা)-এর বাড়িতে গেলাম। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনার ঘরের ছাদ কত নিচু। জবাবে তিনি বলিলেন ঃ বৎস, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁহার কর্মচারিগণকে এই মর্মে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তোমাদের বাড়িসমূহকে উচ্চ অট্টালিকারূপে গড়িও না। কেননা উহা তোমাদের দুর্দিনের ইঙ্গিতবহ।

٢١٣ ـ بَابُ مَنْ بَنٰى

২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করে

٤٥٥ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ سَلاَمِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، وَسَوَاءِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ حَائِطًا اَوْ بِنَاءً لَهُ فَأَعَانَاهُ ـ

৪৫৫. হযরত হাব্‌বা ইব্‌ন খালিদ এবং হযরত সাওয়া ইব্‌ন খালিদ (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি দেওয়াল অথবা গৃহ মেরামত করিতেছিলেন। তাঁহারা দুইজনেও তাহাকে কাজে সাহায্য করিলেন।

٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِىْ حَازِمٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلٰى خَبَّابٍ نَعُوْدُهُ ، وَقَدْ اكْتَوٰى سَبْعَ كَيَاتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوْا مَضَوْا ، وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا ، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَالاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا اِلاَّ التُّرَابَ - وَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ -

৪৫৬. হযরত কায়স ইব্ন আবূ হাযম (র) বলেন, আমরা হযরত খাব্বাব (রা)-কে তাঁহার পীড়িত অবস্থায় দেখিতে গেলাম। রোগের দরুণ ইতিমধ্যেই তিনি তাহার গায়ে (গরম লোহার) সাতটি দাগ লইয়া ছিলেন। তিনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমাদের যে সব সঙ্গী অতীত হইয়া গিয়াছেন দুনিয়া তাহাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারে নাই। আর আমরা এমন বস্তুর অধিকারী হইয়াছি যাহা রাখার জন্য মাটি ছাড়া আর কিছু পাইতেছি না। যদি নবী করীম (সা) আমাদিগকে মৃত্যু কামনা করিতে বারণ না করিতেন তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করিতাম।

٤٥٧ - ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرٰى وَهُوَ يَبْنِىْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِىْ شَىْءٍ يَجْعَلُهُ التُّرَابَ -

৪৫৭. অতঃপর আর একদিন আমরা তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি দেওয়াল নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। বলিলেন, মুসলিমকে তাহার ব্যয় করা প্রতিটি বস্তুর জন্য প্রতিফল (সাওয়াব) প্রদান করা হইয়া থাকে, তবে যাহা সে মাটিতে মিশাইয়া দেয় উহার জন্য নহে।

٤٥٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ وَأَنَا أُصْلِحُ خُصًّالَنَا - فَقَالَ : " مَا هٰذَا "؟ قُلْتُ أُصْلِحُ خُصَّنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَقَالَ " اَلأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذٰلِكَ "

৪৫৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমার কুটিরের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন আমি আমার কুটির মেরামত করিতেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি? আমি আরয করিলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কুটির মেরামত করি তিনি বলিলেন ঃ প্রকৃত ব্যাপার অর্থাৎ মৃত্যু উহা হইতেও তাড়াতাড়ি হওয়ার মত।

٢١٤ - بَابُ الْمَسْكَنِ الْوَاسِعِ

২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশস্ত বাসগৃহ

٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ وَقُبَيْصَةَ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ ، عَنْ خَمِيْلٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : " مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِىُّ -

৪৫৯. হযরত নাফি ইব্‌ন আবদুল হারিস (র) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির সৌভাগ্যের অন্যতম হইল প্রশস্ত বাসগৃহ, সৎপ্রতিবেশী এবং রুচিসম্মত বাহন (সাওয়ারী)।

٢١٥ - بَابُ مَنِ اتَّخَذَ الْغُرَفُ

২১৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে কোঠায় অবস্থান করিল

٤٦٠ - حَدَّثَنَا مُوسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ نِبْرَاسٍ أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَنَسٍ بِالزَّاوِيَةِ فَوْقَ غُرْفَةٍ لَهُ - فَسَمِعَ الْأَذَانَ فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ - فَقَارَبَ فِي الْخَطَا فَقَالَ : كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَمَشٰى بِيْ هٰذِهِ الْمَشْيَةَ - وَقَالَ : أَتَدْرِيْ لِمَ فَعَلْتُ بِكَ ؟ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَشٰى بِيْ هٰذِهِ الْمَشْيَةَ وَقَالَ " أَتَدْرِيْ لِمَ مَشَيْتُ بِكَ " ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ " لِيَكْثُرَ عَدَدُ خُطَانَا فِيْ طَلَبِ الصَّلَاةِ

৪৬০. হযরত সাবিত (রা) বলেন ঃ একদা তিনি হযরত আনাস (রা)-এর সহিত তাঁহার গৃহের উপরস্থ কোঠায় ছিলেন, তখন তিনি আযান শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন নিচে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার সাথে সাথে আমিও নিচে অবতরণ করিলাম। অতঃপর তিনি ঘন ঘন কদম রাখিয়া (মসজিদের দিকে) চলিতে লাগিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ আমি একবার হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিতের সহিত এ রূপ হাঁটিয়া চলিতেছিলাম। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তুমি কি জানো, আমি তোমার সহিত এইভাবে কেন হাঁটিয়া চলিতেছি ? নবী করীম (সা) একবার আমাকে সাথে নিয়া এইরূপ (ঘন কদমে) হাঁটিয়া চলিতেছিলেন। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তুমি কি বলিতে পার, আমি কেন তোমাকে নিয়া এরূপ হাঁটিয়া চলিয়াছি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। বলিলেন ঃ যাহাতে নামাযের উদ্দেশ্যে আমাদের পদক্ষেপের (কদমের) সংখ্যা বেশি হয়।

٢١٦ - بَابُ نَقْشِ الْبُنْيَانِ

২১৬. অনুচ্ছেদ ঃ অট্টালিকায় কারুকার্য

٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ يُوْنُسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْفُدَيْكٍ قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِى يَحْيٰ ، عَنِ ابْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَبْنِى النَّاسُ بُيُوْتًا يُشَبِّهُوْنَهَا بِالْمَرَاجِلِ" قَالَ : إِبْرَاهِيْمُ : يَعْنِى الثِّيَابَ الْمُخَطَّطَةَ -

৪৬১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামত আসিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত লোক এমন সব ঘরবাড়ি নির্মাণ করিবে যাহাকে তাহারা নক্‌শী কাঁথার মত কারুকার্যময় করিয়া তুলিবে। মুহাদ্দিস ইব্রাহীম 'মেরাজিল' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ অর্থাৎ কারুকার্য খচিত বস্ত্র।

٤٦٢- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيْرَةِ ، اُكْتُبْ إِلَىَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ " لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " وَكَتَبَ إِلَيْهِ اِنَّهُ كَانَ يَنْهٰى عَنْ قِيْلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَاِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقُوْقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبِنَاتِ - وَمَنْعٍ وَهَاتٍ -

৪৬২. হযরত মুগীরা (রা)-এর সচিব ওয়াররাদ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত মুগীরা (রা)-কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি নবী করীম (সা)-এর কাছে যাহা শুনিয়াছেন তাহা আমার কাছে লিখিয়া পাঠান। উত্তরে মুগীরা (রা) লিখিলেন ঃ আল্লাহ্‌র নবী প্রত্যেক নামাযের পর বলিতেন—(দু'আ) ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

"নাই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহারই রাজ্য, তাঁহারই সব প্রশংসা। তিনি সর্বসময়ে শক্তিমান। প্রভু, তুমি যাহা দান করিতে চাও তাহা কেহ রোধ করিতে পারে না আর তুমি যাহা রোধ করিতে চাও তাহা কেহ দান করিতে পারে না, কোন বিত্তশালীর বিত্ত সম্পদই তোমার অসন্তুষ্টির মোকাবেলায় কোনরূপ উপকারে আসে না।"
তিনি তাঁহাকে পত্রে আরো লিখিলেন ঃ তিনি অযথা বাক্যব্যয়, অধিক যাচঞা এবং সম্পদের অপচয় করিতে বারণ করিতেন। তিনি আরো বারণ করিতেন মাতাদের অবাধ্যতা করিতে, কন্যা সন্তানদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করিতে এবং কার্পণ্য ও পরধনে লিপ্সা করিতে।

٤٦٣- حَدَّثَنَا اٰدَمُ : قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبَرِىِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَنْ يُّنْجِيَ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ ، قَالُوْا : وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : وَلاَ أَنَا ، إِلاَّ اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىْ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا ، وَغْدُوْا وَرُوْحُوْا ، وَشَيْءٌ مِنَ الدَّلْجَلَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا "

৪৬৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তিকেই তাহার আমল নাজাত দিতে পারিবে না। উপস্থিত সাহাবাগণ আরয করিলেন ঃ আপনাকেও কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, আমাকেও নহে, যদি না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রহমত দ্বারা

আমাকে আবৃত করিয়া লন। সুতরাং সরল পথে চলিবে, তাঁহার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হইবে, সকাল-সন্ধ্যায় ইবাদত (ইশরাক, চাশত ও আওয়াবীনের নামায আদায়) করিবে এবং রাত্রির অন্ধকারে কিছু ইবাদত (তাহাজ্জুদ) করিবে এবং সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবে।

٢١٧ - بَابُ الرِّفْقِ

২১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নম্রতা অবলম্বন

٤٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ! فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ ! إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْاَمْرِ كُلِّهٖ " فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ : وَعَلَيْكُمْ " -

৪৬৪. নবী সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা কয়েকজন ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া (অভিবাদনচ্ছলে) বলিল, 'আস্সামু আলাইকুম' (তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হউক)। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি তাহাদের বক্তব্য বুঝিতে পারিলাম এবং তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম—"ওয়া আলাইকুমুস্ সামু ওয়া লানাতু" (তোমাদের উপর মৃত্যু আপতিত হউক এবং সাথে সাথে অভিসম্পাতও)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ধীরে আয়েশা, ধীরে! আল্লাহ্ সর্বব্যাপারেই নম্রতা পছন্দ করেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহারা কি বলিয়াছে তাহা কি আপনি শুনেন নাই ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমি তো "ওয়া আলাইকুম" বলিয়া দিয়াছি।

٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَحْرُمُ الرِّفْقَ يَحْرُمُ الْخَيْرَ ،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ------مِثْلَهُ -

৪৬৫. হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বভাবের নম্রতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

হযরত আমাশের সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُكٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ ، فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ ، فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَإِنَّ اللّٰهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ " ـ

৪৬৬. হযরত আবূদ্দারদা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহার স্বভাবে নম্রতা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাকে সমুদয় কল্যাণই প্রদান করা হইয়াছে। আর যাহাকে স্বভাবের নম্রতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, সে সমুদয় কল্যাণ হইতেই বঞ্চিত রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন মু'মিনের নেকীর পাল্লায় সব চাইতে ভারী বস্তু হইবে উত্তম আচরণ। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলভাষী বাচাল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

٤٦٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ وَاسْمُهُ أَبُوْ بَكْرٍ ـ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَتْ : عَمْرَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ " ـ

৪৬৭. হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অল্প-স্বল্প ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তুচ্ছজ্ঞান করিও।

٤٦٨ ـ حَدَّثَنَا الْغُدَّانِيُّ اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَكُوْنُ الْخَرَقُ فِي شَيْءٍ الاَّ شَانَهُ ، وَإِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ .

৪৬৮. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ (রূঢ়তা) যে কোন বস্তুতেই হউক না কেন, উহা তাহাকে দোষযুক্ত করিয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা নম্র ও নম্রতা তিনি ভালবাসেন।

٤٦٩ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ اذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ ـ

৪৬৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন, পর্দার অভ্যন্তরে অবস্থানকারিণী কুমারী মেয়েদের চাইতেও অধিকতর লজ্জাশীল। যখন কোন কিছু তাহার রুচি বিরুদ্ধ হইত, তখন আমরা তাঁহার চেহারা মুবারক দর্শনেই তাহা আঁচ করিয়া লইতাম।

٤٧٠ ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ قَابُوْسٍ ، اَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " الْهُدَى الصَّالِحُ ، وَالسَّمْتُ ، وَالاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " ـ

৪৭০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নেক পথে চলুন, সদাচার এবং মিতাচার হইতেছে নবুয়্যাতের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

٤٧١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ عَلَى بَعِيرٍ فِيهِ صَعُوبَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ -

৪৭১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি একটি উটের পিঠে সাওয়ার ছিলাম। উহা ছিল বেশ কষ্টদায়ক। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ (আয়েশা) সর্বাবস্থায় অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করিবে, কেননা যে কোন বস্তুর মধ্যেই উহা থাকিলে উহা সেই বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে আর যে বস্তু হইতেই উহা সরাইয়া লওয়া হয় সেই বস্তু দোষযুক্ত হইয়া পড়ে।

٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ " إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ - فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " -

৪৭২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সাবধান! সাবধান ! কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে উহাই ধ্বংস করিয়াছে। তাহারা পরস্পরে খুনখারাবীতে লিপ্ত হইয়াছে এবং আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। যুলুম কিয়ামতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার রাশি।

٢١٨ - بَابُ الرِّفْقِ فِي الْمَعِيشَةِ

২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ সহজ-সরল জীবনযাত্রা

٤٧٣ - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ ابْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ أَمْسِكْ حَتَّى أَخِيطَ نَقْبَتِي - فَأَمْسَكْتُ فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ خَرَجْتُ فَأَخْبَرْتُهُمْ لَعَدُّوهُ مِنْكِ بُخْلاً ، قَالَتْ : أَبْصِرْ شَأْنَكَ - إِنَّهُ لاَ جَدِيدَ لِمَنْ لاَ يَلْبَسُ الْخَلَقَ -

৪৭৩. সাঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন উবায়দ বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন ঃ একদা আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমতে হাযির হইলাম। তিনি বলিলেন, একটু দাঁড়াও, আমি আমার মুখাভরণটি একটু সেলাই করিয়া লই। আমি তখন দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম, উম্মুল মু'মিনীন! আমি যদি

বাহিরে গিয়া লোকজনকে উহা অবগত করি তবে তাহারা উহা আপনার কার্পণ্য বলিয়া ধরিয়া লইবে। তিনি বলিলেন, (লোকে কি বলিবে সে কথায় কাজ নাই) নিজের অবস্থার দিকে তাকাও। যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করেন, তাহার জন্য নতুন কাপড় নহে।

٢١٩ - بَابُ مَا يُعْطَى الْعَبْدُ عَلَى الرِّفْقِ

২১৯. অনুচ্ছেদ ঃ নম্রতায় যাহা মিলে

٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَعَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدٍ مِثْلَهٗ .

৪৭৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন এবং নম্রতার দরুন (বান্দাকে) এমন (নিয়ামত) দান করেন যাহা কঠোরতায় দান করেন না। অনুরূপ হাদীস ইউনুস ও হুমায়দ হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।

٢٢٠ - بَابُ التَّسْكِيْنِ

২২০. অনুচ্ছেদ ঃ শান্তি

٤٧٥ - حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا ، وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا

৪৭৫. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সহজ করিও, কঠিন করিও না, সান্ত্বনা প্রদান করিও, ঘৃণা বিরক্তির উদ্রেক করিও না।

٤٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : نَزَلَ ضَيْفٌ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَفِي الدَّارِ كَلْبَةٌ لَهُمْ فَقَالُوْا : يَا كَلْبَةُ الاَتَنْبَحِيْ عَلٰى ضَيْفِنَا - فَصَحَنَ الْجِرَاءُ فِيْ بَطْنِهَا فَذَكَرُوْا النَّبِيَّ لَمْ فَقَالَ : اِنَّ مَثَلَ هٰذَا كَمَثَلِ اُمَّةٍ تَكُوْنُ بَعْدَ كُمْ يَغْلِبُ ، سُفَهَاؤُهَا عُلَمَاءَهَا

৪৭৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) একটি কাহিনী বর্ণনা করেন যে, একদা বনী ইসরাঈল বংশের কোন এক পরিবারে জনৈক মেহমানের আগমন ঘটিল। তাহাদের দরজায় ছিল তাহাদের একটি মাদী কুকুর। পরিবারের লোকজন কুকুরটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওহে! আগন্তুক আমাদের মেহমান, ঘেউ ঘেউ করিস না। উহাতে কুকুরী তো চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার উদরের ছানাগুলি ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। তাহারা এই কথাটি তাহাদের নবীর কাছে বর্ণনা করিল। তিনি বলিলেন ঃ উহার অনুরূপ ব্যাপার তোমাদের পরবর্তী উম্মাতের মধ্যে ঘটিবে। তাহাদের নির্বোধ শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের আলিম শ্রেণীর লোকদের পরাভূত করিবে।

٢٢١ - بَابُ الْخَرَقِ

২২১. অনুচ্ছেদ ঃ কঠোরতা

٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ : كُنْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ فِيْهِ صُعُوْبَةٌ ، فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ - فَاِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ اِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ يُنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ شَانَهُ

৪৭৭. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একটি উটের পিঠে সাওয়ার ছিলাম। উহা ছিল কষ্টদায়ক। আমি উহাকে প্রহার করিতে লাগিলাম। তখন নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ (আয়েশা) সর্বাবস্থায় অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করিবে। কেননা যে বস্তুর মধ্যেই নম্রতা থাকে, উহা তাহাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং যে বস্তু হইতে উহা সরাইয়া লওয়া হয়, উহা দোষযুক্ত হইয়া পড়ে।

٤٧٨ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِيْ نُضْرَةَ قَالَ : رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ جَابِرٌ أَوْ جُوَيْبِرٌ ، طَلَبْتُ حَاجَةً إِلٰى عُمَرَ فِيْ خِلاَفَتِهِ فَانْتَهَيْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْلاً - فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أُعْطِيْتُ فِطْنَةً وَلِسَانًا - (اَوْ قَالَ مَنْطِقًا) فَاَخَذْتُ فِى الدُّنْيَا فَصَغَّرْتُهَا فَتَرَكْتُهَا لاَ يَسْتَوِىْ شَيْئًا - وَاِلٰى جَنْبِهِ رَجُلٌ أَبْيَضُ الشَّعْرِ أَبْيَضُ الثِّيَابِ ، فَقَالَ لَمَّا فَرَغْتُ : كُلُّ قَوْلِكَ كَانَ مُقَارِبًا ، اِلاَّ وَقُوْعَكَ فِى الدُّنْيَا ، وَهَلْ تَدْرِىْ مَا الدُّنْيَا ؟ اِنَّ الدُّنْيَا فِيْهَا بَلاَغُنَا (اَوْ قَالَ زَادُنَا) اِلَى الْاٰخِرَةِ وَفِيْهَا اَعْمَالُنَا الَّتِىْ نُجْزٰى بِهَا فِى الْاٰخِرَةِ ، قَالَ فَاَخَذَ فِى الدُّنْيَا رَجُلٌ هُوَ اَعْلَمُ بِهَا مِنِّىْ ، فَقُلْتُ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ اِلٰى جَنْبِكَ قَالَ : سَيِّدُ الْمُسْلِمِيْنَ ، اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ -

৪৭৮. হযরত আবূ নাযরা বলেন, আমাদের মধ্যে জাবির কিংবা জুওয়াইবির বলিয়াছেন : একবার হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে তাঁহার কাছে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। আমি মদীনা শরীফে গেলাম। ভোর হইলে পর আমি হযরত উমরের দরবারে উপস্থিত হইলাম। আমাকে বুদ্ধিশুদ্ধি ও বাগ্মিতা উভয়ই দেওয়া হইয়াছে অথবা তিনি বলেন, আমাকে বেশ গুছাইয়া কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আমি দুনিয়া প্রসঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলাম এবং উহাকে এতই হেয় প্রতিপন্ন করিলাম যে, উহা যেন একেবারেই তুচ্ছ। তাঁহার পাশে তখন শুভ্রকেশী ও শুভ্রবস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন। আমি যখন কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম, তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার সব কথাই ঠিক, দুনিয়া প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য ছাড়া। তুমি কি জান দুনিয়া কি? তাহা তো আমাদের জীবনোপকরণ

অথবা তিনি বলেন, দুনিয়া হইতেছে আখিরাতের পাথেয় স্বরূপ এবং উহাতে আমরা যে আমল করিব উহার প্রতিদানই আমরা আখিরাতে লাভ করিব। তিনি বলেন ঃ দুনিয়া প্রসঙ্গে এমন এক ব্যক্তি কথা বলিলেন, যিনি এ ব্যাপারে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পাশে উপবিষ্ট এই (জ্ঞানবৃদ্ধ) ব্যক্তিটি কে ? তিনি জবাব দিলেন, উনি হইতেছেন মুসলিমদের নেতা উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)।

٤٧٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ النَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْأَشَرَةُ شَرٌّ ـ

৪৭৯. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দাম্ভিকতা হইতেছে অনিষ্টকারী বস্তু।

٢٢٢ ـ بَابُ اِصْطِنَاعِ الْمَالِ

২২২. অনুচ্ছেদ ঃ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্পদ বিনিয়োগ

٤٨٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَتِ الرَّجُلُ مِنَّا تُنْتِجُ فَرَسَهُ فَيَنْحَرُهَا فَيَقُوْلُ ، أَنَا أَعِيْشُ حَتّٰى اَرْكَبُ هٰذَا ؟ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنْ اَصْلِحُوْا مَا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ فَاِنَّ فِى الْاَمْرِ تَنَفُّسًا ـ

৪৮০. হযরত হানাশ তাঁহার পিতা হারিসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন আমাদের মধ্যে কাহারো ঘোটকীর বাচ্চা হইত, তখন সে উহা যবাই করিয়া ফেলিত আর বলিত, উহা চড়িবার যোগ্য হওয়া পর্যন্ত কি আমি বাঁচিয়া থাকিব! এমন সময় হযরত উমরের নিকট হইতে এই মর্মের একখানা পত্র আসিয়া পৌঁছিল যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা জীবিকা সূত্রে প্রদান করেন উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। কেননা তোমাদের ঐ আচরণ অত্যন্ত স্বার্থপরতা প্রসূত।

٤٨١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِىْ يَدِ اَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَاِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ تَقُوْمَ حَتّٰى يَغْرِسَهَا ، فَلْيَغْرِسْهَا

৪৮১. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি কিয়ামত আসিয়া পড়ে এবং তখন তোমাদের কাহারো হাতে খেজুরের চারা গাছ থাকে তবে কিয়ামত আসার পূর্বে সে যদি পারে এই চারা গাছটি যেন রোপন করে।

٤٨٢ ـ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدِ الْبَجَلِىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدَ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنُ حَبَّانَ عَنْ أَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ " قَالَ

لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ أَنَّ سَمِعْتُ بِالدَّجَّالِ قَدْ خَرَجَ ، وَأَنْتَ عَلٰى وَدِيَّةٍ تَغْرِسُهَا فَلَا تَعْجَلْ أَنْ تُصْلِحَهَا ، فَاِنَّ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذٰلِكَ عَيْشًا ـ

৪৮২. হযরত দাউদ ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) বলেন ঃ তুমি যদি শুনিতে পাও যে, দাজ্‌জালের আবির্ভাব ঘটিয়াছে আর তুমি তখন কোন খেজুরের চারা রোপকার্যে লিপ্ত থাক, তবে উহার কাজ সারিয়া উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িও না। কেননা তারপরও লোক (দুনিয়ায়) বসবাস করিবে।

٢٢٣ ـ بَابُ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

২২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মাযলূমের দু'আ

٤٨٣ ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيٰ ، عَنْ أَبِىْ جَعْفَرَ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ " ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ ، دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ ـ

৪৮৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তিন (ব্যক্তির) দু'আ (অবশ্যই) কবূল হইয়া থাকে ঃ ১. মাযলুম বা উৎপীড়িতের দু'আ, ২. মুসাফিরের দু'আ ও ৩. পিতা-মাতার দু'আ সন্তানের ব্যাপারে।

٢٢٤ ـ بَابُ : سُؤَالِ الْعَبْدِ الرِّزْقَ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِهٖ (اُرْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ)

২২৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার জীবিকা প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বান্দাদিগকে দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন "প্রভু, আমাদিগকে জীবিকা প্রদান করুন। কেননা আপনি হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী।" (৫ ঃ ১৬)

٤٨٤ ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِىْ أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، نَظَرَ نَحْوَ الْيَمِيْنِ فَقَالَ " اَللّٰهُمَّ ! اقْبَلْ بِقُلُوْبِهِمْ " وَنَظَرَ نَحْوَ الْعِرَاقِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَنَظَرَ نَحْوَ كُلِّ اُفُقٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَقَالَ " اَللّٰهُمَّ ! اُرْزُقْنَا مِنْ تُرَابِ الْاَرْضِ ، وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا وَصَاعِنَا " .

৪৮৪. হযরত জাবির (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় ইয়েমেনের দিকে তাকাইয়া বলিতে শুনিয়াছেন, হে আল্লাহ্! ইহাদের অন্তরকে ফিরাইয়া দিন। অতঃপর তিনি ইরাকের

দিকে মুখ ফিরাইয়া অনুরূপভাবে বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্! ইহাদের অন্তরকে ফিরাইয়া দিন। এইভাবে সর্বদিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি অনুরূপভাবে বলিলেন। তিনি আরো বলিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! পৃথিবীর উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি হইতে আমাদিগকে জীবিকা প্রদান করুন এবং আমাদের মুদ ও সা'-এর মধ্যে বরকত দান করুন।

٢٢٥ - بَابُ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ

২২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যুল্ম হইল অন্ধকার

٤٨٥ - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ مُقْسِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اتَّقُوْا الظُّلْمُ ، فَانَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَانَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلٰى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ .

৪৮৫. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যুল্ম (করা) হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, কেননা যুল্ম হইতেছে কিয়ামত দিবসের অন্ধকার রাশি। এবং বাঁচিয়া থাকিবে কৃপণতা হইতে, কেননা এই কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করিয়াছে এবং তাহাদিগকে পরস্পরে রক্তপাত করিতে ও হারামসমূহকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য (উদ্যত) করিয়াছে।

٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " يَكُوْنُ فِىْ أٰخِرِ أُمَّتِىْ مَسْخٌ وَقَذْفٌ وَخَسَفٌ وَيَبْدَأُ اَهْلُ الْمَظَالِمِ

৪৮৬. হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মাতের শেষ যামানায় পাপ কর্মের (শাস্তিস্বরূপ) চেহারা বিকৃত, আসমান হইতে বিপদ অবতীর্ণ হওয়া ও ভূমি ধসের ঘটনাসমূহ ঘটিবে এবং উহার সূচনা যালিমদের উপর হইতেই হইবে।

٤٨٧ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمَاجِشُوْنِ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৪৮৭. হযরত ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যুল্ম হইতেছে কিয়ামত দিবসের অন্ধকার রাশি।

٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَإِسْحٰقُ قَالاَ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ ، عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " اذَا خَلَصَ

الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوْا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى اِذَا نُقُّوْا وَهُذِّبُوْا ، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ : لَأَحَدُهُمْ بِمَنْزِلِهِ أَدَلُّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا

৪৮৮. হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন মু'মিনগণ দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে তখন বেহেশ্‌ত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাহাদের গতিরোধ করা হইবে। তখন তাহারা পরস্পরের প্রতি দুনিয়ায় যে অবিচার করিয়াছিল উহার প্রতিফল ভোগ করিবে এবং (নিজেদের কৃত অবিচারসমূহের ফলভোগ করিয়া) যখন তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হইবে। কসম সেই সত্তার যাঁহার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তখন প্রত্যেকেই তাহার (বেহেশ্‌তে নির্ধারিত) স্থান দুনিয়ার অবস্থান স্থলের চাইতে উত্তমরূপে চিনিয়া লইতে পারিবে।

٤٨٩ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ [عَنْ أَبِيْهِ] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ، فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ ، فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَطَعُوْا اَرْحَامَهُمْ ، وَدَعَا هُمْ فَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ ـ

৪৮৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা অবশ্যই যুল্‌ম হইতে বাঁচিয়া থাকিবে কেননা যুল্‌ম হইতেছে কিয়ামত দিবসের অন্ধকার রাশি। এবং তোমরা অবশ্যই অশ্লীলতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা যে অশ্লীল কথা বলে আর যে অশ্লীলতার সন্ধানে লিপ্ত থাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না। এবং তোমরা অবশ্যই কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা উহা তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিতে এবং হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

٤٩٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ، فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَاِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلٰى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ

৪৯০. [৪৮৫ নং হাদীসটির পুনরাবৃত্তি]

٤٩١ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحٰى قَالَ : اِجْتَمَعَ مَسْرُوْقٌ وَشُتَيْرُ بْنُ شَكْلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَتَقَوَّضَ اِلَيْهِمَا

حَلَقَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ مَسْرُوْقٌ لاَ أَرَى هٰؤُلاَءِ يَجْتَمِعُوْنَ إِلَيْنَا إِلاَّ يَسْتَمِعُوْا مِنَّا
خَيْرًا ، فَأَمَّا أَنْ تُحَدِّثْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَأُصَدِّقَكَ أَنَا ، وَأَمَّا ، أَنْ أُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ
فَتُصَدِّقُنِىْ ، فَقَالَ : حَدِّثْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ! قَالَ : هَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ :
اَلْعَيْنَانِ يَزْنِيَانِ ، وَالْيَدَانِ يَزْنِيَانِ ، وَالرِّجْلاَنِ يَزْنِيَانِ ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَالِكَ أَوْ
يُكَذِّبُهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ - قَالَ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ " فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ : مَا
فِى الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعُ لِحَلاَلٍ وَحَرَامٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ هٰذِهِ الْآيَةِ ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى﴾ [١٦ : النحل : ٩٠] قَالَ : نَعَمْ - وَأَنَا قَدْ
سَمِعْتُ قَالَ : فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : مَا فِى الْقُرْآنِ آيَةٌ أَسْرَعُ فَرَجًا مِّنْ
قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [٦٥ : الطلاق : ٢] قَالَ : نَعَمْ - قَالَ :
وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : مَا فِى الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ تَفْوِيْضًا
مِنْ قَوْلِهِ ﴿ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ﴾
[٢٩ : الزمر : ٥٣] قَالَ : نَعَمْ - وَأَنَا سَمِعْتُهُ .

৪৯১. আবুয্ যোহা বর্ণনা করেন, একদা মসজিদে হযরত মাসরূক ও শাতী ইব্ন শাক্ল একত্রিত হইলেন। মসজিদে উপস্থিত লোকজন তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন হযরত মাসরূক (র) বলিলেন, লোকজন আমাদের মুখে কিছু ধর্মোপদেশ শুনিতেই আমাদিগকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। এখন আপনি যদি হযরত আবদুল্লাহ্র সূত্রে (হাদীস) বর্ণনা করেন তবে আমি উহা অনুমোদন করিব আর যদি আমি হযরত আবদুল্লাহ্র সূত্রে বর্ণনা করি আপনি উহা অনুমোদন করিবেন। অপরজন বলিলেন, আপনিই বর্ণনা করুন হে আবূ আয়েশা! তখন তিনি বলিলেন ঃ আপনি কি হযরত আবদুল্লাহ্কে এ কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, চক্ষুদ্বয় যিনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়। হস্তদ্বয় যিনায় লিপ্ত হয়, পদদ্বয় যিনায় লিপ্ত হয় এবং লজ্জাস্থান তাহাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অপরজন বলিলেন, হ্যাঁ আমিও উহা শুনিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, আচ্ছা আপনি আবদুল্লাহ্কে বলিতে শুনিয়াছেন, নিম্নোক্ত আয়াতের মত আল-কুরআনের আর কোন আয়াতে একই সঙ্গে হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সন্নিবেশিত হয় নাই ঃ "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।" (১৬ ঃ ৯০) তিনি তাঁকে ঐ কথা বলিতে শুনিয়াছে। তিনি পুনরায় বলিলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ্কে বলিতে শুনিয়াছেন, আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে দ্রুত অভাব মোচনকারী ও বিপদমুক্তির অন্য কোন আয়াত নাই ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে তিনি তাহার জন্য মুক্তির একটি ব্যবস্থা করিয়া দেন" (৬৫ ঃ ২)? তিনি বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, আমিও ইহা শুনিয়াছি। পুনরায় তিনি (মাসরূক) বলিলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ্কে বলিতে শুনিয়াছেন? আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে অধিক আবেদনময়ী বা সুবিধাদানকারী অন্য কোন আয়াত নাই ঃ "হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করিয়াছ তোমরা

আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না” (৩৯ ঃ ৫৩)। শাতীর বলেন, হাঁ, আমি তাঁহাকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি।

٤٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنِ مُسْهِرٍ (أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ) قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِي اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ : " يَا عِبَادِيْ ! إِنِّي قَدْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلاَ تُظَالِمُوْا ، يَا عِبَادِيْ ! إِنَّكُمُ الَّذِيْنَ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - وَإِنَا إِغْفِرُ الذُّنُوْبَ - وَلاَ أُبَالِيْ - فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْلَكُمْ - يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ اَطْعِمَكُمْ - كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ - فَاسْتَكْسُوْنِيْ أُكْسُكُمْ - يَا عِبَادِيْ ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ ، وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْكُمْ ، لَمْ يَزِدْ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا وَلَوْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ لَمْ يُنْقِصْ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا وَلَوْ اجْتَمَعُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأُعْطِيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا سَأَلَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا الاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرَ اَنْ يَغْمَسْ فِيْهِ الْمَحِيْطِ عَمَّةً وَاحِدَةً يَا عِبَادِيْ اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ أَجْعَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ - وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمُ اِلاَّ نَفْسَهُ -

كَانَ أَبُوْ إِدْرِيْسَ ، اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ حَتّٰى عَلٰى رُكْبَتَيْهِ -

৪৯২. হযরত আবূ যার (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের উপর যুল্‌ম হারাম করিয়া নিয়াছি এবং তোমাদের জন্য পরস্পরের প্রতি যুল্‌ম করা হারাম করিয়া দিয়াছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরের প্রতি যুল্‌ম করিও না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা তো দিবারাত্রি গুনাহ করিতে থাক, আর আমি গুনাহ রাশি মাফ করিয়া থাকি, উহাতে আমার কিছুই আসে যায় না। সুতরাং তোমরা আমার দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা কর, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব। হে আমার বান্দাগণ ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত-অবশ্য আমি যাহাকে ক্ষুধার অন্ন প্রদান করি সে নহে। সুতরাং আমার দরবারে অন্ন ভিক্ষা কর, আমি অন্ন দান করিব। তোমাদের প্রত্যেকেই বস্ত্রহীন তবে আমি যাহাকে বস্ত্র দান করি সে নহে। সুতরাং আমার দরবারে বস্ত্র ভিক্ষা কর, আমি তোমাদিগকে বস্ত্র দান করিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যকার প্রথম ব্যক্তি হইতে শুরু করিয়া শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত প্রত্যেকে, জিন্‌ ও ইনসান তথা মানব-দানব সকলে যদি মুত্তাকী মনা পরমভক্ত বান্দা হইয়া যায় তবুও আমার রাজত্ব বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পাইবে না। আর যদি সকলেই পাপপ্রবণ হইয়া যায়, তবুও

তাহাতে আমার রাজত্বে বিন্দুমাত্র কমতি পাইবে না। সকলেই যদি এক প্রান্তরে সমবেত হইয়া আমার দরবারে প্রার্থনা জানায় আর আমি তাহাদের সকলের প্রার্থনা মঞ্জুরও করি এবং তাহাদের প্রার্থিত সব কিছুই তাহাদিগকে দান করি তবে তাহাতে আমার রাজত্বে শুধু এতটুকুই কম হইবে যতটুকু হয় মহাসমুদ্রে একটি সূচ একটি বার মাত্র ডুবাইলে। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের উপর আমি যাহা চাপাইয়া দেই তাহা হইল তোমাদের স্বকৃত আমলসমূহ। সুতরাং যে মঙ্গল লাভ করে, তজ্জন্য সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে আর যে অন্য কিছু (অমঙ্গল) লাভ করে সে যেন তাহার নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।"

মুহাদ্দিস আবূ ইদ্রিস খাওলানী (র) এই হাদীস যখনই বর্ণনা করিতেন তখনই তিনি জানুদ্বয় একত্র করিয়া চরম বিনয় প্রকাশ করিতেন।

٢٢٦ - بَابُ كَفَّارَةِ الْمَرِيْضِ

২২৬. অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর রোগ-যাতনা তাহার গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ

٤٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَامِرٍ ، أَنَّ غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ - أَنَّ رَجُلاً أَتٰى أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ وَجِعٌ فَقَالَ : كَيْفَ أَمْسٰى أَجْرُ الْأَمِيْرِ ؟ فَقَالَ : هَلْ تَعْدُوْنَ فِيْمَا تُؤْجَرُوْنَ بِهِ ؟ فَقَالَ : بِمَا يُصِيْبُنَا فِيْمَا نَكْرَهُ فَقَالَ إِنَّمَا تُؤْجَرُوْنَ بِمَا أَنْفَقْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاسْتُنْفِقَ لَكُمْ - ثُمَّ عَدَّأَدَاةَ الرَّحْلِ كُلَّهَا ، حَتّٰى بَلَغَ عِذَارَ الْبِرْذَوْنِ - وَلٰكِنَّ هٰذَا الْوَصَبُ الَّذِيْ يُصِيْبُكُمْ فِيْ أَجْسَادِكُمْ ، يُكَفِّرُ اللّٰهُ مِنْ خَطَايَاكُمْ -

৪৯৩. গুযায়ফ ইব্‌নুল হারিস বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ্ (রা)-এর নিকট আসিল। তিনি তখন রোগগ্রস্ত। সে ব্যক্তি বলিল, কেমন আছেন ? আমীর (রোগ যাতনার বিনিময়ে) পুরস্কৃত হউন! তিনি বলিলেন, জানো কিসের বিনিময়ে তোমরা পুরস্কার লাভ করিবে ? সে ব্যক্তি বলিল, আমাদের মন-মর্জির বিরুদ্ধে যে সব আপদ-বিপদ আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়, সেগুলির জন্য আমাদিগকে পুরস্কৃত করা হইবে। তিনি বলিলেন, তোমরা যাহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর এবং তোমাদিগের জন্য যাহা ব্যয়িত হয় সে সবের জন্যই তোমরা পুরস্কৃত হইবে। অতঃপর তিনি হাওদা হইতে শুরু করিয়া ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত অনেক কিছুর কথাই নাম ধরিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, কিন্তু তোমাদের দেহের উপর যে সব অসুখ-বিসুখের আবির্ভাব ঘটে, ঐগুলির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহরাশি মোচন করিয়া থাকেন।

٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ

الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ ، حَتَّى شَوْكَةٍ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ "

৪৯৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলিম বান্দার উপর রোগশোক, দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা যাহাই আসুক না কেন, এমন কি একটি কাঁটাও যদি তাহার গায়ে বিঁধে, তবে তদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা করিয়া থাকেন।

٤٩٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ ، كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ وَعَادَ مَرِيضًا فِي كِنْدَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ : أَبْشِرْ ، قَالَ مَرَضُ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا ، وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ، ثُمَّ أَرْسَلُوهُ ، فَلاَ يَدْرِي لِمَ عَقَلَ وَلِمَ أَرْسَلَ

৪৯৫. আবদুর রহমান ইব্ন সাঈদ তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি একদা হযরত সালমানের সাথে ছিলাম। তিনি তখন কিন্দায় এক রোগী দেখিতে (অর্থাৎ তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে) গিয়াছিলেন। যখন তিনি তাহার রোগশয্যায় উপস্থিত হইলেন তখন বলিলেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দার রোগকে তাহার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা এবং কৈফিয়ত স্বরূপ গ্রহণ করেন। আর পাপী ব্যক্তির রোগ হইল ঐ উটের মত যাহাকে তাহার মালিক পা মিলাইয়া বাঁধিল। আবার ছাড়িয়া দিল অথচ সে জানিল না যে কেন তাহাকে বাঁধা হইল আর কেনই বা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

٤٩٦ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ ، فِي جَسَدِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ " ـ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو .... مِثْلَهُ ، وَزَادَ " فِي وَلَدِهِ " ـ

৪৯৬. হযরত আবূ সালামা ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ মু'মিন পুরুষ ও নারীর জান ও মাল এবং পরিবার পরিজনের উপর বালা-মুসিবত লাগিয়াই থাকে, অতঃপর সে আল্লাহ্ তা'আলার সন্নিধানে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তাহার আর কোন গুনাহ্ই অবশিষ্ট থাকে না।

উমর ইব্‌ন তাল্‌হা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আমরের সূত্রে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেন, তবে তিনি "এবং তাহার সন্তানের উপর" কথাটি বেশি রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

٤٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ " هَلْ أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَامٍ "؟ قَالَ : وَمَا أُمُّ مِلْدَامٍ قَالَ : حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ " قَالَ : لاَ - قَالَ " فَهَلْ صُدِعْتَ "؟ قَالَ : وَمَا الصُّدَاعُ ؟ قَالَ " رِيْحٌ تَعْتَرِضُ فِى الرَّأْسِ ، وَتَضْرِبُ الْعُرُوْقَ " قَالَ : لاَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ : "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " أَىْ فَلْيَنْظُرْهُ

৪৯৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, জনৈক বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন দিন জ্বর হইয়াছে ? সে জিজ্ঞাসা করিল যে, জ্বর কি বস্তু? বলিলেন ঃ শরীরের চর্ম ও মাংসের মধ্যবর্তী স্থানে উত্তাপ। সে ব্যক্তি বলিল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন দিন মাথাধরা হইয়াছে ? সে ব্যক্তি এবারও বলিল, মাথাধরা আবার কাহাকে বলে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ একটি বায়ু যাহা মাথায় অনুভূত হয় এবং উহা শিরাসমূহে আঘাত করে। সে ব্যক্তি এবারও বলিল, না। অতঃপর সে ব্যক্তি যখন প্রস্থান করিল, তখন তিনি বলিলেন ঃ যে কেহ কোন দোযখী ব্যক্তিকে দেখিতে আগ্রহী সে যেন এই ব্যক্তিটিকে দেখিয়া লয়।[১]

٢٢٧ - بَابُ الْعِيَادَةِ جَوْفِ اللَّيْلِ

২২৭. অনুচ্ছেদ ঃ গভীর রাত্রে রোগী দেখিতে যাওয়া

٤٩٨ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ حُذَيْفَةُ سَمِعَ بِذٰلِكَ رَهْطُهُ وَالْأَنْصَارُ - فَأَتَوْهُ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ - قَالَ : أَىُّ سَاعَةٍ هٰذِهِ قُلْنَا ، جَوْفُ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ صَبَاحِ النَّارِ قَالَ جِئْتُمْ

১. অর্থাৎ মু'মিন এই সংসারে রোগ-শোকে ভুগিয়া থাকে এবং ফলে তাহার গুনাহ রাশির কাফ্ফারা হইতে থাকে। যে ব্যক্তিকে কোন দিন সামান্য একটু জ্বর বা মাথাধরা পর্যন্ত স্পর্শ করিল না। তাহারা তো ইহকালে গুনাহ মাফির কোন ব্যবস্থাই হইল না। সুতরাং তাহার গুনাহের কাফ্ফারা পরকালে জাহান্নামেই হইবে। সম্ভবত নবী করীম (সা) ওহী বা ইলহাম মারফত ঐ ব্যক্তিটির জাহান্নামী হওয়ার কথা জানিয়া লইয়াছিলেন, নতুবা সে জাহান্নামী এমন কথা নিশ্চিতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন না।

بِمَا أُكَفَّنُ بِهِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ - قَالَ : لاَ تَغَالُوْا بِالْاَكْفَانِ - فَانَّهُ أَنْ يَكُوْنَ لِى عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ بُدِّلَتْ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ - وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرٰى سُلِبْتُ سَلَبًا سَرِيْعًا -

قَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ : اَتَيْنَاهُ فِى بَعْضِ اللَّيْلِ -

৪৯৮. হযরত খালিদ ইব্ন রাবী বলেন ঃ যখন হযরত হুযায়ফা (রা) মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইল এবং উহার সংবাদ তাঁহার পরিবারের লোকজন ও আনসারদের নিকট পৌঁছিল তখন তাঁহারা গভীর রাত্রে অথবা ভোর রাত্রের দিকে তাঁহার মৃত্যুশয্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা রাত্রির কোন্ ভাগ ? জবাবে আমরা বলিলাম, ইহা হইতেছে মধ্য রাত্রি অথবা ভোর রাত্রি। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, আমি জাহান্নামের প্রভাত হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি আমার কাফনের কাপড় নিয়া আসিয়াছ ? আমরা বলিলাম, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বলিলেন ঃ দেখ কাফনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না অর্থাৎ দামী বস্ত্রে কাফন দিবার চেষ্টা করিও না। কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে যদি আমার জন্য ভাল নির্ধারিত থাকে, তবে উহার পরিবর্তে আমি উহার চাইতেও উত্তম বস্ত্রই লাভ করিব আর যদি তাহা না হয়, তবে উহাও অতি শীঘ্র আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে। যাঁহারা ঐ সময় তাঁহার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদেরই একজন ইব্ন ইদ্রিস (র) বলেন ঃ আমরা রাত্রের কিছু অংশ থাকিতে তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম।

٤٩٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِىْ ذِئْبٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : " اِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ ، أَخْلَصَهُ اللّٰهُ كَمَا يُخَلِّصُ الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ .

৪৯৯. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন মু'মিন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে গুনাহ্ রাশি হইতে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন যেমন লৌহকে হাপার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

٥٠٠ - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمَصِيْبَةٍ - وَجْعٍ أَوْ مَرَضٍ - اِلاَّ كَانَ كَفَّارَةُ ذُنُوْبِهِ ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، أَوِالنَّكَبَةِ

৫০০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলমানের কোন বিপদ-আপদ বা রোগ-শোক হইলেও উহাতে তাহার গুনাহের কাফ্‌ফারা হইয়া থাকে, এমন কি তাহার গায়ে কোন কাঁটা বিঁধিলে বা সে হোঁচট খাইলেও।

٥٠١ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَاهَا قَالَ : اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًى شَدِيْدَةً فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ - فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنِّيْ أَتْرُكُ مَالاً - وَإِنِّيْ لَمْ أَتْرُكْ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً - أَفَأُوْصِيْ بِثُلُثَيْ مَالِيْ وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ قَالَ " لاَ " قَالَ أُوْصِيْ بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ لَهَا النِّصْفَ ؟ قَالَ " لاَ " قُلْتُ فَأُوْصِيْ بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : اَلثُّلُثُ " وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ " ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِيْ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِيْ وَبَطْنِيْ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، وَأَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ " فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلٰى كَبِدِيْ فِيْمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتّٰى السَّاعَةِ -

৫০১. হযরত সা'দ (রা)-এর কন্যা আয়েশা বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা বলিয়াছেন ঃ একবার আমি মক্কায় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। নবী করীম (সা) আমাকে দেখিতে আসিলেন। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছি অথচ আমার একটি মাত্র কন্যাকে উত্তরাধিকারীরূপে রাখিয়া যাইতেছি। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ব্যাপারে ওসীয়্যাত করিয়া এক-তৃতীয়াংশই কেবল রাখিয়া যাইতে পারি ? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না। অতঃপর তিনি (আমার পিতা) বলিলেন, তার কি আমি অর্ধেক সম্পত্তির ব্যাপারে ওসীয়্যাত করিয়া অর্ধেক তাহার জন্য রাখিয়া যাইব ? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ না, তাহা হইতে পারে না। অতঃপর আমি বলিলাম, তবে কি আমি এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে ওসীয়্যাত করিয়া দুই-তৃতীয়াংশ তাহার জন্য রাখিয়া যাইব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ। এক-তৃতীয়াংশও তো অনেক বেশি। অতঃপর তিনি তাঁহার পবিত্র হস্ত আমার কপালে রাখিলেন এবং আমার মুখমণ্ডল ও পেটে হাত বুলাইলেন এবং বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্! সা'দকে রোগমুক্ত করুন এবং তাঁহার হিজরতকে পূর্ণ করিয়া দিন! হযরত সা'দ বলেন ঃ এখনও যখনই আমি সে কথা স্মরণ করি তখন নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হস্তের শীতল স্পর্শ আমার হৃৎপিণ্ডে অনুভব করি।

٢٢٨ - بَابُ يُكْتَبُ الْمَرِيْضُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ

২২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করে

٥٠٢ - حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْرُضُ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ " -

৫০২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় সে তাহার রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থাবস্থায় যেরূপ সাওয়াব লাভ করিত, সেরূপ সাওয়াবই লাভ করে।

٥٠٣ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سِنَانٌ أَبُو رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ اِبْتَلاَهُ اللّٰهُ فِي جَسَدِهِ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِيْ صِحَّتِهِ ، مَا كَانَ مَرِيْضًا - فَاِنْ عَافَاهُ - أُرَاهُ قَالَ غَسَلَهُ ، وَاِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ "

حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِنَانٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، وَزَادَ قَالَ : "فَاِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ "

৫০৩. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে কোন মুসলমানকে আল্লাহ্ যখন দৈহিকভাবে পরীক্ষায় ফেলিয়া দেন (অর্থাৎ পীড়াগ্রস্ত করেন) তাহার সুস্থাবস্থায় সে যেরূপ আমল করিত ঠিক সেরূপ সাওয়াবই তাহার আমলনামায় লিখিত হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি এরূপ রোগে লিপ্ত থাকে। অতঃপর যদি তিনি তাহাকে নিরোগ করেন তবে—আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বলিয়াছেন—তাহাকে তিনি ধৌত করিয়া দেন। [অর্থাৎ তাহার গুনাহের ক্লেদ হইতে মুক্ত করিয়া দেন] আর যদি তাহাকে মৃত্যু প্রদান করেন তবে তাহাকে মার্জনা করিয়া দেন।

হযরত আনাসের অপর এক সূত্রের রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণনার হাদীসের পাঠে। 'আফাহু' স্থলে আছে 'শাফাহু', অর্থ একই—যদি তিনি তাহাকে আরোগ্য করিয়া তুলেন তবে তাহাকে ধৌত করিয়া দেন।

٥٠٤ - حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ أَبِي تَمِيْمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتِ الْحُمّٰى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : اِبْعَثْنِيْ اِلٰى آثَرِ أَهْلِكَ عِنْدَكَ - فَبَعَثَهَا إِلَى الأَنْصَارِ فَبَقِيَتْ عَلَيْهِمْ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ - فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ - فَأَتَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ فَشَكَوْا ذٰلِكَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ دَارًا دَارًا - بَيْتًا بَيْتًا - يَدْعُوْلَهُمْ بِالْعَافِيَةِ - فَلَمَّا رَجَعَ تَبِعَتْهُ إِمْرَأَةٌ مِنْهُمْ - فَقَالَتْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ !اِنِّيْ لَمِنَ الاَنْصَارِ - وَإِنَّ أَبِيْ لَمِنَ الاَنْصَارِ ، فَادْعُ اللّٰهَ لِيْ كَمَا دَعَوْتَ لِلاَنْصَارِ قَالَ : " مَا شِئْتِ " إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ أَنْ يُّعَافِيَكِ وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ " قَالَتْ : بَلْ أَصْبِرُ - وَلاَ أَجْعَلُ الْجَنَّةَ خَطَرًا -

৫০৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা জ্বর নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, (হে আল্লাহ্র রাসূল) আপনি আমাকে আপনার একান্ত প্রিয়জনদের কাছে প্রেরণ করুন। তিনি তাহাকে আনসারদের তল্লাটে প্রেরণ করিলেন এবং সে সেখানে ছয়দিন ছয় রাত্রি অবস্থান করিল এবং কঠিন রূপ ধারণ করিল [অর্থাৎ জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল] নবী করীম (সা) তখন তাহাদের এলাকায় তাশরীফ নিলেন। তাহারা তাঁহার নিকট জ্বরের ব্যাপারে অভিযোগ করিলেন। নবী করীম (সা) তখন তাঁহাদের বাড়ি বাড়ি এমন কি ঘরে ঘরে গিয়া তাঁহাদের রোগমুক্তির জন্য দু'আ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন জনৈকা আনসার মহিলা তাঁহার পিছু ধরিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম সহকারে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন সেই পবিত্র সত্তার কসম, আমি একজন আনসার বংশীয়া মহিলা। আমার পিতাও নিঃসন্দেহে একজন আনসার। আপনি আনসারগণের জন্য যেরূপ দু'আ করিয়া আসিলেন, আমার জন্য সেরূপ দু'আ করুন। তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি চাও ? যদি তুমি চাও, তবে আমি দু'আ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে আরোগ্য করিয়া দিন। আর যদি তুমি চাও, তবে সবর করিতে পার, বিনিময়ে তোমার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হইবে। সেই আনসারী মহিলা তখন বলিয়া উঠিলেন, আমি বরং সবরই করিব, তবুও বেহেশত প্রাপ্তিকে বিঘ্নিত হইতে দিব না।

٥٠٥ - وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحُمَّى لِأَنَّهَا يَدْخُلُ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنِّي - وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي كُلَّ عُضْوٍ قِسْطَهُ مِنَ الْأَجْرِ -

৫০৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমার কাছে জ্বরের চাইতে প্রিয়তর আর কোন রোগ নাই, উহা আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উহার প্রাপ্য সাওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন।

٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ - قِيلَ لَهُ : أُدْعُ اللّٰهَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ ! انْقُصْ مِنَ الْمَرَضِ وَلَا تَنْقُصْ مِنَ الْأَجْرِ - فَقِيلَ لَهُ أُدْعُ - أُدْعُ - فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ! اجْعَلْنِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ - وَاجْعَلْ أُمِّي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ -

৫০৬. আবূ ওয়ায়েল বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ নুহায়লাকে বলা হইল যে, আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করুন! তিনি (দু'আচ্ছলে) বলিলেন ঃ প্রভু, আমার রোগ কমাইয়া দিন! তখন তিনি পুনরায় দু'আ করিলেন! প্রভু, আমাকে আপনার নৈকট্য লাভে যাহারা ধন্য হইয়াছেন তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমার মাতাকে বেহেশ্তের বড় বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট হূরদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

٥٠٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ إِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟

قُلْتُ : بَلٰى قَالَ : هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السُّوْدُ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ : إِنِّىْ أُصْرَعُ ، وَإِنِّىْ أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ ـ قَالَ " إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ أَنْ يُّعَافِيَكِ " فَقَالَتْ : أَصْبِرُ فَقَالَتْ : إِنِّىْ اَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ ـ فَدَعَالَهَا ـ

৫০৭. হযরত আতা ইব্ন আবূ রিবাহ্ (র) বলেন, আমাকে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী নারী দেখাইব ? আমি বলিলাম, জ্বী, আমাকে উহা দেখান! বলিলেন, ঐ যে কাল রঙের মহিলাটি সে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি মৃগীগ্রস্ত এবং যখন মৃগী রোগের আক্রমণ হয় তখন অচৈতন্য অবস্থায় বিবস্ত্রা হইয়া পড়ি। সুতরাং আমার জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তুমি যদি সবর করিতে পার তবে তাহাই কর, বিনিময়ে বেহেশত লাভ করিবে। আর যদি চাও তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিব যেন তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করিয়া দেন। জবাবে মহিলাটি বলিল, আমি বরং সবরই করিব। অতঃপর সে পুনরায় বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যে বিবস্ত্রা হইয়া পড়ি! আপনি দু'আ করুন যেন আর বিবস্ত্রা না হই! আল্লাহ্র রাসূল তাঁহার জন্য দু'আ করিলেন।

٥٠٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُخَلَّدٌ ، عَنْ إِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ ، أَنَّهُ رَأٰى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ طَوِيْلَةٌ سَوْدَاءُ عَلٰى سُلَّمِ الْكَعْبَةِ قَالَ : وَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِىْ مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ " مَا اَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ .

৫০৮. হযরত আতা বলেন, তিনি সেই কালো দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা উম্মু যুফারকে কা'বা শরীফের সিঁড়িতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুলায়কা কাসিমের সূত্রে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) প্রায়ই বলিতেন, মু'মিন বান্দার গায়ে কোন কাঁটা বিঁধা হইতে শুরু করিয়া যত বিপদই আপতিত হয় উহাতে তাহার গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যায়।

٥٠٩ ـ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فِى الدُّنْيَا يَحْتَسِبُهَا اِلاَّ قُضِىَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৫০৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে কোন মুসলমানের গায়ে এই দুনিয়ায় একটি কাঁটা বিঁধে এবং সে উহার বিনিময়ে সাওয়াবের আশা রাখে, তাহার জন্য কিয়ামতের দিন তাহার গুনাহ রাশি মার্জনা করা হইবে।

٥١٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ ، وَلاَ مُسْلِمٍ وَلاَ مُسْلِمَةٍ يَمْرَضُ مَرَضًا الاَّ قَضَى اللّٰهُ بِهٖ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ" -

৫১০. হযরত জাবির (রা) বলেন, যে কোন মু'মিন পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলিম পুরুষ অথবা নারী রোগগ্রস্ত হয় উহার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাহার গুনাহ রাশি মোচন করিবেন।

١٩٢ - بَابُ هَلْ يَكُوْنُ قَوْلُ الْمَرِيْضِ "إِنِّيْ وَجِعٌ" شِكَايَةً

২২৯. অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থতার কথা প্রকাশ করা কি অভিযোগ ?

٥١١ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ اَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَلٰى اَسْمَاءَ ، قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللّٰهِ بِعَشَرِ لَيَالٍ ، وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللّٰهِ كَيْفَ تَجِدِيْنَكِ ؟ قَالَتْ وَجِعَةٌ قَالَ : إِنِّيْ فِي الْمَوْتِ - فَقَالَتْ لَعَلَّكَ تَشْتَهِيْ مَوْتِيْ ؟ فَلِذٰلِكَ تَتَمَنَّاهُ - فَلاَ تَفْعَلْ - فَوَاللّٰهِ مَا أَشْتَهِيْ اَنْ أَمُوْتَ حَتّٰى يَأْتِيْ عَلَيَّ أَحَدُ طَرَفَيْكَ ، أَوْ تُقْتَلُ فَاَحْتَسِبُكَ - وَإِمَّا إِنْ تَظْفُرَ فَتَقِرُّ عَيْنِيْ - فَإِيَّاكَ اَنْ تُعْرَضَ عَلَيْكَ خُطَّةٌ - فَلاَ تُوَافِقُكَ فَتَقْبَلُهَا كَرَاهِيَّةَ الْمَوْتِ -

৫১১. হিশাম তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তাঁহার শাহাদতের দশ দিন পূর্বে (তাঁহার মাতা) হযরত আসমা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত আসমা (রা) তখন রোগশয্যায়। আবদুল্লাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন বোধ করিতেছেন? তিনি বলিলেন ঃ অসুস্থ বোধ করিতেছি। আবদুল্লাহ্ বলিলেন ঃ আর আমি তো মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়া আছি! আসমা (রা) বলিলেন ঃ সম্ভবত তুমি চাও যে, আমার মৃত্যু (তৎপূর্বেই) হইয়া যাউক। তাই তুমি উহা কামনা করিতেছ এমনটি করিও না। কসম আল্লাহ্র, তোমার এক দিক না হওয়া পর্যন্ত আমি মরিতে চাই না। হয় তুমি শহীদ হইবে আর আমি তোমার জন্য (ধৈর্যজনিত) সাওয়াবের আশা করিব, না হয়, তুমি বিজয়ী হইয়াছ দেখিয়া আমার চক্ষু জুড়াইব। সাবধান! তোমার বিবেকে অবাঞ্ছিত কোন পরিস্থিতিকে কেবল মৃত্যুভয়ে গ্রহণ করিয়া লইও না। ইব্ন যুবায়রের মনে আশংকা ছিল যে, তিনি শহীদ হইলে উহা তাহার জননীকে শোকার্ত করিয়া তুলিবে।[1]

---

১. ইব্ন যুবায়র ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর ভগ্নি পুত্র। মক্কা-মদীনায় তিনি খলীফা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এবং গোটা মুসলিম জাহানের খলীফা রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে আবদুল মালিকের আমলে সেনাপতি হাজ্জাজের হাতে তাঁহার পতন ঘটে এবং তিনি শহীদ হন। মৃত্যুকে ভয় করার পাত্র তিনি ছিলেন না। তবে তিনি শহীদ হইলে তাঁহার বৃদ্ধা জননী শোকার্ত হইবেন, এই আশংকায় তিনি তাঁহার মহীয়সী জননীর মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মহীয়সী জননীর অন্তর এত সহজে দমিয়া যাইবার মত ছিল না। তাই পুত্রকে তিনি সত্যের পথে অবিচল থাকিবার জন্য তাগিদ দিয়াছিলেন এবং পুত্রের শাহাদত লাভের পর গাছের ডালে তাঁহার ঝুলন্ত লাশ দেখিয়া ঘোড়ার উপরে বীর সিপাহী বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন।

٥١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ ابْنِ سَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مَوْعُوْكٌ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَوَجَدَ حِرَّارَتَهَا فَوْقَ الْقَطِيْفَةِ فَقَالَ : أَبُوْ سَعِيْدٍ : مَا اَشَدَّ حُمَّاكَ ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ " اَنَا كَذٰلِكَ ، يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْاَجْرُ " فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ؟ قَالَ : " اَلْاَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلٰى بِالْفَقْرِ حَتّٰى مَا يَجِدُ اِلاَّ الْعَبَاءَةَ يَجُوْبُهَا فَيَلْبَسُهَا ، وَيُبْتَلٰى بِالْقُمَّلِ حَتّٰى يَقْتُلَهُ ، وَلَاحَدُهُمْ كَانَ اَشَدَّ فَرْحًا بِالْبَلَاءِ ، مِنْ أَحَدُكُمْ بِالْعَطَاءِ "

৫১২. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন জ্বরাক্রান্ত এবং তাঁহার গায়ে একখানা চাদর জড়ানো ছিল। তিনি (আবূ সাঈদ) উহার উপর দিয়াই পবিত্র দেহে হাত রাখিলেন এবং চাদরের উপর দিয়াই উত্তাপ অনুভব করিলেন। তখন আবূ সাঈদ (রা) বলিলেন, আপনার শরীরে কী ভীষণ জ্বর ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জবাবে নবী (সা) ফরমাইলেন ঃ আমাদের এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের উপর কঠিন বিপদ-আপদ দেখা দেয় এবং আমরা উহার দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করিয়া থাকি। তখন আবূ সাঈদ (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন শ্রেণীর মানুষের উপর সর্বাধিক বিপদ-আপদ আসিয়া থাকে ? ফরমাইলেন ঃ নবী-রাসূলগণের উপর। অতঃপর সালিহীন বা পুণ্যবানদের উপর। তাঁহাদের কেহ দারিদ্রের অগ্নি পরীক্ষায় পতিত হইয়াছেন, এমন কি এক জুব্বা ছাড়া পরিবার মত কোন বস্ত্র তাঁহার ছিল না। অগত্যা উহাই ছিঁড়িয়া পরিধান করেন। কাহারও গায়ে উকুন দিয়া পরীক্ষা নেওয়া হয়, এই উকুনগুলিই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার কেহ পুরস্কার লাভে যত খুশি হয় তাঁহাদের মধ্যকার কেহ বিপদ-আপদে তাতোধিক খুশি হইতেন।[১]

٢٣٠ - بَابُ عِيَادَةِ الْمُغْمٰى عَلَيْهِ

২৩০. অনুচ্ছেদ ঃ সংজ্ঞাহীনকে দেখিতে যাওয়া

٥١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِي - وَأَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَانِيْ أُغْمِيَ عَلَيَّ - فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وُضُوْءُ عَلَيَّ فَاَفَقْتُ فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ ؟ اَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ ؟ فَلَمْ يُجِبْنِيْ بِشَيْءٍ حَتّٰى نُزِلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ -

১. উক্ত দুইটি হাদীসের দ্বারাই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা ব্যক্ত করিলে উহা দূষণীয় বা অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক নহে। অবশ্য কেহ যদি অসহিষ্ণুতা এবং অধৈর্যই প্রকাশ করে তবে তাহা স্বতন্ত্র।

৫১৩. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একবার আমি রোগাক্রান্ত হইলাম। নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর (রা) সমভিব্যাহারে পদব্রজে আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাইলেন। নবী করীম (সা) তখন ওযূ করিলেন এবং তাঁহার ওযূর অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার হুঁশ হইল। চাহিয়া দেখি নবী করীম (সা) আমার সম্মুখে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সম্পত্তির কি করিব [অর্থাৎ কিভাবে উহার ভাগ বাটোয়ারা হইবে] ? উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না।

٢٣١ - بَابُ عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

২৩১. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ছেলে-মেয়েদেরকে দেখিতে যাওয়া

٥١٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَالِ ، عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهدِىِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ أُصْبِيَا لِابْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَقُلَ - فَبَعَثَتْ أُمُّهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ وَلَدِىْ فِى الْمَوْتِ ، فَقَالَ الرَّسُوْلُ " اِذْهَبْ ، فَقُلْ لَهُمَا ، اِنَّ اللّٰهَ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ اِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ ، وَلْتَحْتَسِبْ ؟ فَرَجَعَ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهَا - فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَمَّا جَاءَ ، فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَاَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ الصَّبِىَّ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَنْدُوَتَيْهِ وَلِصَدْرِهِ تَعْقَعَةٌ كَقَعْقَعَةِ الشَّنَّةِ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : سَعْدٌ ، أَتَبْكِىْ وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ " إِنَّمَا أَبْكِىْ رَحْمَةً لَهَا - إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الاَّ الرُّحَمَاءُ "

৫১৪. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর এক কন্যার পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থায়। তাহার মাতা তখন নবী করীম (সা)-কে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থা (আপনি আসিয়া দেখিয়া যান) তিনি বাহককে বলিলেন ঃ "যাও তাহাকে গিয়া বল, যাহা আল্লাহ্ নিয়া যান এবং যাহা তিনি দান করেন সবই তাহার এবং প্রত্যেক বস্তুর জন্যই তাহার নিকট সময় সুনির্ধারিত রহিয়াছে। সুতরাং সে যেন সবর করে এবং উহার জন্য সাওয়াবের প্রত্যাশা করে। বাহক ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে উহা জানাইল। তিনি পুনরায় তাঁহাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়া যাইবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। নবী করীম (সা) বেশ কয়েকজন সঙ্গী-সাথীসহ তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইলেন। সা'দ ইব্‌ন উবাদাও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। নবী করীম (সা) সেই মুমূর্ষু ছেলেটিকে তাঁহার দুই বাহুর উপরে লইলেন। ছেলেটির বুক তখন পুরাতন মোশকের আওয়াযের মত ধুক ধুক শব্দ হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চক্ষুযুগল তখন অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। হযরত সা'দ (রা) তখন বলিয়া উঠিলেন, এ কি ? আল্লাহ্‌র রাসূল হইয়াও আপনি কাঁদিতেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিলেন ঃ আমি তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কাঁদিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের মধ্যে দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারীদের ছাড়া আর কাহারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না।

٢٣٢ - بَابٌ

২৩২. অনুচ্ছেদ ঃ

٥١٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِى عَبْلَةَ قَالَ " مَرِضَتْ امْرَأَتِى - فَكُنْتُ أَجِى إِلَىٰ أُمِّ الدَّرْدَاءِ فَتَقُوْلُ : لِى كَيْفَ أَهْلُكَ ؟ فَأَقُوْلُ لَهَا : مَرْضَى - فَتَدْعُوْا لِىْ بِطَعَامٍ فَاٰكُلُ ثُمَّ عُدْتُ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَجِئْتُهَا مَرَّةً فَقَالَتْ : كَيْفَ ؟ قُلْتُ : قَدْ تَمَاثَلُوْا فَقَالَتْ : إِنَّمَا كُنْتُ أَدْعُوْلَكَ بِطَعَامٍ إِنْ كُنْتُ تُخْبِرُنَا عَنْ أَهْلِكَ أَنَّهُمْ مَرْضَى فَأَمَّا أَنْ تَمَاثَلُوْا ، فَلاَ تَدْعُوْلَكَ بِشَيْءٍ -

৫১৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবূ আবলা বলেন ঃ একদা আমার স্ত্রী রোগাক্রান্ত হইলেন। আমি তখন হযরত উম্মুদ্দারদার গৃহে যাতায়াত করিতাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমার স্ত্রী কেমন আছেন ? আমি বলিতাম, অসুস্থ! তিনি তখন আমার জন্য খাবার আনাইতেন। আমি খাওয়া-দাওয়া করিয়া ঘরে ফিরিতাম। অবশেষে একদিন আমি তাহার বাড়িতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রীর অবস্থা কি ? আমি বলিলাম, অনেকটা সুস্থ। তিনি বলিলেন ঃ তুমি যদি বলিতে তোমার স্ত্রী অসুস্থ তাহা হইলে তোমার জন্য খাবার আনাইতাম, এখন যখন সে সুস্থ তোমার জন্য আর কিছুই আনাইতেছি না।

٢٣٣ - بَابُ عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ

২৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন বেদুঈনকে দেখিতে যাওয়া

٥١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى اَعْرَابِىٍّ يَعُوْدُهُ فَقَالَ : " لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ " قَالَ قَالَ الْاَعْرَابِىُّ بَلْ هِىَ حُمّٰى تَفُوْرُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ ، كَيْمَا تَزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ - قَالَ " فَنَعَمْ - اِذًا

৫১৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক রুগ্ন বেদুঈনকে দেখিতে গেলেন। তিনি তখন বলিলেন ঃ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ—কিছু হইবে না, আল্লাহ্ চাহে তো সারিয়া যাইবে।" বর্ণনাকারী ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তখন বেদুঈন বলিয়া উঠিল, বরং উহা হইতেছে টগবগে জ্বর। এই এবড়ো থেবড়ো বুড়োটাকে কবর দেখাইয়াই বুঝি ছাড়িবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তবে তাহাই হইবে।

٢٣٤ - بَابُ عِيَادَةِ الْمَرْضٰى

২৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া

٥١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ ، عَنْ إِبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ

أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنْكُمْ صَائِمًا " قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَنَا قَالَ " مَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا" ؟ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَنَا قَالَ " مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جِنَازَةً " قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَنَا " مَنْ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا " ؟ قَالَ إِبُوْ بَكْرٍ : أَنَا - قَالَ مَرْوَانُ ، بَلَغَنِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا اجْتَمَعَ هٰذِهِ الْخِصَالَ ، فِيْ رَجُلٍ ، فِيْ يَوْمٍ ، الاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

৫১৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আজ কে রোযা আছ ? হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আমি রোযা আছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছ ? হযরত আবূ বাকর বলিলেন, আমি। পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আজ কোন দুঃস্থজনকে আহার্য দান করিয়াছ ? এবারও হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আমি।

হাদীসের রাবী মারওয়ান বলেন ঃ আমি জানিতে পারিয়াছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন ফরমাইলেন ঃ একদিনের মধ্যে এতগুলি পুণ্যকর্মের সমাবেশ যাহার মধ্যে ঘটিবে তাঁহাকে আল্লাহ্ অবশ্যই জান্নাত দান করিবেন।

٥١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ الْمُغِيْرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى أُمِّ السَّائِبِ وَهِيَ تُزَفْزِفُ فَقَالَ : " مَا لَكِ ؟ قَالَتْ : اَلْحُمَّى ، أَخْزَاهَا اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَهْ لاَ تَسُبِّيْهَا فَانَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا الْمُؤْمِنِ ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ "

৫১৮. হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (সা) হযরত উম্মুস সায়িবের বাড়িতে গেলেন। তিনি তখন প্রবল জ্বরে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইল ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ জ্বর, আল্লাহ্ উহার সর্বনাশ করুন। নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ আস্তে, গালি দিও না। কেননা উহা মু'মিন বান্দার গুনাহ রাশিকে বিদূরিত করে, যেমন দূর করে কর্মকারের চুলা (হাঁপর) লোহার মরিচা।

٥١٩ - حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ قَالَ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ ! وَكَيْفَ اِسْتَطْعَمْتَنِيْ وَلَمْ أُطْعِمْكَ ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلاَنً اِسْتَطْعَمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ ! اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ فَقَالَ : يَا رَبِّ ! وَكَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟

فَيَقُوْلُ اِنَّ عَبْدِيْ فُلاَنًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تُسْقِهِ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَقَيْتَهُ لَوُجِدَتَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ ؟ ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ ، قَالَ : يَا رَبِّ ! كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ مَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِيْ فُلاَنًا مَرِضَ ، فَلَوْ كُنْتَ عُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ ، اَوْ وَجَدْتَّنِيْ عِنْدَهُ ؟ "

৫১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) বলিবেন, হে বান্দা! তোর নিকট ক্ষুধার অন্ন চাহিয়াছিলাম, তুই আমাকে অন্ন দান করিস নাই। তখন বান্দা বলিবে, পরওয়ারদিগার! কেমন করিয়া আপনি অন্ন চাহিলেন আর আমি অন্ন দান করিলাম না। আপনি তো রাব্বুল আলামীন-বিশ্ব জাহানের অন্নদাতা প্রভু ! তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তুই কি জানিসনে আমার অমুক বান্দা তোর কাছে অন্ন ভিক্ষা চাহিয়াছিল। আর তুই তাহাকে অন্ন দান করিস নাই? তুই কি জানিসনে যদি তুই তাহাকে অন্ন দান করিতে, তবে আজ তুই তাহা আমার নিকট পাইতে। হে আদম সন্তান! আমি তোর নিকট পিপাসার্ত হইয়া পানি চাহিয়াছিলাম, তুই আমাকে পানি দিস নাই! বান্দা বলিবে, প্রভু! কেমন করিয়া আমি তোমাকে পিপাসার পানি দান করিতাম, তুমি তো রাব্বুল আলামীন-বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! আল্লাহ্ বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোর কাছে পিপাসার্ত হইয়া পানি চাহিয়াছিল, তুই তাহাকে পানি দিস নাই। তুই কি জানিসনে যদি তুই সেদিন তাহাকে পানি দান করিতে, তবে আজ তুই তাহা আমার নিকট পাইতে। হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত হইয়াছিলাম, তুই আমার শুশ্রূষা করিস নাই! বান্দা বলিবে, প্রভু! কেমন করিয়া আমি তোমার শুশ্রূষা করিতাম, তুমি যে রাব্বুল আলামীন বিশ্ব জাহানের প্রভু! আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তুই কি জানিসনে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হইয়াছিল, যদি তুই তাহার শুশ্রূষা করিতে তবে আজ তাহা আমার নিকট পাইতে অথবা তুই তাহার কাছেই আমাকে পাইতে!

٥٢٠ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عِيْسَى الْأَسْوَارِيُّ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ ، وَاتَّبِعُوْا الْجَنَائِزَ ، تُذَكِّرُكُمُ الْاٰخِرَةَ " -

৫২০. হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবে এবং জানাযার অনুসরণ করিবে। [অর্থাৎ শবযাত্রা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করিবে] উহা তোমাকে পরকালের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

٥٢١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " ثَلاَثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ، عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَشُهُوْدُ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ اِذَا حَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ -

৫২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তিনটি বস্তু এমন যাহার প্রতিটিই প্রত্যেক মুসলমানদের উপর হক স্বরূপ, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ এবং যে ব্যক্তি হাঁচি দেয় সে (আল-হামদুলিল্লাহ্ বলিয়া) আল্লাহ্র প্রশংসা করিবে, তাহার জবাব (ইয়ারহামু কাল্লাহ্ বলিয়া) উহার জবাব দেওয়া।

٢٣٥ - بَابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ الْمَرِيْضِ بِالشِّفَاءِ

২৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া তাহার জন্য দু'আ করা

٥٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ ثَلاَثَةٌ مِنْ بَنِيْ سَعْدٍ - كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى سَعْدٍ يَعُوْدُهُ بِمَكَّةَ ، فَبَكٰى - فَقَالَ " مَا يُبْكِيْكَ " قَالَ : خَشِيْتُ أَنْ أَمُوْتَ بِالْأَرْضِ ، الَّتِيْ هَاجَرْتُ مِنْهَا - كَمَا مَاتَ سَعْدٌ قَالَ : " اَللّٰهُمَّ ! اشْفِ سَعْدًا " ثَلاَثًا ، فَقَالَ : لِيْ مَالٌ كَثِيْرٌ ، يَرِثُنِيْ ابْنَتِيْ أَفَأُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ ؟ قَالَ " لاَ " قَالَ فِيْمَا الثُّلُثَيْنِ " قَالَ " لاَ " قَالَ : فَالنِّصْفُ ؟ قَالَ " لاَ " فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : "الثُّلُثُ " وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَنَفْقَتَكَ - عَلٰى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَمَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ عَنْ طَعَامِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ (أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ) خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ تَكَنَّفُوْنَ النَّاسَ " وَقَالَ بِيَدِهِ -

৫২২. হামীদ ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন, হযরত সা'দের তিন পুত্রের প্রত্যেকেই তাঁহাদের পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় একদা হযরত সা'দের রুগ্ন অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে যান। হযরত সা'দ (রা) তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কিসে কাঁদাইতেছে ? জবাবে হযরত সা'দ বলিলেন ঃ আমার আশংকা হইতেছে, যে ভূমি হইতে আমি হিজরত করিয়া গেলাম (আর) সা'দের মত অবশেষে সেই ভূমিতেই বুঝি আমিও ইন্তিকাল করিব! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্! সা'দকে আরোগ্য করুন। তিনি এরূপ তিনবার বলিলেন। হযরত সা'দ (রা) তখন বলিলেন, আমার বিপুল সম্পত্তি রহিয়াছে আর উত্তরাধিকারী বলিতে রহিয়াছে একটি কন্যা মাত্র। আমি কি আমার সাকুল্য সম্পত্তি বিলাইয়া দেওয়ার ওসীয়্যত করিয়া যাইব ? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ না। হযরত সা'দ (রা) বলিলেন ঃ তবে কি দুই-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসীয়্যত করিয়া যাইব ? সা'দ (রা) বলিলেন ঃ তবে কি এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসীয়্যত করিব ? বলিলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসীয়্যত করিতে পার এবং এক-তৃতীয়াংশও তো অনেক বেশি। নিঃসন্দেহে তোমার মালের যাকাতও একটি সাদাকা স্বরূপ। তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি যে

ব্যয় কর উহাও সাদাকা বিশেষ। তোমার সহধর্মিণী তোমার আহার্য হইতে যে আহার করে উহাও তোমার জন্য সাদাকা বিশেষ। আর যদি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে সচ্ছল অবস্থায় রাখিয়া যাও তবে উহা তাহাদিগকে এমন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার চাইতে উত্তম যে, তাহারা মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়াইবে। একথা বলিয়া তিনি হাত দ্বারা (হাত পাতার) ইঙ্গিত করিলেন।

٢٣٦ - بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

২৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়ার ফযীলত

٥٢٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ إِسْمٰعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِى قَلَابَةَ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ ، عَنْ أَبِىْ اَسْمَاءَ قَالَ : مَنْ عَادَ أَخَاهُ كَانَ فِى خُرفَةِ الْجَنَّةِ قُلْتُ لِأَبِىْ قَلَابَةَ : مَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : جَنَاهَا - قُلْتُ لِأَبِىْ قَلَابَةَ ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ أَبُوْ اَسْمَاءَ ؟ قَالَ : ثَوْبَانَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

حَدَّثَنَا ابْنُ حَبِيْبِ بْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْمُثَنّٰى (أَظُنُّهُ ابْنَ سَعْدٍ) قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ قَلَابَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِىْ أَسْمَاءَ الرَّحْبِىِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ

৫২৩. হযরত আবূ আসমা বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার অপর (কোন মুসলমান) ভাইকে রুগ্ন অবস্থায় দেখিতে যায় সে বেহেশতের খুরফায় প্রবেশ করিবে। এই হাদীসের রাবী আসিম বলেন ঃ আমি (আমার ঊর্ধ্বতন রাবী) আবূ কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বেহেশতের খুরফা কি ? বলিলেন ঃ বেহেশতের কক্ষ। আমি আবূ কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবূ আসমা এই হাদীস কাহার বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ? বলিলেন ঃ হযরত সাওবানের সূত্রে এবং তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে।

আবার একটি সূত্র অনুসারে মুসান্না আবূ কুলাবার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

٢٣٧ - بَابُ الْحَدِيْثِ لِلْمَرِيْضِ وَالْعَائِدِ

২৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতকারীর আলাপ-আলোচনা

٥٢٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنِ جَعْفَرَ قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى ، أَنَّ اَبَا بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ وَمُحَمَّدَ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فِىْ نَاسٍ مِنْ اَهْلِ الْمَسْجِدِ ، عَادُوْا عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِىِّ ، قَالُوْا : يَا أَبَا حَفْصٍ ! حَدِّثْنَا - قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ " مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ ، حَتّٰى اِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا

৫২৪. আবূ বকর ইব্ন হাযম এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুন্কাদির মসজিদের কতিপয় লোকসহ উমর ইব্ন হাকাম ইব্ন রাফি আনসারীকে তাঁহার রুগ্ন অবস্থায় দেখিতে গেলেন। তাহারা বলিলেন ঃ হে আবূ হাফস! আমাদিগকে হাদীস শুনান। তিনি বলিলেন, আমি হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির কুশল জানিবার জন্য যায়, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয় এমনকি সে যখন সেখানে বসিয়া পড়ে, তখন তো রীতিমত রহমতের মধ্যে অবস্থানই করে।

٢٣٨ - بَابُ مَنْ صَلَّى عِنْدَ الْمَرِيْضِ

২৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তির নিকট নামায পড়া

٥٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : عَادَنِىْ عُمَرُ بْنُ صَفْوَانَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَصَلَّى بِهِمْ اِبْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ إِنَّا سَفَرٌ -

৫২৫. হযরত আ'তা (রা) বলেন, একদা উমর ইব্ন সাফ্ওয়ান আমার রুগ্নাবস্থায় আমার কুশল জানিতে আসেন। এমন সময় নামাযের সময় হইয়া গেল। হযরত ইব্ন উমর (রা) তাহাদিগকে নিয়া দুই রাক'আত নামায আদায় করিলেন এবং (নামাযান্তে) বলিলেন ঃ আমি সফরের অবস্থায় আছি।

٢٣٩ - بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

২৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক ব্যক্তির রুগ্নাবস্থায় তাহাকে দেখিতে যাওয়া

٥٢٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلاَمًا مِنَ الْيَهُوْدِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُه فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ " فَنَظَرَ اِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَ رَاْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ " -

৫২৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, ইয়াহূদী একটি ছেলে নবী করীম (সা)-এর খেদমত করিত। একদা সে পীড়িত হইয়া পড়িল। নবী করীম (সা) তাহার কুশল জানিতে গেলেন। তিনি তাহার শিয়রে বসিলেন এবং বলিলেন ঃ ওহে! তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া লও। ছেলেটি তাহার শিয়রে উপবিষ্ট তাহার পিতার দিকে তাকাইল। তাহার পিতা তখন বলিল, আবুল কাসিমের (হযরতের) কথামত কাজ কর। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি ইহাকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করিলেন।

٢٤٠ - بَابُ مَا يَقُوْلُ الْمَرِيْضُ

২৪০. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া কি বলিবে?

٥٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْمعِيْلُ بْنُ أَبِىْ أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَعَكَ أَبُوْ بَكْرٍ

وَبِلاَلٍ ـ قَالَتْ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِمَا ـ قُلْتُ : يَا اَبَتَاهُ ! كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَيَا بِلاَلُ ! كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَ : وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُوْلُ :

كُلُّ مْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِىْ أَهْلِهِ : وَالْمَوْتُ أَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا اَقْلَعَ عَنْهُ يَرْقَعُ عَقِيْرَتُهُ فَيَقُوْلُ :

أَلاَ لَيْتَ شَعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً : بِوَادٍ وَحَوْلِىْ إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهُ مُجَنَّةً : وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِىْ شَامَةٌ وَطُفَيْلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ " اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ ، كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحْهَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا ، وَمُدِّهَا ، وَأَنْقِلْ حَمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ " ـ

৫২৭. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন হযরত আবূ বকর ও বিলালের জ্বর হইল। আমি তাহাদের কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, আব্বাজান! কেমন বোধ করিতেছেন এবং হে বেলাল! আপনি কেমন বোধ করিতেছেন ? রাবী বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা)-এর যখন জ্বর হইত তখন তিনি আপন মনেই এই পংক্তি আবৃত্তি করিতেন ঃ

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِىْ أَهْلِهِ : وَالْمَوْتُ أَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

"প্রত্যেকেই তাহার পরিবার-পরিজনের সহিত সকালে উঠে আর মৃত্যু থাকে তাহার জুতার ফিতার চাইতেও অধিকতর নিকটবর্তী" [অর্থাৎ কার কখন যে ডাক পড়িয়া যায় বলাই ভারী। কিন্তু কে তাহা নিয়া মাথা ঘামায় ?]

আর বিলালের যখন জ্বরের ঘোর কাটিত, তখন তিনি আবৃত্তি করিতেন ঃ

اَلاَ لَيْتَ شَعْرِىْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً : بِوَادٍ وَحَوْلِىْ إِذْخِرُ وَجَلِيْلُ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهُ مُجَنَّةً : وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِىْ شَامَةُ وَطُفَيْلُ

"হায় এমন যদি হইত যে, একটি রাত্রি আমি এমন এক প্রান্তরে অতিবাহিত করিতাম যেখানে সুরভি মাখা তৃণ পল্লভ আমার চতুর্দিকে থাকিত! আমার সেই প্রেয়সি কি কোনদিন মুজান্নার প্রস্রবনে আসিবে ? হায়, শামা আর তোফায়ল কি কোন দিন আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইবে ?"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসিয়া এই সংবাদ জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্! মদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় করিয়া দিন, যেমন প্রিয় আমাদের নিকট মক্কা কিংবা তার চাইতেও অধিক এবং উহাকে স্বাস্থ্যকর করিয়া দিন। এবং উহার মাপ ও ওযনে [অর্থাৎ

মাপ ও ওযনের সামগ্রীসমূহে তথা শস্যাদিতে] বরকত দান করুন এবং উহার জ্বরের প্রকোপকে জোহফা প্রান্তরে সরাইয়া নিন !

٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُعَلّٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ - قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا دَخَلَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ " لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ " قَالَ ذَاكَ : طَهُوْرٌ ! كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمّٰى تَفُوْرُ (أَوتَثُوْرُ) عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ ، تَزِيْرُهُ الْقُبُوْرُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " فَنَعَمْ - إِذًا " -

৫২৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) জনৈক বেদুঈনের রুগ্নাবস্থায় তাহাকে দেখিতে গেলেন। রাবী বলেন, আর নবী করীম (সা) যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির কুশল জানিতে যাইতেন, তখন তিনি বলিতেন, কিছু হইবে না, আল্লাহ্ চাহেত সারিয়া যাইবে। (চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এই বেদুঈনকে দেখিতে আসিয়াও তিনি তাহা বলিলেন।) সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, উহা কি পবিত্র ? উহা হইতেছে এক থুবড়ো বুড়োর উপর আপতিত টগবগে জ্বর। উহা তাহাকে কবর দেখাইয়াই তবে ছাড়িবে। নবী করীম (সা) তখন বলিলেন ঃ তবে তাহাই হউক!

٥٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ حَرْمَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ إِبْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَسْأَلُهُ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَاذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ : خَارَ اللّٰهُ لَكَ ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهِ -

৫২৯. হযরত নাফি‘ বলেন, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) যখন রুগ্ন ব্যক্তির (কুশল জানিতে তাহার) নিকট যাইতেন, তখন জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ সে ব্যক্তি কেমন আছে ? আর যখন তাহার নিকট হইতে বাহির হইতেন তখন বলিতেন, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। ইহার অধিক আর কিছুই বলিতেন না।

٢٤١ - بَابُ مَا يُجِيْبُ الْمَرِيْضِ

২৪১. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তি কি জবাব দিবে?

٥٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلٰى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ ؟ قَالَ : صَالِحٌ - قَالَ : مَنْ أَصَابَكَ ؟ قَالَ : أَصَابَنِي مَنْ امَرَ بِحَمْلِ السَّلاَحِ فِي يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيْهِ حَمْلُهُ - يَعْنِي الْحَجَّاجُ -

৫৩০. ইসহাক ইব্‌ন সাঈদ তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ হযরত ইব্‌ন উমরের খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। আমি তখন তাঁহার পাশেই ছিলাম। তিনি বলিলেন ঃ ভাল!

হাজ্জাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কে আপনাকে কষ্ট দিল ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ যে আমাকে এমন দিনে অস্ত্রধারণ করিতে আদেশ করিয়াছিল, যেদিন অস্ত্রধারণ করা বৈধ নহে সেই, অর্থাৎ স্বয়ং হাজ্জাজ।

٢٤٢ - بَابُ عِيَادَةِ الْفَاسِقِ

২৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ফাসেকের রুগ্নাবস্থায় তাহার কুশল জানিতে যাওয়া

٥٣١ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ زَحْرٍ ، عَنْ حَبَّانِ بْنِ أَبِيْ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : لاَ تَعُوْدُوْا شُرَّابَ الْخَمْرِ إِذَا مَرِضُوْا -

৫৩১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আ'স (রা) বলেন, মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি রোগগ্রস্থ হইলে তাহার কুশল জানিতে যাইও না।

٢٤٣ - بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرَّجُلَ الْمَرِيْضَ

২৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের রুগ্নাবস্থায় নারীর দেখিতে যাওয়া

٥٣٢ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنِى الْوَلِيْدُ (هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ) قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ : رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَلٰى رِحَالِهَا أَعْوَادٌ لَيْسَ عَلَيْهَا غِشَاءٌ ، عَائِدَةً لِرَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْاَنْصَارِ -

৫৩২. হারিস ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আনসারী বলেন, আমি হযরত উম্মে দারদাকে একটি অনাবৃত হাওদায় চড়িয়া প্রায়শ মসজিদে যাতায়াতকারী জনৈক আনসারীর রুগ্নাবস্থায় তাহাকে দেখিতে যাইতে দেখিয়াছি।

٢٤٤ - بَابُ مَنْ كَرِهَ لِلْعَائِدِ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى الْفُضُوْلِ مِنَ الْبَيْتِ

২৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া গৃহের এদিক-ওদিক তাকানো

٥٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَجَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ قَالَ : دَخَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُ وَمَعَهُ قَوْمٌ وَفِى الْبَيْتِ امْرَأَةٌ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ : لَو انْفَقَأَتْ عَيْنُكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ -

৫৩৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল হুযায়ল বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) একদা কোন এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গেলেন। তাহার সাথে আরো কয়েকজন সাথী ছিলেন। সেই ঘরে একজন মহিলা

ছিলেন। সাথীদের একজন সেই মহিলার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তোমার চক্ষু যদি ছিদ্র করিয়া দেওয়া হইত তবে তাহা তোমার জন্য উত্তম হইত!

٢٤٥ ـ بَابُ الْعِيَادَةِ مِنَ الرَّمَدِ

২৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ চক্ষু রোগীকে দেখিতে যাওয়া

٥٣٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ اَبْنِ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ اَرقَمَ يَقُوْلُ : رَمِدَتْ عَيْنِىْ ـ فَعَادَنِى النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ " يَا زَيْدُ لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لِمَا بِهَا كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ ؟ " قَالَ : كُنْتُ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُتُ ، قَالَ " لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لِمَا بِهَا ، ثُمَّ صَبَرْتُ وَإِحْتَسَبْتُ ، كَانَ ثَوَابُكَ الْجَنَّةُ

৫৩৪. হযরত যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, একদা আমার চক্ষুরোগ ইহল। তখন নবী করীম (সা) আমাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি তখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ যায়িদ, এভাবে যদি তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকে, তবে তুমি কি করিবে ? আমি বলিলাম, আমি সবর করিব এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা করিব। তিনি বলিলেন ঃ এইভাবে তোমার চক্ষুরোগ যদি অব্যাহত থাকে আর তুমি উহাতে সবর কর ও সাওয়াবের প্রত্যাশা কর, তবে তুমি উহার বিনিময়ে বেহেশত লাভ করিবে।

٥٣٥ ـ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَعَادُوْهُ فَقَالَ : كُنْتُ أُرِيْدُهُمَا لِأَنْظُرَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَأَمَّا اِذْ قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ فَوَاللّٰهِ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ بِهِمَا بِظَبْىٍ مِنْ ظِبَاءِ تَبَالَةَ ـ

৫৩৫. কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল। লোকজন তাহাকে দেখিতে গেল। তখন তিনি বলিলেন ঃ আমি তো এই চক্ষুদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম এজন্য যে, এইগুলির দ্বারা আমি নবী করীম (সা)-এর প্রতি তাকাইয়া দেখিব, এখন যখন নবী করীম (সা)-কে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে, কসম আল্লাহ্ তা'আলার হরিণীসমূহের সৌন্দর্য দর্শনেও আমি আর সুখানুভব করিব না।

٥٣٦ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ وَابْنِ يُوْسُفَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ " قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِذَا بْتَلَيْتُهُ بِحَبِيْبَتَيْهِ (يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ) ثُمَّ صَبَرَ ، عَوَّضْتُهُ الْجَنَّةَ " ـ

৫৩৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা (কিয়ামতে) বলিবেন ঃ যখন আমি আমার বান্দাকে তাহার প্রিয় বস্তু দুইটির পরীক্ষায় (অর্থাৎ চক্ষুদ্বয়ের পীড়ায়) লিপ্ত করিয়াছি আর উহাতেও সে ধৈর্যধারণ করিয়াছে বিনিময়ে (আজ) আমি তাহাকে বেহেশত প্রদান করিলাম।

٥٣٧ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ وَإِسْحٰقَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " يَقُوْلُ اللّٰهُ : يَا ابْنَ أٰدَمَ إِذَا اَخَذْتُ كَرِيْمَتَيْكَ ، فَصَبَرْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ وَاحْتَسَبْتَ ، لَمْ اَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ

৫৩৭. হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ হে বনী আদম! আমি যখন তোমার দুইটি চোখ ছিনাইয়া লইলাম আর তুমি বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করিয়াছ এবং সাওয়াবের আশা করিয়াছ তখন আমি তোমাকে জান্নাত দান না করিয়া অন্য কিছুতে খুশি নই।

٢٤٦ - بَابُ أَيْنَ يَقْعُدُ الْعَائِدُ ؟

২৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তি সাক্ষাতকারী কোথায় বসিবে ?

٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا عَادَ الْمَرِيْضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مِرَارٍ " اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، أَنْ يَّشْفِيَكَ " فَاِنْ كَانَ فِيْ أَجَلِهِ تَأْخِيْرٌ عُوْفِيَ مِنْ وَجْعِهِ -

৫৩৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাইতেন তখন তাহার শিয়রের পাশে বসিতেন এবং সাতবার বলিতেন ঃ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ "মহান আল্লাহ্, মহান আরশের অধিপতির কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাকে রোগমুক্ত করেন।" অতঃপর যদি তাহার মৃত্যু বিলম্বিত হইত তবে তাহার রোগ যাতনা দূর হইয়া যাইত।

٥٣٩ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : ذَهَبْتُ مَعَ الْحَسَنِ إِلٰى قَتَادَةَ نَعُوْدُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ دَعَالَهُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ ! اشْفِ قَلْبَهُ ، وَاشْفِ سُقْمَهُ -

৫৩৯. রাবী' ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আমি হযরত হাসান (রা)-এর সহিত হযরত কাতাদা (রা)-কে তাঁহার রুগ্নাবস্থায় দেখিতে গেলাম। তিনি গিয়া তাঁহার শিয়রের পাশে বসিলেন এবং তাঁহার কুশল

জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর তাঁহার জন্য দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ্! তাঁহার অন্তরকে আরোগ্য করুন এবং তাঁহার রোগ নিরাময় করুন।

٢٤٧ ـ بَابُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِيْ بَيْتِهِ

২৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ তাহার গৃহে কি কাজ করিবে ?

٥٤٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَجَاءٍ وَحَفْصُ بْنِ عُمَرَ قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنِ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلُهُ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مَهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَاذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ ـ

৫৪০. হযরত আসওয়াদ (র) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিবারবর্গের সহিত অবস্থানকালে কি কাজ করিতেন ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ পরিবারের কাজকর্ম করিতেন এবং যখন নামাযের সময় হইত, তখন বাহির হইয়া পড়িতেন।

٥٤١ ـ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْمَلُ فِيْ بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ يَخْصِفُ نَعْلَهُ ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِيْ بَيْتِهِ ـ

৫৪১. হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী করীম (সা) তাঁহার ঘরে কি কাজ করিতেন ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ জুতা সেলাই করিতেন এবং লোকজন নিজ ঘরে যাহা করিয়া থাকে, তিনিও তাহাই করিতেন।

٥٤٢ ـ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ مَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ يَخْصِفُ النَّعْلَ ، وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ وَيُخِيْطُ ـ

৫৪২. হিশাম বলেন ঃ আমার পিতা বলিয়াছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী করীম (সা) তাঁহার ঘরে কি কাজ করিতেন ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের কোন এক ব্যক্তি নিজ ঘরে যাহা করিয়া থাকে, তিনিও তাহাই করিতেন, জুতা সেলাই করিতেন, কাপড়ে তালি লাগাইতেন এবং সেলাই করিতেন।

٥٤٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمْرَةَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، مَاذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ فِيْ بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ : يُفْلِيَ ثَوْبَهُ ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ ـ

৫৪৩. হযরত উমার (রা) বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার ঘরে কি কাজ করিতেন ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ তিনি তো অন্য দশজনের মত মানুষই ছিলেন (সুতরাং মানবীয় কাজকর্ম সবই তিনি করিতেন) কাপড় পরিষ্কার করিতেন, বকরী দোহাইতেন।

٢٤٨ - بَابُ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمَهُ

২৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে তাহার ভাইকে ভালবাসিল, তাহাকে উহা জানাইয়া দিবে

٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حَبِيْبُ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمَهُ أَنَّهُ أَحَبَّهُ .

৫৪৪. মিকদাম ইব্‌ন মাদীকারব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তাহার অপর কোন (মুসলমান) ভাইকে ভালবাসে, তখন তাহার উচিত তাহাকে জানাইয়া দেওয়া যে সে তাহাকে ভালবাসে।

٥٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رِبَاحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَقِيَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ بِمَنْكَبِيَّ مِنْ وَرَائِيْ قَالَ : أَمَا أُحِبُّكَ قَالَ : أَحَبَّكَ الَّذِيْ أَحْبَبْتَنِيْ لَهُ : فَقَالَ : لَوْلَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ أَحَبَّهُ" مَا أَخْبَرْتُكَ ، قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَى الْخِطْبَةِ قَالَ : أَمَّا إِنَّ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ أَمَا إِنَّهَا عَوْرَاءُ .

৫৪৫. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন ঃ নবী করীম (সা) সাহাবীগণের মধ্যকার একজন একদা আমার সহিত সাক্ষাত করিলেন এবং আমার পশ্চাৎ দিক হইতে আমার কাঁধে ধরিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ ওহে! আমি তোমাকে ভালবাসি। রাবী বলেন ঃ আমি বলিলাম, যে সত্তার (সন্তুষ্টির) জন্য আপনি আমাকে ভালবাসেন, তিনি যেন আপনাকে ভালবাসেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি একথা না বলিতেন যে, যখন কেহ কাহাকেও ভালবাসে, তখন তাহার উচিত সে যাহাকে ভালবাসে তাহাকে উহা অবহিত করা অন্যথায় আমি তোমাকে উহা অবহিত করিতাম না। রাবী বলেন ঃ অতঃপর তিনি আমাকে বিবাহের একটি প্রস্তাব দিলেন এবং বলিলেন ঃ ওহে! আমার কাছে একটি বালিকা আছে, তবে সে এক চক্ষু বিশিষ্টা।

٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تَحَابَا الرَّجُلَانِ إِلَّا كَانَ اَفْضَلُهُمَا اَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ .

৫৪৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ভালবাসে তখন তাহাদের মধ্যে যে অধিক ভালবাসে সে-ই উত্তম।

٤٩٢- بَابُ إِذَا أَحَبَّ رَجُلاً فَلاَ يُمَرُّهُ وَلاَ يَسْأَلْ عَنْهُ

২৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ যাহাকে ভালবাসিবে তাহার সহিত কলহ করিবে না ও তাহার নিকট কিছু চাহিবে না

٥٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ ، أَنَّ أَبَا الزَّاهِرِيَّةِ حَدَّثَهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَحْبَبْتَ أَخًا فَلاَ تُمَارِهِ ، وَلاَ تُشَارِهِ ، وَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ فَعَسٰى أَنْ تُوَافِىَ لَهُ عَدُوًّا فَيُخْبِرُكَ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ .

৫৪৭. হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন, যখন তুমি তোমার কোন (মুসলমান) ভাইকে ভালবাসিবে, তখন তাহার সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইবে না, তাহার অনিষ্ট সাধন করিবে না আর তাহার কিছু চাহিবে না। এমনটি যেন না হয় যে, তুমি তাহার কোন শত্রুর পাল্লায় পড়িয়া যাও আর সে তাহাকে এমন কথাই তোমার সম্পর্কে বলিয়া দেয় যাহা তোমার মধ্যে আদৌ নাই আর উহা দ্বারাই সে তোমার ও তাহার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করিয়া দেয়।

٥٤٨ - حَدَّثَنَا الْمُقْرِىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " مَنْ اَحَبَّ أَخًا لِلّٰهِ فِى اللّٰهِ قَالَ إِنِّىْ أُحِبُّكَ لِلّٰهِ ، فَدَخَلاَ جَمِيْعًا الْجَنَّةَ ، كَانَ الَّذِىْ أَحَبَّ فِى اللّٰهِ أَرْفَعَ دَرَجَةً لِحُبِّهِ عَلَى الَّذِىْ أَحَبَّهُ لَهُ .

৫৪৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার কোন ভাইকে আল্লাহ্‌র জন্য ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসিবে এবং বলিবে, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসি, তাহারা উভয়েই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসিবে সে মর্যাদায় ঐ ব্যক্তির চেয়ে উন্নত হইবে যে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে।

٢٥٠ - بَابُ الْعَقْلِ فِى الْقَلْبِ

২৫০. অনুচ্ছেদ ঃ বুদ্ধির স্থান অন্তঃকরণ

٥٤٩ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ ، عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ خَلِيْفَةَ ، عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ بِصِفِّيْنَ يَقُوْلُ : إِنَّ الْعَقْلَ فِى الْقَلْبِ وَالرَّحْمَةُ فِى الْكَبِدِ ، وَالرَّأفَةُ فِى الطِّحَالِ ، وَالنَّفْسُ فِى الرِّئَةِ .

৫৪৯. ইয়াদ ইব্‌ন খলীফা (র) বলেন যে, তিনি হযরত আলী (রা)-কে সিফ্‌ফীনে বলিতে শুনিয়াছেন, বুদ্ধি থাকে অন্তঃকরণে, করুণা হৃৎপিণ্ডে, প্রেম যকৃতে এবং নফ্‌স বা প্রবৃত্তি থাকে ফুসফুসে।

٢٥١ - بَابُ الْكِبْرِ

২৫১. অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার

٥٥٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الصَّقْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ (قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ، قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيْجَانٍ حَتّٰى قَامَ عَلٰى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ (أَوْ قَالَ : يُرِيْدُ أَنْ يَّضَعَ كُلَّ فَارِسٍ) وَيَرْفَعُ كُلَّ رَاعٍ - فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَقَالَ : " أَلاَّ أَرٰى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لاَ يَعْقِلُ " ثُمَّ قَالَ " إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ نُوْحًا ﷺ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، قَالَ لِابْنِهِ : إِنِّيْ قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ ، آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ ، وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ - آمُرُكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، فَاِنَّ السَّمٰوتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْعَ ، لَوْ وُضِعْنَ فِيْ كَفَّةٍ وَوُضِعَتْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فِيْ كَفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ وَلَوْ أَنَّ السَّمٰوتِ السَّبْعَ ، وَالاَرْضِيْنَ السَّبْعَ ، كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً لَقَصَمَتْهُنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فَاِنَّهَا صَلٰوةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ ؟ فَقُلْتُ - أَوَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَ الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا الْكِبْرُ . هُوَ أَنْ يَكُوْنَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبِسُهَا ؟ قَالَ : " لاَ " قَالَ : فَهُوَ أَنْ يَّكُوْنَ لاَحَدِنَا نَعْلاَنِ حَسْنَانِ لَهُمَا سِرَاكَانِ حَسْنَتَانِ ؟ قَالَ : " لاَ " فَهُوَ أَنْ يَّكُوْنَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا قَالاَ : " لاَ " قَالَ فَهُوَ أَنْ يَّكُوْنَا لِأَحَدِنَا أَصْحَاب يَجْلِسُوْنَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ " لاَ " قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَمَا الْكِبْرُ ؟ قَالَ سَفَهُ الْحَقِّ ، وَغَمْصُ النَّاسِ" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! أَمِنَ الْكِبْرِ .... نَحْوَهُ .

৫৫০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন এক মরুবাসী যাহার পরিধানে ছিল মীজান (এক প্রকার মাছ) রংয়ের জুব্বা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিয়া একেবারে তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়াইল এবং বলিল, তোমাদের নেতা আরোহীদিগকে অবদমিত করিয়াছেন অথবা সে ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ তিনি আরোহীদিগকে অবদমিত এবং রাখালদের সমুন্নত করিতে চাহেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাহার জুব্বার বন্ধনস্থল ধরিলেন এবং

বলিলেন ঃ তোমাকে আমি কি নির্বোধের পোশাকে দেখিতেছি না ? অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ যখন আল্লাহ্‌র নবী হযরত নূহের ইন্তিকালের সময় উপস্থিত হইল তখন তিনি তাঁহার পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ আমি তোমাকে একটি উপদেশের মাধ্যমে দুইটি বিষয়ে আদেশ করিতেছি এবং দুইটি বিষয় হইতে বারণ করিতেছি। আমি তোমাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর নির্দেশ দিতেছি। কেননা, সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় তোলা হয় আর অপর পাল্লায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তোলা হয়, তবে সেই পাল্লাই ভারী প্রতিপন্ন হইবে। সাত আসমান ও সাত যমীন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে তবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহী' উহা ভাঙ্গিয়া দিবে, কেননা উহা হইতেছে সব কিছুরই নামায এবং সকলেই উহার বদৌলতে জীবিকা লাভ করিয়া থাকে।

যে দুইটি বিষয় হইতে বারণ করিতেছি তাহা হইল শিরক এবং অহংকার। আমি বলিলাম, অথবা রাবী বলিয়াছেন ঃ তাহাকে বলা হইল, শিরক তো আমরা বুঝিলাম, অহংকার কি ? আমাদের কাহারো যদি সুন্দর পোশাক থাকে আর সে উহা পরিধান করে তবে কি অহংকার হইবে ? বলিলেন ঃ না। প্রশ্নকারী আবার বলিল, যদি আমাদের কোন ব্যক্তির সুন্দর এক জোড়া পাদুকা থাকে আর উহার একজোড়া সুন্দর ফিতাও থাকে, তবে উহা কি অহংকারের আওতায় পড়ে ? বলিলেন ঃ না। প্রশ্নকারী পুনরায় বলিল, যদি আমাদের কোন ব্যক্তির একটি বাহন জন্তু থাকে আর সে উহাতে আরোহণ করে, তবে উহা কি অহংকার হইবে ? তিনি বলিলেন, না। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আমাদের কোন ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব থাকে আর তাহারা তাহার সহিত ওঠা-বসাও করে, তবে তাহা কি অহংকার হইবে ? বলিলেন ঃ না। তখন প্রশ্নকারী বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহা হইলে অহংকার বস্তুটা কি ? বলিলেন ঃ সত্য হইতে পরান্মুখ থাকা এবং মানুষকে হেয় মনে করা।

٥٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسَ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُوْ عُمَرَ الْيَمَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ " مَنْ تَعَظَّمَ فِيْ نَفْسِهِ ، أَوْ اخْتَالَ فِيْ مَشْيَتِهِ - لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

৫৫১. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে ফরমাইতে শুনিয়াছেন ঃ যে নিজেকে নিজে বড় মনে করে অথবা তাহার চালচলনে সদর্পভাব প্রকাশ করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপনীত হইবে যে, তিনি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকিবেন।

٥٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا .

৫৫২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ অহংকারী নহে সেই, যে তাহার চাকরকে সঙ্গে নিয়া খাইল, গাধায় চড়িয়া বাজারে বাহির হইল, ছাগল পুষিল এবং উহা দোহনও করিল।

٥٥٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بَحْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بَيَّاعُ الْاَكْسِيَةِ ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ : رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اشْتَرٰى تَمرًا بِدِرْهَمٍ ، فَحَمَلَهُ فِي مِلْحَفَتِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ (أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ) أَحْمِلُ عَنْكَ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ : لاَ ، أَبُو الْعِيَالِ أَحَقُّ أَنْ يَحْمِلَ .

৫৫৩. কাপড় বিক্রেতা সালিহ্ তাঁহার দাদীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা হযরত আলী (রা)-কে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি এক দিরহামের খেজুর খরিদ করিয়া উহা তাহার স্বীয় থলের মধ্যে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। আমি তাহাকে বলিলাম (অথবা অপর কোন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল), আমীরুল মু'মিনীন! আপনার থলেটি আমিই বহন করিব। তিনি বলিলেন ঃ তাহা হইতে পারে না, পরিবারের পিতাই তাহাদের বোঝা বহনের অধিকতর হক্দার।

٥٥٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ الْأَغَرِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْعِزُّ اِزَارُهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ نَازَ عَنِّي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ .

৫৫৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ইজ্জত আমার পরিধেয়, কিবরিয়া (অহংকার) আমার চাদর, যে কেহ এগুলির ব্যাপারে আমার সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবে (অর্থাৎ নিজেকেও এগুলির হক্দার মনে করিবে) আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব।

٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ رَوَاحَةَ يَزِيْدُ بْنُ أَيْهَمَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ ، يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ : اِنَّ الشَّيْطَانَ مَصَالِيَ وَفُخُوخًا وَاِنَّ مَصَالِي الشَّيْطَانِ وَفُخُوخًا الْبَطَرُ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ ، وَالْفَخْرُ بِعَطَاءِ اللّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ ، وَاتِّبَاعِ الْهَوٰى فِيْ غَيْرِ ذَاتِ اللّٰهِ .

৫৫৫. হায়সাম ইব্ন মালিক তাঈ বলেন, আমি হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা)-কে মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি, শয়তানের অনেক রকম জাল ও ফাঁদ রহিয়াছে। শয়তানের ঐসব জাল ও ফাঁদ হইতেছে, আল্লাহ্র নিয়ামতের জন্য দর্প করা, আল্লাহ্র দানের জন্য গর্বিত হওয়া, আল্লাহ্র বান্দাদের উপর অহংকার করা এবং আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ (দাসত্ব) করা।

٥٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (وَقَالَ سُفْيَانُ اَيْضًا :

اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ) قَالَتِ النَّارُ : يَلِجُنِي الْجَبَّارُوْنَ ، وَيَلِجُنِي الْمُتَكَبِّرُوْنَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَلِجُنِي الضُّعَفَاءُ ، وَيَلِجُنِي الْفُقَرَاءُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ - ثُمَّ قَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي ، أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ - وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا .

৫৫৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ বেহেশত ও দোযখ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। [এই হাদীসের একজন রাবী সুফিয়ানের ভাষায়—বেহেশত ও দোযখ ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইল] দোযখ বলিল, পরাক্রমশালী ও অহংকারকারীরা আমাতে প্রবেশ করিব। বেহেশত বলিয়া উঠিল, দুর্বল ও দরিদ্ররা আমাতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্ তাবারাকা ও তা'আলা তখন বেহেশতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তুই হইতেছিস আমার রহমত। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আমি তোর মাধ্যমে দয়া করিব। অতঃপর তিনি দোযখকে বলিলেন ঃ তুই হইতেছিস আমার আযাব—যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তোর মাধ্যমে আমি শাস্তি প্রদান করিব। তোদের দুইজনকেই পূর্ণ করা হইবে।

٥٥٧ - حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُتَحَزِّقِيْنَ وَلاَ مُتَمَاوِتِيْنَ ، وَكَانُوْا يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ فِيْ مَجَالِسِهِمْ ، وَيَذْكُرُوْنَ اَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ فَاِذَا أُرِيْدَ أَحَدُ مِنْهُمْ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ دَارَتْ حَمَالِيْقُ عَيْنَيْهِ كَاَنَّهُ مَجْنُوْنُ .

৫৫৭. আবদুর রহমান বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ কর্কশ স্বভাব বা নিরস মনের লোক ছিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের মজলিসসমূহে কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং জাহিলি যুগের স্মৃতিচারণ করিতেন। কিন্তু যখন তাহাদের কাহাকেও আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করাইবার প্রয়াস কেহ পাইত তখন তিনি নয়ন বিস্ফারিত করিয়া এমনভাবে তাকাইতেন যেন তিনি উন্মাদ।

٥٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ - وَكَانَ جَمِيْلاً فَقَالَ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ وَأُعْطِيْتُ مَا تَرٰى حَتّٰى مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوْقَنِيْ أَحَدٌ (إِمَّا قَالَ : بِشِرَاكِ نَعْلٍ ، وَإِمَّا قَالَ : بِشِسْعٍ أَحْمَرَ) أَلْكِبْرُ ذَاكَ ؟ قَالَ " لاَ " وَلٰكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ " .

৫৫৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। লোকটি ছিল অতিশয় সুন্দর। তখন সে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সৌন্দর্য আমার অতি প্রিয়, আর আমাকে

সৌন্দর্য প্রদান করা হইয়াছে। তাহা তো আপনি দেখিতে পাইতেছেন। এমন কি (আমার সৌন্দর্য প্রিয়তার অবস্থা হইল এই যে) আমি এতটুকুও পছন্দ করি না যে জুতোর ফিতা, অথবা সে বলিয়াছে চপ্পলের লাল অগ্রভাগের সৌন্দর্যের দিক দিয়া কেহ আমাকে টেক্কা দিয়া হউক, ইহা কি আমার অহংকার? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ না, ইহা অহংকার নহে, বরং অহংকার হইল সত্য হইতে পরাঙ্মুখ থাকা এবং অন্যকে হেয় মনে করা।

٥٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَحْشُرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الذَّرَّ فِيْ صُوْرَةِ الرِّجَالِ " يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، يُسَاقُوْنَ إِلٰى سِجْنٍ مِنْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلِسِ ، تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ ، وَيُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ .

৫৫৯. আম্র ইব্ন শু'আয়ব তদীয় পিতার সূত্রে এবং তিনি তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ অহংকারিরা কিয়ামতের দিন মানুষরূপী পিপীলিকা সদৃশ হইবে। লাঞ্ছনা ও অপমান চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিবে। তাহাদিগকে জাহান্নামের একটি কারাগারের দিকে তাড়া করিয়া নেওয়া হইবে যাহার নাম হইবে বুল্স। তাহাদের জন্য জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইবে এবং তাহাদিগকে খাবাল-জাহান্নামীদের দুর্গন্ধময় ঘাম ও বিষাক্ত পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে।

٢٥٢ - بَابُ مَنْ اِنْتَصَرَ مِنْ ظُلْمِهِ

২৫২. অনুচ্ছেদ ঃ যে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়

٥٦٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ : أَخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِيْ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا دُوْنَكِ فَانْتَصِرِيْ .

৫৬০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিয়াছেন ঃ দেখ, তুমি তোমার প্রতিশোধ লইয়া লও।

٥٦١ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : اَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ - وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِيْ مِرْطِهَا ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَدَخَلَتْ ، فَقَالَتْ : إِنَّ اَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنِيْ ،

يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِيْ بِنْتِ أَبِيْ قُحَافَةَ قَالَ : " أَىْ بُنَيَّةُ ! أَتُحِبِّيْنَ مَا أُحِبُّ " ؟ قَالَتْ : بَلٰى - قَالَ " فَأَحِبِّيْ هٰذِهِ " فَقَامَتْ فَخَرَجَتْ ، فَحَدَّثَتْهُنَّ ، فَقُلْنَ ، مَا أَغْنَيْتِ عَنَّا شَيْئًا فَارْجِعِيْ إِلَيْهِ قَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ أُكَلِّمُهُ فِيْهَا أَبَدًا فَأَرْسَلْتْ زَيْنَبَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ فَاذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ ، وَوَقَعَتْ فِيَّ زَيْنَبُ تَسُبُّنِيْ فَطَفِقْتُ أَنْظُرُ هَلْ يَأْذَنُ لِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أَزَلْ حَتّٰى عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ ، فَوَقَعْتُ بِزَيْنَبَ - فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ أَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً - فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ " أَمَا إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِيْ بَكْرٍ .

৫৬১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা)-এর পত্নীগণ হযরত ফাতিমা (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর কাছে পাঠাইলেন। নবী করীম (সা) তখন হযরত আয়েশা (রা)-এর শয্যায় ছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) গিয়া ঘরে ঢুকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি তখন প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন যে, আপনার পত্নীরা আমাকে আবূ কুহাফার দুহিতার ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতি সুবিচার করার কথা বলিবার জন্য আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ প্রিয়তমা কন্যা আমার, আমি যাহা ভালবাসি তাহা কি তুমি ভালবাস ? তিনি বলিলেন ঃ নিশ্চয়ই আব্বা। তিনি বলিলেন ঃ তবে তুমি তাহাকে ভালবাসিবে। একথা শুনিয়া হযরত ফাতিমা (রা) প্রস্থান করিলেন। তিনি সকল কথা আনুপূর্বিক তাহাদিগকে বলিলেন। (সব কিছু শুনিয়া) তাঁহারা বলিলেন ঃ তবে তো তোমার দ্বারা আমাদের কোন কাজই হইল না। আবার যাও। তিনি বলিলেন ঃ এই প্রসঙ্গ আমি আর কস্মিনকালেও তাঁহার কাছে উথাপন করিব না। তখন তাঁহারা নবীপত্নী হযরত যায়নাবকে পাঠাইলেন। তিনি গিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি তখন সেই কথা তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিলেন। তখন যায়নাব আমাকে গালি দিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। নবী করীম (সা) আমাকে (জবাব দানের) অনুমতি দেন কিনা সে কথা ভাবিয়া আমি বারবার তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিলাম। অতঃপর যখন বুঝিতে পারিলাম যে, আমি প্রত্যুত্তর করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না, তখন আমিও যায়নাবকে লইয়া পড়িলাম এমনকি আমি তাহাকে পরাস্ত না করিয়া ছাড়িলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন আবূ বকরের কন্যা তো, (কে তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে)

٢٥٣ - بَابُ الْمُوَاسَاةِ فِى السَّنَةِ وَالْمَجَاعَةِ

২৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্ভিক্ষকালে ও ক্ষুধার সময় সমবেদনা জ্ঞাপন

٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ بَشِيْرِ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَمَّارَةُ لِلْحَوْلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : يَكُوْنُ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ مَجَاعَةٌ ، مَنْ أَدْرَكَتْهُ فَلاَ يَعْدِلَنَّ بِالْأَكْبَادِ الْجَائِعَةِ .

৫৬২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, শেষ যামানায় দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার প্রাবল্য দেখা দিবে। যে সেই যুগটি পাইবে, সে যেন ক্ষুধার্তদের প্রতি অবিচার না করে।

٥٦٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ ـ قَالَ : " لاَ " فَقَالُوْا : تَكْفُوْنَا الْمَؤُوْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ ؟ قَالُوْا : سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا .

৫৬৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আনসারগণ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন, আমাদের খেজুর বাগানসমূহ আমাদের এবং আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ না, তাহা হইতে পারে না। তখন তাঁহারা বলিলেন ঃ তাহা হইলে তাহারা উহাতে শ্রম নিয়োগ করুক, বিনিময়ে আমরা ফসলে তাঁহাদিগকে অংশগ্রহণ করাইব। (রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাদের এই প্রস্তাব পছন্দ করিলেন) তখন তাঁহারা বলিলেন ঃ আমরা উহা শুনিলাম এবং শিরোধার্য করিয়া নিলাম।

٥٦٤ ـ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ قَامَ الرَّمَادَةِ ، وَكَانَتْ سَنَةُ شَدِيْدَةً مُلِمَّةً ، بَعْدَ مَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فِيْ إِمْدَادِ الْأَعْرَابِ بِالْإِبِلِ وَالْقُمْحِ وَالزَّيْتِ مِنَ الْأَرْيَافِ كُلِّهَا ، حَتّٰى بَلَحَتِ الْأَرْيَافُ ، كُلُّهَا مِمَّا جَهَدَهَا ذٰلِكَ ، فَقَامَ عُمَرُ يَدْعُوْ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ ! اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلٰى رُؤُسِ الْجِبَالِ ، فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ ، فَقَالَ حِيْنَ نَزَلَ بِهِ الْغَيْثُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ فَوَاللّٰهِ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُفَرِّجْهَا مَا تَرَكْتُ اَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَهُمْ سَعَةٌ اِلاَّ أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ ، فَلَمْ يَكُنْ اِثْنَانِ يُهْلِكَانِ مِنَ الطَّعَامِ عَلٰى مَا يُقِيْمُ وَاحِدًا .

৫৬৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) দুর্ভিক্ষের বৎসর বলেন ঃ আর সেই বৎসরটি ছিল ভীষণ দুর্বিপাক ও কষ্টের, আর হযরত উমর (রা) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেদুঈনদিগকেও উট শস্যাদি ও তৈল প্রভৃতি সাহায্য সামগ্রী পৌঁছাইবার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। এমন কি সুদূর গ্রামাঞ্চলের কোন একখণ্ড ভূমিও তিনি অনাবাদি থাকিতে দিলেন না এবং তাহার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইল। তখন হযরত উমর (রা) এভাবে দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ্! উহাদের জীবিকা আপনি পর্বত শীর্ষে প্রদান করুন! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এবং মুসলিমদিগের এই দু'আ কবুল করিলেন। যখন বৃষ্টি বর্ষিত হইল, তখন তিনি বলিলেন ঃ আল-হাম্দুলিল্লাহ্—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। কসম আল্লাহ্র, যদি আল্লাহ্ তা'আলা এই বিপর্যয় কাটাইয়া না তুলিতেন, তবে আমি কোন সচ্ছল মুসলমান

পরিবারকেই তাহাদের সাথে সম-সংখ্যক নিঃস্ব-দুঃস্থ না দিয়া ছাড়িতাম না। যাহা সাধারণত একজনে খাইয়া থাকে, তাহা দ্বারা দুইজন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

٥٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ضَحَايَاكُمْ لاَ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِىَ؟ قَالَ ﴿كُلُوْا وَادَّخِرُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانُوْا فِى جُهْدٍ، فَأَرَدْتُّ أَنْ تُعِيْنُوْا﴾.

৫৬৫. হযরত সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ দেখ, তৃতীয় দিনের পর যেন তোমাদের মধ্যে কাহারও ঘরে কুরবানীর গোশ্‌ত মওজুদ না থাকে। অতঃপর যখন পরবর্তী বৎসরে কুরবানীর সময় আসিল, তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি এবারও গত বৎসরের মত করিব? (অর্থাৎ তৃতীয় দিন শেষ না হইতেই সমুদয় গোশত বিলাইয়া দিব?) বলিলেন ঃ না, এবার খাইতে পার, সঞ্চয়ও করিতে পার। কেননা সে বৎসর ছিল অভাব-অনটনের বৎসর, সুতরাং আমি চাহিয়াছিলাম যে, তোমরা নিঃস্বজনকে সাহায্য কর [এবার সে পরিস্থিতি নাই, সুতরাং সঞ্চয় করিয়া রাখিতে দোষ নাই]।

٢٥٤ - بَابُ التَّجَارُبِ

২৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন

٥٦٦ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَأَحْدَثَ نَفْسَهُ ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ: لاَ حِلْمَ إِلاَّ تَجْرِبَةً يُعِيْدُهَا ثَلاَثًا.

৫৬৬. হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তদীয় পিতা উরওয়ার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে বসা ছিলাম, এমন সময় তাহার মনে যেন কি চিন্তার উদ্রেক হইল। অতঃপর তিনি বলিয়া উঠিলেন, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন ব্যতীত সহনশীল হওয়া যায় না। একথা তিনি তিনবার বলিলেন।

٥٦٧ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ: لاَ حَلِيْمَ إِلاَّ ذُوْ عَثْرَةٍ - وَلاَ حَكِيْمَ إِلاَّ ذُوْ تَجْرِبَةٍ -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

৫৬৭. হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন, যাহার উপর দিয়া ঘাত-প্রতিঘাত না যায়, সে সহনশীল হইতে পারে না এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত প্রজ্ঞাবান হইতে পারে না।

অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ সাঈদ (রা) নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

٢٥٥ - بَابُ مَنْ اَطْعَمَ أخاً لَهُ فِي اللّٰهِ

২৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তার ভাইকে খাওয়ায়

٥٦٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَاَنْ أَجْمَعَ نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، أَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ اِلَى سُوْقِكُمْ فَاَعْتَقَ رَقَبَةً -

৫৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়্যা বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন ঃ বাজারে গিয়া একটি গোলাম খরিদ করিয়া তাহাকে আযাদ করার চাইতে কিছু ভাইকে দাওয়াত করিয়া এক বা দুই সা' (পরিমাণ) খাবার খাওয়াইয়া দেওয়া আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

٢٥٦ - بَابُ حَلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ

২৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ জাহিলী যুগে কসম ও চুক্তি

٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِبْنِ إِسْحٰقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ جَرِيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ عُمُوْمَتِي حَلْفَ الْمُطَيْبِيْنَ ، فَمَا أُحِبُّ اَنْ أُنْكِثَهُ وَأَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ .

৫৬৯. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বলেন, আমি আমার চাচাদের সহিত মুতাইয়্যিবীনের চুক্তিতে শরীক ছিলাম। বহু মূল্যের লাল উটনীর বিনিময়েও আমি উহা ভঙ্গ করিবার পক্ষপাতী নই।

٢٥٧ - بَابُ الْاِخَاءِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন

٥٧٠ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ اٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَالزُّبَيْرِ .

৫৭০. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) হযরত ইব্‌ন মাসউদ ও হযরত যুবায়রের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেন।

٥٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَالِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : حَالَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِىْ دَارِىْ الَّتِىْ بِالْمَدِيْنَةِ .

৫৭১. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার মদীনার বাড়িতে বসিয়া আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে মিত্র চুক্তি স্থাপন করিয়া দেন।

٢٥٨ - بَابُ لاَ حِلْفَ فِى الْاِسْلاَمِ

২৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামী যুগে সাবেক আমলের চুক্তি

٥٧٢ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلٰى دَرَجِ الْكَعْبَةِ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ حِلْفٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْاِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً ، وَلاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ .

৫৭২. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব তদীয় পিতার প্রমুখাৎ এবং তাহার পিতা তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, মক্কা জয়ের বছর নবী করীম (সা) কা'বার সিঁড়ির উপর বসিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করিলেন। অতঃপর বলিলেন, জাহিলী যুগে যাহার চুক্তি ছিল ইসলাম তাহা বাড়ায় নাই বরং তাহার চুক্তিকে দৃঢ়তরই করিয়া থাকে। (চুক্তি বাতিল করে না) এবং জয়ের পর আর হিজরত নাই।

٢٥٩ - بَابُ مَنْ اِسْتَمْطَرَ فِى أَوَّلِ الْمَطَرِ

২৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা

٥٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : اَصَابَنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مَطَرٌ فَحَسَرَ النَّبِىُّ ﷺ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتّٰى اَصَابَهُ الْمَطَرُ ، قُلْنَا لِمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ " لِاَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ " .

৫৭৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় বৃষ্টিপাত শুরু হইল। নবী করীম (সা) তখন তাঁহার পবিত্র দেহ হইতে কাপড় সরাইয়া লইলেন। ফলে তাঁহার শরীর মোবারক বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এমনটি কেন করিলেন ? বলিলেন ঃ উহা কেবলমাত্র তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিল কিনা, (তাই বরকতের জন্য এইরূপ করিলাম)।

٢٦٠ - بَابُ اَنَّ الْغَنَمَ بَرَكَةٌ

২৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ছাগল বরকত স্বরূপ

٥٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خَيْثَمَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ إِبِىْ هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيْقِ ،

فَاَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى دَوَابٍّ فَنَزَلُوْا - قَالَ حُمَيْدٌ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، اِذْهَبْ اِلٰى أُمِّىْ وَقُلْ لَهَا : اِنَّ ابْنَكَ يَقْرَئُكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اَطْعِمِيْنَا شَيْئًا - قَالَ - فَوَضَعَتْ ثَلَاثَةَ أَقْرَاصٍ مِنْ شَعِيْرٍ وَشَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ فِىْ صَحْفَةٍ، فَوَضَعْتُهَا عَلٰى رَأْسِىْ، فَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ كَبَّرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ اَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلاَّ الْاَسْوَدَانِ، اَلتَّمْرُ وَالْمَاءُ، فَلَمْ يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا - فَلَمَّا انْصَرَفُوْا قَالَ : يَا ابْنَ أَخِىْ اَحْسِنْ اِلٰى غَنَمِكَ وَامْسَحِ الرُّغَامَ عَنْهَا وَأَطِبْ مُرَاحَهَا، وَصَلِّ فِىْ نَاحِيَتِهَا فَاِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ ! لَيُوْشِكُ أَنْ يَأْتِىَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، تَكُوْنُ الثُّلَّةُ مِنَ الْغَنَمِ، أَحَبَّ اِلٰى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ .

৫৭৪. হুমায়দ ইব্‌ন মালিক বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহিত তাঁহার আকীক নামক স্থানের বাড়িতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় সাওয়ারীতে আরোহণকারী একদল মদীনাবাসী তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় অবতরণ করিলেন।

হুমায়দ বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) তখন আমাকে বলিলেন ঃ যাও আমার আম্মার কাছে গিয়া বল, আপনার পুত্র আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং কিছু খাবার দিতে বলিয়াছেন। তিনি তখন তিনটি যবের পিঠা, কিছু যায়তুন তৈল ও কিছু লবণ, একটি রেকাবীতে করিয়া আমার মাথার উপর উঠাইয়া দিলেন। আমি তাহা তাহাদের নিকট পৌঁছাইলাম। যখন আমি উহা তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম, তখন আবূ হুরায়রা (রা) তাক্‌বীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া উঠিলেন এবং সাথে সাথে বলিলেন ঃ সেই সত্তার প্রশংসা যিনি আমাদিগকে রুটি খাওয়াইলেন। নতুবা তখনও একদিন ছিল যখন দুইটি কাল বস্তু অর্থাৎ খেজুর এবং পানি ছাড়া আমাদের আর কিছু জুটিত না। উক্ত আগন্তুক দলের লোকজন ঐ খাদ্য হইতে কিছুই অবশিষ্ট রাখিল না। অতঃপর তাহারা যখন চলিয়া গেল, তখন আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ভাতিজা! তোমার ছাগলগুলির খুব যত্ন করিবে, উহাদের গায়ের ধূলাবালি ঝাড়িয়া দিবে এবং উহাদের বাসস্থান পরিষ্কার রাখিবে এবং উহাদের এক ধারে নামায পড়িবে। কেননা, এইগুলি হইতেছে বেহেশতের জীব। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, অচিরেই লোকজনের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন এক পাল ছাগল তাহার মালিকের নিকট মারোয়ানের প্রাসাদের চাইতেও অধিকতর প্রিয় বিবেচিত হইবে।

٥٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلَ الْاَرْزَقَ، عَنْ أَبِىْ عُمَرَ، عَنْ اِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ " اَلشَّاةُ فِى الْبَيْتِ بَرَكَةٌ وَالشَّاتَانِ بَرَكَتَانِ، وَالثَّلَاثُ بَرَكَاتٌ .

৫৭৫. হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ঘরে একটি বকরী একটি বরকত স্বরূপ, দুইটি বকরী দুইটি বরকত স্বরূপ, তিনটি বকরী তিনটি বরকত স্বরূপ।

٢٦١ ـ بَابُ الْإِبِلِ عِزٌّ لِأَهْلِهَا

২৬১. অনুচ্ছেদ ঃ উট তাহার মালিকের জন্য মর্যাদার বস্তু

٥٧٦ ـ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ و عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالْفَخْرُ وَالْخَيْلَا فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَلْإِبِلِ الْفَدَّادِيْنَ أَهْلُ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِيْ أَهْلِ الْغَنَمِ .

৫৭৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুফরের চূড়া (মূলে মাথা শব্দ আছে) পূর্ব দিকে, গর্ব ও অহংকার উট ও ঘোড়ার মালিকদের মধ্যে, বেদুঈনগণ উচ্চস্বর বিশিষ্ট এবং প্রশান্তি বকরীওয়ালাদের মধ্যে।

٥٧٧ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ أَبِيْ حَفْصَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَجِبْتُ لِلْكِلَابِ وَالشَّاءِ ، إِنَّ الشَّاءَ يُذْبَحُ مِنْهَا فِي السَّنَةِ ، كَذَا وَكَذَا وَيُهْدٰى ، كَذَا وَكَذَا ، وَالْكَلْبُ تَضَعُ الْكَلْبَةُ الْوَاحِدَةُ ، كَذَا وَكَذَا ـ وَالشَّاءُ أَكْثَرُ مِنْهَا .

৫৭৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কুকুর এবং ছাগলের ব্যাপারে আমি বিস্মিত হই। ছাগল বৎসরে এত সংখ্যায় যবেহ্ করা হয়, এত এত সংখ্যায় কুরবানী করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর এক একটি মাদী কুকুর এত এত সংখ্যায় শাবক প্রসব করে অথচ ছাগলের সংখ্যাই কুকুরের তুলনায় অধিক।

٥٧٨ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيْ هِنْدِ الْمَهْمَدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيْ ظَبْيَانَ قَالَ : قَالَ لِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا اَبَا ظَبْيَانَ كَمْ عَطَاؤُكَ ؟ قُلْتُ : اَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ : قَالَ لَهُ : يَا أَبَا ظَبْيَانُ اتَّخِذْ مِنَ الْحَرْثِ وَالسَّابِيَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلِيَكُمْ غِلْمَةُ قُرَيْشٍ ، لَا يُعَدُّ الْعَطَاءُ مَعَهُمْ مَالاً .

৫৭৮. হযরত আবূ যিবইয়ান বলেন, হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) একদা আমাকে বলিলেন ঃ হে আবূ যিবইয়ান! তোমার রাষ্ট্রীয় ভাতার পরিমাণ কত ? আমি বলিলাম ঃ আড়াই হাজার। তিনি তখন বলিলেন ঃ হে আবূ যিবইয়ান ! সেই দিন আসার পূর্বেই তুমি চাষাবাদ ও পশুপালন শুরু করিয়া দাও যখন কুরায়শের গোলামরা তোমাদের শাসক হইবে এবং তাহাদের সামনে তোমাদের এই রাষ্ট্রীয় ভাতা কোন (উল্লেখযোগ্য) সম্পদ বলিয়াই গণ্য হইবে না।

٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ ، سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنِ حَزَنٍ يَقُوْلُ : تُفَاخِرُ أَهْلُ الْإِبِلِ وَأَصْحَابُ الشَّاءِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بُعِثَ مُوْسٰى وَهُوَ رَاعِيُ غَنَمٍ ، وَبُعِثَ دَاوُدُ وَهُوَ رَاْىُ غَنَمٍ - وَبُعِثْتُ أَنَا أَرْعٰى غَنَمًا لِأَهْلِيْ بِاَجْيَادٍ .

৫৭৯. হযরত আবদা ইব্‌ন হুযন বলেন, একদা উটওয়ালা ও বকরীওয়ালারা পরস্পর গর্ব করিতেছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক কথাই নিজদিগকে বড় বলিয়া প্রকাশ করিতেছিল।) তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ মূসা (আ) রাসূলরূপে প্রেরিত হইলেন অথচ তিনি ছিলেন পশুর রাখাল। হযরত দাউদ (আ) রাসূল রূপে প্রেরিত হইলেন, তিনিই ছিলেন পশুর রাখাল। এবং আমি রাসূলরূপে প্রেরিত হইলাম আর আমিও আজইয়াদ নামক স্থানে আমার পরিবারের বকরীসমূহ চরাইতাম।

٢٦٢ - بَابُ الْأَعْرَابِيَّةِ

২৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যাযাবর জীবন

٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرُ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : اَلْكَبَائِرَ سَبْعٌ : أَوَّلُهُنَّ اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَرَمْىُ الْمُحْصَنَاتِ وَالْاَعْرَبِيَّةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ .

৫৮০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ কবীরা গুনাহ সাতটি। ১. আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা অর্থাৎ অন্য কাহাকেও কোন না কোনভাবে আল্লাহ্‌র শরীক বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। ২. নর হত্যা। ৩. সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া এবং ৪. হিজরতের পর পুনরায় যাযাবরত্ব বরণ করা (প্রভৃতি)।

٢٦٣ - بَابُ سَاكِنِ الْقُرٰى

২৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ উজাড় জনপদে বাসকারী

٥٨١ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ قَالَ : سَمِعْتُ رَاشِدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ ثَوْبَانَ يَقُوْلُ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لاَ تَسْكُنِ الْكُفُوْرَ فَاِنَّ سَاكِنَ الْكُفُوْرَ كَسَاكِنِ الْقُبُوْرِ " قَالَ أَحْمَدُ : اَلْكُفُوْرُ الْقُرٰى -

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ قَالَ : سَمِعْتُ رَاشِدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ لِى النَّبِيُّ ﷺ " يَا ثَوْبَانُ ! لاَ تَسْكُنِ الْكُفُوْرَ فَاِنَّ سَاكِنَ الْكُفُوْرِ كَسَاكِنِ الْقُبُوْرِ " .

৫৮১. হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ ওহে! অজগাঁয় বাস করিও না। কেননা অজগাঁয়ের অধিবাসী কবরের অধিবাসী তুল্য।

এই হাদীসের একজন রাবী আহ্‌মাদ বলেন ঃ অজগাঁও (মূল শব্দ কাফূর) বলিতে জনশূন্য জনপদ বুঝানো হইয়াছে।

٢٦٤ ـ بَابُ الْبَدْوِ اِلَى التِّلَاعِ

২৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মরু এলাকায় বসবাস

٥٨٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدْوِ قُلْتُ : وَهَلْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَبْدُوْ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، كَانَ يَبْدُوْ إِلَى هٰؤُلَاءِ التِّلَاعِ .

৫৮২. হযরত মিকদাম ইব্‌ন শুরায়হ্ তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রান্তরে গমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি জনশূন্য প্রান্তরে গমন করিতেন ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, তিনি প্রান্তরে গমন করিতেন, ঐ (দূরের) টিলাসমূহ পর্যন্ত।

٥٨٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ أُسَيْدٍ اِذَا رَكِبَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَضَعَ ثَوْبَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ ، وَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ ـ فَقُلْتُ : مَا هٰذَا قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَفْعَلُ مِثْلَ هٰذَا .

৫৮৩. আম্‌র ইব্‌ন ওয়াহব বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসায়দকে দেখিয়াছি তিনি যখন ইহ্‌রামের অবস্থায় (কোন বাহনের উপর) সাওয়ার হইতেন, তখন কাঁধের উপর হইতে কাপড় তাঁহার জানুর উপর লইয়া লইতেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার তাৎপর্য কি ? বলিলেন ঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ্‌কে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

٢٦٥ ـ بَابُ مَنْ أَحَبَّ كِتْمَانَ السِّرِّ وَاَنْ يُجَالِسَ كُلَّ قَوْمٍ فَيَعْرِفُ اَخْلَاقَهُمْ

২৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ গোপনীয়তা রক্ষা এবং জানাশোনার উদ্দেশ্যে লোকের সাথে মেলামেশা

٥٨٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِى ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَرَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَا جَالِسَيْنِ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىْ فَجَلَسَ اِلَيْهِمَا ، فَقَالَ عُمَرُ ، إِنَّا لَا نُحِبُّ مَنْ يَرْفَعُ حَدِيْثَنَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، لَسْتُ أُجَالِسُ أُولٰئِكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ قَالَ عُمَرُ : بَلٰى فَجَالِسْ

هٰذَا وَهٰذَا ، وَلاَ تَرْفَعْ حَدِيْثَنَا ، ثُمَّ قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ مَنْ تَرَى النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ يَكُوْنُ الْخَلِيْفَةُ بَعْدِيْ ؟ فَعَدَّدَ الْاَنْصَارِيُّ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ ، لَمْ يُسَمِّ عَلِيًّا ، فَقَالَ عُمَرُ : فَمَالَهُمْ عَنْ اَبِيْ الْحَسَنِ ؟ فَوَاللّٰهِ ! اِنَّهُ لَأَحْرَاهُمْ - إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ - أَنْ يُّقِيْمَهُمْ عَلٰى طَرِيْقَةٍ مِنَ الْحَقِّ .

৫৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) এবং জনৈক আনসার একত্রে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী (অর্থাৎ রাবীর দাদা) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট বসিলেন। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ আমাদের কথা যে অন্যদের কাছে প্রকাশ করে, আমরা এমন লোককে পছন্দ করি না। তখন আবদুর রহমান (রা) বলিলেন, আমি উহাদের সাথে মেলামেশা করিব না, হে আমীরুল মু'মিনীন! (এমতাবস্থায় কাহারও কাছে আপনার গোপনীয় কথাবার্তা প্রকাশ করার তো প্রশ্নই ওঠে না)। হযরত উমর (রা) বলিলেন, (আমার উদ্দেশ্য তাহা নহে) তুমি লোকজনের সাথে মেলামেশা বা ওঠা-বসা কর, (তাহাতে আপত্তির কিছু নাই) তবে আমাদের গোপন তথ্য কোথায়ও ফাঁস করিও না। অতঃপর তিনি উক্ত আনসারী সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আমার পরে কে খলীফা হইবেন বলিয়া লোকজন আলোচনা করে ? তখন উক্ত আনসারী মুহাজিরদের মধ্য হইতে বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলেন। কিন্তু তাহাতে হযরত আলী (রা)-এর নাম উল্লেখ করিলেন না। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ হাসানের পিতা অর্থাৎ হযরত আলীর কথা তাহারা ভাবে না কেন ? কসম আল্লাহ্‌র, শাসনভার প্রাপ্ত হইলে তিনিই তাহাদের সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি।

٢٦٦ - بَابُ التُّؤَدَةِ فِي الْأُمُوْرِ

২৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা

٥٨٥ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ هِلاَلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ وَمَوْلًى لَهُ ، فَأَوْصَى مَوْلاَهُ بِابْنِهِ ، فَلَمْ يَأْلُوْهُ حَتّٰى أَدْرَكَ وَزَوَّجَهُ ، فَقَالَ لَهُ : جَهِّزْنِيْ أَطْلُبُ الْعِلْمَ ، فَجَهَّزَهُ - فَأَتَى عَالِمًا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : اِذَا اَرَدْتَّ أَنْ تَنْطَلِقَ فَقُلْ لِيْ أُعَلِّمْكَ - فَقَالَ : حَضَرَ مِنِّيْ الْخُرُوْجُ فَعَلِّمْنِيْ فَقَالَ : اِتَّقِ اللّٰهَ - وَاصْبِرْ - وَلاَ تَسْتَعْجِلْ ، قَالَ الْحَسَنُ فِيْ هٰذَا الْخَيْرُ كُلُّهُ - فَجَاءَ وَلاَ يَكَادُ يَنْسَاهُنَّ ، إِنَّمَا هُنَّ ثَلاَثٌ - فَلَمَّا جَاءَ أَهْلَهُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الدَّارَ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَائِمٍ مُتَرَاخٍ عَنِ الْمَرْأَةِ - وَاِذَا امْرَأَتُهُ نَائِمَةٌ - قَالَ : وَاللّٰهِ مَا أُرِيْدُ مَا أَنْتَظِرُ بِهٰذَا - فَرَجَعَ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَّأْخُذَا السَّيْفَ قَالَ : اِتَّقِ

اللّٰهَ وَاصْبِرْ ، وَلاَ تَسْتَعْجِلْ فَرَجَعَ فَلَمَّا قَامَ عَلٰى رَأْسِهِ قَالَ : مَا اَنْتَظِرُ بِهٰذَا شَيْئًا ـ فَرَجَعَ إِلٰى رَاحِتَلِهٖ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ سَيْفَهٗ ذَكَرَهُ ـ فَرَجَعَ اِلَيْهِ ، فَلَمَّا قَامَ عَلٰى رَأْسِهِ اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَاٰهُ وَثَبَ إِلَيْهِ فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَهٗ وَسَاءَ لَه قَالَ : مَا اَصَبْتَ بَعْدِيْ ؟ قَالَ : أَصَبْتُ وَاللّٰهِ بَعْدَكَ خَيْرًا كَثِيْرًا ، أَصَبْتُ وَاللّٰهِ بَعْدَكَ أَنِّىْ مَشَيْتُ اللَّيْلَةَ بَيْنَ السَّيْفِ وَبَيْنَ رَأْسِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَحَجَزَنِىْ مَا أَصَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ قَتْلِكَ .

৫৮৫. হযরত হাসান (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে সে একটি শিশু সন্তান এবং একটি ক্রীতদাস রাখিয়া যায়। ক্রীতদাসকে সে তাহার পুত্রের ব্যাপারে ওসীয়ত করিয়া যায় (সে যেন বিশ্বস্ততার সহিত তাহার দেখাশোনা করে)। ক্রীতদাসটি এ ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি করিল না। এমনকি বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং ক্রীতদাসটি তাহাকে বিবাহও করাইয়া দিল। এবার সে ক্রীতদাসটিকে বলিল ঃ আমার বিদ্যান্বেষণে যাওয়ার আয়োজন কর, আমি বিদ্যান্বেষণ করিব। তাহার কথামত ক্রীতদাসটি তাহার বিদ্যান্বেষণে যাত্রার আয়োজন করিল। সে একজন আলিমের দরবারে গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার নিকট জ্ঞানদানের আবেদন জানাইল। আলিম তাহাকে বলিলেন ঃ যখন তোমার প্রস্থানের সময় হইবে, তখন আমাকে বলিও, আমি তোমাকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিব। সত্য সত্যই যখন তাহার প্রস্থানের সময় হইল, তখন সে আলিমকে বলিল ঃ আমি এখন প্রস্থান করিব, আপনি আমাকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিন! আলিম বলিলেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় করিবে, ধৈর্যধারণ করিবে এবং কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিবে না।

হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ ইহাতে সমুদয় কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর সে যখন প্রত্যাবর্তন করিল, তখন উহা তাহার স্মরণপটে জাগরূক রহিল। কেননা, কথা তো মাত্র তিনটিই ছিল। অতঃপর সে যখন তাহার পরিবারের কাছে আসিল এবং সাওয়ারী হইতে অবতরণ করিল, তখন দেখিতে পাইল যে, একটি নারী ও পুরুষ অল্প তফাতে শুইয়া রহিয়াছে এবং সে নারীটি তাহারই সহধর্মিণী! সে মনে মনে বলিল ঃ এহেন দৃশ্য দেখার পর আর কিসের অপেক্ষা! সে তাহার সাওয়ারীর কাছে ফিরিয়া গেল এবং তরবারি ধরিতে গিয়াই স্মরণ পড়িয়া গেল, আল্লাহ্কে ভয় করিবে, ধৈর্যধারণ করিবে এবং কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিবে না। আবার যখন তাহার শিয়রে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন পুনরায় বলিল ঃ এমন দৃশ্য দেখার পর আর কিসের জন্য অপেক্ষা করা! পুনরায় সে সাওয়ারীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং তলোয়ার ধরিতে যাইতেই পুনরায় উহা স্মরণ হইয়া গেল। পুনরায় সে তাহার শিয়রে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সে নিদ্রিত ব্যক্তিটি জাগ্রত হইল এবং তাহাকে দেখিতে পাইয়া সাথে সাথে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আলিঙ্গন করিল ও চুম্বন করিল। সে ব্যক্তিটি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের নিকট হইতে যাওয়ার পর আপনি কী জ্ঞান অর্জন করিলেন ? সে বলিল ঃ আল্লাহ্র কসম, তোমাদের নিকট হইতে যাওয়ার পর আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করিয়াছি। আজ রাতে আমি তিনবার তরবারি এবং তোমার মধ্যে যাতায়াত করিয়াছি এবং যে জ্ঞান আমি অর্জন করিয়াছি, উহাই তোমাকে হত্যা করা হইতে আমাকে বিরত রাখিয়াছে।

٢٦٧ ـ بَابُ التُّؤَدَةِ فِى الْأُمُوْرِ

২৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ ধীরেসুস্থে কাজ করা

٥٨٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنْ أَشَجَّ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " اِنَّ فِيْكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ " قُلْتُ : وَمَا هُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَلْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ " قُلْتُ : قَدِيْمًا كَانَ أَوْ حَدِيْثًا ؟ قَالَ " قَدِيْمًا " قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَبَلَنِىْ عَلٰى خُلُقَيْنِ أَحَبَّهُمَا اللّٰهُ .

৫৮৬. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা আশাজ্জ আবদুল কায়েস প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে (আশাজ্জকে) লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস রহিয়াছে যাহা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত প্রিয়! আমি বলিলাম, তাহা কি কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিলেন ঃ সহিষ্ণুতা ও লজ্জা। আমি বলিলাম, এই দুইটি অভ্যাস পূর্ব হইতেই আমার মধ্যে ছিল না; নতুনভাবে দেখা যাইতেছে (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) ? বলিলেন ঃ না পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। আমি বলিলাম, আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা যিনি আমার মধ্যে জন্মগতভাবেই এমন দুইটি অভ্যাস প্রদান করিয়াছে, যাহা আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়।

٥٨٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ أَبِىْ هَاشِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِىْ عُرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ لَقِىَ الْوَفْدَ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ـ وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ " إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ : اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ .

৫৮৭. হযরত কাতাদা বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের যে সব প্রতিনিধি নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরই একজন আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা আবূ নাযরার উল্লেখ করেন যে, তিনি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) আশাজ্জ আবদুল কায়সকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস রহিয়াছে যাহা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত প্রিয়, আর তাহা হইল—সহিষ্ণুতা এবং ধীরেসুস্থে কাজ করার অভ্যাস।

٥٨٨ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَنْ أَبِىْ جَمْرَةَ ، عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ " اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ .

৫৮৮. [হযরত ইব্‌ন আব্বাসের সূত্রে উক্ত হাদীসের পুনরাবৃত্তি]

٥٨٩ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي هُوْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ ، سَمِعَ جَدَّهُ مَزِيْدَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ : جَاءَ الْأَشَجُّ يَمْشِي حَتَّى أَخَذَ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلَهَا - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " أَمَّا إِنَّ فِيْكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ " قَالَ : جِبِلاً جُبِلْتُ عَلَيْهِ أَوْ خُلْقًا مَعِي ؟ قَالَ " لاَ - بَلْ جِبِلاً جُبِلْتَ عَلَيْهِ " قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَبَلَنِيْ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ -

৫৮৯. হযরত মযীদাতুল আবদী (রা) বলেন, আশাজ্জ পদব্রজে আসিয়া নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাহাতে চুম্বন করিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ ওহে! তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস রহিয়াছে যাহা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের নিকট অত্যন্ত প্রিয়! আশাজ্জ বলিলেন ঃ ঐগুলি কি আমার প্রকৃতিগত, না আমার চরিত্রগত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, ঐগুলি তোমার প্রকৃতিগত গুণ। তখন আশাজ্জ বলিলেন ঃ সেই আল্লাহ্রই সব প্রশংসা, যিনি আমাকে প্রকৃতিগতভাবেই এমন অভ্যাস দান করিয়াছেন যাহা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের নিকট প্রিয়।

٢٦٨ - بَابُ الْبَغْيِ

২৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহ

٥٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ أَبِي يَحْيَى ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَوْ أَنَّ جَبَلاً ، بَغَى عَلَى جَبَلٍ - ، لَدَكَّ الْبَاغِيُّ .

৫৯০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যদি এক পাহাড় অন্য পাহাড়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত, তবে বিদ্রোহে বিদ্রোহী পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত!

٥٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : احْتَجَّتِ النَّارُ ، وَالْجَنَّةُ ، فَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلُنِي الْمُتَكَبِّرُوْنَ وَالْمُتَجَبِّرُوْنَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ ، لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ فَقَالَ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِيْ أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ ، أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ .

৫৯১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ একদা দোযখ ও জান্নাত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। দোযখ বলিল ঃ অহঙ্কারী ও পরাক্রমশালীরা আমাতে প্রবেশ করিবে। জান্নাত বলিল ঃ দুর্বল ও নিঃস্বরা ব্যতীত অপর কেহ আমাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা দোযখকে বলিলেন ঃ তুই হইতেছিস আমার আযাব, যাহার উপর ইচ্ছা আমি তোর মাধ্যমে প্রতিশোধ নিব এবং জান্নাতকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন ঃ তুই হইতেছিস আমার রহমত যাহাকে ইচ্ছা আমি তোর মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন করিব।

٥٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ هَانِي الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ أَبِيْ عَلَى الْجَنَّبِيِّ ، عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصٰى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًا فَلاَ تُسْأَلُ عَنْهُ وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبِقَ مِنْ سَيِّدِهِ، وَإِمْرَأَةٌ غَابَ زَوْجُهَا وَكَفَاهَا مَؤُنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ وَتَمَرَّجَتْ بَعْدَهُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يُسَأَلُ عَنْهُمْ رَجُلٌ نَازَعَ اللّٰهِ رِدَاءَه فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءَ وَإِزَارُهُ عِزُّهُ وَرَجُلٌ شَكَّ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ وَالْقُنُوْطُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ".

৫৯২. হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তিন ব্যক্তি এমন যাহাদিগকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদই করা হইবে না (সরাসরি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে), ১. যে ব্যক্তি জামা'আত হইতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করিল এবং তাহার ইমামের (নেতার) অবাধ্য হইয়া গেল এবং এই অবাধ্য অবস্থায়ই সে ইন্তিকাল করিল। ২. সেই ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাস যে তাহার মনিবের নিকট হইতে পালাইয়া গেল, ৩. সেই মহিলা যাহার স্বামী বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার পার্থিব প্রয়োজনাদি মিটাইবার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছে সে যদি রূপ লাবণ্যের প্রদর্শনী করিয়া বেড়ায় এবং ভ্রষ্টা হয়।

আরো তিন ব্যক্তি এমন যাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না ঃ ১. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র চাদর নিয়া টানাটানি করে, আর তাঁহার চাদর হইতেছে অহংকার বা আত্মগরিমা এবং তাঁহার তহবন্দ বা পরিধেয় হইতেছে ইজ্জত, ২. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র হুকুমের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে ৩. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হয়।

٥٩٣ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ ذُنُوْبٍ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، اِلاَّ الْبَغْيِ وَحُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ قَطِيْعَةَ الرِّحْمِ ، يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِى الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ .

৫৯৩, হযরত বুকার ইব্‌ন আবদুল আযীয তদীয় পিতার প্রমুখাৎ এবং তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ গুনাহসমূহের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছামত যে কোন গুনাহের শাস্তি প্রদান আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত মুলতবি রাখিয়া দিতে পারেন, তবে বিদ্রোহ, পিতামাতার অবাধ্যাচরণ, আত্মীয়তা ছেদন-এমন পর্যায়ের গুনাহের শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই দান করিয়া থাকেন।

٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بْنُ بُكَيْرُ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَوَانِيِ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُوْلُ : يَبْصُرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ ، فِيْ عَيْنِ اَخِيْهِ وَيَنْسَى الْجَذَلَ اَوِ الْجَذْعَ فِيْ عَيْنِ نَفْسِهِ

قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ " الْجَذَلُ " اَلْخَشَبَةُ الْعَالِيَةُ الْكَبِيْرَةُ ـ

৫৯৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কেহ তো তাহার ভাইয়ের চক্ষুর সামান্য আবর্জনাও দেখিতে পায় অথচ তার নিজের চক্ষুতে আস্ত একটা কড়িকাঠও তাহার চক্ষুতে ধরা পড়ে না।

٥٩٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسْتَنِيْرُ بْنُ أَخْضَرَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ مَعْقَلِ الْمُزَنِيِّ ، فَاَمَاطَ أَذًى عَنِ الطَّرِيْقِ ، فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَبَادَرْتُهُ ـ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ يَا ابْنَ أَخِيْ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ شَيْئًا فَصَنَعْتُهُ ـ قَالَ أَحْسَنْتَ يَا ابْنَ أَخِيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ ـ وَمَنْ تُقُبِّلَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৫৯৫. হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররা বলেন, একদা আমি মাকিল মুযনী (রা)-এর সাথে (পথ চলিতে) ছিলাম। এই সময় তিনি রাস্তা হইতে একটি কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করিলেন। অতঃপর আমিও রাস্তায় এই গোছের কিছু একটা দেখিতে পাইয়া উহা সরাইতে উদ্যত হইলাম। তিনি বলিলেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমাকে কিসে এই কর্ম করিতে উদ্বুদ্ধ করিল ? উত্তরে, আমি বলিলাম, আপনাকে এরূপ করিতে দেখিয়াই আমি এরূপ করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র খুব উত্তম কাজই তুমি করিয়াছ। আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের চলার পথ হইতে কোন কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করিবে, তাহার জন্য একটি পুণ্য লিখা হইয়া থাকে আর যাহার একটি পুণ্যও গৃহীত হইবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

٢٦٩ ـ بَابُ قُبُوْلِ الْهَدِيَةِ

২৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ হাদিয়া, তোহফা গ্রহণ করা

٥٩٦ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمَامُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ وَرْدَانَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ : تَهَادُوْا تَحَابُّوْا .

৫৯৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ পরস্পরে হাদিয়া বিনিময় করিবে তবে তোমাদের পরস্পরে ভালবাসার সৃষ্টি হইবে।

٥٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ اَنَسٌ يَقُوْلُ: يَا بَنِيَّ تَبَاذَلُوْا بَيْنَكُمْ ، فَاِنَّهُ أَوَدُّ لِمَا بَيْنَكُمْ .

৫৯৭. হযরত সাবিত বলেন, হযরত আনাস (রা) প্রায়ই বলিতেন, হে বৎসগণ! তোমরা একে অপরের জন্য অর্থসম্পদ ব্যয় করিবে, ইহাতে তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইবে।

٢٧٠ - بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَةَ لَمَّا دَخَلَ الْبُغْضُ فِى النَّاسِ

২৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ায় যে অসন্তুষ্ট হয় এবং হাদিয়া গ্রহণ করে না

٥٩٨ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : أَهْدٰى رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ لِلنَّبِىِّ ﷺ نَاقَةً - فَعَوَّضَهُ ، فَتَسَخَّطَهُ - فَسَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ " يَهْدِىْ أَحَدُهُمْ فَأُعَوِّضُهُ بِقَدْرِ مَا عِنْدِىْ ثُمَّ يَسْخَطُهُ ، وَاَيْمُ اللّٰهِ لاَ أَقْبَلُ بَعْدِىْ عَامِى هٰذَا مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِىٍّ أَوْ أَنْصَارِىٍّ أَوْ ثَقَفِىٍّ أَوْ دَوْسِىٍّ .

৫৯৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা বনী ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে একটি উটনী হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিল। তিনিও তাহাকে প্রতিদান স্বরূপ কিছু প্রদান করিলেন। ইহাতে সে অসন্তুষ্ট হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অতঃপর মিম্বরে আরোহণ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, আমাকে কোন ব্যক্তি হাদিয়া প্রদান করে এবং আমিও আমার সামর্থ্য অনুসারে উহার প্রতিদান দিয়া থাকি। তাহাতে সে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়। কসম আল্লাহ্‌র, এ বৎসরের পর কুরায়শী, আনসারী, সাকাফী ও দাওসী গোত্র ছাড়া অন্য কোন আরব গোত্রের লোকের হাদিয়া গ্রহণ করিব না।

٢٧١ - بَابُ الْحَيَاءِ

২৭১. অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা

٥٩٩ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ ، عَنْ رِبْعِى ابْنِ حِرَاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ "إِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ اِذَا لَمْ تَسْتَحِىْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

৫৯৯. হযরত আবূ মাসউদ (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নবী সুলভ যে বাণীটি জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত রহিয়াছে, এ তাহা হইল, “যখন তুমি লজ্জা পরিহার করিবে, তখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।”

٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ (وَبِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ) شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ .

৬০০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ঈমানের ষাট বা সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে, উহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইতেছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং সর্বনিম্নটি হইতেছে রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ বিশেষ।

٦٠١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ مَوْلٰى أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَشَدُّ حَيَاءً مِنْ عَذْرَاءَ فِيْ خِدْرِهَا ، وَكَانَ اذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ -

৬০১. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) অবগুণ্ঠন আবৃতা কুমারীদের চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন এবং যখন কোন ব্যাপারে তাঁহার অসন্তুষ্টি উদ্রেক হইত, তখন তাঁহার চেহারা মুবারক দর্শনেই আমরা উহা আঁচ করিতে পারিতাম।

٦٠٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ عُتْبَةَ ، مَوْلٰى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ...... مِثْلَهُ -

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَقَالَ عَمْرُو ابْنِ اَبِيْ عَدِيٍّ مَوْلٰى أَنَسٍ .

৬০২. অপর এক সূত্রে একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি।

٦٠٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ إِسْتَأْذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِ عَائِشَةَ لاَ بِسَامِرْطَ عَائِشَةَ ـ فَأَذِنَ لِأَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ كَذٰلِكَ ـ فَقَضٰى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ إِنْصَرَفَ ثُمَّ إِسْتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ ، فَقَضٰى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ إِنْصَرَفَ ، قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ إِسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ أَجْمَعِيْ اِلَيْكِ ثِيَابَكِ " قَالَ فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِيْ ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيٌّ وَاِنِّيْ خَشِيْتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ ، وَاَنَا عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ إِنْ لاَ يَبْلُغَ إِلَيَّ فِيْ حَاجَتِهِ .

৬০৩. হযরত সাঈদ ইব্‌নুল আ'স (রা) হযরত উসমান (রা) ও হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত কামনা করিলেন। তখন তিনি আয়েশার চাদর পরিয়া আয়েশার বিছানায় শোয়া ছিলেন। তিনি এই অবস্থায় থাকিয়াই আবূ বকরকে (কক্ষে) প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাহার কাজ সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহাকেও অনুমতি প্রদান করিলেন এবং নিজে পূর্বাবস্থায় শায়িতই রহিলেন। তিনি তাঁহার কাজ সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত উসমান (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি তখন উঠিয়া বসিলেন এবং হযরত আয়েশাকে বলিলেন ঃ আয়েশা! তুমি তোমার কাপড়-চোপড়ও একটু গুছাইয়া লও! হযরত উসমান (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমিও আমার কাজ সমাধা করিয়া প্রস্থান করিলাম। তখন আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি লক্ষ্য করিলাম, আবূ বকর ও উমরের আগমনে আপনি ততটুকু সতর্ক হন নাই, যেমন হইয়াছেন উসমানের আগমনে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উসমান হইতেছে অতিশয় লজ্জাশীল প্রকৃতির লোক, আমার আশংকা হইতেছিল যে যদি আমি তাহাকে উক্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকিবার অনুমতি প্রদান করিতাম তবে তিনি তাহার কাজ সমাধা না করিয়াই ফিরিয়া যাইতেন।

٦٠٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ .

৬০৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন, লজ্জাশীলতা যে বস্তুতেই থাকুক তাহা উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আর অশ্লীলতা কোন কিছুতে থাকিলে তাহা উহাকে কদর্য করে।

٦٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ : " دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ .

৬০৫. সালিম তাহার পিতা প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যে তাহার ভাইকে লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধে বুঝাইতেছিল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তাহাকেও তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও, কেননা লজ্জাশীলতা তো ঈমানের অঙ্গস্বরূপ।

٦٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ يُعَاقِبُ اَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ حَتّٰى كَانَ يَقُوْلُ أُضْرِبُكَ فَقَالَ " دَعْهُ ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ .

৬০৬. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যে তাহার ভাইকে লজ্জাশীলতার জন্য ভর্ৎসনা করিতেছিল, এমনকি সে যেন বলিতেছিল

যে, আমি তোকে এজন্য প্রহার করিব। তখন নবী করীম (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ বিশেষ।

٦٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِيْ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَأَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَجِعًا فِيْ بَيْتِيْ ، كَاشِفًا فَخِذَهُ اَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ كَذَالِكَ ، فَتَحَدَّثَ ثُمَّ إِسْتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ كَذٰلِكَ ، ثُمَّ تَحَدَّثَ ثُمَّ إِسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَوّٰى ثِيَابَهُ (قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلاَ أَقُوْلُ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ) فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ - فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ تَهَشَّ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهَشَّ وَلَمْ تُبَالِهِ - ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ ؟ قَالَ " أَلاَ أَسْتَحِيْ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِيْ مِنْهُ الْمَلٰئِكَةُ " .

৬০৭. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমার ঘরে শায়িত ছিলেন। তাঁহার উরু অথবা পায়ের হাঁটুদ্বয় অনাবৃত ছিল। এমন সময় হযরত আবূ বকর (রা) আসিয়া তাঁহার খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর উমর (রা) আসিয়া ভিতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি উক্ত অবস্থায়ই তাঁহাকেও ভিতরে আসার অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনিও তাঁহার আলাপ-আলোচনা সারিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর হযরত উসমান (রা) আসিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তখন নবী করীম (সা) উঠিয়া বসিলেন এবং আপন পরিধেয় বস্ত্র একটু টানিয়া অনাবৃত স্থান আবৃত করিয়া লইলেন। (এই হাদীসের এক পর্যায়ের রাবী মুহাম্মদ বলেন, আমি বলিতেছি না যে, সবই একই দিনের ঘটনা। (অতঃপর হযরত উসমান (রা) আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা সারিয়া তিনিও যখন প্রস্থান করিলেন) হযরত আয়েশা বলেন, তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর (রা) আসিলেন, আপনি একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন না বা তেমন পরওয়া করিলেন না। অতঃপর উমর (রা) আসিলেন, তখনও আপনি একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন না বা তেমন পরওয়া করিলেন না, অতঃপর যখন উসমান (রা) আসিলেন তখন আপনি বসিয়া গেলেন এবং কাপড় ঠিকঠাক করিলেন (ব্যাপার কি)! তখন তিনি ফরমাইলেন, আমি কি এমন ব্যক্তির জন্য লজ্জা ও সংকোচবোধ করিব না, যাহার ব্যাপারে স্বয়ং ফেরেশতাগণ লজ্জাবোধ (সমীহ) করেন?

٢٧٢ - بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحَ

২৭২. অনুচ্ছেদ ঃ সকালে উঠিয়া কি বলিবে?

٦٠٨ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَصْبَحَ قَالَ " اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ

كُلُّهُ لِلّٰهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ـ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ " وَإِذَا أَمْسٰى قَالَ " أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ ـ وَالْحَمْدُ كُلُّهُ لِلّٰهِ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

৬০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) সকালে উঠিয়া বলিতেন ঃ

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ اَلْمُلْكُ لِلّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"আমাদের প্রভাত হইয়াছে এবং শুধু আমাদেরই নহে আল্লাহ্র রাজ্যের সকলেরই প্রভাত হইয়াছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। তাঁহার শরীক বা সমকক্ষ নাই। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই এবং পুনরুত্থিত হইয়া তাঁহারই কাছে যাইতে হইবে। এবং যখন সন্ধ্যা হইত তখন তিনি বলিতেন ঃ

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ـ

"আমাদের সন্ধ্যা হইয়াছে এবং আল্লাহ্র রাজ্যের সকলেরই সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ্র প্রাপ্য। তাঁহার কোন শরীক নাই। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং তাঁহারই কাছে সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

٢٧٣ ـ بَابُ مَنْ دَعَى فِيْ غَيْرِهِ مِنَ الدُّعَاءِ

২৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ অপরকে দু'আয় শামিল করা

٦٠٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : إِخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " انَّ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ، يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اسْحٰقَ بْنِ ابْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ جَاءَنِى الدَّاعِى لأَجَبْتُ ، اذَ جَاءَهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ ﴿ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِى قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ﴾ [١٢ : يوسف : ٥٠] وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى لُوْطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ـ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿لَوْ أَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ﴾ [١١ : هود : ٨٠] مَا إِنْ بَعَثَ اللّٰهُ بَعْدُ مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ فِى ثُرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ " قَالَ مُحَمَّدٌ : اَلثُّرْوَةُ الْكَثْرَةُ وَالْمَنْعَةُ .

৬০৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ করীম ইব্ন করীম ইব্ন করীম ইব্ন করীম হইতেছেন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম খলীলুর রহমান তাবারকা ও তা'আলা। (অন্যভাবে বলিতে গেলে একাধিকক্রমে চার পুরুষ পর্যন্ত; মহান পুরুষ হইতেছেন হযরত

ইউসুফ যাঁহার পিতা ইয়াকুব যাঁহার পিতা ইসহাক যাঁহার পিতা ইব্রাহীম তিনি হইলেন আল্লাহ্র খলীল-বন্ধু। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হযরত ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘকাল কারাগারে অবস্থান করেন ততদিন যদি আমি কারাগারে অবস্থান করিতাম, তারপর লোক আমাকে ডাকিয়া নিতে আসিত; তবে নিশ্চয়ই আমি তাহার ডাকে সাড়া দিতাম। অথচ তাঁহার কাছে যখন দূত আসিল তখন তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিলেন—"যাও তোমার মনিবের কাছে ফিরিয়া যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, যে মহিলারা তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের অবস্থা কি ? (অর্থাৎ তাহারা আমার সম্পর্কে কী বলে ?)" (সূরা ইউসুফ ঃ ৫০)

আর আল্লাহ্র রহমত হউক হযরত লূত (আ)-এর উপর। তিনি একটি শক্ত স্তম্ভের আশ্রয় লওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন যখন তিনি তাঁহার স্বজাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "হায়, যদি আমার কোন ক্ষমতা তোমাদের উপর চলিত অথবা আমি কোন শক্ত স্তম্ভের আশ্রয় লইতে পারিতাম (তবে তাহাই করিতাম, তোমাদিগকে কোন মতেই এই অনাচারে লিপ্ত হইতে দিতাম না)" (সূরা হূদ ঃ ৮৩) আল্লাহ্ তা'আলা লূতের পর আর কোন নবী সেই সম্প্রদায়ে প্রেরণ করেন নাই। তাহার পর আল্লাহ্ পাক মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী বংশ হইতে সে জাতির নবী প্রেরণ করিয়াছেন।

٢٧٤ - بَابُ النَّاخِلَةِ مِنَ الدُّعَاءِ

২৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে দু'আ

٦١٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : كَانَ الرَّبِيْعُ يَأْتِي عَلْقَمَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَاِذَا لَمْ أَكُنْ ثَمَّةَ أَرْسَلُوْا اِلَيَّ ، فَجَاءَ مَرَّةً وَلَسْتُ ثَمَّةَ ، فَلَقِيَنِيْ عَلْقَمَةَ وَقَالَ لِيْ ، اَلَمْ تَرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّبِيْعُ ؟ قَالَ : أَلَمْ تَرَ أَكْثَرَ مَا يَدْعُوَ النَّاسُ ، وَمَا أَقَلَّ إِجَابَتِهِمْ وَذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ وَعَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ الاَّ النَّاخِلَةَ مِنَ الدُّعَاءِ - قُلْتُ : اَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ ؟ قَالَ : وَمَا قَالَ ؟ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : لاَ يَسْمَعُ اللّٰهُ مِنْ مُسْمِعٍ وَلاَ مِرَاءٍ وَلاَ لاَعِبٍ ، اِلاَّ دَاعٍ دَعَا بِثَبْتٍ مِنْ قَلْبِهِ - قَالَ فَذَكَرَ عَلْقَمَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

৬১০. আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ বলেন ঃ রাবী প্রতি জুমাবারে আলকামার মজলিসে উপস্থিত হইতেন। যদি আমি তথায় উপস্থিত না থাকিতাম তবে তাহারা আমার জন্য লোক পাঠাইয়া দিতেন। একবার লোক আসিল। তখন আমি আমার স্বস্থানে ছিলাম না। পরে আলকামা আমার সাথে দেখা করিলেন এবং আমাকে বলিলেন ঃ রাবী কি কথা নিয়া আসিয়াছেন তাহা শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন ঃ দেখিয়াছেন লোকে কত বেশি দু'আ করিয়া থাকে, অথচ কত কম কবূল হয় ? ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে নিঃসৃত দু'আ ছাড়া কবূল করেন না। আমি বলিলাম ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ও কি উহাই বলেন নাই ?

বলিলেন, তিনি কি বলিয়াছেন? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ এমন লোকের দু'আ কবূল করেন না, যে লোককে শুনাইবার বা দেখাইবার নিমিত্ত বা অভিনয়ের ভঙ্গিতে দু'আ করে।

٢٧٥ - بَابُ لِيَعْزِمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ

২৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ পরম আগ্রহভরে ও দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা, আল্লাহ্ কিছু করিতে বাধ্য নহেন

٦١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اذَا دَعٰى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُوْلُ : إِنْ شِئْتَ وَلَيَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ ، وَلَيَعْزِمُ الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ .

৬১১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কেহ যখন দু'আ করে তখন যেন এরূপ না হয় যে, যদি তুমি চাও তবে আমার অমুক দু'আ কবূল কর বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে এবং পরম আগ্রহভরে দু'আ করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কিছু দান করা বড় বিষয় নয়।

٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِى الدُّعَاءِ - وَلاَ يَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِىْ ، فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ .

৬১২. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কেহ দু'আ করে তখন যেন দৃঢ়তার সাথে করে এবং এরূপ যেন না বলে যে, প্রভু, যদি তুমি চাও, তবে আমাকে (অমুক বস্তু) দান কর, কেননা আল্লাহ্র উপর কাহারো জোর চলে না।

٢٧٦ - بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِىْ فِى الدُّعَاءِ

২৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর সময় হাত উঠানো

٦١٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٌ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ عَنْ أَبِىْ نُعَيْمٍ - وَهُوَ وَهْبٌ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَدْعُوَانِ ، يُدَبِّرَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ .

৬১৩. হযরত ওয়াহাব বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইব্ন উমর এবং হযরত ইব্ন যুবাইর (রা)-কে দু'আ করিয়া মুখমণ্ডলে হস্তদ্বয় ফিরাইতে দেখিয়াছি।

٦١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ، زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا - أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَدْعُوْ

رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُوْلُ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَلاَ تُعَاقِبْنِى ، أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ ، فَلاَ تُعَاقِبْنِى فِيْهِ .

৬১৪. হযরত ইকরামা বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাত তুলিয়া দু'আ করিতে দেখিয়াছেন। সেই মুনাজাতে তিনি এরূপ দু'আ করিতেছিলেন ঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَلاَ تُعَاقِبْنِى ، أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ ، أَوْ شَتَمْتُهُ ، فَلاَ تُعَاقِبْنِى فِيْهِ .

"প্রভু, আমি তো মানুষই, মানব সুলভ দুর্বলতাবশত আমি যদি তোমার কোন মু'মিন বান্দাকে কোন রূপ কষ্ট দিয়া থাকি বা গালি দিয়া থাকি তবে এজন্য তুমি আমাকে শাস্তি দিও না।

٦١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ - فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ " اَللّٰهُمَّ ! اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ " .

৬১৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, দাওস গোত্রের তুফায়েল ইব্‌ন আম্‌র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দাওস অবাধ্যতা ও আল্লাহ্‌র দীনকে অস্বীকার করার পথ বাছিয়া লইয়াছে। সুতরাং তাহাদের প্রতি আপনি বদ্ দু'আ করুন। নবী (সা) তখন কিবলামুখী হইয়া দু'আ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় উত্থিত করিলেন। লোকের ধারণা হইল যে, নবী (সা) বুঝি তাহাদের প্রতি বদদু'আ করিবেন। তিনি তখন তাঁহার দু'আতে বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং তাহাদিগকে আমার কাছে আনিয়া দিন।

٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا - فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَحَطَ الْمَطَرُ ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا يُرٰى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، يَسْتَسْقِى اللّٰهَ ، فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتّٰى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيْبَ الدَّارِ الرُّجُوْعُ إِلٰى أَهْلِهِ - فَدَامَتْ جُمُعَةً - فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِى تَلِيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ!

تَهَدَمَتِ الْبُيُوْتُ وَأُخْتُبِسَ الرُّكْبَانُ ، فَتَبَسَّمَ لِسُرْعَةِ مَلاَلَةِ ابْنِ أُدَمُ وَقَالَ بِيَدِهِ " اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا " فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ .

৬১৬. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, এক বৎসর অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মুসলমানদের মধ্য হইতে কেহ কেহ এক জুমু'আর দিন নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনাবৃষ্টি দেখা দিয়াছে, ভূমি আর্দ্রতা শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, ধনসম্পদ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বে উঠাইলেন। সে সময় আকাশে মেঘের কোন লক্ষণ ছিল না। তিনি তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় এমনিভাবে উঠাইয়া ধরিলেন যে, আমি তাঁহার বগলদ্বয়ের শুভ্র অংশ পর্যন্ত দেখিতে পাইলাম। তিনি আল্লাহ্র দরবারে বৃষ্টি প্রার্থনা করিলেন। আমরা নামায পড়িয়া সারিতে না সারিতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি হইল যে, পার্শ্ববর্তী বাড়িসমূহের যুবকদেরও ঘরে ফিরিবার চিন্তা দেখা দিল। পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত অবিরতভাবে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরিল। যখন পরবর্তী জুমু'আ উপস্থিত হইল তখন লোকজন পুনরায় বলিতে লাগিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (বৃষ্টির দরুণ) ঘরবাড়ি ধসিয়া পড়িল, কাফেলা চলাচল বন্ধ হইয়া জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল।

লোকেরা এই একটুতেই বিরক্ত হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া নবী করীম (সা) মৃদুহাস্য করিলেন এবং হাত উঠাইয়া বলিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا "প্রভু, আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর আর না।" ইহাতে মদীনার আকাশ পুনরায় নির্মল মেঘমুক্ত হইয়া গেল।

٦١٧ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ سَمَّاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوْا رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَلاَ تُعَاقِبْنِيْ ، اَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ فَلاَ تُعَاقِبْنِيْ فِيْهِ .

৬১৭. (৬১০ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি, সনদের যৎসামান্য তারতম্য সহকারে)

٦١٨ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَافُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ لَكَ فِيْ حِصْنٍ وَمَنْعَةٍ ؟ حِصْنَ دَوْسٍ - قَالَ فَأَبٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَا ذَخَرَ اللّٰهُ لِلْأَنْصَارِ - فَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَمَرِضَ الرَّجُلُ فَضَجَرَ (أَوْ كَلِمَةً شَبِيْهَةً بِهَا) فَحَبَا إِلَى قَرْنٍ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَقَطَعَ وَدْجَيْهِ فَمَاتَ - فَرَاٰهُ الطُّفَيْلُ فِي الْمَنَامِ قَالَ : مَا فَعَلَ بِكَ ؟ قَالَ : غَفَرَلِيْ بِهِجْرَتِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا شَأْنُ يَدَيْكَ ؟ قَالَ فَقِيْلَ : اَنَا لاَنُصْلِحُ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ يَدَيْكَ ، قَالَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ " اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ " وَرَفَعَ يَدَيْهِ .

৬১৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একদা তুফায়েল ইব্ন আম্র নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কি দুর্গ বা প্রতিরক্ষার প্রয়োজন আছে ? দাওস গোত্রের কিল্লা এই উদ্দেশ্যে আপনি ব্যবহার করিতে পারেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের জন্যই [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত] সাওয়াবের ভাণ্ডার সংরক্ষিত রাখিয়াছেন দিয়াছিলেন। অতঃপর তুফায়েল হিজরত করিয়া আসিলেন। তাঁহার সাথে তাঁহার সমগোত্রীয় অপর এক ব্যক্তি আসিলেন। তাঁহার সঙ্গী সেই অপর ব্যক্তিটি রোগাক্রান্ত হইল এবং রোগ যাতনায় সে অধীর হইয়া উঠিল এবং সে শিং-এর মধ্য হইতে তীরের তীক্ষ্ণ একটি ফলা লইল এবং উহা দ্বারা সে তাহার রগ কাটিয়া দিল এবং ইহাতে তাহার মৃত্যু হইল। তোফায়ল তাহাকে স্বপ্নে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাথে মৃত্যুর পর কী আচরণ করা হইল ? সে বলিল ঃ নবীর সকাশে হিজরত করার দরুন আমাকে মার্জনা করা হইয়াছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দুই হাতের অবস্থা কি? রাবী বলেন তাহাকে বল হইল নিজের হাতে যাহা নষ্ট করিয়াছ তাহার সংস্কার করা হইবে না। তোফায়ল তাহা নবী করীম (সা)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। তখন নবী করীম (সা) দু'আ করিয়া বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্! তাহার হস্তদ্বয়কে মাফ করিয়া দিন। এ সময়ে তিনি তাঁহার পবিত্র হস্তদ্বয় উঠাইলেন।

٦١٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ " .

৬১৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইভাবে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় চাই অলসতা হইতে, আমি তোমার আশ্রয় চাই ভীরুতা হইতে, আমি তোমার আশ্রয় চাই বার্ধক্যের কষ্ট হইতে, আমি তোমার আশ্রয় চাই কৃপণতা হইতে।

٦٢٠ - حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ - وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ .

৬২০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ আমি আমার বান্দার জন্য সেইরূপ যেরূপ সে আমার সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে এবং আমি তাহার পাশেই থাকি যখন সে আমার কাছে দু'আ করে।

٢٧٧ - بَابُ سَيِّدِ الْاِسْتِغْفَارِ

২৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার-গুনাহ্ মাফের সেরা দু'আ

٦٢١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

" سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلٰهَ الاَّ اَنْتَ ، خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوْلَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْلَكَ بِذَنْبِيْ ، فَاغْفِرْلِيْ ، فَانَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ـ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ـ إِذَا قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ (أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) وَإِذَا قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهٖ ..... مِثْلُهُ .

৬২১. হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা গুনাহ্ মাফির শ্রেষ্ঠ দু'আ হইতেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ ، خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْلَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْ بِذَنْبِيْ ، فَاغْفِرْلِيْ ، فَانَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ـ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ .

"প্রভু, তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং আমি তোমারই বান্দা—দাসানুদাস। আমি তোমার সাথে কালেমার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কৃত (দাসত্ব ও আনুগত্য করার) অঙ্গীকারের উপর আমার সাধ্যানুসারে অটল আছি। আমাকে প্রদত্ত তোমার নিয়ামতের কথা আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি এবং স্বীকৃত পাপের কথাও অকুণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। সুতরাং আমাকে মার্জনা কর; কেননা, তুমি ছাড়া যে গুনাহ মার্জনা করার আর কেহ নাই। আমার স্বীকৃত (পাপের) অনিষ্ট হইতে আমি তোমারই দরবারে আশ্রয় চাহিতেছি"।

যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এইরূপ বলিবে এবং (ঐ রাত্রে) ইন্তিকাল করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে (অথবা সে বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে) এবং যদি সকালে বলে এবং ঐ দিন ইন্তিকাল করে—তবে সেও অনুরূপভাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে বা বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

٦٢٢ ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ ابْنِ سُوْقَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّ فِي الْمَجْلِسِ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ انَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ " مِائَةَ مَرَّةً .

৬২২. হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমরা গণনা করিতাম নবী করীম (সা) এক মজলিসে একশতবার বলিতেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ انَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

"প্রভু, আমাকে মার্জনা কর এবং আমার তাওবা কবূল কর, কেননা তুমিই তাওবা গ্রহণ করার মালিক অতি দয়ালু।"

٦٢٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ الضُّحٰى ثُمَّ قَالَ " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَىَّ ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ " حَتّٰى قَالَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ اَعْثِرْ عَلَيْهِ .

৬২৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাশতের নামায পড়িলেন অতঃপর বলিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَىَّ ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

"হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তাওবা কবূল কর, নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।" এমন কি তিনি উহা একশত বার বলিলেন।

٦٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بَرِيْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ بَشِيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِيْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ أَنْ يَّقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْلَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْلَكَ بِذَنْبِيْ ، فَاغْفِرْلِيْ ، فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ " قَالَ " مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُّمْسِيَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ " .

৬২৪. হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা গুনাহ্ মাফির সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ হইল ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ ، خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْلَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْلَكَ بِذَنْبِيْ ، فَاغْفِرْلِيْ ، فَاِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ .

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উহা দিনের কোন অংশে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এরূপ বলিবে এবং ঐদিনই সন্ধ্যার পূর্বে ইন্তিকাল করিবে সে বেহেশতবাসী হইবে। যে ব্যক্তি রাত্রির কোন অংশে এরূপ বলিবে এবং প্রত্যুষের পূর্বে ইন্তিকাল করিবে সে বেহেশতবাসী হইবে।

٦٢٥ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ ، سَمِعْتُ الْاَغَرَّ (رَجُلٌ مِنْ جُهَنِيَةَ) يُحَدِّثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : " تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ - فَاِنِّىْ أَتُوْبُ اِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةً " .

৬২৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আল্লাহ্র দরবারে তাওবা কর। আমি দৈনিক একশত বার আল্লাহ্র দরবারে তাওবা করিয়া থাকি।

٦٢٦ ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُس قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ : مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ " سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ " رَفَعَهُ بْنُ أَبِىْ أُنَيْسَةَ وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ .

৬২৬. হযরত কা'ব ইব্ন আজরা (রা) বলেন, নামাযের পর পঠিতব্য কয়েকটি কালেমা যেগুলির পাঠক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তাহা হইল একশত বার বলা ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ .

“পবিত্রতা আল্লাহ্রই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।” সাহাবী আবূ উনায়সা ও আম্র ইব্ন কায়স স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

٢٧٨ ـ بَابُ دُعَاءِ الْأَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

২৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ অনুপস্থিতিতে ভাইয়ের জন্য দু'আ

٦٢٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ يَزِيْدَ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " أَسْرَعُ الدُّعَاءِ اِجَابَةً دُعَاءُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ .

৬২৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপর অনুপস্থিত ব্যক্তির দু'আ সবচাইতে তাড়াতাড়ি কবূল হইয়া থাকে।

٦٢٨ ـ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِى شُرَحْبِيْلُ بْنُ شَرِيْكِ الْمُعَافِرِىُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الصَّنَابِحِىَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِنَّ دَعْوَةَ الْأَخِ فِى اللّٰهِ تُسْتَجَابُ .

৬২৮. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বন্ধনের ভাইয়ের দু'আ কবুল হইয়া থাকে।

٦٢٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ أَبِىْ غَنِيَّةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِىْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ بِنْتُ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَيْهِمُ الشَّامَ ، فَوَجَدْتُ أُمُّ

الدَّرْدَاءِ فِى الْبَيْتِ وَلَمْ أَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ ـ قَالَتْ أَتُرِيْدُ الْحَجَّ الْعَامِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا بِخَيْرٍ ، فَانَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : إِنَّ دَعْوَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ اٰمِيْنَ ـ وَلَكَ بِمِثْلٍ " قَالَ فَلَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِى السُّوْقِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، يَأْثُرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৬২৯. হযরত আবুদ্‌দারদার জামাতা দারদার স্বামী হযরত সাফ্ওয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একবার আমি শামদেশে (সিরিয়ায়) অবস্থিত আমার শ্বশুরালয়ে গেলাম। সেখানে গিয়া দারদার মাতাকে (আমার শাশুড়ীকে) ঘরে পাইলাম, দারদার পিতাকে ঘরে পাইলাম না। তিনি বলিলেন, তুমি কি এই বৎসর হজ্জ করিতে মনস্থ করিয়াছ ? আমি বলিলাম, জী হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন ঃ আমাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিও। কেননা নবী করীম (সা) প্রায়ই বলিতেন ঃ অনুপস্থিত কোন ভাইয়ের জন্য মুসলমানের দু'আ আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইয়া থাকে। তাহার মাথার উপরে একজন ফেরেশ্‌তা মোতায়েন থাকেন। যখনই সে তাহার কোন ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দু'আ করে, তখন উক্ত ফেরেশ্‌তা বলেন ঃ আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ মঙ্গল হউক। সাফওয়ান বলেন, অতঃপর বাজারে আমি আবূ দারদার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনিও অনুরূপ বলিলেন এবং উহা নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া বলিলেন।

٦٣٠ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ وَشِهَابٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَجُلٌ " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِمُحَمَّدٍ وَحْدَنَا ـ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيْرٍ .

৬৩০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِمُحَمَّدٍ وَحْدَنَا .

"প্রভু, কেবল আমাকে ও মুহাম্মদ (সা)-কে ক্ষমা কর।" এতদশ্রবণে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তুমি অনেক লোককেই উহা হইতে বঞ্চিত করিলে ? (অর্থাৎ এমনটি দু'আ করা উচিত নহে।)

٦٣١ ـ حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَعْلىٰ ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْمَجْلِسِ مِائَةَ مَرَّةٍ " رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ إِنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

৬৩১. হযরত ইব্‌ন উমর বলেন, নবী করীম (সা) একটি মজলিসে একশত বার আল্লাহ্‌র দরবারে এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ إِنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

“প্রভু, আমাকে মার্জনা কর, আমার তাওবা কবূল কর, আমাকে দয়া কর, কেননা তুমিই তাওবা কবূলকারী অতি দয়ালু।”

٢٧٩ - بَابُ

২৭৯. অনুচ্ছেদ

٦٣٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيْشَ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ، عَنْ ابْنِ اسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنِّى لأَدْعُوْ فِى كُلِّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِىْ حَتّٰى اَنْ يَّفْسَحَ اللّٰهُ فِى مَشْىِ دَابَّتِىْ حَتّٰى أَرٰى مِنْ ذٰلِكَ مَا يَسُرُّنِىْ .

৬৩২. হযরত নাফি‘ বলেন, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি তো আমার প্রত্যেক ব্যাপারেই দু‘আ করিয়া থাকি, এমন কি আমার বাহন জন্তুকে দ্রুত গতিসম্পন্ন করিয়া দেওয়ার জন্য আমি দু‘আ করিয়া থাকি। ইহার যে ফল আমি প্রত্যক্ষ করি তাহাতে আমার আনন্দই হয়।

٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُهَاجِرُ أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنَ الْأَوْدِىِّ ، عَنْ عُمَرَ - أَنَّهُ كَانَ فِيْمَا يَدْعُوْا : اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنِىْ مَعَ الْأَبْرَارِ ، وَلاَ تُخْلِفْنِىْ فِى الْأَشْرَارِ ، وَأَلْحِقْنِىْ بِالْاَخْيَارِ

৬৩৩. আম্‌র ইব্‌ন মাইমুন আল-আওদী বলেন, হযরত উমর (রা)-এর দু‘আসমূহের মধ্যে একটি দু‘আ ছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنِىْ مَعَ الْأَبْرَارِ ، وَلاَ تُخْلِفْنِىْ فِى الْأَشْرَارِ ، وَأَلْحِقْنِىْ بِالْاَخْيَارِ .

“প্রভু, সৎকর্মশীলদের সাথে আমাকে মৃত্যু দান কর, অসৎদের মধ্যে আমাকে ছাড়িয়া দিও না এবং উত্তম লোকদের সাথে আমার মিলন ঘটাও।”

٦٣٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا شَقِيْقُ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُكْثِرُ ، أَنْ يَّدْعُوَ بِهٰؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ : رَبَّنَا أَصْلِحْ بَيْنَنَا ، وَاهْدِنَا سُبُلَ الْاِسْلاَمِ ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ، وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِىْ أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ ، مُثْنِيْنَ بِهَا ، قَائِلِيْنَ وَاَتْمِمْهَا عَلَيْنَا .

৬৩৪. হযরত শাকীক বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ প্রায়ই এরূপ দু‘আ করিতেনঃ

رَبَّنَا أَصْلِحْ بَيْنَنَا ، وَاهْدِنَا سُبُلَ الْاِسْلاَمِ ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ، وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِىْ أَسْمَاعِنَا

وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا ، قَائِلِيْنَ بِهَا وَاَتْمِمْهَا عَلَيْنَا .

"প্রভু, আমাদের মধ্যে সদ্ভাব বর্তমান রাখ। আমাদিগকে ইসলামের পথে পরিচালিত কর। আমাদিগকে অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি দিয়া আলোর পথে ধাবিত কর। বাহ্যিক ও গোপনীয় সর্বাধিক অশ্লীলতা হইতে আমাদিগকে মুক্ত রাখ। আমাদের শ্রবণেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয়রাজি অন্তরসমূহ এবং আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে বরকত দান কর। আমাদের তাওবা কবূল কর। কেননা তুমিই তাওবা কবূলকারী। অতি দয়ালু। আমাদিগকে তোমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ, উহার প্রশংসাকারী ও স্বীকারোক্তিকারী বানাইয়া লও এবং উহা আমাদের জন্য পূর্ণ করিয়া দাও।"

٦٣٥ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ اَنَسٌ إِذَا دَعَا لِاَخِيْهِ يَقُوْلُ : جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ قَوْمٍ أَبْرَارٍ ، لَيْسُوْا بِظَلَمَةٍ وَلَا فُجَّارٍ ، يَقُوْمُوْنَ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ .

৬৩৫. সাবিত বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা) যখন তাঁহার কোন ভাইয়ের জন্য দু'আ করিতেন তখন বলিতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইহার প্রতি সজ্জনদের দু'আ বর্ষণ করুন যাহারা যালিম বা অনাচারী নহেন, যাহারা রাত্রিকাল ইবাদত বন্দেগীতে এবং দিনের বেলা রোযা দ্বারা অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمعِيْلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ يَقُوْلُ : ذَهَبَتْ بِى أُمِّىْ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِى وَدَعَا لِىْ بِالرِّزْقِ -

৬৩৬. হযরত আম্‌র ইব্‌ন হুরায়স (রা) বলেন, আমার মা আমাকে নিয়া নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেন এবং আমার রিযকের (জীবিকার) জন্য দু'আ করেন।

٦٣٧ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّوْمِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قِيْلَ لَهُ : إِنَّ إِخْوَانَكَ إِتَوْكَ مِنَ الْبَصْرَةِ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِالزَّاوِيَةِ - لِتَدْعُوْ اللّٰهَ لَهُمْ - قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا ، وَاٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ - فَاسْتَزَادُوْهُ فَقَالَ مِثْلَهَا - فَقَالَ : إِنْ أُوْتِيْتُمْ هٰذَا ، فَقَدْ أُوْتِيْتُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

৬৩৭. আম্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রূমী (র) বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিককে তাঁহার খানকায় অবস্থানকালে বলা হইল যে, আপনার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন। তিনি এইভাবে দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا ، وَاٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে প্রভু! আমাদিগকে মার্জনা করুন, আমাদের প্রতি সদয় হউন, আমাদিগকে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করুন এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা করুন।" বলা হইল, আরো দু'আ করুন। তখন তিনি উহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদিগকে যদি ঐগুলি দান করা হয় তবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমূহ কল্যাণই তোমরা লাভ করিবে।

٦٣٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ رَبِيْعَةَ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ غُصْنًا فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ـ ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ قَالَ : " إِنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَنْفُضْنَ الْخَطَايَا ، كَمَا تُنَفِّضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا " .

৬৩৮. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) একটি গাছের ডাল ধরিয়া নাড়া দিলেন কিন্তু তাহাতে পাতা ঝরিল না। অতঃপর তিনি পুনরায় উহা ধরিয়া নাড়া দিলেন কিন্তু তাহাতেও উহার পাতা ঝরিল না। অতঃপর পুনরায় উহা ধরিয়া নাড়া দিলেন কিন্তু তাহাতেও উহার পাতা ঝরিল না। তখন তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। গুনাহ রাশিকে এরূপভাবে ঝরাইয়া দেয় যেমন গাছ তাহার পাতাসমূহকে (শরৎকালে) ঝরাইয়া দেয়।

٦٣٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ : اَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُوْ إِلَيْهِ الْحَاجَةَ اَوْ بَعْضَ الْحَاجَةِ فَقَالَ أَلاَ أُدُلُّكَ عَلٰى خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكَ؟ تُهَلِّلِيْنَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ عِنْدَ مَنَامِكَ ، وَتُسَبِّحِيْنَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتَحْمَدِيْنَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا " .

৬৩৯. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা জনৈকা মহিলা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে নিজ অভাবের কথা ব্যক্ত করিল। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে উহার চাইতে উত্তম বস্তু শিক্ষা দিব না ? শয়ন করিবার সময় তুমি ৩৩ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল-হামদুলিল্লাহ্ বলিবে। এই ১০০ বার দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর চাইতে উত্তম।

٦٤٠ ـ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ هَلَّلَ مِائَةً ، وَسَبَّحَ مِائَةً ، وَكَبَّرَ مِائَةً ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَشَرِ رِقَابٍ يَعْتِقُهَا سَبْعُ بَدْنَاتٍ يَنْحَرُهَا .

৬৪০. নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি একশত বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, একশত বার সুবহানাল্লাহ ও একশত বার আল্লাহু আকবার বলিবে, তাহার জন্য উহা দশটি গোলাম আযাদ করা এবং ৭টি উটনী কুরবানী করার চাইতে উত্তম।

٦٤١ - فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، أَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ " سَلِ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ " ثُمَّ اَتَاهُ الْغَدَ فَقَالَ : يَا نَبِىَّ اللّٰهِ أَىُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ " سَلِ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - ثُمَّ اَتَاهُ الْغَدَ فَقَالَ : يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ! أَىُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ " سَلِ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - فَاِذَا أُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، فَقَدْ اَفْلَحْتَ " .

৬৪১. অতঃপর এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া প্রশ্ন করিল—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ দু'আ সর্বোত্তম ? বলিলেন ঃ তুমি আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যদি তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রাপ্ত হও তবে ইহা হইবে তোমার জন্য সাফল্য। এভাবে সে ব্যক্তি পরবর্তী দুই আসিয়া একই বিষয়ে নবী (সা) জিজ্ঞাসা করিল। তিনি একই উত্তর দিলেন।

٦٤٢ - حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْجِرِىِّ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْغَنَوِىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ -

৬৪২. হযরত আবূ যার (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম বাণী হইতেছে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ -

"আল্লাহ্ চির পবিত্র, তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁহারই এবং প্রশংসাও একমাত্র তাঁহারই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ ছাড়া কোন গতি বা শক্তি নাই। আল্লাহ্ মহাপবিত্র ও সকল প্রশংসা তাঁহারই।"

٦٤٣ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنِ الْجَرِيْرِىِّ ، عَنْ جَبْرِ بْنِ حَبِيْبٍ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ اِبْنَةِ أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّىْ - وَلَهُ حَاجَةٌ فَاَبْطَأْتُ عَلَيْهِ - قَالَ " يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِجُمَلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ " فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُمَلُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعُهُ ؟ قَالَ " قُوْلِىْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ ، عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ - وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا

عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَاَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَسْئَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهٖ مُحَمَّدٌ وَاَعُوْذُبِكَ مِمَّا تَعَوَّذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَمَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا .

৬৪৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমার নামাযে রত থাকা অবস্থায় নবী করীম (সা) আমার ঘরে তাশরীফ আনিলেন। তাঁহার কি একটা কাজ ছিল। নামাযে আমার কিছু বিলম্ব হইল। তিনি বলিলেন ঃ আয়েশা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থক দু'আ করিবে। নামায শেষ করিয়া আমি বলিলাম, সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থক দু'আ কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন তুমি বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ ، عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَلَمْ اَعْلَمْ وَاَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَسْئَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهٖ مُحَمَّدٌ وَاَعُوْذُبِكَ مِمَّا تَعَوَّذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَمَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا ـ

"হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে অগৌণে লভ্য, গৌণে লভ্য, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সর্বাধিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমার দরবারে বেহেশত এবং যে কথা ও কাজ বেহেশতের নিকটবর্তী করিয়া দেয় উহা প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমার নিকট দোযখ হইতে এবং যে কথা ও কাজ দোযখের নিকটবর্তী করে উহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যেই সব বস্তুর প্রার্থনা স্বয়ং মুহাম্মদ (সা) তোমার নিকট করিয়াছেন আমিও তোমার নিকট উহা প্রার্থনা করিতেছি। হযরত মুহাম্মদ (সা) যেই সব বস্তু হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন সেই সব বস্তু হইতে আমিও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমার ব্যাপারে তুমি যে ফয়সালাই কর পরিণামে উহাকে হিদায়াতধন্য ও মঙ্গলময় কর।

٢٨٠ـ بَابُ الصَّلٰوةِ النَّبِىِّ ﷺ

২৮০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ

٦٤٤ـ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِىْ اِبْنُ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجٍ أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَه صَدَقَةٌ ، فَلْيَقُلْ فِىْ دُعَائِهٖ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ـ فَاِنَّهَا لَهٗ زَكَاةٌ .

৬৪৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে মুসলমানের নিকট সাদাকা করার মত কিছু নাই সে যেন দু'আ করার সময় বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ـ

"হে আল্লাহ্! তুমি তোমার বান্দাও রাসূল মুহাম্মদের প্রতি রহম কর এবং পরুষ-নারী সকল মু'মিন ও মুসলিমের প্রতি রহম কর। কেননা, উহাই তাহার যাকাত স্বরূপ।[১]

٦٤٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ إِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ إِبْرَاهِيْمَ شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ ، وَشَفَعْتُ لَهُ .

৬৪৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى وَاٰلِ إِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى وَاٰلِ إِبْرَاهِيْمَ .

কিয়ামতের দিন আমি তাহার পক্ষে সাক্ষী দান করিব এবং তাহার জন্য শাফা'আত (সুপারিশ) করিব।[২]

٦٤٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَسًا وَمَالِكَ بْنَ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَتَبَرَّزُ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَتْبَعُهُ ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَاتَّبَعَهُ بِفَخَّارَةٍ اَوْ مِطْهَرَةٍ فَوَجَدَهُ سَاجِدًا فِىْ مَسْرَبٍ فَتَنَحّٰى فَجَلَسَ وَرَاءَهُ

১. এখানে নবী করীম (সা) ও মু'মিন মুসলমান নরনারীর প্রতি সালাত বর্ষণের দু'আ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত মানে দরূদ এবং মু'মিনদের প্রতি সালাত আল্লাহ্র রহমত বা আশীর্বাদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২. সংক্ষেপে এই দরূদের অর্থে হইতেছে ঃ "হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনের প্রতি দরূদ বর্ষণ করুন, তাঁহাদের মধ্যে বরকত দান করুন এবং তাঁহাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। যেমনটি দরূদ, বরকত ও রহমত ইব্রাহীম (আ) তদীয় পরিবার-পরিজনের প্রতি করিয়াছিলেন। নবীজী (সা)-এর শাফা'আত পাইতে হইলে ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করিতে হইবে।

حَتَّى رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ " أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِيْنَ وَجَدْتَّنِيْ سَاجِدًا فَتَنَحَّيْتُ عَنِّيْ ، إِنَّ جِبْرِيْلَ جَاءَنِيْ فَقَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَرَفَعَ لَهُ عَشَرَ دَرَجَاتٍ .

৬৪৬. হযরত আনাস এবং হযরত মালিক ইব্‌ন আওস (রা) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (সা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়া মাঠের দিকে বাহির হইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সাথে যাইবার মত কাহাকেও পাইলেন না। তখন উমর (রা) কুলুখের ঢিলা বা পানির পাত্র নিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। এই সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নবী করীম (সা) তখন একটি চারা ক্ষেত্রে সিজ্‌দারত অবস্থায় রহিয়াছেন। তিনি তখন একপাশে সরিয়া তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মাথা তুলিলেন এবং বলিলেন, আমাকে সিজ্‌দায় দেখিয়া একপাশে সরিয়া গিয়া তুমি ভালই করিয়াছ উমর। এইমাত্র জিবরাঈল (আ) আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন, "যে ব্যক্তি একবার আপনার প্রতি দরূদ পড়িবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করিবেন এবং তাহার দশটি দরজা আল্লাহ্‌ তা'আলা বৃদ্ধি করিবেন।"

٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحٰقَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : " قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ .

৬৪৭. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া বলেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়িবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন এবং তাহার দশটি গুনাহ মোচন করেন"।[১]

٢٨١ - بَابُ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

২৮১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও যে দরূদ পড়ে না

٦٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغِ ، عَنْ عِصَامِ بْنِ زَيْدٍ (وَأَثْنَى عَلَيْهِ ابْنُ شَيْبَةَ خَيْرًا) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَقِيَ الْمِنْبَرَ ، فَلَمَّا رَقِيَ الدَّرَجَةَ الْأُوْلٰى قَالَ "آمِيْنَ" ثُمَّ رَقِيَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ "آمِيْنَ" ثُمَّ رَقِيَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ "آمِيْنَ" فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ "آمِيْنَ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالَ " لَمَّا رَقِيْتُ الدَّرَجَةَ الْأُوْلٰى جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ ﷺ فَقَالَ : شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ

১. প্রায় ত্রিশ ধরনের দরূদের পাঠ হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নামাযের যে দরূদ পড়া হয় উহা সর্বোত্তম।

يَغْفِرلَهُ فَقُلْتُ : اٰمِيْنَ ثُمَّ قَالَ : شَقِىَ عَبْد أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلاَهُ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ : اٰمِيْنَ ثُمَّ قَالَ : شَقِىَ عَبْدٌ ذُكِرْتَ عِنْدَه وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ - فَقُلْتُ : اٰمِيْنَ -

৬৪৮. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) মিম্বরে আরোহণ করিলেন। যখন প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করিলেন, তখন বলিলেন ঃ আমীন। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করিলেন তখন বলিলেন ঃ আমীন ! অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করিলেন এবং বলিলেন ঃ আমীন ! তখন সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আজ আমরা আপনাকে তিনবার 'আমীন' বলিতে শুনিলাম ইহার অর্থ কি ? তিনি বলিলেন ঃ যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করিলাম তখন জিব্‌রাঈল (আ) আসিলেন এবং বলিলেন ঃ দুর্ভাগ্য হউক সেই ব্যক্তির যে রমযান পাইল এবং উহা অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার মাগফিরাত হয় নাই। আমি বলিলাম ঃ আমীন ! অতঃপর তিনি বলিলেন দুর্ভাগ্য হউক সেই ব্যক্তির যে তাহার পিতামাতা উভয়কে অথবা তাঁহাদের যে কোন একজনকে পাইল, অথচ তাহারা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইল না। আমি বলিলাম ঃ আমীন ! অতঃপর বলিলেন, দুর্ভাগ্য হউক সেই ব্যক্তির যাহার সম্মুখে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল অথচ সেই ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পড়িল না। আমি বলিলাম ঃ আমীন।

٦٤٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ الْعَلاَءُ بْنُ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا .

৬৪৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।

٦٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ حَازِمٍ ، عَنْ كَثِيْرٍ ، يَرْوِيْهِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ " اٰمِيْنَ - اٰمِيْنَ - اٰمِيْنَ " قِيْلَ لَه : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هٰذَا - فَقَالَ " قَالَ لِىْ جِبْرِيْلُ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ - أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ - قُلْتُ : اٰمِيْنَ - ثُمَّ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَرلَهُ ، فَقُلْتُ : اٰمِيْنَ - ثُمَّ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ : اٰمِيْنَ " -

৬৫০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং বলিলেন আমীন! আমীন!! আমীন!!! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি ইহা কি করিলেন ? জবাবে বলিলেন ঃ ধুলায় ধূসরিত হউক তাহার নাক যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা দুই জনকে বা তাঁহাদের কোন একজনকে পাইল অথচ তাহারা তাহার বেহেশতে প্রবেশের কারণ হইল না! আমি বলিলাম ঃ

আমীন (অর্থাৎ তাহাই হউক)। অতঃপর (দ্বিতীয়বার) তিনি বলিলেন ঃ ধুলায় ধূসরিত হউক তাহার নাক যে রমযান মাস পাইল অথচ তাহার মাগফিরাত হইল না, আমি বলিলাম ঃ আমীন! অতঃপর জিব্‌রাঈল পুনরায় বলিলেন, ধূলায় ধূসরিত হউক তাহার নাক যাহার সম্মুখে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পড়িল না। তখনও আমি বলিলাম ঃ আমীন।

٦٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى آلِ طَلْحَةَ قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا أَبَا رُشْدِيْنَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ضَرَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا - وَكَانَ إِسْمُهَا بَرَّةَ - فَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ اسْمَهَا ، فَسَمَّاهَا جُوَيْرِيَةَ ، فَخَرَجَ وَكَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ وَاسْمُهَا بَرَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا تَعَالَى النَّهَارُ ، وَهِيَ فِيْ مَجْلِسِهَا - فَقَالَ : مَا زِلْتِ فِيْ مَجْلِسِكِ ؟ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وُزِنَتْ بِكَلِمَاتِكِ وَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ (أَوْ مَدَدَ) كَلِمَاتِهِ " .

(...) - قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَةَ (وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ جُوَيْرِيَةَ إِلاَّ مَرَّةً) .

৬৫১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত জুওয়াইরিয়ার (নবী পত্নী) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম (সা) তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার নাম পূর্বে ছিল বার্রা। নবী করীম (সা) তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া রাখেন জুওয়াইরিয়া। তিনি তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইবার সময় একথা তাঁহার মনঃপূত হইল না যে, তিনি তাঁহার ঘরে পুনরায় আসিয়া প্রবেশ করিবেন। অথচ তাঁহার নাম ঐ বার্রাই থাকিবে (তাই তিনি এই নতুন নামকরণ করিলেন)-অতঃপর বেলা উঠিলে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন অথচ হযরত জুওয়াইরিয়া তখনো তেমনি ঠাঁয় বসিয়াই ছিলেন। তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি সেই যে বসিয়াছিলে তেমনি একনাগাড়ে বসিয়াই রহিয়াছ ? তোমার এখান হইতে যাওয়ার পর আমি চারটি কালিমা (কথা) তিনবার বলিয়াছি, যদি তোমার সমূহ কথার (অর্থাৎ দু'আ দরূদের) সহিত উহার ওযন করা হয় তবে আমার কথিত ঐ কালিমাগুলিই সমধিক ভারী প্রতিপন্ন হইবে। ঐগুলি হইল ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ (أَوْ مَدَدَ) كَلِمَاتِهِ

"পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহ্‌রই—তাঁহার সৃষ্টির সংখ্যানুপাতে তাঁহার সন্তুষ্টি যতটুকুতে হয় ততটুকু তাঁহার আরশে ওযন অনুপাতে এবং তাঁহার কালিমাসমূহের আধিক্য অনুসারে।

٦٥٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهَنَّمَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৬৫২. হযর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর দোযখ হইতে, আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর কবরের আযাব হইতে, আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর মাসীহ দাজ্জালের ফিৎনা হইতে এবং আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, জীবন ও মৃত্যুর ফেৎনা হইতে।

٢٨٢ ـ بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ عَلٰى مَنْ ظَلَمَهُ

২৮২. অনুচ্ছেদ ঃ যালিমের প্রতি বদদু'আ করা

٦٥٣ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْنُ ادْرِيْسَ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، إِبْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ ، وَأَجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّيْ ، وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِيْ ، وَأَرِنِيْ مِنْهُ ثَأْرِيْ .

৬৫৩ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ ، وَأَجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّيْ ، وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِيْ ، وَأَرِنِيْ مِنْهُ ثَأْرِيْ .

"হে আল্লাহ্! আমার কান ও চক্ষুর শুদ্ধি প্রদান কর এবং আমার মৃত্যু পর্যন্ত এইগুলিকে সুস্থ-সবল রাখ। যে আমার প্রতি যুলুম করিয়াছে তাহার মোকাবেলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তুমি নিজে তাহার যুলুমের প্রতিশোধ লইয়া আমাকে দেখাইয়া দাও।"

٦٥٤ـ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : " اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ وَانْصُرْنِيْ عَلٰى عَدُوِّيْ وَأَرِنِيْ مِنْهُ ثَأْرِيْ " .

৬৫৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ وَانْصُرْنِيْ عَلٰى عَدُوِّيْ وَأَرِنِيْ مِنْهُ ثَأْرِيْ

হে আল্লাহ্! আমাকে আমার কান ও চক্ষুর দ্বারা উপকৃত কর এবং আমার সারা জীবন এইগুলিকে সুস্থ রাখ। আমার শত্রুর মোকাবেলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তাহার উপর হইতে প্রতিশোধ লইয়া আমাকে দেখাইয়া দাও।

٦٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ : كُنَّا نَغْدُوْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَجِيْءُ الرَّجُلُ وَتَجِيْءُ الْمَرْأَةُ فَيَقُوْلُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ أَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُ ؟ فَيَقُوْلُ " قُلْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَرْزُقْنِيْ ، فَقَدْ جَمَعْنَا لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ "

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : اِذَا صَلَّيْتُ (وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ ، وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ)

৬৫৫. আশ্‌জাঈ গোত্রের সাদ ইব্‌ন তারিক ইব্‌ন আশইয়াম আশজাঈ বলেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আমরা প্রভাতকালে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইতাম। কোন কোন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক তাঁহার খেদমতে হাযির হইয়া প্রশ্ন করিত ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নামায পড়াকালে আমি কিরূপ দু'আ করিব ? তখন তিনি জবাব দিতেন ঃ তুমি বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَرْزُقْنِيْ

"হে আল্লাহ্! আমাকে মার্জনা কর, আমাকে দয়া কর, হিদায়াত দান কর এবং রিয্‌ক (জীবিকা) প্রদান কর। ইহাতে তোমার ইহকাল পরকাল সবকিছু একত্রিত হইয়াছে।"

٨٣٢ - بَابُ مَنْ دُعَاءِ بِطُوْلِ الْعُمُرِ

২৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করা

٦٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلٰى أُمِّ قَيْسٍ ابْنَةِ مُحْصِنٍ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَا قَالَتْ طَالَ عُمُرُهَا " وَلاَ نَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِّرَتْ مَا عُمِّرَتْ .

৬৫৬. হযরত উম্মু কায়স (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন ঃ যাহা সে বলিয়াছে তদ্রূপ তাহার হায়াত দরাজ হউক। রাবী বলেন ঃ তাহার মত এত দীর্ঘায়ু আর কোন নারীরই ভাগ্যে জুটে নাই।

٦٥٧ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَدَعَا لَنَا - فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : خُوَيْدِمُكَ أَلاَّ تَدْعُوْا لَهُ ؟ قَالَ : "اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَأَطِلْ حَيَاتَهُ ، وَاغْفِرْلَهُ"

فَدَعَا لِىْ بِثَلاَثٍ - فَدَفَنْتُ مِائَةً وَّ ثَلاَثَةً ، وَاَنَّ ثَمَرَتِىْ لَتُطْعَمُ فِى السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، وَطَالَتْ حَيَاتِىْ حَتّٰى اِسْتَحْيَيْتُ مِنَ النَّاسِ ، وَأَرْجُوْ الْمَغْفِرَةَ -

৬৫৭. হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিতেন। একদা তিনি তাশরীফ আনিলেন এবং আমাদের (পরিবারের সকলের) জন্য দু'আ করিলেন। (আমার মাতা) উম্মু সুলায়ম বলিলেন ঃ আপনার এই ছোট্ট খাদেমটির জন্য দু'আ করছেন না কেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি এভাবে দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَأَطِلْ حَيَاتَهُ ، وَاغْفِرْ لَهُ

"প্রভু! তাহার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করুন, তাহার হায়াত দারাজ করুন এবং তাহাকে মাগফিরাত দান করুন। তাঁহার তিনটি দু'আর ফল তো এভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে। একশত তিনটি সন্তানকে নিজ হাতে দাফন করিয়াছি। আমার বাগানের ফসল বছরে দুইবার উঠানো হয় এবং আমার আয়ু এতই দীর্ঘ হইয়াছে যে, অধিক বয়সের জন্য আমি রীতিমত লজ্জাবোধ করি। এখন (চতুর্থ বস্তু যাহা উক্ত দু'আর মধ্যে ছিল) মাগফিরাতের আশা করিতেছি।

٢٨٤ - بَابُ مَنْ قَالَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يُعَجِّلْ

২৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ তাড়াহুড়া না করিলে দু'আ কবূল হইয়া থাকে

٦٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجِّلْ - يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِىْ .

৬৫৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেকের দু'আই কবূল হইয়া থাকে যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে এই বলিয়া যে দু'আ তো করিলাম কিন্তু তাহা কবূল হইল না।

٦٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ :حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ أَوْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِىْ اِدْرِيْسَ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رِحْمٍ ، أَوْ يَسْتَجِلْ فَيَقُوْلُ : دَعَوْتُ فَلاَ أَرَى يَسْتَجِيْبُ لِىْ فَيَدَعُ الدُّعَاءَ .

৬৫৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন অন্যায় কাজ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং দু'আয় তাড়াহুড়া না করে তখন তাহার দু'আ কবূল করা হয়। কেহ

বলিল, আমি দু'আ করিলাম এবং জানিতে পারিলাম না আমার দু'আ কবূল হইয়াছে কি না। তারপর সে দু'আ করা ছাড়িয়া দেয়।

٢٨٥ - بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنَ الْكَسَلِ

২৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ অলসতা থেকে যে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চায়

٦٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ :حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ :حَدَّثَنِى إِبْنُ الْهَاد ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَالْمَغْرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ .

৬৬০. আম্র ইব্ন শু'আয়ব তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ এবং তিনি তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَالْمَغْرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ .

"হে আল্লাহ্! আমি অলসতা ও ঋণ থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। পানাহ চাই তোমার কাছে মাসীহ্ দাজ্জালের ফিৎনা থেকে। আমি তোমার কাছে পানাহ চাই দোযখের শাস্তি থেকে।

٦٦١ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ .

৬৬১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই জন্ম ও মৃত্যুর অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইতেন এবং পানাহ চাইতেন কবরের আযাব ও মাসীহ্ দাজ্জালের অনিষ্ট হইতে।

٢٨٦ - بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهِ يَغْضَبُ عَلَيْهِ

২৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে আল্লাহ্র নিকট যাঞ্চা করে না আল্লাহ্ তাহার উপর ক্রুদ্ধ হন

٦٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْمَلِيْحِ صَبِيْحٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهِ غَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ " .

৬৬২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে যাঞ্চা করে না, আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।

٦٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ أَبِىْ صَالِحِ الْخُوزِىِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ يَغْضَبْ عَلَيْهِ .

৬৬৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে আল্লাহ্র কাছে যাচ্ঞা করে না, আল্লাহ্ তাহার উপর ক্রুদ্ধ হন।

٦٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اذَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ فَاعْزِمُوْا فِى الدُّعَاءِ - وَلاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِىْ فَانَّ اللّٰهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ .

৬৬৪. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত কর তখন দৃঢ়তার সাথে করিবে। তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন দু'আয় এরূপ না বলে যে, যদি তুমি চাও তবে আমাকে দান কর, কেননা কেহ আল্লাহ্কে (দেওয়ার জন্য) বাধ্য করিতে পারিবে না।

٦٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ " مَنْ قَالَ صَبَاحَ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلاَثًا : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ لَمْ يَضُرُّهُ شَىْءٌ " وَكَانَ أَصَابَهُ طَرْفٌ مِنَ الْفَالِجِ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَفَطِنَ لَهُ فَقَالَ : انَّ الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ - وَلٰكِنِّىْ لَمْ أَقُلْهُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ - لِيَمْضِىَ قَدْرُ اللّٰهِ .

৬৬৫. হযরত উসমান (রা)-এর পুত্র আবান তাঁহার পিতা হযরত উসমান (রা)-এর প্রমুখাৎ বলেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-বিকালে এ দু'আ তিনবার করিয়া পড়িবে কোন কিছুই তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"সেই আল্লাহ্র নামে দুনিয়া বা আসমানের কিছুই যাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না এবং তিনিই সবকিছু শুনেন ও জানেন।"

হাদীসের রাবী আবান তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন। রাবী আবূ যিনাদ তাহার দিকে (বিস্ময়করভাবে) তাকাইতে লাগিলেন। আবানের তাহা টের পাইতে বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন ঃ হাদীস তো ইহাই যাহা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করিলাম তবে সেই দিক আমি উহা পড়ি নাই। আল্লাহ্র লিখন যে অখণ্ডনীয় এজন্যই এমনটি হইয়াছে।

٢٨٦ - بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الصَّفِّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে কাতারবন্দির সময় দু'আ

٦٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهٗ : حِيْنَ يَحْضُرُ النِّدَاءُ وَالصَّفُّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৬৬৬. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, দুইটি মুহূর্ত এমন যখন আসমানের দরযা উন্মুক্ত করা হইয়া থাকে এবং খুব কম যাচঞাকারীর যাচঞাই এই দুই সময় প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ১. যখন যুদ্ধগমনের উদ্দেশ্যে লোক সমাবেশের আহবান ধ্বনি ঘোষিত হয় এবং ২. আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে সৈনিকরা কাতারবন্দি হয়।

٢٨٨ - بَابُ دَعَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

২৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহ

٦٦٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ و عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَ بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ غِنًا وَغِنَا مَوْلَاهُ " (كَذَا !)

(٠٠٠) حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُس قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنِيْ يَحْيَ ، عَنْ مُحَمَّدِ إِبْنِ يَحْيٰ ، عَنْ مَوْلٰى لَهُمْ ، عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .... مِثْلَهٗ "

৬৬৭. হযরত আবূ সিরমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ দু'আ করিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ غِنًا وَغِنَا مَوْلَاهُ

"আমি তোমার নিকট ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ঐশ্বর্যশালী করেন"।

(০০০) অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

٦٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيٰ ، عَنْ سَتِيْرِ بْنِ شَكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهٖ ، قَالَ : " قُلْ : اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَلِسَانِيْ وَقَلْبِيْ وَشَرِّ مَنِيِّيْ " قَالَ وَكِيْعٌ : " مَنِيِّيْ " يَعْنِي الزِّنَا وَالْفُجُوْرَ -

৬৬৮. শাতির ইব্‌ন শাকল ইব্‌ন হুমায়দ তাঁহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যাহা দ্বারা আমি উপকৃত হইতে পারি। বলিলেন, তুমি বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ عَافِنِى مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَلِسَانِىْ وَقَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ

"হে আল্লাহ্! আমাকে আমার কান, চক্ষু, অন্তর এবং রসনার অনিষ্ট হইতে এবং বীর্যের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করুন।" হাদীসের এক পর্যায়ে রাবী ওয়াকী বলেন ঃ বীর্যের অনিষ্ট অর্থ হইতেছে ব্যভিচার ও পাপাচার।

٦٦٩ ـ حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طَلِيْقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ أَعِنِّى وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ ، وَانْصُرْنِىْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَىَّ ، وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِىْ

৬৬৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) দু'আচ্ছলে প্রায়ই বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّى وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ ، وَانْصُرْنِىْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَىَّ ، وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِىْ

"হে প্রভু! আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীকে) সাহায্য করিও না। আমার মদদ যোগাও, আমার বিরুদ্ধে মদদ যোগাইও না এবং হিদায়েতের পথে চলা আমার জন্য সহজসাধ্য করিয়া দাও।"

٦٧٠ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو ابْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ طَلِيْقَ بْنَ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَدْعُوا بِهٰذَا " رَبِّ اَعِنِّىْ وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ ، وَانْصُرْنِىْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْلِىْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَىَّ وَيَسِّرْلِىْ الْهُدٰى ـ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِىْ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا رَاهِبًا لَكَ ، مُطَوِّعًا لَكَ مُخْبِتًا لَكَ أَوْهًا مُنِيْبًا تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَاَغْسِلْ حَوْبَتِىْ ، وَأَجِبْ دَعْوَتِىْ ، وَثَبِّتْ حُجَّتِىْ ، وَاهْدِ قَلْبِىْ ، وَسَدِّدْ لِسَانِىْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِىْ

৬৭০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে এরূপ দু'আ করিতে শুনিয়াছি ঃ

رَبِّ اَعِنِّىْ وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ ، وَانْصُرْنِىْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْلِىْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَىَّ وَيَسِّرْلِىْ الْهُدٰى ـ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِىْ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا رَاهِبًا لَكَ ، مُطَوِّعًا لَكَ مُخْبِتًا لَكَ أَوَّهًا مُنِيْبًا تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَاَغْسِلْ حَوْبَتِىْ ، وَأَجِبْ دَعْوَتِىْ ، وَثَبِّتْ حُجَّتِىْ ، وَاهْدِ قَلْبِىْ ، وَسَدِّدْ لِسَانِىْ وَاسْلُكْ سَخِيْمَةَ قَلْبِىْ

"হে প্রভু! আমাকে শক্তি যোগাও, আমার বিরুদ্ধে শক্তি যোগাইও না। আমাকে মদদ কর, আমার বিরুদ্ধে মদদ করিও না। আমার পক্ষে তোমার চাল চালো, আমার বিরুদ্ধে চাল চালিও না। আমার পথ সুগম করিয়া দাও, আমার বিরুদ্ধে যে প্রতি অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে তাহার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

হে প্রভু! আমাকে তোমার পূর্ণ শোকরগোযার (কৃতজ্ঞ) তোমার অহর্নিশ যিকিরকারী, তোমার পথের সাধক, তোমার পরম ভক্ত চির অনুরক্ত, একান্তই তোমাতে আত্মবিলীনকারী সমর্পিত বান্দা বানাইয়া দাও। তুমি আমার তাওবা কবূল কর! আমার সকল পাপ মোচন কর। আমার দু'আ কবূল কর! আমার দলীল বা বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত কর। আমার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত কর! আমার রসনাকে যথার্থতা দান কর এবং আমার অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ বিদূরিত কর।

٦٧١ـ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، " اِنَّهُ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللّٰهُ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ ، وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ " سَمِعْتُ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْأَعْوَادِ ـ

(...) حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ .... نَحْوَ .

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰ ، عَنْ اِبْنِ عَجْلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ .... نَحْوَهُ .

৬৭১. মুহম্মদ ইব্ন কা'ব বলেন, হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ

لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللّٰهُ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ ، وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ .

"হে প্রভু! তুমি যাহা দান কর তাহা রুখিবার কেহ নাই, আর তুমিই যাহা না দিবে, উহা দানের সাধ্যও কাহারও নাই এবং কাহারো বংশ মর্যাদা ও এমতাবস্থায় কোন কাজেই আসে না। আর আল্লাহ্ যাহার কল্যাণ কামনা করেন তাহাকে দীনের ব্যুৎপত্তি দান করেন।" অতঃপর তিনি বলিলেন, এই কথাগুলি আমি স্বয়ং নবী করীম (সা)-কে এই মিম্বরের উপর হইতেই বলিতে শুনিয়াছি।

উসমান ইব্ন হাকীম এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আজলানও এই হাদীস মুহম্মদ ইব্ন কা'বের বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

٦٧٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ اِبْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَوْثَقَ الدُّعَاءِ أَنْ تَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ ، لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ الاَّ أَنْتَ ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ

৬৭২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ অত্যন্ত মযবুত এবং কার্যকর দু'আ হইতেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى ، لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ الاَّ أَنْتَ ، رَبِّ اغْفِرْلِىْ .

"হে প্রভু! তুমিই আমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার দাসানুদাস। আমি নিজ আত্মার প্রতি অবিচার করিয়াছি এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার করি। তুমি ছাড়া মার্জনা করার যে আর কেহ নাই। অতএব হে প্রভু, আমাকে মার্জনা কর।"

٦٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ قَطَنٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِى سَلَمَةَ (يَعْنِىْ عَبْدَ الْعَزِيْزِ) عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوْسٰى ، عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْ " اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِىْ دِيْنِى الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى ، وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ ، رَحْمَةً لِىْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ " أَوْ كَمَا قَالَ -

৬৭৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِىْ دِيْنِى الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِىْ ، وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ ، رَحْمَةً لِىْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ .

"হো প্রভু! দুরস্ত করিয়া দাও আমার দীন। কেননা উহাই তো আমার কাজের আসল রক্ষাকবচ এবং দুরস্ত করিয়া দাও আমার দুনিয়া যেখানে আমার জীবিকা-জীবন এবং মৃত্যুকে আমার জন্য রহমত স্বরূপ এবং সকল অনিষ্ট হইতে মুক্তি স্বরূপ করিয়া দাও।"

٦٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُمَىٌّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ "مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ" قَالَ سُفْيَانُ فِى الْحَدِيْثِ ثَلاَثٌ زِدْتُ اَنَا وَاحِدَةً لاَ اَدْرِىْ اَيَّتَهُنَّ -

৬৭৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন অত্যধিক কষ্টকর পরিস্থিতি হইতে, পাপের স্পর্শ হইতে, ভাগ্য বিড়ম্বনা হইতে এবং শত্রুর শত্রুতা হইতে। হাদীসের এক পর্যায়ের রাবী সুফিয়ান বলেন ঃ এই দু'আয় কথা (কালিমা) ছিল তিনটি, আমি একটি বাড়াইয়া ফেলিয়াছি, তবে সেটা কোন্ অংশ বলিতে পারিতেছি না।

٦٧٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ ، عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْخَمْسِ " مِنَ الْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ ، وَسُوْءِ الْكِبَرِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

৬৭৫. হযরত উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঁচটি বস্তু হইতে আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। সেগুলি হইতেছে ঃ ১. অলসতা, ২. কার্পণ্য, ৩. জরাগ্রস্ত বার্ধক্য, ৪. অন্তরের ফিতনা এবং ৫. কবরের আযাব।

٦٧٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৬৭৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) (দু'আ হিসাবে) বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

"হে প্রভু ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি অপারগতা হইতে, অলসতা হইতে, ভীরুতা হইতে, জরাগ্রস্ততা হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি কবরের আযাব হইতে।"

٦٧٧ ـ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَالْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُخْلِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

৬৭৬. হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)কে এরূপ দু'আ করিতে শুনিয়াছি ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ ،وَالْبُخْلِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ .

"হে প্রভু! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, ভাবনাভীতি ও শোক বিহবলতা হইতে, অপারগতা ও অলসতা হইতে, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণভার ও লোকজনের দাপট হইতে।"

٦٧٨ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمَسْعُوْدِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيْعِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ، اِنَّكَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ .

৬৭৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহের মধ্যে এই দু'আও থাকিত ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ ، اِنَّكَ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ -

"হে প্রভু! আমাকে মার্জনা কর, আমার সেই সমস্ত পাপ যাহা আমি পূর্বে করিয়াছি এবং যাহা আমি পরে করিব, যাহা আমি গোপনে করিয়াছি বা প্রকাশ্যে করিয়াছি এবং যাহা সম্পর্কে তুমিই আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞাত। নিঃসন্দেহে পূর্বাপর তোমারই আধিপত্য। তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই।"

٦٧٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِىْ الْاَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى " (وَقَالَ أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ ، وَالتُّقٰى)

৬৭৯. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে হিদায়েত (সঠিক পথের দিশা) পাপ-পঙ্কিলতার আবিলতা হইতে নিরাপত্তা এবং প্রাচুর্য প্রার্থনা করিতেছি।
[সংকলক ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমার উস্তাদগণ হযরত উমর (রা)-এর প্রমুখাৎ বলেন ঃ এবং 'তাক্ওয়া বা খোদাভীতি'র (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দু'আয় ঐগুলির সাথে তাক্ওয়ার) কথাও বলিয়াছেন।]

٦٨٠ - حَدَّثَنَا بَيَانٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَرِيْرِىُّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُنَادِى بِأَعْلٰى صَوْتِهِ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرٍّ لاَ يُخْلِطُهُ شَىْءٌ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا الشَّيْخُ ؟ قِيْلَ اَبُو الدَّرْدَاءِ -

৬৮০. হযরত সামামা ইব্ন হুযন (র) বলেন, আমি জনৈক প্রবীণ ব্যক্তিকে উচ্চৈস্বরে দু'আ করিতে শুনিয়াছিঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرٍّ لاَيُخْلِطُهُ شَىْءٌ

"হে প্রভু! তোমার দরগায় আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি অমঙ্গল হইতে, যাহার সহিত কিছু মিশ্রিত হয় না।" রাবী বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি কে? জবাবে উক্ত হইল ঃ আবুদ্ দারদা (রা)।

٦٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلَ ، عَنْ مَجْزَأَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفٰى ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الدَّنَسُ مِنَ الْوَسَخِ - اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ .

৬৮১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الدَّنَسُ مِنَ الْوَسَخِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"হে প্রভু! আমাকে পবিত্র করুন তুষার, শীলা ও শীতল পানি দ্বারা যেমনভাবে ময়লাযুক্ত কাপড় ময়লা হইতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে প্রভু! হে আমাদের প্রতিপালক, তোমারই প্রশংসা আকাশ ভর্তি, যমীন ভর্তি এবং তদুপরি তুমি যাহা চাও তাহা ভর্তি।

٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَّدْعُوَ بِهٰذِ الدُّعَاءِ " اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعُبَادَةَ فَقَالَ : كَانَ أَنَسٌ يَدْعُوْبِهٖ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৬৮২. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই এই দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

"হে প্রভু, আমাকে ইহকালে মঙ্গল দান কর এবং পরকালেও মঙ্গল দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর।" হাদীসের এক পর্যায়ে রাবী শু'বা বলেন ঃ আমি যখন হযরত উবাদার কাছে এই হাদীসের কথা পড়িলাম, তখন তিনি বলিলেন, হযরত আনাস (রা) এই দু'আ করিতেন এবং নবী করীম (সা)-এর উদ্ধৃতি দিতেন না।

٦٨٣ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِى ابْنُ سَلَمَةَ) عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ "

৬৮৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র, দৈন্য ও লাঞ্ছনা হইতে এবং তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি যালিম ও মযলুম হওয়া হইতে।

٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَدَعَا بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَا نَحْفَظُهُ - فَقُلْنَا دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ لَا نَحْفَظُهُ ، فَقَالَ : سَأُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ

يَجْمَعُ ذٰلِكَ كُلَّهُ لَكُمْ : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ، وَنَسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ " أَوْ كَمَا قَالَ ـ

৬৮৪. হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তিনি অনেক দু'আ করিলেন, যাহা আমরা মুখস্থ রাখিতে পারিলাম না। তখন আমরা বলিলাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আপনি এমন দু'আ করিলেন, যাহা আমরা মুখস্থ রাখিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এমন (ব্যাপক) বস্তুই শিক্ষা দিব যাহাতে এই সবই শামিল থাকিবে। (আর তাহা হইল॥)

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

"প্রভু, আমরা সেই সব বস্তু তোমার দরবারে প্রার্থনা করি, যাহা কিছু তোমার নবী মুহাম্মদ (সা) তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তোমার দরবারে সেই সব বস্তু হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি যাহা হইতে তোমার নবী মুহাম্মদ (সা) আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রভু, তুমিই সাহায্য স্থল, তুমিই চরম লক্ষ্য এবং তুমি বিনে গতি ও শক্তি নাই। আল্লাহ্ ছাড়া ভাল কাজের শক্তি নাই।"

٦٨٥ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : "اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ".

৬৮৫. হযরত আম্‌র ইব্‌ন শু'আইব তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ এবং তাঁহার পিতা তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে এ রূপ দু'আ করিতে শুনিয়াছি ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ

"হে প্রভু! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি মাসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা হইতে এবং তোমার আশ্রয় মাগিতেছি দোযখের মহাসংকট হইতে।"

٦٨٦ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ، عَنْ نَصِيْرِ بْنِ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ ـ

৬৮৬. হযরত সাঈদ বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ ، وَبَارِكْ لِيْ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ

"হে প্রভু! তুমি যে রিযিক (জীবিকা) আমাকে দান করিয়াছ, তাহাতেই আমাকে তুষ্ট রাখ এবং উহাতে বরকত দান কর এবং আমার প্রতিটি অনুপস্থিত বিষয়ক তুমি মঙ্গলের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ কর।"

٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ " اَللّٰهُمَّ أٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

৬৮৭. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) অধিকাংশ সময়ই এই দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে প্রভু! ইহলোকে ও পরলোকে আমাদিগকে মঙ্গল কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর।"

٦٨٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ وَيَزِيْدَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَّقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِى عَلٰى دِيْنِكَ -

৬৮৮. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই এইরূপ বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِى عَلٰى دِيْنِكَ -

হে আল্লাহ্! হে অন্তরের পরিবর্তন সাধনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর সুদৃঢ় রাখ।,

٦٨٩ - حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَجْزَأَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ أَبِى أَوْفٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ " اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ ، مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى بِالْبَرَدِ وَالثَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ - اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى مِنَ الذُّنُوْبِ ، وَنَقِّنِى كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

৬৮৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ ، مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى بِالْبَرَدِ وَالثَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ - اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى مِنَ الذُّنُوْبِ ، وَنَقِّنِى كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ .

"হে আল্লাহ্! তোমারই সকল প্রশংসা আসমান ভর্তি, যমীন ভর্তি তদুপরি তুমি যাহা কিছু ভর্তি চাও তাহাও ভর্তি। প্রভু, আমাকে পবিত্র কর তুষার, শিলা ও শীতল পানি দ্বারা। প্রভু, আমাকে পবিত্র কর গুনাহ রাশি হইতে এবং আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর—যেমনটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা হইতে শ্বেত শুভ্র বসনকে।"

٦٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ " اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَأَةِ نِعْمَتِكَ ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ " .

৬৯০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আসমূহের মধ্যে এই দু'আও ছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَأَةِ نِعْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

"হে প্রভু! তোমার নিয়ামত অপসৃত হওয়া, তোমার দেওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্তর্হিত হওয়া। তোমার আকস্মিক ধরপাকড় এবং তোমার সমূহ অসন্তুষ্টি হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

٢٨٩- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ

২৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঝড়-বৃষ্টিকালীন দু'আ

٦٩١ - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا رَأَى نَاشِئًا فِىْ اُفُقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ تَرَكَ عَمَلَهُ - وَاِنْ كَانَ فِىْ صَلاَةٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَاِنْ كَشَفَهُ اللّٰهُ حَمِدَ اللّٰهَ ، وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ " اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا .

৬৯১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা লক্ষ্য করিতেন তখন তিনি যে কাজেই রত থাকিতেন তাহা হইতে বিরত হইয়া পড়িতেন, এমন কি যদি তিনি নামাযেও রত থাকিতেন। অতঃপর সেদিকে তাকাইয়া থাকিতেন। যদি আল্লাহ্ ঘনঘটা কাটাইয়া দিতেন তবে আল্লাহ্র প্রশংসা কীর্তন করিতেন আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত হইত তবে তিনি দু'আ করিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا হে প্রভু, প্রবল উপকারী বৃষ্টি দাও।

٢٩٠- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَوْتِ

২৯০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর জন্য দু'আ করা

٦٩٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيٰ ، عَنْ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ قَالَ : أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدْ اُكْتُوِىَ سَبْعًا قَالَ : لَوْ لاَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوْ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ -

৬৯২. হযরত কায়স বলেন, আমি হযরত খাব্বাবের নিকট (তাঁহার রোগশয্যায় তাঁহাকে দেখিতে) যাই। আর তিনি তাঁহার শরীরে গরম লোহার দ্বারা সাতটি দাগ দিয়া ছিলেন। তিনি তখন বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি মৃত্যুর জন্য দু'আ করিতে আমাদিগকে বারণ না করিতেন, তবে আমি অবশ্যই মৃত্যুর জন্য দু'আ করিতাম।[১]

٢٩١- بَابُ دَعَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

২৯১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর দু'আসমূহ

٦٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ ، عَنْ ابْنِ أَبِيْ مُوْسٰى ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ " رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ ، وَاسْرَفِيْ فِيْ أَمْرِيْ كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطَائِيْ كُلُّهُ ، عَمَدِيْ وَجَهْلِيْ وَهَزْلِيْ ، وَكُلَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

৬৯৩. হযরত আবূ মূসা (রা)-এর পুত্র তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) এই দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبِّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ ، وَاسْرَفِيْ فِيْ أَمْرِيْ كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطَائِيْ كُلُّهُ ، عَمَدِيْ وَجَهْلِيْ وَهَزْلِيْ ، وَكُلَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

"হে আল্লাহ্! আমার ত্রুটিসমূহ, অজ্ঞতাসমূহ, আমার প্রত্যেকটি কাজে আমার বাড়াবাড়িসমূহ এবং আমার চাইতে তুমিই আমার যে অপরাধসমূহ সম্পর্কে অধিকতর অবগত সেগুলি মার্জনা কর।"

"হে আল্লাহ্! আমার প্রত্যেকটি ভুলচুক, ইচ্ছাকৃত অপরাধ, অজ্ঞতামূলক অপরাধ, হাসিচ্ছলে কৃত অপরাধ এবং এ জাতীয় যত অপরাধ আমার রহিয়াছে সব মাফ করিয়া দাও।"

"হে আল্লাহ্! আমার পূর্বকৃত, পরেকৃত, গোপনকৃত এবং প্রকাশ্যকৃত সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া দাও, পূর্বাপর তোমারই আধিপত্য এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

٦٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسٰى وَأَبِيْ بُرْدَةَ

১. চিকিৎসার্থে উত্তপ্ত লৌহদণ্ড দ্বারা শরীরে দাগ দেওয়ার তৎকালে রেওয়াজ ছিল।

(أَحْسِبُهُ) عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ ، وَاِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ هَزْلِيْ وَجِدِّيْ ، خَطَائِيْ وَعَمْدِيْ وَكُلَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ .

৬৯৪. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ ، وَاِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ هَزْلِيْ وَجِدِّيْ ، خَطَائِيْ وَعَمْدِيْ وَكُلَّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ .

"হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা কর আমাকে আমার গুনাহসমূহকে, আমার মূর্খতাকে, কাজকর্মে আমার বাড়াবাড়িকে আমার অপরাধ সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি অবগত। হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর। আমার ঠাট্টাচ্ছলে গুনাহ মাফ কর, মাফ কর বাস্তবে কৃত গুনাহ আমার মধ্যে আরও যে সব গুনাহ আছে তাহাও।

٦٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : أَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : " يَا مُعَاذُ " قُلْتُ : لَبَّيْكَ قَالَ : إِنِّيْ أُحِبُّكَ " قُلْتُ : وَاَنَا وَاللّٰهِ أُحِبُّكَ ، قَالَ : " أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُوْلُهَا فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاتِكَ " ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ " قُلْ : اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " .

৬৯৫. হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন ঃ হে মু'আয! আমি বলিলাম, লাব্বায়েক-অধীন হাযির। তিনি বলিলেন ঃ আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি বলিলাম ঃ আল্লাহ্র কসম!, আমিও আপনাকে ভালবাসি। তিনি বলিলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি কালিমা (শব্দ) বাতলাইয়া দিব না, যাহা তুমি তোমার প্রত্যেক নামাযের পর বলিবে। আমি বলিলাম ঃ জী হ্যাঁ। তুমি বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ্! তোমার যিক্র, তোমার শোকর ও উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য কর।"

٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلِيْفَةُ قَالَا : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَرِيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا

فِيْهِ" فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ " ؟ فَسَكَتَ - وَرَأَى أَنَّهُ هَجَمَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مَرِهَهُ - فَقَالَ " مَنْ هُوَ ؟ فَلَمْ يَقُلْ إِلاَّ صَوَابًا " فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، أَرْجُوْ بِهَا الْخَيْرَ - فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَ أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৬৯৬. হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বলিয়া উঠিল ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য যে প্রশংসা পবিত্রতা ও বরকত পূর্ণ।" তখন নবী করীম (সা) বলিয়া উঠিলেন ঃ এই শব্দগুলি কে উচ্চারণ করিল ? সে ব্যক্তি তখন চুপ হইয়া গেল এবং ভাবিল যে, নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে হয়তো এমন কোন কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়া থাকিবে যাহা তাঁহার মনঃপুত হয় নাই। তখন তিনি পুনরায় বলিলেন ঃ কে সেই ব্যক্তি সে তো ভাল বৈ কিছু বলে নাই, তখন ঐ ব্যক্তি আরয করিল ঃ আমিই সেই ব্যক্তি, মঙ্গলের আশায়ই আমি এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়াছি। তখন তিনি ফরমাইলেন ঃ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সেই পবিত্র সত্তার কসম! আমি তেরজন ফেরেশতাকে এই শব্দগুলি নিয়া কাড়াকাড়ি করিতে দেখিতে পাইয়াছি যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন, কে কাহার আগে উহা উঠাইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছাইবেন।

٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلاَءَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

৬৯৭. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) পায়খানায় প্রবেশের সময় বলিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ "হে আল্লাহ্! অনিষ্টকর এবং নাপাক বস্তুসমূহ হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

٦٩٨ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اسْرَائِيْلُ ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ : " غُفْرَانَكَ .

৬৯৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময় বলিতেন ঃ غُفْرَانَكَ "হে প্রভু, তোমার দরবারে ক্ষমা করিতেছি।"

٦٩٩ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَلِيْمٍ الصَّوَّافِ قَالَ : حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْخَرَّاطِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنَ

عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هٰذَا الدُّعَاءَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ "وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ .

৬৯৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যেভাবে আমাদিগকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনি আমাদিগকে এই দু'আও শিক্ষা দিতেন ঃ"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ "وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ .

"হে প্রভু! আমি জাহান্নামের আগুন হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কবরের আযাব হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। মসীহ্ দাজ্জালের মহা সংকট হইতে তোমার কাছে পানাহ্ চাহিতেছি। জীবন ও মৃত্যুর বিড়ম্বনা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং কবরের মহাসংকট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

٧٠٠ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتُّ عِنْدَ (خَالَتِي) مَيْمُوْنَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ـ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَاَطْلَقَ شِنَاقَهَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءً بَيْنَ وُضُوْئَيْنِ ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ اَبْلَغَ ، فَصَلّٰى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرٰى أَنِّيْ كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ ، فَتَوَضَّأْتُ ، فَقَامَ فَصَلّٰى ، فَقُمْتُ أَنْ يَّسَارِهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَدَارَنِيْ أَنْ يَّمِيْنِهِ ، فَتَتَامَّتْ صَلاَتُهُ [مِنَ اللَّيْلِ] ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَكْعَةً ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ، وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَاَذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلٰوةِ ، فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَكَانَ فِيْ دُعَائِهِ " اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا ، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا ، وَفَوْقِيْ نُوْرًا ، وَتَحْتِيْ نُوْرًا ، وَاَمَامِيْ نُوْرًا ، خَلْفِيْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا "

قَالَ كُرَيْبٌ : وَسَبْعًا فِي التَّابُوْتِ فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِيْ بِهِنَّ ، فَذَكَرَ : عَصَبِيْ وَلَحْمِيْ ، وَدَمِيْ ، وَشَعْرِيْ ، وَبَشَرِيْ، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ .

৭০০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এক রাত্রিতে আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা)-এর গৃহে ছিলাম। রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুম হইতে উঠিলেন এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাহিরে গেলেন। ফিরিয়া তিনি হাত-মুখ ধুইলেন এবং আবার শুইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর আবার উঠিলেন। (পানির) মশকের নিকটে গেলেন, উহার মুখ খুলিলেন; অতঃপর ওযূ করিলেন, মধ্যম পর্যায়ের ওযূ, বেশিও নহে এবং কমও নহে। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। এমন সময় আমি উঠিলাম এবং গা-মোচড় দিলাম—কেননা, আমি সবকিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহাতে টের না পান। আমিও ওযূ করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনও নামাযে রত ছিলেন, আমিও নামায পড়িতে তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেলাম। তিনি আমার কান ধরিয়া আমাকে তাঁহার ডানপার্শ্বে নিয়া গেলেন। তাঁহার এই নামায তেরো রাক'আত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হইল। অতঃপর তিনি শয্যাগত হইলেন, ঘুমাইলেন। এমনকি তাঁহার নাক ডাকিতে আরম্ভ হইল। আর নবী (সা) যখন নিদ্রাক্ষণ যাইতেন, তখন তাঁহার নাক ডাকিত। এমতাবস্থায় বিলাল (রা) তাঁহাকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকিতে আসিলেন। তিনি নামায আদায় করিলেন অথচ ওযূ করিলেন না। তাঁহার দু'আয় তিনি বলিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا ، وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا ، وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا ، وَعَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا ، وَفَوْقِىْ نُوْرًا ، وَتَحْتِىْ نُوْرًا ، وَاَمَامِىْ نُوْرًا ، خَلْفِىْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا

"হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে জ্যোতি (নূর) দান করুন, আমার কানে জ্যোতি (নূর) দান করুন, আমার ডানে ও বামে জ্যোতি (নূর) দান করুন, আমার উপরে ও নিচে, সম্মুখে ও পশ্চাতে জ্যোতি (নূর) দান করুন এবং আমার জ্যোতিকে (নূর) বৃহদায়তন করিয়া দিন।"

রাবী কুরায়ব বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সিন্দুকে রক্ষিত লিপিতে এই সাতটিরই উল্লেখ আছে। কিন্তু আমি হযরত আব্বাস (রা)-এর বংশধরদের মধ্যকার একজনের সাথে সাক্ষাৎ করিলে তিনি এগুলির সাথে ঃ

عَصَبِىْ وَلَحْمِىْ ، وَدَمِىْ ، وَشَعْرِىْ ، بَشَرِىْ،

"এবং আমার শিরায় উপশিরায়, আমার রক্তে ও মাংসে, আমার গাত্র চুলে এবং চর্মে [জ্যোতি (নূর) দান করুন] এবং আরো দুইটি বস্তুর কথা উল্লেখ করেন।"[১]

٧٠١ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ يَحْىٰ بْنِ عُبَّادٍ أَبِىْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

১. নিদ্রাবস্থায় ওযূ যে ছুটিয়া যায় ইহা ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদদের কাহারো দ্বিমত নাই। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন উহার ব্যতিক্রম। তিনি আমাদের মত নহেন। অন্য হাদীসে তাঁহার নিদ্রা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে عيناه نائمتان وقلبه يقظان তাঁহার চক্ষু নিদ্রাভিভূত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিদ্রা তাঁহার ওযূ ভঙ্গের কারণ হইত না। এজন্যই নিদ্রা হইতে জাগিয়া পুনরায় ওযূ না করিয়াই সোজা তিনি নামায পড়িতে চলিয়া যাইতেন।

فَصَلَّى ، فَقَضَى صَلَاتَهُ يُثْنِى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ كَلَامِهِ "
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِى نُوْرًا فِىْ قَلْبِى وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ سَمْعِى وَاجْعَلْ لِى نُوْرًا فِى
بَصَرِى وَاجْعَلْ لِى نُوْرًا عَنْ يَّمِيْنِى وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِى ، وَاجْعَلْ لِى نُوْرًا مِنْ بَيْنِ
يَدَىَّ ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِى ، وَزِدْنِى نُوْرًا ، وَزِدْنِى نُوْرًا ، وَزِدْنِى نُوْرًا " .

৭০১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) যখন রাত্রিতে ঘুম হইতে উঠিতেন, তখন নামায পড়িতেন এবং নামাযান্তে আল্লাহ্র এমন স্তুতিবাদ করিতেন যাহার তিনি যোগ্যপাত্র। অতঃপর তাঁহার দু'আর শেষ অংশ এরূপ হইত ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ قَلْبِىْ وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ سَمْعِىْ وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ
بَصَرِىْ وَاجْعَلْ لِى نُوْرًا عَنْ يَّمِيْنِىْ وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِىْ ، وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا مِنْ بَيْنِ
يَدَىَّ ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِىْ ، وَزِدْنِىْ نُوْرًا ، وَزِدْنِىْ نُوْرًا ، وَزِدْنِىْ نُوْرًا .

"হে আল্লাহ্! জ্যোতি দান কর আমার অন্তরে, জ্যোতি দান কর, আমার কানে ও চক্ষে জ্যোতি দান কর আমার ডানে ও বামে, জ্যোতি দান কর আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং আমার জ্যোতি বর্দ্ধিত কর।" শেষ বাক্যটি তিনবার বলিতেন।

٧٠٢ ـ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاؤُسِ الْيَمَانِىِّ
عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ
قَالَ " اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ " أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ
اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ
حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ اٰمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ
خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْلِى مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ ، وَأَسْرَرْتُ . وَأَعْلَنْتُ ،
أَنْتَ إِلٰهِى ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

৭০২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মধ্য রাত্রিতে নামাযের জন্য উঠিতেন তখন (দু'আরূপে) বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ "أَنْتَ نُوْرُ السَّموتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الحَقُّ
وَوَعْدُكَ الحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ

أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلٰهِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ .

"হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এগুলির মধ্যে যাহা কিছু বিরাজমান সব কিছুর আলো এবং তোমারই সকল প্রশংসা। তুমিই কায়েম রাখিয়াছ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যে বিরাজমান সব কিছুর প্রতিপালক। তুমি হক, তোমার ওয়াদা হক। তোমার সাথে যে সাক্ষাৎ হইবে উহা নিশ্চিত সত্য। বেহেশত-দোযখ ও কিয়ামত নিশ্চিত। হে আল্লাহ্! তোমারই সদনে আমি আত্মনিবেদন করিয়াছি। তোমারই প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি। তোমারই উপর আমার ভরসা। তোমারই দিকে আমি ধাবিত হই, তোমারই ভরসায় আমি সংগ্রাম করি, তোমারই উপর আমি ফয়সালার ভার অর্পণ করি। সুতরাং আমার পূর্বাপর ও গোপন প্রকাশ্য সকল গুনাহ মার্জনা করিয়া দাও। তুমিই আমার উপাস্য, তুমি ছাড়া অপর কোন উপাস্য নাই।"

٧٠٣ - حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِىْ أُنَيْسَةَ ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَأَهْلِىْ ، وَاسْتُرْعَوْرَتِىْ ، وَامِنْ رَوْعَتِىْ ، وَاحْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ ، وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ يَسَارِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَأَعُوْذُبِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ " .

৭০৩ হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এইরূপ দু'আ করিতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَأَهْلِىْ ، وَاسْتُرْعَوْرَتِىْ ، وَامِنْ رَوْعَتِىْ ، وَاحْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ ، وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ يَسَارِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَأَعُوْذُبِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ " .

"হে আল্লাহ্! তোমার কাছে প্রার্থনা করি ক্ষমা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে প্রার্থনা করি আমার দীন ও আমার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা। (ওগো মাওলা) আমার দোষ গোপন কর। আমার ভয়কে নিরাপত্তায় পর্যবসিত কর। আমার সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, বাম ও উপর দিক হইতে আমার হিফাযত কর এবং আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি—নিম্ন দিক হইতে আমাকে ধসাইয়া নেওয়া হইতে।"

٧٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِفَاعَةَ الزُّرْقِىِّ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ " لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ،

أَنْكَفَا الْمُشْرِكُوْنَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَوُوْا حَتّٰى أُثْنِىْ عَلٰى رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ ، فَصَارُوْا خَلْفَهُ صُفُوْفًا فَقَالَ " اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ - اَللّٰهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَّ ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَّ وَلاَ مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ ، وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، اَللّٰهُمَّ أُبْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ ، وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِىْ لاَ يَحُوْلُ وَلاَ يَزُوْلُ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ ، وَالأَمْنَ يَوْمَ الْحَرْبِ ، اَللّٰهُمَّ عَائِذًا بِكَ مِنْ سُوْءِ مَا أَعْطَيْتَنَا ، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا ، كَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ - اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَاَحْيِيْنَا مُسْلِمِيْنَ ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ . وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ أُتُوْا الْكِتَابَ ، اِلٰهَ الْحَقِّ "

قَالَ عَلِىٌّ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، وَاَسْنَدَهُ وَلاَ أَجِىْءُ بِهِ .

৭০৪. হযরত রিফায়া যারকী (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা যখন পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া যাও, আমি আমার মহিমান্বিত প্রতিপালকের মহিমা কীর্তন করিব। সাহাবীগণ তাঁহার পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। তখন তিনি এরূপ দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ - اَللّٰهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَّ ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَّ وَلاَ مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ ، وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ مَانِعَ أَعْطَيْتَ ، اَللّٰهُمَّ أُبْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ ، وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِىْ لاَ يَحُوْلُ وَلاَ يَزُوْلُ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ ، وَالأَمْنَ يَوْمَ الْحَرْبِ ، اَللّٰهُمَّ عَائِذًا بِكَ مِنْ سُوْءِ مَا أَعْطَيْتَنَا ، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا ، كَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ - اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَاَحْيِيْنَا مُسْلِمِيْنَ ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ ، غَيْرَ خَزَايَا ، وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ

سَبِيْلِكَ . وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ أُتُوْ الْكِتَابَ ، اِلٰهَ الْحَقِّ .

"হে আল্লাহ্! তোমারই সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ্! তুমি যাহা প্রসারিত করিয়া দাও কেহ তাহা সংকীর্ণ করিতে পারে না। তুমি যাহাকে দূর করিয়া দাও কেহ তাহাকে নিকট করিতে পারে না। তুমি যাহাকে নিকট করিয়াছ কেহ তাহাকে দূর করিতে পারে না। তুমি যাহা না দাও কেহ তাহা দিতে পারে না। আর তুমি যাহা দান কর, কেহ তাহা আটকাইয়া রাখিতে পারে না। হে আল্লাহ্! আমাদের উপর তোমার বরকত রাশি তোমার রহমত তোমার ফযল (অনুগ্রহ) এবং তোমার রিযক প্রসারিত করিয়া দাও। হে আল্লাহ্! তোমার দরবারে সেই স্থায়ী নিয়ামত প্রার্থনা করি যাহা পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত হইবে না।

হে আল্লাহ্! দুঃখের দিনে তোমার নেয়ামত ও যুদ্ধের দিনে তোমার প্রদত্ত নিরাপত্তা আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি। প্রভু, তুমি যাহা আমাকে দান করিয়াছ, তাহার অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা কর, তুমি যাহা আমাকে দান কর নাই তাহার অপকার ও তাহার অনিষ্ট হইতে আমাকে বাঁচাও।

হে আল্লাহ্! ঈমান আমাদের কাছে প্রিয়তর করিয়া দাও এবং উহার সৌন্দর্যবোধ আমাদের অন্তরে দান কর, কুফরী ফিস্ক (বা অনাচার) ও অবাধ্যতা আমাদের কাছে অপ্রিয় করিয়া দাও এবং আমাদিগকে হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর।

হে আল্লাহ্! আমাদিগকে মুসলিমরূপে মৃত্যু দান কর। মুসলিমরূপেই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখ এবং সৎব্যক্তিদিগের সাথী আমাদিগকে বানাইয়া দাও। অপমানগ্রস্ত বা সংকটগ্রস্ত আমাদিগকে করিও না।

হে আল্লাহ্! সে কাফিরদের বিনাশ সাধন কর—যাহারা তোমার পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং তোমার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তোমার ক্রোধ ও আযাব তাহাদের উপর আপতিত কর।

হে আল্লাহ্! কাফিরদের বিনাশ সাধন কর যাহাদিগকে কিতাব প্রদান করা হইয়াছে (তবুও কুফরের পথই বাছিয়া নিয়াছে) হে যথার্থ উপাস্য।"

আলী বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্ন বিশরের সূত্রে উহা শুনিয়াছি। তিনি উহার সনদও বর্ণনা করিয়া থাকেন। আমি তাহা বর্ণনা করি না।

٢٩٢- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

২৯২. অনুচ্ছেদ ঃ আপদকালীন দু'আ

٧٠٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ عِنْدَ الْكَرْبِ " لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

৭০৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বিপদ-আপদকালে এই দু'আ পড়িতেন ঃ

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

"মহান ও পরম সহনশীল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালক এবং মহান্ আরশের অধিপতি আল্লাহ্ ব্যতীত নাই অন্য কোন মা'বূদ।"

٧٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيْلِ ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مَيْمُوْنَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيْهِ ، يَا أَبَتِ ، إِنِّيْ أَسْمَعُكَ تَدْعُوْ كُلَّ غَدَاةٍ " اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ تُعِيْدُهَا ثَلاَثًا حِيْنَ تُمْسِيْ ، وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلاَثًا ، وَتَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ " تُعِيْدُهَا ثَلاَثًا حِيْنَ تُمْسِيْ ، وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلاَثًا ، فَقَالَ : نَعَمْ - يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِهِنَّ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ -

قَالَ : وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ : اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ ، وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ .

৭০৬. আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকরার প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে যে, তিনি তাহার পিতা হযরত আবূ বাকরা (রা)-কে বলিলেন ঃ আব্বা আমি আপনাকে প্রত্যুষে দু'আ করিতে শুনি ঃ

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ .

"হে আল্লাহ্! আমার শরীর নিরাময় রাখ! হে আল্লাহ্! আমার কান নিরাময় রাখ! হে আল্লাহ্! আমার চক্ষু নিরাময় রাখ। তুমি ছাড়া যে কোন উপাস্য নাই।" আপনি বিকালে তিনবার উহা আবৃত্তি করেন এবং সকালে তিনবার উহা আবৃত্তি করেন এবং আপনি আরও বলিয়া থাকেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ .

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে কুফর ও দারিদ্র্য হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ্! আমি কবরের আযাত হইতে তোমার দরবারে শরণ চাহিতেছি।" তুমি ছাড়া যে অন্য কোন উপাস্য নাই। উহাও আপনি বিকালে তিনবার এবং সকালে তিনবার পড়িয়া থাকেন। তখন তিনি বলিলেন, হ্যাঁ ব্যস। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কথাগুলি বলিতে (অর্থাৎ এইরূপ দু'আ করিতে) শুনিয়াছি এবং আমি তাঁহার সুন্নাত-এর অনুকরণ করিতে ভালবাসি।

তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ বিপদগ্রস্ত লোকের দু'আ হইতেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ ، وَلاَ تَكِلْنِىْ إِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ .

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার রহমতের আশা রাখি। একটি মুহূর্তের তরেও তুমি আমাকে আমার নিজের নফসের উপর ছাড়িয়া দিও না। আমার সমূহ অবস্থা তুমি দুরুস্ত করিয়া দাও। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই।"

٧٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنِىْ رَاشِدُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ : عِنْدَ الْكَرْبِ " لاَ إِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ - اَللّٰهُمَّ اصْرِفْ شَرَّهُ " .

৭০৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বিপদ-আপদকালে বলিতেন ঃ

لاَ إِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وُ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْكَرِيْمِ - اَللّٰهُمَّ اصْرِفْ شَرَّهُ .

"মহান ও পরম সহিষ্ণু আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নাই। নাই মহান আরশের অধিপতি ভিন্ন কোন মা'বুদ। আসমানসমূহ ও যমীনের এবং সম্মানিত আরশের প্রতিপালক আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই। হে আল্লাহ্! উহার অনিষ্ট তুমি দূর করিয়া দাও।"

٢٩٣- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْاِسْتِخَارَةِ

২৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারার* দু'আ

٧٠٨- حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُو الْمُصْعَبِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى الْمَوَالِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْأُمُوْرِ كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ " إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَانَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَإِنَّكَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ . اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ

ইস্তিখারা শব্দের অর্থ হইতেছে কোন কাজ করিবার প্রাক্কালে আল্লাহ্‌র দরবারে উহার মঙ্গলকর পরিণতির জন্য প্রার্থনা করা। যদি প্রকৃতপক্ষে বান্দার জন্য উহা অনিষ্টকর হইয়া থাকে তবে উহা হইতে বাঁচাইয়া রাখার বা বিরত রাখার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা। ইস্তিখারা করিলে স্বপ্নযোগে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ (أَوْ قَالَ : فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ) وَآجِلِهِ ، فَاقْدِرْهُ لِيْ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ (أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِيْ) وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ ، وَاقْدِرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ .

৭০৮. হযরত জাবির (রা) বলেন, বিভিন্ন ব্যাপারে ইস্তিখারা করার শিক্ষা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে ঠিক তেমনিভাবে দিতেন যেমন তিনি শিক্ষা দিতেন কুরআন শরীফের সূরা। যখন কোন ব্যক্তি কোন (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ করিতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন দুই রাক'আত নামায পড়ে। অতঃপর এরূপ দু'আ করে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَانَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَانْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ . اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ (أَوْ قَالَ : فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ) وَآجِلِهِ ، فَاقْدِرْهُ لِيْ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ (أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِيْ) وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ ، وَاقْدِرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ .

"হে আল্লাহ্! তোমার ইল্‌মের মধ্যে নিহিত মঙ্গল আমি প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার কুদ্‌রতের প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার মহান ফযল ও অনুগ্রহ হইতে প্রার্থনা করিতেছি। কেননা তুমি শক্তিমান আর আমার কোন শক্তি নাই, তুমি জ্ঞানবান আমি অজ্ঞ ও বেখবর এবং তুমি গায়েব সম্পর্কে সম্যক অবগত।

হে আল্লাহ্! যদি তোমার জ্ঞানে এই কাজ আমার দীন, আমার ইহজীবন ও পরিণতির দিক হইতে (অথবা তিনি বলিয়াছেন আমার জন্য ত্বরিতে) অথবা শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনক তবে তুমি উহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দাও। আর যদি তোমার জ্ঞানে আমার দীন, আমার ইহজীবন ও পরিণতির দিক হইতে অথবা বলিয়াছেন আমার জন্য ত্বরিতে অথবা শেষ পর্যন্ত উহা অমঙ্গলজনক হয়, তবে তুমি উহা আমা হইতে হটাইয়া দাও এবং আমাকেও উহা হইতে দূরে হটাইয়া দাও এবং আমার মঙ্গল যেখানে নিহিত থাকে, উহাই আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দাও এবং আমার মনকে উহাতেই সন্তুষ্ট করিয়া দাও এবং সে যেন তাহার প্রয়োজনের নাম উল্লেখ করে।"

٧٠٩ـ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ ، مَسْجِدِ الْفَتْحِ ، يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ فَاسْتُجَابَ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ قَالَ جَابِرٌ ، وَلَمْ

يَنْزِلْ بِىْ اَمْرٌ مِنْهُمْ غَائِظٌ ، اِلاَّ تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ فِيْهِ ، بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ ، اِلاَّ عَرَفْتُ الْإِجَابَةَ .

৭০৯. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই মসজিদে বিজয়ের মসজিদে সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবারে দু'আ করেন এবং বুধবারের দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁহার দু'আ কবূল হয়।

হযরত জাবির (রা) বলেন, আমার যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, তখনই আমি বুধবারের এই সময়টাতে দু'আ করিয়াছি এবং উহা কবূল হইতেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

٧١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَلْفِ بْنِ خَلِيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنِىْ حَفْصُ ابْنُ اَنَسٍ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَدَعَا رَجُلٌ فَقَالَ " يَا بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ ، يَا حَىُّ ، يَا قَيُّوْمُ ، اِنِّىْ اَسْأَلُكَ فَقَالَ " أَتَدْرُوْنَ بِمَا دَعَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ ، دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الَّذِىْ دُعِىَ بِهِ أَجَابَ

৭১০. হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার আমি নবী করীম (সা)-এর সহযাত্রী ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এইরূপ দু'আ করিল ঃ

يَا بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ ، يَا حَىُّ ، يَا قَيُّوْمُ ، اِنِّىْ اَسْأَلُكَ

"হে আসমানসমূহ উদ্ভাবনকারী, হে চিরঞ্জীব, হে স্বাধিষ্ঠ সত্তা আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি।"

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, লোকটি কোন্ নামে আল্লাহ্কে ডাকিল, জান? যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এই ব্যক্তি এমন নামেই আল্লাহ্কে ডাকিয়াছে যে নামে কেহ তাঁহাকে ডাকিলে তিনি তাহার ডাকে সাড়া দিয়া (অর্থাৎ দু'আ কবূল করিয়া) থাকেন।[১]

٧١١ - حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ فَقَالَ : أَخْبَرَنِىْ عَمْرٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَا أَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلاَتِىْ قَالَ : قُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْلِىْ مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

৭১১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, একদা হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যাহা আমি নামাযে পড়িব। ফরমাইলেন—তুমি বলিবে ঃ

---

১. অনেক উলামার মতে (চিরঞ্জীব ও স্বাধিষ্ঠ সত্তা) হইতেছে ইসমে আযম। এই হাদীসের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উহা আল্লাহ্র এমনই নাম যে নামে ডাকিলে আল্লাহ্র বান্দার ডাকে সাড়া না দিয়া পারেন না। সুতরাং উহার ইসমে আযম হওয়ার অনেকটা সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْلِى مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

"হে আল্লাহ্, আমি আমার নিজ আত্মার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছি। তুমি ছাড়া আর গোনাহ মাফ করার মত কেহ নাই। সুতরাং তোমার পক্ষ হইতে আমাকে মার্জনা কর, কেননা তুমিই মার্জনাকারী এবং পরম দয়ালু।"

٢٩٤- بَابُ اِذَا خَافَ السُّلْطَانَ

২৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের পক্ষ হইতে যুলুমের ভয় হইলে

٧١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُس ، عَنِ الْاَعْمَش قَالَ : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ يَقُوْلُ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِذَا كَانَ عَلٰى اَحَدِكُمْ اِمَامٌ يَخَافُ تَغَطْرُسَهُ اَوْ ظُلْمَةَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، كُنْ لِى جَارًا مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلاَئِقِكَ ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، أَوْ يَطْغٰى - عَزَّ جَاءُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ .

৭১২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, যখন তোমাদের কাহারো উপর এমন শাসক নিযুক্ত থাকে যাহার কঠোরতা বা যুলুমের ভয় থাকে, তখন তাহার উচিত এরূপ দু'আ করা ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، كُنْ لِى جَارًا مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلاَئِقِكَ ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، أَوْ يَطْغٰى عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ .

"হে সাত আসমানের প্রতিপালক! হে মহান আরশের অধিপতি! তুমি আমার প্রতিবেশী হও। তোমার সৃষ্টিসমূহের মধ্যকার অমুকের পুত্র অমুকের এবং তাহার বাহিনীর মোকাবিলায় যেন তাহাদের কেহ আমার প্রতি বাড়াবাড়ি বা অবিচার করিতে না পারে। তোমার প্রতিবেশী মহিমান্বিত, তোমার প্রশংসা মহিমামণ্ডিত এবং তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই।"

٧١١- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا اَتَيْتَ سُلْطَانًا مَهِيْبًا تَخَافُ أَنْ يَسْطُوْبِكَ فَقُلْ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا اَللّٰهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ، اَلْمُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْاَرْضِ

إِلاَّ بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ ، وَجُنُوْدِهِ وَأَبْتَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ ، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ ، وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ " ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

৭১৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যদি তুমি কোন ভয় উদ্রেককারী শাসকের নিকট উপনীত হও যাহার কঠোরতার ভয়ে তুমি ভীত হও তবে তুমি তিনবার বলিবে ঃ

اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا اَللّٰهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ ، وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ.. اَلْمُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ ، وَجُنُوْدِهِ وَأَبْتَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ ، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، اَللّٰهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ ، وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ .

"আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির চাইতে অধিক মর্যাদাবান ও প্রতিপত্তিশালী। আমি যাহার ভয়ে ভীত ও সংকিত আল্লাহ্ তাহার চাইতেও অধিক প্রতাপান্বিত। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি তাঁহার অমুক বান্দার অনিষ্ট হইতে তাহার বাহিনী ও তাহার অনুসারী দলবলের অনিষ্ট হইতে যাহারা জিন্ ও মানুষের দলভুক্ত। সেই আল্লাহ্‌র যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই—যিনি সাত আসমানকে যমীনের উপর আপতিত হইতে বারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তবে তাঁহার অনুমতি সাপেক্ষে উহা আপতিত হইতে পারে। হে আল্লাহ্! তাদের অনিষ্টের মোকাবিলায় আমার প্রতিবেশী হও, তোমার প্রশংসা মহিমামণ্ডিত, তোমার প্রতিবেশী মহিমান্বিত, তোমার নাম বরকতপূর্ণ এবং তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।"

٧١٤ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَنِي أَبِيْ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ : مَنْ نَزَلَ بِهِ هَمٌّ أَوْ غَمٌّ أَوْ كَرْبٌ أَوْ خَافَ مِنْ سُلْطَانٍ ، فَدَعَا بِهٰؤُلاَءِ أُسْتُجِيْبَ لَهُ ، أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، وَأَسْأَلُكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَأَسْأَلُكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بِرَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيْهِنَّ ، إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، ثُمَّ سَلِ اللّٰهَ حَاجَتَكَ .

৭১৪ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন দুশ্চিন্তা, দুঃখ বা কষ্টে নিঃপতিত হয় অথবা শাসকের ভয়ে ভীত হয় এবং সে এইরূপ দু'আ করে, তাহার দু'আ কবূল হইয়া থাকে। দু'আটি হইল ঃ

أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، وَأَسْأَلُكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَأَسْأَلُكَ بِلاَ إِلٰهَ

إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيْهِنَّ ، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

"তোমারই দরবারে প্রার্থনা হে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। হে সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি! তোমারই স্মরণে আমার যাচঞা হে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, হে সাত আসমান ও মহিমান্বিত আরশের প্রতিপালক! তোমারই সমীপে আমার মিনতি হে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। হে সাত আসমান ও সাত যমীনের এবং এইগুলির মধ্যে যাহা কিছু সবকিছুরই পরোয়ারদিগার! তুমিই সর্বশক্তিমান।"

অতঃপর আল্লাহ্‌র দরবারে তোমার প্রার্থিত বস্তু প্রার্থনা কর।

٢٩٥- بَابُ مَا يُدَّخَرُ لِلدَّاعِيْ مِنَ الْاَجْرِ وَالثَّوَابِ

২৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রার্থনাকারীর জন্য যে সাওয়াব সঞ্চিত হয়

٧١٥ - حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيْ قَالَ : قَالَ أَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ ، لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلاَ بِقَطِيْعَةِ رَحِمٍ ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِحْدَى ثَلاَثٍ : إِمَّا اَنْ يُّجْعَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ ، وَإِمَّا اَنْ يَّدْخَلَ هَا لَهُ فِيْ الْاٰخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلُهَا " قَالَ : إِذَا يُكْثِرُ ، قَالَ " اَللّٰهُ اَكْثَرُ " .

৭১৫. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নবী করীম (সা)-এর হইতে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম মাত্রই যখন দু'আ করে। যে দু'আ পাপের বা আত্মীয়তা ছেদনের না হয়, আল্লাহ্ তাহাকে তিনটির যে কোন একটি প্রদান করেন (১) হয় ইহকালেই নগদ তাহার দু'আ কবূল করেন, (২) নতুবা উহা তাহার পরকালের জন্য সঞ্চিত রাখিয়া দেন নতুবা (৩) অনুরূপ কোন অমঙ্গল তাহার হইতে হটাইয়া দেন। কেহ একজন বলেন ঃ যদি সে ব্যক্তি বেশি কিছুর জন্য দু'আ করিতে থাকে তবুও কি ? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ হইতেছেন সবার অধিক।

٧١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِى الْفُدَيْكِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُنْصِبُ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ ، يَسْأَلُ مَسْأَلَةً ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، إِمَّا عَجَّلَهَا لَهُ فِى الدُّنْيَا وَإِمَّا ذَخَّرَهَا لَهُ الْاٰخِرَةِ مَا لَمْ يَعْجِلْ " قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَمَا عُجْلَتُهُ ؟ قَالَ : يَقُوْلُ دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ ، وَلاَ أَرَاهُ يُسْتَجَابُ لِىْ .

৭১৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি মাত্রই যখন আল্লাহ্র দিকে মুখ করিয়া তাকায় (কপাল ঠুকে) তাঁহার কাছে বিনীত প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ্ তাহাকে তাহা অবশ্যই দান করেন হয় ইহকালে তাহা নগদ দান করেন, নতুবা তাহার পরকালের জন্য উহা সঞ্চিত রাখিয়া দেন-যদি না সে তাড়াহুড়া আরম্ভ করিয়া দেয়। সাহাবাগণ আরয করিলেন সে তাড়াহুড়া কেমন করিয়া করিবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিলেন ঃ কেন সে বলিবে—আমি দু'আর পর দু'আ করিতে থাকিলাম অথচ আমার কোন দু'আ তো কবূল হইতে দেখিলাম না।

٢٩٦- بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

২৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর ফযীলত

٧١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " لَيْسَ شَىْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ .

৭১৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্র নিকট দু'আর চাইতে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই হয় না।"

٧١٨ - حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " أَشْرَفُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ " .

৭১৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "দু'আ হইতেছে সবচাইতে সম্মানিত ইবাদত।"

٧١٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَالِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ يَسْيَعٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ " ثُمَّ قَرَأَ ﴿أُدْعُوْنِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

৭১৯. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ "নিঃসন্দেহে দু'আই হইতেছে ইবাদত।" অতঃপর তিনি (কুরআন শরীফের আয়াত) আবৃত্তি করিলেন ঃ أُدْعُوْنِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ "আমার কাছে দু'আ কর। আমি তোমাদের দু'আ কবূল করিব।" (৪ ঃ ৬০)

٧٢٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ أَىُّ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ " .

৭২০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বোত্তম ইবাদত কি ? তিনি বলিলেন ঃ মানুষের নিজের জন্য কৃত দু'আ।

٧٢١ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ النَّرْسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ : سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ : إِنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، لَلشِّرْكُ فِيْكُمْ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ " فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ، وَهَلِ الشِّرْكُ إِلاَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَلشِّرْكُ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : وَهَلِ الشِّرْكُ الاَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ الٰهًا اٰخَرَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَلشِّرْكُ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلٰى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ ؟ قَالَ " قُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا اَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ " ..

৭২১. হযরত মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন, আমি একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সমভিব্যাহারে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ আবূ বকর, নিঃসন্দেহে শিরক পিপীলিকার পদচারণা হইতেও সূক্ষ্মভাবে তোমাদের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। তখন আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন সত্তাকে উপাস্য মনে করা ছাড়াও অন্য কোন রকমের শিরকও আছে নাকি? তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, শিরক পিপীলিকার পদচারণা হইতেও সূক্ষ্মভাবে লুকায়িত থাকে। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিব না যাহা তুমি বলিলে শিরকের অল্প ও বেশি সবই দূরীভূত হইয়া যাইবে? নবী করীম (সা) বলিলেন, তুমি বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا اَعْلَمُ ، وَاَسْتَغْفِرُكَ بِمَا لاَ أَعْلَمُ

"হে আল্লাহ্! জ্ঞাতসারে তোমার সাথে শিরক করা হইতে আমি তোমার দরবারে আশ্রয় চাহিতেছি এবং যাহা আমার অজ্ঞাত তাহা হইতেও তোমার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

٢٩٧- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرِّيْحِ

২৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ তুফানের সময় পড়িবার দু'আ

٧٢٢ - حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى (هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا هَاجَتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ " .

৭২২. হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন জোরে তুফান বহিত তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ

"হে আল্লাহ্! উহার সহিত যে মঙ্গল তুমি প্রেরণ করিয়াছ তাহা তোমার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি এবং উহার সহিত যে অমঙ্গল তুমি প্রেরণ করিয়াছ, উহা হইতে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

٧٢١ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ يَزِيْدَ ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ اِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيْحُ يَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ لاَقِحًا لاَ عَقِيْمًا " .

৭২৩. হযরত সালামা হইতে বর্ণিত আছে, যখন হাওয়া জোরে বহিত তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ لاَقِحًا لاَ عَقِيْمًا "হে আল্লাহ্! উহাকে ফলবতী কর, বন্ধ্যা (প্রতিপন্ন) করিও না।"

٢٩٨- بَابُ لاَ تَسُبُّوْا الرِّيْحَ

২৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ বায়ুকে গাল দিবে না

٧٢٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ ، عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُبَىٍّ قَالَ : لاَ تَسُبُّوْا الرِّيْحَ فَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا مَا تَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الرِّيْحِ ، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا ، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا ، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ .

৭২৪. হযরত উবাই (রা) বলেন, বায়ুকে গাল দিবে না যখন তোমরা অবাঞ্ছিত হাওয়া দেখিবে তখন বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الرِّيْحِ ، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا ، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا ، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ .

"হে আল্লাহ্! আমরা তোমার দরবারে এই হাওয়ার মধ্যে নিহিত এবং উহার সাথে প্রেরিত মঙ্গল রাশির প্রার্থনা জানাইতেছি এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাহিতেছি এই বায়ুর মধ্যে নিহিত এবং উহার সাথে প্রেরিত অনিষ্টরাশি হইতে।"

٧٢٥ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيٰى ، عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ : حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ : حَدَّثَنِى ثَابِتُ الزُّرَقِىُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اَلرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ ، تَأْتِى بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ ، فَلاَ تَسُبُّوْهَا ، وَلٰكِنْ سَلُوْا اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا ، وَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا " .

৭২৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হাওয়া স্বয়ং আল্লাহ্র রহমতের অংশ। উহা রহমত এবং আযাব নিয়া আবির্ভূত হয়। সুতরাং উহাকে গাল দিও না বরং উহার মঙ্গলসমূহ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা কর এবং উহার অমঙ্গলসমূহ হইতে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

٢٩٩- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الصَّوَاعِقِ

২৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ বজ্রধ্বনির সময় দু'আ

٧٢٦- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مَطَرٍ ، اَنَّهُ سَمِعَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ : " اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِصَعْقِكَ ، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ " .

৭২৬. সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বজ্রধ্বনি ও মেঘের গর্জন শুনিলে তখন বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِصَعْقِكَ ، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

"হে আল্লাহ্! তোমার মেঘ নিনাদের দ্বারা আমাদিগকে বধ করিও না এবং তোমার আযাবের দ্বারা আমাদের ধ্বংস সাধন করিও না এবং ইহার পূর্বেই স্বাচ্ছন্দে আমাদিগকে নিরাপত্তা দাও।"

٣٠٠- بَابُ اِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ

৩০০. অনুচ্ছেদ ঃ যখন বজ্রধ্বনি শুনিবে

٧٢٧- حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ الْحَكَمُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ اِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِيْ سَبَّحَتْ لَهُ ، قَالَ : اِنَّ الرَّعْدَ مَلَكٌ يَنْعِقُ بِالْغَيْثِ كَمَا يَنْعِقُ الرَّاعِيْ بِغَنَمِهِ .

৭২৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি বজ্রধ্বনি শুনিতে পাইতেন তখন তিনি বলিতেন ঃ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَبَّحَتْ পবিত্র সেই সত্তা যাঁহার পবিত্রতা বজ্রধ্বনি ঘোষণা করিল। তিনি বলেন, বজ্রধ্বনিকারী হইতেছেন একজন ফেরেশ্‌তা। তিনি মেঘমালাকে ঠিক তেমনি হাঁকাইয়া চলেন যেমন রাখাল তাহার ছাগ পালকে হাঁকাইয়া চলে।

٧٢٨- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ : سُبْحَانَ الَّذِيْ ﴿ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ ﴾ [الرعد : ١٣ : ١٣] ثُمَّ يَقُوْلُ : اِنَّ هٰذَا الْوَعِيْدَ شَدِيْدٌ لأَهْلِ الاَرْضِ .

৭২৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর পুত্র আমির বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) যখন বজ্রধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তখন কথা বলা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিতেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِیْ﴿ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ﴾ [١٣ : الرعد : ١٣]

"পবিত্র সেই সত্তা বজধ্বনি যাহার পবিত্রতা ও স্তুতি ঘোষণা করে এবং ফেরেশতকুল যাহার ভয়ে অস্থির থাকেন।" (সূরা রা'দ ঃ ১৩)

٣٠١- بَابُ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ

৩০১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় প্রার্থনা করে

٧٢٩- حَدَّثَنَا أٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَلِيْمَ بْنَ عَامِرٍ ، عَنْ اَوْسَطَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ اَوَّلَ مَقَامِيْ هٰذَا - ثُمَّ بَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ : " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَاِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ ، وَهُمَا فِى النَّارِ ، وَسَلُوْا اللّٰهَ الْمُعَافَاةَ ، فَاِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَافَاةِ ، وَلاَ تَقَاطَعُوْا ، وَلاَ تَدَابَرُوْا ، وَلاَ تَحَاسَدُوْا ، وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا " .

৭২৯. আওসাত ইব্ন ইসমাঈল (রা) বলেন, আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর বলিতে শুনিয়াছি—নবী করীম (সা) হিজরতের প্রথম বৎসর আমার এই স্থানে দণ্ডায়মান হন—এ কথা বলিয়া হযরত আবূ বকর (রা) অঝোরে কাঁদিতে থাকেন। অতঃপর বলেন ঃ তোমরা অবশ্যই সত্যকে আঁকড়াইয়া থাকিবে। কেননা উহা পুণ্যের সাথী এবং এই দুইটিই বেহেশতে যাইবে এবং তোমরা অবশ্যই মিথ্যা হইতে দূরে থাকিবে। কেননা উহা পাপের সাথী এবং এই দুইটিই দোযখে নিয়া যাইবে। আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা ও নিরাময় জীবন প্রার্থনা করিবে, কেননা নিরাপত্তা ও নিরাময় জীবনই হইতেছে ঈমানের পর সবচাইতে উত্তম বস্তু এবং তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করিবে না, একে অপরের পিছনে লাগিবে না। পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হইও না, আল্লাহ্র বান্দাগণ ভাই ভাই হইয়া যাও।

٧٢٨- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْجَرِيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، عَنِ الْاَجْلَاجِ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ ، قَالَ " هَلْ تَدْرِيْ مَا تَمَامُ النِّعْمَةِ " ؟ قَالَ : تَمَامُ النِّعْمَةِ دُخُوْلُ الْجَنَّةِ ، وَالْفَوْزُ مِنَ النَّارِ " ثُمَّ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ ، قَالَ : قَدْ سَأَلْتَ رَبَّكَ الْبَلَاءَ ، فَسَلْهُ الْعَافِيَةَ ، وَمَرَّ عَلٰى رَجُلٍ يَقُوْلُ : يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - قَالَ " سَلْ .

৭৩০. হযরত মু'আয (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম (সা) এক ব্যক্তির পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন সে ব্যক্তি তখন বলিতেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ .

"হে আল্লাহ্! তোমার নিয়ামতের পরিপূর্ণতা আমি তোমার দরবারে চাহিতেছি।" তিনি বলিলেন ঃ নিয়ামতের পরিপূর্ণতা কি জানো ? সে ব্যক্তি বলিল, নিয়ামতের পরিপূর্ণতা হইতেছে বেহেশতে প্রবেশ এবং দোযখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ। অতঃপর তিনি অপর এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন আর সে ব্যক্তি বলিতেছিলেন—হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে ধৈর্য (ধারণের তাওফীক) চাহিতেছি। তিনি বলিলেন ঃ তুমি তোমার প্রভুর দরবারে বিপদ চাহিতেছ (বরং) নিরাপত্তা ও নিরাময় জীবনই চাও! তিনি অপর এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন যে বলিতেছিল ঃ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ "হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি" (আল্লাহ্) তিনি বলিলেন ঃ এখনই চাও।

٧٣١ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا أَسْأَلُ اللّٰهَ بِهِ - فَقَالَ " يَا عَبَّاسُ ، سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ " ثُمَّ مَكَثْتُ قَلِيْلاً ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ - عَلِّمْنِىْ شَيْئًا أَسْأَلُ اللّٰهَ بِهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ " يَا عَبَّاسُ ، يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ، سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ " .

৭৩১. হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি বস্তু শিক্ষা দিন যাহা আমি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করিব। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে আব্বাস! আপনি আল্লাহ্র দরবারে স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করুন। অতঃপর আমি কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়া পুনরায় তাঁহার দরবারে গিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি বস্তু শিক্ষা দিন যাহা আমি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করিব! তখন তিনি বলিলেন ঃ হে আব্বাস, আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর চাচা! আপনি আল্লাহ্র দরবারে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করুন।

٣٠٢- بَابُ مَنْ كَرِهَ الدُّعَاءَ بِالْبَلَاءِ

৩০২. অনুচ্ছেদ ঃ পরীক্ষায় নিঃপতিত হওয়ার দু'আ করা দূষণীয়

٧٣٢ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ : اَللّٰهُمَّ لَمْ تُعْطِنِىْ مَالاً فَأَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَابْتَلِنِىْ بِبَلَاءٍ يَكُوْنُ أَوْ قَالَ فِيْهِ أَجْرٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَا تُطِيْقُهُ اَلَا قُلْتَ : اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ " .

৭৩২. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসা অবস্থায়ই দু'আ করিল—হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে সম্পদ দান কর নাই যে আমি দান করিব। অতএব তুমি আমাকে

বিপদ দিয়া পরীক্ষা কর অথবা সে ব্যক্তি বলিয়াছিল—যাহাতে সাওয়াব হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! উহা তোমার সামর্থ্যের অতীত! তুমি বল না কেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আল্লাহ্! আমাদিগকে দুনিয়ার মঙ্গল দান করুন এবং আখিরাতের মঙ্গল দান করুন এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা করুন।"

٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ (قُلْتُ لِحُمَيْدٍ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : نَعَمْ) دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ قَدْ جَهَدَ مِنَ الْمَرَضِ ، فَكَاَنَّهُ فَرْخٌ مَنْتُوْفٌ - قَالَ " اُدْعُ اللّٰهَ بِشَيْءٍ أَوْ سَلْهُ " فَجَعَلَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ مَا أَنْتَ مُعَذِّبِيْ بِهٖ فِى الْاٰخِرَةِ ، فَعَجِّلْهُ فِى الدُّنْيَا قَالَ " سُبْحَانَ اللّٰهِ - لاَ تَسْتَطِيْعُهُ اَوْ لاَ تَسْتَطِيْعُوْا أَلاَ قُلْتَ : اَللّٰهُمَّ أٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ " وَدَعَا لَهُ فَشَفَاءُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৭৩৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোগ জর্জরিত এমন এক ব্যক্তিকে রোগ শয্যায় তাহাকে দেখিতে গেলেন যাহার অবস্থা ছিল ছো-মারা মুরগীর ছানার ন্যায় (অত্যন্ত কাহিল)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ ওহে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা কর অথবা তিনি বলিলেন ঃ তাহার কাছে যাচঞা কর। তখন সে ব্যক্তি বলিতে লাগিল—হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাকে পরকালে যে শাস্তি প্রদান করিবে, তাহা এই দুনিয়াতেই আমাকে দিয়া দাও! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! তুমি তাহা বরদাশত করিতে পারিবে না অথবা তিনি বলিলেন ঃ উহা সহ্য করার শক্তি তোমাদের নাই। তুমি বল না কেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আল্লাহ্! আমাকে মঙ্গল দান কর, ইহকালে এবং মঙ্গল দান কর পরকালে এবং দোযখের আযাব হইতে আমাকে রক্ষা কর।"
অতঃপর তিনি তাহার জন্য দু'আ করিলেন এবং আল্লাহ্ তাহাকে নিরাময় করিয়া দিলেন।

٣٠٢ – بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ مِنْ جُهْدِ الْبَلاَءِ

৩০৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি চরম পরীক্ষা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে

٧٣٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُجَاهِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : يَقُوْلُ الرَّجُلُ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جُهْدِ الْبَلاَءِ - ثُمَّ يَسْكُتُ فَاذَا قَالَ ذٰلِكَ فَلْيَقُلْ : إِلاَّ بَلاَءً فِيْهِ عَلاَءٌ .

৭৩৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) বলেন, লোকে দু'আ করে ঃ প্রভু, চরম পরীক্ষা (সঙ্কট) হইতে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি, অতঃপর সে ক্ষান্ত দেয়। সে যখন এইরূপ দু'আ করিবে তখন তাহার ইহাও বলা উচিত ঃ তবে সেই পরীক্ষায় উন্নতি নিহিত রহিয়াছে তাহা ব্যতীত।

٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جُهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الاَعْدَاءِ ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ .

৭৩৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) চরম পরীক্ষা অলক্ষুণে পাওয়া, শত্রুদের বিদ্বেষ এবং ভাগ্য বিপর্যয় হইতে আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন।

٣٠٤- بَابُ مَنْ حَكَىٰ كَلاَمَ الرَّجُلِ عِنْدَ الْعِتَابِ

৩০৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাগের সময় কোন ব্যক্তির কথার পুনরাবৃত্তি করে

٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَمُسْلِمٍ نَحْوَهُ قَالاَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ ، فَقَالَ " صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي زِدْنِي قَالَ زِدْنِي صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتُ وَأُمِّيْ ، زِدْنِي ، فَإِنِّي أَجِدُ فِيْ قَوِيًّا فَقَالَ " إِنِّي أَجِدُ نِي قَوِيًّا ، إِنِّيْ أَجِدُنِيْ قَوِيًّا " فَأَفْحَمَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَنْ يَّزِيْدَنِيْ ثُمَّ قَالَ صُمْ ثَلاَثًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ "

৭৩৬. আবূ নাওফিল ইব্ন আবূ আকরাব বলেন, তাঁহার পিতা নবী করীম (সা)-কে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিলেন ঃ প্রতি মাসে একদিন রোযা রাখিবে। তাহার পিতা বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউন, আমাকে আরো বাড়াইয়া দিন! আমাকে বাড়াইয়া দিন! যাও, মাসে দুই দিন রোযা রাখিও। আমি বলিলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে আরো বাড়াইয়া দিন, কেননা আমার সামর্থ্য আছে। তখন তিনি বলিলেন ঃ আমার সামর্থ্য আছে। আমার সামর্থ্য আছে। আমার সামর্থ্য আছে। তিনি আমাকে চুপ করাইয়া দিলেন, যাহাতে আমার ধারণা হইল যে, তিনি বুঝি আমাকে আর বেশি অনুমতি দিবেন না। অতঃপর বলিলেন ঃ আচ্ছা যাও, প্রতি মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখিও।

٣٠٥- بَابُ

৩০৫. অনুচ্ছেদ ঃ

٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ عِرْفَطَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَارْتَفَعَتْ رِيحٌ خَبِيْثَةٌ مُنْتِنَةٌ - فَقَالَ : اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذِهِ ؟ هٰذِهِ رِيحُ الَّذِيْنَ يَتَغَابُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৭৩৭. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময় দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু উত্থিত হইল। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা কি জানো উহা কি ? উহা হইতেছে ঐ সব ব্যক্তির বায়ু যাহারা মু'মিনের গীবত (অসাক্ষাতে নিন্দা) করিয়া থাকে।

٧٣٨ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَيَاضٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : هَاجَتْ رِيْحٌ مُنْتَنَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ اغْتَبُوْا أَنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَبُعِثَ هٰذِهِ الرِّيْحُ لِذٰلِكَ .

৭৩৮. হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে একবার দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ মুনাফিকদের মধ্যকার কিছু লোক মু'মিনদের মধ্যকার কিছু লোকের গীবত করে। এজন্যই এই বায়ু প্রেরিত হইয়াছে।

٧٣٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الشَّامِىِّ ، سَمِعْتُ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ يَقُوْلُ : مَنْ اُغْتِيْبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ ، فَنَصَرَهُ جَزَاءُ اللّٰهُ بِهَا خَيْرًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ اُغْتِيْبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ ، فَلَمْ يَنْصُرُهُ جَزَاهُ اللّٰهُ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ شَرًّا ـ وَمَا الْتَقَمَ اَحَدٌ لُقْمَةً شَرًّا مِنْ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٌ ـ إِنْ قَالَ فِيْهِ مَا يَعْلَمُ فَقَدْ اغْتَابَهُ ، وَاِنْ قَالَ فِيْهِ بِمَا لاَ يَعْلَمُ . فَقَدْ بَهَتَهُ .

৭৩৯. ইব্ন উম্মে আব্দ বলেন, যাহার নিকট কোন মু'মিনের গীবত করা হইল, আর সে তাহার (অর্থাৎ সেই অনুপস্থিত মু'মিনের) সাহায্য করিল আল্লাহ্ই তাহাকে এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করিবেন। আর যাহার কাছে কোন মু'মিনের গীবত করা হইল আর সে তাহার সাহায্য করিল না। (অর্থাৎ তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া গীবতকারীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিল না) আল্লাহ্ তাহাকে এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উহার মন্দ ফল (শাস্তি) ভোগ করাইবেন। মু'মিনের গীবতের চাইতে মন্দ গ্রাস আর কেহই গ্রহণ করে না—যদি সে তাহার সম্পর্কে তাহার জ্ঞাত সত্য কথাই বর্ণনা করিল তবে সে তাহার গীবত করিল। আর যদি সে এমন কথা বলিল যাহা তাহার জ্ঞাত নহে, তবে সে ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে অপবাদ রটাইল।

٣٠٦– بَابُ الْغِيْبَةِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾

৩০৬. অনুচ্ছেদ ঃ গীবত ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তোমরা একে অপরের গীবত করিবে না"

٧٤٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُو الْعَوَامِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ رَبِيْعِ الْبَاهِلِىِّ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى عَلٰى قَبْرَيْنِ يُعَذِّبُ صَاحِبَاهُمَا ، فَقَالَ "

اِنَّهُمَا لاَ يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ ، وَبَلٰى ، اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لاَ يَتَأَذّٰى مِنَ الْبَوْلِ " فَدَعَا بِجَرِيْدَةٍ رَطْبَةٍ اَوْ بِجَرِيْدَتَيْنِ فَكَسَرَهُمَا ـ ثُمَّ اَمَرَ بِكُلِّ كَسْرَةٍ فَغُرِسَتْ عَلٰى قَبْرٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اَنَّهُ سَيُهَوَّنُ مِنْ عَذَابِهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ ، اَوْ لَمْ تَيْبَسَا " .

৭৪০. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি এমন দুইটি কবরের পার্শ্বে উপনীত হইলেন যেগুলির অধিবাসীদ্বয় আযাবে লিপ্ত ছিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ এই ব্যক্তিদ্বয় কোন গুরুতর ব্যাপারে শাস্তি পাইতেছে না। তবে হ্যাঁ, তাহাদের মধ্যকার একজন লোকের গীবত করিয়া ফিরিত আর অপর ব্যক্তিটি পেশাব হইতে সতর্ক থাকিত না। তখন তিনি তাজা একটি খেজুর শাখা বা দুইটি খেজুর শাখা আনিতে বলিলেন এবং এইগুলিকে ভাঙিয়া উহা কবরের উপরে প্রোথিত করিয়া দিতে বলিলেন এবং বলিলেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত এই ডাল দুইটি তাজা থাকিবে অথবা বলিলেন ঃ ঐগুলি শুকাইয়া যাইবে না ততক্ষণ পর্যন্ত উহাদের শাস্তি হাল্কা করিয়া দেওয়া হইবে।

٧٤١ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ أَبِىْ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَسِيْرُ مَعَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَمَرَّ عَلٰى بَغْلٍ مَيِّتٍ قَدْ اِنْتَفَخَ ، فَقَالَ : وَاللّٰهِ لِأَنْ يَأْكُلَ اَحَدُكُمْ هٰذَا حَتّٰى يَمْلأَ بَطْنَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ مُسْلِمٍ .

৭৪১. কায়স বর্ণনা করেন যে, হযরত আম্‌র ইব্‌নুল আ'স (রা) তাহার কতিপয় সঙ্গী-সাথীসহ ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, যাহা ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ কসম আল্লাহ্‌র কোন ব্যক্তি যদি পেট পুরিয়াও উহা খায়, তবুও উহা কোন মুসলমানের গোশত খাওয়ার চাইতে উত্তম।

٣٠٧- بَابُ الْغِيْبَةِ لِلْمَيِّتِ

৩০৭. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির গীবত

٧٤٢ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِىْ أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْهَضْهَاضِ الدَّوْسِىِّ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ عِزُّ بْنُ مَالِكِ الْاَسْلَمِىُّ فَرَجَمَهُ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فَمَرَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَه نَفَرٌ مِنْ اَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اِنَّ هٰذَا الْخَائِنَ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ مِرَارًا ، كُلَّ ذٰلِكَ يَرُدُّهُ ثُمَّ قُتِلَ كَمَا يُقْتَلُ الْكَلْبُ ، سَكَتَ عَنْهُمُ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى مَرَّ بِجِيْفَةِ حِمَارٍ شَائِلَةٍ رِجْلُهُ ، فَقَالَ " كُلاَ مِنْ هٰذَا " قَالاَ :

مِنْ جِيْفَةِ حِمَارٍ ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : فَالَّذِىْ قُلْتُمَا مِنْ عِرَضِ اَخِيْكُمَا اٰنِفًا أَكْثَرُ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، اِنَّهُ فِىْ نَهْرٍ مِنْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَغَمَّسُ .

৭৪২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মাইয ইব্ন মালিক আসলামী নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং নবী করীম (সা) চতুর্থবার তাহাকে (ব্যভিচারের স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে) প্রস্তরাঘাতে হত্যার আদেশ দিলেন। অতঃপর নবী করীম (সা) তাঁহার কতিপয় সাহাবী তাঁহার পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তখন তাহাদের মধ্যকার একজন বলিয়া উঠিলেন, এই বিশ্বাসঘাতকটা কয়েকবারই নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপনীত হয় এবং প্রত্যেকবারই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলেন, অতঃপর যেভাবে কুকুর হত্যা করা হয়, তেমনি তাহাকে হত্যা করা হয়।

নবী করীম (সা) তাহাদের কথা শুনিয়া মৌনতা অবলম্বন করেন। অতঃপর একটি মৃত গাধার পাশ দিয়া যখন তাহারা অতিক্রম করিতেছিলেন এবং গাধাটি ফুলিয়া যাওয়ায় তাহার পাগুলি উর্ধদিকে উত্থিত হইয়া রহিয়াছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা দুইজনে উহা খাও। তাহারা বলিলেন ঃ গাধার মৃত দেহ খাইতে বলিতেছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিলেন ঃ কেন, তোমাদের ভাইয়ের সম্মানহানির মাধ্যমে ইতিপূর্বে তোমরা যাহা অর্জন করিয়াছ, উহা তার তুলনায় কত বেশি গর্হিত। মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ যাঁহার হাতে সে পবিত্র সত্তার শপথ - সে এখন বেহেশতের ঝর্ণাসমূহের মধ্যকার একটি ঝর্ণাতে (স্বাচ্ছন্দ্যে) সাঁতার কাটিতেছে।

٣٠٨- بَابُ مَنْ مَسَّ رَأْسَ صَبِىٍّ مَعَ اَبِيْهِ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ

৩০৮. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার উপস্থিতিতে পুত্রের মাথায় হাত বুলানো ও তার জন্য বরকতের দু'আ করা

٧٤٣- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ : اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عَمْرِو الزُّرَقِىُّ الْمَدَنِىُّ قَالَ : حَدَّثَنِىْ أَبُوْ حَزْرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِىْ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ، فَنَلْقٰى شَيْخًا [عَلَيْهِ بُرْدَةٌ وَمُعَافِرِىٌّ وَعَلٰى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ مُعَافِرِىٌّ] ، قُلْتُ : اَىْ عَمِّ مَا يَمْنَعُكَ عَنْ تُعْطِىْ غُلَامَكَ هٰذَا النَّمِرَةَ ، وَتَأْخُذَ الْبُرْدَةَ ، فَتَكُوْنُ عَلَيْكَ بُرْدَتَانِ وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ ؟ فَاَقْبَلَ عَلٰى أَبِىْ فَقَالَ : ابْنُكَ هٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ : قَالَ فَمَسَحَ عَلٰى رَأْسِىْ وَقَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ - اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : " اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ ، وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَكْسُوْنَ " يَا ابْنَ اَخِىْ ، ذِهَابُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَتَاعِ الْآخِرَةِ قُلْتُ أَىْ.اَبْتَاهُ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ ؟ قَالَ : اَبُوْ الْيَسَرِ [كَعْبُ] بْنُ عَمْرٍو .

৭৪৩. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এ পৌত্র উবাদা ইব্ন ওয়ালীদ বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার সাথে একদিন বাহির হইলাম। আমি তখন যুবক। এমন সময় এক প্রবীণ ব্যক্তির সাথে আমাদের

সাক্ষাৎ হইল। (তাহার গায়ে একখানা দামী চাদর ও একখানা কম্বল এবং তাহার ভৃত্যের গায়েও অনুরূপ একখানা দামী চাদর ও কম্বল জড়ানো ছিল)

আমি বলিলাম, চাচা আপনি তো আপনার কম্বলখানা আপনার ভৃত্যকে দিয়া আপনি তাহার এই চাদরখানাসহ দুইখানা চাদরই গায়ে দিতে পারিতেন, এমনটি করিতে আপনাকে কিসে বারণ করিল ? উক্ত প্রবীণ ব্যক্তি আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ এ বুঝি আপনার পুত্র ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করুন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি— তোমরা যাহা খাইবে তাঁহাদিগকেও (ভৃত্যদিগকেও) তাহাই খাইতে দিবে, তোমরা যাহা পরিবে তাহাদিগকেও তাহাই পরিতে দিবে। হে ভাতিজা, দুনিয়ার সামগ্রী যদি নিঃশেষ হইয়া যায় তবুও আখিরাতের সামান্য ক্ষতির চাইতে উহা বরণ করিয়া নেওয়াই আমার কাছে অধিকতর পসন্দনীয়। আমি বলিলাম আব্বা এই ব্যক্তি কে ? বলিলেন ঃ আবুল ইসর ইব্‌ন আম্‌র [কা'ব (রা)]।

٣٠٩ - بَابُ دَالَّةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

৩০৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের মধ্যে একের মালের উপর অপরের আবদার খাটানো

٧٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : أَدْرَكْتُ السَّلَفَ ، وَأَنَّهُمْ لَيَكُوْنُوْنَ فِيْ الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ بِأَهَالِيْهِمْ فَرُبَّمَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِهِمُ الضَّيْفُ . وَقِدْرُ أَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ ، فَيَأْخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لِضَيْفِهِ فَيَفْقِدُ الْقِدْرَ صَاحِبُهَا . فَيَقُوْلُ : مَنْ أَخَذَ الْقِدْرَ ؟ فَيَقُوْلُ : صَاحِبُ الضَّيْفِ : نَحْنُ أَخَذْنَاهَا لِضَيْفِنَا ، فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الْقِدْرِ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْهَا (أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا)

قَالَ بَقِيَّةُ : وَ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَالْخُبْزُ إِذَا خَبَزُوْا مِثْلَ ذَالِكَ . وَ لَيْسَ بَيْنَهُمْ إِلاَّ جُدُرُ الْقَصَبِ قَالَ بَقِيَّةُ : وَأَدْرَكْتُ أَنَا ذٰلِكَ : مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَأَصْحَابُهُ .

৭৪৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ বলেন, আমি পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের (সাহাবাগণের) যমানা দেখিয়াছি। তাহারা এক এক ঘরে কয়েকজন করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতেন। অনেক সময় এমনও হইত যে, কোন এক পরিবারের হয়ত চুলায় চড়ানো ডেগচী রহিয়াছে। মেহমানওয়ালা ঘরের মালিক তখন তাহার মেহমানের জন্য সেই চুলার উপরে বসানো ডেগচী (সদ্যপ্রস্তুত খাবারসহ) উঠাইয়া লইয়া যাইত আর ডেগচীওয়ালা আসিয়া দেখিত যে, তাহার ডেগচী উধাও হইয়া গিয়াছে। তখন সে বলিত, আমার ডেগচী আবার কে উঠাইয়া লইয়া গেল ? মেহমানওয়ালা তখন বলিত, আমরা আমাদের মেহমানের জন্য উহা লইয়া গিয়াছি। তখন ডেগচীওয়ালা বলিত, আল্লাহ্ উহাতে তোমাদের জন্য বরকত দিন বা অনুরূপ কিছু একটা। রাবী বাকিয়া বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ বলিতেন, সদ্য প্রস্তুত রুটির ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিত এবং এই দুই পরিবারের মধ্যে নল খাগড়ার বেড়া ছাড়া অন্য কোন আড়াল থাকিত না। বাকিয়া বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ ও তাঁহার সাথীদের এমনটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

٣١٠- بَابُ اِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ

৩১০. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের মেহমানের সম্মান ও যত্ন করা

٧٤٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَبَعَثَ إِلٰى نِسَائِهِ ، فَقُلْنَ : مَا مَعَنَا إِلاَّ الْمَاءَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ و مَنْ يَّضَمُّ (أَوْيُضِيْفُ) هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ : أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ اِلٰى امْرَأَتِهِ فَقَالَ : اَكْرِمِيْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : مَا عِنْدَنَا اِلاَّ قُوْتٌ لِلصِّبْيَانِ ، فَقَالَ : هَيِّئْ طَعَامَكِ ، وَاَصْلِحِيْ سِرَاجَكِ ، وَنَوِّمِيْ صِبْيَانَكِ اِذَا اَرَادُوْا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا ، وَ اَصْلَحَتْ سِرَاجَهَا ، وَ نَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا . ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَاَطْفَأَتْهُ ، وَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ اَنَّهُمَا يَأْكُلاَنِ وَ بَاتَّاطَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ ﷺ لَقَدْ ضَحِكَ اللّٰهُ (اَوْ عَجِبَ) مِنْ نِعَالِكُمَا؟ اَوْ اَنْزَلَ اللّٰهُ ﴿وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾ [٥٩ : الحشر : ٩]

৭৪৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে (মেহমানরূপে) উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাকে তাহার সহধর্মিণীগণের নিকট (আহার্য গ্রহণের) জন্য পাঠাইলেন। তাহারা জানাইলেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া খাওয়ার মত কিছুই নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) (সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন ঃ কে ইহাকে মেহমানরূপে গ্রহণ করিবে ? তখন আনসারদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, আমি আছি। তখন তিনি তাহাকে নিয়া তাহার স্ত্রীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন ঃ ওহে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। তিনি জবাব দিলেন, ছেলেমেয়ের রাত্রের খাবার ছাড়া ঘরে যে আর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন ঃ খাবার প্রস্তুত করিবে, বাতি ঠিক রাখিবে এবং ছেলেমেয়েদের যখন রাত্রের খাবার খাইতে চাহিবে তখন কোন প্রকারে প্রবোধ দিয়া তাহাদিগকে শোয়াইয়া দিবে। মহিলাটি (স্বামীর কথামত) খাবার প্রস্তুত করিলেন, বাতি ঠিক করিলেন এবং তাহার শিশু-সন্তানদের শোয়াইয়া দিলেন এবং অন্ধকারে তাহারাও খাইতেছেন এটা বোঝানোর জন্য বাতি (অর্থাৎ উহার শলতে) ঠিক করার ছুতায় উহা নিভাইয়া দিলেন অথচ প্রকৃতপক্ষে রাতে তাহারা উপবাসেই কাটাইয়াছিলেন। অতঃপর যখন ভোরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে গেলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (গতরাতের) কার্যকলাপে হাসিয়াছেন। (অর্থাৎ অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন) এবং আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"এবং তাহারা নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকে যদিও বা নিজেরা ক্ষুধার্তই থাকে। আর যাহারা স্বভাবজাত লোভ-লালসা ও কামনা হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহারাই সফলকাম।" (সূরা হাশ্‌র ঃ ৯)

٣١١ - بَابُ جَائِزَةُ الضَّيْفِ

৩১১. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের অতিথেয়তা

٧٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِى سَعِيْدُ الْمَقْبَرِىُّ ، عَنْ اَبِى شُرَيْحِ الْعَدَوِىِّ قَالَ : سَمِعْتُ أُذُنَاىَ وَ اَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ، ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ، قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ " يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ . وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ . فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " .

৭৪৬. হযরত আবূ শুরায়হ্ আদাবী (রা) বলেন, আমার এই কর্ণদ্বয় শুনিয়াছে, আমার এই চক্ষুদ্বয় দেখিয়াছে যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে তাহার উচিত তাহার প্রতিবেশীকে সম্মান করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহার উচিত তাহার মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাহার প্রাপ্য বিশেষ আতিথ্যের মাধ্যমে। কেহ একজন বলিয়া উঠিল, তাহার বিশেষ আতিথ্য কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিলেন ঃ একদিন একরাত। এমনিতে মেহমানদারী তিনদিন। ইহার অধিক যাহা হইবে, তাহা হইবে সাদাকা স্বরূপ। আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী তাহার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা চুপ করিয়া থাকা।

٣١٢ - بَابُ الضِّيَافَةِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ

৩১২. অনুচ্ছেদ ঃ আতিথ্য তিনদিন

٧٤٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ هُوَ ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ ، فَمَاكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ " .

৭৪৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আতিথ্য তিনদিন। ইহার অধিক হইলে উহা সাদাকা (বলিয়া গণ্য হইবে)।

٣١٣ - بَابُ لَا يُقِيْمُ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ

৩১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমান মেজবানের অসুবিধা করিয়া থাকিবে না

٧٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبَرِىِّ عَنْ أَبِىْ شُرَيْحِ الْكَعْبِىِّ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا

أَوْ لِيَصْمُتْ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ ، فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ . وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ .

৭৪৮. হযরত আবূ শুরায়হ্ কা'বী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী তাহার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা মৌনতা অবলম্বন করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাসী তাহার উচিত তাহার মেহমানকে সম্মান করা। তাহার বিশেষ আতিথ্য হইতেছে একদিন একরাত্রি। আর সাধারণ আতিথ্য হইতেছে তিনদিন পর্যন্ত। উহার উপরে যাহা হইবে তাহা সাদাকা বলিয়া গণ্য হইবে। আর মেহমানের পক্ষে উচিত হইবে না মেযবানের বাড়িতে এত বেশি অবস্থান করা যাহাতে সে অসুবিধা বোধ করে।

٣١٤ ـ بَابُ اِذَا اَصْبَحَ بِفِنَائِهِ

৩১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মেযবানের বাড়িতে মেহমানের ভোর

٧٤٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ ، أَبِيْ كَرِيْمَةَ السَّامِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ" .

৭৪৯ হযরত মিকদাম আবূ করীমা সামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ রাত্রিবেলা আগন্তুক মেহমানকে আপ্যায়িত করা প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। আর যদি তাহারই নিকট মেহমানের ভোর হয় (অর্থাৎ ভোর পর্যন্ত যদি মেহমান সেখানে অবস্থান করে) তবে তখনকার মেহমানদারীও মেজবানের উপর মেহমানের পাওনা স্বরূপ। এখন ইচ্ছা করিলে সে এই পাওনা শোধও করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে উহা ছাড়িয়াও দিতে পারে।

٣١٥ ـ بَابُ اِذَا اَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا

৩১৫. অনুচ্ছেদ ঃ বঞ্চিত অতিথি

٧٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ بَعَثْتَنَا نَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يُقْرُوْنَا ، فَمَا تَرَى فِىْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ لَنَا "إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمَرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِى يَنْبَغِىْ لَهُمْ" .

৭৫০. হযরত উকবা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে এমন অনেক সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে প্রেরণ করেন যেখানকার লোকজন আমাদের মেহমানদারী করে না, এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? (অর্থাৎ তখন আমরা কি করিব ?) তিনি আমাদিগকে বলিলেন ঃ তোমরা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া উঠ এবং তাহারা মেহমানের জন্য যাহা শোভনীয় তাহা প্রদান করে তবে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে আর যদি তাহারা তাহা না করে তবে তোমরা তাহাদের উপর মেহমানের যাহা পাওনা তাহা তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পার।[১]

٣١٦ - بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ الضَّيْفَ بِنَفْسِهِ

৩১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের সেবায় মেযবান

٧٥١ . حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِىَّ دَعَا النَّبِىَّ ﷺ فِىْ عُرْسِهِ ، وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِىَ الْعُرُوْسُ فَقَالَتْ : أَتَدْرُوْنَ مَا انْقَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِىْ تُوْرٍ .

৭৫১. সাহল ইব্‌ন সা'দ বলেন, হযরত আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) তাঁহার বিবাহ বাসরে নবী করীম (সা)-কে দাওয়াত করেন। তাহার নববিবাহিতা বধূ সেইদিন পর্যন্ত তাহার পরিচারিকা ছিলেন। তিনি বলেন, জানেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য সেদিন আমি কি পরিবেশন করিয়াছিলাম ? রাত্রিবেলা আমি তাঁহার জন্য টাটকা খেজুর একটি মাটির পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম।
(উহাই আমি তাঁহার জন্য পরিবেশন করি।)

٣١٧ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ إِلٰى ضَيْفٍ أَطْعَامًا فَقَامَ يُصَلِّىَ -

৩১৭. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের সম্মুখে খাবার দিয়া নিজে নামাযে দাঁড়াইয়া যাওয়া

٧٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَمَّرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِىْ الْجَرِيْرِىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ نَعِيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَلَمْ أُوَافِقْهُ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِهِ ، اَيْنَ اَبُوْ ذَرٍّ ؟ قَالَتْ يَمْتَهِنُ ، سَيَأْتِيْكَ الْاٰنَ . فَجَلَسْتُ لَهُ فَجَاءَ وَ مَعَهُ بَعِيْرَانِ ، قَدْ قَطَرَ اَحَدُهُمَا فِىْ عَجُزِ الْاٰخَرِ ، فِىْ عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

---

১. ক্ষুধার তীব্রতায় যখন প্রাণ নাশের আশঙ্কা দেখা দেয় তখনকার জন্য উহা প্রযোজ্য। আহমদের মতে উহা কেবল জনমানবহীন এলাকাতেই প্রযোজ্য যেখানে বসবাসকারী মেযবান মেহমানদারী না করিলে মেহমানের আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা থাকে না। কেহ কেহ বলিযাছেন, এই হুকুম কেবল রাষ্ট্রীয় তহশীলদারের ব্যাপারেই প্রযোজ্য যাঁহাদের ইহা ছাড়া আর থাকা-খাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকে না। বুখারী শরীফের প্রখ্যাত শরাহ ফাতহুল বারীর উদ্ধৃতি দিয়া মাওলানা আহমদ আলী সাহরানপুরী (র) তাঁহার বুখারী শরীফের হাশিয়ায় এ অভিমতগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

قُرْبَةٌ فَوضَعَهُمَا . ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، مَامِنْ رَجُلٍ كُنْتُ اَلْقَاهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَىَّ لُقِيًا مِنْكَ وَ لاَ اَبْغَضَ اِلَىَّ لُقِيًا مِنْكَ . قَالَ لِلّٰهِ اَبُوْكَ ، وَمَا يَجْمَعُ هٰذَا؟ قَالَ : إِنِّى كُنْتُ وَ أَدتُ مَوْؤُدَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، أَرْهَبُ إِنْ لَقِيْتُكَ أَنْ تَقُوْلَ : لاَ تَوْبَةَ لَكَ لاَ مَخْرَجَ ، وَ كُنْتُ أَرْجُوْ أَنْ تَقُوْلَ : لَكَ تَوْبَةٌ وَ مُخْرَجٌ قَالَ : أَفِى الْجَاهِلِيَّةِ أَصَبْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ اُتِيْنَا بِطَعَامٍ فَاَبَتْ ثُمَّ أَمَرَهَا فَأَبَتْ حَتّٰى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا قَالَ إِيَه فَانْكُنَّ لاَ تَعْدُوْنَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . قُلْتُ وَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيهِنَّ؟ قَالَ " إِنَّ الْمَرْأَةَ ضَلْعٌ ، وَاِنَّكَ ، اِنْ تُرِيْدُ أَنْ تُقِيْمُهَا تُكْسِرُهَا . وَ إِنْ تُدَارِيْهَا فَاِنَّ فِيْهَا أَوْ اَدًا وَ بَلَغَةً ، فَوَلَّتْ فَجَاءَتْ بِثَرِيْدَةٍ ، كَاَنَّهَا قَطَاةٌ : فَقَالَ : كُلْ وَلاَ أَهْوَلَنَّكَ فَإِنِّى صَائِمٌ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَجَعَلَ يُهَذِّبُ الرُّكُوْعَ ثُمَّ أَنْفَتَلَ فَاَكَلَ ، فَقُلْتُ اِنَّا لِلّٰهِ . مَا كُنْتُ أَخَافُ اَنْ تُكَذِّبَنِى . قَالَ : لِلّٰهِ أَبُوْكَ مَا كَذَبْتُ مُنْذُ لَقِيْتَنِى . قُلْتُ : اَلَمْ تُخْبِرُنِى أَنَّكَ صَائِمٌ؟ قَالَ : بَلٰى : إِنِّى صُمْتُ مِنْ هٰذَا الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . فَكُتِبَ لِى أَجْرُهُ وَحَلَّ لِى لِلطَّعَامُ .

৭৫২. নু'আয়ম ইব্‌ন কা'নাব বলেন, আমি হযরত আবূ যারের বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে ঘরে পাইলাম না। আমি তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবূ যার কোথায় ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ কোন কাজে বাহিরে গিয়াছেন, এখনই হয়ত আসিয়া পড়িবেন। সুতরাং আমি তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। এমন সময় তিনি আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার দুইটি উট, একটির পিছনে আরেকটি বাঁধা, প্রত্যেকটির ঘাড়ে একটি করিয়া মশক ঝুলিতেছিল। তিনি প্রথমে এইগুলি নামাইলেন তারপরে আসিলেন। আমি বলিলাম, আবূ যার যাহাদের সহিত আমি সাক্ষাৎ করি তাঁহাদের মধ্যে আপনার চাইতে প্রিয়তর আর আমার কাছে কেহই নাই, আবার এ ধরনের লোকদের মধ্যে আপনার চাইতে অপ্রিয়ও আমার কাছে আর কেহই নাই। তিনি বলিলেন, আমার পিতা তোমার জন্য কুরবান হউক। তিনি বলিলেন, এই পরস্পর বিরোধী দুইটি একত্র হইল কেমন করিয়া তাহা বলুন! আমি জাহেলিয়াতের যুগে একটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়াছি। আমার ভয় হয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই আপনি বলিবেন, তোমার তাওবা বা নিষ্কৃতির কোন ব্যবস্থাই নাই। আবার এই আশাও মনে জাগে, হয়ত বা আপনি বলিবেন, তোমার তাওবা ও নিষ্কৃতির ব্যবস্থা আছে। তিনি বলিলেন ঃ তুমি এটি জাহেলিয়াতের যুগে করিয়াছিলে না ? আমি বলিলাম, জী-হ্যাঁ! তিনি বলিলেন, অতীতের গুনাহসমূহ আল্লাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন ঃ খাবার নিয়া আস। মহিলাটি তাহাতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। তিনি পুনরায় তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন আর মহিলাটিও পুনরায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। এমন কি বাদানুবাদে স্বরউচ্চ মাত্রায় উঠিল। তিনি বলিলেন, ওহে তোমরা তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণীর ধারও ধার না। আমি বলিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা), উহাদের সম্পর্কে কি বলিয়াছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, নারী জাতি হইতেছে পাঁজরের বাঁকা হাড়। তুমি যদি উপড়ে সোজা করিতে যাও তবে উহাকে ভাঙিয়া ফেলিবে। আর

যদি (তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিয়া) তাহাদের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া যাও তবুও তাহাদের মধ্যে বক্রতা ও কোমলতা দুইটিই আছে। (একথা শুনিয়া) মহিলাটি চলিয়া গেলেন এবং সারীদ (ঝোলের মধ্যে প্রদত্ত রুটি) লইয়া বিড়ালের মত চুপিসারে ফিরিয়া আসিলেন। তখন আবূ যার (রা) আমাকে বলিলেন, তুমি খাও, আমার কথা ভাবিও না। আমি রোযা আছি। অতঃপর তিনি নামায পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং অত্যন্ত ধীরে সুস্থে রুকূ (সিজ্‌দা) করিলেন। অতঃপর নামাযান্তে তিনি আসিয়া খাওয়া আরম্ভ করিলেন। আমি বলিয়া উঠিলাম, ইন্না লিল্লাহ্! আমি তো কোনদিন এইরূপ আশা করি নাই যে, আপনি আমার সাথে মিথ্যা কথা বলিবেন। তিনি বলিলেন ঃ তোমার পিতা আমার জন্য কুরবান হউক, তুমি সাক্ষাত করা অবধি তোমার সাথে একটা মিথ্যা কথাও বলি নাই। আমি বলিলাম, কেন আপনি কি বলেন নাই যে, আপনি রোযা আছেন? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ আমি এই মাসের তিনদিন রোযা রাখিয়াছি সুতরাং পূর্ণ মাসের সাওয়াব আমার জন্য হইয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্ট দিনগুলিতে খাওয়া-দাওয়া আমার জন্য লিপিবদ্ধ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। (তাই মেহমানের খাতিরে নফল রোযা ভাঙিয়াই খাইতে বসিয়াছি।)

٣١٨ - بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلٰى اَهْلِهِ

৩১৮. অনুচ্ছেদ ঃ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা

٧٥٤- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِىْ أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : "اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ أَنْفَقَهُ عَلٰى عِيَالِهِ ، وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقَه عَلٰى أَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقَهُ عَلٰى دَابَّتِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "

قَالَ : اَبُوْ قِلاَبَةَ : وَ بَدَاءَ بِالْعِيَالِ ، وَأَىُّ رَجُلٍ اَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلٰى عِيَالٍ صِغَارٍ حَتّٰى يُغْنِيَهُمْ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ؟

৭৫৩. হযরত সাওবান (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সর্বোত্তম দীনার (মুদ্রা) হইতেছে উহা যাহা কোন ব্যক্তি তাহার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার যাহা সে তাহার সাথীদের জন্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং সেই দীনার যাহা সে তাহার বাহন জন্তুর জন্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে।

হাদীসের এক পর্যায়ের রাবী আবূ কিলাবা বলেন ঃ এখানে পরিবার-পরিজন হইতে শুরু করিয়াছেন। এবং সেই ব্যক্তি হইতে বড় সাওয়াব আর কে পাইতে পারে যে ব্যক্তি তাহার পরিবারের স্বল্পবয়স্কদের জন্য ব্যয় করে যাবত না আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া দেন।

٧٥٤ – حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : اَخْبَرَنِىْ عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهِ ، وَ هُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً " .

৭৫৪. হযরত আবূ মাসউদ বাদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পুণ্য লাভের আশায় ও নিয়ত যাহা তাহার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে উহা তাহার জন্য সাদাকা স্বরূপ।

٧٥٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَلْوَلِيْدُ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ رَافِعٍ إِسْمٰعِيْلَ ابْنِ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ : رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِيْ دِيْنَارٌ . قَالَ " أَنْفِقْهُ عَلٰى نَفْسِكَ " قَالَ : عِنْدِيْ أُخَرُ . فَقَالَ " اَنْفِقْهُ عَلٰى خَادِمِكَ أَوْ قَالَ عَلٰى وَلَدِكَ " قَالَ : عِنْدِيْ أُخَرُ . قَالَ " ضَعْهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ أَخَسُّهَا " .

৭৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির হযরত জাবিরের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে একটা দীনার আছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ উহা তুমি তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। সে ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে অপর একটি মুদ্রা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তবে তুমি উহা তোমার খাদেমের (ভৃত্যের) জন্য ব্যয় কর অথবা তিনি তাহার ছেলের কথাও বলিয়া থাকিতে পারেন। সে ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে আরো একটি আছে। বলিলেন ঃ উহা আল্লাহ্র রাস্তায় বিলাইয়া দাও। আর উহা হইতেছে সর্ব নিকৃষ্ট। (অর্থাৎ উপরের খাতসমূহ হইতে এই খাতের সাওয়াব কম হইবে।)

٧٥٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ : دِيْنَارًا أَعْطَيْتَهُ مِسْكِيْنًا ، دِيْنَارًا أَعْطَيْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَ دِيْنَارًا أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَ دِيْنَارًا اَنْفَقْتَهُ عَلٰى أَهْلِكَ اَفْضَلُهَا الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى أَهْلِكَ " .

৭৫৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ চারটি দীনারের একটি তুমি কোন নিঃস্বকে দান করিয়াছ, একটি দ্বারা গোলাম আযাদ করিয়াছ, একটি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিয়াছ এবং একটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করিয়াছ। তন্মধ্যে যে দীনারটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করিয়াছ উহাই সর্বোত্তম।

٣١٩ - بَابُ يُؤْجَرُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلٰى فِيْ اِمْرَأَتِهِ

৩১৯. অনুচ্ছেদ ঃ সর্বব্যাপারেই সাওয়াব আছে এমন কি স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দেওয়া গ্রাসেও

٧٥٧ . حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسَعْدٍ " اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا ، حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ اِمْرَأَتِكَ" .

৭৫৭. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে সা'দ! আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তুমি যাহাই ব্যয় কর তাহাতেই তোমার সাওয়াব হইয়া থাকে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটি তুলিয়া দাও উহাতেও।

٣٢٠ ـ بَابُ الدُّعَاءِ اِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ

৩২০. অনুচ্ছেদ : রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকাকালীন দু'আ

٧٥٨– حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ ، حَدَّثَنِي مَلِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ . فَيَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِي فَاسْتَجِيْبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهِ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ " .

৭৫৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আমাদের মহামহিমান্বিত প্রভু পরোয়ারদিগার প্রত্যেক রাত্রিতেই রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে দুনিয়ার আসমানে আবির্ভূত হন। অতঃপর বলেন, আছো এমন কেহ যে আমার কাছে দু'আ করিবে আর আমি তাহার দু'আ কবূল করিব। যে আমার কাছে যাচ্ঞা করিবে, আমি তাহার যাচ্ঞা পূর্ণ করিব। যে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবে আর আমি তাহাকে ক্ষমা করিব।

٣٢١ ـ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فُلَانٌ جَعْدٌ أَسْوَدُ أَوْ طَوِيْلٌ قَصِيْرٌ يُرِيْدُ الصِّفَةَ وَ لاَ يُرِيْدُ الْغِيْبَةَ –

৩২১. অনুচ্ছেদ : নিন্দার উদ্দেশ্যে নহে পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কাহাকেও কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি প্রভৃতি বলা

٧٥٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانٍ ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي اِبْنُ أَخِي أَبِي رُهْمٍ كُلْثُوْمُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْغِفَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهْمٍ ، وَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَّذِيْنَ بَايَعُوْهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُوْلُ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَقُمْتُ لَيْلَةً بِالْاَخْضَرِ ، فَصِرْتُ قَرِيْبًا مِنْهُ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْنَا النُّعَاسُ فَطَفِقْتُ أَسْتَيْقِظُ وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِي مِنْ رَاحِلَةٍ ، فَيُفْزِعُنِي دُنُوُّهَا ، خَشْيَةً أَنْ تُصِيْبَ رِجْلَهُ ، فِي الْغَرْزِ ، فَطَفِقْتُ أُوْخِرُ ، رَاحِتِي حَتّٰى غَلَبَتْنِي عَيْنِي بَعْضَ اللَّيْلِ فَزَاحَمَتْ رَاحِلَتِي رَاحِلَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ رِجْلَةَ فِي الْغَرْزِ ، فَأَصَبَّتْ رِجْلَهُ . فَلَمْ اِسْتَيْقَظَ إِلاَّ بِقَوْلِهِ "حُسَّ" فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَغْفِرْلِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "سِر" فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

يَسْأَلُنِى عَنْ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْ بَنِى غِفَارِ ، فَقَالَ وَ هُوَ يَسْأَلُنِى فَقَالَ " مَا فَعَلَ النَّفَرُ الْحُمْرُ الطُّوَالُ الثَّطَاطُ" ؟ قَالَ فَحَدَّثْتُهُ بِتَخَلُّفِهِمْ ، قَالَ " فَمَا فَعَلَ السُّوْدُ الْجِعَادُ الْقِصَارُ الَّذِيْنَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ شَدَخٍ " ؟ فَتَذَكَّرْتَهُمْ فِى بَنِى غِفَارٍ ، فَلَمْ أَذْكُرْهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ اَنَّهُمْ رَهْطٌ مِنْ اَسْلَمَ، فَقُلْت: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اُولٰئِكَ مَنْ أَسْلَمَ قَالَ " فَمَا يَمْنَعُ اَحَدٌ أُولٰئِكَ ، حِيْنَ يَتَخَلَّفُ ، اَنْ يَّحْمَلَ عَلٰى بَعِيْرٍ مِنْ إِبِلِهِ امْرَءًا نَشِيْطًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَإِنَّ اَعَزَّ اَهْلِى عَلَىَّ اَنْ يَّخْتَلِفَ عَنِ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ غِفَارٌ وَاَسْلَمُ " .

৭৫৯. আবূ রেহেম (রা) বলেন, আর তিনি ছিলেন বৃক্ষতলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে যাঁহারা বায়'আত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। আমি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করি। একরাত্রে আমার পাহারার পালা ছিল এবং আমি তাঁহার একেবারে নিকটেই পড়ি। [অর্থাৎ আমার ডিউটি একেবারে নবী করীম (সা)-এর পার্শ্বেই পড়ে] আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। আমি অনেক কষ্টে জাগ্রত থাকিতে লাগিলাম। আমার সাওয়ারী একেবারে তাঁহার সাওয়ারীর কাছে আসিয়া পড়ে। আমার ভয় হইতেছিল কখন যেন আমার সাওয়ারী আরও নিকটবর্তী হইয়া পড়ে এবং তাঁহার কদম মুবারক আমার সাওয়ারীর ধাক্কায় তাঁহার রেকাবীতে স্পর্শ করায় তিনি ব্যথা পান। তাই আমি আমার সাওয়ারীকে একটু পিছনে সরাইয়া রাখিতেছিলাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইলে তন্দ্রায় আমার চোখ বুঁজিয়া আসিল এবং আমার সাওয়ারী তাঁহার সাওয়ারীকে স্পর্শ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কদম মুবারক তখন সাওয়ারীর রেকাবীতেই ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার কদম মুবারকে আমার সাওয়ারীর ধাক্কা লাগিয়াই গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার সাওয়ারীকে সরাইবার উদ্দেশ্যে হুশ বলিয়া না উঠা পর্যন্ত আমার তন্দ্রা টুটিল না। তন্দ্রা ভাঙিতেই আমি বলিয়া উঠিলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য ইস্তিগফার করুন। (মাফ করুন স্থলে এখানে আল্লাহর দরবারে মাফ চান ব্যবহৃত হইয়াছে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সামলে চল (ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ঃ বনী গিফার গোত্রের কে যে পিছনে রহিয়া গেল ? (যুদ্ধ যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হয় নাই।) তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ যে গৌরবর্ণ দীর্ঘাঙ্গী আর যাহাদের কেবল চোয়ালের মধ্যে সামান্য দাড়ি রহিয়াছে তাহারা কি করিয়াছে ? (অর্থাৎ তাহারা আমাদের সঙ্গী হইয়াছে কী না!) তাহারা যে আমাদের সঙ্গে আসে নাই আমি তাহাই তাঁহাকে জানাইলাম। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আর ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতির লোকগুলি তাহারা কি করিল ? আমি যাহাদের বাহন পশুগুলি শকবা শদাহ্ পানির উৎসে আছে? আমি গিফার গোত্রের মধ্যে আমার স্মৃতির চোখ বুলাইতে লাগিলাম কিন্তু সেই গোত্রে তেমন কেহ্ আছে বলিয়া আমার স্মরণ পড়িল না। অবশেষে আমার স্মরণ হইল যে, ও-হ্ উহারা তো আসলাম গোত্রের লোক! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যখন আসিতে পারে নাই তখন তাহাদের উটনীর উপর আল্লাহ্র রাস্তায় বাহির হইতে আগ্রহী কোন যুবককে আরোহণ করাইয়া কেন পাঠাইল না ? কেননা এ কথাটি চিন্তা করিতে আমার ভীষণ কষ্ট হয় যে, কুরায়শ বংশীয় মুহাজিরগণ, আনসারগণ, গিফার গোত্রের লোকজন বা আসলাম গোত্রের কেহ যুদ্ধ যাত্রাকালে পিছনে পড়িয়া রহিবে!

٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلْمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا . قَالَتْ أَسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ " بِئْسَ أَخُوْةُ الْعَشِيْرِ " فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ الَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ " إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ " .

৭৬০. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন ঃ গোত্রের মন্দ লোকটি দেখিতেছি। অতঃপর সে যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল তখন তিনি তাহার সহিত প্রসন্ন বদনে মেলামেশা করিলেন। তখন আমি বলিলাম, এ কি ? (মুখে বলিলেন ঃ লোকটি খারাপ অথচ তাহার সাথে মিশিলেন প্রাণ খুলিয়া ইহার অর্থ কী ?) তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ অশ্লীল ভাষীকে এবং লজ্জাহীনকে পছন্দ করেন না।

٧٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : اِسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَوْدَةُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ اِمْرَأَةً ثَقِيْلَةً شَطَةً فَأَذِنَ لَهَا .

৭৬১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, জুমু'আর রাত্রে (অর্থাৎ মুযদালিফায় অবস্থান করা কালে) বিবি সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন আর তিনি ছিলেন স্থূলদেহী মহিলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

٣٢٢ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بِحِكَايَةِ الْخَبَرِ بَأْسًا

৩২২. অনুচ্ছেদ ঃ ঘটনা বা উপমা বর্ণনা দোষের নহে

٧٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعِرَّانَةِ ازْدَحَمُوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى قَوْمٍ فَكَذَّبُوْهُ وَ شَجُّوْهُ ، فَكَانَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ " قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ : فَكَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِى الرَّجُلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبْهَتِهِ .

৭৬২. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন জি'রানা নামক স্থানে গনীমতের মাল বণ্টন করেন তখন সেখানে অনেক লোক ভিড় করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্‌র কোন এক বান্দাকে আল্লাহ্ কোন এক সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহারা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল এবং তাঁহাকে (মারপিট করিল) যখমী করিয়া দিল। সে তখন তাঁহার কপাল হইতে রক্ত মুছিতেছিল আর মুখে বলিতেছিল ঃ হে আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়কে মার্জনা কর। কেননা তাহারা অজ্ঞ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি যেন দিব্যি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইতেছি যে, তিনি সেই কপাল মোছায় রত ব্যক্তিটির কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন।

٣٢٣ - بَابُ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا

৩২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে মুসলমানের দোষ গোপন করে

٧٦٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَشِيْطٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ قَالَ جَاءَ قَوْمٌ اِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَقَالُوْا اِنَّ لَنَا جِيْرَانًا يَشْرَبُوْنَ وَ يَفْعَلُوْنَ أَنَرْفَعُهُمْ اِلَى الْاِمَامِ؟ قَالَ لاَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ "مَنْ رَاٰى مِنْ مُسْلِمٍ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُوْدَةً مِنْ قَبْرِهَا" .

৭৬৩. আবূ হায়সাম বর্ণনা করেন যে, একদা কিছু সংখ্যক লোক হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাদের কিছু প্রতিবেশী মদ্যপান করে এবং মন্দ কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, আমরা কি শাসকের দরবারে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব ? তিনি বলিলেন ঃ না, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ দেখিতে পাইল এবং উহাকে গোপন করিল সে যেন কোন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে কবর হইতে তুলিয়া তাহাকে জীবন দান করিল।[১]

٣٢٤ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ هَلَكَ النَّاسُ

৩২৪. অনুচ্ছেদ ঃ লোক ধ্বংস হইয়াছে বলা

٧٦٤- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "اِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُوْلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ" .

৭৬৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে বলিতে শুনিবে লোক তো বরবাদ হইয়া গিয়াছে তখন বুঝিবে সে-ই সর্বাধিক বরবাদ হইয়াছে।

٣٢٥ - بَابُ لاَ يَقُلْ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ

৩২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিককে নেতা বলিবে না

٧٦٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ أَبِىْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا الْمُنَافِقِ : سَيِّدٌ فَانَّهُ إِنْ يَّكُ سَيِّدُكُمْ ، فَقَدْ أَسْتَخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَ جَلَّ " .

---

১. দোষ যদি ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে এবং উহা দ্বারা অন্যের কোন ক্ষতি বা সামাজিক শৃংখলা নষ্ট না হয় তবেই এই কথা নতুবা প্রতিবেশী কোন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া তাহার ও অন্যের দীন দুনিয়া বরবাদ করিতে দেখিলে তাহার বিরুদ্ধে খবর দেওয়া ও উহার প্রতিকার করা জায়িয আছে।

৭৬৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বোরায়দা তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিককে নেতা বলিও না, কেননা সে যদি সত্যসত্যই তোমাদের নেতা হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা তোমাদের মহিমান্বিত প্রভু পরোয়ারদিগারকে অসন্তুষ্ট করিয়াছ।

٣٢٦ ـ بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا زُكِّيَ

৩২৬. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিলে কি বলিবে

٧٦٦– حَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا زُكِّيَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تُوَاخِذْنِي بِمَا يَقُوْلُوْنَ ، وَاغْفِرْلِي مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ " .

৭৬৬. আদী ইব্‌ন আরতাহ বলেন, নবী করীম (সা)-এর কোন সাহাবীর যখন প্রশংসা বর্ণনা করা হইত তখন তিনি বলিতেন, হে আল্লাহ্! উহারা যাহা বলে তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করিও না এবং উহারা যে ব্যাপারে জ্ঞাত নহে সে ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করিও।

٧٦٧– حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لِأَبِيْ مَسْعُوْدٍ أَوْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لِأَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ " زَعْمٍ " ؟ قَالَ " بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ " .

৭৬৭. আবূ কিলাবা বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আবূ মাসউদকে বলিলেন অথবা ইব্‌ন মাসউদ আবূ আবদুল্লাহ্‌কে বলিলেন ঃ (রাবীর সন্দেহ) আন্দাজ অনুমান সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কি বলিতে শুনিয়াছেন? জবাবে তিনি বলিলেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ লোকের কি মন্দ বাহনই না এই আন্দাজ অনুমানটা।

٧٦٨– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْيَمَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرٍ قَالَ : يَا أَبَا مَسْعُوْدٍ ، مَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ " زَعَمُوْا " ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ " بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ " وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ " لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ " .

৭৬৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির সাহাবী আবূ মাসউদ-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ হে আবূ মাসউদ! লোকে ধারণা করিয়াছে (জাতীয় কথা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আপনি কি বলিতে শুনিয়াছেন ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি উহা লোকের কি মন্দ বাহন এবং তাহাকে আরো বলিতে শুনিয়াছি, মু'মিনকে অভিসম্পাত দেওয়া তাহাকে হত্যার সমতুল্য।

٣٢٧ - بَابُ لاَ يَقُوْلُ لِشَيْءٍ لاَ يَعْلَمُهُ : اَللّٰهُ يَعْلَمُهُ

৩২৭. অনুচ্ছেদ ঃ অজানা ব্যাপার সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন বলিবে

٧٦٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ لِشَيْءٍ لاَ يَعْلَمُهُ (اَللّٰهُ يَعْلَمُهُ) وَاللّٰهُ يَعْلَمُ غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَيُعَلِّمُ اللّٰهَ مَالاَ يَعْلَمُ" فَذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمُ .

৭৬৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তিই তাহার অজ্ঞাত ব্যাপার সম্পর্কে (কিছু বলিয়া) বলিবে না আল্লাহ্ উহা জানেন। অথচ আল্লাহ্র জ্ঞানে অন্য রূপ আছে। সে যেন আল্লাহ্ যাহা নিজে জানেন না উহাই তাহাকে জানাইতেছে। আল্লাহ্র কাছে উহা গুরুতর ব্যাপার।

٣٢٨ - بَابُ قَوْسِ قُزَحٍ

৩২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রংধনু

٧٧٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يُوْسُفُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْمَجَرَّةُ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ ، وَ أَمَّا قَوْسُ قُزَحٍ فَأَمَانٌ مِنَ الْغَرَقِ بَعْدَ قَوْمِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمِ .

৭৭০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ছায়াপথ হইতেছে আসমানের দরজাসমূহের মধ্যকার একটি দরজা আর রংধনু হইতেছে নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার পর অভয়ের প্রতীক।

٣٢٩ - بَابُ الْمَجَرَّةِ

৩২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ছায়াপথ

٧٧١- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ اَبِي حُسَيْنٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَلِيًّا عَنِ الْمَجَرَّةِ ، قَالَ : هُوَ شَرَجُ السَّمَاءِ ، وَ مِنْهَا فُتِحَتِ السَّمَاءُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ .

৭৭১. আবূ তুফায়ল বলেন, ইব্নুল কোওয়া হযরত আলী (রা)-কে ছায়াপথ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাবে তিনি বলিলেন, উহা হইতেছে আসমানের দরজা এবং নূহ্ (আ)-এর প্লাবনের সময় ঐ পথেই জলধারা নামিবার জন্য আকাশ খোলা হইয়াছিল।

٧٧٢ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَاأَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَلْقَوْسُ أَمَانٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ وَالْمَجَرَّةُ بَابُ السَّمَاءِ الَّذِي تَنْشَقُّ مِنْهُ .

৭৭২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রংধনু হইতেছে পৃথিবীবাসীর জন্য মহাপ্লাবন হইতে অভয়ের প্রতীক আর ছায়াপথ আকাশের সেই দরজা যে দরজা দিয়া আকাশে ফাটল সৃষ্টি হইবে।

٣٣٠- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكَ

৩৩০. অনুচ্ছেদ ঃ রহমতের স্থানের দু'আ

٧٧٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْحَارِثِ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَالَ لِأَبِيْ رَجَاءٍ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَأَسْأَلُ اللّٰهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فِيْ مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ قَالَ وَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ اَحَدٌ ذٰلِكَ ؟ فَمَا مُسْتَقَرُّ رَحْمَتِهِ؟ قَالَ : اَلْجَنَّةُ قَالَ لَمْ تُصِبَ . قَالَ فَمَا مُسْتَقَرُّ رَحْمَتِهِ ؟ قَالَ قُلْتُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .

৭৭৩ আবূ হারিস কিরমানী বলেন, জনৈক ব্যক্তিকে হযরত আবূ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে শুনিলাম, আপনার প্রতি সালাম নিবেদন করিতেছি এবং দু'আ করিতেছি যেন আল্লাহ্ তাঁহার রহমতের স্থানে আপনাকে ও আমাকে একত্রিত করেন। তিনি বলিলেন ঃ কেহ উহা করিতে পারে ? তাঁহার রহমতের স্থান কি ? উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, বেহেশত। তিনি বলিলেন, যথার্থ বল নাই। তখন ঐ ব্যক্তি বলিলেন, তবে তাঁহার রহমতের স্থান কি ? তিনি বলিলেন, আমি বলিলাম ঃ স্বয়ং রাব্বুল আলামীন।

٣٣١ - بَابُ لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ

৩৩১. অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা যুগ-কালকে গালি দিও না

٧٧٤- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ : يَاخَيْبَةَ الدَّهْرِ " فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ .

৭৭৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন এরূপ না বলে, হায় সর্বনাশা কাল। কেননা কাল তো স্বয়ং আল্লাহ (সৃষ্টি)।

٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ يَحْيَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ : أَنَا الدَّهْرُ ، أُرْسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، فَاِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا وَ لاَيَقُوْلَنَّ لِلْعِنَبِ : اَلْكَرَمُ ، فَاِنَّ الْكَرَمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ " .

৭৭৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন না বলে হায় সর্বনাশা কাল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ কাল তো আমি স্বয়ং, আমিই রাত ও দিন প্রেরণ করি। যখন চাহিব উহা প্রেরণ করিব না আর দেখিও কেহ যেন আঙ্গুরকে 'করম' না বলে। কেননা করম তো হইতেছে মু'মিন ব্যক্তি।

٣٣٢ـ بَابُ لاَ يُحِدُّ الرَّجُلُ اِلَى اَخِيْهِ النَّظْرَ اِذَا وَلَّى

৩৩২. অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ভাইয়ের প্রতি তাহার প্রস্থানকালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইবে না

٧٧٦- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَكْرَهُ أَنْ يُحِدَّ الرَّجُلُ اِلَى أَخِيْهِ النَّظْرَ ، أَوْ يُتَبِعَهُ بَصَرَهُ اِذْ اَوَلَّى ، أَوْ يَسَالَهُ : مِنْ اَيْنَ جِئْتَ ، وَ اَيْنَ تَذْهَبُ؟

৭৭৬. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তির তাহার অপর ভাইয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো অথবা তাহার প্রস্থানকালে তাহার দিকে ঘোর দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকা কিংবা (উদ্দেশ্যমূলকভাবে) তাহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা যে, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, কোথায় যাইবে এইরূপ বাঞ্ছনীয় নহে।

٣٣٣ ـ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার সর্বনাশ হউক বলা

٧٧٧- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ " أَرْكَبْهَا " فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ "اِرْكَبِهَا " قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ " قَالَ : اِرْكَبْهَا فَاِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اِرْكَبُهَا وَيْلَكَ .

৭৭৭. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা এক ব্যক্তিকে তাহার কুরবানীর উট হাঁকাইয়া লইয়া যাইতে দেখিলেন। তিনি বলিলেন ঃ ওহে, উহাতে চড়িয়া বস। সে বলিল, ইহা যে কুরবানীর উট। তিনি বলিলেন ঃ (তাতে কি!) তুমি চড়িয়া বস! সে পুনরায় বলিল, (কেমন করিয়া চড়ি ?) উহা যে কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বলিলেন ঃ তুমি উহাতে চড়িয়া বস। পুনরায় সে বলিয়া উঠিল, উহা যে কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বলিলেন ঃ তুমি উহাতে চড়িয়া বস, তোমার সর্বনাশ হউক।

٧٧٨ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلْقَمَةَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، حَدَّثَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ الْقَرَظِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . وَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ : إِنِّي أَكَلْتُ خُبْزًا وَ لَحْمًا ، فَقَالَ : وَ يُحَكَ أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ؟

৭৭৮. মিসওয়ার ইব্‌ন রিফা'আ কারযী বলেন, এক ব্যক্তির এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যে আমি রুটি ও গোশ্‌ত খাইয়াছি আমাকে কি পুনরায় ওযূ করিতে হইবে ? আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি তোমার সর্বনাশ হউক (হতচ্ছাড়া কোথাকার)। তুমি কি পাক দ্রব্যাদি হইতে ওযূ করিবে ?

٧٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوْ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ ، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعِرَّانَةِ ، وَالتِّبْرُ فِيْ حِجْرِ بِلاَلٍ ، وَ هُوَ يَقْسِمُ

فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : اعْدِلْ ، فَانَّكَ لاَ تَعْدِلُ ! فَقَالَ " وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ اذَا لَمْ أَعْدِلُ " ؟ قَالَ عُمَرُ : دَعْنِي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ " إِنَّ هٰذَا مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ (أَوْفِى أَصْحَابٍ لَهُ) يَقْرأُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيهُمْ ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ "

ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُوْ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ . قُلْتُ لِسُفْيَانَ رَوَاهُ قُرَّةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ ؟ قَالَ : لاَ أَحْفَظُهُ مِنْ عَمْرٍو وَ انَّمَا حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ .

৭৭৯. হযরত জাবির (রা) বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। বেলালের কোলে স্বর্ণ ছিল আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা বিতরণ করিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, সুবিচার করুন, আপনি ইনসাফ করিতেছেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিলেন ঃ ওহে তোমার সর্বনাশ হউক, আমিই যদি সুবিচার না করি তবে সুবিচার আর কে করিবে ? হযরত উমর (রা) তখন বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকটার গর্দান উড়াইয়া দেই ! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সে তাহার সঙ্গী-সাথী নিয়া আছে অথবা বলিলেন ঃ যে তাহার এ জাতীয় জোটের মধ্যকার একজন (অর্থাৎ সে একা নহে যে, একজনের শিরচ্ছেদ করিলেই এই ব্যাধি সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে ?) তাহারা কুরআন পাঠ করে বটে কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। উহারা দীন হইতে এমনি বেগে বাহির হইয়া পড়ে যেমনটি বেগে তীর ধনুক-হইতে বাহির হইয়া যায়। হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত হইয়াছে।

٧٨٠- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ . عَنْ خَالِدِيْنِ شُمَيْرٍ ، عَنْ بَشِيْرِ ، بْنِ نَهِيْكٍ ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ مَعْبَدِ السَّدُوْسِى (وَكَانَ اسْمُهُ زَحْمَ بْنُ مَعْبَدٍ فَهَاجَرَ الِى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " مَا إِسْمُكَ " ؟ قَالَ : زَحْمٌ . قَالَ " بَلْ أَنْتَ بَشِيْرٌ " قَالَ) بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَقَالَ " لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلاَءِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ ثَلاَثًا فَمَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ " لَقَدْ اَدْرَكَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا " ثَلاَثًا فَحَانَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ نَظْرَةٌ فَرَأَى رَجُلاً يَمْشِى فِى الْقُبُوْرِ وَعَلَيْهِ نَعْلاَنِ ، فَقَالَ " يَاصَاحِبَ السِّبْتِيَتَيْنِ ، أَلْقِ سِبْتِيَتَيْكَ " فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَرَمَى بِهِمَا .

৭৮০. হযরত বাশীর ইব্ন মা'বাদ (রা) বলেন, পূর্বে যাহার নাম ছিল যাহাম ইব্ন মা'বাদ। অতঃপর তিনি হিজরত করিয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আসেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কি? তিনি জবাব দেন ঃ জাহাম (মানে দুর্দশা)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তুমি হইতেছ বাশীর-সুসংবাদদাতা। একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে পথ চলিতেছিলাম। এমন সময় তিনি যখন

মুশরিকদের কবর স্থানের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন বলিলেন ঃ উহারা প্রভূত কল্যাণ হারাইয়াছে। তিনি এইরূপ তিনবার বলিলেন। অতঃপর যখন মুসলমানদের কবরস্থান অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন বলিলেন ঃ উহারা প্রভূত কল্যাণ লাভ করিয়াছে। তিনি ইহাও তিনবার বলিলেন। এমন সময় নবী করীম (সা)-এর দৃষ্টি এমন এক ব্যক্তির উপর পড়িল যে কবরসমূহের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছিল অথচ তাহার পদযুগলে জুতা পরিহিত। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে জুতাধারী, জুতা খুলে ফেলে দাও! সে ব্যক্তি তখন তাকাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ জুতা দুইটি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

٣٣٤ - بَابُ الْبِنَاءِ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইমারত নির্মাণ

٧٨١- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ ، أَنَّهُ رَأَى حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جَرِيْدٍ ، مَسْتُوْرَةً بِمَسُوْحِ الشَّعْرِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ كَانَ بَابُهُ مِنْ وَجْهَةِ الشَّامِ . فَقُلْتُ : مِصْرَاعًا كَانَ أَوْ مِصْرَاعَيْنِ؟ قَالَ : كَانَ بَابٌ وَاحِدٌ . قُلْتُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ؟ قَالَ مِنْ عَرْعَرٍ أَوْ سَاجٍ .

৭৮১. মুহাম্মদ ইব্ন হিলাল (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী-পত্নীগণের গৃহসমূহে দেখিয়াছেন খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত এবং পশমী কম্বল দ্বারা ছাওয়া।
রাবী মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ফুদাঁক বলেন, আমি তাহাকে হযরত আয়েশার ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ তাহার ঘরের দরজা ছিল শাম অভিমুখে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দরজার কপাট একটা ছিল না দুইটা ? বলিলেন ঃ এক কপাটের। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাঠের নির্মিত? বলিলেন, সাইপ্রাস কাঠের অথবা সেগুন কাঠের।

٧٨٢- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ يَحْيٰى ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَبْنِيَ النَّاسُ بُيُوْتًا يُوْشُوْنَهَا وَشْيَ الْمَرَاحِيْلِ " قَالَ إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِيْ الثِّيَابَ الْمُخَطَّطَةَ .

৭৮২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত লোকে নক্শী কাঁথার মত কারুকার্য খচিত ঘরবাড়ী তৈয়ার না করিবে।

٣٣٥ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لاَ وَ أَبِيْكَ

৩৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার মঙ্গল হউক বলা

٧٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰه ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ أَجْرًا قَالَ " اَمَّا وَ أَبِيْكَ لَتُنَبَّانَّهُ . اَنْ تُصَدِّقَ وَ اَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ ، تَخْشَى الْفَقْرَ ، وَ تَأْمُلُ الْغِنٰى . وَ لاَ تَمْهَلُ ، حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقُوْمَ قُلْتُ ، لِفُلاَنٍ كَذَا، وَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ " .

৭৮৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পুণ্যলাভের দিক হইতে কোন্ সাদাকা দান উত্তম ? তিনি বলিলেন ঃ তোমার মঙ্গল হউক, অবশ্যই তোমাকে উহা বলিব। সেই সাদাকাই হইতেছে উত্তম যাহা তুমি সুস্থ অবস্থায় দান কর অথচ তোমার অন্তরে তখন কার্পণ্য ভাবও আছে আর তুমি দৈন্যও অনুভব কর আর না দিলে তোমার প্রাচুর্য অক্ষুণ্ন থাকিবে বলিয়া মনে কর। (দানের ব্যাপারে) তুমি এখন সময়ের অপেক্ষায় থাকিও না যে, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠগত হইবে আর তখন তুমি বলিবে অমুকের জন্য এতটা আর তমুকের জন্য অতটা অথচ প্রকৃতপক্ষে তখন উহা অমুক তমুকের হইয়াই গিয়াছে। (অর্থাৎ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যখন নিজের ভোগ দখলের সময় অতিবাহিত হইয়া সম্পত্তি পরের ভোগের লাগিবার সময় হইয়া পড়ে তখন আর দানের সার্থকতা কোথায় ?)

٣٣٦ـ بَابُ اِذَا طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ طَلَبًا يَسِيْرًا وَ لاَ يَمْدَحُهُ

৩৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারো কাছে কিছু চাহিতে হইলে তোষামোদ না করিয়া সোজাসুজি চাহিবে

٧٨٤– حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنِى الْاَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى اِسْحٰق ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : اِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيْرًا فَاِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ وَ لاَ يَأْتِى أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحُهُ فَيَقْطَعُ ظَهْرَهُ .

৭৮৪. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন কাহারও নিকট কিছু চাহিবে সে যেন সোজাসুজি উহা চাহিয়া বসে, কেননা তাহার জন্য ভাগ্যে যাহা নির্ধারিত আছে উহা সে পাইবেই। তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন তাহার কোন সাথীর নিকট গিয়া তাহার খোশামোদ তোষামোদ করিয়া তাহার পিঠে ছুরিকাঘাত না করে।[১]

٧٨٣– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ، عَنْ أَيُّوْبُ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِىْ عَزَّةَ يَسَارِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْهُذَلِى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَرَادَ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ ، جَعَلَ لَهُ بِهَا أَوْ فِيْهَا حَاجَةً " .

৭৮৫. হযরত আবূ উয্যা ইয়াসার ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হুযালী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার কোন বান্দাকে কোন স্থানে মৃত্যুদান করিতে চাহেন তখন তাহাকে সেখানে নিয়া উপস্থিত করেন অথবা সেখানে তাহার কোন প্রয়োজনই তাহাকে লইয়া যায়।

---

১. তোষামোদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অপরের ক্ষতিই করা হয় বলিয়া অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে।

٣٣٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لاَ بُلَّ شَانِئُكَ -

৩৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার শত্রুর অমঙ্গল হউক বলা

٧٨٤- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّعْقُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ : أَمْسٰى عِنْدَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَنَظَرَ اِلٰى نَجْمٍ عَلٰى حِيَالِهٖ فَقَالَ : وَ الَّذِيْ نَفْسُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهٖ ! لَيَوَدَّنَّ أَقْوَامٌ وَلُّوْا إِمَارَاتٍ فِيْ الدُّنْيَا وَ أَعْمَالاً أَنَّهُمْ كَانُوْا مُتَعَلِّقِيْنَ عِنْدَ ذٰلِكَ النَّجْمِ وَ لَمْ يَلُوْا تِلْكَ الْإِمَارَاتِ وَلاَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : لاَ بُلَّ شَانِئُكَ أَكُلُّ هٰذَا سَاغَ لأَهْلِ الْمُشْرِقِ فِيْ مَشْرِقِهِمْ؟ قُلْتُ : نَعَمْ وَ اللّٰهِ (قَالَ) لَقَدْ قَبَّحَ اللّٰهُ وَ مَكَرَ فَوَ الَّذِيْ نَفْسُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهٖ ، لَيَسُوْقَنَّهُمْ حُمُرًا غِضَّابًا ، كَاَنَّمَا وُجُوْهُمُ الْمَجَانُّ الْمِطْرَقَةُ ، حَتّٰى يَلْحَقُوْا ذَا الزَّرْعِ بِزَرْعِهٖ وَ ذَاالضَّرْعِ بِضَرْعِهٖ .

৭৮৬. হযরত আবদুল আযীয (র) বলেন, একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের ঘরে রাত্রি যাপন করেন। সে রাত্রে তিনি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ঃ আবূ হুরায়রার প্রাণ যাঁহার হাতে সেই সত্তার কসম, অনেক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও আমলওয়ালা লোক এমন আছে যাহারা ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে গিয়া লটকাইতে চাহিবে, ইহাতে যদিও তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আমল হারাইতেও হয় তবুও তাহারা উহা কামনা করিবে। অতঃপর তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন ঃ তোমার মঙ্গল হউক। আচ্ছা বলতো প্রাচ্যবাসীরা কি তাহাদের এই প্রাচ্যেই বসিয়া সব কিছু পায় নাই ? (অর্থাৎ তাহারা কি সবকিছু ভোগ করিতেছে না ?) আমি বলিলাম, জী হ্যা! আল্লাহ্ তাহাদের অমঙ্গল করুন এবং বিহিত ব্যবস্থা করুন। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ আবূ হুরায়রার প্রাণ যাঁহার হাতে সেই পবিত্র সত্তার কসম তাহাদিগকে হাকাইবে ব্যক্তিমতে প্রশস্ত চেহারা বিশিষ্ট ক্রুর স্বভাবের লোকেরা যে পর্যন্ত না কৃষকদের তাহাদের খামার এবং পশু পালকদের তাহাদের পশুপালের সঙ্গে মিশাইয়া না দিবে। (অর্থাৎ এইরূপ লোকের হাতে তাহাদের শাসনভার অর্পিত হইবে।)

٣٣٨ - بَابُ لاَ يَقُوْلُ الرَّجُلُ : اَللّٰهُ وَ فُلاَنٌ

৩৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ ও অমুক বলিবে না

٧٨٧- حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ اَبُوْ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ مُغِيْثَ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوْلاَهُ فَقَالَ : اَللّٰهُ وَ فُلاَنٌ؟ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ : لاَ تَقُلْ كَذٰلِكَ ، لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا وَلٰكِنْ قُلْ :فُلاَنٌ بَعْدَ اللّٰهِ .

৭৮৭. ইব্ন জুরায়জ বলেন, আমি শুনিলাম ইব্ন উমর (রা) মুগীস ইব্ন উমরকে তাঁহার মনিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন (সম্ভবত তাহার প্রতি মনিবের ব্যবহার সম্পর্কে)

তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ ও অমুক। তখন ইব্ন উমর (রা) বলিলেন ঃ এইরূপ বলিবে না। আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও মিলাইবে না বরং এইরূপ বলিবে আল্লাহ্র পর অমুক!

٣٣٩ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَ شِئْتَ

৩৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর মর্জি ও আপনার মর্জি বলা

٧٨٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ شِئْتَ . قَالَ " جَعَلْتَ لِلّٰهِ نِدًّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ " .

৭৮৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিল, আল্লাহ্র মর্জি আর আপনার মর্জি! তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তুমি আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করিলে (অর্থাৎ আমাকে আল্লাহ্র সমকক্ষ প্রতিপন্ন করিলে!) বল একমাত্র আল্লাহ্র মর্জি।

٣٤٠ - بَابُ الْغِنَا وَ اللَّهْوُ

৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদ

٧٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي سَلْمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الَى السُّوْقِ ، فَمَرَّ عَلٰى جَارِيَةٍ صَغِيْرَةٍ تُغْنِّيْ فَقَالَ : انَّ الشَّيْطَانَ لَوْ تَرَكَ اَحَدًا لَتَرَكَ هٰذِهِ .

৭৮৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার বলেন ঃ একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সাথে বাজারে গেলাম। সেখানে একটি ছোট বালিকা গান করিতেছিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ শয়তান যদি কাহাকেও ছাড়িত তবে উহাকে ছাড়িয়া দিত।

٧٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُوْ عُمَرٍو الْبَصَرِىُّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرًا مَوْلَى الْمُطَّلِبِ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلاَ الدَّدُمِنِّىْ بِشَئٍ ، " يَعْنِىْ : لَيْسَ الْبَاطِلُ مِنِّى بِشَئٍ " .

৭৯০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি বাতিলের কেউ নহি বাতিলও আমার কেউ নহে। অর্থাৎ বাতিলের সাথে আমার কোনরূপ যোগসূত্র নাই।

٧٩١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ﴾ (٣١ : لقمان : ٦) . قَالَ : اَلْغِنَاءُ وَاَشْبَاهُهُ .

৭৯১. সাঈদ ইব্ন জুবায়র হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন (সূরা লুকমানের এই আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ

"লোকদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যাহারা ক্রয় করে আমার বাক্য" এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ উহা হইতেছে গান-বাজনা ও অনুরূপ বস্তুসমূহ।

٧٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ وَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالاَ : اَخْبَرَنَا قِنَانُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ النُّهْمِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اَفْشُوْا السَّلاَمَ تَسْلَمُوْا . وَالْأَشَرَةُ شَرٌّ " قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَالاَشِرُ اَلْعَبَثُ .

৭৯২. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সালামের বহুল প্রচলন কর, তোমরা শান্তি লাভ করিবে আর অনর্থক কথাবার্তা হইতেছে অকল্যাণ স্বরূপ। হাদীসের একজন রাবী আবূ মু'আবিয়া বলেন ঃ অনর্থক কথাবার্তা মানে যাহাতে কোনরূপ উপকার নাই।

٧٩٣- حَدَّثَنَا عِصَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ سَمِيْرِ الْاَ لْهَانِىِّ ، عَنْ فُضَالَةَ ابْنِ عُبَيْدٍ ، وَ كَانَ يَجْمَعُ مِنَ الْمَجَامِعِ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ أَقْوَامًا يَلْعَبُوْنَ بِالْكُوبَةِ فَقَامَ غَضْبَانًا يَنْهٰى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْىْ ، ثُمَّ قَالَ . أَلاَ اِنَّ اللاَّعِبَ بِهَا لَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا كَاَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ . وَ مُتَوَضِّى بِالدَّمِ (يَعْنِى بِالْكُوْبَةِ : اَلنَّرْدَ) .

৭৯৩. হযরত ফুযালা ইব্ন উবায়দা একটি মজলিসে বসাছিলেন এমন সময় তাহার নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, কিছু সংখ্যক লোক দাবা খেলায় মত্ত রহিয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি রাগে ফাটিয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া তাহাদিগকে কঠোরভাবে বারণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ জানিয়া রাখ, যাহারা এই খেলা খেলে এবং উহার ফল (মানে জয়লাভের দ্বারা অর্জিত ফল) খায়, তাহারা যেন শূকরের গোশ্ত খায় এবং রক্তের দ্বারা ওযূ করে। (কূবা অর্থ দাবা, পাশা)

٣٤١ - بَابُ الْهَدْيِ وَالسَّمْتِ الْحَسَنِ

৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ সৎস্বভাব ও উত্তম পন্থা

٧٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ الْاَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ خَصِيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ : اِنَّكُمْ فِى زَمَانٍ كَثِيْرٌ فُقَهَاؤُهُ . قَلِيْلٌ خُطَبَاؤُهُ ، قَلِيْلٌ سُؤَالُهُ ، كَثِيْرٌ مُعْطُوْهُ اَلْعَمَلُ فِيْهِ قَائِدٌ لِلْهَوْهِ وَسَيَاتِى مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانٌ قَلِيْلٌ فُقَهَاؤُهُ ، كَثِيْرٌ خُطَبَاؤُهُ ،

كَثِيْرٌ سُؤَّالُهُ ، قَلِيْلٌ مُعْطُوْهُ ، اَلْهَوَى فِيْهِ قَائِدٌ لِلْعَمَلِ اِعْلَمُوْا أَنَّ حَسَنَ الْهُدَى – فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ الْعَمَلِ .

৭৯৪. যায়িদ ইব্‌ন ওহাব বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : তোমরা এমন একটি যুগে অবস্থান করিতেছ, যাহাতে ধর্ম তত্ত্বজ্ঞাণীগণ সংখ্যায় বেশি, বক্তাগণ সংখ্যায় কম, এ যুগে সাহায্য গ্রহীতার সংখ্যা অল্প, দাতার সংখ্যাই বেশি, আমল এ যুগে প্রবৃত্তির পরিচালক, কিন্তু তোমাদের পর অচিরেই এমন এক যুগ আসিতেছে যখন ধর্ম তত্ত্বজ্ঞাণীগণ সংখ্যায় স্বল্প হইবেন, আর বক্তার সংখ্যা হইবে প্রচুর। যাচ্ঞাকারীর সংখ্যা তখন বেশি হইবে আর দাতার সংখ্যা হইবে অল্প, আর প্রবৃত্তিই হইবে লোকের আমলের পরিচালক স্বরূপ। [অর্থাৎ আমলও করিবে প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়াই, শরী'আতের ধার না ধারিয়াই]। ওহে জানিয়া রাখ, আখেরী যামানায় সৎ-স্বভাবই হইবে কোন কোন আমলের চাইতে উত্তম।

٧٩٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ الْجَرِيْرِيِّ ، عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِى الطُّفَيْلِ } رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَلاَ اَعْلَمُ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ رَجُلاً حَيًّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ غَيْرِىْ قَالَ : وَ كَانَ اَبْيَضَ ، مَلِيْحَ الْوَجْهِ .

وَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هٰرُوْنَ ، عَنِ الْجَرِيْرِيِّ قَالَ : كُنْتُ أَنَاوَ أَبُوْ الطُّفَيْلِ {عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ الْكِنَانِىِّ} نَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ، قَالَ اَبُوْ الطُّفَيْلِ : مَا بَقِىَ أَحَدٌ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ غَيْرِىْ قُلْتُ : وَرَأَيْتَهُ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ؟ قَالَ : كَانَ أَبْيَضَ مَلِيْحًا مُقَصِّدًا .

৭৯৫. হযরত জারীরী বলেন, আমি হযরত আবূত তুফায়েল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি নবী করীম (সা)-কে দেখিয়াছেন ? জবাবে তিনি বলেন, জী হ্যাঁ, আমি ছাড়া বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে নবী করীম (সা)-কে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যকার কেহ বর্তমান আছেন বলিয়া আমার জানা নাই। অতঃপর তিনি (নবী করীমের আকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে) বলিলেন ঃ তিনি ছিলেন গৌর বর্ণ ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী। (এ রিওয়ায়েতটি খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র প্রমুখাৎ বর্ণিত।)

ইয়াযীদ ইব্‌ন হারুন প্রমুখাৎ বর্ণিত জারীরে অন্য রিওয়ায়েতে আছে, জারীরী বলেন ঃ আমি এবং আবূ তুফায়ল [আমির ইব্‌ন ওয়াসেলা কেনানী (রা)] আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ করিতেছিলাম। তখন হযরত আবূ তোফায়ল (রা) বলিলেন ঃ আমি ছাড়া নবী করীম (সা)-কে দেখিয়াছেন এমন কেহই আর জীবিত নাই। আমি বলিলাম, আপনি বুঝি তাঁহাকে [রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে] দেখিয়াছেন ? তিনি বলিলেন ঃ জী হ্যাঁ। আমি বলিলাম, তিনি কেমন ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ তিনি ছিলেন গৌর বর্ণ, লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী মধ্যম আকৃতিসম্পন্ন।

٧٩٦- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ قَابُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " اَلْهُدَى الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ ، وَالْاِقْتِصَادُ ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَّ عِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ "

৭৯৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ উত্তম স্বভাব, উত্তম জীবন যাপন এবং মিতাচার নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ।

٧٩٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُس قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَابُوْسُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْهُدَى الصَّالِحَ وَ السَّمْتَ وَ الصَّالِحَ ، وَالْاِقْتِصَادَ ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ "

৭৯৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাসের অপর রিওয়ায়েতে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ উত্তম স্বভাব, উত্তম জীবন যাপন এবং মিতাচার নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

٢٤٢ - بَابُ وَيَأْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوِّدْ

৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ যাকে তুমি পাথেয় দাও নাই সে উত্তমবার্তা তোমার নিকট পৌঁছাইবে

٧٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِيْ ثَوْرٍ ، عَنْ سَمَّاك ، عَنْ عِكْرِمَةَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا . هَلْ سَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَمَثَّلُ شِعْرًا قَطُّ ؟ فَقَالَتْ أَحْيَانًا إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَقُوْلُ ، " وَيَأْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوِّدْ"

৭৯৮ হযরত ইকরামা বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন দিন রূপক কবিতা বা কাব্যাংশ আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন ঃ কখনো কখনো ঘরে ঢুকিতে তিনি আবৃত্তি করিতেন ঃ وَيَأْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوِّدِ "আসবে নিয়ে বার্তা হেন যার তরে নাই প্রস্তুতি তোর।"

٧٩٩ - حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِنَّهَا كَلِمَةُ نَبِيٍّ وَ يَأْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ لَمْ تَزَوِّدْ -

৭৯৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَ يَأْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ لَمْ تَزَوِّدْ -

"আসবে নিয়ে বার্তা হেন যার তরে নেই প্রস্তুতি তোর।"—হচ্ছে নবীজীর নিজস্ব কথা।

٣٤٣ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّى

৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ অবাঞ্ছিত আকাঙক্ষা

٨٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى سَلْمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَمَنّٰى ، اَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنّٰى فَانَّهُ لاَ يَدْرِىْ مَا يُعْطٰى " .

৮০০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কেহ যখন কিছুর আকাঙক্ষা করে তখন তাহার উচিত কিসের আকাঙক্ষা করিতেছে তাহা একটু ভাবিয়া দেখা, কেননা সে তো জ্ঞাত নহে যে তাহাকে কি দেওয়া হইতেছে।[১]

٣٤٤ - بَابُ لاَ تَسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرَمَ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুরকে 'করম' বলা

٨٠١- حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ : اَلْكَرَامَ . وَقُوْلُوْا : اَلْحَبْلَةُ " يَعْنِىْ الْعِنَبَ .

৮০১. হযরত আলকামা ইব্ন ওয়ায়েল (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সাবধান! তোমাদের কেহ যেন আঙ্গুরকে করম (মানে খাসাবস্তু) না বলে বরং উহাকে হাবালা অর্থাৎ আঙ্গুর নামেই অভিহিত করে।[২]

٣٤٥ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْحَكَ .

৩৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ কাহাকে এইরূপ বলা "তোমার মন্দ হউক"

٨٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَمِّهِ مُوْسٰى بْنِ يَسَارٍ ، أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ : " ارْكَبْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ . فَقَالَ " ارْكَبْهَا . قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِىْ الثَّالِثَةِ أَوْ فِىْ الرَّابِعَةِ وَيْحَكَ ! ارْكَبْهَا

---

১. অর্থাৎ এমনও তো হইতে পারে যে, তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া গেল। যদি খোদা না-খাস্তা সে আকাঙ্ক্ষা অবাঞ্ছিত ও মন্দ বস্তুর করিল আর তাহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণও হইয়া গেল তখন কী অবস্থা দাঁড়াইবে? অনেকে অনেক সময় নিজের মৃত্যু বা সন্তানের ধ্বংস কামনা করিয়া বসে। এই হাদীসে এইরূপ মন্দ কামনা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সাবধান করা হইয়াছে। এই হাদীসে এইরূপ মন্দ কামনা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২. মদ্যপ্রিয় আরব জাতির নিকট আঙ্গুরের মদ ছিল অত্যধিক প্রিয় বস্তু। তাই তাহার আঙ্গুরকে অভিহিত করিত 'করম' বলিয়া যাহার মানে কি না খাসাবস্তু!

৮০২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, যে তাহার কুরবানীর উট হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছিল। (অথচ সে নিজে পদব্রজে চলিতেছিল।) তিনি বলিলেন ঃ ওহে উহাতে আরোহণ কর। সে ব্যক্তি বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উহা যে কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বলিলেন ঃ তুমি উহাতে আরোহণ কর। সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল, উহা যে কুরবানীর উট। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বলিলেন ঃ তোমার মন্দ হোক, তুমি উহাতে আরোহণ কর।

٣٤٦ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ يَا هَنْتَاهُ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের কথা 'ইয়া হানতাহ্'

٨٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " مَاهِىَ ؟ يَاهَنْتَاهُ !"

৮০৩. ইমরান ইব্ন তালহা তদীয় মাতা হামনা বিনতে জাহাশের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ইহা কি ? দুত্তুরি ছাই!

٨٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا حُرَيْزٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ صَهْبَانَ الْأَسَدِىِّ : رَأَيْتُ عَمَّارًا الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ اِلٰى جَنْبِهِ : يَا هُنَاهُ ! ثُمَّ قَامَ .

৮০৪. হাবীব ইব্ন সাহবান আল আসাদী বলেন, আমি একদা আম্মার (রা)-কে দেখিলাম ফরয নামায আদায় করিলেন, অতঃপর তাহার পার্শ্ববর্তী লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ দুত্তুরি ছাই, অতঃপর (পুনরায় নামাযে) দাঁড়াইয়া গেলেন।

٨٠٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : أَرْدَفَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ " هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِىْ الصَّلْتِ "؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَانْشَدْتُهُ بَيْتًا . فَقَالَ (هِيْهِ) حَتّٰى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ .

৮০৫. আম্র ইব্ন শুরায়দ তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে তাঁহার সাওয়ারীর উপর তাঁহার পিছনে উঠাইয়া লইলেন। এমন সময় তিনি বলিলেন ঃ কিহে উমাইয়া ইব্ন আবিস্ সালতের কোন কবিতা কি তোমার স্মরণ আছে ? আমি বলিলাম, জী হ্যাঁ! তখন আমি একটি শ্লোক তাঁহাকে শুনাইলাম। বলিলেন ঃ হ্যা আরও শুনাও! একে একে আমি তাঁহাকে একশতটি শ্লোক শুনাইলাম।

٣٤٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ اِنِّىْ كَسْلاَنٌ

৩৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ আমি ক্লান্ত বলা

٨٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ مُوْسٰى قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ ، لاَ تَدْعُ قِيَامَ اللَّيْلِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يَذَرُهُ وَ كَانَ اِذَا مَرِضَ اَوْ كَسَلَ صَلّٰى قَاعِدًا .

৮০৬. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাত্রির ইবাদত তাহাজ্জুদের নামায কখনো ত্যাগ করিও না। কেননা, নবী করীম (সা) কখনো উহা ত্যাগ করিতেন না। আর যখন তিনি অসুস্থ থাকিতেন বা শ্রান্ত থাকিতেন তখন বসিয়াই নামায পড়িয়া লইতেন (তবুও ত্যাগ করিতেন না)।

٣٤٨ - بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ مِنَ الْكَسْلِ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ অলসতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা

٨٠٧- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِىْ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَّقُوْلَ " اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ ضَلَعِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ " .

৮০৭ হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি দুশ্চিন্তা, শোকবিহ্বলতা, অথর্বতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণভারে জর্জরিত অবস্থা এবং লোকের দাপট ও বাড়াবাড়ি হইতে।"

٣٤٩ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ : نَفْسِىْ لَكَ الْفِدَاءُ

৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত

٨٠٨ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُدْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَحْثُوْ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ يَنْثُرُ كِنَانَتَهُ وَ يَقُوْلُ : وَجْهِىَ لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ ، وَ نَفْسِىْ لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ .

৮০৮. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আবূ তাল্‌হা রাসূলুল্লাহ্‌র সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিতেন, তাঁহার তূণে রক্ষিত তীরগুলিকে ছাড়াইয়া দিতেন আর বলিতেন ঃ

وَجْهِى لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ ، وَ نَفْسِىْ لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ .

"হে প্রিয় নবী! আমার মুখমণ্ডল আপনার মুখমণ্ডলের ঢাল স্বরূপ, আর আমার জান আপনার জানের জন্য কুরবান (উৎসর্গ) হউক!"

٨٠٩- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْوَه الْبَقِيْعِ ، وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوْهُ ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِىْ فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ ، وَ أَنَافِدَاؤُكَ فَقَالَ " اِنَّ الْمُكْثِيْرِيْنَ هُمُ الْمُقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا فِىْ حَقٍّ " قُلْتُ : اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ " هٰكَذَا " ثَلاَثًا . ثُمَّ عَرَضَ لَنَا أَحَدٌ فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ " فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ وَ أَنَافِدَاؤُكَ . قَالَ : مَا يَسُرُّنِى أَنَّ أُحُدًا لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا ، فَيُمْسِى عِنْدَهُمْ دِيْنَارٌ – اَوْ قَالَ مِثْقَالٌ ثُمَّ عَرَضَ لَنَا وَادٍ ، فَاسْتَنْتَلَ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً . فَجَلَسْتُ عَلٰى شَفِيْرٍ . وَأَبْطَا عَلَىَّ . قَالَ فَخَشِيْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ كَأَنَّهُ يُنَاجِى رَجُلاً ثُمَّ خَرَجَ اِلَىَّ وَحْدَهُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَنِ الرَّجُلُ الَّذِىْ كُنْتَ تُنَاجِىْ ؟ فَقَالَ " أَوْ سَمِعْتَهُ " ؟ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ " أَتَانِى فَبَشَّرَنِىْ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ " قُلْتُ وَ إِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ نَعَمْ " .

৮০৯. হযরত আবূ যার (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) (মদীনার বিখ্যাত গোরস্থান) বাকীর দিকে চলিলেন। আমিও তাঁহার অনুগামী হইলাম। তিনি পিছনে ফিরিয়া তাকাইলেন এবং আমাকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিলেন, হে আবূ যার! আমি বলিলাম, আমি হাযির হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার মর্যাদা বর্দ্ধিত হউক! আপনার জন্য আমার জান কবুল। বলিলেন ঃ আজ যাহাদের দুনিয়ায় প্রাচুর্য রহিয়াছে কাল-কিয়ামতে তাহারা হইবে দৈন্যগ্রস্ত। অবশ্য যাহারা—এই রূপ এই রূপ (দান-খয়রাত) করিবে তাহারা নহে। আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলই এ ব্যাপারে সমধিক জ্ঞাত। তিনি এরূপ তিনবার বলিলেন। অতঃপর উহুদ পাহাড় আমাদের সম্মুখে পড়িল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আবূ যার! আমি বলিলাম, আমি হাযির হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার মর্যাদা বর্দ্ধিত হউক! আপনার জন্য আমার জান কবুল! বলিলেন ঃ এই উহুদ পাহাড় যদি মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবারের জন্য স্বর্ণ হইয়া যায় (অর্থাৎ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ যদি হস্তগত হয়) তবে রাত আসা অবধি এক দীনার বা এক মিসকাল পরিমাণ (ওজন বিশেষ) স্বর্ণও অবশিষ্ট থাক এ কথা আমি পছন্দ করিব না। অতঃপর

আমরা একটি খোলা প্রান্তরে উপনীত হইলাম। তখন তিনি প্রান্তরের এক পার্শ্বে চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম, তিনি হয়ত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাইতেছেন। তাই আমি এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল তবুও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরিতেছেন না দেখিয়া আমার আশংকা হইল তাঁহার কোন বিপদ হইয়া গেল কিনা! এমন সময় কোন এক ব্যক্তির সহিত ফিস ফিস করিয়া কথা বলার আওয়ায শুনিতে পাইলাম। অতঃপর তিনি একাকী আমার নিকট আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কাহার সহিত ফিস ফিস করিয়া কথা বলিতেছিলেন ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বুঝি উহা শুনিতে পাইয়াছ ? আমি বলিলাম, জী হ্যাঁ। বলিলেন ঃ ইনি ছিলেন জিব্রাঈল (আ)। এই সুসংবাদ নিয়া তিনি আসিয়াছিলেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যকার যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত না হইয়া ইন্তিকাল করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আমি বলিলাম, যদিও সে ব্যভিচারী হয়, যদিও সে চুরি করে, তবুও কি ? বলিলেন ঃ হ্যাঁ!

٣٥٠ ـ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ : فِدَاكَ اَبِىْ وَ اُمِّىْ

৩৫০. অনুচ্ছেদ ঃ "আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান" বলা

٨١٠- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُفَدِّىْ رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ " اِرْمِ " فِدَاكَ أَبِىْ وَ أُمِّىْ " .

৮১০. হযরত আলী (রা) বলেন ঃ সা'দ (রা) ছাড়া আর কাহারও জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'কুরবান' শব্দ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, তীর নিক্ষেপ করিতে থাক! তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হউন!

٨١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ وَ اَبُوْ مُوْسٰى يَقْرَأُ فَقَالَ "مَنْ هٰذَا" ؟ فَقُلْتُ اَنَا بُرَيْدَةُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ "قَدْ أُعْطِىَ هٰذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ" .

৮১১. হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা মসজিদে গেলেন তখন আবূ মূসা (রা) কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে ? আমি বলিলাম, আমি বুরায়দা (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আপনার জন্য জান কবুল। তিনি বলিলেন ঃ ইহাকে দাউদ-বংশের সুর-মাধুর্যের কিছুটা প্রদান করা হইয়াছে।

٣٥١ ـ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ " يَابُنَىَّ " لِمَنْ اَبُوْهُ وَ لَمْ يُدْرِكِ الْاِسْلاَمَ

৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ অমুসলিমদের শিশু-সন্তানকে বৎস সম্বোধন

٨١٢- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُحْرِزِ الْكُوْفِىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ حَكِيْمٍ . عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ : يَا ابْنَ أَخِى ! ثُمَّ سَأَلَنِى فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَعَرَفَ أَنَّ أَبِى لَمْ يُدْرِكِ الْاِسْلاَمَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ يَا بُنَىَّ يَا بُنَىَّ .

৮১২. সা'আব ইব্ন হাকীম তদীয় পিতা হইতে এবং তিনি তদীয় পিতা অর্থাৎ সা'আবের দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা আমি হযরত উমর (রা)-এর খিদমতে উপনীত হইলাম। তিনি আমাকে ভাতিজা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি আমার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তখন তাঁহার কাছে আমার পিতার ইসলাম গ্রহণ না করার কথা ফাঁস হইয়া পড়িল। তখন তিনি আমাকে 'হে বৎস' 'হে বৎস' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

٨١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سَلْمَةَ الْعَلَوِىِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ : كُنْتُ خَادِمًا لِلنَّبِىِّ ﷺ قَالَ : فَكُنْتُ أَدْخُلُ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ ، فَجِئْتُ يَوْمًا فَقَالَ : كَمَا أَنْتَ يَا بُنَىَّ ، فَانَّه قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ . لاَ تَدْخُلَنَّ إِلاَّ بِاِذْنٍ " .

৮১৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে (ভৃত্যরূপে) নিয়োজিত ছিলাম। সর্বদা অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই ঘরে প্রবেশ করিতাম। একদা বাহির হইতে আসিতেই তিনি বলিলেন ঃ বৎস, তোমার অনুপস্থিতিতে একটি ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। (ঘরে ঢুকিতে অনুমতি গ্রহণের আদেশ সংক্রান্ত আয়াত নাযিলের প্রতি ইঙ্গিত) এখন অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে ঘরে ঢুকিও না।

٨١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِى سَلْمَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَهُ : يَا بُنَىَّ ! .

৮১৪. হযরত আবূ সা'সা বলেন, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) তাহাকে বৎস বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

٣٥٢ - بَابُ لاَ يَقُلْ خَبِثَتْ نَفْسِى

৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ 'আমি খবীস নাপাক হইয়া গিয়াছি' বলিবে না

٨١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبِيْثَتْ نَفْسِى . وَلٰكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِى " .

৮১৫. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সাবধান, তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন এইরূপ না বলে যে, আমি খবীস, নাপাক হইয়া গিয়াছি, বরং (এইরূপ ক্ষেত্রে) বলিবে, আমি পাষণ্ড হইয়া গিয়াছি।

٨١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ حَنِيْفٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِيْ " (قَالَ مُحَمَّدٌ : اَسْنَدَهُ عَقِيْلُ) .

৮১৬. হযরত আবূ উমামা তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সাবধান, তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন এরূপ না বলে যে, আমি খবীস নাপাক হইয়া গিয়াছি বরং (এরূপ ক্ষেত্রে) বলিবে, আমি পাষণ্ড হইয়া গিয়াছি।

٣٥٣ - بَابُ كُنْيَةِ اَبِيْ الْحَكَمِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ উপ-নাম রাখিতে সঙ্গতি রক্ষা

٨١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ الْحَارِثِيُّ ، عَنْ اَبِيْهِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ هَانِئُ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّهُ لَمَّا وَ قَدَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ فَسَمِعَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ و هُمْ يَكْنُوْنَه بِاَبِيْ الْحَكَمِ فَدَعَاه النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ و اِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تَكَنَّيْت بِاَبِيْ الْحَكَمِ"؟ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ قَوْمِيْ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ أَتَوْنِيْ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ قَالَ "مَا اَحْسَنُ هٰذَا" ! ثُمَّ قَالَ "مَالَكَ مِنَ الْوَلَدِ" قُلْتُ لِيْ شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ و مُسْلِمٍ وبَنُوْهَانِئٍ . قَالَ "فَمَنْ اَكْبَرُهُمْ" ؟ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ "فَأَنْتَ اَبُوْ شُرَيْحٍ" وَدَعَالَهُ وَلَدَه و سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَيُسَمُّوْنَ رَجُلاً مِنْهُمْ عَبْدَ الْحَجَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اسْمُكَ "؟ قَالَ : عَبْدُ الْحَجَرِ . قَالَ " لاَ - أَنْتَ عَبْدُ اللّٰهِ " قَالَ شُرَيْحٌ : و اَنَّ هَانِئًا لَمَّا حَضَرَ رُجُوْعَه اِلَى بِلاَدِهِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : أَخْبِرْنِيْ بِأَيِّ شَيْءٍ يُوْجِبُ لِيَ الْجَنَّةَ قَالَ " عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلاَمِ و بَذْلِ الطَّعَامِ " .

৮১৭. হযরত হানী ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) বলেন, তিনি যখন একটি প্রতিনিধি দলের সহিত নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, তখন নবী করীম (সা) তাহার সম্প্রদায়ের লোকজনকে তাহাকে 'আবুল হিকাম' বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনিলেন। তখন নবী করীম (সা) তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্ই হইতেছেন হিকাম (ফয়সালাকারী) এবং হুকুম একমাত্র তাঁহারই। এমতাবস্থায় তুমি নিজের সম্বোধন যুক্ত নাম 'আবুল হিকাম' রাখিয়াছ কেমন করিয়া ? জবাবে তিনি বলিলেন, ব্যাপার তাহা নহে। বরং আমার সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে মতানৈক্য হয়, তখন তাহারা উহার মীমাংসার জন্য আমার কাছে আসে আর তাহাদের উভয় পক্ষ আমার মীমাংসা হৃষ্টচিত্তে মানিয়াও লয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহা কতই না উত্তম কথা! তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন পুত্রসন্তান আছে ? আমি বলিলাম ঃ শুরায়হ্, আবদুল্লাহ্ ও মুসলিম নামে আমার তিন পুত্র

রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাদের মধ্যে বড় কে ? আমি বলিলাম, শুরায়হ্। তিনি বলিলেন ঃ তাহা হইলে তুমি হইতেছ আবূ শুরায়হ্। (অর্থাৎ উহাই হইবে তোমার সম্বোধন যুক্ত নাম।) অতঃপর তিনি তাঁহার জন্য এবং তাঁহার পুত্রদের জন্য দু'আ করিলেন। উহাদের মধ্যকার একজনকে আবদুল হাজার (পাথরের দাস) বলিয়া ডাকিতে নবী করীম (সা) শুনিতে পাইলেন। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তোমার নাম কি ? সে ব্যক্তি বলিল, আবদুল হাজার। বলিলেন ঃ না বরং তোমার নাম হইতেছে আবদুল্লাহ্। শুরায়হ্ বলেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে হানী যখন নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ বস্তু দ্বারা জান্নাত আমার জন্য ওয়াজিব হইবে উহা আমাকে বাতলাইয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ তুমি সর্বদা উত্তম কথা বলিবে এবং খাদ্য-আহার্য দান করিবে।

٣٥٤ - بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْاِسْمُ الْحَسَنُ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা) ভাল নাম পছন্দ করিতেন

٨١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حِمْلُ بْنُ بَشِيْرِ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّيْ ، عَنْ أَبِي حَدْرَدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَّسُوْقُ اِبِلَنَا هٰذِهِ "؟ اَوْ قَالَ " مَنْ يَبْلِغُ إِبِلَنَا هٰذِهِ " قَالَ رَجُلٌ : أَنَا . فَقَالَ " مَا اسْمُكَ "؟ قَالَ : فُلَانٌ قَالَ "اِجْلِسْ" ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ "مَا اسْمُكَ "؟ فَقَالَ : فُلَانٌ فَقَالَ "اِجْلِسْ" ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ "مَا اسْمُكَ" قَالَ نَاجِيَةٌ قَالَ "أَنْتَ لَهَا ، فَسُقْهَا" .

৮১৮. হযরত আবূ হাদরদ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমার এই উটনী কে হাঁকাইবে (অর্থাৎ চরাইবার জন্য লইয়া যাইবে) ? এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল, আমি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? সে ব্যক্তি বলিল, অমুক নাম। বলিলেন ঃ তুমি বসিয়া পড়। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল, আমি। বলিলেন ঃ তোমার নাম ? সে ব্যক্তি বলিল, অমুক নাম। তাহাকেও বলিলেন ঃ তুমিও বসিয়া পড়। অতঃপর তৃতীয় আর এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম ? সে ব্যক্তি বলিল, আমার নাম নাজিয়া (মুক্তি প্রাপ্ত)। তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ তুমিই উহার যোগ্য পাত্র। তুমিই উটনী লইয়া যাও চরীতে।

٣٥٥ - بَابُ السُّرْعَةِ فِي الْمَشْيِ

৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত হাঁটা

٨٢٠ - حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ : اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ قَابُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَقْبَلَ نَبِيُّ ﷺ مُسْرِعًا وَ نَحْنُ قُعُوْدٌ حَتّٰى أَفْزَعَنَا سُرْعَتُه اِلَيْنَا فَلَمَّا انْتَهٰى اِلَيْنَا سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ "قَدْ أَقْبَلْتُ اِلَيْكُمْ مُسْرِعًا لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَنَسِيْتُهَا فِيْمَا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ "

৮২০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাদের দিকে দ্রুত হাঁটিয়া আসিলেন। আমরা তখন বসা অবস্থায় ছিলাম। তাহার এই দ্রুত হাঁটা দেখিয়া (এক অজানিত আশংকা) আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং সালাম করিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ আমি তোমাদের দিকে দ্রুতপদে আসিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তোমাদিগকে 'লাইলাতুল কাদর' সম্পর্কে অবহিত করিব কিন্তু তোমাদের কাছে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই উহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। তোমরা উহা রমযানের শেষ দশকে খুঁজিয়া লইবে।

٣٥٦ - بَابُ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তম নাম

٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَقِيْلُ بْنُ شَبِيْبٍ ، عَنْ أَبِيْ وَهَبٍ (الْجَشْمِيِّ) وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَسَمُّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ . وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَ أَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَ هُمَامٌ وَ أَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَ مُرَّةٌ" .

৮২০. হযরত আবূ ওহাব (রা) বলেন, তিনি ছিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যধন্য। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নামকরণ করিবে নবী-রাসূলগণের নামানুসারে। আর আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়তম নাম হইতেছে আবদুল্লাহ্ ও আবদুর রহমান। (অর্থের দিক হইতে) যথার্থ নাম হইতেছে হারিস (চাষী) ও হুমাম (দাতা) এবং সবচাইতে নিকৃষ্ট নাম হইতেছে হারব (যুদ্ধ) ও মুররা তিক্ত।

٨٢١- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ . فَقُلْنَا : لَا نُكَنِّيْكَ أَبَالْقَاسِمِ . وَ لَا كَرَامَةَ . فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ" .

৮২১. হযরত জাবির (রা) বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তখন তাহার নাম রাখিল কাসিম। আমরা তাহাকে বলিলাম, আমরা কিন্তু তোমাকে আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা) নামের গৌরব প্রদান করিব না। নবী করীম (সা)-কে যখন এই সংবাদ জানানো হইল তখন তিনি বলিলেন ঃ তোমার ছেলের নাম আবদুর রহমান রাখিয়া লও।

٣٥٧ - بَابُ تَحْوِيْلِ الْاِسْمِ إِلَى الْاِسْمِ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নাম পরিবর্তন

٨٢٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ سَهْلٍ قَالَ : أَتَى بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ ، فَوَضَعَهُ عَلَى

فَخِذِهِ وَ أَبُوْ أُسَيْدٍ جَالِسٌ . فَلَهِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَ أَمَرَ أَبُوْ أُسَيْدٍ ، بِابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " أَيْنَ الصَّبِيُّ " فَقَالَ أَبُوْ أُسَيْدٍ ، قَلَبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ "مَا اسْمُهُ" قَالَ : فُلَانٌ . قَالَ " لَا لٰكِنْ اِسْمُهُ الْمُنْذِرُ" فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ" .

৮২২. সাহল বলেন ঃ আবূ উসায়দের পুত্র মুনযির ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত করা হইল। তিনি তাহাকে তাঁহার উরুর উপর লইলেন। আবু উসায়দ তখন সম্মুখেই উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় নবী করীম (সা) কি একটি ব্যাপারে একটু ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন এবং আবূ উসায়দকে তাহার শিশু-সন্তানকে সরাইতে বলিলেন। সন্তানটিকে সরান হইল অতঃপর যখন তিনি ধ্যানমুক্ত হইলেন তখন বলিলেনঃ শিশুটি কোথায় ? আবূ উসায়দ বলিলেন, তাহাকে তো ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিলেন, তাহার নাম কি ? বলিলেন, অমুক। তিনি বলিলেন ঃ না বরং তাহার নাম হইবে মুনযির। সেদিন হইতে তিনি তাহার নাম মুনযির রাখিলেন।

٣٥٨ - بَابُ أَبْغَضُ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিকট সব চাইতে নিকৃষ্ট নাম

٨٢٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "أَخْنَى الْاَسْمَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تُسَمّٰى مَلِكُ الْاَمْلَاكِ" .

৮২৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তাহার নিকট তাহার নামই সর্ব নিকৃষ্ট যাহাকে 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ শাহানশাহ) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

٣٥٩ - بَابُ مَنْ دَعَا اٰخَرَ بِتَصْغِيْرِ اِسْمِهِ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ অপরকে ক্ষুদ্রতা বাচক নামে ডাকা

٨٢٤- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ طَلَقِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ : كُنْتُ اَشَدَّ النَّاسِ تَكْذِيْبًا بِالشَّفَاعَةِ فَسَأَلْتُ جَابِرًا فَقَالَ : يَا طُلَيْقُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : يَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ دُخُوْلٍ" وَ نَحْنُ نَقْرَأُ الَّذِيْ تَقْرَأُ .

৮২৪. তালক ইব্ন হাবীব বলেন, আমি শাফা'আত বা কিয়ামতের দিন একের ব্যাপারে অপরের সুপারিশের ব্যাপারটিকে সবচাইতে বেশি জোরেশোরে অস্বীকার করিতাম। একদা আমি হযরত জাবির (রা)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন, হে তুলায়ক, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ একদল লোক (মানে শাফা'আতপ্রাপ্তরা) দোযখে যাওয়ার পর সেখান হইতে বাহির হইবে,

তুমি যাহা পড় আমরা তো তাহাই পড়ি। (তবে তোমার একার সন্দেহের কারণ কি, তাহা তো আমাদের বোধগম্য হয় না।)[১]

٣٦٠ - بَابُ يُدْعَى الرَّجُلُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ

৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিকে তাহার পছন্দনীয় নামে ডাকা

٨٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي حَنْظَلَةُ بْنِ حُذَيْمٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ وَأَحَبِّ كُنَاهُ .

৮২৫. হানযালা ইব্‌ন হুযায়ম বলেন, কোন ব্যক্তিকে তাহার সবচাইতে প্রিয় নামে ও উপনামে ডাকাই নবী করীম (সা)-এর নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল।[২]

٣٦١ - بَابُ تَحْوِيلِ اسْمِ عَاصِيَةَ

৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ আছিয়া নাম পরিবর্তন

٨٢٦- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةٍ وَقَالَ "أَنْتِ جَمِيْلَةُ"

৮২৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আছিয়া নাম পরিবর্তন করিয়া ফেলেন এবং বলেন, তুমি (আছিয়া নও) জামীলা-সুন্দরী।[৩]

٨٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَ سَعِيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ اسْمِ أُخْتٍ لَهُ عِنْدَهُ ، قَالَ نَقُلْتُ ، اسْمُهَا بَرَّةُ ، قَالَتْ ، غَيِّرَ اسْمَهَا فَانَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَ اسْمُهَا بَرَّةُ فَغَيَّرَهُ اسْمَهَا إِلَى زَيْنَبَ .

---

১. তালককে তুলায়ক, আবদকে উবায়দ, জাবিরকে জুবায়র বলায় অর্থগত তারতম্য সামান্য যে পরিবর্তন সূচিত হয় উপরোক্ত রূপ পরিবর্তনের তাহা হইল সাধারণত তুচ্ছার্থে স্নেহের প্রকাশ বুঝাইতে এরূপ করা হয়। আরবীতে ইহাকে বলে তাসগীর বা ছোট করিয়া দেখানো।

২. উপনাম শব্দটি আরবীতে কুনিয়ত শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু কুনিয়ত শব্দের শাব্দিক অর্থ সম্বোধন যুক্ত নয়। যেমন হযরত আলীকে ডাকা হইত আবুল হাসান বা হাসানের পিতা বলিয়া। অমুকের বাপ অমুকের মা ইত্যাদি হইতেছে এই কুনিয়াত বা নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত সম্বোধন যুক্ত নাম।

৩. এই আছিয়া শব্দের বানান হইতেছে (عاصية) অর্থ পাপিষ্ট। ফেরাউনের স্ত্রী পুণ্যবতী আসিয়ার নামের বানান ভিন্নতর (آسية)। জামীলা শব্দের অর্থ সুন্দরী।

فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلْمَةَ حِيْنَ تَزَوَّجَهَا ، وَ اِسْمِيْ بَرَّةٌ ، فَسَمِعَهَا تَدْعُوْنِي بَرَّةُ فَقَالَ "لاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنْكُنَّ وَالْفَاجِرَةِ سَمِّيْهَا زَيْنَبَ" فَقَالَتْ : فَهِيَ زَيْنَبُ فَقُلْتُ : لَهَا : اِسْمِيْ فَقَالَتْ : غَيِّرَ اِلَىَّ مَا غَيَّرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمَّهَا زَيْنَبَ .

৮২৭. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন আতা বলেন, তিনি একদা যায়নাব বিন্তে আবূ সালমার ঘরে গেলে যায়নাব তাহাকে তাহার সাথের বোনটির নাম কি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি বলিলাম, তাহার নাম বার্রাহ (পুণ্যবতী)। তিনি বলিলেন ঃ ইহার নাম পরিবর্তন কর। কেননা নবী করীম (সা) যখন যায়নাব বিনতে জাহ্শকে বিবাহ করিলেন তখন তাহর নাম ছিল বার্রাহ। নবী করীম (সা) উহা পরিবর্তন করিয়া তাহার নাম যায়নাব রাখেন।

অতঃপর তিনি যখন উম্মে সালামাকে বিবাহ করার পর তাহার ঘরে গেলেন, আর তখন আমার নাম ছিল বার্রাহ। আমাকে এই নামে উম্মে সালামাকে ডাকিতে তিনি শুনিতে পাইলেন। তখন বলিলেন ঃ দেখ নিজেদিগকে পুণ্যাত্মা পুণ্যবর্তী বলিয়া জাহির করিও না, কেননা কে পুণ্যবতী আর কে পাপিষ্ঠা তাহা আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত। বরং উহার নাম যায়নাব রাখ। তখন তিনি (উম্মে সালামা) বলিলেন ঃ ঠিক আছে তাহার নাম যায়নাবই রাখা হইল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম (নতুনভাবে) উহার মানে আমার বোনটির নামকরণ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিবর্তন করিয়া যে নাম রাখিয়া দিলেন, উহাই তুমি রাখিয়া দাও। তাহার নাম যায়নাব রাখিয়া দাও।

٣٦٢ - بَابُ الصَّرْمِ

৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ সারম নাম পরিবর্তন করা

٨٢٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيْدِ الْمَخْزُوْمِيُّ . وَكَانَ اِسْمُهُ اَلصَّرْمَ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ سَعِيْدًا قَالَ حَدَّثَنِيْ جَدِّيْ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مُتَّكِئًا فِيْ الْمَسْجِدِ .

৮২৮. আবু আবদুর রহমান বলেন, তাহার পিতা সাঈদ মাখযুমীর পূর্ব নাম ছিল সারম (কর্তনকারী বা সম্পর্ক ছিন্নকারী)। নবী করীম (সা) তাঁহার নামকরণ করেন সাঈদ (ভাগ্যবান)। উক্ত আবদুর রহমান বলেন, আমার দাদা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আমি হযরত উসমান (রা)-কে মসজিদে হেলান দিয়া বসা অবস্থায় দেখিয়াছি।

٨٢٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا وَلَدَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَرُوْنِي اِبْنِيَ مَا سَمَّيْتُمُوْهُ قُلْنَا حَرْبًا قَالَ "بَلْ هُوَ حَسَنٌ" فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "اَرُوْنِيْ اِبْنِيَ مَا سَمَّيْتُمُوْهُ" ؟ قُلْنَا : حَرْبًا

قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ" فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "أَرُوْنِي ابْنِيَ مَا سَمَّيْتُمُوْهُ" قُلْنَا حَرْبًا قَالَ "بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ" ثُمَّ قَالَ انِّي سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وُلْدِ هرُوْنَ شَبَّرٌ وَشُبَيْرٌ وَمُشَبِّرٌ" .

৮২৯ হযরত আলী (রা) বলেন, যখন হাসান (রা) ভূমিষ্ঠ হইল, আমি তাঁহার নাম রাখিলাম হারব (যুদ্ধ)। নবী করীম (সা) আসিলেন এবং বলিলেন ঃ আমার বাছা আমাকে দেখাও। তোমরা উহার নাম কি রাখিয়াছ ? আমরা বলিলাম, হারব। তিনি বলিলেন ঃ বরং তাঁহার নাম হাসান। হুসায়ন (রা) ভূমিষ্ট হইল তখন আমি তাঁহারও নাম রাখিলাম হারব। অতঃপর নবী করীম (সা) আসিলেন এবং বলিলেন ঃ আমার বাছা আমাকে দেখাও, তোমরা উহার নাম কি রাখিয়াছ ? আমরা বলিলাম, হারব। তিনি বলিলেন ঃ না বরং উহার নাম হুসায়ন। অতঃপর যখন তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, আমি তাঁহারও নাম রাখিলাম হারব। অতঃপর নবী করীম (সা) আসিলেন এবং বলিলেন ঃ আমার বাছা আমাকে দেখাও, তোমরা উহার নাম কি রাখিয়াছ ? আমরা বলিলাম, হারব। বলিলেন ঃ না বরং উহার নাম মুহসিন। অতঃপর বলিলেন ঃ আমি হারুন (আ)-এর সন্তান শুব্বার, শুব্বায়র ও মুশাব্বির-এর নাম অনুসারেই ইহাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছি।

٣٦٣ - بَابُ غُرَابٍ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ গুরাব নামের পরিবর্তন

٨٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبْزَى قَالَ : حَدَّثَنِي أُمِّيْ رَائِطَةُ بِنْتِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيْهَا قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُنَيْنًا فَقَالَ لِيْ "مَا إِسْمُكَ" ؟ قُلْتُ غُرَابٌ قَالَ "لاَ، بَلْ اسْمُكَ مُسْلِمٌ" .

৮৩০. রায়েতা বিনতে মুসলিম বলেন, আমার পিতা মুসলিম (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে হুনায়ন যুদ্ধে শামিল ছিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? আমি বলিলাম, গুরাব (কাক)। তিনি বলিলেন ঃ না বরং তোমার নাম মুসলিম।

٣٦٤ - بَابُ شِهَابٍ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিহাব নামের পরিবর্তন

٨٣١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ اَوْفى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ شِهَابٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "بَلْ اَنْتَ هِشَامٌ" .

৮৩১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠিল যাহাকে শিহাব (অগ্নিশিখা) নামে আখ্যায়িত করা হইত (সে ব্যক্তিও মজলিসে হাযির ছিল)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ বরং তুমি হিশাম (দানশীল)।

٣٦٥ - بَابُ الْعَاصِ

৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ আস বা অবাধ্য নাম রাখা

٨٣٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ذَكَرِيَا قَالَ حَدَّثَنِى عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطِيعٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُطِيْعًا يَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ "لاَ يُقْبَلُ قُرَشِىٌ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" فَلَمْ يُدْرِكِ الْاِسْلاَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ كَانَ اِسْمُهُ الْعَاصِ فَسَمَّاهُ النَّبِىُّ ﷺ مُطِيْعًا .

৮৩২. হযরত মুতি (রা) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আজকের পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন কুরায়শ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিকে হস্ত পদ বদ্ধ অবস্থায় কষ্ট দিয়া মারা হইবে না। কুরায়েশের আস'দের (অবাধ্যদের) মধ্যে মুতী' ছাড়া আর কেহই ইসলাম গ্রহণ করে নাই। হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী' বলেন, তাহার (পিতার নামও) আসি বা অবাধ্য ছিল। নবী করীম (সা) তাহার নামকরণ করেন মুতী' (বাধ্য)।

٣٦٦ - بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَيَخْتَصِرُ مِنْ اِسْمِهِ شَيْئًا

৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকা

٨٣٣ . حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُوْ سَلْمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "يَا عَائِشُ! هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ : وَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ : وَهُوَ يَرَىْ مَالاَ أَرٰى .

৮৩৩. আবূ সালামা (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা আমাকে বলিলেন ঃ হে আয়েশা! ইনি হইতেছেন জিব্‌রাঈল, তিনি তোমাকে সালাম বলিতেছেন। তখন তিনি উত্তরে বলেন, তাঁহার প্রতিও সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত হউক। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আর তিনি এমন সব বস্তু দেখিতে পান যাহা আমার দৃষ্টিগোচর হয় না।

٨٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْيَشْكُرِىُّ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى جَدَّتِىْ أُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ ثُمَامَةَ أَنَّهَا قَدِمَتْ حَاجَّةً فَاِنَّ أَخَاهَا الْمَخَارِقُ بْنُ ثُمَامَةَ قَالَ اَدْخِلِىْ عَلَى عَائِشَةَ وَ سَلِيْهَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَاِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوْا فِيْهِ عِنْدَنَا قَالَتْ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ : بَعْضُ بُنِيْكِ يَقْرِئُكِ السَّلاَمَ وَ يَسْأَلُكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؟ قَالَتْ ، وَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ : أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى أَنِّى رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فِىْ لَيْلَةٍ قَائِظَةٍ وَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ

وَجِبْرِيْلُ يُوْحِيْ اِلَيْهِ وَ النَّبِيُّ ﷺ يَضْرِبُ كَفَّ أَوْ كَتْفَ ابْنِ عَفَّانَ بِيَدِهِ " اُكْتُبْ عُثْمُ" فَمَا كَانَ اللّٰهُ يَنْزِلُ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مِنْ نَبِيِّهِ ﷺ إِلاَّ رَجُلاً عَلَيْهِ كَرِيْمًا فَمَنْ سَبَّ ابْنَ عَفَّانَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ .

৮৩৪. উম্মে কুলসুম বিনতে সামামা হজ্জ উপলক্ষে (বাস্‌রা হইতে মদীনা) আগমন করিলে তাহার ভাই মাখারিখ ইব্‌ন সামামা তাহাকে বলেন, হযরত আয়েশার নিকট উপস্থিত হইয়া হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা লোক আসিয়া তাহার সম্পর্কে আমার কাছে নানা কথা বলিয়া থাকে। উম্মু কুলসুম (রা) বলেন, (আমার ভাইয়ের কথা অনুসারে) আমি তাহার (হযরত) আয়েশার খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং আরয করিলাম (মুসলিম কূল জননী) আপনার কোন এক পুত্র আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন, তাহারা হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) সম্পর্কে আপনাকে আমার মাধ্যমে প্রশ্ন করিয়াছেন। জবাবে তিনি বলিলেন ঃ ওয় আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি, তাহার উপরও শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক। তিনি বলিলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আমি হযরত উসমান (রা) এবং আল্লাহ্‌র নবী (সা)-কে এই ঘরের মধ্যেই এক গরমের রাত্রিতে একত্রে দেখিয়াছি। জিব্‌রাঈল (আ) তখন তাহার নিকট ওহী পৌঁছাইতে ছিলেন আর নবী করীম (সা) তাহার হাত অথবা কাঁধের উপর চপেটাঘাত করিয়া বলিতেছিলেন ঃ লিখিয়া লও হে উসমান! জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ তা'আলা কাহারো প্রতি অতি সদয় না হইলে তাহার নবীর পক্ষ হইতে এমন মর্যাদা তাহাকে দিতে পারেন না। সুতরাং যে উসমান (রা)-কে গালি দেয় তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।

٣٦٧ - بَابُ زَحَمٍ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ জাহাম নাম রাখা

٨٣٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ سَمِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَشِيْرُ بْنُ نُهَيْكٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "مَا اسْمُكَ" قَالَ زَحَمٌ قَالَ : بَلْ اَنْتَ بَشِيْرٌ" فَبَيْنَمَا اَنَا أُمَاشِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا اَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللّٰهِ اَصْبَحْتَ تُمَاشِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ بِأَبِيْ اَنْتَ وَ أُمِّيْ مَا اَنْقِمُ عَلَى اللّٰهِ شَيْئًا كُلَّ خَيْرٍ قَدْ أَصَبْتُ فَأَتَى عَلَى قُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ : لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا " ثُمَّ أَتَى عَلَى قُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ "لَقَدْ أَدْرَكَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا " فَاِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ سِبْتِيَتَانِ يَمْشِيْ بَيْنَ الْقُبُوْرِ ا فَقَالَ : " يَا صَاحِبَ السِّبْتِيْتَيْنِ ! أَلْقِ سِبْتِيْتَيْكَ" فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ .

৮৩৫. হযরত বাশীর ইব্‌ন নাহীক (রা) নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? তিনি (নোহাইক) বললেন ঃ যাহাম (অর্থ জটচাপ)। তখন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না বরং তোমার নাম বাশীর (সুসংবাদদাতা)। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথায় যেন যাইতে উদ্যত হইলেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কি হে খাসাসিয়ার পুত্র, তুমি কি আল্লাহ্‌র কাজে দোষ খুঁজিয়া বেড়াও আর এই উদ্দেশ্যেই কি তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছন পিছন যাইতেছ ?

আমি বলিলাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হউন হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার কী সাধ্য যে আল্লাহ্‌র কাজে দোষ ধরি অথচ (আল্লাহ্‌র অসীম দয়ায়) আমি সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিয়াছি। অতঃপর তাহার চলার পথে মুশরিকদের কবরস্থান পড়িল। তিনি বলিলেন ঃ উহারা প্রভূত মঙ্গল হারাইয়াছে। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সুযোগ হারাইয়াছে)। অতঃপর মুসলমানদের একটি কবরস্থান তাহার পথে পড়িল। তখন তিনি বলিলেন ঃ উহারা প্রভূত মঙ্গল লাভে ধন্য হইয়াছে। এমন সময় চপ্পল পরিহিত এক ব্যক্তি কবর স্থানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে দেখা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ওহে চপ্পলওয়ালা, চপ্পল খোল। তখন সে ব্যক্তি তাহার চপ্পল জোড়া খুলিয়া ফেলিল।

٨٣٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ إِيَادٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ لَيْلَى إِمْرَأَةَ بَشِيْرٍ تُحَدِّثُ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ وَكَانَ اسْمُهُ زَحَمَ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ بَشِيْرًا .

৮৩৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াদ (রা) তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, (উক্ত) বাশীর (রা)-এর স্ত্রী লায়লা তাহার প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পূর্বে তাহার নাম জাহাম ছিল। নবী করীম (সা) তাহার নামকরণ করেন বাশীর।

٣٦٨ - بَابُ بَرَّةً

৩৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বার্রা নাম পরিবর্তন

٨٣٧- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اسْمَ جُوَيْرِيَةَ كَانَ بَرَّةً فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ جُوَيْرِيَةَ .

৮৩৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, (উম্মুল মু'মিনীন) হযরত জুওয়ায়রিয়ার নাম প্রথমে বার্রা (পুণ্যবতী) ছিল। অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার নামকরণ করেন জুওয়ায়রিয়া।

٨٣٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُوْنَةَ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ اسْمُ مَيْمُوْنَةَ بَرَّةً فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ .

৮৩৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মায়মূনার নাম প্রথমে বার্রা ছিল। নবী করীম (সা) তাহার নামকরণ করেন মায়মূনা।

٣٦٩ - بَابُ أَفْلَحَ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ আফলাহ্ বরকত, নাফি প্রভৃতি নাম সম্পর্কে

٨٣٩- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "اِنْ عِشْتُ نَهَيْتُ أُمَّتِى " اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يُّسَمِّىَ اَحَدُهُمْ بَرَكَةً وَ نَافِعًا وَ أَفْلَحَ (وَلاَ اَدْرِىْ قَالَ رَافِعٌ أَمْ لاَ) يُقَالُ هٰهُنَا بَرَكَةٌ فَيُقَالُ لَيْسَ هٰهُنَا " فَقُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ وَ لَمْ يُنْهَ عَنْ ذٰلِكَ .

৮৩৯. হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি যদি জীবিত থাকি তবে আল্লাহ্ চাহেত আমার উম্মাতকে এই মর্মে নিষেধ করিব যে, তোমাদের মধ্যকার কাহারও যেন বরকত, নাফি' (উপকারী) ও আফলাহ্ (সফলকাম) না রাখে।

রাবী বলেন ঃ তিনি রাফি' নামের কথা এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন কিনা তাহা আমার স্মরণ পড়িতেছে না। (এইরূপ নাম রাখিলে) কেহ বলিত ঃ এখানে বরকত আছে নাকি ? জবাবে অপর একজন বলিত না, এখানে বরকত নাই। (ইহাতে প্রকারান্তরে কোন স্থানকে বরকত শূন্য বলিয়াই ঘোষণা করা হইত, যাহা মোটেই শোভনীয় নহে।) অতঃপর এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারির পূর্বেই তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

٨٤٠- حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَرَدَ النَّبِىُّ ﷺ أَنَّ يَنْهٰى أَنْ يُّسَمِّىَ بِيَعْلٰى وَ بِبَرَكَةٍ وَ نَافِعٍ وَ يَسَارٍ وَأَفْلَحَ وَ نَحْوِ ذٰلِكَ ثُمَّ سَكَتَ بَعْدَ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا .

৮৪০. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ইয়া'লা, বরকত, নাফি, ইয়াসার, আফ্‌লাহ্ প্রভৃতি নাম রাখিতে বারণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। অতঃপর এই ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেন এবং আর কিছু বলেন নাই।

٣٧٠ - بَابُ رَبَاحٍ

৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ রাবাহ্ নাম

٨٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ سَمَّاكٍ أَبِىْ زُمَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا اعْتَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءَةً فَاذَا اَنَا بِرَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَيْتُ : يَارَبَاحُ اِسْتَأْذِنُ لِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৮৪১. হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন তাঁহার পত্নীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে ছিলেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোলাম রাবাহর নিকট গিয়া উপস্থিত হই এবং

উচ্চকণ্ঠে আহবান করি, হে রাবাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে আমার জন্য দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি গ্রহণ কর।

٣٧١- بَابُ أَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ

৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ নবীগণের নামানুসারে নাম রাখা

٨٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُوْسٰى بْنُ يَسَارٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُسَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِيْ فَاِنِّيْ اَنَا أَبُوْ الْقَاسِمِ " .

৮৪২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার নামানুসারে তোমরা নাম রাখিবে কিন্তু আমার কুনিয়তে কেহ যেন অবলম্বন না করে। কেননা আবুল কাসিম তো আমিই।[১]

٨٤٣- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَالْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تُسَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلاَتُكَنُّوْا بِكُنْيَتِيْ .

৮৪৩. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) বাজারে বিরাজ করিতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি ডাকিল ঃ হে আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা)! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার দিকে তাকাইলেন। সে ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়াছি (আপনাকে নহে)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ দেখ, আমার নামে তোমরা নাম রাখিবে, তবে আমার কুনিয়তে (মানে আবুল কাসিম নামে) কাহার নাম রখিও না।

٨٤٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ الْهَيْثَمِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْسُفُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ : سَمَّانِيْ النَّبِيُّ ﷺ يُوْسُفَ وَ اَقْعَدَنِيْ عَلٰى حُجْرِهِ ، وَ مَسَحَ عَلٰى رَأْسِيْ .

৮৪৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম-এর পুত্র ইউসুফ বলেন, নবী করীম (সা) আমার নাম রাখেন ইউসুফ। তিনি আমাকে তাঁহার কোলে বসান এবং মাথায় (স্নেহ) হাত বুলাইয়া দেন।

٨٤٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَ مَنْصُوْرٍ وَ فُلاَنٍ سَمِعُوْا سَالِمَ بْنَ اَبِيْ الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلاَمٌ وَاَرَدَأَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِيْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ اَنَّ

---

১. কুনিয়াত শব্দের অর্থ পুত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত নাম যেমন—আবুল কাসিম—কাসিমের পিতা, আবূ তাহের—তাহেরের পিতা। অন্য কোন কারণেও এ ধরনের উপনাম রাখা হয়।

الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلٰى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ وَلَدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادُوْا أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ تُسَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " وَقَالَ حِصْنٌ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " .

৮৪৫. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমাদের আনসারদের মধ্যকার এক ব্যক্তির ঘরে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। সে ব্যক্তি তাহার নাম রাখিতে চাহিল মুহাম্মদ।

হাদীসের রাবী শু'বা বলেন, মনসুর রাবীর বর্ণনায় এরূপ আছে যে, সেই আনসারী (যাহার ছেলে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল) বলেন ঃ আমি তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত করিলাম।

আর অপর রাবী সুলায়মান বলেন ঃ তাহার ছেলে ভূমিষ্ঠ হইল। আর তাহারা তাহার নাম মুহাম্মদ রাখিতে মনস্থ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখিতে পার তবে আমার কুনিয়ত অনুসারে কুনিয়াত রাখিও না। কেননা আমাকে তোমাদের মধ্যে কাসিম (বিতরণকারী) বলা হইয়াছে, আমি তোমাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকি। রাবী হিস্‌ন বলেন, আমাকে কাসিম বা বিতরণকারীরূপে প্রেরণ করা হইয়াছে, যেন তোমাদের মধ্যে বিতরণ করি।

٨٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِيْ مُوْسٰى .

৮৪৬. হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, আমার একটি ছেলে-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। আমি তাহাকে নিয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার পবিত্র মুখে চিবাইয়া শিশুর তালুতে (মুখের অভ্যন্তরে) লাগাইলেন এবং তাহার জন্য বরকতের দু'আ করিলেন, অতঃপর তাহাকে আমার কোলে ফিরাইয়া দিলেন। রাবী বলেন ঃ আর এই শিশুটাই ছিল আবূ মূসার বড় ছেলে।

٣٧٢ - بَابُ حَزْنٍ

৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ হুয্‌ন-দুঃখ (নাম প্রসঙ্গে)

٨٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " مَا اسْمُكَ " ؟ قَالَ حَزْنٌ قَالَ " أَنْتَ سَهْلٌ " قَالَ لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيْهِ أَبِيْ (قَالَ : ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَازَالَتِ الْحَزُوْنَةُ فِيْنَا بَعْدُ) .

৮৪৭. সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়িব তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ এবং তিনি তাহার দাদার (মানে নিজ পিতার) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি অর্থাৎ তাহার দাদা নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপনীত হইলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? তিনি বলিলেন, হুয্‌ন (দুঃখ)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তুমি হইতেছ সাহল—(স্বাচ্ছন্দ্য)। (তিনি বলিলেন আমি আমার পিতার দেয়া নাম পরিবর্তন করিবনা।)

٨٤٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : جَلَسْتُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَحَدَّثَنِىْ أَنَّ جَدَّهُ حُزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ " مَا اسْمُكَ " ؟ قَالَ : اِسْمِىْ حُزْنٌ قَالَ " بَلْ اَنْتَ سَهْلٌ " قَالَ : مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اِسْمًا سَمَّانِيْهِ أَبِىْ قَالَ : ابْنُ الْمُسَيِّبِ : فَمَازَالَتْ فِيْنَا الْحَزُوْنَةُ .

৮৪৮. আবদুল হামীদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন শায়বা বলেন ঃ একদা আমি হযরত সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়েবের পাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমার নিকট এই মর্মে বর্ণনা করিলেন যে, তাহার দাদা হুয্‌ন (রা) নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি হে ? তিনি তখন বলিলেন, আমার নাম হুয্‌ন (দুঃখ)। তিনি বলিলেন ঃ না বরং তোমার নাম হইতেছে সাহল—(স্বাচ্ছন্দ্য)। তিনি তখন জবাবে বলিলেন ঃ আমার পিতার রাখা নাম আমি পরিবর্তন করিব না।

ইবনুল মুসাইয়িব বলেন ঃ সেই অবধি আমাদের পরিবারে দুঃখ সর্বদাই লাগিয়া আছে।

٣٧٣ - بَابُ اِسْمِ النَّبِىِّ وَ كُنْيَتِهِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সা)-এর নাম ও কুনিয়ত

٨٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ : لَا نُكَنِّيْكَ أَبَالْقَاسِمِ وَلَا بِنِعْمُكَ عَيْنًا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَتِ الْاَنْصَارُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ "اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ تَسَمُّوا بِاِسْمِىْ وَلَاتُكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ اَنَا قَاسِمٌ" .

৮৪৯. হযরত জাবির (রা) বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির ঘরে এক পুত্র-সন্তানের জন্ম হইল। সে তাহার নাম রাখিল কাসিম। তখন আনসারগণ তাহাকে বলিলেন ঃ আমরা তোমাকে না আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা) নামে অভিহিত করিব, আর না তোমাকে এ মর্যাদা দানে তোমার চক্ষু জুড়াইব। সে ব্যক্তি তখন নবী করীম (সা)-এর দরবারে ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহাকে বলিলেন। নবী করীম (সা) তখন বলিলেন ঃ আনসারগণ খুব উত্তম কাজই করিয়াছে, তোমরা আমার নামে নাম রাখিবে, কিন্তু আমার কুনিয়ত অনুযায়ী কুনিয়ত রাখিবে না এবং (পিতৃ সম্বোধনে)। কাহাকে আবুল কাসিম নামে অভিহিত করিবে না। কেননা কাসিম (বিতরণকারী) তো আমিই।

٨٥٠- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ مُنْذِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُوْلُ كَانَتْ رُخْصَةٌ لِعَلِيٍّ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! انْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ أُسَمِّيْهِ بِاسْمِكَ وَ أُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .

৮৫০. ইব্‌নুল হানফিয়্যা বলেন, হযরত আলী (রা) একটি ব্যাপারে অনুমতি নিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে একদা তিনি বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পরে যদি আমার কোন পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে আমি কি আপনার নাম ও কুনিয়ত অনুসারে তাহার নাম ও কুনিয়ত রাখিতে পারি ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ।

٨٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَّجْمَعَ بَيْنَ اسْمِهِ وَ كُنْيَتِهِ وَ قَالَ " أَنَا ابُوْ الْقَاسِمِ وَ اللّٰهُ يُعْطِي وَ أَنَا أَقْسِمُ " .

৮৫১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার নাম ও কুনিয়ত একত্রে কাহারো জন্য রাখিতে বারণ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি হইতেছি আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা)। দান করেন আল্লাহ্ তা'আলা আর আমি বিতরণ করি।

٨٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا لْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ " سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِي " .

৮৫৩. (৮৪০ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি)

٣٧٤ - بَابُ هَلْ يُكَنَّى الْمُشْرِكُ

৩৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকের ব্যাপারে কুনিয়ত প্রয়োগ করা যায় কি?

٨٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَ مَجْلِسًا فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِي ابْنِ سَلُوْلٍ وَ ذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَّسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ فَقَالَ لَا تُؤْذِيْنَا فِي مَجْلِسِنَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ "أَيْ سَعْدُ! أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ أَبُوْ حُبَابٍ " ؟ يُرِيْدُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِي ابْنِ سَلُوْلٍ " .

৮৫৪. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা এমন একটি মজলিসে উপনীত হইলেন, যেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলও উপস্থিত ছিল। ইহা হইতেছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার কথা। তখন সে বলিল, ওহে! আমাদের মজলিসে বিঘ্ন সৃষ্টি করিও না।

অতঃপর নবী করীম (সা) হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদার ঘরে তাশরীফ নিলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ শুনিয়াছ সা'দ আবূ হুবাব কি বলে ? এখানে আবূ হুবাব বলিতে তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইকে বুঝাইয়াছেন।[১]

٣٧٥ - بَابُ الْكُنْيَهِ لِلصَّبِيِّ

৩৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ বালকের কুনিয়ত

٨٥٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِى أَخٌ صَغِيْرٌ يُكَنَّى أَبَا عُمَيْرٍ و كَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهٖ فَمَاتَ دَخَلَ فَرَاٰهُ حَزِيْنًا فَقَالَ (مَاشَأْنُهُ)؟ قِيلَ لَهُ مَاتَ نُغَرٌ فَقَالَ "يَا أَبَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ" ؟

৮৫৫. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিতেন। আমার একটি ছোট্ট ভাই ছিল, তাহাকে আবূ উমায়ের কুনিয়াতে নামে অভিহিত করা হইত। তাহার একটি বুলবুলি ছিল। সে উহা লইয়া খেলা করিত। উহা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তারপর যখন নবী করীম (সা) আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিলেন তখন তাহাকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার কি হইয়াছে ? তাঁহাকে বলা হইল যে, তাহার (শখের) বুলবুলিটি মরিয়া গিয়াছে। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে আবূ উমায়ের। তোমার নুগায়রটি (বুলবুলিটি) করিল কি ?

٣٧٦ - بَابُ الْكُنْيَةِ قَبْلَ أَنْ يُّوْلَدَ

৩৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর জন্মের পূর্বেই শিশুর পিতা বলিয়া অভিহিত করা

٨٥٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ كُنِّىَ عَلْقَمَةَ أَبَا شِبْلٍ وَ لَمْ يُوْلَدَ لَهُ .

৮৫৬ ইব্‌রাহীম বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ আল-কামার ঘরে কোন শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তাহাকে আবূ শিব্‌লি বা শিবলির পিতা নামে অভিহিত করেন।

٨٥٧- حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّانِى عَبْدُ اللّٰهِ قَبْلَ أَنْ يُّوْلَدَ لِىْ -

---

১. حُبَابُ শব্দটিকে পেশ দিয়া হুবাব অর্থ ভালবাসা, বন্ধু, সর্প। আর একে حَبَابُ জবর দিয়া হাবাব উচ্চারণ করিলে উহার অর্থ হয় লক্ষ্য, ভাবনা, পরিণতি। তাহা হইলে আবূ হুবাব-এর অর্থ দাঁড়াইতেছে সর্পের পিতা আর নবী (সা) আবূ হাবাব বলিয়া থাকিলে অভিসন্ধিতে লিপ্ত ব্যক্তি বা চক্রান্তকারী অর্থে বলিয়া থাকিবেন। এই মুনাফিক সর্দারের পরবর্তীকালের ইতিহাস নবী (সা) তাহাকে এইরূপ নামে অভিহিত করার যথার্থতাই প্রমাণ করিতেছে। কারণ বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়া পরবর্তীকালে এ ব্যক্তি তখন সর্পের মতই বারবার ইসলামের উপর তাহার মরণ ছোবল হানিতে উদ্যত হইয়াছে। অবশ্য আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল ষড়যন্ত্রকারীর কূটচক্রান্তকে ভন্ডুল করিয়া দিয়া ইসলামকে পূর্ণতা দান করার ওয়াদা পূর্ণ করিয়া ছিলেন।

৮৫৭. আলকামা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ আমার ঘরে কোন শিশু-সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইতেই আমার কুনিয়াত (নাম) রাখেন।

٣٧٧ - بَابُ كُنْيَةِ النِّسَاءِ

৩৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের কুনিয়ত, অমুকের মা বলিয়া অভিহিত করা

٨٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَنَّيْتُ نِسَاءَكَ فَاكَنِّى فَقَالَ " تُكَنِّى بِابْنِ أُخْتِكَ عَبْدِ اللّٰهِ .

৮৫৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া একদা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আপনার স্ত্রীগণের অমুকের মা তমুকের মা বলিয়া নামকরণ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও এরূপ একটি নামকরণ করিয়া দিন! জবাবে তিনি বলিলেন ঃ তুমি তোমার ভগ্নিপুত্র আবদুল্লাহ্র নামে (আবদুল্লাহ্র মা) কুনিয়ত লইয়া লও।

٨٥٩- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا وَ هَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلاَتُكَنِّيْنِيْ؟ فَقَالَ "اِكْتَنِى بِابْنِكَ " يَعْنِيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ تُكْنٰى أُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ .

৮৫৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পৌত্র আব্বাদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) একদা বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র নবী! আপনি কি আমাকে কাহারও মা বলিয়া নামকরণ করিয়া দিবেন না ? তখন তিনি বলিলেন ঃ তুমি তোমার পুত্রের (অর্থাৎ ভগ্নিপুত্রের) নামে কুনিয়ত লইয়া লও। অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের মা নাম গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ্র মা নামে অভিহিত হইতেন।

٣٧٨ - بَابُ مَنْ كُنّٰى رَجُلاً بِشَيْءٍ هُوَ فِيْهِ اَوْ بِأَحَدِهِمْ

৩৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ অবস্থা অনুপাতে কুনিয়ত বা নাম রাখা

٨٦٠- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ : قَالَ : حَدَّثَنِيْ : اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنْ كَنَتْ أَحَبُّ اَسْمَاءَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَيْهِ لأَبُوْ تُرَابٍ . وَاَنْ كَانَ لَيَفْرَحُ اَنْ يُدْعٰى بِهَا . وَمَا سَمَّاهُ أَبَا تُرَابٍ إِلاَّ النَّبِيُّ ﷺ غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ اِلَى الْمَسْجِدِ وَ جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَتْبَعُهُ

فَقَالَ هُوَ ذَا مُضْطَجِعٍ فِيْ الْجِدَارِ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ امْتَلاءَ ظَهْرُهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَ يَقُوْلُ "اِجْلِسْ أَبَا تُرَابٍ" .

৮৬০. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, হযরত আলী (রা)-এর কাছে তাহার আবূ তুরাব নামটিই ছিল সর্বাধিক প্রিয়। এই নামে কেহ তাঁহাকে ডাকিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। স্বয়ং নবী করীম (সা)-ই তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করেন। (ব্যাপার হইয়াছিল যে) একদা তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর উপর রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষিয়া মেঝেতে শুইয়া পড়েন। নবী করীম (সা) ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার খোঁজে সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। কেহ একজন বলিল, তিনি তো দেওয়াল ঘেঁষিয়া শুইয়া রহিয়াছেন। নবী করীম (সা) তাঁহার কাছে গিয়া দেখিলেন তাঁহার পিঠ মাটিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নবী করীম (সা) তখন পিঠ হইতে মাটি মুছিতে বলিতে লাগিলেন, উঠিয়া বস হে আবূ তুরাব (মাটির পিতা)।

٣٧٩ - بَابُ كَيْفَ الْمَشْيُ مَعَ الْكُبَرَاءِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ

৩৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ বুযুর্গ ও জ্ঞানীগণের সাথে চলার নিয়ম

٨٦١- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ نَخْلٍ لَنَا نَخْلٌ لِأَبِيْ طَلْحَةَ تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ وَ بِلاَلٌ يَمْشِيْ اِلَى جَنْبِهِ فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرٍ فَقَامَ حَتَّى تَمَّ اِلَيْهِ بِلاَلٌ فَقَالَ " وَيْحَكَ يَا بِلاَلُ هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ " قَالَ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا فَقَالَ " صَاحِبُ هٰذَا الْقَبْرِ يُعَذَّبُ " فَوَجَدَ يَهُوْدِيًّا .

৮৬১. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাদের খেজুর বাগানসমূহে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আবূ তালহার বাগানের দিকে যাইতেছিলেন, তখন হযরত বিলাল (রা)-ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলেন। একটি কবর পথে পড়িল, এমন সময় হঠাৎ নবী করীম (সা) দাঁড়াইয়া গেলেন যেন বিলাল তাঁহার নিকটে আসিয়া যাইতে পারেন। তিনি ধারে আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কী হে বিলাল! আমি যাহা শুনিতেছি তুমি তাহা শুনিতে পাইতেছ ? উত্তরে বিলাল (রা) বলিলেন ঃ কই, আমি তো কিছু শুনিতে পাইতেছি না। বলিলেন ঃ শুন, এই কবরের অধিবাসীর আযাব হইতেছে। কবরটি ছিল জনৈক ইয়াহূদীর।

٣٨٠ - بَابٌ

৩৮০. অনুচ্ছেদ ঃ শিরোনামবিহীন অধ্যায়

٨٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ لاَخٍ لَه صَغِيْرٍ اَرْدَفَ الْغُلاَمَ فَأَبٰى فَقَالَ لَهٗ مُعَاوِيَةُ بِئْسَ مَا أَدَّبْتَ قَالَ قَيْسٌ فَسَمِعْتُ اَبَا سُفْيَانَ يَقُوْلُ : دَعْ عَنْكَ أَخَاكَ .

৮৬২. কায়স বর্ণনা করেন, হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে তাহার জনৈক অনুজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে শুনি, তুমি গোলামটিকে তোমার বাহনে তোমার পশ্চাতে বসাইয়া লও! কিন্তু তাহার অনুজ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন হযরত মু'আবিয়া (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি একটা আস্ত বে-আদব!
রাবী কায়স বলেন ঃ তখন আমি (তাহার পিতা) আবূ সুফিয়ানকে বলিতে শুনি, তোমার ভাইকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও। অর্থাৎ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোলামকে তাহার সাথে লইতে বাধ্য করিও না বা এজন্য আর ভর্ৎসনা করিও না।

٨٦٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : اِذَا كَثُرَ الْاَخِلاَّءُ كَثُرَ الْغُرَمَاءُ قُلْتُ لِمُوْسَى وَمَا الْغُرَمَاءُ؟ قَالَ : الْحُقُوْقُ .

৮৬৩. হযরত আম্র ইব্নুল আ'স (রা) বলেন, বন্ধু যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই পাওনাদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই রিওয়াতের এক পর্যায়ের রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ুব বলেন ঃ আমি আমার পূর্বতন রাবী হযরত মূসাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পাওনাদার বলিতে এখানে কি অর্থ বুঝানো হইয়াছে ? বলিলেন ঃ হক্দারদের কথা বলা হইয়াছে। [অর্থাৎ তোমার বন্ধুর সংখ্যা যত বেশি হইবে, হক্দারের সংখ্যা ততই বেশি হইবে। কেননা বন্ধুর উপর বন্ধুরও অনেক হক বা অধিকার থাকে]।

٣٨١ - بَابُ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةٌ

৩৮১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কোন কবিতা জ্ঞানগর্ভ হইয়া থাকে

٨٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِيَاسُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ : أَلاَ أُنْشِدُكَ مِنْ شِعْرِىْ يَا ابْنَ الْفَارُوْقِ؟ قَالَ : بَلٰى وَ لٰكِنْ لاَ تُنْشِدْنِى اِلاَّ حَسَنًا فَأَنْشَدَهُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ شَيْئًا كَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ لَهُ : اَمْسِكْ

৮৬৪. ইব্ন কায়সান নামে প্রসিদ্ধ খালিদ বলেন, একদা আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আয়াস ইব্ন খায়সামা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, হে ফারূক তনয়! আমি কি আমার স্বরচিত কবিতা আপনাকে গানের সুরে গাহিয়া শুনাইব ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ শুনাইতে পারো, তবে কেবল রুচিসম্মত কবিতাই শুনাইবে। তখন কবিপ্রবর তাহাকে উহা গাহিয়া শুনাইতে লাগিলেন, তারপর কবিতায় এমন এক পর্যায়ে আসিয়া কবি পৌঁছিলেন, যাহা তাহার রুচিতে বাঁধিল। তখন ইব্ন উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন, এইবার বন্ধ কর হে!

٨٦٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ مُطَرِّفًا قَالَ : صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ مِنَ الْكُوْفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ فَقَلَّ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ إِلاَّ وَ هُوَ يُنْشِدُنِى شِعْرًا اَوْ قَالَ : فِى الْعَارِيْضِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكِذْبِ .

৮৬৫. হযরত কাতাদা (রা) বলেন, আমি মাতরাফকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়নের সাহচর্যে কূফা হইতে বাস্‌রা পর্যন্ত সফর করি। পথে কচিৎ এমন কোন মঞ্জিল বাদ পড়িয়াছে যেখানে তিনি অবতরণ করিয়াছেন অথচ আমাকে কবিতা গাহিয়া না শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন, দুর্বোধ্য রচনায় এদিক-সেদিক করার অবকাশ রহিয়াছে।

٨٦٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُوْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَىَّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً " .

৮৬৬. উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন কোন কবিতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ হইয়া থাকে।

٨٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُمَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرَقَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنِّىْ مَدَحْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَحَامِدَ قَالَ "اَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ " وَ لَمْ يَزِدْهُ عَلٰى ذٰلِكَ .

৮৬৭. হযরত আস্‌ওয়াদ ইব্ন সারী (রা) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (আমার কাব্যে) নানাভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ তোমার প্রভু তাঁহার প্রশংসা কীর্তন অত্যন্ত পছন্দ করেন। ইহার বেশি আর কিছুই তিনি বলিলেন না।

٨٦٨- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّمْتَلِىْ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ يَمْتَلِىءُ شِعْرًا " .

৮৬৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির পুঁজে ভর্তি পেট বরং তাহার কবিতা পূর্ণ পেট হইতে উত্তম।

٨٦٩- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ قَالَ كُنْتُ شَاعِرًا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ : أَلاَ أُنْشِدُكَ مُحَامِدُ حَمِدْتُ بِهَارَبِىْ ؟ قَالَ " اِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْمَحَامِدَ " وَ لَمْ يَزِدْنِىْ عَلَيْهِ .

৮৬৯. [৮৬২ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি অন্য সূত্রে]

٨٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَيْفَ بِنِسْبَتِيْ "؟ فَقَالَ : لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ .

৮৭০. হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মুশরিকদের নিন্দামূলক কবিতা রচনার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ (তুমি যে তাহাদের নিন্দা করিবে) আমার বংশগত সম্মান যে তাহাদের সহিত বিদ্যমান উহার কি করিবে ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ আমি তাহাদের মধ্য হইতে আপনাকে তো এইভাবে পৃথক করিয়া উঠাইয়া লইব যেমনটি উঠাইয়া লওয়া হয় আটার খামির হইতে চুল।

٨٧٢- وَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ لاَ تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৮৭২. হিশাম তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা আমি হযরত আয়েশার কাছে হযরত হাস্‌সানকে গালমন্দ দিতে গেলাম। [সম্ভবত হযরত আয়েশা (রা)-এর পূত চরিত্রে কলংক লেপনের ঘটনায় হাস্‌সানের জড়িত থাকার দরুন।] তিনি বলিলেন ঃ তাহাকে গালমন্দ দিও না, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের নিন্দার জবাব (তাঁহার কবিতার মাধ্যমে) দিতেন।

٣٨٢- بَابُ الشِّعْرُ حَسَنٌ كَحَسَنِ الْكَلاَمِ وَ مِنْهُ قَبِيْحٌ

৩৮২. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম বাক্যের ন্যায় কবিতার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে

٨٧٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةٌ " .

৮৭২. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন কোন কবিতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ হইয়া থাকে।

٨٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ : حَسَنُ كَحَسَنِ الْكَلاَمِ وَ قَبِيْحَةُ كَقَبِيْحِ الْكَلاَمِ "

৮৭৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কবিতা হইতেছে কথারই মত। ভাল কবিতা ভাল কথার মত আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মত। অর্থাৎ কথা যেমন সুরুচি ও কুরুচিপূর্ণ হয়, কবিতাও তেমনি সুরুচি ও কুরুচিপূর্ণ হয়।

٨٧٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ الشِّعْرُ مِنْهُ حَسَنٌ وَمِنْهُ قَبِيْحٌ خُذْ بِالْحَسَنِ وَدَعِ الْقَبِيْحَ وَلَقَدْ رُوِيْتُ مِنْ شِعْرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَشْعَارًا مِنْهَا الْقَصِيْدَةُ فِيْهَا أَرْبَعُوْنَ بَيْتًا وَدُوْنَ ذٰلِكَ .

৮৭৪. হযরত উরওয়া বলেন, হযরত আয়েশা (রা) প্রায়ই বলিতেন, কবিতার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। উহার ভালটাকে গ্রহণ কর এবং মন্দটাকে বর্জন কর। আমার নিকট হযরত কা'ব ইব্ন মালিকের এমন কবিতাও বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাতে চল্লিশটি পর্যন্ত চরণ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও কবিতা আছে।

٨٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَمَثَّلُ بِشَئٍ مِنَ الشِّعْرِ ؟ فَقَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشَئٍ مِنْ شِعْرِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَ يَتَمَثَّلُ وَ يَقُوْلُ وَ يَأْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تَزَوَّدْ .

৮৭৫. হযরত মিকদাম ইব্ন শুরায়হ্ তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি একদিন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি উপমা দেওয়ার জন্য কবিতার কোন পঙ্‌ক্তি আওড়াইতেন ? জবাবে মুসলিমকুল জননী জানাইলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার এই পঙ্‌ক্তিটি তিনি কোন কোন সময় আওড়াইতেন ঃ وَيَأْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تَزَوَّدْ
"আসরে নিয়ে বার্তা হেন যার তরে নাই প্রস্তুতি তোর।"

٨٧٦- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ سَرِيْعٍ حَدَّثَهُ قَالَ : كُنْتُ شَاعِرًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! امْتَدَحْتُ رَبِّىْ فَقَالَ " أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ " وَمَا اسْتَزَادَنِىْ عَلٰى ذٰلِكَ -

৮৭৬. [৮৬১ নং হাদীস-এর পুনরাবৃত্তি]

٣٨٣ - بَابُ مَنْ اِسْتَنْشَدَ الشِّعْرَ

৩৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা শোনানের ফরমায়েশ করা

٨٧٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلٰى قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيْدِ عَنِ الشَّرِيْدِ قَالَ إِسْتَنْشَدَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ شِعْرَ أُمَيَّةَ بْنِ

أَبِى الصَّلْتِ وَأَنْشَدْتُهُ فَأَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ " هِيْهِ هِيْهِ " حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَقَالَ " اَنْ كَادَ يُسْلِمُ "

৮৭৭. হযরত শারীদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা আমাকে কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবিস্ সাল্‌তের কবিতা শোনাইবার জন্য আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে উহা শোনাইতে শুরু করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, আরও হউক! আরও হউক! এমন কি আমি একশত চরণ তাঁহাকে শোনাইলাম। তিনি বলিলেন ঃ আর একটু হইলেই এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিত।

٣٨٤ـ بَابُ مَنْ كَرِهَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الشِّعْرُ

৩৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা প্রাধান্য লাভ করা নিন্দনীয়

٨٧٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ : اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَأَنْ يَّمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّمْتَلِىَ شِعْرًا

৮৭৮. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির পেট কবিতায় ভর্তি হওয়ার চাইতে বরং পুঁজে ভর্তি হওয়াই তাহার পক্ষে উত্তম।

٣٨٥ـ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ : وَالشُّعَرَاءَ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤنَ (٦٦ : الشعراء : ٢٢٤)

৩৮৫. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "কবিরা হইতেছে এ রূপ যে, কেবল পথভ্রষ্ট লোকেরাই তাহাদের অনুগামী হয়।" (সূরা আশ্-শু'আরা ঃ ২২৪)

٨٧٩– حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ يَزِيْدُ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ﴾ اِلٰى قَوْلِهِ ﴿وَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ﴾ فَنُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ وَاسْتَثْنٰى فَقَالَ ﴿اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا – اِلٰى قَوْلِهِ يَنْقَلِبُوْنَ﴾

৮৭৯. কুরআন শরীফের আয়াত ঃ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ... وَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ الْغَاوُنَ। "আর কবিরা হইতেছে এইরূপ যে, কেবল পথভ্রষ্টরাই তাহাদের অনুগামী হয়। আর তাহারা যাহা বলে তাহারা তাহা করে না।" ইহার তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, ইহার এক অংশ একটি ব্যতিক্রমের মাধ্যমে রহিত হইয়া যায়। সেই ব্যতিক্রম উক্ত আয়াতের শেষে উক্ত এই অংশের জন্য যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... يَنْقَلِبُوْنَ। পূর্ণ আয়াতের "অবশ্য তাহারা নহে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে, সৎকাজ করে, বহুল পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করে এবং অত্যাচারিত হইবার পর (কাফিরদের নিন্দাসূচক কবিতার মাধ্যমে) (নিজেদের কবিতার মাধ্যমে) উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে (অর্থাৎ তাহাদের নিন্দা আক্রমণাত্মক নহে, বরং আত্মরক্ষামূলক) আর অত্যাচার যাহারা করিয়াছে তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে যে, কেমন স্থানে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

٣٨٦ - بَابُ مَنْ قَالَ " اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

৩৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কোন কথা যাদুকরী প্রভাব রাখে

٨٨٠- حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَجُلاً أَوْ أَعْرَابِيًّا . اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَتَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ بَيِّنٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً " .

৮৮০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা একজন বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কিছু কথাবার্তা বলিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কোন কোন কথার যাদুকরী প্রভাব থাকে এবং কোন কোন কবিতা হয় অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ।

٨٨١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مَعَنٌ قَالَ : حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ سَلاَمٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى الشَّعْبِىِّ يُؤَدِّ بُهُمْ فَقَالَ عَلِّمْهُمُ الشِّعْرَ يُمَجِّدُوْا وَيَنْجُدُوْا اَطْعِمْهُمُ اللَّحْمَ تَشْتَدُّ قُلُوْبُهُمْ وَجَزَّ شُعُوْرَهُمْ تَسْتَدِّرُ رِقَابُهُمْ وَ جَالِسْ بِهِمْ عِلْيَّةَ الرِّجَالِ يُنَاقِضُوْهُمُ الْكَلاَمَ -

৮৮১. উমর ইব্ন সালাম বলেন, (খলীফা) আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাঁহার পুত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য শা'বীর (র)-এর হাতে তুলিয়া দেন এবং বলেন, ইহাদিগকে কাব্য শিক্ষা দিবেন, তাহাতে তাহারা উচ্চাভিলাষী ও নির্ভীক হইবে, ইহাদিগকে গোশ্ত খাওয়ার অভ্যাস করাইবেন; তাহাতে উহাদের হৃদয়ে শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ইহাদের মস্তক মুণ্ডনের অভ্যাস করাইবেন, তাহাতে তাহাদের ঘাড় শক্ত হইবে এবং উহাদের নিয়া উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মজলিসে বসিবেন, তাহাতে তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া তাহারা কথা বলার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিবে।

٣٨٧ - بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الشِّعْرِ

৩৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ অবাঞ্ছিত কবিতা

٨٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا اِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُوْ الْقَبِيْلَةَ مِنْ أَسْرِهَا وَ رَجُلٌ تَنَقَّى مِنْ أَبِيْهِ" .

৮৮২. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মানব জাতির মধ্যে সেই কবিই সবচাইতে বড় অপরাধী যে, গোটা গোত্রের সকলেরই পাইকারীভাবে নিন্দা করে [অর্থাৎ কোন গোত্রের প্রতি বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া তাহার পুণ্যবান এবং সৎলোকদিগকেও নিষ্কৃতি দেয় না—এবং ঐ ব্যক্তি যে তাহার পিতামাতাকে অস্বীকার করে]।

٣٨٨ - بَابُ كَثْرَةِ الْكَلَامِ

৩৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ বাচালতা

٨٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعُقَدِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيْبَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَتَكَلَّمَا ثُمَّ قَعَدَ اَو قَامَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ خَطِيْبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَعَجِبَ النَّاسُ مِّنْ كَلَامِهِمَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ " يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا قَوْلَكُمْ فَاِنَّمَا تَشْقِيْقُ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا "

৮৮৩. হযরত যায়িদ ইব্ন আসলাম বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে পূর্বদেশ হইতে দুইজন বাগ্মী লোক (মদীনায়) আসে। তাহারা দুইজনে লোকসমক্ষে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিল। অতঃপর বসিয়া পড়িল। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর পক্ষের বক্তা সাবিত ইব্ন কায়স (রা) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু শ্রোতামণ্ডলী প্রথমোক্ত দুইজনের বক্তৃতায় অভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বক্তৃতা করিতে উঠিলেন এবং বলিলেন ঃ মানবমণ্ডলী, বক্তব্য সরলভাবে বলিবে—কেননা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া কথা বলা শয়তানের কাজ।
অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কোন কোন বক্তৃতায় জাদুকরী প্রভাব থাকে।

٨٨٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ : خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ فَاَكْثَرَ الْكَلَامَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ فِى الْخُطَبِ مِنْ شَقَاقِ الشَّيْطَانِ .

৮৮৪. হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সম্মুখে বক্তৃতা করিল এবং অনেক দীর্ঘ কথাবার্তা বলিল (বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল)। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ "বক্তৃতায় অতিরিক্ত কথা বলা হইতেছে শয়তানের কাজ।"

٨٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِى سُهَيْلُ بْنُ ذِرَاعٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا يَزِيْدَ أَوْ مَعْنَ بْنَ يَزِيْدَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اجْتَمِعُوْا فِىْ مَسَاجِدِكُمْ وَ كُلَّمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَلْيُؤْذِنُوْنِى " فَأَتَانَا أَوَّلُ مَنْ أَتٰى فَجَلَسَ فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ مِنَّا ثُمَّ قَالَ : اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ الَّذِى لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُوْنَهُ مَقْصِدٌ وَ لَا وَرَاءَ مَنْفَذٌ فَغَضِبَ فَقَامَ فَتَلَا وَمْنَا بَيْنَنَا،

فَقُلْنَا أَتَانَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى فَذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ فَجَلَسَ فِيهِ فَأَتَيْنَاهُ فَكَلَّمْنَاهُ فَجَاءَ مَعَنَا فَقَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ " اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ مَا شَاءَ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ وَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا " ثُمَّ أَمَرَنَا وَ عَلَّمَنَا .

৮৮৫. সাহল ইব্ন যিরা বলেন, আবূ ইয়াযীদ অথবা মা'আন ইব্ন ইয়াযীদকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিয়া পাঠাইলেন, তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহে সমবেত হও এবং যখন লোক সমবেত হইবে তখন আমাকে খবর দিবে। অতঃপর আগমনকারী (তিনি) প্রথমে আমাদেরই মসজিদে তাশরীফ আনিলেন এবং বসিলেন। তখন আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কিছু কথা বলিলেন, যাহাতে তিনি বলিলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যাহার প্রশংসা দ্বারা একমাত্র তাঁহার সত্তা ছাড়া আর কিছুই কাম্য নহে আর তিনি ছাড়া পলায়ন করিয়া যাইবার অন্য কোন ঠাঁইও নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন আমরা একে অপরকে দোষারোপ করিতে লাগিলাম এবং বলাবলি করিতে লাগিলাম যে, আগন্তুক তো প্রথমে আমাদেরই মসজিদে তাশরীফ আনিলেন (আর আমরা আমাদের ত্রুটিতে তাহাকে অসন্তুষ্ট করিলাম)। অতঃপর তিনি অন্য এক মসজিদে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে গিয়া বসিলেন। আমরা সেখানে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাহার সহিত আলাপ করিলাম। ত্রুটি মার্জনার জন্য আবেদন জানাইলাম। তিনি আমাদের সাথে (ফিরিয়া) তাশরীফ আনিলেন এবং তাঁহার পূর্ব আসন বা উহার নিকটবর্তী স্থানে বসিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি যাহা ইচ্ছা তাঁহার সম্মুখে করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার পশ্চাতে করেন। আর কোন কোন বক্তৃতায় জাদুকরী প্রভাব থাকে। অতঃপর তিনি আমাদিগকে ওয়ায-নসীহত করিলেন এবং তালীম দিলেন।

٣٨٩ - بَابُ التَّمَنِّي

৩৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আশা-আকাঙক্ষা

٨٨٦- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : أَرِقَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ " لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَجِيْئُنِيْ فَيَحْرُسُنِيْ اللَّيْلَةَ " إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ فَقَالَ "مَنْ هٰذَا " ؟ قِيْلَ : سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى سَمِعْنَا غَطِيْطَهُ --

৮৮৬. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাত্রিতে (দুশ্চিন্তায়) নবী করীম (সা) ঘুমাইতে পারিতেছিলেন না তখন তিনি বলিলেন ঃ হায়! আমার সাহাবীদের মধ্য হইতে কেহ যদি আসিয়া আমাকে এই রাত্রিতে পাহারা দিত। এমনি সময় বাহিরে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? বলা হইল (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) সা'দ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে পাহারা দিতে আসিয়াছি। অতঃপর নবী করীম (সা) শুইয়া পড়িলেন। এমন কি আমরা তাহার নাকের ডাক শুনিতে পাইলাম।

٣٩٠ - بَابُ يُقَالُ لِلرَّجُلِ وَ الشَّيْءِ وَالْفَرَسِ : هُوَ بَحْرٌ

৩৯০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি বস্তু বা ঘোড়াকে 'সাগর' বলা

٨٨٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِيْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ ، فَرَكِبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : " مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَ إِنَّ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا "

৮৮৭. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, একদা মদীনাতে কী এক ব্যাপারে লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। নবী করীম (সা) তখন হযরত আবূ তালহার 'মানদূব' নামক ঘোড়াটি ধার লইয়া উহাতে আরোহণ করিয়া সেদিকে গমন করিলেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলেন ঃ তেমনি কিছু তো দেখিতে পাইলাম না। আর ঘোড়াটি তো দেখিতেছি একেবারে সাগর (অর্থাৎ ভীষণ দ্রুতগামী)।

٣٩١ - بَابُ الضَّرْبِ عَلَى اللَّحْنِ

৩৯১. অনুচ্ছেদ ঃ ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা

٨٨٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ -

৮৮৮. হযরত নাফি' বলেন, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) তাঁহার পুত্রকে উচ্চারণের ভুলের জন্য মারধর করিতেন।

٨٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ كَثِيْرٍ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِرَجُلَيْنِ يَرْمِيَانِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اَسَبْتَ فَقَالَ عُمَرُ : سُوْءُ اللَّحْنِ اَشَدُّ مِنْ سُوْءِ الرَّمْيِ -

৮৮৯. আবদুর রহমান ইব্‌ন আজলান বলেন, হযরত উমর (রা) এমন দুই ব্যক্তির পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যাহারা তীর ছুঁড়িতেছিল। এমন সময় তাহাদের একজন অপরজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ঃ اَسَبْتُ (আসাবতা) শুদ্ধ (اَصَبْتَ)। অর্থাৎ তুমি নির্ভুল তীর ছুঁড়িয়াছ। (অর্থাৎ সে ব্যক্তি ছোয়াদ অক্ষরের স্থলে 'সীন' উচ্চারণ করিল) তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ উচ্চারণের ভুল তীর নিক্ষেপের ভুলের চাইতে মারাত্মক।

٣٩٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُوْلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

৩৯২. অনুচ্ছেদ ঃ বাতিল বস্তু সম্পর্কে 'উহা কিছুই না' বলা

٨٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ

الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ : قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَ نَاسٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ ؟ فَقَالَ لَهُمْ " لَيْسُوْا بِشَيْءٍ " فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَانَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ بِالشَّيْءِ يَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " تِلْكَ اكلِمَةُ يُخْطَفُهَا الشَّيْطَانُ فَيُقَرْقِرُهَا بِأُذْنَى وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدُّجَاجَةِ فَيُخْلِطُوْنَ فِيْهَا بِأَكْثَرِ مِنْ مِائَةِ كِذْبَةٍ "

৮৯০. নবী সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা লোকজন নবী করীম (সা)-কে গণকদিগের সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। তিনি তাহাদের সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন যে, উহারা কিছুই নহে। তখন তাহারা পুনরায় বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনেক সময় যে তাহাদের কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ইহা হইতেছে এমন কথা যাহা শয়তান ছোঁ মারিয়া লইয়া আসে। অতঃপর সে মুরগীর কর কর করার মত কর কর করিয়া সে তাহার বন্ধুদিগকে কানে কানে বলিয়া দেয়, অতঃপর তাহারা উহার সহিত শতাধিক মিথ্যা মিশ্রিত করে (এবং এভাবে একটা বক্তব্য দাঁড় করায়)।

٣٩٣ - بَابُ الْمَعَارِيْضِ

৩৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাব্যিক উপমা প্রয়োগ

٨٩١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ لَهُ فَحَدَ الْحَادِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أُرْفُقْ يَا اَنْجَشَةَ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيْرِ "

৮৯১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা কোন এক সফরে ছিলেন, উষ্ট্র চালক তখন উট হাঁকানোর গান ধরিল। তখন নবী করীম (সা) উষ্ট্র চালককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ ওহে আন্জাশা, ধীরে চল। কাঁচ নিয়া কারবার যে! [অর্থাৎ মহিলা যাত্রীও যে উটের পিঠে রহিয়াছে এখানে মহিলাগণকে ক্ষণভঙ্গুর কাঁচের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।]

٨٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : أَبِيْ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ (فِيْمَا أَرَى شَكَّ أَبِيْ) أَنَّهُ قَالَ : حَسَبُ أَمْرِيْ مِنَ الْكِذْبِ أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ قَالَ وَ فِيْمَا أَرَى قَالَ : قَالَ عُمَرَ : اَمَّا فِى الْمَعَارِيْضِ مَا يَكْفِى الْمُسْلِمَ الْكِذْبَ؟

৮৯২. হযরত উমর (রা) বলেন, লোকের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে যাহা শুনে তাহাই নির্বিচারে বর্ণনা করিয়া বেড়ায় (উহার সত্যাসত্য যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করে না)। উমর (র) আরও বলেন আর মুসলমানের জন্য কাব্যিক ভাষা মিথ্যার শামিল। [অর্থাৎ তিলকে তাল বানাইয়া অতিরঞ্জিত কথাবার্তা বলাও সত্যাশ্রয়ী মুসলমানের জন্য মোটেই শোভনীয় নহে।]

٨٩٣- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ : صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ اِلَى الْبَصْرَةِ فَمَا أَتَى عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ أَنْشَدَنَا فِيْهِ الشِّعْرَ وَ قَالَ : اِنَّ فِيْ مَعَارِيْضِ الْكَلاَمِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكَذِبِ -

৮৯৩. মুতরাফ ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন, আমি একদা (কূফা হইতে) বাসরা পর্যন্ত হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়নের সাহচর্যে সফর করি। ঐ দীর্ঘ পথে এমন কোন দিন আসে নাই, যে দিন তিনি আমাকে কবিতা গানের মত গাহিয়া শুনান নাই। এই সময় তিনি বলেন, কাব্যিক ভাষায় এক-আধটু মিথ্যা হইলেও উহা তেমন দোষাবহ নহে।

٣٩٤ - بَابُ إِفْشَاءِ السِّرِّ

৩৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ গোপন তথ্য ফাঁস করা

٨٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُوْسٰى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ الْقَدْرِ وَ هُوَ مَوَاقِعُهُ وَ يَرَى الْقَذَاةَ فِيْ عَيْنِ أَخِيْهِ وَ يَدَعُ الْجِذْعَ فِيْ عَيْنَيْهِ وَ يُخْرِجُ الضِّغْنَ مِنَ نَفْسِ أَخِيْهِ وَ يَدَعُ الضِّغْنَ فِيْ نَفْسِهِ وَ مَا وَضَعْتُ سِرِّيْ عِنْدَ أَحَدٍ فَلُمْتُه عَلٰى إِفْشَائِه وَ كَيْفَ أَلُوْمُهُ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا؟

৮৯৪. হযরত আম্‌র ইব্‌নুল আ'স (রা) বলেন, আমার অবাক লাগে সেই ব্যক্তির জন্য যে ভাগ্য লিখন হইতে দূরে পালাইতে চায় অথচ ভাগ্য লিখন অখণ্ডনীয়। আর যে ব্যক্তি তাহার অপর ভাইয়ের চোখের সামান্য ময়লাও দেখিতে পায় অথচ নিজের চোখে আস্ত খড়িকাঠও তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। আর (সে ব্যক্তির জন্যও) যে তাহার অপর ভাইয়ের অন্তরকে বিদ্বেষ মুক্ত করিতে প্রয়াস পায় অথচ তাহার নিজের অন্তরে সে উহাকে লালন করে! আর আমি আমার গোপনীয় ব্যাপার কাহারও কাছে ব্যক্ত করিয়া দেই। অতঃপর উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য কাহাকেও কোন দিন ভর্ৎসনা করি নাই। আর কেনই বা আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিব যেখানে আমি নিজেই নিজের গোপন তথ্য চাপিয়া রাখিতে পারি নাই।

٣٩٥ - بَابُ السُّخْرِيَّةِ

৩৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ উপহাস করা

وَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ : لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ الاية

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ পুরুষকে উপহাস করিবে না করে, বিচিত্র কী যে, উপহাসকৃত তাহার চাইতে (আল্লাহ্‌র সমীপে) শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে। আর কোন নারী অপর কোন নারীকে উপহাস না করে, বিচিত্র কী যে, তাহারা চাইতে শ্রেষ্ঠতর হইবে। আর তোমরা একে অপরকে খোঁটা দিও না আর একে অপরকে মন্দনামে আখ্যায়িত করিও না। ঈমান আনয়নের পর মন্দনামে ডাকা কতই না মন্দ! আর যাহারা (এমন গর্হিত কাজ হইতে) তাওবা না করিবে, উহারাই যালিম।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১১)

٨٩٥– حَدَّثَنَا اسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِىْ أَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهٖ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَرَّ رَجُلٌ مُصَابٌ عَلٰى نِسْوَةٍ فَتَضَاحَكْنَ بِهٖ يَسْخَرْنَ فَأُصِيْبَ بَعْضُهُنَّ .

৮৯৫. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা এক বিপন্ন ব্যক্তি কতকগুলি মেয়েলোকের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। তাহারা তাহাকে নিয়া হাসিঠাট্টা করে। অতঃপর তাহাদের কতক ঐ একই বিপদের শিকার হয়।

٣٩٦ ـ بَابُ التُّؤَدَةِ فِىْ الْأُمُوْرِ

৩৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ রহিয়া সহিয়া চলা

٨٩٦– حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلِىٍّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ أَبِىْ فَنَاجٰى أَبِىْ دُوْنِىْ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِىْ مَا قَالَ لَكَ . قَالَ "اذَا أَرَدْتَ أَمْرًا فَعَلَيْكَ بِالتُّؤَدَةِ حَتّٰى يُرِيْكَ اللّٰهُ مِنْهُ الْمَخْرَجَ اَوْ حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكَ" .

৮৯৬. হযরত যুহ্‌রী (র) এমন এক ব্যক্তির প্রমুখাৎ ঘটনাটি বর্ণনা করেন যিনি নিজে এ ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হই। তিনি আমার আগোচরে পিতার সহিত একান্তে কী যেন কথাবার্তা বলিলেন। রাবী বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে কি বলিলেন ? তিনি বলিলেন, তুমি যখন কিছু একটা করিতে উদ্যত হও তখন রহিয়া সহিয়া করিবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা নির্গমনের পথ তোমাকে দেখান অথবা আল্লাহ্ কোন বিহিত ব্যবস্থা করিয়া দেন।

٨٩٧– وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفَقِيْمِىِّ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : لَيْسَ بِحَكِيْمٍ مَنْ لاَ يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوْفِ مَنْ لاَ يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهٖ بُدًّا حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهٗ فَرَجًا أَوْ مَخْرَجًا .

৮৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়্যা বলেন, সেই ব্যক্তি জ্ঞানী নহে, যে সব কিছু গোছাইয়া বলিতে এবং পরিস্থিতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পারে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাহার স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্গমনের ব্যবস্থা করেন।

٣٩٧ ـ بَابُ مَنْ هَدٰى زُقَاقًا أَوْ طَرِيْقًا

৩৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ পথ দেখাইয়া দেওয়া

٨٩٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَزَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا قِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةً أَوْ هُدٰى زُقَاقًا أَوْ قَالَ : طَرِيْقًا كَانَ لَهٗ عَدْلُ عِتَاقِ نَسَمَةٍ" .

৮৯৮. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার দুগ্ধবতী জন্তু দ্বারা অন্যকে উপকৃত হইতে দেয়, অথবা কাহাকেও পথ দেখাইয়া দেয়, তাহার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য সাওয়াব নির্ধারিত হইয়া থাকে।

٨٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِىْ زَمِيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مُرْثِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ يَرْفَعُهُ (قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ : لاَ أَعْلَمُهُ الاَّ رَفَعَهُ) قَالَ "افْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ دَلْوِ أَخِيْكَ صَدَقَةٌ وَاَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَتَبَسُّمُكَ فِىْ وَجْهِ أَخِيْكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ وَ هِدَايَتُكَ الرَّجُلَ فِىْ أَرْضِ الضَّالَّةِ صَدَقَةٌ".

৮৯৯. হযরত আবূ যার (রা) বলেন, (রাসূলুল্লাহ্ (সা))-এর বরাত দিয়াছেন কিনা তাহা রাবীর মনে নাই) তোমার বালতি হইতে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢালিয়া দেওয়াও সাদাকা বিশেষ। তোমার অন্যকে সৎকর্মের দিকে আহবান করা ও অসৎকর্ম হইতে বারণ করাও সাদাকা বিশেষ। তোমার কোন ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে কথা বলাও একটি সাদাকা বিশেষ। লোকের চলাচলের পথ হইতে পাথর, কাঁটা বা হাড়গোড় অপসারণ করাও সাদাকা বিশেষ। পথহারা লোককে পথ দেখাইয়া দেওয়াও সাদাকা বিশেষ।

٣٩٨- بَابُ مَنْ كَمَهَ أَعْمٰى

৩৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ অন্ধকে পথহারা করা

٩٠٠- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أُوَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ كَمَهَ أَعْمٰى عَنِ السَّبِيْلِ"

৯০০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্ধকে পথহারা করে তাহার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ।

٣٩٩- بَابُ الْبَغْيِ

৩৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহ

٩٠١- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامٍ قَالَ شَهْرُ [بْنُ حَوْشَبٍ] حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ جَالِسٌ اذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ ابْنُ مَظْعُوْنٍ فَكَشَرَ الَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَلاَ تَجْلِسُ " قَالَ : بَلٰى فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ النَّبِىُّ ﷺ بِبَصَرِهِ

إِلَى السَّمَاءِ ...... فَقَالَ "أَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ آنِفًا وَ أَنْتَ جَالِسٌ" قَالَ : فَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾ [النحل : ٩٠] قَالَ عُثْمَانُ : فَذٰلِكَ حِيْنَ اسْتَقَرَّ الْاِيْمَانُ فِيْ قَلْبِيْ وَ اَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا -

৯০১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তাহার মক্কার বাসভবনের সম্মুখে একদা উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় হযরত উসমান ইব্‌ন মাযঊন (রা) সেখান দিয়া অতিক্রম করিতে ছিলেন। তিনি নবী করীমের দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিলেন। নবী করীম (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কী হে, একটু বসিয়া যাইবে না ? তিনি বলিলেন, জ্বী হ্যাঁ, নবী করীম (সা) তাহার দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। তাঁহারা উভয়ে বাক্যালাপ করিতেছিলেন এমন সময় নবী করীম (সা) আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ঃ তোমার এই উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌র দূত (তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক) আমার নিকট আসিয়া গেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আপনাকে কি বলিয়া গেলেন ? বলিলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ করেন ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করার এবং বারণ করেন অশ্লীলতা, গর্হিত কর্ম এবং বিদ্রোহ হইতে। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৯০)
রাবী হযরত উসমান (ইবন মাযউন) বলেন, ইহা হইতেছে তখনকার কথা যখন ঈমান আমার অন্তরে ঠাঁই করিয়া নিয়াছে আর মুহাম্মদ (সা)-কে যখন আমি রীতিমত ভালবাসিতে শুরু করিয়াছি।

٤٠٠ ـ بَابُ عُقُوْبَةِ الْبَغْيِ

৪০০. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহের পরিণাম

٩٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِي الْاَسْوَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَدْرُكَا دَخَلْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ اَشَارَ مُحَمَّدُ [بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ] بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى.

৯০২. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুইটি কন্যা সন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে আমি এবং সে ব্যক্তি জান্নাতে এই দুইটির মত পাশাপাশি অবস্থান করিব, এই কথা বলিয়া (রাবী) মুহাম্মদ (ইব্‌ন আবদুল আযীয) তর্জনি এবং মধ্যমা অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

٩٠٣- "وَبَابَانِ يُعَجَّلاَنِ فِىْ الدُّنْيَا الْبَغْىُ وَقَطِيْعَةَ الرَّحْمِ"

৯০৩. এবং (জাহান্নামের) শাস্তির দুইটি দরজা দুনিয়াতেই নগদ রহিয়াছে (১) বিদ্রোহ এবং (২) আত্মীয়তা-বন্ধন ছেদন করা।

٤٠١ - بَابُ الْحَسَبِ

৪০১. অনুচ্ছেদ ঃ কৌলীণ্য

٩٠٤- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مُعَمَّرِ الْعَوْفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "اِنَّ الْكَرِيْمَ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنُ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ" .

৮৯৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ করীম ইব্ন করীম ইব্ন করীম ইব্ন করীম হইতেছেন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (আ)।[১]

٩٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَاعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ أَوْلِيَائِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْمُتَّقُوْنَ وَاِنْ كَانَ نَسَبٌ أَقْرَبَ مِنْ نَسَبٍ فَلاَ يَأْتِيْنِىْ النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ وَتَأْتُوْنَ بِالدُّنْيَا تَحْمَلُوْنَهَا عَلٰى رِقَابِكُمْ فَتَقُوْلُوْنَ يَامُحَمَّدُ! فَاَقُوْلُ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا لاَ " أَعْرِضُ فِىْ كِلاَ عِطْفَيْهِ .

৯০৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মুত্তাকী-পরহেযগারগণই হইবে আমার বন্ধু। বংশগত নৈকট্য কোনই কাজে আসিবে না। লোকজন তাহাদের আমল নিয়া আসিবে আর তোমরা আসিবে দুনিয়া তোমাদের কাঁধে উঠাইয়া। আর বলিবে, হে মুহাম্মদ! তখন আমি এইরূপ এইরূপ বলিবে, মুহাম্মদ বলিয়া ডাকিলে কী হইবে ? কোনই কাজে আসিবে না। আমি সব দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইব।

٩٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ أَرَى أَحَدًا يَعْمَلُ بِهٰذِهِ الْأٰيَةِ ﴿يٰأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ أُنْثٰى﴾ حَتّٰى بَلَغَ ﴿إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات : ١٣] فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَنَا اَكْرَمُ مِنْكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ أَكْرَمَ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ .

---

১. অর্থাৎ একাধারে চার পুরুষ ধরিয়া সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত হইতেছেন ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসহাক তাঁহার পুত্র ইয়াকূব এবং তাঁহার পুত্র ইউসুফ (আ)। তাঁহারা প্রত্যেকেই নবী ছিলেন।

৯০৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার মতে কোন ব্যক্তি কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী আমল করে না ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى... اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ .

“হে মানব জাতি! আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি”.... “নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সম্ভ্রান্ত সেই ব্যক্তি যে সবচাইতে বেশি আল্লাহ্‌ভীরু” (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩) এর উপর আমল করা সত্ত্বেও এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিতে পারে না যে, আমি তোমার চাইতে অধিকতর সম্ভ্রান্ত। কেননা তাক্ওয়া বা আল্লাহ্‌ভীরুতা ছাড়া অন্য কোনভাবে কেহ অপর কোন ব্যক্তি হইতে অধিকতর সম্ভ্রান্ত হইতে পারে না।

٩٠٧– حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ : قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ مَاتَعُدُّوْنَ الْكَرَمَ؟ قَدْ بَيَّنَاللّٰهُ الْكَرَمَ فَاَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ مَاتَعُدُّوْنَ الْحَسَبَ؟ اَفْضَلُكُمْ حَسَبًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا .

৯০৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা কৌলীণ্য বলিতে কি মনে কর ? আল্লাহ্ তা'আলা কৌলীণ্য কি তাহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে কুলীন সেই ব্যক্তি যে সবচাইতে বেশি আল্লাহ্ ভীরু। তোমরা বংশ মর্যাদা বলিতে কি মনে কর ? চরিত্রের দিক দিয়া যে সর্বোত্তম, তাহার বংশ মর্যাদাই সবচাইতে বেশি।

٤٠٢ ـ بَابُ الْاَرْوَاحِ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ

৪০২. অনুচ্ছেদ ঃ মানবাত্মাসমূহ বিন্যাসবদ্ধ সৈন্যদল

٩٠٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ "اَلاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ"

(...) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ... مِثْلُهُ –

৯০৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ মানবাত্মাসমূহ (যেন) সমবেত সৈন্যদল। (সৃষ্টির সেই আদি প্রভাতে) যাহারা পরস্পরে পরিচিত হইয়াছে (আজ দুনিয়ায় ও) তাহারা পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া থাকে আর সেদিন যাহার পরস্পরে অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে এখানেও তাহারা পরস্পর বিরোধ ভাবাপন্ন হইবে।

(......) অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

٩٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ"

৯০৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

٤٠٣ ـ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ

৪০৩. অনুচ্ছেদ ঃ আশ্চর্যান্বিত হইলে 'সুবহানাল্লাহ্ বলা'

٩١٠- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ صَالِحٍ الْمِصَرِىُّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ يَحْىَ الْكَلْبِىِّ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا اَبُوْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِىْ غَنَمِهِ عَدَا الذِّئْبُ فَاَخَذَ مِنْهُ شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِىْ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ : مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِىْ" فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ أُوْمِنْ بِذٰلِكَ أَنَا وَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ" .

৯১০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ একদা এক রাখাল ছাগল চরাইতেছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে ছাগপালের উপর চড়াও করিল এবং একটি ছাগল ধরিয়া লইয়া গেল। তখন রাখাল তাহার ছাগলটি ছাড়াইবার জন্য নেকড়ের পিছু পিছু ধাওয়া করিল। তখন নেকড়েটি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল ঃ যে দিন হিংস্র শ্বাপদের রাজত্ব হইবে সেদিন কে উহার রক্ষক হইবে ? সেদিন আমি ছাড়া আর কেহই তাহার রক্ষক থাকিবে না। তখন উপস্থিত লোকজন বলিয়া উঠিল ঃ সুবহানাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমি, আবূ বকর এবং উমর আমরা তিনজনে উহা বিশ্বাস করি।[১]

٩١١- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ جِنَازَةٍ فَاَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْاَرْضَ فَقَالَ "مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ اِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمُقْعَدَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ" قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَ نَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ : اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ قَالَ : اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُسَّرُ لِعَمَلِ؟ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ

১. বিশ্বাসের সেই ব্যাপারটি কি? নেকড়ের কথা বলা না একদিন যে হিংস্র শ্বাপদের রাজত্ব হইবে, উহার দুইটিই আশ্চার্যের ব্যাপার। যদি হিংস্র শ্বাপদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটিই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুঝাইয়া থাকেন, তবে উহা যে মানবরূপী পিশাচ অত্যাচারী শাসকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত তাহা বলাই বাহুল্য।

فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ" ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ الْآيَةَ (الليل : ٥-٧)

৯১১. হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) কোন এক জানাযায় শামিল ছিলেন। এমন সময় কি একটি বস্তু হাতে নিয়া উহা দ্বারা মাটিতে রেখা অংকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার ঠিকানা দোযখে অথবা বেহেশতে পূর্ব হইতে লিখিত হইয়া থাকে নাই। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আমাদের উক্ত ভাগ্য লিখনের উপর নির্ভর করিয়া আমল করা হইতে বিরত থাকিব না ? বলিলেন ঃ আমল করিয়া যাও, কেননা যাহাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার জন্য উহাই সহজসাধ্য হইবে। আরো বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি ভাগ্যবান হইবে তাহার জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজ হইবে, আর যে ব্যক্তি হতভাগ্য হইবে, তাহার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ করা সহজ হইবে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করিলেন ঃ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْآيَةَ (الليل : ٥-٧)

"অনন্তর যে ব্যাক্ত দান করে, তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বাণী অর্থাৎ কলেমার সত্যতা ঘোষণা করে (তাহার জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজসাধ্য করা হয়)।" (সূরা লায়ল ঃ ৫-৭)

٤٠٤ - بَابُ مَسْحِ الْأَرْضِ بِالْيَدِ

৪০৪. অনুচ্ছেদ ঃ মাটিতে হাত বুলানো

٩١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ عَنْ أُمِّهٖ قَالَتْ : قُلْتُ لِأَبِيْ قَتَادَةَ مَالَكَ لَاتُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ النَّاسُ؟ فَقَالَ! أَبُوْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَسْهِلْ لِجَنْبِهٖ مَضْجَعًا مِنَ النَّارِ ، جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَ يَمْسَحُ الْأَرْضَ بِيَدِهٖ .

৯১২. উসায়দের মাতা বলেন, আম হযরত আবূ কাতাদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার কী হইল যে, লোকে যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরাত দিয়া হাদীস বর্ণনা করে আপনি তেমনটি করেন না ? তখন তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তাহার পার্শ্বদেশকে জাহান্নামের বিছানার জন্য প্রস্তুত রাখে। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি তাহার পবিত্র হস্ত মাটিতে বুলাইতেছিলেন।

٤٠٥ - بَابُ الْخَذْفِ

৪০৫. অনুচ্ছেদ ঃ গুলতি ব্যবহার না করা

٩١٣- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صَهْبَانَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ

الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكِيْ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَ يُكْسِرُ السِّنَّ".

৯১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফল মুযানী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) গুলতি দ্বারা নুড়ি পাথর ছুঁড়িতে বারণ করিয়াছেন। (এই সম্পর্কে) তিনি বলিয়াছেন ঃ ইহা না পারে শিকার নিধন করিতে আর না পারে শত্রুকে কাবু করিতে, বরং ইহা চক্ষু নষ্ট করে অথবা দাঁত ভাঙিয়া দেয়।

٤٠٦ - بَابُ لاَ تَسُبُّوْا الرِّيْحَ

৪০৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাওয়াকে গালি দিও না

٩١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذَتِ النَّاسُ الرِّيْحُ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَ عُمَرُ حَاجٌّ فَاشْتَدَّتْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ : مَالرِّيْحُ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوْا بِشَيْءٍ فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِيْ فَأَدْرَكْتُهُ فَقُلْتُ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيْحِ وَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ "اَلرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَ تَأْتِيْ بِالْعَذَابِ فَلاَتَسُبُّوْهَا وَسَلُوْا اللّٰهَ خَيْرَهَا وَعُوْذُوْا مِنْ شَرِّهَا" .

৯১৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা মক্কার পথে কতিপয় লোক হাওয়ার মুখে পড়িয়া গেল। উমর (রা) ও (তাহাদের সাথে একই কাফেলায়) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন। সেই হাওয়া অত্যন্ত বেগবতী হইয়া উঠিল। উমর (রা) তাহার নিকটবর্তী লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ এই হাওয়াটা কী ? কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। তখন আমি আমার বাহনটিকে তাহার দিকে ধাবিত করিলাম এবং তাঁহার নিকটে গিয়া পৌঁছিলাম। তখন আমি তাহাকে বলিলাম ঃ শুনিতে পাইলাম আপনি নাকি হাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, হাওয়া হইতেছে আল্লাহ্‌র রহমতের অন্তর্ভুক্ত। উহা রহমতও নিয়া আসে আবার আযাবও নিয়া আসে। সুতরাং কেহ উহাকে গালমন্দ দিও না বরং আল্লাহ্‌র দরবারে উহার মঙ্গল প্রার্থনা কর এবং উহার অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

٤٠٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا

৪০৭. অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহের প্রভাবে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছে বলা

٩١٥- حَدَّثَنَا اسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ ، صَلّٰى لَنَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلٰى أَثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ "هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ" ؟ قَالُوْا

اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ "أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنٌ بِىْ وَ كَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ رَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِىْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَ اَمَّا مَنْ قَالَ : بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِىْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ" :

৯১৫. হযরত যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক বৃষ্টিমুখর রাত্রির প্রভাতে হুদায়বিয়াতে আমাদিগকেসহ ফজরের নামায পড়িলেন। নামাযান্তে নবী করীম (সা) উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তোমরা কি জান, তোমাদের প্রভু পরোয়ারদিগার কি বলিয়াছেন ? তাঁহারা বলিলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। তিনি বলিলেন ঃ (আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ) আমার বান্দারা প্রভাতে আমার প্রতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী (মু'মিন ও কাফিররূপে) গাত্রোত্থান করে। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্র করুণা ও দয়ায় বৃষ্টি হইয়াছে সে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে—সে মু'মিন কারণ সে গ্রহসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে না—আর যে ব্যক্তি বলে অমুক অমুখ গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হইয়াছে সে আমাতে অবিশ্বাসী আর গ্রহসমূহে বিশ্বাসী।

٤٠٨-بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا رَاٰىَ غَيْمًا

৪০৮. অনুচ্ছেদ ঃ লোকজন মেঘমালা দর্শনে কি বলিবে ?

٩١٦- حَدَّثَنَا مَكِّىٌّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذْرَاٰىَ مُخِيْلَةً دَخَلَ وَخَرَجَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُ فَاِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّىَ فَعَرَفَتْهُ عَائِشَةُ ذَالِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَ مَا أَدْرِىْ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ﴾ الآيَة [أحقاف : ٢٤]

৯১৬. হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) যখন মেঘের ঘনঘটা লক্ষ্য করিতেন তিনি (অধীরভাবে) ক্ষণে ঘরে আসিতেন, ক্ষণে বাহিরে যাইতেন, ক্ষণে এদিকে, ক্ষণে ওদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকিতেন এবং তখন তাহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত, যখন বৃষ্টি হইত তখন তাঁহার মুখে হাসির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত।

রাবী আতা বলেন, একদা হযরত আয়েশা (রা) নবী করীমের চিন্তা দূরীভূত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার এই অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জবাবে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ কি জানি এমনও তো হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে পরিস্থিতি সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ

"অতঃপর তাহারা যখন মেঘরাশিকে তাহাদের প্রান্তর অভিমুখী লক্ষ্য করিল" ....।[1]

---

১. পূর্ণ আয়াতখানা হইল ঃ

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لاَيُرٰى اِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ·

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

٩١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمِ الْفَضْلِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ [هُوَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ] قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَ مَا مِنَّا وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ"

৯১৭. হযরত আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক ইহা আমাদের অর্থাৎ মু'মিনদের কাজ নহে। বরং আল্লাহ্ উহার কুপ্রভাবকে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্ই নির্ভরতার দ্বারা দূর করিয়া দেন।[1]

٤٠٩ - بَابُ الطِّيَرَةِ

৪০৯. অনুচ্ছেদ ঃ অশুভ লক্ষণ ধরা

٩١٨- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : "الطِّيَرَةُ وَ خَيْرُهَا الْفَأْلُ" قَالُوْا : وَمَا الْفَالُ قَالَ : كَلِمَةٌ صَالِحَةٌ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ .

৯১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ শুভাশুভ নির্ণয় উহার মধ্যে ফালই উত্তম। উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ফাল কি ইয়া রাসলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যকার কেহ যে উত্তম কথা শুনিয়া থাকে উহাই হইতেছে ফাল

٤١٠ - بَابُ فَضْلِ مَنْ لَمْ يَتَطَيَّرْ

৪১০. অনুচ্ছেদ ঃ অশুভ লক্ষণ যাহারা ধরে না তাহাদের মাহাত্ম্য

٩١٩- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَ آدَمُ قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ [بْنِ مَسْعُوْدٍ] عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : عُرِضَتْ عَلَىَّ الْأُمَمُ بِالْمَوْسِمِ اَيَّامَ الْحَجِّ

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

"অতঃপর তাহারা যখন মেঘরাশিকে তাহাদের প্রান্তর অভিমুখী লক্ষ্য করিল, তখন তাহারা বলিয়া উঠিল ঃ আমাদের জন্য বৃষ্টি সমাগত। (উহা বৃষ্টি তো নহে) বরং উহা হইতেছে সেই আযাব যাহার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছিলে। প্রচণ্ড এক বায়ু উহাতে রহিয়াছে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক আযাব উহার প্রভুর আদেশে উহা সবকিছুকে তছনছ করিয়া ফেলিবে। ফলত তাহারা এইরূপ হইয়া গেল যে, তাহাদের বাসস্থানসমূহ ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখা যাইতেছিল না। এই ভাবেই অনাচারী সম্প্রদায়কে আমি প্রতিফল দিয়া থাকিলাম"। (সূরা আহ্‌কাফ ঃ ২৪ ও ২৫)

১. দুইটি অসঙ্গতি এই শিরোনামের অধীনে বর্ণিত হাদীসদ্বয় পরিলক্ষিত হইতেছে। ১. হাদীসদ্বয়ে বৃষ্টির সময় পড়িতে হইবে এমন কোন দু'আর উল্লেখ নাই অথচ মেঘমালা দর্শনে কি পড়িবে, শিরোনাম ব্যবহার করা হইয়াছে। বরং হওয়া উচিৎ ছিল মেঘমালা দর্শনে নবী করীম (সা) কি করিতেন? অথবা মেঘমালা দর্শনে কি করিবে? ২. অশুভ লক্ষণ ধরা সংক্রান্ত হাদীসখানা সম্ভবত পরবর্তী শিরোনামার অধীনে ছিল, হয়ত বা ভুলে এই শিরোনামায় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদে মূলের পূর্ণ অনুসরণ করা হইতেছে বলিয়া ইচ্ছাকৃত ভাবেই উহাকে এইভাবে রাখিয়া দেওয়া হইল।

২. অর্থাৎ উত্তম কোন শব্দ বা কথাকে শুভ লক্ষণ রূপে ধরিয়া নিতে আপত্তি নাই। কিন্তু অশুভ লক্ষণ ধরিয়া অযথা দুশ্চিনাগ্রস্ত হওয়া অনুচিত।

فَاَعْجَبَتْنِي كَثْرَةُ أُمَّتِي قَدْ مَلَأُوا السَّهْلَ وَ الْجَبَلَ قَالُوْا : يَا مُحَمَّدُ أَرَضِيْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ قَالَ : فَاِنَّ مَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعِيْنَ أَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ" قَالَ عُكَّاشَةُ فَادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَّجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ أٰخَرُ : أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَّجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ "سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ"

(...) حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَ هُمَامٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ .

৯১৯. হযরত আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ একদা হজ্জের মওসূমে আমার উম্মাতকে আমার সম্মুখে (রূপকভাবে) পেশ করা হইল। আমার উম্মাতের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। সমভূমি ও পাহাড় পর্বত তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, হে মুহাম্মদ! আপনি কি সন্তুষ্ট হইলেন ? আমি বলিলাম ঃ জি হ্যাঁ। প্রভু বললেন ঃ উপরন্তু ইহাদের সাথে রহিয়াছে সেই সত্তর হাজার ও যাহারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। তাহারা হইতেছে যাহারা (চিকিৎসার্থে) ঝাঁড়ফুঁক করায় না, শরীরে দাগ দেওয়ায় না এবং অশুভ লক্ষণ ধরে না বরং তাহাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের উপরই তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করে। তখন (সাহাবী) উক্কাশা (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দু'আ করুন আল্লাহ্ যেন আমাকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দু'আ করিলেন ঃ প্রভু, উক্কাশাকে উহাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তখন অপর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যও দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমাকেও উহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। বলিলেন ঃ উক্কাশা তোমার পূর্বেই এই ব্যাপারে অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে।

০০০অপর একটি সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

٤١١ - بَابُ الطِّيَرَةِ مِنَ الْجِنِّ

৪১১. অনুচ্ছেদ ঃ জিনের আছর হইতে বাঁচিবার অহেতুক তদবীর

٩٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ إِذَا وُلِدُوْا فَتَدْعُوْا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ فَاُتِيَتْ بِصَبِيٍّ فَذَهَبَتْ تَضَعُ وِسَادَتَهُ فَاِذَا تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسٰى فَسَأَلَتْهُمْ عَنِ الْمُوْسٰى؟ فَقَالُوْا : نَجْعَلُهَا مِنَ الْجِنِّ فَاَخَذَتِ الْمُوْسٰى فَرَمَتْ بِهَا وَنَهَتْهُمْ عَنْهَا وَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الطِّيَرَةَ وَ يُبْغِضُهَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهٰى عَنْهَا .

৯২০. হযরত আল্‌কামা তাহার মাতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, কাহারও সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে নীত হইত। তিনি তাহার জন্য বরকতের দু'আ করিতেন। একদা আমি একটি

নবজাত শিশুকে নিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত করিলাম। তিনি তাহার বালিশ ধরিতেই একটি ক্ষুর তাহার শিয়রের নিচ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তিনি তখন তাহাদিগকে ক্ষুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা জিনের অনিষ্ট হইতে নবজাতককে বাঁচাইবার জন্য উহা রাখিয়া থাকি। তিনি ক্ষুর তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন এবং এইরূপ করিতে বারণ করিয়া দিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) অশুভ-লক্ষণ ধরা অপছন্দ করিতেন এবং কাহাকেও এইরূপ করিতে দেখিলে অসন্তুষ্ট হইতেন। হযরত আয়েশা (রা) এইরূপ করিতে বারণ করিতেন।

٤١٢ - بَابُ الْفَالُ

৪১২. অনুচ্ছেদ ঃ ফাল নেওয়া

٩٢١- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَعَدْوِى وَ لاَطِيرَةَ وَ يُعْجِبُنِى الْفَاْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ " .

৯২১. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ সংক্রমণ বলিতে কিছু নাই বা অশুভ লক্ষণ বলিতেও কিছু নাই। সুন্দর শব্দাশ্রিত শুভ লক্ষণই আমি ভালবাসি।

٩٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْىَ بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِى حَبَّةُ التَّمِيْمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ "لاَ شَيْءَ فِيْ الْهَوَامِّ وَ اَصْدَقُ الطِّيَرَةِ الْفَألُ وَ الْعَيْنُ حَقٌّ .

৯২২. হাব্বা তামীমী বলেন, তাহার পিতা তাহাকে বলিয়াছেন ঃ তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ জন্তু বা পেঁচকে শুভাশুভের কিছু নাই। শুভ নির্ণয়ে ফালই হইতেছে সবচাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য এবং বদনজর সত্য। অর্থাৎ উহা ভিত্তিহীন নহে।

(ব্যাখ্যা ঃ জীবজন্তুর চলাচল বা আওয়াজকে অনেক সময় অশুভ মনে করা হইয়া থাকে। যেমন সম্মুখ দিয়া বিড়াল অতিক্রম করিলে, পেঁচার শব্দ করিয়া উঠিলে বা কাকের রব শুনিলে অনেকে ইহাকে অশুভ লক্ষণ মনে করিয়া যাত্রা স্থগিত রাখে। ইহা নেহায়েত অর্থহীন। বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় খালি কলসি কাঁখে কোন রমণীকে যাইতে দেখিলেও ইহাকে অশুভ জ্ঞান করিয়া থাকে। আসলে শরী'আতের দৃষ্টিতে উহার কোনই মূল্য নাই।)

٤١٣ - بَابُ التَّبَرُّكِ بِالاِسْمِ الْحَسَنِ

৪১৩. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম নামকে বরকতের লক্ষণ হিসাবে নেওয়া

٩٢٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مَعَنِ بْنِ عِيْسٰى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حِيْنَ ذَكَرَ الْعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَنَّ سُهَيْلاً قَدْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ قَوْمُهُ صَالَحُوْهُ عَلٰى أَنْ يَّرْجِعَ عَنْهُمْ هٰذَا الْعَامَ

وَيَخْلُوْهَا لَهُمْ قَابِلَ ثَلٰثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ أَتَى فَقِيْلَ : أَتَى سُهَيْلٌ "سَهَّلَ اللّٰهُ أَمْرَكُمْ" وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ اَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ

৯২৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়িব (রা) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির বৎসর যখন হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) বলেন ঃ সুহায়লকে তাহার সম্প্রদায় এই সন্ধির প্রস্তাব দিয়া প্রেরণ করিয়াছে যে, এই বৎসর মুসলমানগণ ফিরিয়া যাইবে এবং আগামী বৎসর তাহারা (কুরায়শগণ) তিনদিনের জন্য মক্কা ছাড়িয়া যাইবে (তখন মুসলমানগণ হজ্জ উমরা প্রভৃতি নির্বিবাদে সম্পন্ন করিতে পারিবে।) তখন সুহায়ল আগমন করিলে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ সুহায়ল আসিয়াছে! আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সহজ (সমাধান) করিয়া দিয়াছেন। রাবী বলেন ঃ এই আবদুল্লাহ ইব্‌ন সায়িব নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন।[১]

٤١٤ ـ بَابُ الشُّؤْمِ فِيْ الْفَرَسِ

৪১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়াতে কুলক্ষণ

٩٢٤- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَ سَالِمِ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "اَلشُّؤْمُ فِيْ الدَّارِ وَالْمَرْأَةُ وَالْفَرَسُ .

৯২৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুলক্ষণ বলিয়া যাহা আছে বাড়িতে, নারীতে এবং ঘোড়ায়।

٩٢٥- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعَدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِيْ الشَّيْءِ فَفِيْ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ"

৯২৫. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, কুলক্ষণ যদি কিছুতে থাকিয়া থাকে তবে তাহা হইল নারীতে, ঘোড়াতে এবং বাসস্থানে।

٩٢٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ يَعْنِيْ اَبَا قُدَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزُّهْرَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنَّ كُنَّا فِيْ دَارٍ كَثُرَ فِيْهَا عَدَدُنَا وَكَثُرَتْ فِيْهَا اَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا اِلَى دَارٍ اُخْرٰى فَقَلَّ فِهَا عَدَدْنَا وَ قَلَّتْ فِيْهَا أَمْوَالُنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "رُدَّهَا، اَدْعُوْهَا، وَهِيَ ذَمِيْمَةٌ" قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ : فِيْ إِسْنَادِهِ نَظْرٌ.

---

১. সুহায়ল শব্দটি সাহল ধাতু হইতে উৎসারিত, অর্থ সহজ। এই কারণেই নবী করীম (সা) এরূপ শুভ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তাহার এই জাতীয় মন্তব্যের আরও অনেক উদাহরণ হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

৯২৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা একটি বাড়িতে অবস্থান করিতাম যেখানে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধন সম্পদ বর্ধিত হইয়াছে অতঃপর আমরা অপর একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হই, যেখানে আমাদের সংখ্যা হ্রাস পাইল এবং আমাদের ধন-সম্পদেও ভাটা পড়িল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা সেই বাড়িতে ফিরিয়া যাও অথবা বলিলেন ঃ তোমরা এই বাড়ি ছাড়িয়া দাও, কেননা ইহা নিন্দনীয়। রাবী আবূ আবদুল্লাহ্ বলেন, এই রিওয়ায়েতের সনদে এটি আছে।

٤١٥ - بَابُ الْعُطَاسِ

৪১৫. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি

٩٢٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَ يَكْرَهُ التَّثَاوُبَ(١) فَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَحَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يُشَمِّتَهُ وَ اَمَّا التَّثَاوُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيُرَدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِذَا قَالَ هَاهُ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ".

৯২৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। যখন কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং (আল-হামদুলিল্লাহ্ বলিয়া) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তখন প্রত্যেকটি মুসলিম যাহারা তাহা শুনিতে পায়, তাহাদের দায়িত্ব হইয়া দাঁড়ায় তাহার জবাব দেওয়া। আর হাই তোলা হইতেছে শয়তানের পক্ষ হইতে। যথাসাধ্য উহা চাপিয়া থাকা চাই। যখন কোন ব্যক্তি হাই তুলিতে গিয়া বলে হা—তখন শয়তান হাসিয়া উঠে।[১]

٤١٦ - بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا عَطَسَ

৪১৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচির সময় কি বলিবে

٩٢٨- حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ الْمَلَكُ: رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَاِذَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ الْمَلَكُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ .

৯২৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কেহ হাঁচি দেয় এবং বলে 'আল-হামদুলিল্লাহ্' তখন ফেরেশতা বলেন ঃ 'রাব্বুল আলামীন' আর যখন সে (আল-হামদুলিল্লাহি) রাব্বিল আলামীন, তখন ফেরেশতারা বলেন ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ্—আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন।

---

১. হাঁচির জবাব দিতে হয় 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলিয়া। অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন! হাঁচি সুস্থতার লক্ষণ, তাই এজন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলিয়া। আর হাই তোলা হইতেছে অলসতা ও অবসন্নতার লক্ষণ তাই যতদূর সম্ভব উহা চাপিয়া থাকিবার নির্দেশ! নবী করীম (সা)-কে কোন দিন হাই তুলিতে দেখা যাইতে না, এ কথাটি স্মরণ করিলে হাই চাপিয়া নেওয়া অনেকটা সহজ হইয়া যায়।

٩٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اذَا عَطَسَ فَلْيَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاذَا قَالَ ، فَلْيَقُلْ لَهُ اخُوةٌ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاذَا قَالَ : لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكَ اللّٰهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكَ"

قَالُوْا ابُوْ عَبْدِ اللّٰهِ أَثْبَتُ مَا يُرْوٰى فِىْ هٰذَا الْبَابِ هٰذَا الْحَدِيْثُ يُرْوٰى عَنْ أَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ -

৯২৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন কেহ হাঁচি দেয় তখন বলিবে, 'আল-হামদুলিল্লাহ' আর যখন সে উহা বলিবে তখন তাহার অপর ভাই বা সাথীর বলা উচিত 'ইয়ারহামুকাল্লাহ', যখন সে বলিবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' তখন (প্রত্যুত্তরে) তাহার বলা উচিত 'ইয়াহদীকাল্লাহ' ওয়ুসলিহ্ বালাকা' "আল্লাহ্ তোমাকে সৎপথে রাখুন এবং তোমার অবস্থার সংশোধন করুন"।

আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) এই প্রসঙ্গের হাদীসসমূহের মধ্যে এই হাদীসখানাকেই সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সনদের বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

٤١٧ - بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ

৪১৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে হাঁচি দেয় তাহার জবাব দেওয়া

٩٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْإِفْرِيْقِىُّ قَالَ : حَدَّثَنِىْ أَبِىْ أَنَّهُمْ كَانُوْا غُزَاةً فِىْ الْبَحْرِ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ فَانْضَمَّ مَرْكَبُنَا إِلَى مَرْكَبِ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىِّ فَلَمَّا حَضَرَ غَدَاؤُنَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَأَتَانَا فَقَالَ : دَعَوْتُمُوْنِىْ وَ أَنَا صَائِمٌ فَلَمْ يَكُنْ لِىْ بُدٌّ مِنْ أَنْ أُجِيْبَكُمْ لِأَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ "إِنَّ الْمُسْلِمَ عَلٰى أَخِيْهِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ إِنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لِأَخِيْهِ عَلَيْهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَ يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَ يَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَ يَحْضُرُهُ اذَا مَاتَ وَ يَنْصَحُهُ إِذَا إِسْتَنْصَحَهُ"

قَالَ : وَ كَانَ مَعَنَا رَجُلٌ مَزَّاحٌ يَقُوْلُ [لِرَجُلٍ] اَصَابَ طَعَامَنَا جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَ بِرًّا فَغَضِبَ عَلَيْهِ حِيْنَ أَكْثَرَ عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَبِىْ أَيُّوْبَ : مَا تَرَى فِىْ رَجُلٍ إِذَا قُلْتُ لَهُ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَبِرًّا غَضِبَ وَ شَتَمَنِىْ؟ فَقَالَ أَيُّوْبَ انَّا كُنَّا نَقُوْلُ انَّ مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ أَصْلَحَهُ الشَّرُّ فَاقْلِبْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ حِيْنَ أَتَاهُ جَزَاكَ شَرًّا وَ عَرًّا

فَضَحِكَ وَ رَضِيَ وَ قَالَ : مَا تَدَعْ مَزَاحَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ : جَزَى اللّٰهُ أَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ خَيْرًا -

৯৩০. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ আফ্রীকী তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, তাঁহারা হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে নৌ-যুদ্ধে যোদ্ধা ছিলেন। (তিনি বলেন) একদা যখন আমাদের জাহাজ হযরত আবূ আইয়ুব আনসারীর জাহাজের নিকটবর্তী হইল এবং আমাদের দুপুরের খাওয়ার সময় হইল, তখন আমরা তাঁহাকে আনার জন্য তাঁহার জাহাজে লোক পাঠাইলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন ঃ তোমরা আমাকে দাওয়াত করিয়াছ অথচ আমি রোযা অবস্থায় আছি। এতদসত্ত্বেও আমি যে তোমাদের আহবানে সাড়া দিলাম, তাহার কারণ হইতেছে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, এক মুসলমানের উপর তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের ছয়টি অনিবার্য কাজ রহিয়াছে। যদি তাহার একটাও কেহ লংঘন করে তবে সে একটি ওয়াজিব হক লঙঘন যাহা তাহার উপর তাহার ভাইয়ের হক ছিল।

১. যখন তাহার সাথে সাক্ষাৎ করিবে তখন তাহাকে সালাম দিবে।
২. যখন সে তাহাকে আহবান করিবে বা দাওয়াত করিবে তখন তাহার আহ্বানে সাড়া দিবে।
৩. সে যখন হাঁচি দিবে তখন (ইয়ারহামুকাল্লাহ্) বলিয়া তাহার হাঁচির জবাব দিবে।
৪. যখন সে রোগগ্রস্ত হইবে, তখন তাহাকে দেখিতে যাইবে।
৫. সে যখন ইন্তিকাল করিবে, তখন তাহার দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করিবে এবং
৬. সে যখন পরামর্শ চাহিবে, তখন তাহাকে উত্তম পরামর্শ দিবে।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমাদের সাথে (ঐ অভিযানে) একজন হাস্যরসিক লোকও ছিলেন। সে আমাদের সাথে ভোজনে শামিল এক ব্যক্তিকে বলিল, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান ওবার্রান'—আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। কিন্তু বারবার তাহাকে এইরূপ বলিলে সে ব্যক্তি ক্ষেপিয়া যাইত। তখন সেই হাস্যরসিক ব্যক্তিটি হযরত আবূ আইয়ুব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল (হুযূর) এই লোকটি সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যদি আমি তাহাকে 'জাযাকাল্লাহু খায়রান ও বার্রান' বলি তখন সে ক্ষেপিয়া যায় এবং আমাকে গালি দিতে শুরু করে। হযরত আবূ আইয়ুব (রা) বলেন ঃ আমি বলি মঙ্গলে যাহাকে সাজে না অমঙ্গলেই তাহাকে সাজে, সুতরাং তাহার জন্য উহা পাল্টাইয়া দাও। তখন ঐ লোকটি তাহার নিকটে আসিলে তাহাকে বলিল, 'জাযাকাল্লাহু ওয়া শার্রান ওয়া আর্রা' "আল্লাহ্ তোমাকে অমঙ্গল ও কঠোর প্রতিদান দিন!" তখন সে ব্যক্তি হাসিয়া উঠিল এবং প্রসন্ন হইয়া গেল এবং বলিয়া উঠিল, তুমি বুঝি তোমার হাস্য-রসিকতা ছাড়িতে পার না! তখন সে বলিল ঃ আল্লাহ্ আবূ আইয়ুব আনসারীকে উত্তম প্রতিদান দিন! (কেননা তাঁহার পরামর্শেই তো ইহা হইল!)

٩٣١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنِ جَعْفَرَ قَالَ : حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ حَكِيْمِ بْنُ أَفْلَحَ عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "اَرْبَعٌ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ : يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ ، وَ يَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَ يُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَ يُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ -

৯৩১. হযরত আবূ মাসঊদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের চারটি হক রহিয়াছে ঃ

১. যখন সে অসুস্থ হয়, তখন তাহাকে দেখিতে যাইবে।
২. সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তখন তাহার জানাযায় শামিল হইবে।
৩. সে যখন তাহাকে আহবান করিবে, তখন সে তাহার আহবানে (বা দাওয়াতে) সাড়া দিবে এবং
৪. সে যখন হাঁচি দিবে, তখন তাহার হাঁচির জবাব দিবে।

٩٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَ نَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَ افْشَاءِ السَّلَامِ وَاجَابَةِ الدَّاعِىْ وَ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ عَنِ الْمَيَاثَرِ وَ الْقَسِيَّةِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ .

৯৩২. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে সাতটি কাজের আদেশ দিয়াছেন এবং সাতটি কাজ হইতে বারণ করিয়াছেন। যে সাতটি কাজের আদেশ করিয়াছেন তাহা হইল ঃ ১. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া, ২. জানাযায় শরীক হওয়া, ৩. যে হাঁচি দেয়, তাহার হাঁচির জবাব দেওয়া, ৪. প্রতিজ্ঞা পালন, ৫. উৎপীড়িতের সাহায্য, ৬. সালামের বহুল প্রচলন এবং ৭. আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেওয়া এবং তিনি আমাদিগকে বারণ করিয়াছেন ঃ ১. স্বর্ণের আংটি, ২. রৌপ্যের বাসনপত্র, ৩. গদীর উপর নরম বিলাসবহুল রেশমী চাদর, ৪. অচল মুদ্রা এবং ৫. ইসতিবরাক (তসর), ৬. দীবাজ, (খাঁটি রেশমী কাপড়) এবং ৭. হারীর খাঁটি রেশমী পোশাক হইতে।

٩٣٣- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلَ بْنِ جَعْفَرَ عَنِ الْمَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ" قِيْلَ : مَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ "اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ" .

৯৩৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল, সেই হকগুলি কি কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন ঃ

১. যখন তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তখন তাহাকে সালাম দিবে।
২. সে যখন তোমাকে আহবান করিবে, তখন তাহার আহবানে সাড়া দিবে।
৩. সে যখন তোমার কাছে পরামর্শ চাহিবে, তখন উত্তম পরামর্শ দিবে।
৪. সে যখন হাঁচি দিয়া (আল-হামদুলিল্লাহ্ বলিয়া) আল্লাহ্র প্রশংসা করিবে, তখন তাহার জবাব দিবে।

৫. সে যখন অসুস্থ হইবে, তখন তাহাকে দেখিতে যাইবে এবং
৬. সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তখন তাহার জানাযায় ও দাফন-কাফনে শরীক হইবে।

٤١٨ - بَابُ مَنْ سَمِعَ الْعُطْسَةَ يَقُوْلُ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ

৪১৮. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি শুনিয়া 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা

٩٣٤- حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ قَالَ عِنْدَ عَطْسَةٍ سَمِعَهَا : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ لَمْ يَجِدْ وَجَعَ الضِّرْسِ وَلَا الْأُذُنِ أَبَدًا .

৯৩৪. খায়সামা (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কাহাকেও হাঁচি দিতে শুনিয়া বলে 'আল-হামদুলিল্লাহ্ রাব্বিল আলামীন আলা কুল্লি হালি" অর্থাৎ "সর্বাবস্থায় বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা যাবৎ তিনি বর্তমান আছেন" কস্মিনকালেও তাহার দাঁত ও কানের অসুখ হইবে না।

٤١٩ - بَابُ كَيْفَ تَشْمِيْتُ مَنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ

৪১৯. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি শুনিলে কিভাবে জবাব দিবে?

٩٣٥- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ سَلْمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاِذَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ هُوَ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ .

৯৩৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কেহ যখন হাঁচি দেয় তখন তাহার বলা উচিত 'আল-হামদুলিল্লাহ্' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার)। যখন সে বলিবে 'আল-হামদুলিল্লাহ্', তখন তাহার অপর ভাই বা সাথীর বলা উচিত 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'—"আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন" এবং প্রথম ব্যক্তির বলা উচিত 'ইয়া-হ্ দিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম'—"আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়ত করুন এবং তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করুন!"

٩٣٦- حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ وَ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَ حَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَّقُوْلَ : وَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৯৩৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ হাঁচি ভালবাসেন এবং হাই তোলা তিনি অপছন্দ করেন। যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করে, ('আল-হামদুলিল্লাহ্' বলে) তখন অপর যে মুসলমান উহা শুনিতে পায় তাহার উপর হক হইয়া দাড়ায় ইহা বলা ঃ 'ইয়ারহামু.কাল্লাহ্' আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হউন! আর হাই হইতেছে শয়তানের পক্ষ হইতে। সুতরাং তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির যখন হাই আসে তখন যথাসাধ্য উহা চাপিয়া রাখিবে। তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন হাই তোলে তখন তাহাতে শয়তান হাসিয়া উঠে।

٩٣٧- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِذَا شَمَّتَ : عَافَانَا اللّٰهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ .

৯৩৭. আবূ জামরাহ বলেন, আমি হযরত ইব্ন আব্বাসকে হাঁচির জবাব দিতে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি ঃ

عَافَانَا اللّٰهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ

"আল্লাহ্ আমাকে এবং তোমাকে দোযখ হইতে রক্ষা করুন! আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হউন"!!

٩٣٨- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ مَنِيْنٍ وَهُوَ يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ "فَعَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "يَرْحَمُكَ اللّٰهُ" ثُمَّ عَطَسَ آخَرُ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! رَدَدْتَ عَلَى الْآخَرِ وَلَمْ تَقُلْ لِى شَيْئًا ؟ قَالَ " إِنَّهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَسَكَتَّ " .

৯৩৮. হযরত আবূ হুরায়রা (সা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার জবাবে বলিলেন ঃ "ইয়ারহামুকাল্লাহ্"। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি হাঁচি দিল কিন্তু তাহার জবাবে তিনি কিছুই বলিলেন না। তখন সে ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অপর লোকটির হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার জবাব কিছুই বলিলেন না? তিনি বলিলেন ঃ সে তো আল্লাহ্র প্রশংসা করিয়াছে কিন্তু তুমি তো কিছুই বল নাই।

٤٢٠- بَابُ اِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهِ لاَ يُشَمَّتُ

৪২০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র প্রশংসা না করিলে হাঁচির জবাব দিতে নাই

٩٣٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ : شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِى ؟ قَالَ " إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَلَمْ تَحْمَدْهُ " .

৯৩৯. সুলায়মান তায়মী বলেন, আমি হযরত আনাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাঁচি দিল, তখন নবী করীম (সা) একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপরজনের

হাঁচির কোন জবাব দিলেন না। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, আপনি অপর ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার হাঁচির তো জবাব দিলেন না? তিনি বলিলেন ঃ সে তো আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়াছে অথচ তুমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর নাই।

٩٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ هُوَ أَخُوْ ابْنِ عُلْيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَلَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنَ الْآخَرِ ، فَعَطَسَ الشَّرِيْفُ مِنْهُمَا فَلَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُشَمِّتْهُ وَعَطَسَ الْآخَرُ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمَّتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ الشَّرِيْفُ : عَطَسْتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتْنِيْ وَعَطَسَ هٰذَا الْآخَرُ فَشَمَّتَّهُ فَقَالَ "إِنَّ هٰذَا ذَكَرَ اللّٰهَ فَذَكَرْتُهُ وَأَنْتَ نَسِيْتَ اللّٰهَ فَنَسِيْتُكَ " .

৯৪০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসিলেন। একজন অপরজনের চাইতে বেশি সম্ভ্রান্ত। তখন তাহাদের মধ্যকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি হাঁচি দিল কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিল না (অর্থাৎ "আল-হামদুলিল্লাহ্" বলিল না)! নবী করীম (সা)ও তাহার হাঁচির কোন জবাব দিলেন না। অতঃপর অপর ব্যক্তিটি হাঁচি দিল এবং (আল-হামদুলিল্লাহ্ বলিয়া) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিল, তখন নবী করীম (সা) তাহার হাঁচির জবাব দিলেন। তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি বলিয়া উঠিল (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আমি আপনার সামনে হাঁচি দিলাম কিন্তু আপনি তাহার কোন জবাব দিলেন না। অথচ এই অপর ব্যক্তিটি হাঁচি দিল এবং আপনি তাহার জবাবও দিলেন! (ব্যাপাটা কি ?) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ঐ ব্যক্তিটি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়াছে সুতরাং আমিও তাহাকে স্মরণ করিয়াছি আর তুমি আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া রহিয়াছ সুতরাং আমিও তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি।

٤٢١- بَابُ كَيْفَ يَبْدَأُ الْعَاطِسُ

৪২১. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা কি বলিবে ?

٩٤١- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ عَنْ مٰلِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ اِذَا عَطَسَ فَقِيْلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَقَالَ يَرْحَمُنَا وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُلَنَا وَلَكُمْ -

৯৪১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) যখন হাঁচি দিতেন এবং তাহার জবাবে বলা হইত 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' তখন তিনি প্রত্যুত্তরে বলিতেন ঃ

يَرْحَمُنَا وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُلَنَا وَلَكُمْ .

"আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাকে দয়া করুন ও আমাকে এবং তোমাকে ক্ষমা করুন।"

٩٤٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلْيَقُلْ مَنْ يَرُدُّ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ هُوَ : يَغْفِرُ اللّٰهُ لِىْ وَلَكُمْ .

৯৪২. আবদুর রহমান হযরত আবদুল্লাহ্ প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয়, তখন তাহার বলা উচিত ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'আল-হামদুলিল্লাহি' রাব্বিল আলামীন। (অর্থ সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র) আর যে জবাব দিবে তাহার বলা উচিত ঃ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ারহামুকাল্লাহ্) এবং প্রত্যুত্তরে প্রথম ব্যক্তির বলা উচিত ঃ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِىْ وَلَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে এবং আমাকে ক্ষমা করুন।

٩٤٣- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : "يَرْحَمُكَ اللّٰهُ" ثُمَّ عَطَسَ أُخْرٰى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ " هٰذَا مَزْكُوْمٌ " .

৯৪৩. ইয়াস ইব্ন সালমা তাহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাঁচি দিল। তখন নবী করীম (সা) 'ইয়ার হামুকাল্লাহ্' বলিলেন সে পুনরায় হাঁচি দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এই ব্যক্তি তো সর্দিগ্রস্ত।

٤٢٢- بَابُ مَنْ قَالَ يَرْحَمُكَ اِنْ كُنْتَ حَمِدْتَ اللّٰهَ

৪২২. অনুচ্ছেদ ঃ 'তুমি যদি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়া থাক তবে আল্লাহ্ তোমাকে দয়া করুন' বলা

٩٤٤- حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارَةُ بْنُ زَاذَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَكْحُوْلِ الْاَزْدِىُّ قَالَ : كُنْتُ اِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتَ حَمِدْتَ اللّٰهَ -

৯৪৪. মাকহুল আযদী বলেন, আমি একদা হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি মসজিদের এক পার্শ্বে হাঁচি দিয়া উঠিল। তখন ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন ঃ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتَ حَمِدْتَ اللّٰهَ "তুমি যদি আল্লাহর প্রশংসা করিয়া থাক, তবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন।"

٤٢٣- بَابُ لاَ يَقُلْ آبَ

৪২৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'আ-বা' বলিবে না

٩٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا مُخَلَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : عَطَسَ اِبْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ إِمَّا أَبُوْ بَكْرٍ وَإِمَّا عُمَرُ - فَقَالَ : آبَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَمَا آبَ ؟ إِنَّ آبَ اِسْمُ شَيْطَانٍ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ جَعَلَهَا بَيْنَ الْعَطْسَةِ وَالْحَمْدِ -

৯৪৫. মুজাহিদ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের এক পুত্রকে (নাম আবূ বকর অথবা উমর ছিল) হাঁচির সময় 'আ-বা' বলিতে শুনিয়া বলিলেন ঃ 'আ-বা' আবার কি ? 'আ-বা'

তো হইতেছে শয়তানের মধ্যকার একটি শয়তানের নাম। ইহাকে হাঁচি ও আল-হামদুলিল্লাহর মধ্যে ভরিয়া দিয়াছে।

٤٢٤- بَابُ اِذَا عَطَسَ مِرَارًا

৪২৪. অনুচ্ছেদ ঃ পুনঃ পুনঃ হাঁচি আসিলে

٩٤٦ - حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ " يَرْحَمُكَ اللّٰهُ " ثُمَّ عَطَسَ أُخْرٰى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ "هٰذَا مَزْكُوْمٌ"

৯৪৬. ইয়াস ইব্‌ন সালামা বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়া উঠিল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'! অতঃপর সে ব্যক্তি পুনরায় হাঁচি দিলে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ এই ব্যক্তি তো সর্দিগ্রস্ত।

٩٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبِرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَمِّتْهُ وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَلاَثًا فَمَا كَانَ بَعْدَ هٰذَا فَهُوَ زُكَامٌ -

৯৪৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হাঁচি প্রদানকারীর জবাব দাও, একবার দুইবার তিনবার ইহার পর যাহা তাহা সর্দি (অর্থাৎ সর্দির প্রভাব সুতরাং উহাতে আল-হামদুলিল্লাহ্ বা জবাব দেওয়া প্রয়োজন নাই)।

٤٢٥- بَابُ اِذَا عَطَسَ الْيَهُوْدِىُّ

৪২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন ইয়াহূদী হাঁচি দেয়

٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ الدَّيْلَمِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ رَجَاءَ اَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَكَانَ يَقُوْلُ " يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ "

حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَكِيْمُ ابْنُ الدَّيْلَمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ ....مِثْلَهُ -

৯৪৮. হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা) 'ইয়ার হামুকাল্লাহ্' বলিবেন এই আশায় তাহার দরবারে আসিয়া হাঁচি দিত। কিন্তু (তাহা না বলিয়া তিনি বলিতেন ঃ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ "আল্লাহ্ তোমাদিগকে হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা ঠিক করিয়া দিন।" হযরত আবূ বুরদার সূত্রে অপর একটি রিওয়ায়েতে হুবহু বর্ণনা রহিয়াছে।

٤٢٦- بَابُ تَشْمِيْتِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ

৪২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নারীর হাঁচির জবাব পুরুষের দেওয়া

٩٤٩- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ [بْنِ أَبِى الْمِغْرَاءِ الْكِنْدِيِّ] وَأَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابِ [اَلْحَضْرَمِيُّ الصَّفَّارُ] قَالاَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ اَبِىْ مُوْسٰى وَهُوَ فِىْ بَيْتِ أُمِّ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِىْ وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا فَاَخْبَرْتُ أُمِّىْ فَلَمَّا اَنْ اَتَاهَا وَقَعَتْ بِهٖ وَقَالَتْ عَطَسَ ابْنِىْ فَلَمْ تُشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا فَقَالَ لَهَا اِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتُوْهُ وَاِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلاَ تُشَمِّتُوْهُ وَاِنَّ ابْنِىْ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَمْ اُشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللّٰهَ فَشَمَّتُّهَا فَقَالَتْ اَحْسَنْتَ

৯৫৯. হযরত আবু বুরদা (রা) বলেন, একদা আমি হযরত আবূ মূসা (রা) সমীপে উপস্থিত হইলাম, আর তিনি তখন ইব্‌ন আব্বাসের মাতা উম্মুল ফাযলের ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন আমি হাঁচি দিলাম কিন্তু তিনি উহার জবাব দিলেন না। অথচ যখন উম্মুল ফযল হাঁচি দিলেন, তখন তিনি উহার জবাব দিলেন। আমি আমার মাতাকে এই কথা জ্ঞাত করিলাম। অতঃপর যখন তাহার (আমার মাতার) কাছে আবূ মূসার আগমন ঘটিল, তখন তিনি এই ব্যাপারে অনুযোগ করিয়া বলিলেন ঃ আমার ছেলে হাঁচি দিল কিন্তু আপনি তাহার জবাব দিলেন না, অথচ সে (উম্মুল ফাযল) যখন হাঁচি দিল, তখন আপনি তাহার জবাব দিলেন! তখন উত্তরে আবূ মূসা বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং (আল-হামদুলিল্লাহ্‌ বলিয়া) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তখন তোমরা তাহার জবাব দিবে, আর যদি সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা না করে তবে তোমরা তাহার জবাব দিতে যাইবে না। আমার বৎসটি (অর্থাৎ আপনার ছেলেটি) হাঁচি দিয়াছে সত্য কিন্তু 'আল-হামদুলিল্লাহ্‌' বলে নাই, তাই আমিও তাহার জবাব দেই নাই। উম্মুল ফাযল হাঁচি দিয়াছে এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ্‌' বলিয়াছে, সুতরাং আমিও তাহার জবাব দিয়াছি। আমার মাতা (ইহা শুনিয়া) বলিলেন ঃ আপনি বেশ করিয়াছেন।

٤٢٨- بَابُ التَّثَاءُبِ

৪২৭. অনুচ্ছেদ ঃ হাই তোলা

٩٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ .

৯৫৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কাহারও হাই আসে তখন সে উহা যথাসাধ্য চাপিয়া রাখিবে।

٤٣٨- بَابُ مَنْ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عِنْدَ الْجَوَابِ

৪২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ডাকের জবাবে হাযির বলা

٩٥٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ اَنَا رَدِيْفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " يَا مُعَاذُ " قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاَثًا " هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْابِهٖ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ " يَا مُعَاذُ " قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ " هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ؟ اَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ " .

৯৫৪. হযরত মু'আয (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর পিছনে একই বাহনের আরোহী ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে মু'আয, জবাবে আমি বলিলাম ঃ লাব্বায়েক ও সাদায়েক—হাযির আছি, খাদেম হাযির। অতঃপর তিনি পুনঃ পুনঃ তিনবার এইরূপ বলিলেন। তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক কী ? (হক হলো) তাহারা তাঁহার ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত অপর কাহাকেও শরীক করিবে না। অতঃপর কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হইতেই আবার ডাকিলেন ঃ মু'আয! আমি পুনঃ জবাব দিলাম ঃ লাব্বায়েক ও সাদায়েক! বলিলেন ঃ জান কি মহামহিম আল্লাহ্র উপর বান্দার কী হক, যখন বান্দা তাঁহার সে হক আদায় করিয়া চলে ? (তা হলো) তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না।

٤٢٩- بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِاَخِيْهِ

৪২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির তাহার ভাইয়ের সম্মানার্থে দাঁড়ানো

٩٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عَقِيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدُ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عُمِىَّ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ فَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ فَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ فَتَلَقَّانِى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّوْنِى بِالتَّوْبَةِ يَقُوْلُوْنَ لَتُهَنِّكَ تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ حَتّٰى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ اِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِى وَهَنَّانِى وَاللّٰهِ مَا قَامَ اِلَىَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ لاَ اَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ .

৯৫৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণিত কা'আবের অন্ধত্ব প্রাপ্তির পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেন—আবদুল্লাহ্, কা'আব ইব্ন মালিককে তাবুক যুদ্ধের সময়

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে যান নাই, পিছনে থাকিয়া যান। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তাওবা কবূল করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামাযের সময় আল্লাহ্ কর্তৃক আমাদের তাওবা কবূল করার কথা ঘোষণা করিলেন। ইহা শুনামাত্র দলে দলে লোক আসিয়া আমার তাওবা কবূল হওয়ার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাইতে লাগিল। তাহারা বলিতেছিল ঃ আমরা আপনার তাওবা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। এমতাবস্থায় আমি গিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলাম। দেখি রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক পরিবেষ্টিত অবস্থায় সমাসীন রহিয়াছেন। তখন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দৌড়াইয়া আসিয়া আমার সহিত মোসাফাহা (করমর্দন) করিলেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানাইলেন। কসম আল্লাহ্র মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেহই আমার দিকে উঠিয়া আসেন নাই। আমি তালহার এ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটি কখনও ভুলিতে পারিব না।

٩٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " اِئْتُوْا خَيْرَكُمْ اَوْ سَيِّدَكُمْ " فَقَالَ " يَا سَعْدُ اِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ " فَقَالَ سَعْدٌ اَحْكُمُ فِيْهِمْ اَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبٰى ذُرِّيَّتُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ " حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ " اَوْ قَالَ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ " .

৯৫৬. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, (মুসলমানগণ এবং বনূ কুরায়যা গোত্রের ইয়াহূদীদের বিরোধের ব্যাপারে ইয়াহূদী) লোকেরা যখন সাদ ইব্ন মু'আযের ফয়সালাকে মানিয়া নেওয়ার ব্যাপারে তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিল তখন তাহার জন্য লোক পাঠানো হইল। তিনি একটি গাধায় চড়িয়া আসিলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে অথবা বলিয়াছেন ঃ তোমাদের সর্দারকে অভ্যর্থনা কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হে সা'দ! উহারা তোমার ফয়সালা মানিবে বলিয়া তাহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, (সুতরাং তুমি উহাদের ব্যাপারে তোমার ফয়সালা শুনাইয়া দাও!) তখন সা'দ (রা) বলিলেন ঃ উহাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হইল, তাহাদের মধ্যকার যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হইবে এবং তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে বন্দী করা হইবে। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তুমি আল্লাহ্র অভীষ্ট অনুযায়ী ফয়সালা দিয়াছ অথবা বলিলেন ঃ তুমি মালিকের হুকুম মুতাবিক ফয়সালা দিয়াছ।

٩٥٧ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا اِلَيْهِ لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ -

৯৫৭ হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে দেখিয়া সাহাবাগণ যত প্রীত হইতেন, আর কাহাকেও দেখিয়া তাহারা ততটুকু প্রীত হইতেন না, অথচ তাহারা যখন তাঁহাকে দেখিতেন, তখন

তাঁহার জন্য (সম্মানার্থে) কখনো উঠিয়া দাঁড়াইতেন না যেহেতু তাহা যে তাঁহার অপসন্দনীয় তাঁহারা জানিতেন।[১]

৯৫৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ كَلَامًا وَلَا حَدِيْثًا وَلَا جِلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَآهَا قَدْ أَقْبَلَتْ رَحَّبَ بِهَا ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتّٰى يُجْلِسَهَا فِيْ مَكَانِهِ وَكَانَتْ إِذَا أَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ رَحَّبَتْ بِهِ ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ فَرَحَّبَ وَقَبَّلَهَا وَأَسَرَّ إِلَيْهَا فَبَكَتْ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ لِلنِّسَاءِ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ لِهٰذِهِ الْمَرْأَةِ فَضْلًا عَلَى النِّسَاءِ فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ بَيْنَمَا هِيَ تَبْكِيْ إِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَسَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ ؟ قَالَتْ إِنِّيْ إِذًا لَبَذِرَةٌ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ أَسَرَّ إِلَيَّ فَقَالَ إِنِّيْ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِيْ بِيْ لُحُوْقًا فَسُرِرْتُ بِذٰلِكَ وَأَعْجَبَنِيْ .

৯৫৮. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কথাবার্তায় উঠাবসায় ফাতিমার চাইতে নবী করীম (সা)-এর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল আর কেহই ছিলেন না। তিনি আরও বলেন, নবী করীম (সা) যখন তাঁহাকে দেখিতেন, তাঁহাকে খোশ-আমদেদ জানাইতেন, তাঁহার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাঁহাকে চুম্বন দিতেন। অপরদিকে নবী করীম (সা) তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনিও তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতেন এবং উঠিয়া চুম্বন করিতেন। নবী করীম (সা)-এর অন্তিম রোগের সময় তিনি তাঁহার সদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি খোশ-আমদেদ জানাইলেন এবং তাঁহাকে চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে কী যেন কানে কানে বলিলেন। তিনি (ফাতিমা) তাহাতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি কানে কানে আরও কী যেন বলিলেন ঃ এইবার তিনি (ফাতিমা) হাসিয়া উঠিলেন। আমি তখন উপস্থিত মহিলাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আমি মনে করিতাম নারী জাতির মধ্যে এই মহিলাই অনন্যা, কিন্তু এখন দেখিতেছি ইনি একজন সাধারণ মহিলাই, কখনো তিনি কাঁদিয়া ফেলেন, আবার কখনো হাসিয়া উঠেন! (যার কোন অর্থই হয় না) তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কী বলিলেন ? বলিলেন ঃ আপাতত এ রহস্য আমি ফাঁস করিতে পারিব না।

১. ইমাম তিরমিযী (র)ও এই হাদীসখানা রিওয়ায়াত করিয়া উহাকে সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এছাড়া আবূ দাঊদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আবূ উমামার প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আজমীদের তথা বিজাতীয়দের মতো দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করিও না; তাহারা একে অপরকে দাঁড়াইয়্যা সম্মান প্রদর্শন করে।

অতঃপর যখন নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকাল হইল, তখন তিনি (ফাতিমা) বলিলেন ঃ প্রথমবার তিনি কানে কানে বলিয়াছিলেন, আমার মৃত্যু আসন্ন, তাই আমি কাঁদিয়াছিলাম। অতঃপর কানে কানে বলিয়াছিলেন, আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই (ইন্তিকাল করিয়া) আমার সাথে গিয়া মিলিত হইবে, ইহাতে আমি খুশি হই এবং উহা আমার কাছে অত্যন্ত ভাল লাগে। (তাই তখন আমি হাসিয়া উঠি)।

٤٣٠- بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْقَاعِدِ

৪৩০. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো

٩٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَه وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسَمِّعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِه قُعُوْدًا ـ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ " إِنْ كِدْتُّمْ لَتَفْعَلُوْا فِعْلَ فَارِسٍ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلٰى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلَا تَفْعَلُوْا اِئْتَمُّوْا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَإِنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا " .

৯৫৯. হযরত জাবির (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আমরা তাঁহার পশ্চাতে নামায পড়িলাম অথচ তিনি তখন উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন আর আবূ বকর (রা) (মুকাব্বির হিসাবে) তাঁহার তাকবিরাদি জামা'আতের লোকজনকে শুনাইয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাদের দিকে তাকাইলেন এবং আমাদিগকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি আমাদিগকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তখন আমরাও বসিয়া পড়িলাম এবং উপবিষ্ট অবস্থায়ই তাঁহার সাথে নামায পড়িলাম। যখন তিনি সালাম ফিরাইলেন, তখন বলিলেন ঃ তোমরা তো পারস্যবাসী ও রোমবাসীদের মত কার্য শুরু করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদের রাজা-বাদশাহদের সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে অথচ তাহারা (রাজা-বাদশাহগণ) থাকে উপবিষ্ট অবস্থায়। তোমরা এরূপ করিও না। তোমরা তোমাদের ইমামগণের অনুসরণ করিবে। ইমাম যদি দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়েন, তবে তোমরাও দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায আদায় করিবে, আর তাহারা যদি উপবিষ্ট অবস্থায় নামায পড়েন, তবে তোমরাও উপবিষ্ট অবস্থায়ই নামায আদায় করিবে।[১]

---

১. হযরত আমাদের এক রিওয়ায়েতের মাধ্যমে জানান যে, একবার ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়া হুযূর (সা)-এর ডানপার্শ্ব ছিলিয়া যায়। এই সময় তিনি এক নামায বসিয়া পড়ান এবং উক্তমরূপে হুকুম দেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত অপর এক রিওয়ায়েতের দ্বারা জানা যায় যে, নবী (সা)-এর অন্তিম রোগের সময়ও একবার তিনি বসিয়া নামায পড়ান অথচ মুক্তাদীগণ দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায আদায় করেন, কিনতু রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মানা করেন নাই। এই জন্য ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে, ইমাম যদি উপবিষ্ট অবস্থায়ও নামায পড়ান আর মুক্তাদীগণ দণ্ডায়মান থাকেন তবে ইহা দুরস্ত আছে।

٤٣١- بَابُ اِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ

৪৩১. অনুচ্ছেদ ঃ হাই উঠিলে মুখে হাত দিবে

٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ بِفِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْهِ " .

৯৬০. হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কাহারও হাই আসে, তখন সে যেন তাহার হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরে। কেননা (তাহা না করিলে) শয়তান মুখে প্রবেশ করে।

٩٦١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ .

৯৬১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, যখন কোন ব্যক্তির হাই আসে তখন তাহার হাত মুখে চাপিয়া ধরা উচিত। কেননা উহা শয়তানের প্রভাবেই হইয়া থাকে।

٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنًا لِاَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ يُحَدِّثُ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ "

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُهَيْلٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ " .

৯৬২ হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কাহারো যখনই হাই আসে, তখন তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কেননা শয়তান উহাতে ঢুকিয়া পড়ে।

হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির যখন হাই আসে, তখন তাহার হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া নেওয়া উচিত। কেননা শয়তান উহাতে ঢুকিয়া পড়ে।

٤٣٢- بَابُ هَلْ يُفَلِّىْ اَحَدٌ رَأْسَ غَيْرِهِ

৪৩২. অনুচ্ছেদ ঃ অপরের মাথায় উকুন বাছাই করা

٩٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ

فَتَطْعِمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تُفَلِّىْ رَاْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ .

৯৬৩. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রায়ই মিলহান-দুহিতা উম্মু হারামের ঘরে তাশরীফ নিতেন এবং তিনি (উম্মু হারাম) তাঁহাকে খাওয়াইতেন। তিনি ছিলেন উবাদা ইব্ন সামিতের পত্নী। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ নিলেন এবং উম্মে হারাম তাঁহাকে খানা খাওয়াইলেন এবং অতঃপর তাঁহার মাথার উকুন বাছার মত চুল নাড়াচড়া করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘুম পাইল এবং (অল্পক্ষণ পরেই) তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল, তিনি তখন হাসিতে ছিলেন।

٩٦٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ اَبُوْ هِشَامِ الْمَخْزُوْمِىُّ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حُزْنٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْقَاسِمُ بْنُ مُطَيَّبٍ عَنِ الْحَسَنِ [اَلْبَصْرِىِّ) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ السَّعْدِىِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ "هٰذَا سَيِّدُ اَهْلِ الْوَبَرِ " فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمَالُ الَّذِىْ لَيْسَ عَلَىَّ فِيْهِ تَبِعَةٌ مِنْ طَالِبٍ وَلاَ مِنْ ضَيْفٍ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "نِعْمَ الْمَالُ اَرْبَعُوْنَ وَالْكَثْرَةُ سِتُّوْنَ وَوَيْلٌ لاَصْحَابِ الْمِئِيْنَ اِلاَّ مَنْ اَعْطَى الْكَرِيْمَةَ وَمَنَحَ الْغَزِيْرَةَ وَنَحَرَ السَّمِيْنَةَ فَاَكَلَ وَاَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ" قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَكْرَمُ هٰذِهِ الْاَخْلاَقِ لاَ يَحِلُّ بِوَادٍ اَنَا فِيْهِ مِنْ كَثْرَةِ نَعَمِى فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْعَطِيَّةِ ؟ قُلْتُ اَعْطِى الْبِكْرَ وَاَعْطِى النَّابَ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِى الْمَنِيْحَةِ " ؟ قَالَ اِنِّىْ لاَمْنَحُ الْمِائَةَ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِى الطُّرُوْقَةِ " قَالَ يَغْدُوْ النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ وَلاَ يُوْزَعُ رَجُلٌ مِنْ جَمَلٍ يَخْتَطِمُهُ فَيُمْسِكُ مَا بَدَالَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ يَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَمَالُكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ اَمْ مَالُ مَوَالِيْكَ "؟ [قَالَ مَالِى] قَالَ فَاِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ اَعْطَيْتَ فَاَمْضَيْتَ وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيْكَ " فَقُلْتُ لاَ جَرَمَ لَئِنْ رَجَعْتُ لاَقُلَّنَّ عَدَدَهَا فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَمَعَ بَنِيْهِ فَقَالَ يَا بُنَىَّ خُذُوْا عَنِّىْ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَاْخُذُوْا عَنْ اَحَدٍ هُوَ اَنْصَحُ لَكُمْ مِنِّىْ لاَ تَنُوْحُوْا عَلَىَّ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْهٰى عَنِ النِّيَاحَةِ وَكَفِّنُوْنِى فِىْ ثِيَابِىْ الَّتِىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ فِيْهَا وَسَوِّدُوْا اَكَابِرَكُمْ فَاِنَّكُمْ اِذَا سَوَّدْتُّمْ اَكَابِرَكُمْ لَمْ يَزَلْ لاَبِيْكُمْ فِيْكُمْ خَلِيْفَةٌ وَاِذَا سَوَّدْتُّمْ اَصَاغِرَكُمْ هَانَ اَكَابِرُكُمْ عَلَى النَّاسِ وَزَهِّدُوْا فِيْكُمْ وَاَصْلِحُوْا

عَيْشَكُمْ فَانَّ فِيْهِ غِنًى عَنْ طَلَبِ النَّاسِ وَاِيَّاكُمْ وَالْمَسْئَلَةَ فَانَّهَا اٰخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ وَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِى فَسَوُّوْا عَلٰى قَبْرِى فَانَّهُ كَانَ يَكُوْنُ شَىْءٌ بَيْنِى وَبَيْنَ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ خُمَاشَاتٍ فَلاَ اٰمَنُ سَفِيْهَا اَنْ يَّاْتِىْ اَمْرًا يُدْخِلُ عَلَيْكُمْ عَيْبًا فِىْ دِيْنِكُمْ -

قَالَ عَلِىٌّ فَذَاكَرْتُ اَبَا النُّعْمَانِ مُحَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ فَقَالَ اَتَيْتُ الصَّعْقَ بْنَ حُزْنٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ فَقِيْلَ لَهُ عَنِ الْحَسَنِ ؟ قَالَ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قِيْلَ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ يُوْنُسَ ؟ قَالَ لاَ حَدَّثَنِىْ الْقَاسِمُ بْنُ مَطَيَّبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسٍ فَقُلْتُ لِاَبِىْ النُّعْمَانِ فَلَمْ تَحْمِلْهُ ؟ قَالَ لاَ ضَيَّعْنَاهُ .

৯৬৪ হাসান (বাস্‌রী) (র) বলেন, কায়স ইব্‌ন আসম সাদী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ ইনি হইতেছেন তাঁবুবাসীদের সর্দার! আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কী পরিমাণ মাল থাকিলে কোন যাচঞাকারী বা মেহমানের আমার উপর কোন হক অবশিষ্ট থাকিবে না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ চল্লিশটি (পশু সংখ্যা) উত্তম, আর উর্ধ্বতম সংখ্যা হইতেছে ষাট, আর দুই শতের মালিকদের তো বিপদ। অবশ্য যে ব্যক্তি উট বা বক্‌রী সাদাকা প্রদান করে তাহার পশু দ্বারা অপরের উপকার করে এবং হৃষ্টপুষ্ট পশু যবাই করে যাহাতে নিজেও খাইতে পারে এবং ভদ্র স্বভাবের অভাবীদিগকে এবং যাচঞাকারীদিগকেও খাওয়াইতে পারে (তাহার জন্য ভাবনার কোন কারণ নাই। কারণ সে মালের হক আদায় করিতেছে)। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা তো অতি উত্তম স্বভাব কিন্তু আমি যে প্রান্তরে বাস করি, সেখানে তো কেহ আমার পশুর প্রাচুর্যের কারণে আসে না, আমি তাহাকে খাওয়াইতে পারি! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তুমি কিরূপ পশু দান-খয়রাত করিয়া থাক? আমি বলিলাম, দাঁতাল ও দাঁতহীন উভয় প্রকারের পশুই দান করিয়া থাকি। মহানবী (সা) বলিলেন ঃ তুমি কিভাবে দুধপানের জন্য উষ্ট্রী ধার দিয়া থাক? আমি বলিলাম, আমি শত সংখ্যক দান করিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ প্রজননের ব্যাপারে (যদি কেহ তোমার পশুপালের সাহায্য নিতে চায় তখন) তুমি কি করিয়া থাক? আমি বলিলাম, লোকজন তাহাদের গর্ভ গ্রহণকারিণী উটনী নিয়া আসে এবং আমার উষ্ট্রপালের মধ্যকার যে উষ্ট্রটিকে প্ররোচিত করিতে পারে, তাহা লইয়া যায় এবং যতদিন তাহার প্রয়োজন থাকে উহা তাহার কাছে রাখিয়া দেয়, প্রয়োজন শেষে আবার উহা ফিরাইয়া দিয়া যায়। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তোমার নিজের মাল তোমার কাছে অধিকতর প্রিয় নাকি তোমার উত্তরাধিকারীদের মালই তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়? রাবী বলেন, আমার মাল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমার মাল হইল ঐ মাল যাহা তুমি নিজে পানাহারের মাধ্যমে ভোগ করিয়া লও অথবা নিজে (আল্লাহ্‌র রাহে) দান করিয়া ফেল, তাহা ছাড়া অবশিষ্টসমূহ সম্পদই তোমার উত্তরাধিকারীদের মাল। (কারণ উহা শেষ পর্যন্ত তাহাদেরই দখলে আসিবে) তখন আমি বলিলাম, এইবার ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই উহার সংখ্যা কমাইয়া ফেলিব।

অতঃপর (নবীজীর খেদমত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর) যখন তাহার মৃত্যুর সময় আসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি তাহার পুত্রদিগকে ডাকিয়া একত্র করিলেন এবং বলিলেন ঃ বৎসগণ! তোমরা আমার উপদেশ শ্রবণ কর, কেননা আমার চাইতে তোমাদের অধিকতর মঙ্গলকামী উপদেশদাতা আর কাহাকেও পাইবে না। আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য বিলাপ (করার ব্যবস্থা তোমরা) করিও না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁহার জন্য বিলাপ-এর ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমি নবী করীম (সা)-কে বিলাপের ব্যাপারে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি। আর আমার কাফন দিবে সেই বস্ত্রে যে বস্ত্রে আমি নামায পড়িতাম। তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সর্দার নির্বাচিত করিবে। কেননা যাবত তোমরা তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সর্দার বানাইতে থাকিবে, তাবৎ তোমাদের পিতৃপুরুষের প্রতিনিধিত্ব তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে। আর যখন তোমরা তোমাদের মধ্যকার বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে সর্দার নির্বাচিত করিবে, তখন লোকসমক্ষে তোমাদের পিতৃপুরুষের অবমাননা সূচিত হইবে এবং নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যুহদ (সংসারের প্রতি অনাসক্তি)-এর প্রেরণা যোগাইও। নিজেদের সংসার ধর্ম সমুন্নত রাখিও, কেননা ইহাতে অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয় না। তোমরা ভিক্ষাবৃত্তি হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে। কেননা উহা হইতেছে নিকৃষ্টতর পেশা। আর যখন তোমরা আমাকে দাফন করিবে, তখন আমার কবর মাটির সহিত মিলাইয়া সমান করিয়া দিবে। কেননা আমার এবং ঐ পার্শ্ববর্তী জনপদে বসবাসরত বকর ইব্‌ন ওয়ায়েল গোত্রের মধ্যে প্রায়ই মনোমালিন্য চলিত। পাছে তাহাদের মধ্যকার কোন নির্বোধ ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করিয়া বসে, তোমাদের পক্ষ হইতে যাহার পাল্টা ব্যবস্থা তোমাদের দীন ধর্মের জন্য অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে।[1]

٤٣٣- بَابُ تَحْرِيْكِ الرَّأْسِ وَغَضٌّ الشَّفَتَيْنِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

৪৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিস্ময়ের ক্ষেত্রে মাথা দোলানো ও দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরা

٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَاَلْتُ خَلِيْلِى اَبَا ذَرٍّ فَقَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَحَرَّكَ رَاْسَهُ وَغَضَّ عَلٰى شَفَتَيْهِ قُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اٰذَيْتُكَ ؟ قَالَ " لاَ وَلٰكِنَّكَ تُدْرِكُ اِمْرَاً اَوْ اَئِمَّةً يُؤَاخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا " قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُوْنِّىْ قَالَ " صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّهِ وَلاَ تَقُوْلَنَّ صَلَّيْتُ فَلاَ اُصَلِّىْ " .

৯৬৫. হযরত আবূ যার (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর ওযূর পানি দিয়া আসিলাম, তিনি তখন মাথা দুলাইলেন এবং দাঁতের দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন। আমি বলিয়া উঠিলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনাকে কষ্ট দিলাম ? বলিলেন ঃ না

---

১. প্রতিহিংসাবশত যদি প্রতিদ্বন্দ্বী কবিলার কোন নির্বোধ ব্যক্তি লাশের সাথে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিয়া বসে, তবে হয়ত ইহার পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় তাহার পুত্ররা শরী'আতের গণ্ডির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইবেন না, তাই মরুচারী সাহাবী তাঁহার পুত্রগণকে পূর্ব হইতেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ দিয়া গেলেন। লক্ষণীয়, নিজের লাশের অবমাননা দুশ্চিন্তার কারণ নহে, দুশ্চিন্তার কারণ হইতেছে পাছে পুত্র সন্তানগণ শরী'আতের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বসে! আল্লাহ্র ভয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের অন্তরে কিভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, উহার একটি নমুনাই আমরা এই মরুচারী সাহাবীর উপদেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলাম।

তাহা নহে। বরং (ব্যাপার হইতেছে) তুমি এমন অনেক আমীর ও ইমামের দেখা পাইবে, যাহারা সময়মত নামায আদায় করিবে না, দেরিতে নামায পড়িবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই ব্যাপারে আপনি আমাকে কী হুকুম করেন ? তিনি বলিলেন ঃ তুমি সময় মতই নামায আদায় করিয়া নিবে, তারপর যদি তাহাদের সহিত মিলিত হও, তবে তাহাদের সাথেও নামায পড়িয়া নিবে, কখনও বলিবে না যে, আমি তো নামায পড়িয়া নিয়াছি, তাই আর পুনরায় পড়িব না।[১]

٤٣٤- بَابُ ضَرْبِ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ اَوِ الشَّيْءِ

৪৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিস্ময়ের ক্ষেত্রে উরুতে হাত মারা

٩٦٦- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " اَلاَ تُصَلُّوْنَ " فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَنْفُسُنَا عِنْدَ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ يَقُوْلُ ﴿وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾ [الكهف : ٥٤] .

৯৬৬. হযরত আলী (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার এবং নবী দুহিতা ফাতিমার দরজায় করাঘাত করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি (রাতের নফল) নামায পড়িবে না ? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহ্‌র হাতে, যখন তাঁহার মর্জি হইবে তখনই আমরা উঠিব। তখন নবী করীম (সা) আমার কথার কোনই উত্তর না করিয়া ফিরিয়া গেলেন এবং যাইতে তাহাকে উরুতে হাত মারিয়া বলিতে শুনিলাম ঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً "এবং মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই ঝগড়াপ্রবণ" (সূরা কাহাফ ঃ ৫৪)।

٩٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاَيْتُهُ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ اَتَزْعَمُوْنَ اَنِّىْ اَكْذِبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ اَيَكُوْنُ لَكُمُ الْمَهْنَا وَعَلَىَّ الْمَاْثَمُ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ " اِذَا انْقَطَعَ شَسْعُ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِىْ فِىْ نَعْلِهِ الْاُخْرٰى حَتّٰى يُصْلِحَ " .

৯৬৭. আবূ রাযীন বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে দেখিয়াছি, তিনি তাহার নিজের ললাটে আঘাত করিয়া বলিতেছেন ঃ হে ইরাকবাসীরা! তোমরা কি মনে কর হাদীস বর্ণনার নামে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করিতেছি ? তোমরা আনন্দ করিবে আর আমার মাথার উপর

১. যে কোন মূল্যে যে সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখিতে হইবে, উহারই প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইঙ্গিত করিলেন।

গোনাহর বোঝা থাকিবে ? আমি সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির এক জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া যায় তখন সে যেন অপর জুতা পায়ে দিয়া না হাটে-যাবত না উহা মেরামত করিয়া লয়।

٤٣٥- بَابُ اِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ فَخِذَ اَخِيْهِ وَلَمْ يُرِدْبِهِ سُوْءًا

৪৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ অপর ভাইয়ের উরুতে থাপ্পড় মারিয়া কথা বলা যদি উদ্দেশ্য খারাপ না হয়

٩٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَمَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ اَبِىْ الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ بِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ فَاَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ اِبْنَ زِيَادٍ قَدْ اَخَّرَ الصَّلَاةَ فَمَا تَاْمُرُ ؟ فَضَرَبَ فَخِذِىْ ضَرْبَةً (اَحْسِبُهُ قَالَ حَتّٰى اَثَرَ فِيْهَا) ثُمَّ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا ذَرٍّ كَمَا سَاَلْتَنِىْ فَضَرَبَ فَخِذِىْ كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا اُصَلِّىْ .

৯৬৮. আবুল আলিয়া বারা বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিত (রা) আমার বাড়ির পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, আমি তাঁহার জন্য চেয়ার বাড়াইয়া দিলাম। তিনি তাহাতে বসিলেন। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আচ্ছা ইব্ন যিয়াদ যে নামায দেরিতে পড়িতে শুরু করিল, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি করিতে বলেন? তখন তিনি আমার উরুতে একটি থাপ্পড় মারিলেন। (রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি এ প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, উহার আঘাত আমার উরুতে যেন লাগিয়াও ছিল।) তারপর তিনি বলিলেন, হুবহু এই প্রশ্নটি আমি হযরত আবূ যারকে করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমার উরুতে থাপ্পড় মারিলেন। যেমনিভাবে তোমার উরুতে আমি থাপ্পড় মারিলাম, তখন তিনি বলিলেন, তুমি ওয়াক্ত মতই নামায পড়িয়া লইবে, যদি পরে তাহাদের সহিত মিলিত হও তবে (তাহাদের সাথে) নামায পড়িয়া নিবে, তবুও বলিবে না, আমি তো নামায পড়িয়া নিয়াছি, সুতরাং এখন আর নামায পড়িতেছি না।"

٩٦٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِىْ اُطُمِ بَنِىْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحِلْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ "اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟" فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ فَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ فَرَضَّهُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ " اٰمَنْتُ

بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ " ثُمَّ قَالَ لاِبْنِ صَيَّادٍ " مَاذَا تَرَى " ؟ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَاْتِيْنِىْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ "خَلَطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ " قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا " قَالَ هُوَ الدُّخُّ قَالَ " اَخْسَاَ فَلَمْ تَعْدُ قَدْرَكَ " قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَاْذَنُ لِىْ فِيْهِ اَنْ اُضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ " اِنَّ يَكُ هُوَ " لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُ هُوَ فَلاَ خَيْرَلَكَ فِىْ قَتْلِهٖ "

قَالَ سَالِمٌ وَسَمِعْتُ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ وَاُبَىُّ ابْنُ كَعْبِ الْاَنْصَارِىُّ يَوْمًا اِلَى النَّخْلِ الَّتِىْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ طَفِقَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَسْمَعُ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَّرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهٖ فِىْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا زَمْزَمَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِاِبْنِ صَيَّادٍ اَىْ صَافُ (وَهُوَ اسْمُهُ) هٰذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَا هِىَ ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " لَوْ تَرَكَتْهُ لَبَيَّنَ "

قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ "اِنِّىْ اُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ اُنْذِرَ بِهٖ قَوْمَهُ لَقَدْ اَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهٖ وَلٰكِنْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْ نَبِىٌّ لِقَوْمِهٖ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرٍ .

৯৬৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদা উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে একদল সাহাবীসহ ইব্ন সাইয়াদের খোঁজে বাহির হইলেন। শেষ পর্যন্ত তাহারা তাহাকে বনি মাগাল গোত্রের দুর্গে ছেলেপেলেদের সাথে খেলায় রত অবস্থায় পাইলেন। ইব্ন সাইয়াদ তখন প্রায় বালিগ হয় হয়। তাহাদের উপস্থিতি সে টের পায় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ পর্যন্ত পবিত্র হস্তে তাহার পিঠে থাপ্পড় মারিলেন। অতঃপর বলিলেন, তুমি কি একথার সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল ? সে তখন তাঁহার দিকে তাকাইল এবং বলিয়া উঠিল ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি উম্মী অর্থাৎ নিরক্ষরদের নবী। ইব্ন সাইয়াদ বলিল ঃ আমি যে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ্ আপনি কি তাহার সাক্ষ্য দেন ? নবী করীম (সা) তখন তাহার কাঁধে থাপ্পড় মারিয়া বলিলেন ঃ আমি আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি। অতঃপর তিনি ইব্ন সাইয়াদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তুমি কি দেখিতে পাও ? ইব্ন সাইয়াদ বলিল, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয়টাই আসে। প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সা) বলিলেন, ব্যাপারটি তোমার কাছে বিভ্রান্তিকর করা হইয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন, আমি তোমার কাছে একটি ব্যাপার গোপন করিতেছি। (অর্থাৎ আমি মনে মনে একটি জিনিসের কথা চিন্তা করিতেছি যাহা তোমার কাছে প্রকাশ করিতেছি না।) সে বলিল ঃ উহা হইতেছে দুখ

(ধুয়া) [অন্য হাদীসের দ্বারা জানা যায় নবী করীম (সা) তখন সূরা দুখানের কথাই ভাবিতেছিলেন। (দুখান অর্থ ধোয়াই)] নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তুমি তোমার জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না। হযরত উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে উহার গর্দান মারিতে অনুমতি দেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ যদি সে (অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে প্রকাশমান দাজ্জাল) হইয়া থাকে, তবে তুমি তাহার সহিত পারিয়া উঠিবে না, আর যদি সে না হইয়া থাকে, তবে তাহার হত্যায় তোমার কোন মঙ্গল নাই।

রাবী সালিম বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরকে বলিতে শুনিয়াছি, ইহার পর আর একবার নবী করীম (সা) এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রা) সেই খেজুর বাগিচায় গিয়াছিলেন সেখানে ইব্ন সাইয়াদ ছিল। নবী করীম (সা) যখন সেখানে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি সংগোপনে খেজুর গাছের কাণ্ডের আড়ালে ইব্ন সাইয়াদ তাঁহাকে দেখিবার পূর্বেই সে যাহা বলিয়া যাইতেছিল, তাহা শুনিতে লাগিলেন। ইব্ন সাইয়াদ তখন একটি কম্বল গা-মোড়া দিয়া তাহার বিছানায় শায়িত অবস্থায় কী যেন বিড়বিড় করিয়া বকিতেছিল। ইব্ন সাইয়াদের মাতা তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল ঃ হে সাফ (ইহা ছিল তাহার নাম) এই যে মুহাম্মদ। তখন ইব্ন সাইয়াদ থামিয়া গেল। নবী করীম (সা) বলেন, সে যদি তাহাকে সতর্ক করা হইতে বিরত থাকিত তবে সে তাহার মনের কথা বলিয়া যাইত। এবং তাহার স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত।

সালিম বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা জনসমাবেশে ভাষণ প্রদান করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে প্রথমে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করিলেন—যে প্রশংসা তাঁহার জন্যই শোভনীয়। অতঃপর দাজ্জাল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদিগকে তাহার ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিতেছি এবং এমন কোন নবী নাই যিনি তাঁহার কাওমকে এ ব্যাপারে সতর্ক না করিয়াছেন এমন কি হযরত নূহ্ নবীও তাঁহার কাওমকে সতর্ক করিয়াছেন, তবে আমি তাহার ব্যাপারে এমন একটি কথা বলিতেছি যাহা পূর্ববর্তী নবীগণ বলেন নাই। জানিয়া রাখ সে হইবে কানা (একচক্ষু বিশিষ্ট) আর আল্লাহ্ কখনো কানা হইতে পারেন না।

٩٧٠- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ جُنُبًا يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ .
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ اِنَّ شَعْرِىْ اَكْثَرُ مِنْ ذَاكَ قَالَ وَضَرَبَ [جَابِرٌ] بِيَدِهِ عَلٰى فَخِذِ الْحَسَنِ فَقَالَ يَا ابْنُ اَخِىْ كَانَ شَعْرُ النَّبِىِّ ﷺ اَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَاَطْيَبُ .

৯৭০. হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন জুনুবী হইতেন অর্থাৎ যখন গোসল তাঁহার উপর ফরয হইত, তখন তিন অঞ্জলি পানি তাঁহার মাথার উপর বহাইয়া দিতেন।
হাসান ইব্ন মুহাম্মদ বলেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! আমার চুল যে অনেক বেশি ঘন, (তিন অঞ্জলিতে আমার চুল কি ভিজিবে) রাবী বলেন ঃ ইহা শুনিয়া জাবির হাসানের উরুতে একটি থাপ্পড় মারিলেন এবং বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র, নবী করীম (সা)-এর চুল তোমার চুলের চাইতেও বেশি ঘন ও সরস ছিল। (সুতরাং তাঁহার যদি তিন অঞ্জলিতে মাথা ভিজিতে পারে, তোমার না ভিজিবে কেন ?)

٤٣٦- بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يَّقْعُدَ وَيَقُوْمَ لَهُ النَّاسُ

৪৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া অপছন্দনীয়

٩٧١- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صُرِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَكُنَّا نَعُوْدُهُ فِىْ مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَاَتَيْنَاهُ وَهُوَ يُصَلِّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قِيَامًا ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى وَهُوَ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ قِيَامًا فَاَوْمَا اِلَيْنَا اَنْ اُقْعُدُوْا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " اِذَا صَلَّى الْاِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا وَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْ قِيَامًا وَلاَ تَقُوْمُوْا وَالْاِمَامُ قَاعِدٌ كَمَا تَفْعَلُ فَارِسُ بِعُظَمَائِهِمْ " .

৯৭১. একদা মদীনায় নবী করীম (সা) ঘোড়ার পিঠ হইতে একটি খেজুর গাছের গোড়ার উপর পতিত হন এবং তাঁহার পায়ে ব্যথা প্রাপ্ত হন। আমরা হযরত আয়েশা (রা)-এর গৃহে তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। একবার আমরা তাঁহার নিকট গেলাম, তখন তিনি উপবিষ্ট অবস্থায় নামায পড়িতে ছিলেন, আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িলাম। অন্য একবার আমরা তাঁহার নিকট আসিলাম। তখন তিনি ফরয নামায উপবিষ্ট অবস্থায় পড়িতে ছিলেন। আমরা কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়িলাম। তিনি আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হইল, তখন তিনি বলিলেন ঃ যখন ইমাম উপবিষ্ট অবস্থায় নামায পড়েন তখন তোমরাও উপবিষ্ট অবস্থায়ই নামায পড়িবে, আর যখন ইমাম দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়িবেন তখন তোমরাও দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়িবে। ইমাম যখন উপবিষ্ট থাকেন তখন তোমরা দণ্ডায়মান হইও না, যেমনটা করে পারস্যবাসীরা তাহাদের নেতাদের সাথে।

٩٧٢- قَالَ وُلِدَ لِغُلاَمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَ نُكَنِّيْكَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قَعَدْنَا فِى الطَّرِيْقِ نَسْاَلُهُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ " جِئْتُمُوْنِى تَسْاَلُوْنِى عَنِ السَّاعَةِ " قُلْنَا نَعَمْ قَالَ " مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ يَاْتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ " قُلْنَا وُلِدَ لِغُلاَمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَنُكَنِّيْكَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ " .

৯৭২. রাবী বলেন, আনসারদের জনৈক যুবকের গৃহে একটি শিশুর জন্ম হইল। সে তাহার নাম রাখিল মুহাম্মদ। আনসারগণ তখন বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুনিয়তে তাহাকে ডাকিব না। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে যাওয়ার পথে রাস্তায় এক জায়গায় বসিয়া পড়িলাম এবং তাঁহার কাছে কিয়ামত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিব বলিয়া আলোচনা করিলাম। অতঃপর যখন তাঁহার খেদমতে উপস্থিত

হইলাম, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে ? আমরা বলিলাম, জ্বী হ্যাঁ। বলিলেন, এমন কোন জীবিত ব্যক্তি নাই, যাহার উপর শতাব্দী কাল ঘুরিয়া আসিবে (আর সে কিয়ামতের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত না হইবে)। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনসারদের জনৈক যুবকের গৃহে একটি শিশু জন্ম হইয়াছে সে তাহার নাম রাখিয়াছে মুহাম্মদ। আনসারগণ তাহাকে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুনিয়তে আমরা তাহাকে অভিহিত করিব না। তিনি বলিলেন ঃ আনসারগণ যথার্থ কাজই করিয়াছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখিতে পার। কিন্তু আমার কুনিয়তে কাহাকেও অভিহিত করিও না।[১]

٤٣٧- بَابٌ

৪৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ

٩٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ جَعْفَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِى السُّوْقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَيْهِ فَمَرَّ يَجِدْىٍ اَسَكَّ [مَيِّتٌ] فَتَنَاوَلَهُ فَاَخَذَ بِاُذْنِهِ ثُمَّ قَالَ " اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ ؟ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ اَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ اَتُحِبُّوْنَ اَنَّهُ لَكُمْ " قَالُوْا لاَ قَالَ ذٰلِكَ لَهُمْ ثَلاَثًا فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ عَيْبًا فِيْهِ اَنَّهُ اَسَكٌّ (وَالاَسَكُّ الَّذِىْ لَيْسَ لَهُ اُذْنَانِ) فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ ؟ قَالَ فَوَاللّٰهِ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ " .

৯৭৩. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) মদীনাবাসীদের ঊর্ধ্ব দিকের পথে বাজারে প্রবেশ করিলেন। তাহার উভয় পাশেই লোক ছিল। একটি (মৃত) কানবিহীন ছাগল ছানা পথে পড়িল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার একটি কানে ধরিয়া বলিলেন ঃ কেহ আছে কি যে, এই মৃত ছাগল ছানাটি এক দেরহাম মূল্যে কিনিতে রাজী ? উপস্থিত লোকজন বলিলেন ঃ কোন মূল্যেই আমরা উহা কিনিতে রাজী নই। ইহা দ্বারা আমরা কি করিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা কি উহার মালিক হইতে পছন্দ করিবে ? তাহারা বলিলেন, জী না। তিনি উহা আমাদিগকে তিনবার বলিলেন। তখন তাহারা বলিলেন, কসম আল্লাহ্র আমরা উহা পছন্দ করি না। যদি উহা জীবিতও হইত তবুও উহা

---

১. কুনিয়াত হইতেছে সম্বোধনসূচক নাম। আরবের ঘরে ঘরে উহার প্রচলন ছিল। সাধারণত আবুল প্রযুক্ত নাম বা উপনামগুলিকেই কুনিয়ত বলা হয়। যেমন নবী করীম (সা)-এর কুনিয়ত ছিল আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা), হযরত আলী (রা)-এর কুনিয়ত আবুল হাসান (হাসানের পিতা) ইত্যাদি। ইব্ন যোগ করিয়াও কুনিয়ত হয়। যেমন ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমর প্রভৃতি।
"শতাব্দী কাল ঘুরিয়া না আসিতেই কিয়ামতের দেখা পাইবে" বলিতে শতাব্দী কালের মধ্যেই জীবিতদের প্রত্যেকেই মৃত্যুর হিমশীতল পরম স্পর্শ অনুভব করিবে এবং আখিরাতের (পরকালের) দ্বারপ্রান্তে হানা দিবে বুঝানো হইয়াছে। অন্য হাদীসে আছে কবর হইতেছে পরকালের প্রথম ঘাট। বস্তুত মৃত্যুর পরপরই মানবের পরকালের সূচনা হইয়া যায়, যদিও শেষ বিচারের ধার্য দিন হাজার হাজার বৎসর পরেও আসে। কবরে মুনকীর নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সাওয়াল-জওয়াবের সাথে সাথেই মৃত ব্যক্তি কবরের দিকে বেহেশত অথবা দোযখের হাওয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে।

দোষযুক্ত হইত, কেননা, উহার কান নাই। উহা মৃত হওয়া সত্ত্বেও আমরা কি করিয়া উহা পছন্দ করিতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কসম আল্লাহ্র তোমাদের কাছে উহা যেমন তুচ্ছ আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া ততোধিক তুচ্ছ।

٩٧٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيٍّ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي رَجُلاً تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعَضَّهُ أَبِي وَلَمْ يُكَنِّهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ قَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمُوهُ فَقَالَ إِنِّي لاَ أَهَابُ فِي هٰذَا أَحَدًا أَبَدًا إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ وَلاَ تَكْنُوهُ "
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيٍّ .... مِثْلُهُ .

৯৭৪. উতাই ইব্ন যাম্রা বলেন, এক ব্যক্তি আমার পিতার নিকটে দেখিলাম যে, জাহেলী যুগের ন্যায় বিলাপ করিতেছে। তখন আমার পিতা কোনরূপ ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া তাহাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিলেন। তখন তাহার সাথীরা তাহার দিকে তাকাইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তোমাদের কাছে হয়ত উহা খারাপ লাগিবে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি কখনো কাহাকেও পরওয়া করিব না। আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি জাহিলী যুগের ন্যায় শোকে বিলাপ করিবে, তোমরা তাহার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিবে এবং এই ব্যাপারে মোটেও তাহার প্রতি কোমল হইবে না। উতাই হইতে অন্য একটি সূত্রেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

٤٣٨- بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا خَدِرَتْ رِجْلُهُ

৪৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে ঝি ঝি ধরিলে কি বলিবে

٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَدِرَتْ رِجْلُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أُذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ .

৯৭৫. আবদুর রহমান ইব্ন সা'দ বলেন, একদা হযরত ইব্ন উমরের পায়ে ঝি ঝি ধরিল। তখন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, আপনার নিকট যে প্রিয়তম ব্যক্তির কথা স্মরণ করুন। তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ মুহাম্মদ।

٤٣٩- بَابُ

৪৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ

٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسٰى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عُوْدٌ يَضْرِبُ بِهِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَفَتَحْتُ لَهُ

وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " فَاذَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ افْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ اَوْ تَكُوْنُ " فَذَهَبْتُ فَاذَا عُثْمَانُ فَفَتَحْتُ لَهُ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ قَالَ قَالَ اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ .

৯৭৬. হযরত আবূ মূসা (রা) বর্ণনা করেন, একদা তিনি নবী করীম (সা)-এর সাথে মদীনায় কোন এক প্রাচীরের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। নবী করীম (সা)-এর হাতে তখন একটি লাঠি ছিল। তিনি উহা দ্বারা কাদা মাটিতে নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া দরজায় করাঘাত করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ উহার জন্য দরজা খুলিয়া দাও এবং তাঁহাকে বেহেশেতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি গিয়া দেখি আবূ বকর। আমি তাঁহার জন্য দরজা খুলিয়া দিলাম এবং তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করিলাম। অতঃপর একটু সময় যাইতে না যাইতেই অপর এক ব্যক্তি আসিয়া দরজায় করাঘাত করিলেন। নবী (সা) বলিলেন ঃ উহাকে দরজা খুলিয়া দাও এবং বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। গিয়া দেখি উমর! আমি তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিলাম এবং বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করিলাম। অতঃপর একটু সময় যাইতে না যাইতেই অপর এক ব্যক্তি আসিয়া দরজায় করাঘাত করিলেন। নবী করীম (সা) তখন হেলান দিয়া বসা ছিলেন, তিনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন ঃ যাও তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দাও এবং তাঁহাকেও বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর যাহা একটি কঠিন বিপর্যয়ের পর তিনি প্রাপ্ত হইবেন। আমি গিয়া দেখি উসমান। আমি তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিলাম এবং নবী করীম (সা) যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহাকে অবহিত করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ই সাহায্যকারী।

٤٤٠- بَابُ مُصَافَحَةِ الصِّبْيَانِ

৪৪০. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের সাথে মোসাফাহা

٩٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْبَةَ [عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَزَامِيُّ] قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُبَاتَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وِرْدَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَافِحُ النَّاسَ فَسَأَلَنِيْ مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ مَوْلٰى لِبَنِيْ لَيْثٍ فَمَسَحَ عَلٰى رَأْسِيْ ثَلاَثًا وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ .

৯৭৭. সালামা ইব্‌ন বিরদান বলেন, একদা আমি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে লোকজনের সাথে মোসাফাহা করিতে দেখিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কে হে বাপু ? আমি বলিলাম, আমি বনি লাইস গোত্রের একজন মুক্ত দাস। তিনি তিনবার আমার মাথায় হাত বুলাইলেন এবং বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দিন।

٤٤١ بَابُ الْمُصَافَحَةِ

৪৪১. অনুচ্ছেদ ঃ মোসাফাহা (করমর্দন)

٩٧٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ اَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " قَدْ أَقْبَلَ اَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَرَقُّ قُلُوْبًا مِنْكُمْ " فَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ .

৯৭৮. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, যখন ইয়েমেনবাসীগণ নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ইয়েমেনবাসীগণ আসিয়াছেন। তোমাদের তুলনায় তাহাদের অন্তর কোমলতর। তাহারাই সর্বপ্রথম মোসাফাহার (করমর্দনের) প্রচলন করেন।

٩٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِى جَعْفَرَ الْبَرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ أَنْ تُصَافِحَ أَخَاكَ .

৯৭৯. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, সালাম বা অভিবাদনের পূর্ণতার মধ্যে ইহাও শামিল যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে মোসাফাহা বা করমর্দনও করিবে।

٤٤٢ - بَابُ مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَ الصَّبِىِّ

৪৪২. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের বালকদের মাথায় হাত বুলানো

٩٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقِ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِىْ (وَكَانَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَاَخَذَهُ الْحَجَّاجُ مِنْهُ) قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَبْعَثُنِىْ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ فَاَخْبَرَهَا بِمَا يُعَامِلُهُمْ حَجَّاجٌ وَتَدْعُوْ لِىْ وَتَمْسَحُ رَأْسِىْ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ وَصِيْفٌ .

৯৮০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক সাকাফী বলেন, আমার পিতা যিনি প্রথমে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইরের খেদমতে ছিলেন এবং পরে হাজ্জাজ তাহাকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া নেয়। বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) আমাকে তাহার মাতা আসমা বিনতে আবূ বকরের কাছে প্রায়ই পাঠাইতেন এবং আমি তাঁহাকে হাজ্জাজের দুর্ব্যবহারের কথা অবহিত করিতাম। তিনি আমার জন্য দু'আ করিতেন এবং আমার মাথায় হাত বুলাইতেন। আমি তখন বালক মাত্র।

٤٤٣ - بَابُ الْمُعَانَقَةِ

৪৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মু'আনাকা (আলিঙ্গন)

٩٨١ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِىْ عَقِيْلٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ حَدِيْثٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَابْتَعْتُ بَعِيْرًا فَشَدَدْتُ إِلَيْهِ رَحْلِىْ شَهْرًا حَتّٰى قَدِمْتُ الشَّامَ فَإِذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ فَرَجَعَ الرَّسُوْلُ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَخَرَجَ فَاعْتَنَقَنِىْ قُلْتُ حَدِيْثٌ بَلَغَنِىْ لَمْ أَسْمَعْهُ خَشِيْتُ أَنْ أَمُوْتَ أَوْ

نَمُوْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَحْشُرُ اللّٰهُ الْعِبَادَ أَوِ النَّاسَ عُرَاةً غُرْلاً بُهْمًا" قُلْنَا مَا بُهْمًا ؟ قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ فَيُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ (أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ) أَنَا الْمَلِكُ لاَ يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَاَحَدٌ مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ وَلاَ يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَاَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ " قُلْتُ وَكَيْفَ ؟ وَإِنَّمَا نَأْتِى اللّٰهَ عُرَاةً بُهْمًا ؟ قَالَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ .

৯৮২. আবূ আকীল (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজে বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈক সাহাবী একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একখানা হাদীসের সন্ধান পান, তিনি বলেন ঃ অতঃপর আমি একটি উট ক্রয় করি এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া শাম দেশে (সিরিয়ায়) গিয়া উপস্থিত হই। সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আনিস বসবাস করিতেন। তাঁহার নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলাম যে, জাবির দ্বারে অপেক্ষমান। দূত ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল ঃ জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ নাকি ? আমি বলিলাম হ্যাঁ! তখন তিনি বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন এবং আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। আমি বলিলাম, এমন একখানি হাদীসের কথা আমার নিকট পৌঁছিয়াছে যাহা আমি নিজে শুনি নাই। আমার আশংকা হইল পাছে এই হাদীসখানা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার পূর্বে আমিই মৃত্যুমুখে পতিত হই, অথবা আপনিই মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া এই ব্যাপারে অবহিত হওয়ার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের দিন বান্দাগণকে অথবা (তিনি বলিয়াছেন) মানবকে উত্থিত করিবেন বস্ত্রহীন, সহায়-সম্বলহীনভাবে। আমরা বলিলাম, সহায়-সম্বলহীন আবার কি ? তিনি বলিলেন ঃ তাহাদের কোন সাজসরঞ্জাম কিছুই থাকিবে না। তিনি সকলকে এমন ধ্বনিতে আহবান করিবেন যে, দূরবর্তিগণ উহা শুনিতে পাইবে। (আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি ইহাও বলিয়াছেন ঃ যেমন শুনিতে পাইবে নিকটবর্তীরা) আমিই রাজাধিরাজ কোন বেহেশতবাসী বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দোযখবাসীর তাহার উপর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকিবে। আর কোন দোযখবাসীও দোযখে প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বেহেশতবাসীর তাহার উপর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকিবে। আমি বলিলাম ঃ কেমন করিয়া সে দাবি চুকাইবে যেখানে আমরা সকলে উত্থিত হইব আল্লাহ্‌র সমীপে সহায়-সম্বলহীনভাবে ? বলিলেন ঃ নেকী এবং গুনাহ দ্বারা। অর্থাৎ সেদিন দাবি চুকাইবার মাধ্যম হইবে পাপ এবং পুণ্য। পাপী তাহার পুণ্য পাওনাদারকে প্রদান করিয়া তাহার দাবি চুকাইবে আর পুণ্যবান তাহার পুণ্য পাওনাদারের দাবি আদায় করিবে।

٤٤٤- بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ

৪৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ কন্যাকে চুম্বন প্রদান

٩٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهُ حَدِيْثًا وَكَلَامًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهٖ وَكَانَ اذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهٖ فَرَحَّبَتْ وَقَبَّلَتْهُ وَاَجْلَسَتْهُ فِيْ مَجْلِسِهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا .

৯৮৩. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কথায়-বার্তায়, চলনে-বলনে হযরত ফাতিমার চাইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অধিকতর মিল আমি আর কাহারো দেখি নাই। যখন তিনি (ফাতিমা) তাঁহার নিকটে আসিতেন, তখন তিনি তাঁহার পানে ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহাকে খোশ-আমদেদ জানাইতেন, তাঁহাকে চুম্বন প্রদান করিতেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া নিজের বসার জায়গায় তাঁহাকে বসাইতেন। আর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-ও যখন তাঁহার (ফাতিমার) ওখানে যাইতেন তখন ফাতিমাও তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইতেন, তাঁহার হাত ধরিতেন, তাঁহাকে খোশ-আমদেদ জানাইতেন, তাঁহাকে তাঁহার নিজের বসার স্থানে নিয়া বসাইতেন। তিনি (ফাতিমা) তাঁহার মৃত্যুকালীন রোগের সময় তাহার নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে খোশ-আমদেদ জানাইলেন এবং তাঁহাকে চুম্বন প্রদান করিলেন।

٤٤٥- بَابُ تَقْبِيْلِ الْيَدِ

৪৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ হাতে চুম্বন দেওয়া

٩٨٤- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِىْ غَزْوَةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً قُلْنَا كَيْفَ نَلْقَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ فَرَرْنَا ؟ فَنَزَلَتْ ﴿إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ﴾ [الانفال : ١٦] فَقُلْنَا لاَنَقْدَمُ الْمَدِيْنَةَ فَلاَ يَرَانَا أَحَدٌ فَقُلْنَا لَوْ قَدِمْنَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قُلْنَا نَحْنُ الْفَرَارُوْنَ قَالَ " أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ " فَقَبَّلْنَا يَدَهُ قَالَ " أَنَا فِئَتُكُمْ .

৯৮৪. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমরা একটি যুদ্ধে ছিলাম। (প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে) আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যাই। তখন আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, আমরা কেমন করিয়া নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিব যেখানে আমরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়াছি। এমনই যুগ-সন্ধিক্ষণে নাযিল হইল কুরআন শরীফের আয়াত ঃ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ

"অবশ্য যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন স্বরূপ যদি কেহ যুদ্ধ হইতে পশ্চাৎপদ হয় তবে স্বতন্ত্র কথা" (সূরা আনফাল ঃ ১৬)।

তখন আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, আমরা আর মদীনায় গিয়া পা দিব না। তাহা হইলে আমাদিগকে কেহ দেখিবে না। আমরা আরও বলাবলি করিতে লাগিলাম, যদি আমরা মদীনায় যাই (তবে লোকে কি বলিবে ?) অতঃপর নানা কথা ভাবিয়া আমরা মদীনায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। নবী করীম (সা) ফজরের

নামায পড়িয়া তখন বাহির হইয়াছেন। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমরা তো পলাতকের দল! ফরমাইলেন : কে বলে তোমরা পলাতকের দল বরং তোমরা তো হইতেছ, পাল্টা আক্রমণকারী দল! (অর্থাৎ পাল্টা আক্রমণ করিবার সদুদ্দেশ্যেই তোমরা যুদ্ধ হইতে পশ্চাৎপসারণ করিয়া থাকিবে নিশ্চয়ই।) যদিও বা তোমাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্ত চুম্বন করিলাম। তিনি বলিয়া উঠিলেন : আমিও কিন্তু তোমাদেরই একজন।

٩٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَافُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ إِبْنِ رَزِيْنَ قَالَ مَرَرْنَا بِالرَّبَذَةِ فَقِيْلَ لَنَا هٰهُنَا سَلَمَةُ بْنِ الْأَكْوَعِ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَالَ بَايَعْتُ بِهَاتَيْنِ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجَ كَفًّالَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيْرٍ فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلْنَا هَا .

৯৮৫. আবদুর রহমান ইব্‌ন রাযীন বলেন, আমরা একদা রাবাযা নামক স্থান অতিক্রম করিতেছিলাম। আমাদিগকে বলা হইল যে, (রাসূলুল্লাহ্‌র সাহাবী) হযরত সালমা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) এখানে বসবাস করেন। আমরা তাঁহার খেদমতে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি তাঁহার হস্তদ্বয় বাহির করিলেন এবং বলিলেন : এই দুই হস্তে আমি আল্লাহ্‌র নবীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাঁহার এক হাতের তালু বাহির করিলেন। যাহা ছিল উটের পাঞ্জার মত বেশ মাংসল ও মসৃণ। আমরা উঠিয়া তাঁহার সেই তালুতে চুম্বন করিলাম।

٩٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْنِ جُدْعَانَ قَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ أَمَسَسْتَ النَّبِىَّ ﷺ بِيَدِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَبَّلَهَا .

৯৮৬. সাবিত হযরত আনাসকে বলিলেন : আপনি কি স্বহস্তে নবী করীম (সা)-কে স্পর্শ করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁহার হাত চুম্বন করিলেন।

٤٤٦- بَابُ تَقْبِيْلِ الرِّجْلِ

৪৪৬. অনুচ্ছেদ : কদমবুসি বা পদচুম্বন

٩٨٧ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْنَقِ قَالَ حَدَّثَتْنِى امْرَأَةٌ مِنْ صَبَاحِ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ أَبَانَ ابْنَةَ الْوَازِعِ عَنْ جَدِّهَا أَنَّ جَدَّهَا الْوَازِعَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَدِمْنَا فَقِيْلَ ذَاكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا .

৯৮৭. ওয়াযি' ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়া হাজির হইলাম। আমাকে বলা হইল, ইনিই হইতেছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। আমরা তখন তাঁহার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধরিয়া চুমু খাইলাম।

٩٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُبرَكِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ .

৯৮৮. সুহায়ব বলেন ঃ আমি হযরত আলী (রা)-কে দেখিয়াছি তিনি হযরত আব্বাসের হস্ত ও পদদ্বয়ে চুম্বন প্রদান করিতেছেন।

٤٤٧- بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ تَعْظِيْمًا

৪৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো

٩٨٩ - حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يَقُوْلُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَرَجَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قُعُوْدٌ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَقَعَدَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ أَرْزَنَهُمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّمْثُلَ لَهُ عِبَادُ اللّٰهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنَ النَّارِ " .

৯৮৯. আবূ মিজলায বলেন ঃ একদা হযরত মু'আবিয়া (রা) আসিলেন তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) বসা অবস্থায় ছিলেন। ইব্ন আমির উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইব্ন যুবাইর (রা) বসা অবস্থায়ই রহিলেন আর তিনি ছিলেন অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। হযরত মু'আবিয়া (রা) বলিলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দারা তাহার জন্য দণ্ডায়মান হইলে খুশি অনুভব করে, সে যেন জাহান্নামে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া লয়।

٤٤٨- بَابُ بَدْءِ السَّلَامِ

৪৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের সূচনা

٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ هُمَامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى أُوْلٰئِكَ نَفَرٌ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيْبُوْنَكَ فَانَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَكُلُّ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُصُ الْخَلْقُ حَتَّى الْاٰنَ " .

৯৯০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করিলেন, আর তিনি ছিলেন ষাট হাত দীর্ঘ পুরুষ। তিনি বলিলেন ঃ যাও এবং ঐ যে ফেরেশতার দল বসিয়া রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে গিয়া সালাম দাও এবং তাহারা কি জবাব দেন তাহা শুন। ইহাই হইতেছে তোমার এবং তোমার সন্তানদিগের অভিবাদন। তিনি গিয়া বলিলেন ঃ 'আস্সালামু আলাইকুম' তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। জবাবে তাহারা বলিলেন ঃ 'আস্সালামু আলাইকুম ও রাহ্মাতুল্লাহ্' "তোমার উপর শান্তি ও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক"। তাহারা রাহমতুল্লাহ শব্দটি যোগ করিলেন। সুতরাং যাহারাই জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহারা তাহারই আকৃতির হইবে। তৎপর মানুষের আকৃতি খর্ব হইতে হইতে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

٤٤٩- بَابُ اِفْشَاءِ السَّلاَمِ

৪৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের প্রসার

٩٩١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ قِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّهْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اَفْشُوْا السَّلاَمَ تُسْلَمُوْا " .

৯৯১. হযরত বারা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা সালামের বহুল প্রচলন কর, তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবে।

٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ حَازِمٍ وَالْقَعْنَبِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْعَلاَءِ [بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ الْجُهَنِىِّ] عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُوْا أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا تَحَابُوْنَ بِهِ ؟ " قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ " اَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ " .

৯৯২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার না হইবে, তোমরা ঈমানদার হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে সৌহার্দ্য স্থাপন করিবে। আমি কি তোমাদিগকে এমন বস্তুর কথা জ্ঞাত করিব না, যাহাতে তোমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ? সাহাবাগণ আরয করিলেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিলেন ঃ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সালামের বহুল প্রচলন করিবে।

٩٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " أُعْبُدُوْا الرَّحْمٰنَ وَاَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَاَفْشُوا السَّلاَمَ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ " .

৯৯৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ রহমান অর্থাৎ দয়ালু প্রভুর ইবাদত কর, ক্ষুধার্তকে আহার্য প্রদান কর, সালামের বহুল প্রচলন কর এবং (এইসব কাজের মাধ্যমে) বেহেশতে প্রবেশ কর।

٤٥٠- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ

৪৫০. অনুচ্ছেদ ঃ যে সালাম প্রথমে দেয়

٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ يَبْدَأُ أَوْ يَبْدُرُ ابْنُ عُمَرَ بِالسَّلَامِ .

৯৯৪. বাশীর ইব্‌ন ইয়াসার বলেন, হযরত ইব্‌ন উমরের পূর্বে কেহ সালাম দিতে পারিত না।

٩٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُخَلَّدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ .

৯৯৫. আবূ যুবায়র বলেন, তিনি হযরত জাবির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে পথচারীকে সালাম দিবে। পদব্রজে পথচারী উপবিষ্টকে সালাম দিবে আর দুই পদচারীর মধ্যে যেই প্রথম সালাম দিবে সেই উত্তম।

٩٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ إِبْنِ أَبِيْ عَتِيْقٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْأَغَرَّ (وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ مَزِيْنَةَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ) كَانَتْ لَهُ أَوْسَقُ مِنْ تَمَرٍ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اِخْتَلَفَ اِلَيْهِ مِرَارًا قَالَ فَجِئْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ مَعِيَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ لَقِيْنَا سَلَّمُوْا عَلَيْنَا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَلاَ تَرَى النَّاسَ يَبْدَأُوْنَكَ بِالسَّلَامِ فَيَكُوْنُ لَهُمُ الْاَجْرُ ؟ إِبْدَاهُمْ بِالسَّلَامِ يَكُنْ لَكَ الْأَجْرُ يُحَدِّثُ هٰذَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ .

৯৯৬. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, হযরত আগর (সুযায় নামক গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং রাসূলে করীম (সা)-এর সাহচর্যে ধন্য হইয়াছিলেন) আম্‌র ইব্‌ন আউফ গোত্রের কোন এক ব্যক্তির নিকট তিনি কয়েক সের খেজুর পাওনা ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবারই এজন্য তাঁহাকে তাগাদা দেন। তিনি বলেন ঃ শেষ পর্যন্ত আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং এই ব্যাপারে নালিশ করিলাম। তিনি আমার সাথে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে পাঠাইলেন। তিনি বলেন ঃ আমরা তথায় গেলে যাহারাই আমাদের সাক্ষাতে আসিল তাহারাই আমাদিগকে সালাম প্রদান করিল। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে লোকজন তোমাকে আগে সালাম দিতেছে, সুতরাং তাহাদের সাওয়াব হইতেছে ? তুমিই তাহাদিগকে আগে সালাম দাও তাহা হইলে তোমারই সে সাওয়াব হইবে। ইব্‌ন উমর (রা) তাঁহার নিজের ব্যাপারেও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

٩٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ وَالْقَعْنَبِيُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِىٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَيَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ .

৯৯৭. হযরত আবূ আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য ইহা বৈধ নহে যে, তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কাল সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকিবে। তারপর তাহাদের দুইজনের সাক্ষাৎ হইবে। আর একজন একদিকে মুখ ফিরাইয়া নিবে অপরজন অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া লইবে। তাহাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে আগে সালাম দেয়।

٤٥١- بَابُ فَضْلِ السَّلاَمِ

৪৫১. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের মাহাত্ম্য

٩٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ زَيْدِ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى مَجْلِسٍ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ " عَشْرُ حَسَنَاتٍ " فَمَرَّ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَقَالَ " عِشْرُوْنَ حَسَنَةً " فَمَرَّ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ " ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً " فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَا أَوْشَكَ مَا نَسِىَ صَاحِبُكُمْ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنْ بَدَالَهُ أَنْ يَّجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ وَاِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ مَا الْأُوْلٰى بِأَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ " .

৯৯৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিল, তিনি তখন মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। সে ব্যক্তি বলিল ঃ আস্সালামু আলাইকুম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, (এ ব্যক্তির) দশটি নেকী হইল। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া অতিক্রম করিল। সে বলিল ঃ আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ (অর্থাৎ তোমার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ (এ ব্যক্তির) বিশটি নেকী হইল। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এই পথ দিয়া অতিক্রম করিল। সে বলিল ঃ আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এ ব্যক্তি ত্রিশটি নেকী পাইল। এমন সময় এক ব্যক্তি মজলিস হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল ঃ আর সালাম করিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমাদের সাথী কত তাড়াতাড়িই না ভুলিয়া গেল (যে সালামের কি মাহাত্ম্য?) যখন কোন ব্যক্তি মজলিসে আসে তখন তাহার উচিত সালাম দেওয়া। তারপর তাহার যদি মজলিসে বসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয় তবে সে বসিবে,

আবার সে যখন চলিয়া যাইবে তখনও তাহার সালাম দেওয়া উচিত। আগমন ও প্রস্থানের এ উভয় সালামের মধ্যে কোনটাই কোনটির চাইতে বেশি বা কম নহে। (অর্থাৎ উভয় সালামেরই সফল সাওয়াব ও গুরুত্ব রহিয়াছে।)

٩٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ : كُنْتُ رَدِيْفَ أَبِي بَكْرٍ فَيَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَيَقُوْلُوْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فُضِّلْنَا النَّاسُ الْيَوْمَ بِزِيَادَةٍ كَثِيْرَةٍ .

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ .... مِثْلُهُ .

৯৯৯ হযরত উমর (রা) বলেন, একদা আমি বাহনে হযরত আবূ বকরের সহযাত্রী ছিলাম। তিনি যে কোন জনগোষ্ঠির পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেন। তাহাদিগকেই 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। উত্তরে তাহারা বলিত 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' আর তিনি যখন বলিলেন ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' তাহারা উত্তরে বলিতে লাগিল ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিতে লাগিলেন, লোকজন আজ আমাদের চাইতে অনেক বেশি সাওয়াব লইয়া গেল।

০০০ যায়িদ প্রমুখাৎ হযরত উমরের অপর এক রিওয়ায়াতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

١٠٠٠ - حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ مَا حَسَدُوْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنِ " .

১০০০. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীরা অন্য কোন কিছুর ব্যাপারে তোমাদের প্রতি অতটুকু ঈর্ষান্বিত নহে, যতটুকু না 'সালাম ও আমীন' বলার ব্যাপারে।

٤٥٢- بَابُ السَّلَامِ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৪৫২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম আল্লাহ্‌র নামসমূহের মধ্যকার একটি নাম

١٠٠١ - حَدَّثَنَا شِهَابٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ السَّلَامَ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَضَعَهُ اللّٰهُ فِي الْاَرْضِ فَافْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ " .

১০০১. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সালাম হইতেছে আল্লাহ্র মহিমান্বিত নামসমূহের একটি। তিনি দুনিয়াবাসীদের জন্য উহা দান করিয়াছেন। সুতরাং নিজেদের মধ্যে তোমরা সালামের বহুল প্রচলন কর।

٩٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَحَلٌّ [بْنُ مُحْرِزِ الضَّبِّيُّ الْكُوْفِيُّ] قَالَ سَمِعْتُ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبَا وَائِلٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَائِلُ السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ مَنِ الْقَائِلُ اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ ؟ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ " قَالَ وَقَدْ كَانُوْا يَتَعَلَّمُوْنَهَا كَمَا يَتَعَلَّمُ اَحَدُكُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

১০০২. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, লোকজন নবী করীম (সা)-এর পশ্চাতে নামায আদায় করিত। এক ব্যক্তি একদা (আত্তাহিয়্যাতু-এর স্থলে) বলিয়া উঠিল 'আস্সালামু আলাল্লাহ', আল্লাহ্র প্রতি সালাম। নবী করীম (সা) যখন নামায সম্পন্ন করিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আস্সালামু আলাল্লাহ্' কে বলিল ? নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ স্বয়ং হইতেছেন সালাম বরং তোমরা বল "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতু, আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহূ"। "সর্বপ্রকার সম্মান, মৌখিক ও আর্থিক ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহ্রই জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহ্র করুণা এবং বরকতসমূহ অবতীর্ণ হউক। শান্তি আমাদের উপর এবং সমুদয় নেক বান্দাগণের উপর অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ বা উপাস্য নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা এবং রাসূল।] সাহাবীগণ উহা এমনভাবে গুরুত্ব ও যত্নসহকারে শিক্ষা করিতেন যেমনভাবে তোমাদের মধ্যকার কেহ কুরআন শরীফের সূরা শিক্ষা করিয়া থাকে।

٤٥٣- بَابُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ

৪৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষাতে সালাম করা মুসলমানের হক

١٠٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ " قِيْلَ وَمَا هِيَ ؟ قَالَ " اِذَا لَقِيَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاصْحَبْهُ " .

১০০৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল সেই হকগুলি কি কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন ঃ (১) যখন তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন তুমি তাহাকে সালাম দিবে। (২) সে যখন তোমাকে আহবান করিবে বা দাওয়াত করিবে তখন তুমি তাহার আহবানে সাড়া দিবে। (৩) সে যখন তোমার কাছে পরামর্শ বা উপদেশ চাহিবে তুমি তাহাকে সৎপরামর্শ বা সদুপদেশ দিবে। (৪) সে যখন হাঁচি দিয়া 'আল-হামদুলিল্লাহ্' বলিবে তখন (ইয়ারহামুকাল্লাহ্ আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন বলিয়া) তাহার হাঁচির জবাব দিবে। এবং (৫) সে যখন ইন্তিকাল করিবে তখন তাহার সঙ্গী হইবে (অর্থাৎ জানাযা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করিবে)।

٤٥٤- بَابُ يُسَلِّمُ الْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ

৪৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَك عَنْ يَحْيِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلاَمٍ عَنْ جَدِّه أَبِيْ سَلاَمٍ عَنْ أَبِيْ رَاشِدِ الْحِبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لِيُسَلِّمُ الرَّاكِبَ عَلَى الرَّاجِلِ وَلْيُسَلِّمُ الرَّاجِلِ عَلَى الْقَاعِدِ وَيُسَلِّمُ الْأَقَلُّ عَلَى الْاَكْثَرِ فَمَنْ أَجَابَ السَّلاَمَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ " .

১০০৪. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন শিব্লী বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ সাওয়ারীতে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে, পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে, অল্প সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে। যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিল, সে সালাম তাহার জন্য আর যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিল না তাহার জন্য কিছুই নাই।

١٠٠٥ - حَدَّثَنَا اسْحٰقُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ (وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) يَرْوِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرُ " .

১০০৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সাওয়ারীতে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে, পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

١٠٠٦ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ اَلْمَاشِيَانِ اِذَا اجْتَمَعَا فَاَيُّهُمَا بَدَاءَ بِالسَّلاَمِ فَهُوَ اَفْضَلُ .

১০০৬. আবূ জুবায়র বলেন ঃ আমি হযরত জাবির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ দুইজন পদচারী ব্যক্তি যখন একত্র হয়, তখন তাহাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় সেই উত্তম।

٤٥٥- بَابُ تَسْلِيْمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْقَاعِدِ

৪৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ আরোহী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে

١٠٠٧ ـ حَدَّثَنَا نَعِيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ " .

১০০৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে, পদচারী উপবিষ্ট জনকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

١٠٠٨ ـ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ ابْنُ هَانِىٍّ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَالِكٍ عَنْ فُضَالَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ " .

১০০৮. হযরত ফুযালা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ অশ্বারোহী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

٤٥٦- بَابُ هَلْ يُسَلِّمُ الْمَاشِىْ عَلَى الرَّاكِبِ

৪৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ পদচারী কি আরোহীকে সালাম দিবে?

١٠٠٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ اَنَّهُ لَقِىْ فَارِسًا فَبَدَأَهُ بِالسَّلاَمِ فَقُلْتُ تَبْدَأُ السَّلاَمَ قَالَ رَأَيْتُ شُرَيْحًا مَاشِيًا يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ .

১০০৯. হযরত হুসায়ন (রা) হযরত শা'বী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা কোন এক আরোহী ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন তাহাকে প্রথমে সালাম দেন। আমি একটু বিস্মিতভাবে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম ঃ আপনি তাহাকে প্রথমে সালাম দিতেছেন ? তিনি বলিলেন ঃ আমি হযরত শুরায়হকে পদচারী অবস্থায় প্রথমে সালাম দিতে দেখিয়াছি।

٤٥٧- بَابُ يُسَلِّمُ الْقَلِيْلُ عَى الْكَثِيْرِ

৪৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে

١٠١٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةِ قَالَ أَخْبَرَنِىْ [حُمَيْدٌ] أَبُوْ هَانِىْ أَنَّ أَبَا عَلِىٍّ } عَمْرُو بْنِ مَالِكِ الْمِصْرِىِّ] الْجُنَبِىِّ حَدَّثَهُ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ "

১০১০. হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

١٠١١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَ أَبُوْ هَانِيءٍ الْخَوْلاَنِيّ عَنْ اَبِي عَلِيٍّ الْجُنَبِيِّ عَنْ فُضَالَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ " .

১০১১. হযরত ফুযালা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ অশ্বারোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

٤٥٨- بَابُ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ

৪৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ ছোট বড়কে সালাম দিবে

١٠١٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُخَلَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلٰى ابْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ " .

১০১২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

١٠١٣ ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ " .

১০১৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ছোট বড়কে, পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যকগণ বেশি সংখ্যকগণকে সালাম দিবে।

٤٥٩- بَابُ مُنْتَهَى السَّلاَمِ

৪৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পরম সীমা

١٠١٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُخَلَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ كَانَ خَارِجَةُ [بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ] يَكْتُبُ عَلَى كِتَابِ زَيْدٍ

اِذَا سَلَّمَ قَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتِهٖ وَمَغْفِرَتُهٗ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهٖ .

১০১৪. আবূ যিনাদ বলেন, হযরত (যায়িদ ইব্ন সাবিত তনয়) খারিজা যখন হযরত যায়দকে পত্রে সালাম লিখিতেন, তখন বলিতেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتِهٖ وَمَغْفِرَتُهٗ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهٖ

"আপনার প্রতি সালাম, হে আমিরুল মু'মিনীন এবং আল্লাহ্র রহমত, বরকতসমূহ তাঁহার মাগফিরাত (ক্ষমা) ও সর্বোৎকৃষ্ট করুণা রাশি বর্ষিত হউক।"

٤٦٠- بَابُ مَنْ سَلَّمَ اِشَارَةً

৪৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ইঙ্গিতে সালাম

١٠١٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا هَيَّاجُ بْنُ بَسَّامٍ اَبُوْ قُرَّةَ الْخُرَاسَانِيُّ رَأَيْتُهُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسًا يَمُرُّ عَلَيْنَا فَيُؤْمِيْ بِيَدِهٖ اِلَيْنَا فَيُسَلِّمُ وَكَانَ بِهٖ وَضَحٌ وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ يَخْضِبُ بِالصُّفْرَةِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَقَالَتْ اَسْمَاءُ اَلْوَى النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهٖ اِلَى النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ .

১০১৫. আবূ কুর্রা খুরাসানী বলেন, হযরত আনাস (রা)-কে আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহার হাত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া আমাদিগকে সালাম করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার হাতে শ্বেত রোগের দাগ ছিল এবং আমি হযরত হাসানকে দেখিয়াছি তিনি জরদ-হলুদ খেযাব ব্যবহার করিতেন এবং তাহার মাথায় থাকিত কাল পাগড়ি। হযরত আস্মা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তাঁহার হাত দ্বারা মহিলাদের প্রতি ইঙ্গিতে সালাম করেন।

١٠١٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَعْدٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو مَعَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتّٰى اِذَا نَزَلَا سَرِفًا مَرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ بِالسَّلَامِ فَرَدَّ عَلَيْهِ .

১০১৬. হযরত সা'দ বলেন ঃ তিনি একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র এবং কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের সাথে ভ্রমণে বাহির হন। তাহারা যখন সারফ নামক স্থানে উপনীত হন তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র সেই পথে অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগকে ইঙ্গিতে সালাম করিলেন এবং তাহারা দুইজনে উহার জবাবও দিলেন।

١٠١٧ - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعِرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ التَّسْلِيْمَ بِالْيَدِ أَوْ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ التَّسْلِيْمَ بِالْيَدِ .

১০১৭. আলকামা ইব্ন মারসদ হযরত আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্‌র প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী যুগের বুযুর্গগণ হাত দ্বারা সালাম অপছন্দ করিতেন অথবা রাবী বলেন, তিনি (অর্থাৎ আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্) হাত দ্বারা সালাম করা অপছন্দ করিতেন।

٤٦١- بَابُ يُسْمِعُ اِذَا سَلَّمَ

৪৬১. অনুচ্ছেদ ঃ শুনাইয়া সালাম

١٠١٨ - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعِرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ اذَا سَلَّمْتَ فَاسْمِعْ فَانَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً .

১০১৮. সাবিত ইব্ন উবায়দ বলেন, আমি এমন এক মজলিসে উপনীত হই, যেখানে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, যখন তুমি সালাম প্রদান কর, তখন শুনাইয়া করিবে। কেননা ইহা হইতেছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে একটি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র সম্মান।

٤٦٢- بَابُ مَنْ خَرَجَ يُسَلِّمُ وَيُسَلَّمُ عَلَيْهِ

৪৬২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম আদান প্রদানের জন্য বাহির হওয়া

١٠١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَيَغْدُ وَمَعَهُ إِلَى السُّوْقِ قَالَ فَاِذَا غَدَوْنَا الَى السُّوْقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى سُقَاطٍ وَلاَ صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلاَ مِسْكِيْنٍ وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ -

قَالَ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَوْمًا فَسْتَتْبَعُنِيْ اِلَى السُّوْقِ فَقُلْتُ مَا تَصْنَعُ بِالسُّوْقِ وَاَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلْعِ وَلاَ تَسُوْمُ بِهَا وَلاَ تَجْلِسُ فِيْ مَجَالِسِ السُّوْقِ فَاجْلِسْ بِنَا هٰهُنَا فَتَحَدَّثْ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ يَا اَبَا بَطْنٍ (وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا الْبَطْنِ) اِنَّمَا نَغْدُوْ مِنْ اَهْلِ السَّلاَمِ عَلٰى مَنْ لَقِيْنَا .

১০১৯. ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন ঃ তুফায়ল ইব্ন উবাই ইব্ন কা'ব হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের কাছে যাইতেন এবং তাঁহার সাথে তিনি বাজারে যাইতেন। রাবী বলেন, আমরা যখন বাজারে যাইতাম তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এমন কোন মামুলী লোক, দোকানদার, ফকীর, মিস্‌কীন বা অন্য কোন ধরনের লোকের কাছ দিয়া অতিক্রম করিতেন না, যাহাকে তিনি সালাম না করিতেন।

তুফায়ল বলেন ঃ একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের খেদমতে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি আমাকে লইয়া বাজারে যাইতে চাহিলেন।

আমি বলিলাম, আপনি বাজারে গিয়া কি করিবেন ? না আপনি কোন কেনাকাটা করেন, না কোন সওদাপাতির দামদর জিজ্ঞাসা করেন, না দরদস্তুর করেন, আর না বাজারের কোন মজলিসে কোন দিন বসেন। বরং এখানেই আমাদিগকে নিয়া বসুন, আপনার সাথে কিছু আলাপ-আলোচনা করি। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) আমাকে বলিলেন, আরে পেটমোটা। (তুফায়লের পেট প্রকৃতই মোটা ছিল) আমি তো বাজারে যাই কেবল যাহাকে সামনে পাই তাহাকেই সালাম দেওয়ার জন্য।

٤٦٣- بَابُ التَّسْلِيْمِ اِذَا جَاءَ الْمَجْلِسَ

৪৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে গিয়া সালাম দেওয়া

١٠٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنْ رَجَعَ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنَّ الْأُخْرٰى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْأُوْلٰى "

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ......مِثْلَهُ .

১০২০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদিগের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন কোন মজলিসে গিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহার উচিত সালাম করা। সে যদি ফিরিয়া যায় তখনও সালাম করিবে। কেননা পরের সালাম প্রথমে সালাম হইতে কম নহে।[১]

٤٦٤- بَابُ التَّسْلِيْمِ اِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

৪৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস হইতে উঠিবার সময় সালাম

١٠٢١ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنْ جَلَسَ ثُمَّ بَدَالَهُ أَنْ يَقُوْمَ قَبْلَ اَنْ يَتَفَرَّقَ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنَّ الْأُوْلٰى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْأُخْرٰى " .

১০২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিত হয়, তখন তাহার উচিত সালাম করা। সে যদি মজলিসে বসে এবং অতঃপর মজলিস ভঙ্গের পূর্বেই

১. এই রিওয়ায়াতের মূল আছে فَاِنَّ الْأُخْرٰى لَيْسَتْ بِاَحَقَّ مِنَ الْأُوْلٰى অর্থাৎ দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম হইতে উত্তম নহে। কিন্তু মিশকাত শরীফে তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়া হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র যে রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে আছে فَلَيْسَتِ الْأُوْلٰى اَحَقُّ الْأُخْرٰى প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম হইতে কোন অংশেই উত্তম নহে। এই বক্তব্যই অধিকতর যুক্তিযুক্ত কেননা প্রথম সালামের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই জ্ঞাত। দ্বিতীয় সালামের গুরুত্বও যে কোন অংশে কম নহে, এই কথাটিই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এই কিতাবের ৯৮৬ নং হাদীসে হুবহু এই বক্তব্যই হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়েতের প্রকাশ পাইয়াছে। সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদের সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর অপর এক রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

উঠিয়া যাইবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাহার সালাম করিয়া উঠা উচিত। কেননা প্রথম সালাম কোন অংশেই শেষের সালাম হইতে উত্তম নহে। (অর্থাৎ উভয় সালামই সওয়াবের দিক দিয়া সমান)।

٤٦٥ بَابُ حَقُّ مَنْ سَلَّمَ اِذَا قَامَ

৪৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস হইতে প্রস্থানকালে সালাম প্রদানকারীর হক

١٠٢٢ـ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنُ قُرَّةَ قَالَ قَالَ لِيْ أَبِي يَا بُنَيَّ إِنْ كُنْتَ فِيْ مَجْلِسٍ تَرْجُوْ خَيْرَهُ فَعُجِّلَتْ بِكَ حَاجَةٌ فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ فَانَّكَ تُشْرِكُهُمْ فِيْمَا أَصَابُوْا فِيْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُوْنَ مَجْلِسًا فَيَتَفَرَّقُوْنَ عَنْهُ لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ إِلاَّ كَاَنَّمَا تَفَرَّقُوْا عَنْ جِيْفَةِ حِمَارٍ .

১০২২. মু'আবিয়া ইব্ন কুররা বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ হে বৎস, তুমি যদি কোন মজলিসে উপকার লাভের আশায় বসিয়া থাক, আর কোন প্রয়োজনে তোমাকে সেখান হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইতে বাধ্য করে তবে (প্রস্থানকালে) বলিবে ঃ সালামুন আলাইকুম! তাহা হইলে সেই মজলিসে অংশগ্রহণকারীগণ যে কল্যাণ লাভ করিবে তুমিও তাহা পাইবে আর যাহারা কোন মজলিসে অংশগ্রহণের পর আল্লাহ্কে স্মরণ করা ব্যতিরেকেই মজলিস ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া যায়, তাহারা যেন একটা মৃত গাধা হইতে উঠিয়া গেল।

١٠٢٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ عَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ مَنْ لَقِيَ اَخَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَائِطٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ .

১০২৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি তাহার অপর কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করে তাহার উচিত তাহাকে সালাম দেওয়া। যদি তাহাদের মধ্যে কোন বৃক্ষ অথবা প্রাচীর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় অতঃপর পুনরায় তাহাদের সাক্ষাৎ হয় তখন পুনরায় তাহাকে সালাম দেওয়া উচিত।

١٠٢٤ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ نِبْرَاسٍ أَبُوْ الْحَسَنَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا يَكُوْنُوْنَ فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْ يَمِيْنِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا فَاِذَا الْتَقُوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ .

১০২৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর সহচরবর্গের পথে যদি কখনো বৃক্ষ পড়িত আর তাহাদের একদল গাছের ডান পাশ দিয়া এবং অপর দল বাম পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেন। তবে পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র তাহারা পরস্পরে সালাম করিতেন।

٤٦٦- بَابُ مَنْ دَهَنَ يَدَهُ لِلْمُصَافَحَةِ

৪৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাতে তৈল মালিশ করা

١٠٢٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ وَهَبِ الْمِصْرِىِّ عَنْ قُرَيْشِ الْبَصَرِىِّ (هُوَ ابْنُ حَيَّانَ) عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِىِّ أَنَّ أَنَسًا كَانَ اذَا أَصْبَحَ دَهَنَ يَدَهُ بِدُهْنٍ طَيِّبٍ لِمُصَافَحَةِ إِخْوَانِهِ .

১০২৫. হযরত সাবিত বুনানী বলেন, হযরত আনাস (রা) প্রত্যেক দিন সকালে বন্ধুবান্ধবের সাথে করমর্দন করার উদ্দেশ্যে তাহার হাতে সুগন্ধি তৈল মালিশ করিতেন।

٤٦٧- بَابُ التَّسْلِيْمِ بِالْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِهَا

৪৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ পরিচয় অপরিচয়ে সালাম

١٠٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِىْ الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ " تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرِئُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ " .

১০২৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন ইসলাম সর্বোত্তম? (অর্থাৎ ইসলামের কোন আমল সর্বোত্তম?) তিনি বলিলেন ঃ তুমি ক্ষুধার্তকে আহার্য প্রদান করিবে, এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে।

٤٦٨- بَابُ

৪৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তার হক

١٠٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْأَفْنِيَةِ وَالصَّعْدَاتِ أَنْ يُّجْلَسَ فِيْهَا فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ لاَ نَسْتَطِيْعُهُ لاَ نُطِيْقُهُ قَالَ " اَمَا لاَ فَأَعْطُوْا حَقَّهَا " قَالُوْا وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ " غَضُّ الْبَصَرِ وَاِرْشَادُ ابْنِ السَّبِيْلِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَرَدُّ التَّحِيَّةِ " .

১০২৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরের দাওয়ায় এবং উঁচু স্থানসমূহে বসিতে বারণ করিয়াছেন। মুসলমানগণ বলিলেন, ইহা তো আমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার (ইয়া রাসূলাল্লাহ্)! তিনি বলিলেন, কেন ? তবে তোমরা উহার হক আদায় করিবে। সাহাবীগণ বলিলেন ঃ উহার হক কি কি? তিনি বলিলেন ঃ চক্ষু সংযত রাখা, পথিককে পথ চিনাইয়া দেওয়া, হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেওয়া যদি সে 'আল-হামদুলিল্লাহ্' বলিয়া থাকে এবং সালামের জবাব দেওয়া।

١٠٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا كِنَانَةُ مَوْلَى صُفَيَّةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ وَالْمَغْبُوْنَ مَنْ لَمْ يَرُدُّهُ وَاِنْ حَالَتْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَخِيْكَ شَجَرَةٌ فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِالسَّلاَمِ لاَ يَبْطَكَ فَافْعَلْ.

১০২৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, সর্বাপেক্ষা কৃপণ হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে এবং আত্ম প্রতারণকারী হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে সালামের জবাব দেয় না। যদি তোমার এবং তোমার অপর ভাইয়ের মধ্যখানে কোন বৃক্ষ পড়ে, তবে যথাসাধ্য তুমিই তাহাকে আগে সালাম দিবে, সে যেন তোমার আগে তোমাকে সালাম দিতে না পারে।

١٠٢٩- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرٍو اِبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ زَادَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مَرَّةً اُخْرٰى فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ .

১০২৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা) বলেন ঃ যখন কেহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে সালাম দিত, তিনি বর্ধিত শব্দের দ্বারা তাহার জবাব দিতেন। একদা আমি তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম, তিনি তখন উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন। আমি বলিলাম ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। তিনি জবাব দিলেন ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ! অতঃপর আর একবার আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। এবার আমি বলিলাম, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'! তিনি জবাব দিলেনঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! অতঃপর আর একবার আমি তাঁহার খেদমতে হাযির হইলাম। এইবার আমি বলিলাম ঃ 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকুতুহু'। তিনি এইবার জবাব দিলেন ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া তাইয়্যিবু সালাওয়াতিহি!

٤٦٩ - بَابُ لاَ يُسَلِّمُ عَلَى فَاسِقٍ

৪৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ফাসিক ব্যক্তিকে সালাম দিবে না

١٠٣٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ زَخْرٍ عَنْ حِبَّانِ بْنِ أَبِى جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَ تُسَلِّمُوْا عَلَى شُرَّابِ الْخَمْرِ .

১০৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আ'স (রা) বলেন ঃ তোমরা মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে সালাম দিবে না।

١٠٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ وَمُعَلًّى وَعَارِمٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ حُرْمَةٌ .

১০৩১. হযরত কাতাদা (রা) বলেন, হযরত হাসান (রা) হইতে রিওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমার এবং ফাসিক (অনাচারী পাপাসক্ত) ব্যক্তির মধ্যে সম্মানের কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

١٠٣٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ زُرَيْقٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَكْرَهُ الْاَشْتَرَنْجَ وَ يَقُوْلُ لاَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى مَنْ لَعِبَ بِهَا وَهِىَ مِنَ الْمَيْسِرِ .

১০৩২. আবূ যুরায়ক বলেন, তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে, হযরত আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) দাবা খেলা অপসন্দ করিতেন এবং প্রায়ই বলিতেন যাহারা এই খেলায় অভ্যস্ত তাহাদিগকে সালাম দিবে না। (কেননা) ইহা জুয়া বিশেষ।

٤٧ـ بَابُ مَنْ تَرَكَ السَّلاَمَ عَلَى الْمُتَخَلِّقِ وَاَصْحَابِ الْمَعَاصِىَ

৪৭০. অনুচ্ছেদ ঃ আবীর মাখা ব্যক্তি ও পাপাসক্তদিগকে সালাম না দেওয়া

١٠٣٣- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَرَنِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِى عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ رَجُلٌ مُتَخَلِّقٌ بِخُلُوْقٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَاَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْرَضْتَ عَنِّىْ؟ قَالَ "بَيْنَ عَيْنَيْهِ جَمْرَةٌ" .

১০৩৩. হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) এমন এক সম্প্রদায়ের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল আবীর মাখা। তিনি তাহাদের প্রতি তাকাইলেন এবং তাহাদিগকে সালাম দিলেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিটির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। তখন সেই ব্যক্তিটি বলিয়া উঠিল ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আপনি কি আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাহার দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে জ্বলন্ত তুলা রহিয়াছে।[১]

---

১. এই হাদীসের পাঠ (Text) অনুসারে بين عينيه -এর অনুবাদ করা হইয়াছে। তাহার দুই চক্ষুর মধ্যে অন্যান্য হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, অনেক সময় নবী (সা) কাহাকেও সরাসরি কিছু না বলিয়া পরোক্ষভাবে কথা বলিতেন বিশেষত যখন কাহার দোষ বর্ণনায় প্রয়োজন হইত। সেই অনুসারে তাহার এরূপ বলাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাশখন্দের ছাপা এই কিতাবের টীকায় বলা হইয়াছে, ভারতে মুদ্রিত সংস্করণে এবং অন্য এক সংস্করণে আছে بين عينيك অর্থাৎ তোমার দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে। যদি তাহাই হয় তবে নবী করীম (সা) সরাসরি ঐ ব্যক্তির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখার বা তাহার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের কারণ ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। স্পষ্টভাষী নবী করীম (সা)-এর পক্ষে ইহাও বিচিত্র নহে।

١٠٣٤- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَ فِى يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا رَأى الرَّجُلُ كَرَاهِيَةُ ذَهَبَ فَالْقَى الْخَاتَمَ اَخَذَ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَلَبِسَهُ وَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ قَالَ "هٰذَا شَرٌّ هٰذَا حُلِيَّةُ اَهْلِ النَّارِ" فَرَجَعَ فَطَرَحَهُ وَ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ .

১০৩৪. আম্র ইব্‌ন শুয়ায়ব ইব্‌ন মুহাম্মদ হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে স্বর্ণ নির্মিত আংটি পরিহিত অবস্থায় উপনীত হইল। নবী করীম (সা) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। সেই ব্যক্তি যখন স্বর্ণ ব্যবহারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অপসন্দ প্রত্যক্ষ করিল তখন সে ঐ আংটিটি ফেলিয়া দিয়া একটি লোহার আংটি পরিধান করিল এবং পুনরায় নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, ইহা মন্দ—ইহা হইতেছে দোযখবাসীদের অলংকার। তখন সেই ব্যক্তি ফিরিয়া গেল এবং উহাও ফেলিয়া দিয়া একটি রৌপ্য নির্মিত আংটি পরিধান করিল। তখন নবী করীম (সা) এই ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য করিলেন না।

١٠٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عَمْرٍو (هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِى النَّجِيْبِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ اَقْبَلَ مِنْ رَّجُلٌ الْبَحْرَيْنِ الَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ وَ فِى يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ حَرِيْرٍ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ مَحْزُوْنًا فَشَكَا الَىٰ امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ لَعَلَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُبَّتُكَ وَخَاتَمُكَ فَالْقِهَا ثُمَّ عُدْ فَفَعَلَ فَرَدَّ السَّلَامَ فَقَالَ جِئْتُكَ أَنِفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِّىْ؟ قَالَ "كَانَ فِىْ يَدِكَ جَمْرٌ مِنْ نَارٍ" فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُ اذًا بِجَمْرٍ كَثِيْرٍ قَالَ انْ مَاجِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِاَحَدٍ اَغْنٰى مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلٰكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا" قَالَ فَبِمَاذَا أَتَخَتَّمُ قَالَ بِحَلْقَةٍ مِنْ وَرَقٍ أَوْ صُفْرٍ أَوْ حَدِيْدٍ " .

১০৩৫. হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বাহরাইন হইতে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম দিল। কিন্তু তিনি তাহার সালামের জবাব দিলেন না। তাহার হাতে ছিল একটি স্বর্ণের আংটি এবং তাহার পরিধানে ছিল একটি রেশমী জুব্বা। তখন সেই ব্যক্তি বিষণ্ন মনে প্রস্থান করিল এবং তাহার স্ত্রীকে এই দুঃখের কথা জানাইল। তাহার স্ত্রী বলিল ঃ সম্ভবত তোমার এই জুব্বা এবং স্বর্ণের আংটির জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপ করিয়া থাকিবেন। তখন সেই ব্যক্তি এ দুইটি ফেলিয়া দিয়া পুনরায় হযরত (সা)-এর খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পুনরায় তাঁহাকে সালাম

দিল। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার সালামের জবাব দিলেন। তখন সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইতিপূর্বে আমি যখন আসিলাম, তখন আপনি আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন ? তিনি বলিলেন ঃ তোমার হাতে দোযখের অঙ্গার ছিল। তখন সেই ব্যক্তি বলিল ঃ তাহা হইলে তো আমি অনেক অঙ্গারই সঞ্চয় করিয়াছি (অর্থাৎ এইরূপ আংটি তো আমার সংখ্যায় কম নহে)। তিনি বলিলেন ঃ তুমি তো তাহাই নিয়া আসিয়াছিলে। (মনে রাখিও) কেহ হার্রা প্রান্তরের নুড়ি পাথর দিয়া প্রাচুর্যসম্পন্ন ও অভাবমুক্ত হইতে পারিবে না, বরং এইগুলি হইতেছে পার্থিব জগতের (স্বল্পস্থায়ী) সামগ্রী মাত্র। তখন ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে আমি সীল মোহর বানাইব কিসের দ্বারা ? তিনি বলিলেন ঃ রৌপ্য, পিতল অথবা লৌহ দ্বারা।[১]

٤٧١ - بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلَى الأَمِيْرِ

৪৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আমীরকে সালাম প্রদান

١٠٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ :حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ لَمْ كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَكْتُبُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيْفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيْفَةِ أَبِيْ بَكْرٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ كُتِبَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ فَقَالَ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ الشِّفَاءُ وَ كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوْلٰى وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا هُوَ دَخَلَ السُّوْقَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰى عَامِلِ الْعِرَاقَيْنِ أَنْ ابْعَثْ اِلَيَّ بِرَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ نَبِيْلَيْنِ اَسْأَلُهُمَا عَنِ الْعِرَاقِ وَاَهْلِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِ صَاحِبُ الْعِرَاقَيْنِ بِلَبِيْدِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَقَدِمَا الْمَدِيْنَةَ فَاَنَاخَا رَاحِلَتَيْهِمَا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَا الْمَسْجِدَ فَوَجَدَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ لَهُ يَا عَمْرُو اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ فَوَثَبَ عَمْرٌو فَدَخَلَ عَلٰى عُمَرَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَابَدَالَكَ فِيْ هٰذَا الْاِسْمِ يَا ابْنَ الْعَاصِ؟ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ قَالَ نَعَمْ قَدِمَ لَبِيْدُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ فَقَالَا لِيْ أَسْتَأْذِنَ لَنَا عَلٰى

১. আরবী 'খাতাম' শব্দটির অর্থ আংটি এবং সীলমোহর দুইটিই। লৌহ নির্মিত আংটি সম্পর্কে নবী (সা)-এর মন্তব্য পূববর্তী হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোহার আংটি পরিধান করিতে বলিবেন, এমনটি হইতে পারে না। এই হিসাবেই এখানে প্রশ্নকারীর শেষ প্রশ্নটিতে আংটির কথা না ধরিয়া সীলমোহরের কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। নতুবা এই বাক্যের অনুবাদ এইভাবেও করা যাইতে পারে—"তাহা হইলে আমি আংটি কিসের দ্বারা বানাইব ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই প্রশ্নের জবাব যদি নবী (সা) এইরূপ দিয়া থাকেন যে রৌপ্য, পিতল অথবা লোহা দ্বারা"। তবে বুঝাইতে হইবে যে, প্রথম দিকে নবী (সা) লোহা দ্বারা আংটি বানাইতে অনুমতি দিতেন। কিন্তু ইহার অন্য কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নাই।

اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا وَاللّٰهِ أَصَبْتُمَا إِسْمَهُ وَاَنَّهُ الْاَمِيْرُ وَ نَحْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَجَرَى الْكِتَابُ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ·

১০৩৬. ইব্‌ন শিহাব বলেন, একদা হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সুলায়মান ইব্‌ন আবূ হাসমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেখানে হযরত আবূ বকর (রা) পত্রে শিরোনামা লিখিতেন আবূ বকর খলীফায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে। অতঃপর উমর (রা) লিখিতেন উমর ইব্‌নুল খাত্তাব হযরত আবূ বকরের খলীফার (প্রতিনিধির) পক্ষ হইতে সেখানে 'আমীরুল মু'মিনীন' শব্দটি লেখার প্রচলন প্রথম কে করিল? তখন তিনি জবাব দিলেন, আমার পিতামহী শিক্ষা দিলেন প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাগণের একজন এবং হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বাজারে গেলেই যাহার সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) ইরাকের শাসনকর্তাকে লিখিয়া পাঠাইলেন আমার নিকট দুইজন বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাও যাহাদিগকে আমি ইরাক ও তাহার অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিব। ইরাকের শাসনকর্তা তখন লাবীদ ইব্‌ন রাবীয়া এবং আদী ইব্‌ন হাতিম (তাঈ)-কে তাঁহার খেদমতে পাঠাইলেন। তাঁহারা মদীনায় উপনীত হইলেন এবং তাহাদের বাহনদ্বয়কে মসজিদ প্রাঙ্গনে আসিয়া থামাইলেন। অতঃপর তাহারা মসজিদে প্রবেশ করিয়াই আমর ইব্‌ন আ'স (রা)-কে সম্মুখে পাইলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকেই বলিলেন ঃ হে আম্‌র আমীরুল মু'মিনীন! উমরের নিকট হইতে আমাদিগকে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি লইয়া দেন। আম্‌র তখন হযরত উমরের কাছে ছুটিয়া গেলেন এবং বলিলেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, এ পদবী কোথা হইতে জুটাইলে হে ইব্‌ন আ'স ? তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা প্রত্যাহার কর! তিনি বলিলেন ঃ জ্বী, লাবীদ ইব্‌ন রাবীয়া এবং আদী ইব্‌ন হাতিম আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন ঃ আমীরুল মু'মিনীনের নিকট হইতে আমাদের জন্য অনুমতি লইয়া দিন! তখন আমি বলিলাম, কসম আল্লাহ্‌র তোমরা দুইজনে তাঁহার যথার্থ নামকরণ করিয়াছ, তিনি আমীর আর আমরা মু'মিনূন। সেদিন হইতেই উহা লেখার প্রচলন হয়।

١٠٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًا حَجَّتَهُ الْأُوْلَى وَهُوَ خَلِيْفَةٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيْفِ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْاَمِيْرُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ فَاَنْكَرَهَا اَهْلُ الشَّامِ وَ قَالُوْا مَنْ هٰذَا الْمُنَافِقُ الَّذِيْ يَقْصِرُ بِتَحِيَّةِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ فَبَرَكَ عُثْمَانُ عَلٰى رُكْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ اَنْكَرُوْا عَلَيَّ أَمْرًا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ حَيَّيْتُ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ مَا أَنْكَرَهُ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِمَنْ تَكَلَّمَ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ عَلٰى رِسْلِكُمْ فَاِنَّهُ قَدْ كَانَ بَعْضَ مَا يَقُوْلُ وَلٰكِنَّ اَهْلَ الشَّامِ لَمَّا حَدَثَتْ هٰذِهِ الْفِتَنُ قَالُوْا لَا تَقْصِرُ عِنْدَنَا تَحِيَّةَ خَلِيْفَتِنَا فَاِنِّيْ أَخَا لَكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ تَقُوْلُوْنَ لِعَامِلِ الصَّدَقَةِ اَيُّهَا الْأَمِيْرُ ·

১০৩৭. যুহরী (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ খলীফা হিসাবে মু'আবিয়া (রা) যখন প্রথমবার হজ্জ করিতে আসিলেন তখন উসমান ইব্ন হানিফ আনসারী (রা) তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন ঃ আসসালামু আলাইকুম আইয়্যুহাল আমীর ওয়া রাহমাতুল্লাহ্—হে আমীর! আপনার প্রতি সালাম ও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক। সিরিয়াবাসীরা (অর্থাৎ হযরত মু'আবিয়ার সঙ্গীপদগণের উহা অত্যন্ত অপছন্দ হইল। তাহারা বলিল, কে এই মুনাফিক যে আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি অভিবাদনটাকে খাটো করিতেছে ? তখন উসমান তাহার দুই জানুর উপর ঠিক হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! উহারা এমন একটি ব্যাপারকে অপসন্দ করিল যাহা তাঁহাদের চাইতে আপনার সম্যকভাবেই জানা আছে। কসম আল্লাহ্র এই সম্বোধনে আমি হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-কে সম্বোধন করিয়াছি, তাহাদের মধ্যকার একজনও উহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই বা অপসন্দ করেন নাই। তখন মু'আবিয়া (রা) সিরিয়াবাসীদের মধ্য হইতে যে কথা বলিয়াছিল তাহাকে বলিলেন ঃ ওহে চুপ কর, সে যাহা বলিতেছে ব্যাপার অনেকটা তাই। কিন্তু সিরিয়াবাসীরা যখন সাম্প্রতিক গোলযোগ ঘটে তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি (করিয়া স্থির) করে যে, আমাদের খলীফার প্রতি অভিবাদনকে আর খাটো করিতে দিব না। হে মদীনাবাসীরা! আমি তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। তোমরা যাকাত আদায়কারীদিগকেও তো হে আমীর, বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক! (সুতরাং কেবল যাকাত আদায়কারীদিগকেই হে আমীর বলিয়া সম্বোধন করিবে, আর আমীরুল মু'মিনীন বা খলীফাকে তাঁহার পূর্ণ পদবী ব্যবহার করিয়া সম্ভ্রমের সহিত 'আমীরুল মু'মিনীন' বলিয়া সম্বোধন করিবে। তাহা হইলে উভয় সম্বোধনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান থাকিবে। কোনরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকিবে না, কেহ আনুগত্যের ব্যাপারেও সন্দেহ করিবে না।)

١٠٣٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَمَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ .

১০৩৮. হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ আমি হাজ্জাজের নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে সালাম দেই নাই।

١٠٣٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ سَلْمَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ قَالَ إِنِّيْ لَأَذْكُرُ أَوَّلَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْاَمْرَةِ بِالْكُوْفَةِ خَرَجَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ بَابِ الرَّحْبَةِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ زَعَمُوْا أَنَّهُ أَبُوْ قُرَّةَ الْكِنْدِيُّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْاَمِيْرُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَرِهَهُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْاَمِيْرُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَلْ أَنَا إِلاَّ مِنْهُمْ أَمْ لاَ قَالَ سَمَّاكُ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا بَعْدُ .

১০৩০. তামীম ইব্ন হাযলম বলেন, কূফাতে প্রথমে আমীর সম্বোধন করিয়া কে সালাম দিয়াছিল উহা আমার বেশ মনে আছে। একদা (কূফার আমীর) মুগীরা ইব্ন শু'বা কূফার রাহ্বা ফটক দিয়া বাহির হন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট কিন্দা হইতে আগমন করে। ধারণা করা হয় যে, উনি ছিলেন আবূ

কুরা কিন্দী। তিনি তাহাকে সালাম দিতে গিয়া বলেনঃ আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহাল আমীর ও রাহমাতুল্লাহ্ আস্‌সালামু আলাইকুম!
মুগীরা তাহা অপসন্দ করেন এবং প্রত্যুত্তরে বলেন ঃ "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া আইয়্যুহাল আমীরু ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ আসসালামু আলাইকুম" (অর্থাৎ হুবহু ঐ কথাগুলিরই পুনরুক্তি করেন এবং সাথে সাথে বলেন) আমি তাহাদেরই একজন কিনা!
রাবী সাম্মাক বলেন ঃ অতঃপর পরবর্তীকালে তিনি এইরূপ অভিবাদনকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেন।

١٠٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى زِيَادُ بْنُ عُبَيْدٍ (اَلرُّعَيْنِى) بَطْنٌ مِنْ حَمِيْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى رُوَيْفِعٍ وَكَانَ اَمِيْرًا عَلَى انْطَابُلُسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ [فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَى الْاَمِيْرِ] وَعَنْ عَبْدَةَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ فَقَالَ لَهُ رُوَيْفِعٌ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْنَا لَرَدَدْنَا عَلَيْكَ اَلسَّلَامَ وَلٰكِنْ إِنَّمَا سَلَّمْتَ عَلٰى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ (وَكَانَ مَسْلَمَةُ عَلٰى مِصْرَ) أَذْهَبُ اِلَيْهِ فَلْيَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ -
قَالَ زِيَادٌ وَ كُنَّا اِذَا جِئْنَا فَسَلَّمْنَا وَهُوَ فِى الْمَجْلِسِ قُلْنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

১০৪০. যিয়াদ ইব্‌ন উবায়দ (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি রুওয়ায়ফার খিদমতে উপস্থিত হই আর তিনি তখন (মিসরের আমীরের অধীনে আলেকজান্দ্রিয়া ও বুর্কার মধ্যবর্তী) উনতাবুলসের আমীর ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে সালাম দিল (এবং বলিল 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমীর) আবদা-এর রিওয়ায়েতে আছে। সে বলিল, 'আস্‌সালামু আলায়কা আইয়্যুহাল আমীর!' তখন রুওয়ায়ফা তাহাকে বলিলেন ঃ তুমি যদি আমাকেই সালাম দিতে তবে অবশ্যই আমি তোমার সালামের জবাব দিতাম বরং তুমি মাসলামা ইব্‌ন মুখাল্লাদকেই সালাম দিয়াছ (মাসলামা তখন মিসরের আমীর ছিলেন)। সুতরাং তুমি তাহার নিকট যাও, তিনিই তোমার সালামের জবাব দিবেন।
রাবী যিয়াদ বলেন ঃ আমরা যখন তাহার ওখানে যাইতাম আর তিনি মজলিসে হাযির থাকিতেন, তখন (কেবল) 'আস্‌সালামু আলাইকুম'-ই বলিতাম

٤٧٢ - بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلَى النَّائِمِ

৪৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া

١٠٤١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلٰى عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجِىُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لَا يُوْقِظُ نَائِمًا وَ يَسْمَعُ الْيَقْظَانُ .

১০৪১. হযরত মিকদাম ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) রাত্রিতে আসিয়া এমনভাবে সালাম দিতেন যে, ঘুমন্ত ব্যক্তিরা উহাতে জাগিয়া উঠিত না অথচ জাগ্রতগণ উহা শুনিতে পাইত।

٤٧٣ - بَابُ حَيَّاكَ اللّٰهُ

৪৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'আল্লাহ্ হায়াত দরাজ করুন' বলা

١٠٤٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حَيَّاكَ اللّٰهُ مِنْ مَعْرِفَةٍ -

১০৪২. শা'বী বলেন ঃ হযরত উমর (রা) হাতিম (তাঈ)-এর পুত্র আদীকে বলিয়াছিলেন ঃ আল্লাহ্ সুনামসহ তোমার হায়াত দারাজ করুন!

٤٧٤ - بَابُ مَرْحَبًا

৪৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মারহাবা স্বাগতম

١٠٤٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ كَاَنَّ مَشْيَتُهَا مَشَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ" ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ .

১০৪৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা ফাতিমা (রা) হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর তাহার হাঁটা ছিল নবী করীম (সা)-এর হাঁটারই অনুরূপ। নবী করীম (সা) তখন বলিয়া উঠিলেন ঃ মারহাবা-স্বাগতম কন্যা আমার! অতঃপর তাহাকে স্বীয় ডানপার্শ্বে অথবা বামপার্শ্বে বসাইয়া দিলেন।

١٠٤٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ هَانِيءِ بْنِ هَانِيْ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَفَ صَوْتَهُ فَقَالَ "مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ" .

১০৪৪. হযরত আলী (রা) বলেন, একদা আম্মার (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার আওয়াজ্ চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেনঃ সুজন ও পবিত্র ব্যক্তিকে মারহাবা-স্বাগতম!

٤٧٥ - بَابُ كَيْفَ رَدُّ السَّلَامِ

৪৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে সালামের জবাব দিবে

١٠٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ مِنْ أَجْلَفِ النَّاسِ وَأَشَدِّهِمْ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا وَ عَلَيْكُمْ .

১০৪৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) বলেন ঃ একদা আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে একটি গাছের ছায়ায় নবী করীম (সা)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় একজন বর্বর ও কঠোর

প্রকৃতির বেদুইন আসিয়া বলিল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'! জবাবে উপস্থিত লোকজন বলিলেন ঃ ওয়া আলাইকুম!

١٠٤٦- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ سَمِعْتُ إِبْنَ عَبَّاسٍ إِذَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ يَقُوْلُ وَ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ .

১০৪৬. আবূ হামযা বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে সালামের জবাবে ওয়া আলাইকা 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলিতে শুনিয়াছি।

١٠٤٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَ قَالَتْ قَيْلَةُ قَالَ رَجُلٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ " وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ".

১০৩৮. আবূ আবদুল্লাহ্ (অর্থাৎ ইমাম বুখারী) বলেন, কলা বিবি বর্ণনা করিয়াছেন এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল ঃ আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জবাবে তিনি বলিলেন ঃ 'ওয়া আলাইকাস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ্!'

١٠٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ "وَعَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ مِمَّنْ وَأَنْتَ؟ " قُلْتُ مِنْ غِفَارٍ .

১০৪৮. হযরত আবূ যার (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আসিয়া উপনীত হইলাম আর তিনি তখন সবেমাত্র নামায পড়িয়া উঠিয়াছেন। আমিই সেই প্রথম ব্যক্তি যে, সর্বপ্রথম তাহাকে ইসলামী রীতি অনুসারে সালাম দেই। জবাবে তিনি বলিলেন ঃ ওয়া আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্! তুমি কোন গোত্রের লোক হে! আমি বলিলাম ঃ গিফার গোত্রের।

١٠٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشُ هٰذَا جِبْرِيْلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ" قَالَتْ فَقُلْتُ وَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ تَرَى مَالاَ أَرَى تُرِيْدُ بِذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ .

১০৪৯. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে আয়েশা! ইনি হইতেছেন জিব্‌রাঈল, তিনি তোমাকে সালাম বলিতেছেন। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! আমি যাহা দেখিতে পাই না আপনি তো তাহা দেখিতে পান! হযরত আয়েশার এই সম্বোধন ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি।

١٠٥٠- حَدَّثَنَا مَطَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُسْطَامٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي بُنَيَّ إِذَا مَرَّبِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَلَا تَقُلْ وَ عَلَيْكَ كَأَنَّكَ تَخُصُّهُ بِذٰلِكَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ وَحْدَهُ وَ لٰكِنْ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

১০৫০. মু'আবিয়া ইব্ন কুর্রা বলেন, আমার পিতা একদা আমাকে বলিলেন ঃ বৎস যখন কোন ব্যক্তি তোমার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তোমাকে বলে, 'আস্সালামু আলাইকুম', তখন তুমিও আলাইকা (এবং তোমার উপর) বলিও না, কেননা, ইহাতে মনে হয়, তুমি কেবল তাহাকেই বুঝি সালাম দিতেছ, অথচ সে একা নহে, বরং তুমি বলিবে 'আস্সালামু আলাইকুম!"[১]

٤٧٦ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ

৪৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালামের জবাব দেয় না

١٠٥١- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ فَسَلَّمْتُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ يَا إِبْنَ أَخِي مَايَكُوْنُ عَلَيْكَ مِنْ ذٰلِكَ؟ رَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مَلَكٌ عَنْ يَّمِيْنِهِ .

১০৫১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামিত বলেন, আমি একদা হযরত আবূ যারকে বলিলাম, আমি আবদুর রহমান ইব্ন উম্মুল হিকামের পাশ দিয়া অতিক্রম কালে তাহাকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের কোন জবাব দিলেন না। জবাবে তিনি বলিলেন ঃ ভাতিজা, তোমার তাহাতে কি আসে যায় ? তোমার সালামের জবাব দিয়াছেন তাহার চাইতে উত্তম জন, তিনি হইতেছেন তাহার ডান পার্শ্বের ফেরেশতা।

١٠٥٢- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ السَّلَامَ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ وَضَعَهُ اللّٰهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوْهُ بَيْنَكُمْ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّوْا عَلَيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ لِأَنَّهُ ذَكَّرَهُمُ السَّلَامَ وَإِنْ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَطْيَبُ.

১০৫২. যায়িদ ইব্ন ওয়াহব হযরত আবদুল্লাহ্র সূত্রে বলেন ঃ সালাম হইতেছে আল্লাহ্র পবিত্র নাম সমূহের একটি। তিনি উহা পৃথিবীতে দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা পরস্পরের মধ্যে উহার প্রচলন কর।

---

১. 'আস্সালামু আলাইকা' মানে তোমার উপর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হউক, বহুবচনে 'আস্সালামু আলাইকুম' —তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হউক! মানুষ যদি একান্তই একা থাকে, তখনও তাহার সাথে অন্তত কিরামুন কাতিবীন ফেরেশতা দুইজনে তো থাকেনই, সুতরাং সালামের সময় কার্পণ্য না করিয়া একবচনের স্থলে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করাই বিধেয়। এ ছাড়া সম্মানার্থেও একবচনের স্থলে বহুবচনের ব্যহারের প্রচলন আরবীতে রহিয়াছে।

এক ব্যক্তি যখন কোন এক দল লোককে সালাম দেয় আর তাহারা উহার জবাব দেয় তাহাদের চাইতে তাহার একটি মর্যাদা (দর্জা) বেশি হয়, কেননা সেই তাহাদিগকে সালামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। যদি তাহারা তাহার সালামের জবাব একান্ত নাও দেয়, তবে এমন একজন তাহার দিয়া দেন যে, তাহার (বা তাহাদের) চাইতেও উত্তম ও পবিত্র।

١٠٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَلتَّسْلِيْمُ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدُّ فَرِيْضَةٌ .

১০৫৩. হিশাম বলেন ঃ হযরত হাসান (রা) বলিয়াছেন ঃ সালাম দেওয়া হইতেছে নফল (ঐচ্ছিক) কিন্তু উহার জবাব দেওয়া ফরয (বাধ্যতামূলক)।

٤٧٧ - بَابُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ

৪৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য

١٠٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىْ بَكَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اَلْكَذُوْبُ مَنْ كَذَبَ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَالْبَخِيْلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ وَالسُّرُوْقُ مَنْ سَرَقَ الصَّلَاةَ .

১০৫৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্নুল আস (রা) বলেন, সবচাইতে বড় মিথ্যাবাদী হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে শপথ করিয়া মিথ্যা বলে, কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে এবং সবচাইতে বড় চোর ঐ ব্যক্তি যে নামাযে চুরি করে, (অর্থাৎ নামাযের রুকন ইত্যাদি আদায়ে ফাঁকি দেয়।)

١٠٥٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِىْ يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ وَ إِنَّ اَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ بِالدُّعَاءِ .

১০৫৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, সেই ব্যক্তিই সবচাইতে বড় কৃপণ যে সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে, আর সবচাইতে অক্ষম ঐ ব্যক্তি যে, দোয়া করার ব্যাপারে অক্ষম।

٤٧٨ - بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

৪৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদিগকে সালাম দেওয়া

١٠٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِنَانٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلٰى صِبْيَانَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْعَلُهُ بِهِمْ

১০৫৬. সাবিত বুনানী বলেন, একদা হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বালকদের পাশ দিয়া অতিক্রমকালে তাহাদিগকে সালাম করিলেন এবং বলিলেন নবী করীম (সা) এইরূপ করিতেন।

١٠٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ رَأَيْتُ إِبْنَ عُمَرَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ فِيْ الْكِتَابِ .

১০৫৭. আম্বাসা (র) বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-কে মক্তবের বালকদিগকেও সালাম দিতে দেখিয়াছি।

٤٧٩ ـ بَابُ تَسْلِيْمِ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

৪৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার সালাম পুরুষকে

١٠٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِيْ النَّضَرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى أُمِّ هَانِيْ إِبْنَةِ أَبِيْ طَالِبٍ أَخْبَرَه أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي تَقُوْلُ ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ " مَنْ هٰذِهِ "؟ قُلْتُ أُمُّ هَانِيٍّ قَالَ " مَرْحَبًا " .

১০৫৮. আবূ তালিব তনয়া উম্মু হানী (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর ঘরে গেলাম, তিনি তখন গোসল করিতেছিলেন। আমি তাহাকে (সশব্দে) সালাম করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, উম্মু হানী। তিনি বলিলেন, মারহাবা।

١٠٥٩- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ كُنَّ النِّسَاءُ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ .

১০৫৯. মুবারক বলেন, আমি হযরত হাসানকে বলিতে শুনিয়াছি, (প্রাথমিক যুগে) মহিলাগণ পুরুষগণকে সালাম প্রদান করিতেন।

٤٨٠- بَابُ التَّسْلِيْمُ عَلَى النِّسَاءِ

৪৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সালাম করা

١٠٦٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ قَالَ بِيَدِه اِلَيْهِنَّ بِالسَّلَامِ فَقَالَ "اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ انَّ الْمُنْعَمِيْنَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ انَ الْمُنْعَمِيْنَ " قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ اللّٰهِ قَالَ " بَلٰى إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُوْلُ أَيْمَنُهَا ثُمَّ تَغْضَبُ الْغُضْبَةَ فَتَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ صَاعَةً خَيْرًا قَطُّ فَذٰلِكَ كُفْرَانُ نِعَمِ اللّٰهِ وَذٰلِكَ كُفْرَانُ الْمُنْعَمِيْنَ " .

১০৬০. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) মসজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একদল মহিলা তথায় বসা ছিলেন। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন ঃ তোমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও, তোমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞাতা থেকে সাবধান হও। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্ নবী! আমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁর দেয়া নিয়ামতরাজির প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমাদের কোন নারীর স্বামীর বিরহ-যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত হলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও তার থেকে কোন ভালো ব্যবহার পাই নি। এটাই হলো আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং এটাই হলো নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা।

١٠٦١- حَدَّثَنَا مُخَلَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنِ ابْنِ أَبِى غُنَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيَّةِ مَرَّ بِى النَّبِىُّ ﷺ وَأَنَا فِى جَوَارٍ أَوْ اَبِى فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ " إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعَمِيْنَ " وَكُنْتُ مِنْ أَجْرَاهِنَّ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا مُفْرُ الْمُنْعَمِيْنَ ؟ قَالَ " لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُوْلُ أَيْمَتُهَا مِنْ أَبَوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللّٰهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ " .

১০৬১. আসমা বিনতে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) আমাকে অতিক্রম করলেন। আমি তখন আমাদের মহিলাদের সাথে বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন ঃ নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। নারীদের মধ্যে আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতে খুবই নির্ভীক ছিলাম। অতএব আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নি'আমতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা কি? তিনি বলেন ঃ হয়তো তোমাদের কারো পিতা-মাতার ঘরে অবিবাহিত অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে স্বামী দান করেন এবং তার ঔরসে তাকে সন্তানাদি দান করেন। তারপরও সে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বলে, আমি তোমার নিকট কখনো ভালো ব্যবহার পেলাম না।

٤٨١- بَابُ مَنْ كَرِهَ تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ

৪৮১. অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট করিয়া কাহাকেও সালাম দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে

١٠٦٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ أَبِى الْحَكِيْمِ عَنْ طَارِقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ جُلُوْسًا فَجَاءَ آذِنَةٌ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ رُكُوْعًا فِى مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَمَشَيْنَا وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَبَرِّعٌ فَقَالَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ وَلَمَّا صَلَّيْنَا رَجَعَ فَوَلَجَ عَلَى أَهْلِهِ وَجَلَسْنَا فِى مَكَانِنَا نَنْتَظِرُهُ

حَتّٰى يَخْرُجَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ ؟ قَالَ طَارِقٌ أَنَا اَسْأَلُهُ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتّٰى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطَعُ الاَرْحَامِ وَفُشُوُّ الْقَلَمِ وَظُهُوْرُ الشَّهَادَةِ بِالزُّوْرِ وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ " .

১০৬২. তারিক বলেন, একদা আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদের সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় ইকামতের ধ্বনি আসিল ঃ 'কাদ্-কা-মাতিস্ সালাহ্' ! তখন তিনি উঠিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত উঠিলাম এবং আমরা গিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলাম। তিনি দেখিলেন, লোকজন মসজিদের অগ্রভাগে রুকূরত। তিনি তাক্বীর বলিয়া রুকূতে চলিয়া গেলেন। আমরাও অগ্রসর হইয়া তাঁহারই অনুরূপ কাজ করিলাম। এমন সময় একজন বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি আসিলেন। তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আলাইকুমুস্ সালাম ইয়া আবা আবদির রাহ্মান ! তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ যথার্থই বলিয়াছেন এবং তাঁহার রাসূল পূর্ণভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমাদের নামায শেষ হওয়ার পর তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের কাছে অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। আর আমরা আমাদের জায়গায় বসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময় তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। তখন আমরা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলাম, কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে ? রাবী তারিক বলিলেন, আমিই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। অতঃপর তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে ইব্ন মাসঊদ বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের প্রাক্কালে নির্দিষ্ট করিয়া সালাম দেওয়ার রেওয়াজ হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রসার ঘটিবে, এমন কি নারী তাহার স্বামীকে ব্যবসার ব্যাপারে সহযোগিতা করিবে, আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করার প্রবণতা দেখা দিবে, কলম-চর্চার বহুল প্রচলন ঘটিবে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্রাধান্য হইবে এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হইবে।

١٠٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَىُّ الاِسْلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِأُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ " .

১০৬৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) বলেন, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইসলামের কোন্ কার্য উত্তম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি ফরমাইলেন, তুমি মানুষকে আহার্য্য প্রদান করিবে এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে।

٤٨٢- بَابُ كَيْفَ نُزِلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ

৪৮২. অনুচ্ছেদ ঃ পর্দার আয়াত কেমন করিয়া নাযিল হয়?

١٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ أَنَّهُ كَانَ اِبْنُ عَشَرَ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

الْمَدِيْنَةَ فَكُنَّ أُمَّهَاتِي يُوطُونِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَخَدَمْتُهُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتُوفِّي وَأَنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ فَكَانَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مَا ابْتَنَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ بِهَا عَرُوْسًا فَدَعَى الْقَوْمَ فَأَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِيَ رَهْطٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَطَالُوْا الْمُكْثَ فَقَامَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ لِكَيْ يَخْرُجُوْا فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوْسٌ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهُ السِّتْرَ وَأَنْزَلَ الْحِجَابَ .

১০৬৪. ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনার শুভাগমনের সময় তাঁহার বয়স ছিল দশ বছর। তিনি (আনাস) বলেন, আমার মা-খালাগণ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমত করার জন্য সর্বদা তাগিদ করিতেন। আমি দীর্ঘ দশ বছর তাঁহার খেদমতে নিয়োজিত থাকি এবং তিনি যখন ইন্তিকাল করেন তখন আমার বয়স ছিল কুড়ি বছর। সেই সুবাদে পর্দার (আয়াতের) শানে-নুযূল সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার ঘটনাটা এরূপ ঃ রাসূলাল্লাহ্ (সা) হযরত যায়নাব বিন্‌তে জাহাশকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সহিত বাসর রাত্রি যাপনের পর সকালে ওলীমার দাওয়াত করেন। লোকজন খাওয়া-দাওয়ার পর চলিয়া যায়, কিন্তু কয়েকজন লোক তাঁহার ওখানে থাকিয়া যান এবং তাঁহারা তাঁহাদের এ বৈঠক দীর্ঘায়িত করেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) (বিব্রতবোধ করেন এবং) উঠিয়া বাহির হইয়া যান এবং আমিও বাহির হইয়া যাই, যাহাতে (এই ইশারা বুঝিয়া) তাঁহারাও বাহির হইয়া যান। তিনি বাহিরে আসিয়া পায়চারি করিতে থাকেন এবং আমিও তাঁহার সাথে পায়চারি করিতে থাকি। নবী (সা) পায়চারি করিতে করিতে হযরত আয়েশার হুজ্‌রার দহলিজে গিয়া পৌঁছেন। অতঃপর উহারা ততক্ষণে চলিয়া গিয়া থাকিবেন এই ধারণা করিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন এবং আমিও তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসি। তিনি বিবি যায়নাবের কাছে যান কিন্তু তাঁহারা তখনও বসিয়া ছিলেন। তিনি আবার বাহির হইলেন এবং সাথে সাথে আমিও বাহির হইলাম। তিনি (সা) পুনরায় হযরত আয়েশার দহলিজে গিয়া পৌঁছেন। অতঃপর ধারণা করেন যে, এতক্ষণে হয়ত তাহারা চলিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি ফিরিয়া আসেন এবং আমিও তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসি। তখন দেখা গেল যে, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। এই সময় নবী করীম (সা) তাঁহার এবং আমার মধ্যে পর্দা টানিয়া দেন এবং তখনই পর্দার হুকুম-সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়।

٤٨٣- بَابُ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ

৪৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ পর্দার তিনটি সময়

١٠٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ الْقَرَظِيِّ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ سُوَيْدٍ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ - يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَقَالَ مَا تُرِيْدُ ؟ فَقُلْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ فَقَالَ اِذَا وَضَعْتُ ثِيَابِي مِنَ الظَّهِيْرَةِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بَلَغَ الْحُلُمَ إِلاَّ بِإِذْنِي إِلاَّ أَنْ أَدْعُوْهُ فَذٰلِكَ إِذْنُهُ وَلاَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَعُرِفَ النَّاسُ حَتّٰى تُصَلَّى الصَّلاَةُ وَلاَ إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِي حَتّٰى أَنَامَ .

১০৬৫. ইব্‌ন শিহাব (র) সা'লাবা ইব্‌ন আবু মালিক কুরাজী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা'লাবা) সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়া পর্দার তিনটি সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমণ করেন। বনি হারিসা ইব্‌ন হারিস এর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুয়াইদের নিকট। উক্ত আবদুল্লাহ্ এই তিনটি সময় মানিয়া চলিতেন। তিনি (আবদুল্লাহ্) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কী উদ্দেশ্যে, আগমন ? আমি বলিলাম, আমিও (পর্দার) এই সময়গুলি মানিয়া চলিতে চাই। তিনি বলিলেন ঃ মধ্যাহ্নে যখন আমি গায়ের কাপড় চোপড় ছাড়ি, তখন আমার গৃহের কোন সাবালক ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে না। হ্যাঁ, আমি নিজে যদি তাহাকে ডাকি, তবে উহা তো তাহার জন্য অনুমতিই হইল। আর যখন ঊষার উদয় হয় এবং মানুষকে (উহার আলোকে) চিনা যায়, তখন হইতে ফজরের নামাযের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং যখন এশার নামাযান্তে আমি আমার গায়ের কাপড়-চোপড় পরিত্যাগ করিয়া শুইতে যাই (তখনও কেহ আমার কক্ষে আসিতে পারে না)।

٤٨٤- بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

৪৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির আপন স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার

١٠٦٦- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُوْسَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَيْسًا فَمَرَّ عُمَرُ فَدَعَاهُ فَأَكَلَ فَأَصَابَتْ يَدُهُ إِصْبَعِي فَقَالَ حَسِّ ! لَوْ أُطَاعُ فِيْكُنَّ مَا رَأَتْكُنَّ عَيْنٌ فَنَزَلَ الْحِجَابُ .

১০৬৬. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে একত্রে বসিয়া খেজুরও যবের ছাতু দ্বারা তৈরি হালুয়া (হাইস্) খাইতেছিলাম। এমন সময় উমর (রা) আসিয়া পড়িলে নবী (সা) তাঁহাকেও ডাকিয়া লইলেন। তিনিও (আমাদের সাথে) খাইলেন। খাওয়ার সময় তাঁহার হাত আমার আঙ্গুল স্পর্শ করে। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ দুত্তরী ছাই ! তোমাদের ব্যাপারে যদি আমার কথা মানা হইত, তাহা হইলে কোন (বেগানা পুরুষের) চক্ষু তোমাদিগকে দেখিতে পাইত না। তার পরপরই পর্দার বিধান (সম্বলিত আয়াত) নাযিল হয়।

١٠٦٧- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ ابْنِ مَكِيْثٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَرْجٍ مَوْلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَهِيَ خَوْلَةَ

وَهِيَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُوْلُ اخْتَلَفَ يَدِيْ وَ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

১০৬৭. খারিজা ইব্‌ন হারিসের দাদী উম্মে হাবীবা বিন্‌তে কায়িস (রা) (যাঁহার আসল নাম ছিল খাওলা) বলেন ঃ একই পাত্রে আমার এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের মধ্যে বাজাবাজি হয়। (অর্থাৎ একই পাত্রে আমরা আহার করিয়াছি।)

٤٨٥- بَابُ اِذَا دَخَلَ بَيْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنٍ

৪৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ

١٠٦٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعَنُ قَالَ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْمُوْنٍ فَلْيَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ.

১০৬৮. নাফি' বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ কেহ কোন অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার বলা উচিত ঃ আস্-সালামু আলাইনা ও আ'লা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন-"আমার ও আল্লাহ্‌র সমুদয় নেক্‌কার বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হউক!"

١٠٦٩- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا﴾ [النور : ٢٧] وَاسْتَثْنٰى مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ﴾ [النور : ٢٩]

১০৬৯. ইকরামা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا [النور: ٢٧].

"তোমরা নিজেদের ঘরসমূহ ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিবে না যাবৎ না অনুমতি গ্রহণ কর এবং তাহার অধিবাসীদিগকে সালাম প্রদান কর।" (সূরা নূর ঃ ২৭)

এর ব্যতিক্রম নির্দেশ করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ [النور : ٢٩]

"তোমাদের জন্য কোন বাধা নাই এমন গৃহে প্রবেশে যাহাতে কেহ বাস করে না অথচ সেখানে তোমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে। আল্লাহ্ অবগত আছেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর আর যাহা তোমরা গোপন রাখ।" (সূরা নূর ঃ ২৯)

٤٨٦- بَابُ (لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النور: ٥٨]

৪৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাসদাসীগণ যেন অনুমতি নিয়া ঘরে প্রবেশ করে

١٠٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ [النور ٥٨] ﴿لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ هِيَ لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ .

১০৭০. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) কুরআন শরীফের (সূরা নূর ঃ ৫৮) আয়াত ঃ

لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

"তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণ যেন ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি গ্রহণ করে" .... —এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এই নির্দেশ কেবল পুরুষদের অর্থাৎ দাসদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য, নারীদের তথা দাসীদের জন্য প্রযোজ্য নহে।

٤٨٧- بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ (وَاِذَا بَلَغَ الاَطْفَالُ مِنكُمْ الْحُلُمَ) [النور: ٥٩]

৪৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ 'শিশুরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়' কুরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে

١٠٧١- حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ عَزَلَه فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلاَّ بِإِذْنٍ .

১০৭১. নাফি' হযরত ইব্‌ন উমর (রা) সম্পর্কে বলেন, যখন তাঁহার কোন সন্তান সাবালকত্ব-প্রাপ্ত হইত, তখন তিনি তাহাকে পৃথক করিয়া দিতেন (অর্থাৎ তাহার থাকার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা করিতেন) এবং তখন আর তাঁহার অনুমতি ছাড়া এই সন্তান তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত না।

٤٨٨- بَابُ يَسْتَأْذَنُ عَلَى أُمِّهِ

৪৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাতার কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা

١٠٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَأَسْتَأْذَنُ عَلَى أُمِّيْ ؟ فَقَالَ مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا .

১০৭২. আলকামা বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঃ আমার মাতার নিকট যাইতে হইলেও কি আমাকে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ তাহার সর্বাবস্থায় তুমি তাহাকে দেখিতে পছন্দ করিবে না।

١٠٧٣- حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نَذِيْرٍ يَقُوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ فَقَالَ أَسْتَأْذِنُ عَلٰى أُمِّىْ ؟ فَقَالَ اِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا رَأَيْتَ مَا تَكْرَهُ.

১০৭৩. মুসলিম ইব্‌ন নাযীর বলেন, এক ব্যক্তি হ্যরত হুযায়ফা (রা)কে প্রশ্ন করিল, আমি কি আমার মাতার নিকট যাইতেও তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিব ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ যদি তুমি তাঁহার নিকট যাইতে অনুমতি প্রার্থনা না কর, তবে এমন অবস্থা তোমার চোখে পড়িতে পারে যাহা দেখিতে তুমি পছন্দ কর না।

٤٨٩- بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلٰى أَبِيْهِ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার নিকট যাইতে অনুমতি প্রার্থনা

١٠٧٤- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِىْ عَلٰى أُمِّىْ فَدَخَلَ فَاتَّبَعْتُهُ فَالْتَفَتَ فَدَفَعَ فِىْ صَدْرِىْ حَتّٰى أَقْعَدَنِىْ عَلٰى اِسْتِىْ ثُمَّ قَالَ أَتَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ ؟

১০৭৪. মূসা ইব্‌ন তাল্‌হা বলেন, একদা আমি আমার পিতার সাথে আমার মাতার নিকট গেলাম। তিনি গিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং আমিও তাহাকে অনুসরণ করিলাম। তিনি তখন আমার দিকে তাকাইলেন এবং আমার বুকে ধাক্কা দিয়া আমাকে পাছার উপর বসাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন ঃ অনুমতি ছাড়াই কি তুমি ঢুকিয়া পড়িলে ?

٤٩٠- وَ بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلٰى أَبِيْهِ وَوَلَدِهِ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা এবং পুত্রের নিকট যাইতে অনুমতি চাহিবে

١٠٧٥- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ إِبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلٰى وَلَدِهِ وَأُمِّهِ وَاِنْ كَانَتْ عَجُوْزًا وَأَخِيْهِ وَأُخْتِهِ وَأَبِيْهِ.

১০৭৫. আবু যুবাইর (র) বলেন, হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি তাহার পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করিতেও তাহার অনুমতি চাহিবে। তাহার মাতার কক্ষে প্রবেশ করিতে, যদিও সে বৃদ্ধা হয়, এমনকি তাহার ভাই, বোন ও তাহার পিতার কক্ষে প্রবেশ করিতেও তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিবে।

٤٩١- بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلٰى أُخْتِهِ

৪৯১. অনুচ্ছেদ ঃ বোনের নিকট যাইতে অনুমতি চাওয়া

١٠٧٦- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلٰى أُخْتِىْ ؟ فَقَالَ نَعَمْ فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ

أُخْتَانِ فِيْ حُجْرِيْ وَأَنَا أَمُوْنُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا اَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا ؟ قَالَ نَعَمْ أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ ؟ ثُمَّ قَرَأَ﴿ يَٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ [النور: ٥٨] قَالَ فَلَمْ يُؤْمَرْ هٰؤُلاَءِ بِالَّذِيْنِ إِلاَّ فِيْ هٰذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ قَالَ ﴿وَاِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩] .

১০৭৬. আ'তা বলেন, আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করিলাম, আমার বোনের নিকট ও কি আমি অনুমতি চাহিব ! তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমি ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলাম ঃ আমার দুই বোন আমার অভিভাবকত্বে আছে ; আমিই তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকি। তবুও কি তাহাদের কাছে যাইতে আমাকে তাহাদের অনুমতি লইতে হইবে ? বলিলেন ঃ হ্যা, তুমি কি তাহাদিগকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিতে চাও ? অতঃপর তিনি (তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে) তিলাওয়াত করিলেন ঃ

يَٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণ এবং তোমাদিগের মধ্যকার যাহারা এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদিগের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে তোমরা যখন কাপড়-চোপড় খুলিয়া (হাল্কাভাবে) থাক এবং ইশার নামাযের পরে। এই তিনটি সময় তোমাদিগের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। (সূরা নূর ঃ ৫৮)
অতঃপর তিনি বলেন ঃ তাহাদিগকে এই তিনটি গোপনীয়তা অবলম্বনের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় অনুমতি গ্রহণের আদেশ দেওয়া যাইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ফরমান ঃ

وَاِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

"আর যখন তোমাদিগের অপ্রাপ্তবয়স্করা বয়ঃপ্রাপ্ত (সাবালক) হইবে, তখন তাহারাও যেন তাহাদের পূর্ব-বর্তীদের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করে।" (সূরা নূর ঃ ৫৯) ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সুতরাং অনুমতি গ্রহণ অপরিহার্য। ইব্ন জুরায়জ ইহাতে আরও বর্ধিত করেন ঃ সকল লোকের কাছে গমনের ক্ষেত্রেই উহা প্রযোজ্য।

٤٩٢- بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلٰى أَخِيْهِ

৪৯২. অনুচ্ছেদ ঃ ভাইয়ের নিকট অনুমতি চাওয়া

١٠٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ كَرْدُوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلٰى أَبِيْهِ وَأَخِيْهِ وَأُخْتِهِ .

১০৭৭. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একজন লোককে তাহার পিতা, মাতা, ভাই অথবা বোনের কক্ষে প্রবেশ করিতে তাহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

٤٩٣- بَابُ الْاِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

৪৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি প্রার্থনা তিনবার

١٠٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُخَلَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْاَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُوْلًا فَرَجَعَ أَبُوْ مُوْسَى فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنَ قَيْسٍ ؟ إِيْذَنُوْ لَهُ قِيْلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذٰلِكَ فَقَالَ تَأْتِيْنِيْ عَلَى ذٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَانْطَلَقَ اِلَى مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هٰذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيْدٍ فَقَالَ عُمَرُ أَخَفِيَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ أَلْهَانِي الصَّفَقَ بِالْاَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوْجَ اِلَى التِّجَارَةِ .

১০৭৮. উবায়দ ইব্ন উমায়র বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাবের দরবারে হাযির হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করা হইল না। সম্ভবত তিনি তখন কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত আবূ মূসা (রা) ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাঁহার কাজ হইতে অবসর হইলেন বলিলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়সের আওয়াজ যেন আমার কানে আসিয়াছিল, তাঁহাকে ডাক। বল হইল, তিনি তো চলিয়া গিয়াছেন। তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার ফিরিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ (রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে) আমাদিগকে এরূপই নির্দেশ দেওয়া হইত। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তোমার এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ লইয়া আইস! তিনি তখন আনসারদের এক মজলিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যাপারটি আনুপূর্বিক বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদিগের মধ্যকার কেহ কি নবী (সা)-এর এই নির্দেশ শুনিয়াছ এবং এই ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে ? তাঁহারা বলিলেন ঃ আমাদের সর্বকনিষ্ঠ আবু সাঈদ খুদরী-ই এ ব্যাপারে সাক্ষী দিতে পারে। তখন তিনি আবু সাঈদকে লইয়াই হাযির হইলেন। তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এমন একটি নির্দেশ কি আমার নিকট অবিদিত থাকিতে পারে ? হ্যাঁ, বাজারে বাজারে বেচাকেনা লইয়া ব্যস্ততার কারণে আমি উক্ত নির্দেশ শ্রবণ করিতে পারি নাই।

٤٩٤- بَابُ الْاِسْتِئْذَانِ غَيْرَ السَّلَامِ

৪৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম না করিয়া অনুমতি প্রার্থনা

١٠٧٩- حَدَّثَنَا بَيَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْمَنْ يَسْتَأْذِنُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ لَا يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ.

১০৭৯. আ'তা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি সালাম না করিয়াই অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহাকে অনুমতি দেওয়া উচিত নহে, যাবৎ না সে প্রথমে সালাম করিয়া তারপর অনুমতি প্রার্থনা করে।

١٠٨٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَقُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ لاَ حَتّٰى يَأْتِيْ بِالْمِفْتَاحِ اَلسَّلاَمُ.

১০৮০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' না বলিয়া প্রবেশ করে তবে তাহাকে বলিয়া দিবে, না, তোমার জন্য অনুমতি নাই, যাবৎ না সে সালামরূপী চাবি লইয়া আসে।

٤٩٥- بَابُ اِذَا نَظَرَ بِغَيْرِ إِذْنٍ تُفْقَأُ عَيْنُهُ

৪৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে উঁকি মারিলে চক্ষু ফুঁড়িয়া দেওয়া

١٠٨١- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " لَوْ اَطَّلَعَ رَجُلٌ فِىْ بَيْتِكَ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ".

১০৮১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে যদি কোন ব্যক্তি তোমার ঘরে উঁকি দেয় আর তুমি তাহার চক্ষে কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া তাহার চক্ষু কানা করিয়া দাও, তবুও তোমার কোন দোষ হইবে না।

١٠٨٢- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ قَائِمًا يُصَلِّى فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِىْ بَيْتِهِ فَأَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَسَدَّدَ نَحْوَ عَيْنَيْهِ.

১০৮২. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার ঘরে উঁকি দিল, তিনি তখন তাঁহার তূণীর হইতে একটি তীর লইয়া তাহার চক্ষুদ্বয় বরাবর তাক করিলেন।

٤٩٦- بَابُ الاِسْتِئْذَانِ مِنْ أَجَلِ النَّظْرِ

৪৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ তাকাইবার জন্যই অনুমতির প্রয়োজন

١٠٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اَطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِىْ بَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ

مِدْرِى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَاهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ " لَوْ أَعْلَمَ أَنَّكَ تَنْظُرُ فِىْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِىْ عَيْنِكَ "

১০৮৩. হযরত সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরজায় ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল। তিনি তখন চিরুণী হস্তে মাথার চুল আঁচড়াইতেছিলেন। নবী করীম (সা) তাহাকে দেখিতে যাইয়া বলিলেন, যদি আমি পূর্বে জানিতে পারিতাম যে, তুমি এভাবে আমার দিকে উঁকি মারিয়া তাকাইতেছ তবে ইহা দ্বারা তোমার চক্ষু ফোটা করিয়া দিতাম।

١٠٨٤- وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ "أَنَّمَا جَعَلَ الْأُذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ "

১০৮৪. অন্য এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন ঃ এই তাকানোর জন্যই তো অনুমতি লওয়ার বিধান !

١٠٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ خُلَلٍ فِىْ حُجْرَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَدَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ.

১০৮৫. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি একটি ফাঁক দিয়া নবী করীম (সা)-এর হুজরার দিকে উঁকি মারিয়া তাকায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার তীরের ধারাল ফলা দ্বারা তাহা বন্ধ করিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি তাহার মাথা বাহির করিয়া নিল।

٤٩٧- بَابُ اِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهِ

৪৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের ভিতরের লোককে সালাম দেওয়া

١٠٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى مُوْسٰى قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلٰى عُمَرَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ ثَلَاثًا فَأَدْبَرْتُ فَأَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ أَنْ تَحْتَبِسَ عَلٰى بَابِىْ ؟ اعْلَمْ اَنَّ النَّاسَ كَذٰلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْتَبِسُوْا عَلٰى بَابِكَ فَقُلْتُ بَلْ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْكَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَرَجَعْتُ [وَكُنَّا نُؤْمَرُ بِذٰلِكَ] فَقَالَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا ؟ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعُ ؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِىْ عَلٰى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ لَاَجْعَلَنَّكَ نَكَالاً فَخَرَجْتُ حَتّٰى أَتَيْتُ نَفَرًا مِنَ الاَنْصَارِ جُلُوْسًا فِى الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوْا أَوَ يَشُمُّ فِىْ هٰذَا أَحَدٌ ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ مَا قَالَ عُمَرُ فَقَالُوْا لَا يَقُوْمُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُنَا فَقَامَ مَعِىَ أَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ أَوْ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ

يُرِيْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتّٰى أَتَاهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ سَعْدُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَلَّمْتَ مِنْ مَرَّةٍ اِلاَّ وَأَنَا أَسْمَعُ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ وَلٰكِنْ اَحْبَبْتُ أَنْ تُكْثِرَ مِنَ السَّلَامِ عَلَىَّ أَهْلَ بَيْتِىْ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى وَاللّٰهِ إِنْ كُنْتُ لاَمِيْنًا عَلٰى حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَجَلْ وَلٰكِنْ أَحْبَبْتُ اَنْ أَسْتَثْبِتَ .

১০৮৬. হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ একদা আমি হযরত উমর (রা)-এর কাছে হাযির হইবার জন্য তিন তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হইল না। আমি ফিরিয়া আসিয়া পড়িলে তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং (আমি তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলে) বলিলেন, হে আবদুল্লাহ্! আমার দরজায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করা তোমার জন্য যেমন কষ্টকর ঠেকিয়াছে, মনে রাখিও, ঠিক তেমনি তোমার দরজায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করাও লোকদের জন্য কষ্টকর ঠেকে। আমি বলিলাম (ঠিক তাহা নহে) বরং আমি তিন তিনবার করিয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াও অনুমতি না পাইয়া, অগত্যা ফিরিয়া আসিয়াছি আর আমাদিগকে এরূপ নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ এমন বিধানের কথা তুমি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছ ? আমি বলিলাম, স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে এমন একটি কথা শুনিলে, যাহা আমি শুনিতে পাইলাম না ? যদি তুমি উহার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে না পার, তবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই তোমাকে প্রদান করিব। আমি তখন (প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে) বাহির হইয়া পড়িলাম এবং মসজিদে উপবিষ্ট কয়েকজন আনসারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম (যে, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ প্রদত্ত এই বিধান সম্পর্কে অবগত আছেন কিনা ?) তাঁহারা বলিলেন ঃ এ ব্যাপারে কি কাহারও সন্দেহ্ থাকিতে পারে ? তখন আমি তাঁহাদিগকে উমর (রা) যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবগত করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, আমাদের সর্বকনিষ্ঠজনই আপনার সঙ্গে যাইবেন। তখন আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) অথবা আবূ মাসঊদ (রা) আমার সঙ্গে উমরের নিকট উপস্থিত হইয়া (নিম্নলিখিত ঘটনাটি) বর্ণনা করেন ঃ

একদা আমরা নবী করীম (সা.)-এর সাথে বাহির হইলাম। তিনি সা'দ ইব্ন উবাদার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইয়া তথায় গিয়া উপনীত হন। তিনি তাঁহাকে (সা'দকে বাহির বাটী হইতে) সালাম দিলেন, কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সালাম দিলেন, তবুও অনুমতি পাওয়া গেল না। অবশেষে তিনি বলিলেন ঃ আমাদের দায়িত্ব আমরা সম্পন্ন করিলাম। অতঃপর তিনি ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন সময় সা'দ (রা) পিছন হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে পবিত্র সত্তা আপনাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার কসম, আপনি যতবারই সালাম করিয়াছেন, প্রত্যেকবারই আমি তাহা শুনিয়াছি এবং সাথে সাথে উহার জবাবও (চুপি চুপি) দিয়াছি। কিন্তু আপনার পাক জবান হইতে আমার ও আমার গৃহবাসীদের প্রতি বেশি সালাম বর্ষিত হউক, ইহাই ছিল আমার কাম্য। (তাই ইচ্ছা করিয়াই সশব্দে উত্তর দেই নাই, যেন আপনি বারবার সালাম দেন।)

অতঃপর আবূ মূসা (রা) বলিলেন ঃ কসম আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের ব্যাপারে আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত ! ইহাতে হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ সত্য বটে, তবে আমি ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলাম।

٤٩٨- بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ إِذْنِهِ

৪৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ ডাকিয়া পাঠানোই অনুমতি দান

١٠٨٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ أَبِى الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ إِذَا دُعِىَ الرَّجُلُ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ.

১০৮৭. আবুল আহ্ওয়াস বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠানো হয় তখন ধরিয়া নিতে হইবে যে, তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

١٠٨٨- حَدَّثَنَا عِيَاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَهُوَ إِذْنُهُ " .

১০৮৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যখন তোমাদিগের কাহাকেও ডাকিয়া পাঠান হয় এবং সে প্রেরিত ব্যক্তির সাথে সাথে চলিয়া আসে, তখন উহাই তাহার জন্য অনুমতিস্বরূপ। [অর্থাৎ নতুন করিয়া তাহার আর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন করে না।]

١٠٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَهُوَ إِذْنُهُ " .

১০৮৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিকট অপর ব্যক্তির দূত পাঠানোর অর্থ তাহাকে (প্রবেশের) অনুমতি দেওয়া হইল।

١٠٩٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِى الْعَلاَنِيَةِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ ثُمَّ سَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ ثُمَّ سَلَّمْتُ الثَّالِثَةَ فَرَفَعْتُ صَوْتِىْ وَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدَّارِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَتَنَحَّيْتُ نَاحِيَةً فَقَعَدْتُ فَخَرَجَ إِلَىَّ غُلاَمٌ فَقَالَ اُدْخُلْ فَدَخَلْتُ فَقَالَ لِىْ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَمَا إِنَّكَ لَوْ زِدْتَّ لَمْ يُؤْذَنْ لَكَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الاَوْعِيَةِ فَلَمْ أَسْئَلْهُ عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ قَالَ حَرَامٌ حَتّٰى سَأَلْتُه عَنِ الْجَفِّ فَقَالَ حَرَامٌ فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَتَّخِذُ عَلٰى رَأْسِهِ اَدَمٍ فَيُوكًا.

১০৯১. আবুল আলানিয়া বলেন, একদা আমি হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-এর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে সালাম করিলাম, কিন্তু আমি অনুমতি পাইলাম না। আমি পুনরায় সালাম দিলাম

কিন্তু এবারও অনুমতি পাইলাম না। অতঃপর আমি তৃতীয়বার সালাম দিলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলাম ঃ "আস্সালামু আলাইকুম" হে গৃহবাসী! কিন্তু এবারও আমাকে অনুমতি দেওয়া হইল না। তখন আমি এক কোণায় গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এমন সময় একটি বালক বাহির হইয়া আসিয়া বলিল ঃ ভিতরে আসুন! তখন আবূ সাঈদ (রা) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ ওহে! যদি তুমি ইহার বেশি সংখ্যকবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে তবে তোমাকে আদৌ অনুমতি দেওয়া হইত না। (অর্থাৎ আমি আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করিলাম, অনুমতি প্রার্থনার সঠিক নিয়ম সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কিনা এবং সেই অনুযায়ী কাজ কর কিনা!)

রাবী আবুল আলানিয়া বলেন, অতঃপর আমি তাঁহাকে কয়েক ধরনের পাত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু আমি যে কয়েকটি পাত্র সম্পর্কেই তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, সব কয়টি সম্পর্কেই তিনি কেবল 'হারাম' শব্দ বলিলেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁহাকে মশক (ভিস্তি) সম্পর্কে প্রশ্ন করিলামঃ এবারও তিনি বলিলেন—"হারাম"। রাবী মুহাম্মদ বলেন, উহা এমন পাত্র যাহার মুখে চামড়া রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত।

٤٩٩- بَابُ كَيْفَ يَقُوْمُ عِنْدَ الْبَابِ

৪৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ দরজার সম্মুখে কেমন করিয়া দাঁড়াইবে ?

١٠٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْيَحْصَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُشْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَتَى بَابًا يُرِيْدُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ جَاءَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَانْ أُذِنَ لَهُ وَإِلاَّ انْصَرَفَ .

১০৯২. নবী করীম (সা)-এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুশ্র (রা) বলেন ঃ যখন কাহারও দ্বারপ্রান্তে কোন ব্যক্তি উপনীত হইবে এবং অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইবে তখন একেবারে দরজায় মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইবে না, বরং একটু ডানপাশে বা বামপাশে সরিয়া দাঁড়াইবে। যদি অনুমতি দেওয়া হয়, তবে ঢুকিবে, নতুবা চলিয়া যাইবে।

٥٠٠- بَابُ اِذَا اسْتَأْذَنَ فَقَالَ حَتَّى أَخْرَجَ، أَيْنَ يَقْعُدُ

৫০০. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি প্রার্থনা করিলে যদি জবাব আসে যে, আমি আসিতেছি তখন কোথায় বসিবে ?

١٠٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شُرَيْحٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ وَاهِبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُعَافِرِيُّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقَالُوْا لِي مَكَانَكَ حَتّٰى يَخْرُجَ اِلَيْكَ فَقَعَدْتُ قَرِيْبًا مِنْ بَابِهِ قَالَ فَخَرَجَ اِلَيَّ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمِنَ الْبَوْلِ هٰذَا ؟ قَالَ مِنَ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ .

১০৯৩. আবদুর রহমান ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন খাদীজ (রা) তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা আমি হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর দরবারে গেলাম এবং তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তাঁহার লোকজন আমাকে বলিল ঃ অপেক্ষা করুন, তিনি আসিতেছেন। আমি তখন দরজার সন্নিকটে বসিয়া পড়িলাম।
রাবী বলেন, অতঃপর তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। পানি আনাইয়া উযূ করিলেন এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ্ করিলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহা কি পেশাব হইতে পাক হওয়ার জন্য? তিনি বলিলেন ঃ পেশাব হইতে হউক বা অন্য কিছু হইতে হউক। (উযূতে মোজাদ্বয় মাসেহ্ করা চলে।)

٥٠١- بَابُ قَرْعِ الْبَابِ

৫০১. অনুচ্ছেদ ঃ দরজা খট্‌খটানো

١٠٩٤- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاصْفَهَانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبْوَابَ النَّبِىِّ ﷺ كَانَتْ تَقْرَعُ بِالاَظَافِيْرِ.

১০৯৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর দরজাসমূহে অঙ্গুলীসমূহের নখ দ্বারা খটখটানো হইত।

٥٠٢- بَابُ إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ

৫০২. অনুচ্ছেদ ঃ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ

١٠٩٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ (وَأَفْهَمَنِى بَعْضُهُ عَنْهُ أَبُوْ حَفْصِ بْنِ عَلِىٍّ) قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلْدَةَ بْنَ حَنْبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ الَى النَّبِىِّ ﷺ فِى الْفَتْحِ بِلَبَنٍ وَجَدَّايَةٍ وَضَغَابِيْسَ (قَالَ أَبُوْ عَاصِمٍ يَعْنِى الْبَقْلَ) وَالنَّبِىُّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِىْ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ " ارْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ " وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ.
قَالَ عَمْرُو وَأَخْبَرَنِى أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانُ بِهٰذَا عَنْ كَلْدَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلْدَةَ.

১০৯৫. আম্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান (র) বলেন, কাল্‌দা ইব্‌ন হাম্বল (র) তাঁহাকে বলিয়াছেন, সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) তাঁহাকে নবী করীম (সা)-এর দরবারে মক্কা বিজয়ের সময় দুধ, ছাগলের বাচ্চা এবং ছোট শশা (হাদীয়া স্বরূপ) দিয়া পাঠান। (রাবী আবুল আসিম ছোট শশার স্থলে 'সব্জী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।) নবী করীম (সা) তখন মক্কা উপত্যকার উচ্চভূমিতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম না কিংবা তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম না। তখন নবী করীম (সা)

ফরমাইলেন ঃ ফিরিয়া যাও এবং (পরে আসিয়া) বল ঃ "আস্-সালামু আলাইকুম", আমি কি ভিতরে আসিতে পারি? এ-ঘটনা সাফওয়ানের ইসলাম গ্রহণের অব্যবহিত পরে ঘটিয়াছিল।
রাবী আম্‌র বলেন, উমাইয়া ইব্‌ন সাফওয়ান (রা) এই ঘটনা সম্পর্কে আমাকে কালদার বরাতে অবহিত করিয়াছেন কিন্তু 'আমি কালদার কাছ হইতে নিজে শুনিয়াছি' এই একটি তিনি বলেন নাই।'

١٠٩٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى كَثِيْرُ ابْنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " اِذَا أَدْخَلَ الْبَصَرَ فَلاَ إِذْنَ لَهُ " .

১০৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি আগেই গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে, তাহার অনুমতি পাইবার অধিকার নাই।

٥٠٣- بَابُ اِذَا قَالَ أَدْخُلُ ؟ وَلَمْ يُسَلِّمْ

৫০৩. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেহ বলে, 'আসিতে পারি কি ? এবং সালাম করে না'

١٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مُخَلَّدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِذَا قَالَ أَأَدْخُلُ ؟ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَقُلْ لاَ حَتَّى تَأْتِى بِالْمِفْتَاحِ قُلْتُ اَلسَّلاَمُ ؟ قَالَ نَعَمْ.

১০৯৭. আতা বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, যখন কেহ বলে, আসিতে পারি কি ? অথচ সে সালাম করে নাই, তখন বলিয়া দাও, না, যাবৎ না তুমি প্রবেশের চাবি লইয়া আস।
রাবী (আ'তা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, চাবি মানে কি 'সালাম' ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ।

١٠٩٨- قَالَ وَأَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ أَأَلِجُ ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْجَارِيَةِ " أُخْرُجِى فَقُوْلِى لَهُ قُلْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَاِنَّهُ لَمْ يُحْسِنِ الاِسْتِئْذَانَ " قَالَ فَسَمِعْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ اِلَىَّ الْجَارِيَةُ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَقَالَ " وَعَلَيْكَ اُدْخُلْ " قَالَ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ جِئْتَ ؟ فَقَالَ " لَمْ آتِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ أَتَيْتُكُمْ لِتَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَتَدَعُوْا عِبَادَةَ اللاَّتِ وَالْعُزَّى وَتُصَلُّوْا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَتَصُوْمُوْا فِى السَّنَةِ شَهْرًا وَتَحُجُّوْا هٰذَا الْبَيْتَ وَتَأْخُذُوْا مِنْ مَالِ أَغْنِيَائِكُمْ فَتَرُدُّوْهَا عَلٰى فُقَرَائِكُمْ " قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ مِنَ الْعِلْمِ شَىْءٌ لاَتَعْلَمُهُ ؟ قَالَ " لَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ خَيْرًا وَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللّٰهُ اَلْخَمْسُ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ

اللّٰهُ ﴿إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ﴾ [لقمان: ٣٤]

১০৯৮. রিব্য়ী ইব্ন হিরাশ বলেন, বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একদা নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলেন ঃ আমি কি ভিতরে আসিতে পারি ? তখন নবী করীম (সা) তাঁহার বাঁদীকে বলিলেন ঃ বাহিরে গিয়া তাহাকে বলিয়া দাও, ওহে! তুমি বল ঃ 'আস্সালামু আলাইকুম', আমি কি ভিতরে আসিতে পারি?' কেননা, সে যথারীতি সুন্দরভাবে অনুমতি প্রার্থনা করে নাই।

রাবী বলেন, আমি বাঁদীকে বাহিরে আসিবার পূর্বেই তাহা শুনিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলাম ঃ "আস্-সালামু আলাইকুম! আমি কি ভিতরে আসিতে পারি?" তিনি বলিলেন ঃ ও 'আলাইকা, আস!' রাবী বলেন, অতঃপর আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরয করিলাম ঃ আপনি কী পয়গাম নিয়া আসিয়াছেন ? তিনি ফরমাইলেন ঃ উত্তম পয়গাম নিয়া আসিয়াছি ? আমি তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি যাহাতে তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং লাত্ ও উয্যার পূজা পরিত্যাগ কর, দিবা রাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর, বছরে একটি মাস রোযা রাখ, এই ঘরটির (কা'বা ঘরের) হাজ্জ কর এবং তোমাদের ধনীদের সম্পদ হইতে কিছু অংশ উশুল করিয়া তাহা তোমাদিগের গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দাও।

রাবী বলেন, অতঃপর আমি প্রশ্ন করিলাম, এমন কোন ইলম্ আছে কি যাহা আপনারও অজ্ঞাত ? তিনি ফরমাইলেন ঃ আল্লাহ্ই ভাল জানেন, তবে এমন অনেক ইল্ম আছে যাহা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই অবগত নহে। পাঁচটি বস্তু এমন আছে যাহা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই অবগত নহে। (অতঃপর কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন)

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ .

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামীকল্য সে কী অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন্ স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে।" (সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

٥٠٤– بَابُ كَيْفَ الاِسْتِئْذَانُ ؟

৫০৪. অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়?

١٠٩٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْىَ بْنُ آدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عُمَرُ ؟

১০৮৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এই বলিয়া ঃ 'আস্-সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ্ ! আস্-সালামু আলাইকুম ! উমর কি ভিতরে আসিতে পারে?

٥٠٥- بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ ذَا ؟ فَقَالَ أَنَا

৫০৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশ্নকারীর 'কে ?' বলার জবাবে 'আমি' বলা সম্পর্কে

١١٠٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى أَبِيْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ " مَنْ ذَا " ؟ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ " أَنَا أَنَا " كَأَنَّهُ كَرِهَهُ .

১১০০. হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ আমার পিতার দেনা সংক্রান্ত এক ব্যাপারে আমি একদা নবী করীম (সা)-এর দরবারে আসিলাম এবং দরজায় করাঘাত করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে ?' আমি বলিলাম ঃ 'আমি।' তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ 'আমি, আমি !' যেন তিনি উহা অপসন্দ করিলেন।

١١٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَبُوْ مُوْسٰى يَقْرَأُ فَقَالَ "مَنْ هٰذَا" فَقُلْتُ أَنَا بَرِيْدَةُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ! فَقَالَ " قَدْ أُعْطِيَ هٰذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ " .

১১০১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা তাঁহার পিতা বুরায়দা প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একদা নবী করীম (সা) মসজিদের দিকে বাহির হইলেন। আবূ মূসা (রা) তখন মসজিদে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিতেছিলেন। এমন সময় নবী (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এ কে ? জবাবে আমি বলিলাম, বুরায়দা অর্থাৎ আবু মূসা, আপনার জন্য কুরবান ! তখন তিনি বলিলেন ঃ উহাকে তো দাঊদ বংশীয়দের সুরমাধুর্য্য প্রদান করা হইয়াছে !

٥٠٦- بَابُ اِذَا اسْتَأْذَنَ فَقَالَ أُدْخُلُ بِسَلَامٍ

৫০৬. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি প্রার্থনার জবাবে 'শান্তি সহযোগে প্রবেশ কর' বলা

١١٠٢- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَدِيْ جَعْفَرَ الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ عَلٰى أَهْلِ بَيْتٍ فَقِيْلَ اُدْخُلْ بِسَلَامٍ فَأَبٰى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ .

১১০২. আবদুর রহমান ইব্‌ন জাদ'আন বলেন, একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের সাথে ছিলাম। তিনি একটি গৃহে প্রবেশের জন্য গৃহবাসীদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করিলে জবাবে তাঁহাকে বলা হইল ঃ

... ... (শান্তি সহযোগে প্রবেশ করুন) কিন্তু তিনি (এই জবাব শুনিয়া) প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলেন।

٥٠٧- بَابُ النَّظْرِ فِي الدُّوَرِ

৫০৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের ভিতরে উঁকি মারা !

١١٠٣- حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اِذَا دَخَلَ الْبَصَرَ فَلاَ إِذْنَ " .

১১০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন, অনুমতি প্রার্থনার পূর্বেই যদি কাহারও দৃষ্টি ঘরের অভ্যন্তরে পতিত হয় তবে তাহার (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি পাইবার কোন অধিকার নাই।

١١٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيْرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلٰى حُذَيْفَةَ فَاطَّلَعَ وَقَالَ أَدْخُلْ ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ أَمَّا عَيْنُكَ فَقَدْ دَخَلَتْ وَأَمَّا أَسْتُكَ فَلَمْ تَدْخُلْ وَقَالَ رَجُلٌ أَسْتَأْذِنُ عَلٰى أُمِّيْ ؟ قَالَ إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنُ رَأَيْتَ مَا يَسُوْءِكَ .

১০৯০. মুসলিম ইব্ন নাযীর বলেন, একব্যক্তি হযরত হুযায়ফা (রা)-এর কাছে তাঁহার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিল। অতঃপর ভিতরের দিকে উঁকি মারিল এবং বলিল, ভিতরে আসিতে পারি কি ? জবাবে হুযায়ফা (রা) বলিলেন ঃ তোমার চক্ষু ত ঢুকিয়াই পড়িয়াছে, বাকী রহিল তোমার নিতম্ব, উহা আর ঢুকিবে না। (অর্থাৎ ইহার পর আর অনুমতি চাওয়ার কী মানে ? মোটকথা, বিরক্তি সহকারে তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।)

١١٠٦- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى أَنَّ إِسْحٰقَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتٰى بَيْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَ الْبَابِ فَأَخَذَ سَهْمًا أَوْ عُوْدًا مُحَدَّدًا فَتَوَخَّى الأَعْرَابِيُّ لِيَفْقَأَ عَيْنَ الأَعْرَابِيِّ فَذَهَبَ فَقَالَ " أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ " .

১০৯১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একদা জনৈক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিল এবং দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরে উঁকি মারিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত বেদুইনের চোখ ফোটা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে একটি তীর বা চোখা কাঠ তুলিয়া লইলেন, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন ফরমাইলেন ঃ ওহে! তুমি যদি ওখানে থাকিতে তবে আমি অবশ্যই তোমার চোখ ফোটা করিয়া দিতাম।

١١٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ التُّجِيْبِىِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ مَلأَ عَيْنَهُ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُّوْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ.

১১০৭. হযরত উমর (রা) বলেন, যে ব্যক্তি অনুমতি লাভের পূর্বেই কোন ঘরের আঙিনার দিকে তাকাইয়া আপন চক্ষুদ্বয় পূর্ণ করিল (জুড়াইল) সে একটি অপকর্মই করিল।

١١٠٨- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا حَىٍّ الْمُؤَذِّبِ حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ اِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ فَانْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ حَتّٰى يَنْصَرِفَ وَلاَ يُصَلِّى وَهُوَ حَاقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ "

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ أَصَحُّ مَا يُرَى فِىْ هٰذَا الْبَابِ هٰذَا الْحَدِيْثُ

১১০৮. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোলাম সাওবান (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য বিনা অনুমতিতে কাহারও অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত করা বৈধ নহে। যদি সে এরূপ করে, তবে যেন সে উহাতে প্রবেশই করিল। আর কোন মুসলমানের জন্য ইহাও বৈধ নহে যে, সে কোন সম্প্রদায়ের ইমামতী করিবে অথচ দু'আর সময় তাহাদিগকে বাদ দিয়া কেবল নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করিয়া দু'আ করিবে। সে প্রশ্রাব পায়খানার বেগ চাপিয়াও যেন নামায না পড়ে যাবৎ না মলমূত্র ত্যাগ করিয়া হাল্‌কা হয়।
আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) বলেন, এ অধ্যায়ের হাদীসসমূহের মধ্যে ইহাই বিশুদ্ধতম হাদীস।

٥٠٨- بَابُ فَضْلِ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ

৫০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের সাথে ঘরে প্রবেশ করার ফযীলত

١١٠٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عُثْمَانَ بْنِ أَبِىْ الْعَاتِكَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبِ الْمُحَارِبِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ إِنْ عَاشَ كُفِىَ وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ " .

১১০৯. হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তিন ব্যক্তি এমন যাহাদের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌র--তাহাদের জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্‌ই তাহাদের জন্য যথেষ্ট আর মৃত্যু হইলে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে ঃ ১. যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশ করে সে মহামহিম আল্লাহ্‌র দায়িত্বে; ২. যে ব্যক্তি মসজিদ পানে বাহির হইয়া যায়, সে ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র দায়িত্বে এবং ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদে) বাহির হইয়া পড়ে, সেও আল্লাহ্‌র দায়িত্বে।

١١١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً .

قَالَ مَا رَأَيْتُهُ إِلاَّ تَوْجِيَةُ قَوْلِهِ ﴿وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾ [النساء : ٨٦]

১১১০. আবূ যুবাইর (র) বলেন, আমি হযরত জাবির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যখন তুমি তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে প্রবেশ করিবে তখন তাহাদিগকে সালাম করিবে, যাহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য হইবে একটি বরকতপূর্ণ উৎকৃষ্ট বস্তু।
রাবী বলেন, আমার মতে ইহা মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا

"যখন তোমাদিগকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরা উহার চাইতে উত্তম প্রত্যাভিবাদন কর অথবা উহাই ফিরাইয়া দাও।[অর্থাৎ কমপক্ষে উহারই পুনরাবৃত্তি কর।]" (সূরা নিসা ঃ ৮৬)—এর ব্যাখ্যা স্বরূপ।

٥٠٩- بَابُ اِذَا لَمْ يُذْكَرِ اللّٰهُ عِنْدَ دُخُوْلِهِ الْبَيْتِ يَبِيْتُ فِيْهِ الشَّيْطَانُ

৫০৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্‌র নাম না নিলে সেই ঘরে শয়তান রাত্রিযাপন করে

١١١١- حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ " اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتُ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَاِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ " .

১১১১. হযরত জাবির (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ঘরে ঢুকিবার সময় এবং আহার্য্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্‌র নাম লয় তখন শয়তান বলে ঃ এই ঘরে রাত্রিযাপনের ঠাঁই হইবে না, আহার্যও জুটিবে না। আর যখন সে ঘরে ঢুকিবার সময় আল্লাহ্‌র নাম না লয়, তখন শয়তান বলিয়া উঠে ঃ বেশ, রাত্রি যাপনের ঠাঁই তো জুটিয়া গেল, আর যদি আহার্য্য গ্রহণের

সময় আল্লাহ্‌র নাম লয় তাহা হইলে শয়তান বলিয়া উঠে ঃ বেশ, রাত্রি যাপনের ঠাঁইও আহার্য্য উভয়ই জুটিয়া গেল।

٥١٠- بَابُ مَا لاَ يُسْتَأْذَنُ فِيْهِ

৫১০. অনুচ্ছেদ ঃ যেখানে প্রবেশ করিতে অনুমতির প্রয়োজন নাই

١١١٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَعْيَنُ الْخَوَارِزِمِيُّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي دَهْلِيْزِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَاحِبِيٌّ وَقَالَ أَدْخُلُ ؟ فَقَالَ أَنَسٌ اُدْخُلْ هٰذَا مَكَانٌ لاَ يَسْتَأْذِنُ فِيْهِ أَحَدٌ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامًا فَأَكَلْنَا فَجَاءَ بِعِسٍ نَبِيْذٍ حُلْوٌ فَشَرِبَ وَسَقَانَا .

১১১২. হযরত আইয়ান খাওয়ারিযমী বলেন, একদা আমরা হযরত আনাস (রা)-এর কাছে গেলাম, তিনি তখন তাঁহার দহ্‌লিজে উপবিষ্ট ছিলেন। আমার সঙ্গী তাঁহাকে সালাম দিয়া বলিলেন ঃ ভিতরে আসিতে পারি কি ? তখন হযরত আনাস (রা) বলিলেন ঃ আস ; ইহা তো এমনি একটি স্থান যেখানে কাহারও জন্য অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন করে না। তিনি আমাদিগকে আহার্য বস্তু আগাইয়া দিলেন। আমরা উহা গ্রহণ করিলাম। তারপর তিনি একটি সুমিষ্ট নাবীযের পাত্র লইয়া আসিলেন। তিনি নিজেও উহা হইতে পান করিলেন এবং আমাদিগকেও পান করাইলেন।

٥١١- بَابُ الاِسْتِئْذَانِ فِيْ حَوَانِيْتِ السُّوْقِ

৫১১. অনুচ্ছেদ ঃ বাজারের দোকানসমূহে প্রবেশে অনুমতি লাগে না

١١١٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى بُيُوْتِ السُّوْقِ .

১১১৩. হযরত মুজাহিদ (রা) বলেন, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বাজারের দোকানসমূহে প্রবেশ করিতে অনুমতি লইতেন না।

١١١٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُخَلَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْأْذِنُ فِيْ ظُلَّةِ الْبَزَّازِ .

১১১৪. হযরত আ'তা বলেন, কাপড় বিক্রেতাদের ছাওনীতে প্রবেশে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) অনুমতি গ্রহণ করিতেন।

٥١٢- بَابُ كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى الْفُرْسِ

৫১২. অনুচ্ছেদ ঃ ফারসীতে অনুমতি গ্রহণ

١١١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْعَلاَءِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْلَى أُمِّ مِسْكِيْنِ بِنْتِ [عُمَرُ بْنِ] عَاصِمٍ

بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَرْسَلَتْنِي مَوْلاَتِي اِلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَجَاءَ مَعِيْ فَلَمَّا قَامَ بِالْبَابِ قَالَ أَنْدَرَابِيْمِ قَالَتْ أَنْدَرُوْنَ فَقَالَتْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنَّهُ يَاتِيْنِي الزَّوْرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَأَتَحَدَّثُ ؟ قَالَ تُحَدِّثِيْ مَا لَمْ تُوْتِرِيْ فَاِذَا أَوْتَرْتِ فَلاَ حَدِيْثَ بَعْدَ الْوِتْرِ .

১১১৫. হযরত উমর (রা)-এর পৌত্রী উম্মে মিস্‌কীনের গোলাম আবূ আবদুল মালিক বলেন, একদা আমার মনিব (উম্মে মিস্‌কীন) আমাকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে ডাকিতে পাঠাইলেন। তিনি আমার সাথে আসিলেন। তিনি যখন দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন (ফারসীতে) বলিলেন ঃ أَنْدَرَابِيْمِ (ভিতরে আসিতে পারি কি ?) জবাবে তিনি বলিলেন ঃ أَنْدَرُوْنَ ভিতরে আসুন ! তিনি (উম্মে মিসকীন) বলিলেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! দর্শনার্থীরা ইশার পর আমার কাছে আসে, আমি কি তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারি? জবাবে তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত বেতরের নামায না পড়েন, আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন। কিন্তু যখন বে্তরের নামায পড়িয়া ফেলিবেন, তখন আর আলাপ-আলোচনা করা চলে না।

٥١٣- بَابُ اِذَا كَتَبَ الذِّىْ فَسَلَّمَ يُرَدُّ عَلَيْهِ

৫১৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিধর্মী সালাম লিখিয়া পত্র দিলে জবাব দেওয়া

١١١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ (يَعْنِيْ ابْنَ عَبَّادٍ) عَنْ عَاصِمِ الاَحْوَلِ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كَتَبَ أَبُوْ مُوْسٰى إِلٰى رَهْبَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِيْ كِتَابِهِ فَقِيْلَ لَهُ أَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ كَافِرٌ؟ قَالَ إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ عَلَيَّ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ .

১১১৬. আবু উসমান নাহ্‌দী বলেন, একদা আবূ মূসা (রা) জনৈক খ্রিস্টান সন্ন্যাসীকে সালাম লিখিলেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল ঃ আপনি তাহাকে সালাম দিতেছেন, অথচ সে বিধর্মী। তিনি বলিলেন ঃ সে আমাকে পত্র লিখিয়াছে এবং তাহাতে সালাম দিয়াছে আমি কেবল তাহার উত্তরই দিয়াছি।

٥١٤- بَابُ لاَ يَبْدَأُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِالسَّلاَمِ

৫১৪. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীকে (বিধর্মীকে) আগে সালাম দিবে না

١١١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اِنِّيْ رَاكِبٌ غَدًا اِلَى يَهُوْدَ فَلاَ تَبْدَأُوْهُمْ بِالسَّلاَمِ فَاِذَا سَلَّمُوْا عَلَيْكُمْ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ " .

(...) حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ ابْنِ اسْحَاقَ .... مِثْلَهُ وَزَادَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ .

১১১৭. আবূ বুস্‌রা গিফারী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা ফরমাইলেনঃ আগামীকাল আমি ইয়াহূদী পল্লীতে যাইতে মনস্থ করিয়াছি। সেখানে গিয়া তোমরা কিন্তু আগে সালাম দিতে শুরু করিও না। যখন তাহারা তোমাদিগকে সালাম দিবে, তখন তোমরা বলিবেঃ 'ও আলাইকুম'। (অর্থাৎ তোমাদের উপরও) অপর এক রিওয়ায়াতে অনুরূপ বর্ণনা আছে। কেবল বেশি আছে ঃ আমি নবী করীম (সা)কে বলিতে শুনিয়াছি।

١١١٨- حَدَّثَنَا مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " أَهْلُ الْكِتَابِ لاَ تَبْدَأُوْهُمْ بِالسَّلاَمِ وَاضْطَرُّوْهُمْ اِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيْقِ " .

১১১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তোমরা কিন্তু অগ্রে সালাম দিবেনা এবং তাহাদিগকে সংকীর্ণতার পথে চলিতে বাধ্য করিবে।

٥١٥- بَابُ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الذِّىْ إِشَارَةً

৫১৫. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদিগকে (বিধর্মীদিগকে) ইশারায় সালাম করা

١١١٩- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ اِنَّمَا سَلَّمَ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَى الدَّهَاقِيْنِ إِشَارَةً .

১১১৯. আলকামা (রা) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন উমর) বিধর্মী নেতাদিগকে ইঙ্গিতে সালাম দিয়াছেন।

١١٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ يَهُوْدِىٌّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ أَصْحَابُهُ السَّلاَمُ فَقَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ " فَأَخَذَ الْيَهُوْدِىُّ فَاعْتَرَفَ قَالَ " رُدُّوْا عَلَيْهِ مَا قَالَ " .

১১২০. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা জনৈক ইয়াহূদী নবী করীম (সা)-এর নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিল ঃ আস্‌সামু আলাইকুম। সাহাবীগণ তখন তাঁহাকে সালামের জবাব দিলেন। তখন নবী (সা) বলিলেন ঃ সে তো (আস্‌সালামু আলাইকুম এর স্থলে) 'আস্ সামু আলাইকুম' (অর্থাৎ তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হউক), বলিয়াছে। তখন তাঁহারা ইয়াহূদীকে, আসলে কী বলিয়াছে সত্য করিয়া বলিবার জন্য ধরিলেন। তখন সে উহা স্বীকার করিল। তখন নবী (সা) ফরমাইলেন ঃ সে যাহা বলিয়াছে তোমরাও তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া জবাব দিয়া দাও।

٥١٦- بَابُ كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

৫১৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিধর্মীদের সালামের জবাব কী ভাবে দিতে হয়?

١١٢١- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُوْدَ اذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَانَّمَا يَقُوْلُ اَلسَّامُ عَلَيْكَ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكَ " .

১১২১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ ইয়াহূদীদের কেহ যখন তোমাদিগকে সালাম দেয় তখন বলিয়া থাকে ; 'আস্ সামু আলাইকা' (তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হউক!) তখন জবাবে তোমরা বলিবে ঃ "ওয়া আলাইকা" (তোমার উপরও)।

١١٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِى ثَوْرٍ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُدُّوا السَّلَامَ عَلٰى مَنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوْسِيًّا ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾ [النساء : ٨٦]

১১২২. ইকরামা (র) হযরত ইব্ন আব্বাসের প্রমুখাৎ বলেন ঃ সালামের জবাব দিবে, চাই সে ইয়াহূদী হউক, খ্রিস্টান হউক, কিংবা অগ্নি উপাসকই হউক। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ "যখন তোমাদিগকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে।" (সূরা নিসা ঃ ৮৬)

٥١٧- بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلٰى مَجْلِسٍ فِيْهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ

৫১৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিমও মুশরিকদের সম্মিলিত মজলিসে সালাম দেওয়া

١١٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى إِكَافٍ عَلٰى قَطِيْفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتّٰى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِىِّ ابْنِ سَلُوْلٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَدُوُّ اللّٰهِ فَإِذَا فِى الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةُ الاوْثَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

১১২৩. হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) একটি গর্দভে আরোহণ করেন যাহার হাওদায় ছিল ফদকে নির্মিত মুখমলী চাদর বিছানো এবং উসামা ইব্ন যায়িদ একই বাহনে তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সা'দ ইব্ন উবাদার রোগশয্যায় তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এমন একটি মজলিস পড়িল যাহাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলও ছিল, আল্লাহ্র এই দুশমন তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। সেই মজলিসে মুসলিম, মুশরিক এবং মূর্তিউপাসক সব শ্রেণীর লোকই ছিল। নবী (সা) তাহাদিগকে সালাম দিলেন।

٥١٨- بَابُ كَيْفَ يَكْتُبُ إِلٰى أَهْلِ الْكِتَابِ

৫১৮. অনুচ্ছেদ ঃ আহ্লে কিতাবদিগকে কী ভাবে পত্র লিখিবে?

١١٢٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَامَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ

حَرْبٍ أَرْسَلَ اِلَيْهِ هِرَقْلَ مَلِكُ الرُّوْمِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِىِّ إِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى فَدَفَعَهُ إِلٰى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَاِذَا فِيْهِ " بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى أَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الاِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الاَرْيِسِيِّيْنَ " وَ ﴿يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - اِلٰى قَوْلِهِ - اَشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ﴾ [آل عمران : ٦٤]

১১২৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রূম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ান-কে ডাকাইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই পত্রখানা আনাইলেন, যাহা দাহ্ইয়া কালবী (রা) বুস্রার শাসনকর্তার কাছে লইয়া আসেন। উহা তখন হিরাক্লিয়াসের কাছে দেওয়া হইল। তিনি তাহা পাঠ করিলেন। যাহাতে লিখিত ছিল ঃ "বিস্মিল্লাহির রাহমানির রহীম। আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে রূম-প্রধান হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হিদায়াত তথা সত্যপথের যে অনুসারী তাহার প্রতি সালাম। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করিবেন। আর যদি আপনি মুখ ফিরাইয়া লন (অর্থাৎ এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন) তবে প্রজাকূলের গোনাহ্ ও আপনার উপর বর্তাইবে। ....

يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - اِلٰى قَوْلِهِ - اَشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

"হে কিতাবধারীগণ! আইস সে কথার দিকে যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে....। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তোমরা বলিয়া দাও ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)।" [আলে ইমরান ঃ ৬৪]

٥١٩- بَابٌ اِذَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ

৫১৯. অনুচ্ছেদ ঃ আহ্লে কিতাব যখন 'আস্-সা-মু আলাইকুম' বলে

١١٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ سَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَ " وَعَلَيْكُمْ " فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا (رَغَضِبَتْ) أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا ؟ قَالَ "بَلٰى قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُجَابُوْنَ فِيْنَا " .

১১২৫. আবুয্ যুবায়র বলেন, আমি হযরত জাবির (রা)কে বলিতে শুনিয়াছি, একদা একদল য়াহূদী নবী করীম (সা)-কে সালাম দিতে গিয়া বলিল ঃ আস্-সা-মু আলাইকুম (আপনার উপর মৃত্যুবর্ষিত হউক)

জবাবে তিনি বলিলেন ও আলাইকুম৷(তোমাদের উপরও হউক!) তখন হযরত আয়েশা (রা) রাগান্বিত হইয়া বলিলেন ঃ আপনি কি শুনেন নাই, তাহারা কি বলিল ? নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ হ্যাঁ, শুনিয়াছি বৈ কি ! তাহাদিগকে উহা ফিরাইয়া দিয়াছি। তাহাদের ব্যাপারে আমার দু'আ তো কবুল হইবে কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে তাহাদের বদদু'আ কবুল হইবে না।

٥٢٠- بَابُ يُضْطَرُّ أَهْلُ الْكِتَابِ فِى الطَّرِيْقِ إِلَى أَضْيَقِهَا

৫২০. অনুচ্ছেদ ঃ আহ্লে কিতাবদিগকে১ সংকীর্ণ পথে ঠেলিয়া দিতে হইবে

١١٢٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " إِذَا لَقِيْتُمُ الْمُشْرِكِيْنَ فِى الطَّرِيْقِ فَلَا تَبْدَأُوْهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوْهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا " .

১১২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যখন রাস্তায় মুশরিকদের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন তোমরা অগ্রে তাহাদিগকে সালাম দিবে না এবং তাহাদিগকে সংকীর্ণ পথে চলিতে বাধ্য করিবে। (অর্থাৎ সদর রাস্তায় বুক ফুলাইয়া চলিতে দিবে না।)

٥٢١- بَابُ كَيْفَ يَدْعُو الذِّمِّىُّ

৫২১. অনুচ্ছেদ ঃ বিধর্মীর জন্য কীভাবে দু'আ করিবে ?

١١٢٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَاصِمُ بْنُ حَكِيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ أَبِى عَمْرٍو السَّيْبَانِىَّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُ

---

১. হাদীসের পাঠে মুশরিকদের কথা উল্লেখিত হইয়াছে কিন্তু শিরোনামায় 'আহলে-কিতাব' শব্দ রহিয়াছে। কুরআন শরীফের আয়াতে আছে ঃ 'ইয়াহূদীরা বলে উযায়র আল্লাহ্র পুত্র এবং নাসারারা বলে, ঈসা মাসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র। -এই হিসেবে ইয়াহূদী এবং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানগণও মুশরিক পদবাচ্য। এই কারণেই হয়ত ইমাম বুখারী (রা) ইচ্ছাপূর্বক মুশরিক বলিয়া, আহ্লে কিতাবদিগকে গণ্য করিয়াছেন। অথবা এই আচরণ উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই প্রযোজ্য এই কথা বুঝাইবার জন্য মুশরিক শব্দের স্থলে আহ্লে কিতাব শিরোনামার ব্যবহার করিতে পারেন।
মুশরিক বা আহ্লে কিতাবদিগের সহিত এই আচরণের কথা কেন বলা হইল এই প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। যেখানে ইসলাম ঘোষণা করিয়াছে, 'লা-ইকরাহা ফি-দ্বীন' ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ, যেখানে পৌত্তলিকদের দেবদেবীকে গালি দিতে কুরআন শরীফে বারণ করা হইয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ধর্মযাজকদের অপমান করিতে বারণ করা হইয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে অগ্রে সালাম দিতে বারণ করার কথা কেন বলা হইল ? ইহার জবাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় অন্য একটি হাদীসে। নবী (সা)-এর ইরশাদ ঃ "যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতীকে সম্মান প্রদর্শন করিল সে যেন দীন ধ্বংস করার ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করিল।" ৪৬৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত, হাদীসসমূহ ফাসিক বা পাপাচারী মুসলমানদেরকে সালাম দিতে বারণ করা হইয়াছে। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ফাসিক ও বিদ্'আতীর ব্যাপারেই যেখানে ইসলাম এতটুকু আপোষহীন, সেখানে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলকে অগ্রাহ্য করিয়া কুফর ও শিরকের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, সত্য ধর্মের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে, তাহাদিগকে গর্বভরে পথ চলার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, অনেকটা তাহাদের ঔদ্ধত্যের প্রতি মৌন সমর্থন যোগানোরই শামিল। তাই হাদীসে তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

مَرَّ رَجُلٌ هَيْئَةُ هَيْأَةُ مُسْلِمٍ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَقَامَ عُقْبَةُ فَتَبِعَهُ حَتّٰى أَدْرَكَهُ فَقَالَ إِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لٰكِنْ أَطَالَ اللّٰهُ حَيَاتَكَ وَأَكْثَرَ مَالَكَ وَوَلَدَكَ .

১১২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আমর শায়বানী তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, উক্বা ইব্ন আমির জুহানী এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যাহাকে বেশভূষায় মুসলমান বলিয়া মনে হইতেছিল। সে তাহাকে সালাম দিলে তিনি 'ওয়া আলাইকা ও রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু' বলিয়া তাহার উত্তর দিলেন। তাঁহার গোলাম বলিয়া উঠিল ঃ হুযূর, লোকটি কিন্তু খৃস্টান। তখন উক্বা তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন, এমন কি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'ইন্না রাহমাতাল্লাহি ও বারাকাতুহু আ'লাল মু'মিনীন'—নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রহ্মতও আশিষসমূহ কেবল মুমিনদের প্রতিই'। তবে আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং তোমার ধনসম্পদ ও সন্তান সন্তুতি বৃদ্ধি করুন !

١١٢٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ قَالَ لِيْ فِرْعَوْنُ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ قُلْتُ وَفِيْكَ وَفِرْعَوْنُ قَدْ مَاتَ .

১১২৮. সা'দ ইব্ন জুবায়র বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ফির'আউনও যদি আমাকে বলিত ঃ 'বা-রাকাল্লাহু ফীক'—'আল্লাহ্ তোমাতে বরকত দিন' তবে আমিও জবাবে বলিতাম ও-ফীক্ অর্থাৎ 'তোমাতেও' ; অথচ ফির'আউন তো সেই কবেই মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

١١٢٩- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ دَيْلَمَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءَ أَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ " يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ " فَكَانَ يَقُوْلُ " يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " .

১১২৯. হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, ইয়াহূদীরা নবী করীম (রা)-এর ধারে আসিয়া হাঁচি দিত এই আশায় যে, তিনি তাহাদিগকে 'ইয়ারহামুকাল্লাহু' বলিয়া (তাহাদের জন্য রহমতের দু'আ করিয়া) জবাব দিবেন ; কিন্তু তিনি জবাব দিতেন 'ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ্ ইউস্লিহ্ বালাকুম' বলিয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করিয়া দিন!

٥٢٢- بَابُ إِذْ سَلَّمَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ

৫২২. অনুচ্ছেদ ঃ না চিনিয়া খৃস্টানকে সালাম দেওয়া

١١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ جَعْفَرَ الْقَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَصْرَانِيٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ فَقَالَ رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِيْ .

১১৩০. আবদুর রহমান (র) বলেন, একদা ইব্‌ন উমর (রা) জনৈক খৃস্টানের পাশ দিয়া অতিক্রম করার সময় তাহাকে সালাম দিলেন এবং সে উহার জবাব দিল। এমন সময় তাঁহাকে জানানো হইল যে, এই ব্যক্তিটি আসলে খৃস্টান। তিনি যখন উহা জানিতে পারিলেন তখন ফিরিয়া তাহার নিকট গেলেন এবং বলিলেন ঃ ওহে, আমার সালাম ফেরত দাও ! [অর্থাৎ আমি আমার সালাম প্রত্যাহার করিয়া নিলাম।]

٥٢٣- بَابُ اِذَا قَالَ فُلاَن يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ

৫২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলে, 'অমুক আপনাকে সালাম দিয়াছে'

١١٣١- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا " جِبْرِيْلُ يَقْرَءُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ " فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

১১৩১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ জিব্‌রাঈল তোমাকে সালাম দিতেছেন। তখন আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ ও আলাইহিস্ সালাম ও রাহমুতুল্লাহি অর্থাৎ তাঁহার প্রতিও সালাম ও আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক!

٥٢٤- بَابُ جَوَابُ الْكِتَابِ

৫২৪. অনুচ্ছেদ ঃ পত্রের জবাব দান

١١٣٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيْحٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنِّىْ لاَرَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ حَقًّا كَرَدِّ السَّلاَمِ .

১১৩২. হযরত আমির হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে তিনি বলিয়াছেন ঃ আমার সুস্পষ্ট অভিমত হইল এই যে, সালামের জবাব দেওয়ার মত চিঠির জবাব দেওয়াও অবশ্য কর্তব্য।

٥٢٥- بَابُ الْكِتَابَةِ اِلَى النِّسَاءِ وَجَوَابِهِنَّ

৫২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সাথে পত্র বিনিময়

١١٣٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَائِشَةُ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا فِىْ حِجْرِهَا وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُوْنَهَا مِنْ كُلِّ مِصْرٍ فَكَانَ الشُّيُوْخُ يَنْتَابُوْنِى لِمَكَانِىْ مِنْهَا وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِى فَيَهْدُوْنَ إِلَىَّ وَيَكْتُبُوْنَ إِلَىَّ مِنَ الاَمْصَارِ فَأَقُوْلُ لِعَائِشَةَ يَا خَالَةُ هٰذَا كِتَابُ فُلاَنٍ وَهَدِيَتُهُ فَتَقُوْلُ لِى عَائِشَةُ أَىْ بُنَيَّةٍ فَأَجِيْبُهُ وَأَثِيْبِهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوَابٌ أَعْطَيْتُكِ فَقَالَتْ فَتُعْطِيْنِىْ .

১১৩৩. আয়েশা বিনতে তা'লহা (র) বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিলাম—আর আমি তাঁহার কোলে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম এবং দেশ বিদেশ হইতে লোকজন সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসিত। প্রধানগণ আমাকে কন্যা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কারণ আয়েশা (রা) আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আর বয়সে যাহারা নবীন তাহারা আমাকে ভগ্নি মনে করিতেন এবং আমার কাছে হাদিয়া-তোহ্ফা পাঠাইতেন এবং দেশ-বিদেশ হইতে আমার কাছে চিঠিপত্র লিখিতেন। তখন আমি হযরত আয়েশাকে বলিতাম ঃ খালাম্মা, এই হইল অমুকের পত্র এবং তাহার প্রেরিত হাদিয়া। তখন তিনি আমাকে বলিতেন, হে আমার কন্যা, তুমিও তাহার জবাব দাও, উপহারের প্রতিদান দাও। আর যদি তোমার কাছে প্রতিদানে দেওয়ার মত কিছু না থাকে, তবে আমিই তোমাকে উহা দিয়া দিব। রাবী আয়েশা বিন্তে তাল্হা বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে উহা প্রদান করিতেন।

٥٢٦- بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ صَدْرُ الْكِتَابِ

৫২৬. অনুচ্ছেদ ঃ পত্রের শিরোনামা কিভাবে লেখা হইবে ?

١١٣٤- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ فَكَتَبَ اِلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَانِّىْ أَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ.

১১৩৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা), আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের কাছে বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখেন ঃ "বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম'- এই পত্র আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের সমীপে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের পক্ষ হইতে আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনার সমীপে সেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। আল্লাহ্র বিধান ও তদীয় রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী সাধ্যানুসারে আপনার আদেশ শ্রবণের ও আপনার আনুগত্যের ওয়াদা করিতেছি।

٥٢٧- بَابُ أَمَّا بَعْدُ

৫২৭. অনুচ্ছেদ ঃ 'বাদ সমাচার' লেখা

١١٣٥- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ اَرْسَلَنِىْ أَبِىْ اِلٰى ابْنِ عُمَرَ فَرَأَيْتُهُ يَكْتُبُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَمَّا بَعْدُ.

১১৩৫. যায়িদ ইব্ন আসলাম বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে হযরত ইব্ন উমরের নিকট প্রেরণ করেন, আমি দেখিলাম যে, তিনি (তাঁহার পত্রে) লিখিতেছেন, "বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম"-'বাদ সমাচার' এই যে ...

١١٣٦- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسَائِلَ مِنْ رَسَائِلِ النَّبِيِّ ﷺ كُلَّمَا انْقَضَتْ قِصَّةٌ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ"

১১৩৬. হিশাম ইব্ন উরওয়া বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর বেশ কয়েকখানা পত্র দেখিয়াছি। যখনই কোন ঘটনা বলা শেষ হইত অমনি তিনি বলিতেন, আম্মা বা'দ (বাদ সমাচার এই যে,)।

٥٢٨- بَابُ صَدْرِ الرَّسَائِلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৫২৮. অনুচ্ছেদ ঃ পত্রের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা

١١٣٧- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ [أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ] كَتَبَ بِهٰذِهِ الرِّسَالَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِعَبْدِ اللّٰهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَانِّىْ أَحْمَدُ الَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ الٰهَ إِلاَّ هُوَ أَمَّا بَعْدُ.

১১৩৭. খারিজা ইব্ন যায়িদ, হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিতের পরিবারবর্গের জনৈক প্রবীণ বুজুর্গ প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, যায়িদ (রা) (আমির মু'আবিয়াকে) এইরূপ পত্র লিখেন ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়ার প্রতি, আপনার উপর শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হউক! আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি–যিনি ব্যতীত অপর কোন ইলাহ্ নাই। বাদ সমাচার এই যে, ...

١١٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَسْعُوْدِ الْجَرِيْرِىُّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ عَنْ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؟ قَالَ تِلْكَ صُدُوْرُ الرَّسَائِلِ.

১১৩৮. হযরত আবূ মাস্‌উদ জারীরী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হাসানকে নামাযে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাবে বলেন, উহা তো পত্রসমূহের শিরোনামা।

٥٢٩- بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ فِى الْكِتَابِ

৫২৯. অনুচ্ছেদ ঃ পত্রের প্রারম্ভে কী লেখা হইবে ?

١١٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَتْ لابْنِ عُمَرَ حَاجَةٌ إِلٰى مُعَاوِيَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ الَيْهِ فَقَالُوْا ابْدَأْ بِهِ فَلَمْ يَزَالُوْا بِهِ حَتّٰى كَتَبَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الٰى مُعَاوِيَةَ.

১১৩৯. হযরত নাফি' বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ইব্ন উমরের হযরত মু'আবিয়ার কাছে কোন এক প্রয়োজন পড়িল। তখন তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার পার্শ্বচরগণ তাঁহাকে

বলিলেন ঃ (কোন প্রকার ভূমিকা ও শ্রদ্ধা নিবেদন ব্যতিরেকেই) সরাসরি তাঁহার নামে পত্র শুরু করুন! তাঁহাদের এই জেদ অব্যাহত রহিল। কিন্তু তিনি লিখিলেন ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম ! মু'আবিয়ার প্রতি।

١١٤٠- وَعَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنٍ قَالَ كَتَبْتُ لاِبْنِ عُمَرَ فَقَالَ أُكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَمَّا بَعْدُ اِلَى فُلاَنٍ.

১১৪০. হযরত আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, একদা আমি হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর পক্ষ হইতে পত্র লিখিতেছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, হ্যাঁ, লিখ, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। অতঃপর অমুকের প্রতি।

١١٤١- وَعَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَىْ اِبْنِ عُمَرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِفُلاَنٍ فَنَهَاهُ اِبْنُ عُمَرَ وَقَالَ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ هُوَ لَهُ.

১১৪১. আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন উমরের সম্মুখে লিখিল "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম", অমুকের প্রতি। তখন তিনি তাহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, বরং বল, বিস্‌মিল্লাহ্ এবং উহা তাঁহারই উদ্দেশ্যে। (অমুকের প্রতি বিসমিল্লাহ্ আবার কি ?)

١١٤٢- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ أَبِىْ الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدٍ [أَنَّ زَيْدًا كَتَبَ] بِهٰذِهِ الرِّسَالَةَ لِعَبْدِ اللّٰهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَاِنِّىْ أَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ هُوَ أَمَّا بَعْدُ.

১১৪২. (১১৩৭ নং হাদীসের পুনরাবৃত্তি।)

١١٤٣- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعَهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ فُلاَنٍ اِلٰى فُلاَنٍ " .

১১৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ বনি ইসরাঈল বংশের এক ব্যক্তিকে তাঁহার বন্ধু পত্র লিখিল-(অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন) ঃ অমুকের তরফ হইতে অমুকের প্রতি।

٥٣٠- بَابُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

৫৩০. অনুচ্ছেদ ঃ 'সকাল কেমন-অতিবাহিত হইল'-বলা

١١٤٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ الْغَسِيْلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَحْمُوْدِ اِبْنِ لَبِيْدٍ قَالَ لَمَّا أُصِيْبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَنَقَلُ حَوْلُوْهُ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ يُقَالُ

لَهَا رَفِيدَةُ وَكَانَتْ تَدَاوِى الْجَرْحَى فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَرَّ بِهِ يَقُوْلُ " كَيْفَ أَمْسَيْتَ " ؟ وَاِذَا اَصْبَحَ " كَيْفَ أَصْبَحْتَ " فَيُخْبِرُهُ

১১৪৪. মাহ্মূদ ইব্ন লাবীদ বলেন, খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'আদের বাহুর রগ যখন দারুণভাবে যখম হইয়া গেল এবং তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হইল তখন তাঁহাকে রাফীদা নাম্নী এক মহিলার নিকট নেওয়া হইল যে আহতদের চিকিৎসা করিত। নবী করীম (সা) যখন তাহার পাশ দিয়া যাইতেন তখন তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেছেন ঃ তোমার সন্ধ্যা কেমন অতিবাহিত হইল ? আবার যখন সকাল বেলা তাহার পাশ দিয়া যাইতেন তখন জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ তোমার সকাল কেমন অতিবাহিত হইল ? উত্তরে হযরত সা'দ (রা) তাঁহার নিজ অবস্থা তাহাকে অবহিত করিতেন।

١١٤٥- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يَحْىَ الْكَلْبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الاَنْصَارِىِّ (قَالَ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ وَجَعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّى فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا قَالَ فَأَخَذَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرَيْتَكَ فَاَنْتَ وَاللّٰهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَبْدُ الْعَصَا وَاَنِّىْ وَاللّٰهِ لاَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفَّى فِى مَرَضِهِ هٰذَا إِنِّىْ أَعْرِفُ وُجُوْهَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَذَهَبَ بِنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَنَسْأَلَه فِيْمَنْ هٰذَا الاَمْرِ ؟ فَاِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ فِىْ غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ فَأَوْصِى بِنَا فَقَالَ عَلِىٌّ إِنَّا وَاللّٰهِ إِنْ سَأَلْنَاهُ فَمَنَعْنَاهَا لاَ يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَإِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَبَدًا .

১১৪৫. যুহরী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক আনসারী (রা) আমাকে বলিয়াছেন (আর কা'ব ইব্ন মালিক ছিলেন সেই তিনজনের একজন যাহাদের তাওবা কবুল হইয়াছিল।) ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তিম শয্যায় তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া আসিলে, লোকজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হাসানের পিতা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকাল কেমন গেল ? তিনি বলিতেন, আল্লাহ্র শুক্র, তাঁহার সকাল ভালই গিয়েছে। রাবী বলেন, তখন হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন, আমি দেখিতেছি মাত্র তিন দিন পরই তুমি অন্যের প্রভাবাধীনে চলিয়া যাইবে, আর কসম আল্লাহ্র, আমি দিব্য দেখিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অচিরেই তাঁহার এই রোগেই মৃত্যুবরণ করিবেন। মুত্তালিব বংশের লোকদের মৃত্যুকালীন চেহারা আমি সম্যকভাবেই চিনি। চল্, আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লই যে, তাঁহার পর কাহার খিলাফত হইবে ? যদি আমাদের মধ্যে হয়

তাহা হইলে আমরা তাহা জানিয়া লইব। আর যদি অন্য কাহারও হাতে উহা চলিয়া যায়, তবে আমরা এ ব্যাপারে তাঁহার সহিত আলোচনা করিব, তখন তিনি আমাদের ব্যাপারে ওসীয়্যাত করিয়া যাইবেন। তখন আলী (রা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি উহা করিতে যাইব না, যদি আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাই আর তিনি বারণ করিয়া দেন, তবে অতঃপর লোক আর কোনদিনই আমাদিগকে এই পদ দান করিবে না। সুতরাং কসম আল্লাহ্‌র, আমি কস্মিনকালেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উহা জিজ্ঞাসা করিতে যাইব না।

٥٣١- بَابُ مَنْ كَتَبَ آخِرَ الْكِتَابِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَكَتَبَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ لِعَشَرٍ بَقِيْنَ مِنَ الشَّهْرِ

৫৩১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পত্র শেষে সালাম এবং তারিখ লিখে

١١٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُ أَخَذَ هٰذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِعَبْدِ اللّٰهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَانِّيْ أَحْمَدُ اِلَيْكَ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَانَّكَ تَسْأَلُنِيْ عَنْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ وَالاِخْوَةِ (فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ) وَنَسْأَلُ اللّٰهَ الْهُدٰى وَالْحِفْظُ وَالتَّثَبُّتَ فِيْ أَمْرِنَا كُلِّهٖ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ نَضِلَّ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ نُكَلَّفَ مَا لَيْسَ لَنَا بِعِلْمٍ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَكَتَبَ وَهَيْبٌ يَوْمَ الْخَمِيْسِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ .

১১৪৬. ইব্‌ন আবুয্ যিনাদ বলেন, খারিজা ইব্‌ন যায়িদ, যায়িদ বংশের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তির নিকট হইতে এই পত্র উদ্ধার করেন, যাহাতে লিখা ছিল 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।' যায়িদ ইব্‌ন সাবিতের পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র বান্দা মু'আবিয়া-আমীরুল মু'মিনের প্রতি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার প্রতি সালাম ও আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক! অতঃপর আমি আপনার সমীপে সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই।

বাদ সমাচার এই যে, আপনি দাদা ও ভাইদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মীরাস সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন। (তিনি এখানে পত্রের উল্লেখ করিলেন)। আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে হেদায়েত, হিফাযত এবং আমাদের প্রত্যেকটি ব্যাপারে সুদৃঢ় থাকার তাওফীক প্রার্থনা করিতেছি এবং পথভ্রষ্ট হওয়া ও অজ্ঞ থাকা হইতে আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর যাহা আমাদের জ্ঞানে নাই এমন ব্যাপারের দায়িত্ব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। ওস্‌সালামু আলাইকা, আমীরুল মু'মিনীন ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু।

এই পত্র ওহায়ব বৃহস্পতিবার ৪২ হিজরীর রমযান মাসের বারদিন থাকিতে লিখিল।

٥٣٢- بَابُ كَيْفَ أَنْتَ ؟

৫৩২. অনুচ্ছেদ ঃ কেমন আছেন ? বলা

١١٤٧- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ السَّلَامُ ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ كَيْفَ أَنْتَ ؟ فَقَالَ أَحْمَدُهُ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ هٰذَا الَّذِيْ أَرَدْتُّ مِنْكَ .

১১৪৭. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে একব্যক্তি সালাম দিল। তিনি তাঁহাকে ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দিতে শুনিয়াছেন। অতঃপর উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কেমন আছেন ? জবাবে সে ব্যক্তি বলিল, আমি আপনার সমীপে আল্লাহ্র প্রশংসা করি। তখন উমর (রা) বলিলেন ঃ আমি তোমার নিকট ইহাই আশা করিয়াছিলাম।

٥٣٣- بَابُ كَيْفَ يَجِيْبُ إِذَا قِيْلَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟

৫৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'সকাল কেমন গেল', বলিলে জবাবে কী বলা হইবে

١١٤٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ " بِخَيْرٍ مِنْ قَوْمٍ لَمْ يَشْهَدُوْا جَنَازَةً وَلَمْ يَعُوْدُوْا مَرِيْضًا " ٥

১১৪৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সকাল কেমন গেল? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ যে সমস্ত লোক কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করে নাই, আর কোন রোগীকেও দেখিতে যায় নাই, তাহাদের চেয়ে ভাল।

١١٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ مُهَاجِرٍ (هُوَ الصَّائِغُ) قَالَ كُنْتُ أَجْلِسُ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ضَخْمٍ مِنَ الْحَضْرَمِيِّيْنَ فَكَانَ إِذَا قِيْلَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ لَا نُشْرِكُ بِاللّٰهِ .

১১৪৯. হযরত মুহাজির (র) (তিনি ছিলেন স্বর্ণকার) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর জনৈক হাযরামী (স্থান বা গোত্রবোধক শব্দ) সাহাবীর সাথে উঠাবসা করিতাম, যিনি ছিলেন বেশ মোটাসোটা। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত, 'আপনার সকাল কেমন গেল ?' তখন তিনি জবাব দিতেন ঃ আমি আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিতেছি না (অর্থাৎ আল-হামদু লিল্লাহ্। শিরক বিহীন ঈমানের সহিত সকাল হইয়াছে।)

١١٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْجَرُوْدِ الْهُذَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ قَالَ لِيْ أَبُو الطُّفَيْلِ كَمْ أَتٰى عَلَيْكَ ؟ قُلْتُ أَنَا ابْنُ

ثَلاَثٍ وَّ ثَلاَثِيْنَ قَالَ أَفَلاَ أُحَدِّثُكَ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ؟ اَنَّ رَجُلاً مِنْ مُحَارِبٍ خَصَفَةَ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ وَكَانَتْ لَه صُحْبَة وَكَانَ بِسِنِّيْ يَوْمَئِذٍ وَأَنَا بِسِنِّكَ الْيَوْمِ أَتَيْنَا حُذَيْفَةَ فِيْ مَسْجِدٍ فَقَعَدْتُّ فِيْ آخِرِ الْقَوْمِ فَانْطَلَقَ عَمْرُو حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَوْ كَيْفَ أَمْسَيْتَ يَا عَبْدَ اللّٰه ؟ قَالَ أَحْمَدُ اللّٰه مَا هٰذِهِ الاَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَأْتِيْنَا عَلَيْكَ ؟ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّيْ يَا عَمْرُو قَالَ أَحَادِيْثُ لَمْ أَسْمَعُهَا قَالَ إِنِّيْ وَاللّٰه لَوْ أُحَدِّثُكُمْ بِمَا أَسْمَعُ مَا اَنْتَظِرُ ثُمَّ بِيْ جَنَحُ هٰذَا اللَّيْلِ وَلٰكِنْ يَا عَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ إِذَا رَأَيْتَ قَيْسًا تَوَاكَ بِالشَّامِ فَالْحَذْرُ الْحَذْرُ فَوَاللّٰه لاَ تَدْعُ قَيْسُ عَبْدًا اللّٰه مُؤْمِنًا إِلاَّ أَخَافَتْهُ أَوْ قَتَلَهُ وَاللّٰه لَيَأْتِيْنَ عَلَيْهِمْ زَمَانٌ لاَ يَمْنَعُوْنَ مِنْهُ ذَنَبَ تَلْعِهِ قَالَ مَا نَصْرُكَ عَلٰى قَوْمِكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ؟ قَالَ ذٰلِكَ إِلَيَّ ثُمَّ قَعَدَ .

১১৫০. সায়ফ ইব্ন ওহাব (র) বলেন, আবু তুফায়েল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার বয়স কত ? আমি বলিলাম তেত্রিশ বছর। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি ব্যাপার শুনাইব না যাহা আমি হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামানের কাছে শুনিয়াছি ? (তাহা হইল এই যে,) মাহারিবে-খাস্ফার একব্যক্তি যাঁহাকে আম্র ইব্ন সুলায় বলিয়া ডাকা হইত এবং যিনি নবী করীম (সা)-এর সাহচর্যও লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স তখন ছিল আমার আজকের বয়স, আর আমার বয়স তখন ছিল তোমার আজকের বয়সের মত। আমরা মসজিদে হযরত হুযায়ফার কাছে গেলাম। আমি সকলের শেষের কাতারের পিছন বসিলাম। কিন্তু আমর আগে গিয়া একেবারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন ঃ আপনার সকাল কেমন গেল, অথবা সন্ধ্যা কেমন গেল, হে আবদুল্লাহ্ ? [সকাল না বিকালের কথা তাহা রাবীর সঠিক স্মরণ নাই] জবাবে তিনি বলিলেন ঃ আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি। তখন আম্র জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনার বারাতে যে সমস্ত কথাবার্তা শুনিতে পাই, সেগুলি সত্য ? তখন হুযায়ফা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমার বারাতে তোমার কাছে কী কথাবার্তা পৌঁছিয়াছে, হে আম্র ? তিনি বলিলেন ঃ এমন সব কথাবার্তা যাহা ইতিপূর্বে আর কোনদিন শুনি নাই ! জবাবে তিনি বলিলেন ঃ কসম আল্লাহ্র, আমি যাহা শুনিতে পাই তাহা যদি তোমাদের কাছে বলি তবে এই রাত পর্যন্ত তোমরা তাহা শুনিবার অপেক্ষা করিবে না। কিন্তু হে আম্র ইব্ন সুলায়! (যখন একান্তই শুনিতে আসিয়াছ, তখন শুনিয়া রাখ,) যখন সিরিয়ার উপর বনী কায়েস গোত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হইবে। কসম আল্লাহ্র, হে কায়েস, আল্লাহ্র কোন মু'মিন বান্দাকেই ভীতি প্রদর্শন করিতে অথবা হত্যা করিতে ছাড়িবে না। কসম খোদার, এমন একটি সময় আসিবে যখন এমন কোন পাপ নাই যাহা তাহারা করিবে না। তখন আমর বলিলেন ঃ আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন! এমতাবস্থায় আপনি আপনার স্বজাতিকে কী সাহায্য করিবেন ? তিনি বলিলেন ঃ উহাই তো আমি ভাবিতেছি। অতঃপর তিনি বসিয়া পড়িলেন।

٥٣٤- بَابُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا

৫৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশস্ততর মজলিসই উত্তম

١١٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْعُقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى الْمَوَالِيْ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ عُمَرَةَ الاَنْصَارِىٌّ قَالَ أُوْذِنَ أَبُو سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ بِجَنَازَةٍ قَالَ فَكَأَنَّهُ تَخَلَّفَ حَتّٰى أَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ فَلَمَّا رَاٰهُ الْقَوْمُ تَسْرَعُوْا عَنْهُ وَقَامَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ لِيَجْلِسَ فِىْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ لاَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ " خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا " ثُمَّ نَتْحَىَّ فَجَلَسَ فِىْ مَجْلِسٍ وَاسِعٍ.

১১৫১. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ উমারা আনসারী (র) বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-কে এক জানাযায় ডাকা হইল। রাবী বলেন ঃ তিনি সম্ভবত আসিতে দেরি করিয়াছিলেন। ততক্ষণে লোকেরা জানাযার স্থানে আসিয়া যার যার স্থান গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতঃপর তিনি আগমন করিলেন। যখন লোকজন তাঁহাকে দেখিতে পাইল তখন সকলেই সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, এমন কি কেহ কেহ নিজ নিজ স্থান হইতে সরিয়া গেল, যেন তিনি সেই স্থানে আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলিলেন ঃ না, তাহা হয় না, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, সর্বোত্তম মজলিস বা আসন গ্রহণের স্থান হইল প্রশস্ততর স্থান। এই কথা বলিয়া তিনি এক পার্শ্বে চলিয়া গেলেন এবং প্রশস্ততর স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন।

٥٣٥- بَابُ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

৫৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হইয়া বসা

١١٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ مُنْقِذٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ جُلُوْسِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ فَقَرَأَ يَزِيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ سَجْدَةً بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَسَجَدَ وَسَجَدُوْا إِلاَّ عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ حُبْوَةً ثُمَّ سَجَدَ وَقَالَ أَلَمْ تَرَ سَجْدَةَ أَصْحَابِكَ ؟ أَنَّهُمْ سَجَدُوْا فِىْ غَيْرِ حِيْنَ صَلاَةٍ.

১১৫৩. সুফিয়ান ইব্‌ন মুন্‌কিয (র) তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) অধিকাংশ সময়ই কেবলামুখী হইয়া বসিতেন। একদা ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবন কুসাইত সূর্যোদয়ের পর সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করিলেন এবং সাথে সাথে সিজ্‌দা করিলেন। অন্যান্যরাও অনুরূপ সিজ্‌দা করিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) কিবলামুখী বসা থাকা সত্ত্বেও সিজ্‌দা করিলেন না। যখন সূর্য (পূর্ণরূপে) উদিত হইল তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁহার পিঠ ও পায়ের সাথে জড়াইয়া থাকা

কাপড়ের ভাঁজ খুলিলেন। অতঃপর সিজ্‌দা করিলেন এবং বলিলেন ঃ তোমার সঙ্গীদের সিজ্‌দা দেখিয়াছ তো ? তাহারা এমন অসময়ে সিজ্‌দা করিল যখন নামায পড়া যায় না।

٥٣٦- بَابُ اِذَا قَامَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى مَجْلِسِهِ

৫৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়া ফিরিয়া আসা

١١٥٤- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "اِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" ٥

১১৫৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন তাঁহার (বসার) জায়গা হইতে উঠিয়া যায় এবং পুনরায় সেখানে ফিরিয়া আসে, তখন সে-ই সেই জায়গায় বসার বেশি হক্‌দার।

٥٣٧- بَابُ الْجُلُوْسِ عَلَى الطَّرِيْقِ

৫৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তায় বসা

١١٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَالِدِ الاَحْمَرِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ وَجَلَسَ فِي الطَّرِيْقِ يَنْتَظِرُنِي حَتَّى رَجَعْتُ اِلَيْهِ قَالَ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ مَا حَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ قَالَتْ مَا هِيَ ؟ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ فَاحْفَظْ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৫৫. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাদের নিকট তাশরীফ আনিলেন। আমরা তখন ছেলে মানুষ। তিনি আমাদিগকে সালাম দিলেন। তিনি আমাকে একটি কাজে পাঠাইলেন এবং আমার ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় রাস্তায় বসিয়া রহিলেন। তিনি বলেন, ইহাতে (আমার মাতা) উম্মে সুলায়মের কাছে পৌঁছিতে আমার বিলম্ব হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাকে এতক্ষণ কিসে আটকাইয়া রাখিয়াছিল ? আমি বলিলাম ঃ নবী করীম (সা) একটি কাজে আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কাজটি কী ? বলিলাম ঃ উহা একটি গোপনীয় ব্যাপার। তিনি বলিলেন, বেশ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর গোপনীয় ব্যাপারের গোপনীয়তা রক্ষা করিও।

٥٣٨- بَابُ التَّوَسُّعِ فِي الْمَجْلِسِ

৫৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসের স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া

١١٥٦- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَا يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا "

১১৫৬. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমান ঃ কোন ব্যক্তিকে, তোমাদের মধ্যকার কেহ যেন কখনো তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া সেখানে নিজে না বসে ; বরং স্থান একটু প্রশস্ত করিয়া দিবে এবং খোলামেলা হইয়া বসিবে।

٥٣٩- بَابُ يَجْلِسُ الرَّجُلُ حَيْثُ انْتَهٰى

৫৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা

١١٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْك عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ انْتَهٰى .

১১৪১. হযরত জাবির ইব্‌ন সামূরা (রা) বলেন, আমরা যখন নবী করীম (সা)-এর দরবারে যাইতাম, তখন মজলিসের শেষপ্রান্তে বসিতাম। [অর্থাৎ লোক ঠেলিয়া কেহ আগে গিয়া বসিবার চেষ্টা করিত না, বরং যেখান পর্যন্ত মজলিসের লোক থাকিত আগন্তুক তাহার পিছনেই বসিত।]

٥٤٠- بَابُ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ

৫৪০. অনুচ্ছেদ ঃ দুইজনের মধ্যস্থলে বসিবে না

١١٥٨- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِاِذْنِهِمَا " .

১১৫৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য দুইজনের মধ্যস্থলে বসিয়া তাহাদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা বৈধ নহে, অবশ্য তাহাদের অনুমতি সাপেক্ষে ইহা বৈধ হইবে।

٥٤١- بَابُ يَتَخَطّٰى إِلٰى صَاحِبِ الْمَجْلِسِ

৫৪১. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিস-প্রধানের কাছে লোক ডিঙ্গাইয়া যাওয়া

١١٥٩- حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْمَزَنِيُّ (هُوَا صَالِحُ بْنُ رُسْتَمٍ) عَنْ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَا طُعِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنْتُ فِيْمَنْ جَمَلَهُ حَتّٰى أَدْخَلْنَاهُ الدَّارَ فَقَالَ لِيْ يَا ابْنَ أَخِيْ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ أَصَابَنِيْ وَمَنْ أَصَابَ نَعِيْ فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ لاَخْبِرَهُ فَاذَا الْبَيْتُ مَلاَنُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَخَطّٰى رِقَابِهِمْ وَكُنْتُ حَدِيْثَ السِّنِّ فَجَلَسْتُ وَكَانَ يَأْمُرُ إِذَا أَرْسَلَ أَحَدًا بِالْحَاجَةِ أَنْ يُخْبِرَه بِهَا وَاِذَا هُوَ مُسَجًّى وَجَاءَ كَعْبُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَئِنْ دَعَا أَمِيْرُ

الْمُؤْمِنِيْنَ لَيُبْقِنَّهُ اللّٰهُ وَلَيَرْفَعَنَّهُ لِهٰذِهِ الأُمَّةِ حَتّٰى يَفْعَلَ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا حَتّٰى ذَكَرَ الْمُنَافِقِيْنَ فَسَمّٰى وَكَنّٰى قُلْتُ أُبَلِّغُهُ مَا تَقُوْلُ ؟ مَا قُلْتُ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ تُبَلِّغَهُ فَتَشَجَّعْتُ فَقُمْتُ فَتَخَطَّأْتُ رِقَابَهُمْ حَتّٰى جَلَسْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِىْ بِكَذَا وَأُصَابَ مَعَكَ كَذَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَأُصَابَ كُلَيْبًا الْجَزَّارِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمِهْرَاسِ وَاَنَّ كَعْبًا يَحْلِفُ بِاللّٰهِ بِكَذَا فَقَالَ اُدْعُوْا كَعْبًا فَدُعِىَ فَقَالَ مَا تَقُوْلُ ؟ قَالَ اَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ أَدْعُوْا وَلٰكِنْ شَقِىَ عُمَرُ إِنْ لَمْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُ.

১১৬০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) যখন আহত হন, তখন তাঁহাকে বহনকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাঁহাকে ঘরে পৌঁছাইলাম। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, একটু দেখিয়া আইস তো কে আমাকে আহত করিল এবং আমার সাথে আর কাহারা আহত হইল ! আমি তখন গেলাম, অতঃপর তাঁহাকে উহা জানাইতে আসিলাম। তখন ঘর লোকে লোকারণ্য। লোকের ঘাড় ডিঙ্গাইয়া আমি আগে যাইব উহা যেন আমার কাছে কেমন কেমন ঠেকিল ? আর বয়সেও তখন আমি নবীন। অগত্যা আমি বসিয়া পড়িলাম। তিনি সাধারণত কাহাকেও কোন কাজে পাঠাইলে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে উহা জানাইতে বলিতেন। তখন তিনি কাঁথা মুড়ি দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় হযরত কা'ব (রা) আসিলেন এবং বলিলেন ঃ দোহাই আল্লাহ্‌র, আমীরুল মু'মিনের উচিত দু'আ করা যেন আল্লাহ্ তাঁহাকে আরো দীর্ঘকাল জীবিত রাখেন এবং এই উম্মাতের স্বার্থেই তাঁহাকে উচ্চতর মর্যাদায় অভিসিক্ত করেন, যাহাতে উম্মাতের অমুক অমুক কাজ তিনি করিয়া যাইতে পারেন। বলিতে বলিতে তিনি এই প্রসঙ্গে কোন কোন মুনাফিক ব্যক্তির নাম যদিও নিলেন এবং কাহারও কাহারও কথা ইশারা ইঙ্গিতে বলিলেন। আমি বলিলাম ঃ এইসব কথা কি আমি তাঁহার কানে তুলিব ? তিনি বলিলেন ঃ তাঁহার কানে তুলিবার উদ্দেশ্যেই তো আমি এসব বলিতেছি। তখন আমি সাহসে ভর করিয়া উঠিলাম এবং লোকের ঘাড় ডিঙ্গাইয়া একেবারে তাঁহার শিয়রে গিয়া বসিলাম। আমি তখন বলিতে লাগিলাম ঃ (আমীরুল মু'মিনীন) আপনি আমাকে অমুক দায়িত্ব দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আপনার সাথে আরও তের ব্যক্তি আহত হইয়াছেন এবং হযরত কুলায়ব আল-জায়যারও আহত হইয়াছেন, তিনি তখন উখলির পাশে বসিয়া ওযূ করিতেছিলেন। আর হযরত কা'ব আল্লাহ্‌র কসম করিয়া অমুক অমুক কথা বলিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ আচ্ছা, কা'আবকে ডাক দেখি ! তখন তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী বল ? তিনি বলেন, আমি অমুক অমুক কথা বলি। তিনি বলিলেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এরূপ দু'আ করিব না। বরং উমরকে যদি আল্লাহ্ ক্ষমা না করেন, তবে তাহার দুর্ভাগ্যের সীমা থাকিবে না। [অর্থাৎ এ পর্যন্ত দায়িত্বপালনে যত ত্রুটি হইয়াছে, উহাই আল্লাহ্ ক্ষমা না করিলে আমার দুর্ভাগ্যের সীমা থাকিবে না। আরো জীবিত থাকার দু'আ করিয়া নিজের উপর আর বর্ধিত দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে চাই না।]

١١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةَ عَنْ اِبْنِ أَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ جُلُوْسٌ، يَتَخَطّٰى اِلَيْهِ

فَمَنَعُوْهُ فَقَالَ أُتْرُكُوْا الرَّجُلَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ اِلَيْهِ فَقَالَ أَخْبِرْنِى بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ " اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ " .

১১৬১. হযরত শা'বী বলেন, একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসা ছিলেন। এমন সময় একব্যক্তি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকজনকে ঠেলিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। উপস্থিত লোকজন তাহাকে বাধা দিল। তিনি বলিলেন ঃ তাহাকে পথ ছাড়িয়া দাও। সে তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিল এবং বলিল ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছেন এমন কিছু কথা আমাকে শুনান ! তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যাহার রসনা ও হাত হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, আর প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হইতে বিরত থাকে।

٥٤٢- بَابُ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ جَلِيْسَهُ

৫৪২. অনুচ্ছেদ ঃ তাহার পার্শ্বচরই সর্বাধিক সম্মানের পাত্র

١١٦٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ مُوْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلٰى جَلِيْسِىْ .

১১৬২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আমার পার্শ্বচরগণই আমার কাছে সর্বাধিক সম্মানের পাত্র।

١١٦٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ عَنْ ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى جَلِيْسِىْ أَنْ يَّتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى يَجْلِسُ اِلَىَّ .

১১৬৩. ইব্ন মুলায়কা বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আমার নিকট সর্বাধিক সম্মানের পাত্র হইতেছে আমার পার্শ্বচর, যদিও আমার নিকট আসিতে গিয়া সে লোকের ঘাড় টপকাইয়া বসে।

٥٤٣- بَابُ هَلْ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رِجْلَهُ بَيْنَ يَدَىْ جَلِيْسِهٖ

৫৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ পার্শ্বচরের দিকে কি পদবিস্তার করা যাইবে?

١١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُو الزَّاهِرِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَوَجَدْتُّ عَوْفَ بْنِ مَالِكِ الاَشْجَعِىِّ جَالِسًا فِىْ حَلْقَةٍ

مَدَّ رِجْلَهُ بَيْدَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَآنِى قَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِى تَدْرِى لأَىِّ شَىْءٍ مَدَدْتُ رِجْلِى ؟ لِيَجِىءَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَيَجْلِسُ .

১১৬৪. কাসীর ইব্‌ন মুররা বলেন, একদা আমি জুমু'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করিয়া হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক আশজায়ীকে একটি বৃত্তাকার সমাবেশে উপবিষ্ট অবস্থায় পাইলাম। তিনি তখন তাঁহার সম্মুখ দিকে পদদ্বয় বিস্তার করিয়া বসা অবস্থায় ছিলেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি পদদ্বয় গুটাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, তুমি কি জান কেন আমি পদবিস্তার করিয়া বসিয়াছিলাম ? এই উদ্দেশ্যে যে, কোন যোগ্য ব্যক্তি আসিলে এখানে বসিবে। [কেননা, পদবিস্তার করিয়া ঐ জায়গা জুড়িয়া না রাখিলে এতক্ষণে অন্যলোক এখানে বসিয়া পড়িত, আর তোমার মত যোগ্য লোককেও জায়গা দিতে অসুবিধা হইত।]

٥٤٤- بَابُ الرَّجُلِ يَكُوْنُ فِى الْقَوْمِ فَيَزُقُ

৫৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে বসিয়া থুথু ফেলা

١١٦٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَمَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِى زُوَارَةُ بْنُ كُرَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو السَّهْمِيُّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ وَيَجِىءُ الاَعْرَابُ فَاذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوْا هٰذَا وَجْهُ مُبَارَكٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْلِى فَقَالَ " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا " فَذَهَبَ بِيَدِهِ بُزَقِهِ وَمَسَحَ بِهِ نَعْلُهُ مَرِهَ أَنْ يُّصِيْبَ أَحَدًا مَنْ حَوْلَهُ .

১১৬৫. হযরত হারিস ইব্‌ন আম্‌র সাহ্‌মী (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন মিনা অথবা আরাফাতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। বেদুইনরা আসিয়া তাঁহার চেহারা মুবারক দর্শনে বলিতেছিল ঃ ইহা হইতেছে বরকতপূর্ণ আশীসপ্রাপ্ত চেহারা। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন ! তিনি বলিলেন ঃ প্রভু ! আমাদের সকলকে মাগফিরাত করুন ! আমি পুনরায় আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন ! তিনি আবার বলিলেন ঃ প্রভু, আমাদের সবাইকে মাগফিরাত করুন ! তখন (লক্ষ্য করিলাম) তাঁহার হাতের মুঠোয় থুথু এবং তিনি তাহা তাঁহার জুতায় মুছিয়া লইলেন। তাঁহার আশেপাশের কাহারও উপর পতিত হউক তাহা তিনি পছন্দ করিলেন না।

٥٤٥- بَابُ مَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ

৫৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ বারান্দায় মজলিস জমানো

١١٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى عَنِ الْمَجَالِسِ بِالصُّعُدَاتِ فَقَالُوْا يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيَشُقُّ عَلَيْنَا الْجُلُوْسَ فِىْ بُيُوْتِنَا قَالَ " فَاِنْ جَلَسْتُمْ فَأَعْطُوْا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا " قَالُوْا وَمَا حَقُّهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ "إِدْلَالُ السَّائِلِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَغَضُّ الاَبْصَارِ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ " .

১১৬৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বারান্দায় মজলিস জমাইয়া বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকা যে আমাদের জন্য কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায় ! ফরমাইলেন, যদি তোমরা একান্তই বারান্দায় বস, তবে বারান্দায় মজলিসের হক আদায় করিও ! তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন ঃ উহার হক কি কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ফরমাইলেন ঃ প্রশ্নকারীকে রাস্তার সন্ধান দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, চক্ষুসমূহকে সংযত রাখা, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজে নিষেধ করা।

١١٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِى الطُّرُقَاتِ " قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "أَمَّا إِذْ أَتَيْتُمْ فَاعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ " قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ " غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الاَذَى وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ " .

১১৬৭. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ সাবধান, রাস্তায় মজলিস জমাইয়া বসিও না। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ আরয করিলেন, এ ছাড়া বসিয়া একটু কথাবার্তা বলার আর যে কোন উপায়ই নাই ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (অথবা এরূপ ও অর্থ করা যায় ঃ আমরা যদি এরূপ বসিয়া কথাবার্তা বলি, তবে আমাদের করণীয় কি ?) তখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন ঃ একান্তই যখন তোমরা মানিতেছ না, তখন রাস্তার হক আদায় করিবে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ রাস্তার হক কী ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? ফরমাইলেন ঃ চক্ষু সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু পথে ফেলা হইতে বিরত থাকা (বা উহা সরাইয়া ফেলা), সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজে নিষেধ করা।

٥٤٦- بَابُ مَنْ أَدْلَى رِجْلَهُ إِلَى الْبِئْرِ اِذَا جَلَسَ وَكَشَفَ عَنِ السَّاقَيْنِ

৫৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ কুয়ার কিনারে পা লটকাইয়া বসা

١١٦٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا اِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِيْنَةِ لِحَاجَتِهِ وَخَرَجْتُ فِىْ إِثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لاَكُوْنَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْنِىْ

فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَضَى حَاجَتَه وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِيَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَوَقَفَ وَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ فَقَالَ "ائْذَنْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ" فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "ائْذَنْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ" فَجَاءَ عُمَرُ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ فَامْتَلأَ الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "ائْذَنْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلاَءٌ يُصِيْبُهُ" فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتّٰى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّى أَنْ يَأْتِيَ أَخٌ لِي وَأَدْعُوْ اللّٰهَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فَلَمْ يَأْتِ حَتّٰى قَامُوْا .

قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَوَّلْتُ ذٰلِكَ قُبُوْرُهُمْ اجْتَمَعَتْ هٰهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ .

১১৬৮. হযরত আবূ মূসা আশ্‘আরী (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) মদীনার কোন এক খেজুর বনে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। যখন তিনি খেজুর বনে প্রবেশ করিলেন তখন আমি উহার দ্বারদেশে বসিয়া পড়িলাম এবং বলিলাম, আজ আমি অবশ্যই নবী করীম (সা)-এর দ্বাররক্ষী হইব। অবশ্য, তিনি এজন্য আমাকে আদেশ দেন নাই। নবী করীম (সা) গেলেন এবং তাঁহার প্রয়োজন চুকাইয়া কূপের কিনারে গিয়া বসিলেন। তিনি তাঁহার পায়ের গোছাদ্বয় অনাবৃত করিলেন এবং কূপের ভিতর উহা ঝুলাইয়া বসিলেন। তখন আবূ বকর (রা) আসিলেন। তিনি আমার মাধ্যমে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, একটু দাঁড়ান আমি আপনার জন্য অনুমতি লইয়া আসিতেছি। তিনি দাঁড়াইলেন এবং আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে গিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ বকর আপনার কাছে আসিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। বলিলেন, তাঁহাকে আসিতে দাও এবং তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও ! তিনি আসিলেন এবং পায়ের গোছাদ্বয় অনাবৃত করিয়া পদদ্বয় কূপে ঝুলাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ডানপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর উমর (রা) আসিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমি তাঁহাকেও বলিলাম ঃ একটু থামুন, আমি আপনার জন্য অনুমতি লইয়া আসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাঁহাকেও অনুমতি দাও এবং তাহাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও! তিনিও আসিয়া রাসূলুল্লাহ্‌র বামপার্শ্বে বসিয়া গোছাদ্বয় অনাবৃত করিয়া পদদ্বয় কূপের ভিতর লটকাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন কূপের কিনার পূর্ণ হইয়া গেল এবং বসিবার মত স্থান আর রহিল না। অতঃপর উসমান (রা) আসিলেন। আমি বলিলাম, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আপনার জন্য ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লইয়া আসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিলেন ঃ তাঁহাকেও জান্নাতের

সুসংবাদ দাও--তবে ইহার সাথে তাঁহাকে বিপর্যয়ও পোহাইতে হইবে। অতঃপর তিনি ভিতরে আসিলেন কিন্তু তাঁহাদের সাথে বসিবার স্থান পাইলেন না। তিনি ঘুরিয়া গিয়া তাঁহাদের মুখোমুখি কূপের অপর পার্শ্বে গিয়া গোছাদ্বয় অনাবৃত করিয়া পদদ্বয় কূপের ভিতরে লটকাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন আমি মনে মনে আশা করিতেছিলাম, যদি আমার ভাইও এমন সময় আসিয়া পড়িতেন, এমন কি আমি তাঁহার আগমনের জন্য দু'আও করিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহারা উঠিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন কিন্তু, ভাই আসিলেনই না।

ইবনুল মুসাইয়্যিব (র) বলেন, উহা দ্বারা আমি এই লক্ষণ ধরিয়া নিলাম যে, তাঁহাদের কবর একত্রে হইবে এবং হযরত উসমান (রা) একাকী থাকিবেন।

١١٦٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ طَائِفَةٍ [مِنَ النَّهَارِ] لاَ يُكَلِّمُنِىْ وَلاَ أُكَلِّمُهُ حَتَّى أَتَى سُوْقَ بَنِىْ قَيْنُقَاعٍ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ " أَثَمَّ لُكَعَ ؟ أَثَمَّ لُكَعَ " فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ " اَللّٰهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ " .

১১৬৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) সদলবলে বাহির হইলেন। পথে তিনিও আমাকে কিছু বলিলেন না এবং আমি তাঁহাকে কিছু বলিলাম না। এমন অবস্থায় তিনি বনি কায়নুকার বাজারে আসিয়া পড়িলেন। (অতঃপর সেখান হইতে) হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘরের আঙিনায় আসিয়া বসিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ খোকা কি এখানে আছে ? এখানে খোকা কি আছে ? তখন ফাতিমা (রা) শিশুকে আসিতে দিতে কিছু দেরী করিতেছিলেন। আমি ধারণা করিলাম হয় বাচ্চাকে তিনি কাপড় পরাইতেছেন অথবা তাহাকে গোসল দেওয়াইতেছেন। তখন খোকা দ্রুত ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি উহাকে ভালবাসিও এবং যে উহাকে ভালবাসিবে তাহাকেও ভালবাসিও।

٥٤٧- بَابُ اِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَقْعُدْ فِيْهِ

৫৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে কেহ জায়গা ছাড়িয়া দিলেও সেখানে বসিবে না

١١٧٠- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلَ مِنَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيْهِ .

১১৭০. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) কাহাকেও তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া সেখানে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর হযরত ইব্‌ন উমর (রা) কেহ তাঁহার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিলে, সেখানে তিনি বসিতেন না।

٥٤٨- بَابُ الأَمَانَةِ

৫৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ আমানতদারী

١١٧١- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا حَتّٰى اِذَا رَأَيْتُ أَنِّىْ قَدْ فَرَغْتُ مِنْ خِدْمَتِهِ قُلْتُ يُقِيْلُ النَّبِىُّ ﷺ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَاِذَا غِلْمَةٌ يَلْعَبُوْنَ فَقُمْتُ أَنْظُرُ اِلَيْهِمْ اِلٰى لَعِبِهِمْ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَانْتَهٰى اِلَيْهِمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ دَعَانِىْ فَبَعَثَنِىْ اِلٰى حَاجَةٍ فَكَانَ فِىْ فَىْءٍ حَتّٰى أَتَيْتُهُ وَابْطَأْتُ عَلٰى أُمِّىْ فَقَالَتْ مَا حَبَسَكَ ؟ قُلْتُ بَعَثَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى حَاجَةٍ قَالَتْ مَا هِىَ ؟ قُلْتُ اِنَّهُ سِرٌّ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ احْفَظْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِرَّهُ فَمَا حَدَّثْتُ بِتِلْكَ الْحَاجَةِ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ فَلَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا حَدَّثْتُكَ بِهَا.

১১৭১. হযরত সাবিত বলেন, হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। যখন আমি কাজ হইতে অবসর হইলাম, তখন মনে মনে ভাবিলাম, এবার নবী করীম (সা) বুঝি বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। (তাই আমার আর তাঁহার ঘরে থাকা সমীচীন হইবে না) এই ভাবিয়া যখন বাহিরে আসিলাম তখন কয়েকটি বালক বাহিরে খেলিতেছিল। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় নবী করীম (সা) বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে সালাম দিলেন। তারপর তিনি আমাকে কাছে ডাকাইলেন এবং একটি কাজে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর আমি কাজ সারিয়া তাঁহার কাছে আসিলাম এবং আমার মায়ের কাছে যাইতে আমার বিলম্ব হইয়া গেল। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এতক্ষণ কিসে আটকাইয়া রাখিয়াছিল ? আমি বলিলাম ঃ নবী করীম (সা) একটি কাজে আমাকে পাঠায়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ উহা কি ? আমি বলিলাম, উহা নবী করীম (সা)-এর একটি গোপনীয় ব্যাপার। তিনি বলিলেন, নবী করীম (সা)-এর গোপনীয় তা ব্যাপারে গোপনীয় অবশ্যই রক্ষা করিবে। সেই অবধি আজ পর্যন্ত সৃষ্টিজগতের কাহারও কাছে সেই কাজটি যে কী ছিল প্রকাশ করি নাই। যদি উহা বলিবারই হইত, তবে (হে সাবিত!) অবশ্যই তোমার কাছে উহা বলিতাম।

٥٤٩- بَابُ اِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتْ جَمِيْعًا

৫৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারও পানে তাকাইলে পুরাপুরি তাকাইবে

١١٧٢- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَصِفُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ رَبْعَةً وَهُوَ اِلَى الطُّوْلِ أَقْرَبُ شَدِيْدُ الْبَيَاضِ أَسْوَدُ شَعْرُ اللِّحْيَةِ حَسَنُ الثَّغْرِ أَهْدَبُ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ بَعِيْدُ مَا

بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ مَفَاضُ الْخَدَّيْنِ بَطَأً بِقَدَمِهِ جَمِيْعًا لَيْسَ لَهَا أَخْمَصُ يُقْبِلُ جَمِيْعًا وَيُدْبِرُ جَمِيْعًا لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ .

১১৭২. হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (রা) বলেন যে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসায় এরূপ বলিতে শুনিয়াছেন ঃ তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির তবে সামান্য একটু লম্বাটে। উজ্জ্বল শুভ্র, ঘনকৃষ্ণ শশ্রূমণ্ডিত, উজ্জ্বল দন্তশোভিত, প্রশস্ত ভ্রু ও বিশাল স্কন্ধ, মাংসল চেহারা বিশিষ্ট এবং তিনি তাঁহার পূর্ণ পদতল ব্যবহার করিয়া হাঁটিতেন। উহাতে গর্ত ছিল না, কাহারও দিকে যখন তাকাইতেন, তখন পুরাপুরি তাহার দিকেই তাকাইতেন এবং যখন মুখ ফিরাইতেন পূর্ণরূপেই ফিরাইতেন। (একদৃষ্টি বা চোরাই দৃষ্টিতে কাহারও দিকে তাকাইতেন না।) আমি আগেও তাঁহার মত কাহাকেও দেখি নাই এবং পরেও[1] (এরূপ গুণবিশিষ্ট কোন পুণ্যাত্মা ও সুন্দর মানুষের সাক্ষাৎ লাভ আমার ভাগ্যে জুটে নাই।)

٥٥٠- بَابُ اِذَا اَرْسَلَ رَجُلاً [اِلٰى رَجُلٍ] فِيْ حَاجَةٍ فَلاَ يُخْبِرْهُ

৫৫০. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারও তদন্তের জন্য গেলে আগে তাহার কাছে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবে না

١١٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِيْ عُمَرُ اِذَا أَرْسَلْتُكَ اِلٰى رَجُلٍ فَلاَ يُخْبِرْهُ بِمَا اَرْسَلْتُكَ اِلَيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يُعِدُّ لَهُ كِذْبَةً عِنْدَ ذٰلِكَ .

১১৭৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম তাঁহার পিতা হইতে এবং তাঁহার পিতা তাঁহার দাদা হইতে বলিয়াছেন, হযরত উমর (রা) একদা আমাকে বলিলেন, যখন আমি তোমাকে কাহারও নিকটে তদন্তের উদ্দেশ্যে পাঠাই, তখন কি জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছি, উহা তাহার কাছে বলিবে না, নতুবা শয়তান ঐ মুহূর্তেই তাহাকে একটি মিথ্যা (অজুহাত) গড়িতে সাহায্য করিবে।

٥٥١- بَابُ هَلْ يَقُوْلُ مِنْ أَيْنَ اَقْبَلْتَ

৫৫১. অনুচ্ছেদ ঃ 'কোথা হইতে আসিলেন' বলা

١١٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحِدَّ الرَّجُلُ النَّظْرَ إِلَى أَخِيْهِ أَوْ يَتَّبِعُهُ بَصَرَهُ اِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَسْأَلُهُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَأَيْنَ تَذْهَبُ ؟

---

১. এখানে নবী দরবারের কবি হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) এর ঐতিহাসিক প্রশংসা গাঁথাটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যাহাতে তিনি বলেন ঃ
"আমার দু'চোখ হেরে নাই কভু তোমার চেয়েও সুন্দরতর!
কোন নারী কভু করে নি প্রসব তোমার চেয়ে হে সুন্দরতর!
খুঁৎ নাই তব সৃজন নিখুঁত, নাই তব সাথে ত্রুটির লেশ,
কুশলী শিল্পী আপন মনেতে একেছে নিখুঁত রূপ ও বেশ!"

১১৭৪. হযরত লায়স (র) বলেন, হযরত মুজাহিদ অত্যন্ত অপসন্দ করিতেন। কোন ব্যক্তির তাহার অপর ভাইয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানোকে অথবা সে যখন উঠিয়া যায় তখন সে কোথায় যায় দেখিবার জন্য তাহার যাত্রাপথের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকানোকে অথবা কোথা হইতে আসিয়াছ বা কোথায় যাইবে এরূপ প্রশ্ন করাকে।

١١٧٥- حَدَّثَنَا نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا عَلٰى أَبِىْ ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ اَقْبَلْتُمْ ؟ قُلْنَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ قَالَ هٰذَا عَمَلُكُمْ ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَّا مَعَهُ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ ؟ قُلْنَا لاَ قَالَ اسْتَأْنِفُوْا الْعَمَلَ .

১১৭৫. হযরত মালিক ইব্‌ন যুবায়দ বলেন, একদা আমরা রাবাযা নামক স্থনে হযরত আবূ যার (রা)-এর পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কোথা হইতে আসিতেছ হে ! আমরা বলিলাম ঃ মক্কা শরীফ হইতে অথবা বায়তুল আতীক (আদি গৃহ-কা'বাগৃহ অর্থে) হইতে। (অর্থাৎ হজ্জ বা উমরা সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি) তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কেবল এই কাজের জন্যই আসিয়াছিলেন ? আমরা বলিলাম, জ্বী হ্যাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ সাথে সাথে ব্যবসা বাণিজ্য বেচা-বিক্রী কিছু উদ্দেশ্য ছিল না তো ? আমরা বলিলাম ঃ জ্বী না। বলিলেন ঃ নূতন করিয়া কাজ শুরু করিয়া দাও ! [অর্থাৎ এমন হজ্জ বা উমরার পর অতীতের গোনাহ্‌রাশি মোচন হইয়া গিয়াছে। এবার নূতন করিয়া আবার জীবন শুরু কর।]

٥٥٢- بَابُ مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ

৫৫২. অনুচ্ছেদ ঃ কাহারও অপছন্দ সত্ত্বেও আড়ি পাতিয়া তাহার কথা শোনা

١١٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً كُلِّفَ أَنْ يَّنْفَخَ فِيْهِ وَعُذِّبَ وَاِنْ يَّنْفَخَ فِيْهِ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَعُذِّبَ وَلَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَهُمَا وَمَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِى أُذُنَيْهِ الْاٰنُكَ .

১১৭৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করিবে কিয়ামতের তাহাকে বলা হইবে, 'উহাতে প্রাণ দান কর'। এবং এজন্য তাহাকে শাস্তিও দেওয়া হইবে। এবং যে ব্যক্তি কষ্ট কল্পনার স্বপ্ন রচনা করিবে তাহাকে বলা হইবে, দুইটি যবের মধ্যে গিরা লাগাও দেখি ! এবং যখন সে গিরা লাগাইতে অক্ষম হইবে তখন এজন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা আড়ি পাতিয়া শুনিবে অথচ তাহারা তাহাকে উহা শুনাইতে অনিচ্ছুক, এমন ব্যক্তিদের কানে উত্তপ্ত তরল শীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

٥٥٣ بَابُ الْجُلُوْسِ عَلَى السَّرِيْرِ

৫৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ খাটে উপবেশন

١١٧٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُضَارِبَ عَنِ الْعَرْبَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالَ وَفَدَ أَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَأَنَا غُلامٌ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا مَرْحَبًا وَرَجُلٌ قَاعِدٌ مَعَهُ عَلَى السَّرِيْرِ قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ تَرَحِّبَ بِهِ ؟ قَالَ : هٰذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ هٰذَا الْهَيْثَمُ بْنُ الاَسْوَدِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا هٰذَا عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ لَهُ يَا اَبَا فُلاَنٍ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ ؟ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَهْلَ بَادٍ أَسْأَلُ عَنْ بَعِيْدٍ وَلاَ أَتْرُكُ لِلْقَرِيْبِ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ أَنْتَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ ذَاتَ شَجَرٍ وَنَخْلٍ .

১১৭৭. উরইয়ান ইব্‌ন হায়সাম বলেন, একবার আমার পিতা একটি প্রতিনিধিদলসহ হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে গেলেন। আমি তখন বালক মাত্র। যখন তিনি তাঁহার দরবারে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি মারহাবা! মারহাবা !! বলিয়া তাঁহাকে স্বাগতম জানাইলেন। তখন অপর একব্যক্তিও তাঁহার সাথে আসীন ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ কাহাকে স্বাগত জানাইতেছেন হে আমীরুল মু'মিনীন ? জবাবে তিনি বলিলেন, ইনি হইতেছেন পূর্বদেশীয়দের সর্দার হায়সাম ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ ! আমি তখন প্রশ্ন করিলাম ঃ আর উনি ? উপস্থিত সকলে বলিয়া উঠিলেন ঃ উনি হইতেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল আ'স (রা)। আমি তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম ঃ হে অমুকের পিতা ! দাজ্জাল কোথা হইতে বাহির হইবে ? তিনি বলিলেন ঃ তুমি যে দেশের লোক সেখানের লোক ছাড়া নিকটের কথা ছাড়িয়া সুদূরের ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে এরূপ প্রশ্ন করিতে আর কোথাকার লোককেও আমি দেখি নাই !

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ বৃক্ষ ঘেঁরা ইরাকের খেজুর বীথিকা হইতে তাহার উদ্ভব হইবে।

١١٧٨- حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى سَرِيْرٍ .

(....) حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَانَ يُقْعِدُنِىْ عَلٰى سَرِيْرِهِ فَقَالَ لِىْ أَقِمْ عِنْدِىْ حَتّٰى أَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِىْ فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ .

১১৭৮. আবুল আলিয়া বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সাথে চৌকিতে বসিয়াছি।

০০০ আবূ জামরাহ্ বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সাথে প্রায়ই বসিতাম। তিনি আমাকে তাঁহার চৌকিতে বসাইতেন। তিনি আমাকে বলেন, তুমি আমার সাথে থাকিয়া যাও, যাবত না আমার সম্পত্তির একাংশ আমি তোমাকে দিয়া দেই। অতঃপর আমি তাঁহার সাথে দুইমাস অবস্থান করি।

١١٧٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ أَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مَعَ الْحَكَمِ أَمِيْرٍ بِالْبَصْرَةِ عَلَى السَّرِيْرِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ .

১১৭৯. খালিদ ইব্‌ন দীনার আবু খালদাহ্ বলেন, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বসরার শাসনকর্তা হাকামের সাথে চৌকিতে উপবিষ্ট অবস্থায় বলেন ঃ নবী করীম (সা) গরমের মওসুমে রৌদ্রের তেজ কমিলে (মানে, একটু দেরী করিয়া) নামায পড়িতেন। পক্ষান্তরে, শীত মওসুমে তিনি নামায একটু তাড়াতাড়ি (আউয়াল ওয়াক্তে) পড়িতেন।

١١٨٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلٰى سَرِيْرٍ مَرْمُوْلٍ بِشَرِيْطٍ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ مَا بَيْنَ جِلْدِهِ وَبَيْنَ السَّرِيْرِ ثَوْبٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " مَا يُبْكِيْكَ يَا عُمَرُ " ؟ قَالَ أَمَا وَاللّٰهِ مَا أَبْكِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلاَّ أَكُوْنَ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ كِسْرٰى وَقَيْصَرَ فَهُمَا يَعِيْشَانِ فِيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِالْمَسْكَانِ الَّذِيْ أَرٰى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَمَا تَرْضٰى يَا عُمَرُ أَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةُ " ؟ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهُ كَذٰلِكَ " .

১১৮০. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম, তিনি তখন খেজুরের চটে নির্মিত একটি চৌকির উপর শায়িত। তাঁহার মাথার নীচে চট নির্মিত একটি বালিশ যাহার ভিতরে খেজুরের ছাল পরিপূর্ণ। চৌকি এবং তাঁহার চটের মাঝখানে কোন কাপড় ছিল না। এমন সময় হযরত উমর (রা) সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি তো রীতিমত কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাকে কিসে কাঁদাইতেছে হে উমর? বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কসম আল্লাহ্‌র আমি যদি আল্লাহ্‌র নিকট রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের চাইতেও আপনার অধিক মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার কথা না জানিতাম, তবে হয়ত কাঁদিতাম না। তাহারা দুনিয়ার সকল রকম আরাম-আয়েশ লুটিতেছে, আর আপনাকে এখন কী অবস্থায় দেখিতেছি ? তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ হে উমর ! তুমি কি ইহাতে খুশি নও যে, তাহারা দুনিয়ার মজাই কেবল লুটিবে আর আমাদের জন্য রহিয়াছে আখিরাতের নিয়ামতরাজি। আমি বলিলাম ঃ জ্বী, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ফরমাইলেন ঃ ব্যাপার স্যাপার এই রকমই।

١١٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِيْ رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ اِنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ عَنْ دِيْنِهِ لاَ يَدْرِيْ مَا دِيْنُهُ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ فَأَتَى بِكُرْسِيٍّ خَلَتْ قَوَائِمُهُ حَدِيْدًا (قَالَ حُمَيْدٌ أُرَاهُ خَشَبًا أَسْوَدَ حَسِبَهُ حَدِيْدًا) فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِيْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ أَتَمَّ خُطْبَتَهُ آخِرَهَا .

১১৮১. আবূ রিফা'আ আদওয়ী (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন খুত্বা দিতেছিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক আগন্তুক দীন সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য হাযির হইয়াছে, সে তাহার দীন সম্পর্কে কিছুই জানে না। তিনি তখন খুত্বা বাদ দিয়া আমার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় তাহার জন্য একখানা চেয়ার আনা হইল, আমার ধারণা হইল উহার পায়াগুলি লৌহ নির্মিত। (অধঃস্তন রাবী হুমাইদ বলেন, আমি দেখিয়াছি উহা ছিল কাল কাঠের। অনেকটা লৌহ বলিয়া ধারণা হইত।) তিনি তাহাতে বসিলেন এবং আমাকে দীনের শিক্ষা দিতে লাগিলেন, যে শিক্ষা আল্লাহ্ তাঁহাকে দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার খুতবার অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করিলেন।

١١٨٢- حَدَّثَنَا تَمِيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ دِهْقَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلٰى سَرِيْرِ عَرُوْسٍ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حُمْرٌ .

...- وَعَنْ أَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسًا جَالِسًا عَلَى سَرِيْرٍ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرٰى .

১১৮২. মূসা ইব্ন দিহ্কান (র) বলেন, আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-কে উরূসী[১] পালঙ্কে উপবিষ্ট দেখিয়াছি- যাহার উপর একটি লাল কাপড় ছিল।

০০০ ইমরান ইব্ন মুসলিম (র) বলেন ঃ আমি হযরত আনাস (রা)-কে একটি পালঙ্কে এক পায়ের উপর অপর পা তুলিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

٥٥٤- بَابُ اِذَا رَأٰى قَوْمًا يَتَنَاجُوْنَ فَلاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ

৫৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ চুপি চুপি যাহারা কথা বলিতেছে তাহাদের মধ্যে ঢুকিবে না

١١٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا الْمَقْبُرِيَّ يَقُوْلُ مَرَرْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ فَقُمْتُ اِلَيْهِمَا فَلَطَمَ فِيْ صَدْرِيْ فَقَالَ اِذَا وَجَدْتَ اثْنَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَلاَ تَقُمْ مَعَهُمَا وَلاَ تَجْلِسْ مَعَهُمَا حَتّٰى تَسْتَأْذِنَهُمَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللّٰهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّمَا رَجَوْتُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكُمَا خَيْرًا .

---

১. 'উরূস' শব্দের অর্থ হইতেছে বাসর রাত্রি। এখানে উরূসী পালঙ্ক বলিতে বাসর ঘরের পালঙ্কের মত জাঁকজমকপূর্ণ পালঙ্ক অর্থ হইতে পারে। আবার কোন এক নির্দিষ্ট ডিজাইন বা ফ্যাশনের পালঙ্কের নামও হইতে পারে।

১১৮৩. সাঈদ আল-মাকবূরী বলেন, একবার হযরত ইব্‌ন উমর (রা) একটি লোকের সাথে কী যেন আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময় আমি সেদিক দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম। আমি তাঁহাদের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার বুকে একটি থাপ্পড় মারিয়া বলিলেন ঃ যখন দুইজনকে কোন কথা বলিতে দেখিবে তখন না তাহাদের পাশে দাঁড়াইবে, আর না সেখানে বসিবে যাবৎ না তাহাদের অনুমতি গ্রহণ কর। তখন আমি বলিলাম ঃ হে আবূ আবদুর রহমান! আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন ! আমি তো এই আশায় দাঁড়াইয়াছিলাম যে, আপনাদের দুইজনের নিকট হইতে কোন ভাল কথা শুনিব।

١١٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَسْمَعُ الِى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِى أُذُنِهِ الْاٰنُكُ وَمَنْ تَحَلَّمُ بِحِلْمٍ كُلِّفَ أَنْ يَّعْقِدُ شَعِيْرَةً .

১১৮৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আলাপরত ব্যক্তিদের আলাপ কান পাতিয়া শুনে অথচ তাহারা উহা অপসন্দ করে, তাহার কানে শীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট কল্পনার স্বপ্ন দেখে, তাহাকে কিয়ামতের দিন বলা হইবে, যবের মধ্যে গিরা দিতে।

٥٥٥- بَابُ لاَ يَتَنَاجِىْ اِثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ

৫৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ তৃতীয় জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানেকানে কথা বলিবে না

١١٨٥- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " اِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجِى اِثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ " .

১১৮৫. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যখন তিনজন বিদ্যমান থাকিবে, তখন তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়া দুইজন কানেকানে কথা বলিবে না।

٥٥٦- بَابُ اِذَا كَانُوْا أَرْبَعَةً

৫৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ যখন চারিজন থাকে

١١٨٦- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَقِيْق عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجِى اِثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ فَانَّهُ يُحْزِنُه ذٰلِكَ " .

১১৮৬. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাকিবে, তখন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানাকানি করিবে না। কেননা, উহা তাহাকে মনঃক্ষুণ্ন করিবে।

١١٨٧- وَحَدَّثَنِىْ أَبُوْ صَالٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ قُلْنَا فَانْ كَانُوْا أَرْبَعَةً؟ قَالَ لاَ يَضُرُّهُ.

১১৮৭. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাকিবে, তখন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানাকানি করিবে না। কেননা, উহা তাহাকে মনঃক্ষুণ্ন করিবে। আমরা তখন বলিলাম, যদি চারজন হয় ? ফরমাইলেন ঃ তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই।

١١٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَتَنَاجِيْ اِثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخِرِ حَتّٰى يَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ " .

১১৮৮. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তৃতীয়জনকে বাদ দিয়া দুইজন কানে কানে কথা বলিবে না যাবৎ না অন্যান্য মানুষের সাথে মিশিয়া যাইবে। কেননা, উহা তাহাকে মনঃক্ষুণ্ন করিবে।

١١٨٩- حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا كَانُوْا أَرْبَعَةً فَلاَ بَأْسَ .

১১৮৯. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ যখন চারিজন হইবে, তখন (কানে কানে যে কোন দুইজন কথা বলিতে) কোন আপত্তি নাই।

٥٥٧- بَابُ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْقِيَامِ

৫৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কাহারও কাছে বসিবে তখন উঠিবার সময় তাহার অনুমতি লইবে

١١٩٠- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ جَلَسْتُ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ فَقَالَ إِنَّكَ جَلَسْتَ اِلَيْنَا وَقَدْ حَانَ مِنَّا قِيَامٌ فَقُلْتُ فَاِذَا شِئْتَ فَقَامَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتّٰى بَلَغَ الْبَابَ .

১১৯০. হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) এর নিকট বসিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ তুমি তো আমার নিকট আসিয়া বসিলে অথচ আমার এখন উঠিবার সময় হইয়া গিয়াছে। তখন আমি বলিলাম, আপনার যখন মর্জি হয়, উঠিয়া যাইতে পারেন। তখন তিনি উঠিয়া পড়িলেন, আর আমি তাঁহার পিছনে পিছনে দরজা পর্যন্ত গেলাম।

٥٥٨- بَابُ لاَ يَجْلِسُ عَلٰى حَرْفِ الشَّمْسِ

৫৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ রৌদ্রে বসিবে না

١١٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ جَاءَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَهُ فَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ .

১১৯১. হযরত কায়েস তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন খুত্বা দিতেছিলেন। তিনি গিয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়াছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আদেশে তিনি ছায়ার দিকে আসেন।

٥٥٩- بَابُ الاِحْتِبَاءِ فِى الثَّوْبِ

৫৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ের গোছা ও কোমরে বাঁধিয়া কাপড় পরা

١١٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الْمُلاَبَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ (اَلْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ وَالْمُنَابَذَةُ يَنْبِذُ الْاٰخِرُ اِلَيْهِ ثَوْبَهُ) وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيْعُهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَاللُّبْسَتَانِ اشْتِنَالُ الصَّمَّاءِ (وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَّجْعَلُ طَرْفَ ثَوْبِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوْا أَحَدَ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) وَاللُّبْسَةُ الْاُخْرٰى اِحْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهٖ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَيْءٌ.

১১৯২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই রকমের কাপড়-পরিধান এবং দুই রকমের বেচা-বিক্রী সম্পর্কে নিষেধ করিয়াছেন ঃ কাপড় স্পর্শের বেচা-বিক্রী এবং কাপড় নিক্ষেপের বেচা-বিক্রী। এই ধরনের বেচা-বিক্রী সম্পাদিত হইত পণ্য (ভালমতে) না দেখিয়াই। আর যে দুই ধরনের কাপড় পরিধান সম্পর্কে নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইল, এক কাঁধে কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া অপর কাঁধ উন্মুক্ত রাখা এবং কোমরের সাথে কাপড় বাঁধিয়া গোছা পর্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া এমনভাবে যে, বসিয়া থাকিলে সতর খোলা থাকে (লজ্জাস্থানের সাথে কোন কাপড় সংলগ্ন থাকে না।)

٥٦٠- بَابُ مَنْ أَلْقٰى لَهُ وِسَادَةً

৫৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আরামে বসার উদ্দেশ্যে বালিশ প্রদান

١١٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْكَ زَيْدٍ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِى فَدَخَلَ عَلَىَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أُدْمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الاَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِى وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِىْ "أَمَّا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ" ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ "خَمْسًا" قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ " سَبْعًا " قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ "تِسْعًا" قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ " إِحْدٰى عَشَرَةَ " قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ (لاَ صَوْمُ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ " .

১১৯৩. আবূ মালীহ্ বলেন, আমি তোমার পিতা যায়িদ (র) সমভিব্যাহারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা)-এর সকাশে গেলাম। তখন তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করিলেন ঃ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার রোযা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমার ঘরে তাশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহার সম্মানার্থে একটি বালিশ তাঁহার দিকে ছুড়িয়া দিলাম যাহার আবরণ ছিল চামড়ার আর ভিতরে ছিল খেজুরের খোসা। তিনি মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন এবং বালিশ আমার এবং তাঁহার মধ্যখানে পড়িয়া রহিল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন ঃ ওহে! প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখিলে কি তোমার চলে না? তখন আমি বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (উহার বেশি কি অনুমতি দেওয়া যায় না ?) বলিলেন ঃ পাঁচ ? আমি পুনরায় বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বলিলেন ঃ যাও, সাতটা। আমি পুনরায় বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বলিলেন ঃ যাও নয়টা। আমি পুনরায় বলিলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বলিলেন ঃ যাও, এগারটি। আমি পুনরায় বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এবার তিনি ফরমাইলেন ঃ দাঊদ (আ)-এর রোযার উপর আর রোযা হয় না। অর্ধেক সময়। একদিন রোযা এবং একদিন ইফ্তার (বিরতি)।

١١٩٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى أَبِيْهِ فَأَلْقٰى لَهُ قَطِيْفَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا.

১১৯৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র (রা) বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) তাঁহার পিতার ওদিক হইয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে একটি মখমলী চাদর ছুঁড়িয়া দেন এবং তিনি উহাতে বসেন।

٥٦١- بَابُ الْقُرْفُصَاءِ

৫৬১. অনুচ্ছেদ ঃ পোঁট মারিয়া বসা

١١٩٥- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَدَّتَاىَ صَفِيَّةُ بِنْتُ عُلَيَّةَ وَدَحِيْبَةُ بِنْتُ عُلَيْبَةَ وَكَانَتَا رَبِيْبَتَىْ قَيْلَةَ أَنَّهُمَا أَخْبَرَتْهُمَا قَيْلَةُ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَاعِدًا الْقُرْفُصَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ الْمُتَخَشِّعُ فِى الْجِلْسَةِ اُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ.

১১৯৫. বিবি কুইলা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে দেখিয়াছি, দুই উরুর নিচের দিকে হাত রাখিয়া পেট ও উরু মিলাইয়া মাথা ঝুঁকাইয়া বসিয়া থাকিতে। আমি যখন তাঁহাকে এরূপ বিনীত বিনম্র অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, তখন আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম।

٥٦٢- بَابُ التَّرَبُّعِ

৫৬২. অনুচ্ছেদ ঃ চারজানু বসা

١١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ حَدَّثَنِىْ جَدِّىْ حَنْظَلَةُ بْنُ حِذْيَمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَرَأَيْتُهُ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا.

১১৯৬. হযরত হানযালা ইব্‌ন হিযইয়াম (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি তখন চারজানু অবস্থায় বসা ছিলেন।

١١٩٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْنٌ [اَلْقَزَّازُ] قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ رُزَيْقٍ أَنَّهُ رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرٰى اَلْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى.

১১৯৭. আবূ রুযায়ক বলেন, তিনি হযরত আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসকে তাঁহার ডান পা তাঁহার বাম পায়ের উপর তুলিয়া বসিতে দেখিয়াছেন।

١١٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَجْلِسُ هٰكَذَا مُتَرَبِّعًا وَيَضَعُ إِحْدٰى قَدَمَيْهِ عَلَى الأُخْرٰى.

১১৯৮. ইমরান ইব্‌ন মুসলিম বলেন, আমি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে চারজানু অবস্থায় একপায়ের উপর অপর পা রাখিয়া বসিতে দেখিয়াছি।

٥٦٣- بَابُ الاِحْتِبَاءِ

৫৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় জড়াইয়া গোট মারিয়া বসা

١١٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ قُرَّةُ بْنُ مُوْسَى الْهُجَيْمِيُّ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ جَابِرِ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ فِيْ بُرْدَةٍ وَإِنَّ هُدَّابَهَا لَعَلٰى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِيْ قَالَ "عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللّٰهِ وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ لِلْمُسْتَسْقِيْ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ إِنَائِهِ أَوْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطٌ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَلاَ يُحِبُّهَا اللّٰهُ وَإِنْ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ مِنْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ مِنْهُ دَعْهُ يَكُوْنُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ وَلاَ تَسُبَّنَّ شَيْئًا.
قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدُ دَابَّةً وَلاَ إِنْسَانًا.

১১৯৯. সালীম ইব্‌ন জাবির হুজায়মী (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি তখন চাদর জড়াইয়া গোঁট মারিয়া বসা অবস্থায় ছিলেন এবং চাদরের প্রান্তদ্বয় তাঁহার পদদ্বয়ের উপর ছিল। আমি তখন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে উপদেশ দিন! ফরমাইলেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্‌ভীতি (তাক্ওয়া) অবলম্বন করিবে এবং নেকী সেটা যত ছোটই হউক না কেন উহাকে ছোট মনে করিবে না যদিও তাহা কোন পানি-প্রার্থীর পাত্রে তোমার বালতি হইতে পানি ঢালিয়া দেওয়াই হয় অথবা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল মুখে কথা বলাই হয়। আর লুঙ্গি (গিরার নিচে) ঝুলাইয়া

পরিধান করা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে। কেননা, উহা অহংকার বিশেষ এবং আল্লাহ্ উহা পসন্দ করেন না। আর যদি কোন ব্যক্তি তাহার জ্ঞাত তোমার কোন দোষণীয় ব্যাপারের জন্য তোমাকে খোঁটা দেয়, তবে তুমি তোমার জ্ঞাত তাহার কোন দোষের জন্য তাহাকে খোঁটা দিবে না। তুমি তাহাকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও। তাহার পাপের ফল সেই ভোগ করিবে এবং তোমার এই চাপিয়া যাওয়ার জন্য তুমি উহার প্রতিফল (নেকী) পাইবে। এবং কখনো কিছুকে গালি দিবে না। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আর কাহাকেও কোনদিন গালি দেই নাই না কোন মানুষকে আর না কোন চতুষ্পদ জন্তুকে।

١٢٠٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَالَ مَا رَأَيْتُ حَسَنًا قَطُّ إِلاَّ فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا وَذٰلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَوَجَدَنِي فِي الْمَسْجِدِ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَمَا كَلَّمَنِي حَتَّى جِئْنَا سُوْقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَطَافَ فِيْهِ وَنَظَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَإِنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فَاحْتَبَى ثُمَّ قَالَ " أَيْنَ لُكَاعُ؟ اُدْعُ لِي لُكَاعَ " فَجَاءَ حَسَنٌ يَشْتَدُّ فَوَقَعَ فِي حِجْرِهِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي لِحْيَتِهِ ثُمَّ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَحُ فَاهُ فَيَدْخُلُ فِي فِيْهِ ثُمَّ قَالَ "اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ" .

১২০০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যখনই আমি হাসান (রা)-কে দেখিয়াছি তখনই আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা এই কারণে এই যে, নবী করীম (সা) একদা (তাঁহার হুজরা হইতে) বাহির হইয়াই আমাকে মসজিদে পাইলেন। তিনি আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। আমিও তাঁহার সহিত চলিলাম। তিনি আমার সহিত কোন কথাই বলিলেন না। এভাবে আমরা বনি কায়নুকার বাজারে গিয়া পৌঁছিলাম। তিনি সেখানে ঘোরাফেরা করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং আমিও তাঁহার সাথে আসিলাম। এমন কি আমরা মসজিদ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। তিনি সেখানে গোঁট মারিয়া বসিলেন এবং গায়ে চাদর জড়াইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, বাছা কোথায়? বাছাকে আমার কাছে ডাক! হাসান ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কোলে বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার হাত তাঁহার দাঁড়ির মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন। তখন নবী করীম (সা) তাঁহার মুখ খুলিয়া আপন পবিত্র মুখ তাঁহার মুখে দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি ইহাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাহাকে ভালবাস এবং যে বা যাহারা তাহাকে ভালবাসে, তাহাদিগকেও তুমি ভালবাসিও।

٥٦٤- بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ

৫৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ দুই জানু বসা

١٢٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ

عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لاَ تَسْأَلُوْنِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا " قَالَ أَنَسٌ فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَكْثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَّقُوْلُ " سَلُوْا " فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَالَ ذٰلِكَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " أَوْلَى أَمَّا وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فِيْ عَرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّيْ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ " .

১২০১. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যুহরের নামায আদায় করিলেন। নামাযান্তে তিনি মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে কিয়ামতের কথা উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ উহাতে (কিয়ামতের সময়) অনেক বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হইবে। অতঃপর বলিলেন, যে কেহ এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করিতে চায়, তাহার উচিত প্রশ্ন করা। কসম আল্লাহ্‌র, তোমরা যে প্রশ্নই আজ করিবে এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই আজ আমি উহার উত্তর দিব।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া অধিকাংশ শ্রোতাই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। নবী (সা) ঘন ঘন বলিতেছিলেন, কাহার কি প্রশ্ন করিবার আছে প্রশ্ন কর ! প্রশ্ন কর ! তখন হযরত উমর (রা) দুই জানুতে (আদবের সহিত নামাযের বসার মত) বসিলেন এবং বলিলেন ঃ আমরা আল্লাহ্‌কে প্রভুরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূলরূপে পাইয়া তুষ্ট আছি। উমর (রা) একথা বলার সময় নবী (সা) মৌন রহিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যাঁহার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, নামায পড়ার সময় আজ ঐ প্রাচীরের গাত্রে (দর্পনের মত) জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হইয়াছে। আজকের মত মঙ্গলও অমঙ্গল (পাশাপাশি এত স্বচ্ছভাবে) দেখার সুযোগ আমার আর ঘটে নাই।

٥٦٥- بَابُ الاِسْتِلْقَاءِ

৫৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ চিৎ হইয়া শয়ন

١٢٠٢- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ (هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ) قَالَ رَأَيْتُهُ (قُلْتُ لاِبْنِ عُيَيْنَةَ اَلنَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ) مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرٰى.

১২০২. আব্বাদ ইব্ন তামীম তাঁহার চাচার প্রমুখাৎ বলেন, 'আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি' (রাবী আব্বাদ জিজ্ঞাসা করেন, নবী করীম (সা)-কে ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ) চিৎ হইয়া শায়িত অবস্থায়, এক পায়ের উপর অপর পা রাখিয়া।

١٢٠٣- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ أُمِّ بَكْرٍ بِنْتِ الْمِسْوَرِ عَنْ أَبِيْهَا قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْقٍ مُسْتَلْقِيًا رَافِعًا إِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى.

১২০৩. মিস্ওয়ার (র) তাঁহার পিতা সূত্রে বর্ণন করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-কে চিৎ হইয়া শায়িত অবস্থায় দেখিয়াছি, এক পায়ের উপর অপর পা তুলিয়া রাখা অবস্থায়।

٥٦٦- بَابُ الضَّجْعَةِ عَلٰى وَجْهِهِ

৫৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ উপুড় হইয়া শয়ন করা

١٢٠٤- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُوسَى بْنِ خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ يَحْىَ بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِىْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ ابْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِىِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ مِنْ أُخِرِ اللَّيْلِ أَتَانِىْ أَتٍ وَأَنَا نَائِمٌ عَلٰى بَطْنِىْ فَحَرَّكَنِىْ بِرِجْلِهِ فَقَالَ " قُمْ هٰذِهِ ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ " فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَاذَا النَّبِىُّ ﷺ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِىْ.

১২০৪. ইবন তিখফা গিফারী-এর পিতা, যিনি আস্হাবে সুফ্ফাদের একজন ছিলেন। বলেন, একদা আমি শেষ রাতে মসজিদে শায়িত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় একজন আগন্তুক আসিলেন আর আমি তখন উপুড় অবস্থায় নিদ্রিত। তিনি আমাকে তাঁহার পা দ্বারা নাড়া দিলেন এবং বলিলেন ওহে, ওঠ, এরূপ শয়ন করা আল্লাহ্‌র নিকট অপসন্দনীয়। তখন আমি মাথা উঠাইয়া দেখি, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন।

١٢٠٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلِ السَّكَنْدِىُّ (مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِيْنَ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحًا لِوَجْهِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ " قُمْ نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ ".

১২০৫. হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) মসজিদে এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যে উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। তিনি তাহাকে পা দ্বারা ঠুকিলেন এবং বলিলেন, ওহে উঠ, ইহা হইতেছে জাহান্নামীদের শয়ন।

٥٦٧- بَابُ لاَ يَأْخُذْ وَلاَ يُعْطِىْ إِلاَّ بِالْيُمْنٰى

৫৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে আদান-প্রদান

١٢٠٦- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " لاَ يَأْكُلُ أَحَدٌ بِشِمَالِهٖ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهٖ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهٖ "

قَالَ كَانَ نَافِعٌ يَزِيْدُ فِيْهَا " لاَ يَأْخُذُبِهَا وَلاَ يُعْطِىْ بِهَا " .

১২০৬. হযরত সালেম তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যেন বাম হাতের সাহায্যে না খায় এবং বাম হাতে সাহায্যে পানীয় গ্রহণ না করে, কেননা, শয়তান বাম হাতের সাহয্যেই আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

রাবী বলেন ঃ হযরত নাফি উহাতে আরও যোগ করিতেন ঃ এবং উহা দ্বারা কিছু গ্রহণও করিবে না, প্রদানও করিবে না।

٥٦٨- بَابُ أَيْنَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ اِذَا جَلَسَ

৫৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বসিবার সময় জুতা কোথা রাখিবে ?

١٢٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ هَارُوْنَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ نَهِيْكٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعُهُمَا اِلٰى جَنْبِهٖ .

১২০৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত যে, যখন কোন ব্যক্তি কোথাও বসিবে, তখন তাহার পাদুকাদ্বয় খুলিয়া লইবে এবং পার্শ্বে রাখিয়া দিবে।

٥٦٩- بَابُ الشَّيْطَانُ يُجِيْءُ بِالْعُوْدِ وَالشَّيْءِ يَطْرَحُهُ عَلَى الْفِرَاشِ

৫৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিছানায় ধুলাবালি নিক্ষেপ শয়তানের কাজ

١٢٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ عَنْ أَزْهَرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِىْ إِلٰى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ بَعْدَ مَا يَفْرِشُهُ أَهْلُهُ وَيُهَيْئُوْنَهُ فَيَلْقِىْ عَلَيْهِ الْعُوْدَ وَالْحَجَرَ أَوِ الشَّىْءَ لِيَغْضَبَهُ عَلٰى أَهْلِهٖ فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ فَلاَ يَغْضَبُ عَلٰى أَهْلِهٖ قَالَ لِاَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

১২০৮. হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, শয়তান তোমাদের মধ্যকার কাহারও শয্যায় আসে যখন তাহার পরিবার শয্যা রচনা সম্পন্ন করে এবং কাঠ পাথর প্রভৃতি নিক্ষেপ করে যাহাতে সেব্যক্তি তাহার পরিবারের প্রতি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে। সুতরাং যখন কোনব্যক্তি এরূপ দেখিতে পাইবে, সে যেন তাহার পরিবারের উপর ক্রুদ্ধ না হয়, কেননা উহা শয়তানের কাজ।

٥٧٠- بَابُ مَنْ يَأْتَ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ لَهُ سُتْرَةٌ

৫৭০. অনুচ্ছেদ ঃ উন্মুক্ত ছাদে শয়ন করা

١٢٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ (رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ هُوَ ابْنُ جَابِرٍ) عَنْ رَعْلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " .

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ " فِيْ إِسْنَادِهِ نَظْرٌ " .

১২০৯. আবদুর রহমান ইব্ন আলী তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনরূপ আবরণ ছাড়াই উন্মুক্ত ছাদে রাত্রি যাপন করে, তাহার হিফাযতের যিম্মাদারী প্রত্যাহৃত হয়।

আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) বলেন, এই রিওয়ায়াতের সনদ সংশয়মুক্ত নহে।

١٢١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ رَبَاحٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَمَّارَةَ قَالَ جَاءَ أَبُوْ أَيُّوْبُ الْاَنْصَارِيُّ فَصَعِدَتْ بِهٖ عَلَى سَطْحٍ اَفْلَحَ فَنَزَلَ وَقَالَ كِدْتُ أَنْ أَبِيْتَ اللَّيْلَةَ وَلَا ذِمَّةَ لِيْ .

১২১০. আলী ইব্ন উমারা বলেন, একদা হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা) আমার এখানে তাশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহাকে লইয়া উন্মুক্ত ছাদে আরোহণ করিলাম। কিন্তু তিনি নিচে নামিয়া আসিলেন এবং বলিলেন ঃ আমি তো এমনভাবেই রাত্রিযাপন করিতে উদ্যত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমার হিফাযতের কোন যিম্মাদারী থাকিত না।

١٢١١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عِمْرَانَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ بَاتَ عَلَى إِنْجَارٍ فَوَقَعَ مِنْهُ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِيْنَ يَرْتَجُّ (يَعْنِيْ يَغْتَلِمُ) فَهَلَكَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " .

১২১১. হযরত যুহায়র জনৈক সাহাবীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মাচানের উপর রাত্রি যাপন করে এবং উহা হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুবরণ করে, তাহার জন্য

অপর কেহ দায়ী হইবে না, আর যে ব্যক্তি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে পাড়ি জমায় এবং মৃত্যুবরণ করে, তাহার জন্যও অপর কেহ দায়ী হইবে না। (সে নিজেই তাহার এরূপ অবিমৃষ্যকারিতাপূর্ণ মৃত্যুর জন্য দায়ী হইবে।)

٥٧١- بَابُ هَلْ يُدْلِى رِجْلَيْهِ إِذَا جَلَسَ

৫৭১. অনুচ্ছেদ ঃ পা' ঝুলাইয়া বসা

١٢١٢- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَافِعٍ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِىِّ أَنَّ أَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِى حَائِطٍ عَلٰى قَفِّ الْبِئْرِ مُدْلِيًا رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ .

১২১২. হযরত আবূ মূসা আশ্‌'আরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদা এক খর্জুর বীথিকার কূপের পাড়ে পা' ভিতর দিকে লটকাইয়া বসিয়াছিলেন।

٥٧٢- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ

৫৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ঘর হইতে বাহির হইবার সময় কী পড়িবে ?

١٢١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَمَا مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْنِىْ وَسَلِّمْ مِنِّىْ .

১২১৩. মুসলিম ইব্‌ন আবূ মারইয়াম বলেন, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) যখন ঘর হইতে বাহির হইতেন, তখন এরূপ দু'আ পড়িতেন ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লিম্‌নী ও সাল্লিম মিন্নী" প্রভো! আমাকেও নিরাপদ রাখুন এবং আমা হইতেও নিরাপদ রাখুন !

١٢١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُوْ يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ " بِسْمِ اللّٰهِ اَلتُّكْلَانُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ " .

১২১৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন ঘর হইতে বাহির হইতেন। তখন বলিতেন ঃ "বিস্‌মিল্লাহি, আত্-তুক্‌লানু আলাল্লাহি-লা হাওলা ওলা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।" আল্লাহ্‌র নামে- আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা। একটু নড়িবার বা কিছু করিবার শক্তি নাই আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া।"

٥٧٣- بَابُ هَلْ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رِجْلَهُ بَيْنَ يَدَىْ أَصْحَابِهِ وَهَلْ يَتَّكِىءُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

৫৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসা বা তাকিয়া ব্যবহার করা

١٢١٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْعَصَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادِ الْعَصَرِيُّ أَنَّ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ سَمِعَهُ يَذْكُرُ قَالَ لَمَّا بَدَأْنَا فِى وِفَادَتِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سِرْنَا حَتَّى إِذَا شَارَفْنَا الْقُدُومَ تَلَقَّانَا رَجُلٌ يُوضِعُ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ مِمَّنِ الْقَوْمُ ؟ قُلْنَا وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ مَرْحَبًا بِكُمْ وَأَهْلاً إِيَّاكُمْ طَلَبْتُ جِئْتُ لأُبَشِّرُكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالأَمْسِ لَنَا إِنَّهُ نَظَرَ الَى الْمُشْرِقِ فَقَالَ "لَيَأْتِيَنَّ غَدًا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ (يَعْنِى الْمَشْرِقِ) خَيْرُ وَفْدِ الْعَرَبِ " فَبِتُّ أَرُوْغُ حَتَّى أَصْبَحْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَأَمْعَنْتُ فِى الْمَسِيرِ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَهَمَمْتُ الرُّجُوْعَ ثُمَّ رُفِعَتْ رُءُوسُ رَوَاحِلِكُمْ ثُمَّ ثَنَى رَاحِلَتِهِ بِزِمَامِهَا رَاجِعًا يُوضِعُ عَوْدَةً عَلَى بِدْنَةٍ حَتَّى تَنْهٰى الَى النَّبِيِّ ﷺ - وَاَصْحَابِهِ حَوْلَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ - فَقَالَ بِأَبِى وَأُمِّى جِئْتُ أُبَشِّرُكَ بِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالَ " أَنَّى لَكَ بِهِمْ يَا عُمَرُ " قَالَ هُمْ أُوْلاَءِ عَلَى أَرَى قَدْ طَلُّوْا فَذَكَرَ ذٰلِكَ فَقَالَ " بَشَّرَكَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ " وَتَهَيَّا الْقَوْمُ فِى مَقَاعِدِهِمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عذًا فَالْقَى ذَيْلَ رِدَائِهِ تَحْتَ يَدِهِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ وَبَسَطَ رِجْلَيْهِ فَقَدِمَ الْوَفْدُ فَفَرِحَ بِهِمْ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالاَنْصَارُ فَلَمَّا رَأَوَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ أَمَرَ حَوَارِ كَلْبِهِمْ فَرَحًا بِهِمْ وَأَقْبَلُوْا سِرْعًا فَأَوْسَعَ الْقَوْمُ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ عَلَى حَالِهِ فَتَخَلَّفَ الأَشَجُّ وَهُوَ مُنْذِرِ بْنِ عَائِذِ بْنِ مُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عَصَرَ - فَجَمَعَ رِكَابَهُمْ ثُمَّ أَنَاخَهَا وَحَطَّ أَحْمَالَهَا جَمَعَ مَتَاعَهَا ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَةً لَهُ وَأَلْقَى عَنْهُ ثِيَابُ السَّفَرِ وَلَبِسَ حُلَّةَ ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِى مُتَرَسِّلاً قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ وَصَاحِبُ أَمْرِكُمْ " فَأَشَارُوْا بِأَجْمَعِهِمْ الَيْهِ وَقَالَ ابْنُ سَادَتِكُمْ هٰذَا " قَالُوْا كَانَ أَبَاؤُهُ سَادَتُنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ قَائِدُنَا الَى الاِسْلاَمِ فَلَمَّا حَيَّ الأَشَجَّ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ مِنْ نَاحِيَةٍ اسْتَوَى النَّبِيُّ ﷺ قَاعِدًا قَالَ " هٰهُنَا يَا أَشَجُّ " اَن أَوَّلَ يَوْمٍ سُمِّى الأَشَجُّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ أَصَابَتْهُ حِمَارَةٌ بِحَافِرِهَا وَهُوَ فَطِيمٌ فَكَانَ فِى وَجْهِهِ مِثْلُ الْقَمَرِ

فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَأَلْطَفَهُ عَرَّفَ فَضْلَهُ عَلَيْهِمْ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَهُ وَيُخْبِرُهُمْ حَتَّى كَانَ بِعَقْبِ الْحَدِيْثِ قَالَ " هَلْ مَعَكُمْ مِنْ أَزْوَتِكُمْ " ؟ قَالُوْا نَعَمْ فَقَامُوْا سِرعًا كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ الَى ثَقْلِهِ فَجَاءُوْا بِصَبْرِ التَّمَرِ فِي أَكُفِّهِمْ فَوُضِعَتْ عَلَى نَطعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ جَرِيْدَةٌ دُوْنَ الذِّرَاعَيْنِ وَفَوْقَ الذِّرَاعِ فَكَانَ يَخْتَسِرُبِهَا فَلَمَّا يُفَارِقُهَا فَأَوْمَا بِهَا الَى صُبْرَةٍ مِنْ ذٰلِكَ التَّمَرِ فَقَالَ " تُسَمُّوْنَ هٰذَا التَّعْضُوْضَ " ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ " وَتُسَمُّوْنَ هٰذَا الصَّرَفَانِ " ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ " وَتُسَمُّوْنَ هٰذَا الْبَرْنِىْ " ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ " هُوَ خَيْرٌ تَمَرِكُمْ وَيَنْعِه لَكُمْ " وَقَالَ بَعْضُ شُيُوْخِ الْحَيِّ وَأَعْظَمُهُ بَرَكَةٍ وَإِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنَا خَصْبَةٌ نُعَلِّفُهَا أَبْلَنَا وَحَمِيْرَنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ وَفَادَتِنَا تِلْكَ عَظُمَتْ رَغْبَتُنَا فِيْهَا وَفَسَلْنَاهَا حَتَّى تَحَوَّلَتْ ثِمَارُنَا مِنْهَا وَرَأَيْنَا الْبَرَكَةُ فِيْهَا .

১২১৫. শিহাব ইব্‌ন আব্বাদ আল-আস্‌রী বলেন, আবদুল কায়েস প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্যকে তিনি বলিতে শুনিয়াছেন, যখন আমরা আমাদের প্রতিনিধিদল সমভিব্যাহারে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপনীত হই, তখন আমরা মদীনার সন্নিকটবর্তী হইতেই একব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। সাওয়ারীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায়ই সে আমাদিগকে সালাম দিল। আমরাও তাঁহার সালামের জবাব দিলাম। অতঃপর সেব্যক্তি দাঁড়াইয়া পড়িল এবং আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ 'তোমরা কোন্ গোত্রের লোক হে ?' আমরা বলিলাম, আমরা আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ। সে ব্যক্তি বলিল ঃ তোমাদিগকে খোশ-আমদেদ ! তোমাদের সন্ধানেই আমি আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে সুসংবাদ শুনাইতে আসিয়াছি। নবী করীম (সা) গতকাল (তোমাদিগের কথা) আমাদিগকে বলিয়াছেন। তিনি পূর্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আগামীকাল এদিক হইতে অর্থাৎ পূর্বদিক হইতে আরবের সেরা প্রতিনিধিবর্গ আসিবে। আমি অধীর অপেক্ষায় রাত কাটাইয়াছি এবং সকাল হইতেই বাহন প্রস্তুত করিয়া পথপানে তাকাইয়া আছি। দেখিতে দেখিতে বেলা উঠিয়া গেল এবং আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম এমন সময় তোমাদের বাহনসমূহের উর্ধোত্থিত শিরসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। অতঃপর সেই ব্যক্তি উটকে ফিরাইবার জন্য তাহার লাগাম কষিয়া ধরিল এবং দ্রুতবেগে যাত্রা করিয়া নবী করীম (সা) এবং তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। সে ব্যক্তি তখন বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। আমি আপনাকে আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিবর্গের সুসংবাদ শুনাইতে আসিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, তাহাদের সহিত কোথায় তোমার সাক্ষাৎ হে উমর ? তিনি বলিলেন ঃ তাহারা আমার পিছনেই আসিতেছে ! তখন উপস্থিত সাহাবীগণ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি বসিয়া পড়িলেন। নবী করীম (সা)-ও বসিয়া রহিলেন। তিনি তাঁহার চাদরের কোণসমূহকে হাতের নিচে রাখিয়া উহার উপর ঠেস দিয়া (তাকিয়া স্বরূপ ব্যবহার করিয়া) বসিলেন এবং পদদ্বয় ছড়াইয়া বসিলেন। এমন সময় প্রতিনিধিদল আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহাদের উপস্থিতিতে আনসার ও মুহাজির মহলে খুশীর ধুম পড়িল। তাঁহারাও নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণকে দেখিতে পাইয়া

অত্যন্ত উৎফুল্ল হন এবং সাওয়ারী হইতে লাফাইয়া পড়েন এবং দ্রুতবেগে তাঁহাদের সম্মুখে যান। লোকজন একটু নড়িয়া চড়িয়া তাহাদের স্থান করিয়া দিলেন। নবী করীম (সা) পূর্বের মতই ঠেস দিয়া বসা অবস্থায় রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আশাজ্জ পিছনে রহিলেন। তিনি হইলেন মুনযির ইব্ন আয়িয ইব্ন মুনযির ইব্ন হারিস ইব্ন নু'মান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আসর। তিনি বাহনসমূহকে একত্রিত করেন, ঐগুলিকে বসান, ঐগুলির পিঠের বোঝা নামান এবং গোটা প্রতিনিধিদলের সকল আসবাবপত্র একত্রিত করেন। অতঃপর পেট্‌রা বাহির করিয়া সফরের কাপড় খুলিয়া রাখিয়া উহা হইতে নূতন কাপড় লইয়া পড়িলেন এবং অতঃপর ধীরপদক্ষেপে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযিরা দিতে আসিলেন। নবী করীম (সা) তখন প্রতিনিধিদলের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের নেতা এবং তোমাদের কাজ কর্মের দায়িত্বশীল ব্যক্তি কে ? তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইনিই কি তোমাদের সর্দার-পো ? জবাবে তাহারা বলিলেন, জাহেলিয়তের যুগে তাঁহার পিতৃপুরুষগণই আমাদের নেতা ছিলেন। আর ইনি হইতেছেন ইসলামের পথে আমাদের অগ্রণী। আশাজ্জ যখন নবী (সা)-এর নিকটবর্তী হইলেন, তখন এক কোণে বসিয়া পড়িতে উদ্যত হইলেন। তখন নবী করীম (সা) সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন ঃ এখানে আস হে আশাজ্জ এখানে। এই প্রথম দিনের মত আশাজ্জ এই নামে সম্বোধন হইল। ব্যাপার হইয়াছিল এই যে, শিশুকালে একটি গর্দভী যাহার বাচ্চার দুধ ছাড়ান হইয়াছিল তাহাকে লাথি মারে এবং উহার আঘাতের চিহ্ন চন্দ্রের মত তাঁহার চেহারায় পরিস্ফূট হইয়া উঠিয়াছিল। নবী (সা) তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বে বসাইলেন। তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্নও সম্মানজনক ব্যবহার করিলেন। অতঃপর তাঁহারা নবী (সা)-কে নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিলেন। আলাপ আলোচনা শেষে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের সাথে কি তোমাদের পাথেয় স্বরূপ কিছু আছে ? তাঁহারা বলিলেন ঃ জ্বী, হ্যাঁ। তাঁহাদের প্রত্যেকেই তখন দ্রুত উঠিয়া নিজ নিজ দ্রব্যসামগ্রীর দিকে গেলেন এবং মুষ্ঠি ভরিয়া ভরিয়া খেজুর আনিয়া নবী (সা)-এর সম্মুখে রক্ষিত চামড়ার দস্তরখানে রাখিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি ছড়ি রক্ষিত ছিল-যাহা দৈর্ঘ্যে দুই হাতের চাইতে কম অথচ এক হাতের চাইতে বেশি ছিল। তিনি সাধারণত বেড়াইতে বাহির হইলে উহা হাতে রাখিতেন এবং খুব কমই উহা তাঁহার হাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইত। উহা দ্বারা খেজুরের স্তুপের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেন ঃ তোমরা কি এই খেজুরকে 'তা'যূয' বলিয়া থাক ? তাঁহারা বলিলেন ঃ জ্বী হ্যাঁ ! তিনি ফরমাইলেন ঃ এই খেজুরগুলি তোমাদের জন্য উত্তম ও উপাদেয়। কবীলার কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন ঃ এবং বরকতের দিক দিয়াও ঐগুলি সেরা। রাবী বলেন ঃ আমরা চাষবাস বলিতে করিতাম তরিতরকারী-সব্জীর চাষ যাহা প্রধানত আমাদের উট গাধার খাবাররূপেই আমরা ব্যবহার করিতাম। কিন্তু যখন আমরা এই ডেপুটেশনের পর প্রত্যাবর্তন করিলাম, তখন ঐসব খেজুরের ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইল। আমরা উহার প্রচুর চারা লাগাইলাম। এমন কি এখন উহাই আমাদের প্রধান ফসল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর উহাতে প্রভূত বরকতও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

٥٧٤- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ

৫৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যুষে পড়িবার দু'আ

١٢١٦- حَدَّثَنَا مُعَلًّى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا أَصْبَحَ قَالَ " اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ

أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرِ " وَإِذَا أَمْسٰى قَالَ " اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ " .

১২১৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) প্রত্যুষে এরূপ দু'আ করিতেন ঃ "প্রভো! তোমারই নামে আমার প্রভাত হয়, তোমারই নামে আমার সন্ধ্যা হয়, তোমরাই নামে আমি জীবন ধারণ করি। তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি আর তোমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল।"
আর যখন সন্ধ্যা হইত তখন তিনি এরূপ বলিতেন ঃ "প্রভো! তোমারই নামে আমার সন্ধ্যা হয়, তোমারই নামে আমার প্রভাত হয়, তোমারই নামে আমি জীবন ধারণ করি, তোমারই নামে আমি মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই কাছে শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল।"

١٢١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى " اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي " .

১২০০. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, সকাল-সন্ধ্যায় এরূপ বলিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও ছাড়িতেন না ঃ "প্রভো! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি দুনিয়া ও আখিরাতের স্বাচ্ছন্দ্য। প্রভো! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি ক্ষমা ও স্বাচ্ছন্দ্য আমার দ্বীন ও দুনিয়াতে আমার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদে। প্রভো! আমার গোপনীয়তা তুমি রক্ষা কর! আমার ভীতিবিহ্বলতা হইতে আমাকে মুক্ত রাখ। প্রভো! আমাকে হিফাযত কর আমার সম্মুখ হইতে, আমার পশ্চাৎ হইতে, আমার ডান দিক হইতে, আমার বাম দিক হইতে, আমার ঊর্ধদেশ হইতে এবং আমি তোমার মহত্ত্বের কাছে আশ্রয় কামনা করিতেছি যেন আমার নিম্নদিক হইতে আমার জন্য সঙ্কট সৃষ্টি না করা হয়।"

١٢١٨- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ زِيَادٍ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ إِنَّا أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ مَلاَئِكَتَكَ وَ جَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ إِلاَّ أَعْتَقَ اللّٰهُ رُبْعَهُ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللّٰهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ "

১২১৮. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে বলে ঃ [প্রভো! আমি প্রত্যুষে উপনীত হইয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি তোমাকে, তোমার আরশবাহীদিগকে, তোমার ফিরিশতাকুলকে এবং তোমার সমগ্র সৃষ্টিজগতকে এই মর্মে যে, নিঃসন্দেহে তুমিই সেই সত্তা, যে সত্তা ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, তুমি একক, তোমার কোন শরীক (অংশীদার) নাই এবং এই মর্মে সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও তোমার রাসূল] আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ঐদিনের এক চতুর্থাংশের জন্য রেহাই দান করেন, আর যে ব্যক্তি দুইবার বলে তাহাকে অর্ধদিনের জন্য এবং যে ব্যক্তি চারবার বলে তাহাকে ঐ দিনের পূর্ণ দিবসের জন্য দোযখ হইতে রেহাই দান করেন।

٥٧٥- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَمْسَى

৫৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ সন্ধ্যাকালে কী বলিবে ?

١٢١٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِى شَيْئًا أَقُوْلُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ قَالَ " قُلْ اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ شَىْءٍ بِكَفَّيْكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ شِرْكِهِ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ " .

১২১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যাহা সকাল-সন্ধ্যায় বলিব। তিনি ফরমাইলেন ঃ তুমি সকালে, সন্ধ্যায় ও তোমার শয্যাগ্রহণের সময় বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ شَىْءٍ بِكَفَّيْكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ شِرْكِهِ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ " .

"প্রভো ! গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুর জ্ঞানী, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা তোমারই করপুটে সবকিছু। আমি সাক্ষ্য দিতেছি এই মর্মে যে, কোনই উপাস্য নাই তুমি ব্যতীত। আমি শরণ লইতেছি তোমারই দরবারে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হইতে, শয়তানের অনিষ্ট হইতে এবং তাহার শিরক হইতে।"

١٢٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُوْلُهُ وَقَالَ " رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكِهِ " وَقَالَ " شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ " .

১২২০. আবু হুরায়রা (রা) .... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে, "প্রত্যেক জিনিসের প্রভু ও তার মালিক" এবং "শয়তানের অনিষ্ট ও তার শেরেক (থেকে আশ্রয় চাই)"।

١٢٢١- حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى الْحِبْرَانِيِّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى إِلَيَّ صَحِيْفَةً فَقَالَ هٰذَا كَتَبَ لِىْ النَّبِىُّ ﷺ فَنَظَرْتُ فِيْهَا فَرَزْأً فِيْهَا إِنَّ أَبَا بَكْرٍ صِدِّيْقَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ عَلِّمْنِىْ مَا أَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ " يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكِهِ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ وَأَنْ أَقْرِفَ عَلٰى نَفْسِىْ سُوْءًا أَوْ أَجُرُّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ .

১২২১. আবু রাশিদ আল-হিবরানী (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যা শুনেছে তা আমাকে বর্ণনা করে শুনান। তিনি আমার সামনে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পেশ করে বলেন, এটা নবী (সা) আমাকে লিখিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলাম যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) নবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকাল-সন্ধ্যায় আমার বলার জন্য আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, হে আবু বকর! তুমি বলো, "হে আল্লাহ্! আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার প্রবৃত্তির ক্ষতি থেকে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার অংশীবাদিতা থেকে, আমার নিজের অনিষ্ট করা থেকে এবং কোন মুসলমানের ক্ষতি করা থেকে"।

٥٧٦- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ

৫৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ শয্যাগ্রহণের সময় যাহা বলিবে

١٢٢٢- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ وَأَبُوْ نَعِيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ قَالَ "بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا " وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ " اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ " .

১২২২. হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করিতেন, তখন বলিতেন ঃ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا 'তোমারই নামে হে প্রভু, আমি মৃত্যুবরণ করিব এবং সঞ্জীবিত হইব। [অর্থাৎ নিদ্রা যাইব ও জাগ্রত হইব।] এবং যখন জাগ্রত হইতেন, তখন বলিতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি আমাকে জীবিত করিয়াছেন. আমাকে মৃত্যুদান করার পর এবং তাঁহারই কাছে পুনরুত্থিত হইতে হইবে।

١٢٢٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا أَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ " اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَتَنَا كَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهٗ وَلاَ مُؤْوِىَ " .

১২২৩. হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন শয্যাগ্রহণ করিতেন, তখন বলিতেন ঃ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَتَنَا كَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهٗ وَلاَ مُؤْوِىَ" সেই অল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা কীর্তন করি যিনি আমাকে আহার্য্য ও পানীয় দান করিয়াছেন, আমার প্রয়োজন মিটাইয়া দিয়াছেন এবং আমাকে ঠাঁই দিয়াছেন। কত লোক তো এমনও রহিয়াছে যাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার এবং ঠাঁই দিবার কেহ নাই।

١٢٢٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمُ يَحْىَ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْمُغِيْرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ أَلَمْ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

قَالَ أَبُوْ الزُّبَيْرِ فَهُمَا تَفْضُلاَنِ كُلُّ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْآنِ بِسَبْعِيْنَ حَسَنَةً وَمَنْ قَرَأَهُمَا كُتِبَ لَهٗ بِهِمَا سَبْعُوْنَ حَسَنَةً وَرُفِعَ بِهِمَا لَهٗ سَبْعُوْنَ دَرَجَةً وَحُطَّ بِهِمَا عَنْهُ سَبْعُوْنَ خَطِيْئَةً .

১২২৪. হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলিফ-লাম মীম তানযীল এবং 'তাবারাকাল্লাযী বি-ইয়াদিহিল মুল্ক' না পড়া পর্যন্ত শয়ন করিতেন না।

আবুয্ যুবায়র বলেন, উক্ত দুই সূরা কুরআন শরীফের অন্যান্য সূরার তুলনায় সত্তর গুণ বেশি ফযীলতসম্পন্ন। যে ব্যক্তি উক্ত দুইটি সূরা তিলাওয়াত করিবে, তাহার জন্য সত্তরটি নেকী লিখিত হয় এবং এই সূরাদ্বয় দ্বারা তাহার সত্তরটি দর্জা বুলন্দ হয় এবং এই সূরাদ্বয় দ্বারা তাহারা সত্তরটি গুনাহ্ মোচন হয়।

١٢٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلِ عَنْ شَمِيْطٍ (أَوْ سَمِيْطٍ) عَنْ أَبِى الْاَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ النَّوْمُ عِنْدَ الذِّكْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ اِنْ شِئْتُمْ فَجَرِّبُوْا اِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهٗ وَأَرَادَ أَنْ يَنَامُ فَلْيَذْكُرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

১২২৫. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, যিকিরকালে ঘুম আসে শয়তানের প্রভাবে। যদি চাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া নিতে পার। যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি শয্যাগ্রহণ করে এবং নিদ্রা যাইতে চায়, তখন তাহার উচিত যিক্র করা।

١٢٢٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ تَبَارَكَ وَأَلَمْ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ .

১২২৬. হযরত জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) 'তাবারাকা' ও 'আলিফ-লাম-মীম তানযীল' সাজ্দাহ না পড়িয়া নিদ্রা যাইতেন না।

١٢٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدِ الْمُقْرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "إِذَا أَوٰى أَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلْيَحِلَّ دَاخِلَةَ إِزَارِهٖ فَلْيَنْقُضْ بِهَا فِرَاشَهٗ فَانَّهٗ لاَ يَدْرِىْ مَا خَلَفَ فِىْ فِرَاشِهٖ وَلْيَضْطَجِعُ عَلٰى شَقِّهٖ الْاَيْمَنِ " وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ فَانْ احْتَبَسْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَانْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفُظُ بِه الصَّالِحِيْنَ " أَوْ قَالَ " عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ " .

১২২৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি শয্যা গ্রহণ করিতে যায়, তখন আলাদা কোন কাপড় না থাকিলে তাহার লুঙ্গির ভিতরের অংশ (অর্থাৎ ভিতরের ভাঁজ) খুলিয়া উহা দ্বারা তাহার বিছানা ঝাড়িয়া লওয়া উচিত। কেননা, সে ব্যক্তি জানে না যে, তাহার বিছানার কী পড়িয়া আছে ! আর সে তাহার ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করিবে এবং বলিবে ঃ

بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ فَانْ احْتَبَسْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَانْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفُظُ بِهٖ الصَّالِحِيْنَ " أَوْ قَالَ " عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ " .

"প্রভো! তোমারই নামে পার্শ্ব রাখিলাম (শয়ন করিলাম), যদি (এই শয়নেই) তুমি আমার জান কবয করিয়া লও, তবে তুমি উহাকে দয়া করিও আর যদি প্রাণ ফিরাইয়া দাও (আবার জাগ্রত কর) তবে, পুণ্যবানদিগকে অথবা বলিয়াছেন, তোমার পুণ্যবান বান্দাদিগকে যেরূপ হিফাযত কর, সেরূপ উহার হিফাযত করিও।"

١٢٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ حَازِمٍ أَبُوْ بَكْرِ النَّخْعِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا أَوٰى الِٰى فِرَاشِهٖ نَامَ عَلٰى شُقِّهٖ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ " اَللّٰهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ الَيْكَ وَأَسْلَمْتُ نَفْسِىْ الَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ الَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً لاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ الَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ " قَالَ " فَمَنْ قَالَهُنَّ فِىْ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ " .

১২২৮. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন শয্যায় গমন করিতেন, তখন তিনি ডান কাতে শয়ন করিতেন অতঃপর বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِى اِلَيْكَ وَأَسْلَمْتُ نَفْسِى اِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى اِلَيْكَ رَهْبَةً وَرُغْبَةً لاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ اِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ "

"প্রভো! তোমারই পানে মুখ করিলাম, তোমারই কাছে আমার প্রাণ সপিলাম, তোমাকেই আমার পৃষ্ঠপোষকরূপে বরণ করিলাম-তোমারই ভয়ও ভক্তি অনুরাগ অন্তরে পোষণ করিয়া, ছুটিয়া বা পলাইয়া যাওয়ার স্থান নাই তোমারই পানে ছাড়া। আমি তোমার সেই কিতাবের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহা তুমি অবতীর্ণ করিয়াছ এবং সেই নবীর প্রতি যাহাকে তুমি প্রেরণ করিয়াছ।'

অতঃপর নবী করীম (সা) ফরমান, যে ব্যক্তি রাত্রিতে উহা বলিল, অতঃপর (ঐ রাত্রিতে) মৃত্যুবরণ করিল, সে মৃত্যুবরণ করিল ফিৎরাতের উপর। [অর্থাৎ তাহার কোন পাপ থাকিবে না, নিষ্পাপ বলিয়াই সে গণ্য হইবে।]

١٢٢٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا أَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ " اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَأَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ "

১২২৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বিছানায় গমন কালে বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَأَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ " .

"প্রভো! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পালনকর্তা এবং সবকিছুর পালক, শস্যবীজও আঁটি অংকুরকারী, তাওরাত-ইঞ্জীল ও কুরআন শরীফের অবতারণকারী, সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হইতে তোমারই শরণ লইতেছি, যাহার ললাটের চুল তোমারই মুঠায় রহিয়াছে। [অর্থাৎ কোন অনিষ্টকারীকেই তো তোমার ক্ষমতায় আওতার বাহিরে নহে।] তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না, তুমিই অন্ত, তোমার পরে

আর কিছুই নাই। তুমিই প্রকাশ্য, (সবার উপরে গরীয়ান) তোমার উপরে কেহই নাই, তুমিই গোপন, তোমার চাইতে গোপনীয় আর কিছুই নাই। আমার ঋণ তুমি পরিশোধ করিয়া দাও এবং আমার দৈন্য তুমিই দূর কর!

٥٧٧- بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ

৫৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ শয়নকালে দু'আর ফযীলত

١٢٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَسَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَوٰى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ "وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ" قَالَ " مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَةٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ".

১২৩০. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) শয্যাগ্রহণকালে ডান কাতে শয়ন করিতেন ঃ অতঃপর বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ. رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

"হে আল্লাহ্! আমি নিজকে তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরাইয়া দিলাম, আমার সকল বিষয় তোমার উপর সোপর্দ করিলাম এবং তোমার রহমতের আশা ও তোমার শাস্তির ভয় সহকারে আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিলাম। তোমার থেকে পালাইয়া আশ্রয় নেওয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ভিন্ন আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাযিল করিয়াছ এবং যে রাসূল পাঠিয়েছ, আমি তার উপর ঈমান আনিলাম" রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান, যে ব্যক্তি এই কথাগুলি বলিল অতঃপর ঐ রাত্রিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সে ফিতরাতের উপর (নিষ্পাপ অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করিল।"

١٢٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ أَوْ أَوٰى إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَقَالَ الْمَلَكُ أَخْتِمْ بِخَيْرٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ اَخْتِمْ بِشَرٍّ فَإِنْ حَمِدَ اللّٰهَ وَذَكَرَهُ أَطْرَدَهُ وَبَاتَ يَكْلَأُهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ لِبْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَقَالاَ مِثْلَهُ فَإِنْ ذَكَرَ اللّٰهَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلاَ وَلَئِنْ زَلَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ

إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلَى رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا وَإِنْ قَامَ فَصَلَّى صَلَّى فِىْ فَضَائِلَ.

১২৩১. হযরত জাবির (রা) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ ঘরে অথবা শয্যাগ্রহণ করে তখন ফিরিশতা ও শয়তানের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফিরিশতা বলেন, তোমার সারাদিনের ব্যস্ততা পুণ্যের সহিত সমাপ্ত কর, আর শয়তান বলে, পাপের সহিত সমাপ্ত কর। যদি সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও যিক্‌র করে, তাহা হইলে সে শয়তানকে বিতাড়িত করে এবং ফিরেশতার হেফাযতে সে রাত্রিযাপন করে। অতঃপর যখন সে জাগরিত হয়, তখনও ফিরিশতা ও শয়তান প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং অনুরূপ বলে। তখন সে ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে এবং বলে ঃ সেই আল্লাহ্‌র প্রসংশা যিনি আমার মৃতুর পর আমাতে পুনঃ প্রাণ ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং নিদ্রার মধ্যে উহা (প্রাণ) হরণ করেন নাই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, "যিনি আকাশমণ্ডলীও পৃথিবীকে স্থানচ্যুত হওয়া থেকে রুখিয়া রাখিয়াছেন। যদি এই দুইটি স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ছাড়া কেহই এদের প্রতিরোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই তিনি পরম সহিষ্ণু পরম ক্ষমাশীল।" (সূরা ফাতির ঃ ৪১) "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আকাশকে স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাহার অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু।" (সূরা হজ্জ, ২২ ঃ ৬৫)
—আর (ঐ দিন) মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদের মৃত্যুবরণ করে। আর যদি সে বাঁচিয়া থাকে এবং নামায পড়ে, তবে তাহার এই নামায অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ।

٥٧٨– بَابُ يُضَعُ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ

৫৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ গালের নীচে হাত রাখিবে

١٢٣٢– حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَقُوْلُ " اَللّٰهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ " .

(....) – حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১২৩২. হযরত বারা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন নিদ্রা যাইতে মনস্থ করিতেন, তখন তাঁহার হাত ডান গালের নিচে রাখিতেন এবং বলিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادُكَ —"প্রভু, তোমার শাস্তি হইতে সেই দিন আমাকে রক্ষা করিও, যেদিন তোমার বান্দাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে।"
০০০ হযরত বারা (রা) এর অন্য একটি রিওয়ায়েত অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

٥٧٩– بَابُ

৫৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ (তাসবীহ্-তাহ্‌লীলের মাহাত্ম্য)

١٢٣٣– حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا

يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ " قِيْلَ وَمَا هُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ " يُكَبِّرُ أَحَدُكُمْ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ " فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعُدُّهُنَّ بِيَدِهِ " وَإِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ سَبَّحَهُ وَحَمَّدَهُ وَكَبَّرَهُ فَتِلْكَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ " ؟ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لاَ يَحْصِيْهِمَا ؟ قَالَ " يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِيْ صَلاَتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً كَذَا وَكَذَا فَلاَ يَذْكُرُهُ ".

১২৩৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ দুইটি অভ্যাস এমন, যাহা যে কোন মুসলমান করিলে সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করিবে, ঐ দুইটি কাজ অতি সহজ অথচ উহার আমলকারীর সংখ্যা অতি অল্প। আরয করা হইল ঃ এই আমল দুইটি কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ফরমাইলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর দশবার 'আল্লাহু আকবর' বলিবে, দশবার 'আল্হামদু লিল্লাহ্' বলিবে এবং দশবার 'সুবহানাল্লাহ্' বলিবে। মুখে বলিতে তো উহা (পাঁচ ওয়াক্তে) দেড়শত (বার) অথচ নেকীর পাল্লায় (ওজনে উহা) দেড় হাজার।
রাবী বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে হাতে উহা গণনা করিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। আর যখন সে শয্যাগ্রহণ করিবে, তখনও "সুবহানাল্লাহ্, আল্-হামদু লিল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবর" (একশত বার) পড়িবে। উহা মুখে বলিতে একশত (বার), অথচ নেকীর পাল্লায় (ওজনে উহা) এক হাজার। এবার বল দেখি, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে দিবারাত্রির মধ্যে আড়াই হাজার গুনাহ্ করে ?
তখন বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তাহা হইলে এমন দুইটি সহজ অথচ মাহাত্ম্যপূর্ণ অভ্যাস কেমন করিয়া ছাড়া পড়ে ? ফরমাইলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি নামাযে থাকে, তখন শয়তান তাহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহাকে তাহার অমুক অমুক প্রয়োজনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, ফলে সে আর যিক্র করিতে পারে না।

٥٨٠- بَابُ إِذَا قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلْيَنْفُضْهُ

৫৮০. অনুচ্ছেদ ঃ শয্যাত্যাগের পর পুনরায় শুইলে বিছানা ঝাঁড়িয়া লইবে

١٢٣٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا أَوٰى أَحَدُكُمْ إِلٰى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللّٰهَ فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلٰى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانَكَ رَبِّيْ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ " .

১২৩৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তাহার বিছানায় যায় তখন তাহার উচিত লুঙ্গির ভিতরের (নিচের) অংশ দিয়া তাহার বিছানা ঝাড়িয়া লওয়া এবং আল্লাহ্‌র নাম লওয়া, কেননা, সে ব্যক্তি জানেনা যে তাহার যাওয়ার পর বিছানায় কী পড়িয়াছে ! অতঃপর যখন সে শয্যাগ্রহণ করিতে মনস্থ করে, তখন তাহার ডানপার্শ্বের উপর শয়ন করিবে এবং বলিবে ঃ

سُبْحَانَكَ رَبِّىْ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ اِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تُحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ " .

"হে প্রভু, তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি, তোমারই নামে গাত্র রাখিতেছি এবং তোমারই নামে আবার গাত্রোত্থান করিব। যদি এই শয়নেই তুমি আমার প্রাণ কবয্ করিয়া লও, তবে উহাকে ক্ষমা করিও, আর যদি পুনরায় প্রাণ দান কর অর্থাৎ জাগ্রত কর তবে যেভাবে তোমার নেক্‌কার—বান্দাদের হিফাযত কর, সেভাবে উহার হিফাযত কর।"

٥٨١- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا اسْتَيْقَظَ بِاللَّيْلِ

৫৮১. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে কী বলিবে ?

١٢٣٥- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَٰ (هُوَ ابْنُ أَبِىْ كَثِيْرٍ) عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ مَعْبٍ قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَأُعْطِيْهِ وَضُوْءَهُ قَالَ فَأَسْمَعُهُ الْهَوِىَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ " سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " وَأَسْمَعُهُ الْهَوِىَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ " اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ " .

১২৩৫. হযরত রাবী'আ ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর দরজার নিকটেই রাত্রিযাপন করিতাম এবং আমি তাঁহার উযূর পানি উঠাইয়া রাখিতাম। তিনি বলেন, আমি কখনো রাত্রিতে তাঁহাকে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা' বলিতে শুনিতাম, আবার কখনো শুনিতাম রাত্রিতে তিনি বলিতেছেন ঃ আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।

٥٨٢- بَابُ مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرَ

৫৮২. অনুচ্ছেদ ঃ হাতে চর্বি লাগিয়া অবস্থায় শয়ন করিবে না

١٢٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَّغْسِلَهُ فَأَصَابَهُ شَىْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ " .

১২৩৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি চর্বিমাখা হাতে রাত্রিযাপন করিল এবং সে কারণে কোন বিপদ ঘটিল, তবে সে যেন উহার জন্য নিজেকে ছাড়া অপর কাহাকেও দোষারোপ না করে।

١٢٣٧- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ بَاتَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ " .

১২৩৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি চর্বিমাখা হাতে রাত্রিযাপন করিল এবং সে কারণে তাহার কোন বিপদ ঘটিল, তবে সে যেন উহার জন্য নিজেকে ছাড়া অপর কাহাকেও দোষারোপ না করে।

٥٨٣- بَابُ إِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ

৫৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ বাতি নিভাইয়া দেওয়া

١٢٣٨- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " أَغْلِقُوْا الْاَبْوَابَ وَأَرْكُوا السِّقَاءَ وَأَكْفِئُوْا الْاِنَاءَ وَخَمِّرُوْا الْاِنَاءَ وَأَطْفِئُوْا الْمِصْبَاحَ فَانَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقًا وَلاَ يَحِلُّ وِكَاءً وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً وَانَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرُمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ " .

১২৩৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ (শয়নকালে) দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দিবে, মশকের (বা কলসীর) মুখ আটকাইয়া দিবে, পাত্র বা ভাণ্ডসমূহ উপুড় করিয়া রাখিবে এবং (উহাতে কোন বস্তু থাকিলে) উহা ঢাক্নী দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে এবং প্রদীপ নিভাইয়া দিবে, কেননা, শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না, বা মশকের বন্ধমুখ খোলে না বা ঢাক্না দিয়া রাখা পাত্রের ঢাক্না সরায় না ! তবে ছোট্ট পাখী অর্থাৎ ছিঁছকে ইঁদুর লোকের ঘর জ্বালাইয়া দেয়।

١٢٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَأْرَة فَاَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيْلَةَ فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ تُزْجِرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "دَعِيهَا " فَجَاءَتْ بِهَا فَالْقَتْهَا عَلَى الْخُمْرَةَ الَّتِيْ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَاحْتَرَقَ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْا سَرَجَكُمْ فَانَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هٰذِهِ فَتُحَرِّقُكُمْ " .

১২৩৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা একটি ইঁদুর আসিয়া প্রদীপের সলিতা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। একটি বালিকা উহাকে ছাড়িয়া দাও! তখন ঐ নেংটি ইঁদুরটি উহা ঐ বালিকা যে চাটাইর উপর উপবিষ্ট ছিল উহার উপর নিয়া ফেলিয়া দিল ! তাহাতে উহার এক দিরহাম পরিমাণ স্থান পুড়িয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন, যখন তোমরা নিদ্রা যাও তখন তোমাদের প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিবে। কেননা শয়তান এরূপই করিতে শিখাইয়া দেয়। আর উহারা এভাবে তোমাদিগকে পুড়াইয়া দেয়।

١٢٤٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى نَعْمٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَزِدَا فَارَةً قَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيْلَةَ فَصَعِدَتْ بِهَا اِلَى السَّقْفِ لِتُحَرِّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ فَلَعَنَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَأَحَلَّ قَتْلَهَا لِلْمُحْرِمِ .

১২৪০. হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, একদা রাত্রিতে হযরত নবী করীম (সা) নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। উঠিয়া দেখেন একটি নেংটি ইঁদুর ঘর পুড়াইবার জন্য সলিতা নিয়া ছাদের দিকে উঠিতেছে। তখন নবী করীম (সা) উহাকে অভিশাপ দিলেন এবং ইহরামকারীদের জন্য উহার হত্যা বৈধ করিয়া দিলেন।

٥٨٤- بَابُ لاَ تُتْرَكُ النَّارُ فِى الْبَيْتِ حِيْنَ يَنَامُوْنَ

৫৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ শয়নকালে ঘরে প্রজ্বলিত আগুন রাখিবে না

١٢٤١- حَدَّثَنَا أَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " لاَ تُتْرِكُوْا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ " .

১২৪১. হযরত সালিম তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ শয়নকালে তোমাদের গৃহসমূহকে আগুন প্রজ্বলিত অবস্থায় রাখিবে না।

١٢٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّارَ عَدُوٌّ فَاحْذَرُوْهَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتْبَعُ نِيْرَانَ أَهْلِهِ وَيَطْفَئُهَا قَبْلَ أَنْ يَّبِيْتَ .

১২৪২. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ আগুন হইতেছে শত্রু। সুতরাং তোমরা উহা হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিবে। তাই হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার ঘরে তালাশ করিয়া দেখিতেন কোথাও প্রজ্বলিত আগুন রহিয়া গেল কিনা এবং শয়ন করিবার পূর্বেই নিজেই উহা নিভাইয়া দিতেন।

١٢٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ الْهَادِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ " لاَ تَتْرُكُوْا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّهَا عَدُوٌّ " .

১২৪৩. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ তোমাদের ঘরে প্রজ্বলিত আগুন রাখিয়া দিবে না, কেননা উহা হইতেছে শত্রু।

١٢٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوْسٰى قَالَ أَحْتَرَقَ بِالْمَدِيْنَةِ بَيْتٌ عَلٰى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ " اِنَّ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ " .

১২৪৪. হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, একদা রাত্রিতে মদীনা শরীফের এক ঘরে অগ্নিকাণ্ড ঘটিল। নবী করীম (সা)-কে উহা বলা হইলে তিনি ফরমাইলেন ঃ আগুন হইতেছে তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন নিদ্রা যাও তখন উহা নিভাইয়া দিবে।

٥٨٥- بَابُ التَّيَمُّنِ بِالْمَطَرِ

৫৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির দ্বারা বরকত হাসিল করা

١٢٤٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ يَقُوْلُ يَا جَارِيَةُ أَخْرُجِى سَرْجِى أَخْرُجِى ثِيَابِىْ وَيَقُوْلُ ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ [سورة ق ٩] .

১২৪৫. ইব্ন আবূ মুলায়ক, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, বৃষ্টিপাত হইলেই তিনি তাঁহার দাসীকে বলিতেন, হে বালিকা, আমার ঘোড়ার জিন এবং কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া (বৃষ্টিতে) দাও ! (যাহাতে রহমতের বৃষ্টি উহাতে পতিত হয়।) সাথে সাথে তিনি তিলাওয়াত করিতেন কুরআন শরীফের এই আয়াত ঃ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا "আর আকাশ হইতে বর্ষণ করি বরকতপূর্ণ বারিধারা"। (সূরা বাকারা ঃ ৯)

٥٨٦- بَابُ تَعْلِيْقِ السَّوْطِ فِى الْبَيْتِ

৫৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোড়া ঘরে লটকাইয়া রাখা

١٢٤٦- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ أَبِى إِسْرَائِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنِ عَلْقَمَةَ أَبُوْ الْمُغِيْرَةِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَ بِتَعْلِيْقِ السَّوْطِ فِى الْبَيْتِ .

১২৪৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কোড়া (বেত্র বা ছড়ি) ঘরে লটকাইয়া রাখিবার অনুমতি নবী করীম (সা) দান করিয়াছেন।

٥٨٧- بَابُ غَلْقِ الْبَابِ بِاللَّيْلِ

৫৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে দরজা বন্ধ করা

١٢٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "إِيَّاكُمْ وَالسَّمَرَ

بَعْدَ هَدْوِءِ اللَّيْلِ فَانَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ مَا يَبُثُّ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِهِ غَلِّقُوْا الْاَبْوَابَ وَاَوْكُوْا السِّقَاءَ وَأَكْفِئُوْا الْاِنَاءَ وَأَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ " .

১২৪৭. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ রাত্রি গভীর হইলে তোমরা গালগল্পের মজলিসে বসিও না। কেননা তোমরা জাননা যে, (রাত্রিতে) আল্লাহ্‌ তাঁহার কোন কোন সৃষ্টজীবকে ছড়াইয়া দেন। দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দিবে। মশ্‌কসমূহের মুখ আঁটিয়া দিবে। ভাণ্ডসমূহ উপুড় করিয়া রাখিবে এবং বাতিসমূহ নিভাইয়া দিবে।

٥٨٨- بَابُ ضَمِّ الصِّبْيَانِ عِنْدَ فَوْرَةِ الْعِشَاءِ

৫৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে শিশুদিগকে বাহির হইতে দিবে না

١٢٤٨- حَدَّثَنَا عَارِمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ أَوْ فَوْرَةُ اَلْعِشَاءِ سَاعَةً تَهَبُّ الشَّيَاطِيْنُ " .

১২৪৮. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন, রাত্রির অন্ধকার যখন নামিয়া আসে (অর্থাৎ সূচনালগ্নে) তখন শিশুসন্তানদিগকে ঘরে আটকাইয়া রাখিবে। কেননা, এই সময়টি হইতেছে এমন সময় যখন শয়তান উড়িয়া বেড়ায়।

٥٨٩- بَابُ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

৫৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করান

١٢٤٩- حَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِىْ جَعْفَرَ الرَّازِىِّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ لِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَرِّشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

১২৪৯. হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে পরস্পরে লড়াই করিতে উদ্বুদ্ধ করাকে অত্যন্ত অপসন্দ করিতেন।

٥٩٠- بَابُ نُبَاحِ الْكَلْبِ وَتَهِيْقِ الْحِمَارِ

৫৯০. অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর ও গাধার নৈশ চীৎকার

١٢٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَقِلُّوْا الْخُرُوْجَ بَعْدَ هُدُوْءٍ فَانَّ لِلّٰهِ دَوَابُّ يَبُثُّهُنَّ فَمَنْ سَمِعَ نُبَاحَ الْكَلْبِ أَوْ نُهَاقَ حِمَارٍ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَانَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ .

১২৫০. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ রাত্রি গভীর হইয়া আসিলে তোমরা গৃহ হইতে কমই বাহির হইবে। কেননা, আল্লাহ্র অনেক সৃষ্টজীব আছে যাহাদিগকে তিনি ঐ সময়ে ছড়াইয়া দেন। সুতরাং তোমাদিগের মধ্যকার যে কেহ কুকুরের ঘেউ ঘেউ অথবা গাধার চীৎকার শুনিবে সে যেন "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম" পড়িয়া আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেননা, উহারা এমন সব বস্তু দেখিতে পায়, যাহা তোমরা দেখিতে পাওনা।

١٢٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ أَوْ نُهَاقَ الْحَمِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ فَانَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ وَأَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَانَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا أُجِيْفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوْا الْجِرَارَ وَأَوْكُوْا الْقِرَابَ وَاكْفُؤُا الْاٰنِيَةَ " .

১২৫১. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যখন তোমরা কুকুরের ঘেউ ঘেউ অথবা গাধার চীৎকার রাত্রিকালে শুনিতে পাইবে, তখন আল্লাহ্র কাছে আশ্রয়-প্রার্থনা করিবে। কেননা, উহারা এমন বস্তু দেখিতে পায় যাহা তোমরা দেখিতে পাও না। এবং দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দিবে এবং উহাতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিবে। কেননা শয়তান, রুদ্ধ করিয়া রাখা দরজা এবং যে দরজায় আল্লাহ্র নামের যিক্র হইয়াছে, উহা খোলে না। কলসী ঢাকিয়া রাখিবে, মশকের মুখ আঁটিয়া দিবে এবং খালি ভাণ্ডসমূহ উপুড় করিয়া রাখিবে।

١٢٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِى شُرَحْبِيْلَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ "أَقِلُّوْا الْخُرُوْجَ بَعْدَ هُدُوٍ فَانَّ لِلّٰهِ خَلْقًا بَيْنَهُمْ فَاذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ أَوْ مُهلَقَ الْحَمِيْرِ فَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ " .

১২৫২. হযরত জাবির (রা) রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছেন ঃ রাত্রি গভীর হইলে তোমরা কম বাহির হইবে। কেননা, আল্লাহ্র এমন অনেক সৃষ্টজীব আছে যাহাদিগকে ঐসময় তিনি ছড়াইয়া দেন। সুতরাং তোমরা যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ অথবা গাধার চীৎকার শুনিতে পাইবে তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে।

٥٩١- بَابُ إِذَا سَمِعَ الدِّيْكَةَ

৫৯১. অনুচ্ছেদ ঃ মোরগের বাক শুনিলে

١٢٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " اذَا

سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا فَسَلُوا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ".

১২৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ রাত্রিকালে যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনিবে, তখন বুঝিবে যে সে ফিরিশতা দেখিতে পাইয়াছে, তখন আল্লাহ্র কাছে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে আর যখন রাত্রিকালে গাধার চীৎকার শুনিতে পাইবে, তখন বুঝিবে সে শয়তানকে দেখিতে পাইয়াছে। তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। (আউযুবিল্লাহ্ বলিবে।)

٥٩٢- بَابُ لاَ تَسُبُّوا الْبَرْغُوْثَ

৫৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মশাকে গালি দিবে না

١٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ بَرْغُوْثًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " لاَ تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ لِلصَّلاَةِ " .

১২৫৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, একব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে মশাকে অভিশাপ দিল। তিনি ফরমাইলেন ঃ উহাকে অভিশাপ দিও না, কেননা উহা আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যকার একজন নবীকে নামাযের জন্য ঘুম হইতে উঠাইয়াছিল।

٥٩٣- بَابُ الْقَائِلَةِ

৫৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ কায়লুলা বা দুপুরে আহারোত্তর বিশ্রাম

١٢٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ السَّائِبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَعَدَ عَلٰى بَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَاِذَا فَاءَ الْفَيْءُ قَالَ قُوْمُوْا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلشَّيْطَانِ ثُمَّ لاَ يَمُرُّ عَلٰى أَحَدٍ إِلاَّ أَقَامَهُ قَالَ ثُمَّ بَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ قِيْلَ هٰذَا ؛ مَوْلٰى بَنِي الْحَسْحَاسِ يَقُوْلُ الشِّعْرَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَقَالَ :

وَدِّعْ سُلَيْمِى إِنْ تَجَهَّزْتَ غَادِيًا * كَفَى الشَّيْبُ وَالْاِسْلاَمُ الْمَرْءِ نَاهِيًا

فَقَالَ حَسْبُكَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ .

১২৫৫. হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, কুরায়শ বংশীয় কিছু লোক প্রায়ই হযরত ইব্ন মাসউদের বাড়ীতে জমায়েত হইতেন। যখন ছায়া ঢলিয়া পড়িত অর্থাৎ দুপুর গড়াইয়া যাইত তখন তিনি বলিতেন,

এবার উঠিয়া পড়, বাকী সময়টা (এভাবে বসিয়া কাটাইলে উহা হইবে) শয়তানের। একথা বলিতে বলিতে যাহার নিকট দিয়াই তিনি যাইতেন, তখন তাঁহাকে বলা হইল, এই ব্যক্তি হইল বনি হাস্‌হাস গোত্রীয় গোলাম, কবিতা চর্চায় লিপ্ত রহিয়াছে। তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কী বলিতেছ বল দেখি ! তখন সে ব্যক্তি আবৃত্তি করিল ঃ

وَدِّعْ سُلَيْمِي إِنْ تَجَهَّزْتَ غَادِيًا * كَفَى الشَّيْبُ وَالْاِسْلَامُ الْمَرْءِ نَاهِيًا

"সুলায়মা প্রেমিকার বিদায়ের আয়োজন যদি করিয়াই থাক, তবে তাহাকে বিদায় দিয়া দাও, কেননা, অবৈধ প্রণয়ের পথে বার্ধক্য ও ইসলামই প্রতিবন্ধকরূপে যথেষ্ট।" ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তখন বলিয়া উঠিলেন ঃ যথার্থ বলিয়াছ ! যথার্থ বলিয়াছ !

١٢٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَحْشِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَمُرُّ بِنَا نِصْفُ النَّهَارِ - أَوْ قَرِيْبًا مِنْهُ فَيَقُوْلُ قُوْمُوْا فَقِيْلُوْا فَمَا بَقِيَ فَلِلشَّيْطَانِ .

১২৫৬. সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ বলেন, হযরত উমর (রা) দ্বিপ্রহরে বা দ্বিপ্রহর হয় হয় এমন সময় আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেন এবং বলিতেন, উঠ এবং গিয়া কিছু আরাম কর, বাকীটা শয়তানের।

١٢٥٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ يَجْتَمِعُوْنَ ثُمَّ يَقِيْلُوْنَ .

১২৫৭. হযরত আনাস (রা) বলেন, প্রাথমিক যুগে সাহাবীগণ বৈঠকে মিলিত হইতেন অতঃপর (বৈঠক শেষে) নিদ্রাও যাইতেন।

١٢٥٨- حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ أَنَس مَا كَانَ الْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخُمُرُ أَعْجَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ التَّمَرِ وَالْبُسْرِ فَإِنِّيْ لاَ سقِي أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُمْ عِنْدَ أَبِيْ طَلْحَةَ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ الْخُمُرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَمَا قَالُوْا مَتٰى ؟ أَوْ حَتّٰى نَنْظُرَ قَالُوْا يَا أَنَسُ أَهْرِقْهَا ثُمَّ قَالُوْا عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ حَتّٰى أَبْرَدُوْا وَاغْتَسَلُوْا ثُمَّ طَيَّبَتْهُمْ أُمُّ سُلَيْمٍ ثُمَّ رَاحُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا اَخْبَرُ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ قَالَ أَنَسُ فَمَا طَعِمُوْهَا بَعْدُ .

১২৫৮. হযরত আনাস (রা) বলেন মদ্যপান হারাম ঘোষিত হওয়ার সময় মদীনাবাসীদের নিকট যে মদ সর্বাধিক প্রিয় ছিল উহা হইল খেজুরও খোর্মা হইতে উৎপন্ন মদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একদল সাহাবীকে আমি মদ পরিবেশন করিতেছিলাম। তাঁহারা তখন আবু তালহার গৃহে সমবেত ছিলেন। এমন সময় এক

ব্যক্তি ঐ রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "মদ্যপান তো হারাম ঘোষিত হইয়াছে।" তখন না কেহ বলিলেন যে, কখন হারাম ঘোষিত হইল অথবা না কেহ বলিলেন যে আচ্ছা দেখা যাইবে সত্যসত্যই হারাম ঘোষিত হইয়াছে কিনা ! বরং সকলে একবাক্যে বলিলেন ঃ হে আনাস, এই মদ ঢালিয়া দাও ! অতঃপর তাঁহারা বিবি উম্মে সুলায়মের গৃহে আরাম করিলেন এবং যখন রৌদ্র একটু ঠান্ডা হইয়া আসিল তখন গোসল করিলেন। বিবি উম্মে সুলায়ম তাহাদিগকে সুগন্ধি প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা নবী করীম (সা)-এর দরবারে গিয়া উপনীত হইলেন। গিয়া শুনিলেন যে, লোকটি যাহা বলিয়াছে সে খবর সত্যই।

রাবী আনাস (রা) বলেন ঃ অতঃপর আর কোনদিন তাঁহারা মদ মুখে দিয়াও দেখেন নাই !

٥٩٤- بَابُ نَوْمِ أٰخِرِ النَّهَارِ

৫৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ শেষ প্রহরে নিদ্রা

١٢٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعِرُ عَنْ ثَابِتٍ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ أَبِىْ لَيْلَى عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ نَوْمُ اَوَّلِ النَّهَارِ خُرْقُ وَأَوْسَطِه خُلُقُ وَاٰخِرِهُ حُمْقُ .

১২৫৯. হযরত খাওয়াত ইব্ন জুবায়র বলেন, দিনের প্রথম ভাগে শয়ন করা নির্বুদ্ধিতা, মধ্যভাগে শয়ন করা স্বভাব-জাত এবং শেষভাগে শয়ন করা অর্বাচীনতা।

٥٩٥- بَابُ الْمَأْدُبَةِ

৫৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যিয়াফত খাওয়ানো

١٢٦٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُوْنًا (يَعْنِىْ ابْنِ مِهْرَانَ) قَالَ سَأَلْتُ نَافِعًا هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْعُوْ لِلْمَأْدُبَةِ ؟ قَالَ لٰكِنَّهُ انْكَسَرَ لَه بَعِيْرُ مَرَّةً فَنَحَرَ فَاهُ ثُمَّ قَالَ اُحْشُرُ عَلَىَّ الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَافِعُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلٰى أَىِّ شَىْءٍ ؟ لَيْسَ خُبْزُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ هٰذَا عِرَاقُ وَهٰذَا مَرَقُ أَوْ قَالَ مَرَقُ وَبُضَعُ فَمَنْ شَاءَ أَكَلَ وَمَنْ شَاءَ وَدَعَ .

১২৬০. মায়মুন ইব্ন মিহ্রান বলেন, আমি একদা নাফি'কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইব্ন উমর (রা) কি সাধারণভাবে বেশি লোক ডাকিয়া যিয়াফত খাওয়াইতেন ? তিনি বলিলেন ঃ (বড় একটা) না, তবে একবারের কথা। তাঁহার একটি উট অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। আমরা উহা যবাহ্ করিয়া ফেলি। তখন তিনি বলিলেন ঃ মদীনাবাসীদিগকে সাধারণভাবে যিয়াফত করিয়া দাও !

নাফি' বলেন, আমি বলিলাম, হে আবু আবদুর রহমান, কিসের দ্বারা যিয়াফত ? আমাদের কাছে রুটি নাই। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ হে আল্লাহ্! তোমারই সব প্রশংসা ! এই হইল গোশ্ত, এই হইল ঝোল, যাহার রুচি হইবে খাইবে, যাহার রুচি হইবে না (খাইবে না) চলিয়া যাইবে।

٥٩٦- بَابُ الْخِتَانِ

৫৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ খাত্না

١٢٦١- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " اخْتَتَنَ ابْرَاهِيْمَ (ع) بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُوْمِ (قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى مَوْضِعًا) .

১২৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম আশি বৎসর বয়সে খাত্না (ত্বকচ্ছেদ) করেন এবং তাঁহার এই খাত্না হয় কুদূম নামক স্থানে।

٥٩٧- بَابُ خَفْضِ الْمَرْأَةِ

৫৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী লোকের খাত্না

١٢٦٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَجُوْزٌ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ جَدَّةُ عَلِىِّ بْنِ غُرَابٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِى أُمُّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ سُبِيْتُ فِى جَوَارِىْ مِنَ الرُّوْمِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ الْاِسْلَامَ فَلَمْ يُسْلِمْ مِنَّا غَيْرِىْ أُخْرٰى فَقَالَ عُثْمَانُ اذْهَبُوْا فَاخْفِضُوْ هُمَا وَطَهِّرُوْهُمَا .

১২৬২. হযরত আবদুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন যে, আমাকে কূফার জনৈকা বৃদ্ধা আলী ইব্ন গুরাবের দাদী বলিয়াছেন, আমার কাছে বিবি উম্মুল মুহাজির বলিয়াছেন, রূমের যুদ্ধে আমি অন্যান্য কতিপয় দাসীর সাথে বন্দিনী অবস্থায় আসি। হযরত উসমান (রা) আমাদিগকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। আমিও অপর একজন দাসী ব্যতিরেকে আর কেহই কিন্তু এই দাওয়াতে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল না। তখন উসমান (রা) বলিলেনঃ উহাদিগকে লইয়া যাও, উহাদের খাত্নার ব্যবস্থা কর এবং উহাদিগকে পবিত্র কর !

٥٩٨- بَابُ الدَّعْوَةِ فِى الْخِتَانِ

৫৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ খাত্না উপলক্ষে দাওয়াত

١٢٦٣- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ أَخْبَرَنِىْ سَالِمُ قَالَ خَتَنِى ابْنُ عُمَرَ أَنَا وَ نَعِيْمًا فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَأَنَا لَنَجْذِلُ بِهِ عَلَى الصِّبْيَانِ أَنْ ذَبَحَ عَنَّا كَبْشًا .

১২৬৩. হযরত সালিম (রা) বলেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) আমার এবং নঈমের খাত্না করান এবং এই উপলক্ষে একটি মেষ যবাহ্ করেন। আমার বেশ মনে আছে, ছেলেদের মধ্যে এই নিয়া আমি গর্ব প্রকাশ করিতাম যে, আমার খাত্না উপলক্ষে একটি মেষ যবাহ্ করা হইয়াছে।

٥٩٩- بَابُ اللَّهْوِ فِي الْخَتَانِ

৫৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ খাত্না উপলক্ষে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ

١٢٦٤- حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ عَلْقَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَنَاتَ أَخِي عَائِشَةُ [خُتِنَ] فَقِيلَ لِعَائِشَةَ آلاَّ نَدْعُو لَهُنَّ مَنْ يُلْهِيهِنَّ ؟ قَالَتْ بَلٰى فَأُرْسِلَتْ اِلٰى عَدِيٍّ فَأَتَاهُنَّ فَمَرَّتْ عَائِشَةُ فِي الْبَيْنِ فَرَأَتْهُ يَغْنِي وَيُحَرِّكَ رَأْسَهُ طُرَبًا وَكَانَ ذَا شَعْرٍ كَثِيرٍ فَقَالَتْ أُفٍّ شَيْطَان أَخْرِجُوْهُ أَخْرِجُوْهُ .

১২৬৪. হযরত উম্মে আলকামা বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর ভাইঝিদের খাত্না হইল। তখন হযরত আয়েশা (রা)-কে বলা হইল ঃ ইহাদিগকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করার জন্য কি আমরা কাহাকেও ডাকিয়া লইব না ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি আদীকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। আদী তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। হযরত আয়েশা (রা) ঘরে আসিয়া দেখিলেন সে গান গাহিতেছে এবং গানের নেশায় তন্ময় হইয়া মাথা নাড়িতেছে। সে ছিল ঝোঁপড়া চুলবিশিষ্ট। [তাই তাহার এই মাথা নাড়ায় অবিন্যস্ত চুলে তাহাকে কিম্ভুৎকিমাকার দেখাইতেছিল।] তিনি তখন বলিলেন, উহু ! কী শয়তান ! উহাকে বাহির করিয়া দাও ! উহাকে বাহির করিয়া দাও !!

٦٠٠- بَابُ دَعْوَةِ الذِّمِّيِّ

৬০০. অনুচ্ছেদ ঃ বিধর্মীর দাওয়াত

١٢٦٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلٰى عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّامَ أَتَاهُ الدِّهْقَانُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِيْ بِأَشْرَافِ مَنْ مَعَكَ فَإِنَّهُ أَقْوٰى لِي فِي عَمَلِيْ وَأَشْرَفُ لِيْ قَالَ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَدْخُلَ كَنَائِسَكُمْ هٰذِهِ مَعَ الصُّوْرِ الَّتِي فِيْهَا.

১২৬৫. হযরত উমর (রা)-এর ভৃত্য আসলাম (রা) বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাবের সাথে যখন আমরা সিরিয়ায় পদার্পণ করিলাম, তখন তাঁহার নিকট জনৈক বিধর্মী সর্দার আসিয়া বলিল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি আপনার জন্য ভোজের আয়োজন করিয়াছি, আমার একান্তই কাম্য হইল আপনার সম্ভ্রান্ত সঙ্গী-সাথীগণ সহ আমার কুটিরে পদধূলি দান করিবেন। উহা আমার শক্তিও মর্যাদার কারণ হইবে। উত্তরে হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তোমাদের গীর্জাসমূহে (এবং গৃহসমূহে) রক্ষিত চিত্রগুলি বর্তমান থাকিতে তোমার গৃহ প্রবেশে তথা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমরা অপারগ।

٦٠١- بَابُ خِتَانِ الْإِمَاءِ

৬০১. অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীদের খাত্না

١٢٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَجُوْزٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ جَدَّةُ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِىْ أُمُّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ سُبِيْتُ وَجَوَارِىْ مِنَ الرُّوْمِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ الْاِسْلَامَ فَلَمْ يُسْلِمْ مِنَّا غَيْرِىْ وَغَيْرُ أُخْرٰى فَقَالَ اَخْفِضُوْ هُمَا وَطَهِّرُوهُمَا فَكُنْتُ أَخْدِمُ عُثْمَانَ .

১২৬৬. আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যিয়াদ বলেন, কুফার জনৈকা বৃদ্ধা আলী গুরাবের দাদী আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মুহাজির আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, রূম হইতে আমি এবং অপর কতিপয় দাসী বন্দিনী অবস্থায় আনীত হই। তখন হযরত উসমান (রা) আমাদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু আমি এবং অপর একটি বাঁদী ছাড়া আর ইসলাম গ্রহণ করিল না। তখন তিনি বলিলেন ঃ উহাদের খাত্নার ব্যবস্থা কর এবং উহাদিগকে পবিত্র কর ! অতঃপর আমি হযরত উসমানের সেবায় নিয়োজিত হই।

٦٠٢- بَابُ الْخِتَانِ لِلْكَبِيْرِ

৬০২. অনুচ্ছেদ ঃ অধিক বয়সে খাত্না

١٢٦٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ ﷺ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذٰلِكَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً -

قَالَ سَعِيْدُ إِبْرَاهِيْمُ أَوَّلُ مَنْ اخْتَتَنَ وَأَوَّلُ مَنْ أَضَافَ وَأَوَّلُ مَنْ قَصَّ الشَّارِبَ وَأَوَّلُ مَنْ قَصَّ الظُّفْرَ وَأَوَّلُ مَنْ شَابَّ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هٰذَا ؟ قَالَ وَقَار قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِىْ وَقَارًا .

১২৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন খাত্না করান তখন তাঁহার বয়স একশ কুড়ি বছর। অতঃপর তিনি আরও আশি বছর জীবিত ছিলেন। এই রিওয়াতের এক পর্যায়ের রাবী সাঈদ বলেন ঃ ইব্রাহীম (আ) প্রথম ব্যক্তি যিনি খাত্না করেন, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি অতিথি আপ্যায়ন করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গোঁফ ছাঁটেন, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি নখ কাটেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বার্ধক্যপ্রাপ্ত হন। বার্ধক্যের পরিচায়ক শুভ্র কেশ দর্শন করিয়াই তিনি আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করেন, প্রভো ! ইহা কী ? আল্লাহ্ তা'আলা জবাব দিলেন ঃ ইহা হইতেছে সম্ভ্রমের প্রতীক ! তখন তিনি বলিলেন ঃ প্রভো ! আমার সম্ভ্রম বৃদ্ধি কর।

١٢٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعْتَبِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ اَبِىْ الذَّيَالِ (وَكَانَ صَاحِبِ حَدِيْثٍ) قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ أَمَا تَعْجَبُوْنَ

هٰذَا ؟ (يَعْنِىْ مَالِكَ بْنُ الْمُنْذِرِ) عَمِدَ إِلَى شُيُوْخٍ مِنْ أَهْلِ كَسْكَرٍ أَسْلَمُوْا فَفَتَشَهُمْ فَأَمَرَبِهِمْ فَخَتَنُوْا وَهٰذَا الشِّتَاءُ فَبَلَغَنِى أَنْ بَعْضُهُمْ مَاتَ وَفَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الرُّوْمِىُّ وَالْحَبْشِىُّ فَمَا فَتَّشُوْا عَنْ شَىْءٍ .

১২৬৮. হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ তোমাদের কাছে কি উহার অর্থাৎ মালিক ইব্ন মুনযিরের এই আচরণ অদ্ভুৎ ঠেকে না যে সে কাকর (ইরাকের একটি গ্রাম) এর নওমুসলিম বৃদ্ধদের লুঙ্গি খুলিয়া পর্যন্ত তালাশী লয় যে, তাহারা খাত্না করিয়াছেন কিনা, অতঃপর যখন দেখা গেল যে, তাহারা খাত্না করান নাই, তখন আদেশ বলে এমন তীব্র শীতের সময় তাঁহাদের খাত্না করাইল যে, আমার কাছে তো এমনও সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তাঁহাদের মধ্যকার কেহ কেহ মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করিয়াছেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তো রূমী ও হাবশী অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। কই, তাঁহাদের তো কোনদিন খাত্নার তালাশী লওয়া হয় নাই !

١٢٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأُوَيْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالْاِخْتِتَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيْرًا .

১২৬৯. হযরত ইব্ন শিহাব বর্ণনা করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিত, তখন তাহার খাত্না করার আদেশ দেওয়া হইত, যদিও বা সে ব্যক্তির বয়স বেশি হইত।

٦٠٣- بَابُ الدَّعْوَةِ فِى الْوِلَادَةِ

৬০৩. অনুচ্ছেদ ঃ শিশু সন্তানের জন্ম উপলক্ষে দাওয়াত

١٢٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَمْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ كَعْبِ الْمَكِّىِّ قَالَ زُرْنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ [اَلْبَسْمَرِىُّ الْفِلسْطِيْنِىُّ] فِىْ قَرْيَتِهِ أَنَا وَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ قُدَيْدٍ وَمُوْسَى بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ بِطَعَامٍ فَأَمْسَكَ مُوْسَى وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ يَحْىَ أَمَّنَا فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ كِنَانَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يُكْنَى أَبَا قُرْصَافَةَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَصُوْمُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا فَوَلَدَ لِاَبِىْ غُلَامٌ فَدَعَاهُ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ يَصُوْمُ فِيْهِ فَأَفْطَرَ فَقَامَ إِبْرَاهِيْمُ فَكَنَسَهُ بِكِسَائِهِ وَأَفْطَرَ مُوْسَى .

[قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُوْ قُوصَافَةَ اسْمُهُ جُنْدَرَةُ بْنِ خَيْشَنَةَ] .

১২৭০. হযরত বিলাল ইব্ন কা'ব মাক্কী বর্ণনা করেন, আমরা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাস্সানের সাথে তাঁহার গ্রামে গিয়া সাক্ষাৎ করি। এই দলে আমি ছিলাম আর ছিলেন ইব্রাহীম ইব্ন আদহাম (র)। আবদুল আযিয

ইব্‌ন কুদায়েদ ও মূসা ইব্‌ন ইয়াসার। তিনি আমাদের জন্য খাবার লইয়া আসিলেন। কিন্তু মূসা হাত গুটাইয়া লইলেন। তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। ইয়াহ্‌ইয়া বলিলেন ঃ এই মসজিদে বনী কিনানা বংশীয় এক ব্যক্তি যিনি নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন-দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত আমাদের ইমামতী করিয়াছেন, তাঁহাকে আবু কুরসাফা নামে অভিহিত করা হইত। তিনি পালাক্রমে একদিন রোযা রাখিতেন এবং একদিন রাখিতেন না। [তাঁহার এই ইমামতির আমলেই] একদা আমার পিতার একটি শিশুসন্তানের জন্ম হইল। তিনি তাঁহাকে এমন একদিনে দাওয়াত করিলেন যেদিন তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। তিনিই (এই দাওয়াত উপলক্ষে) রোযা ভাঙ্গিয়া ছিলেন। অতঃপর ইব্‌রাহীম দাঁড়াইলেন এবং আপন পরিধেয় কাপড় দ্বারা তাহার স্থানটি পরিষ্কার করিয়া ছিলেন। আর মূসা রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। [আবু আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ ইমাম বুখারী স্বয়ং বলেন, আবু কুরসাফার নাম ছিল জুনদায়া ইব্‌ন খায়শানা।]

٦٠٤- بَابُ تَحْنِيكِ الصَّبِيِّ

৬০৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিশু সন্তানের মুখে মিষ্ট দ্রব্য দান

١٢٧١ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ وُلِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي عَبَاءَةٍ يُهَنَّأُ بَعِيْرًا لَهُ فَقَالَ " مَعَكَ تَمَرَاتٌ " ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَلاَ كَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَفَا الصَّبِيَّ وَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ فَتَلَمَّظَ الصَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُبُّ الْاَنْصَارِ التَّمَرَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ .

১২৭১. হযরত আনাস (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবু তাল্‌হা যেদিন ভূমিষ্ঠ হয় সেদিন আমি তাহাকে লইয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নবী করীম (সা) তখন একখানা কম্বল গায়ে জড়ানো অবস্থায় তাঁহার একটি উট চরাইতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার কাছে কি খেজুর-টেজুর আছে? আমি বলিলাম, জ্বী হ্যাঁ। তখন আমি তাহার সম্মুখে কয়েকদানা খেজুর পেশ করিলাম। তিনি ঐগুলি চিবাইলেন। অতঃপর শিশুটির মুখ খুলিয়া উহা তাহার মুখে রাখিলেন। শিশুটি চু চু করিয়া ঠোঁট চাটিতে লাগিল। তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ আনসারদের প্রিয় বস্তু হইতেছে খেজুর এবং তিনি ঐ নবজাত শিশুটির নাম রাখিলেন আবদুল্লাহ্।

٦٠٥- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْوِلاَدَةِ

৬০৫. অনুচ্ছেদ ঃ জন্মের সময় নবজাতককে দু'আ দেওয়া

١٢٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَزْمُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ابْنُ قُرَّةَ يَقُوْلُ لَمَّا وُلِدَ لِي إِيَاس دَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَطْعَمْتُهُمْ فَدَعَوْا فَقُلْتُ إِنَّكُمْ قَدْ دَعَوْتُمْ فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ فِيمَا دَعَوْتُمْ وَإِنِّي أَدْعُو بِدُعَاءٍ فَأَمِّنُوْا قَالَ فَدَعَوْتُ لَهُ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ فِيْ دِيْنِهِ وَعَقْلِهِ وَكَذَا قَالَ فَإِنِّيْ لأَتَعَوَّفُ فِيْهِ دُعَاءَ يَوْمَئِذٍ .

১২৭২. হাযম বলেন, আমি হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররাকে বলিতে শুনিয়াছি, আমার ঘরে যখন 'ইয়াস' ভূমিষ্ঠ হইল, সেদিন আমি নবী করীম (সা)-এর কতিপয় সাহাবীকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইলাম এবং তাঁহারা দু'আ করলেন। আমি বল্‌লাম, আপনারা দু'আ করিয়াছেন আল্লাহ্ আপনাদেরকে বরকত দিন এবং আনাদের দু'আ কবূল করুন। এবার আমি দু'আ করিব, আপনারা আমার সাথে আমীন বলিবেন ঃ তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাহার দীনদারী ও বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির ব্যাপারে অনেক দু'আ করিলাম। তিনি বলেন ঃ আমি আজ পর্যন্ত তাহার মধ্যে সেদিনের সে দু'আ কবুল হওয়ার লক্ষণাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি।

٦٠٦- بَابُ مَنْ حَمِدَ اللّٰهَ عِنْدَ الْوَلاَدَةِ إِذَا كَانَ سَوِيًّا وَمَنْ يُبَالِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثٰى

৬০৬. অনুচ্ছেদ ঃ ছেলেমেয়ে নির্বেশেষে সুষ্ঠুদেহী নবজাতকের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা

١٢٧٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زُكَيْنٍ سَمِعَ كَثِيْرِ بْنِ عُبَيْدِ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا وُلِدَ فِيْهِمْ مَوْلُوْدُ (يَعْنِى فِىْ أَهْلِهَا) لاَ تَسْأَلُ غُلاَمًا وَلاَ جَارِيَةً تَقُوْلُ خُلِقَ سَوِيًّا؟ فَاِذَا قِيْلَ نَعَمْ قَالَتْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

১২৭৩. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ বলেন, হযরত আয়েশা (রা) তাঁহাদের মধ্যে অর্থাৎ পরিবার পরিজনের মধ্যে কোন শিশু সন্তানের জন্ম হইলে কখনো জিজ্ঞাসা করিতেন না যে নবজাতক ছেলে না মেয়ে ? তিনি বরং জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ সুষ্ঠুদেহী হইয়াছে তো ? যখন বলা হইত, জ্বী হ্যাঁ, তখন তিনি বলিতেন ঃ আল-হাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন-সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।

٦٠٧- بَابُ حَلْقِ الْعَانَةِ

৬০৭. অনুচ্ছেদ ঃ নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার করা

١٢٧٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ ابْنِ إِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِى سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ نَتْفُ الإِبْطِ، وَالسِّوَاكِ.

১২৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ পাঁচটি কাজ হইতেছে স্বভাবজাত। যথা ঃ ১. গোঁফ ছাঁটা, ২. নখসমূহ কাটা, ৩. নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, ৪. বগলের লোম পরিষ্কার করা এবং ৫. মিস্‌ওয়াক করা।

٦٠٨- بَابُ الْوَقْتِ فِيْهِ

৬০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সময় সীমা নির্ধারণ

١٢٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ أَبِىْ رَوَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقْلِمُ أَظَافِيْرَه فِىْ كُلِّ خَمْسٍ عَشَرُ لَيْلَةً وَيَسْتَحِدُّ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ.

১২৭৫. নাফি‘ বলেন, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) প্রতি পনের রাত্রির মধ্যে একবার নখসমূহ কাটিতেন এবং প্রতিমাসে অবশ্যই একবার ক্ষৌরী করিতেন।

٦٠٩- بَابُ الْقِمَارِ

৬০৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুয়া

١٢٧٦- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مَعْرُوْفِ ابْنِ سُهَيْلِ الْبَرْجَمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيْرَةِ قَالَ نَزَلَ بِي سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُقَالُ إِبْنُ اَيْسَارُ الْجَزُوْرِ ؟ فَيَجْتَمِعُ الْعَشْرَةُ فَيَشْتَرُوْنَ الْجُزُوْرَ بِعَشَرَةٍ فُصْلاَنَ إِلَى الْفِصَالِ فَيَجِيْلُوْنَ السِّهَامَ فَتَصِيْرُ لِتِسْعَةٍ حَتّٰى تَصِيْرُ اِلٰى وَاحِدٍ وَيَغْرَمُ الْاٰخَرُوْنَ فَصِيْلاً فَصِيْلاً إِلَى الْفِصَالِ فَهُوَ الْمَيْسِرُ .

১২৭৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ উটের জুয়া কিরূপ ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ দশ ব্যক্তি একত্র হইয়া দশটি উট-ছানার দামে একটি উটনী খরিদ করিত। অতঃপর একদিকে নয়জন এবং অপরদিকে একজন দাঁড়াইয়া তীর ঘুরাইতে থাকিত। যতক্ষণ পর্যন্ত তীর একব্যক্তির নামে না উঠিত ততক্ষণ পর্যন্ত তীর ঘুরানোর পালা চলিত এবং একজনের দিকের লোক পালাক্রমে বদল হইতে থাকিত এবং ঐ একজন অংশীদারিত্ব হইতে বাদ পড়িয়া যাইত। এভাবে নয় চক্করে নয় জন বাদ পড়ার পর। অতঃপর সর্বশেষে যখন একজনের দিকে তীর উঠিত, তখন ঐ ব্যক্তি তাহার ঐ এক অংশের বিনিময়ে পূর্ণ দশ অংশের মালিক বনিয়া যাইত এবং অবশিষ্ট নয়জন তাহাদের অংশ হারিয়া বসিত। ইহাই জুয়া।

١٢٧٧- حَدَّثَنَا الْاُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ اَلْمَيْسِرُ الْقِمَارُ .

১২৭৭. হযরত নাফি‘ বলেন, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ তীরের সাহায্যে বাজী ধরা হইতেছে জুয়া।

٦١٠- بَابُ قِمَارِ الدِّيْكِ

৬১০. অনুচ্ছেদ ঃ মোরগের দ্বারা জুয়া খেলা

١٢٧٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَعَنْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اقْتَمَرَا عَلٰى دِيْكَيْنِ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَتْلِ الدِّيْكَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ أَتَقْتُلُ أُمَّةً تُسَبِّحُ ؟ فَتَرَكَهَا .

১২৭৮. হযরত রাবীয়া ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর যুগে দুই ব্যক্তি দুইটি মোরগের দ্বারা জুয়া খেলে। হযরত উমর (রা) মোরগগুলিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এমন সময় জনৈক আনসারী তাঁহাকে বলিলেন ঃ আপনি এমন একটি জীব হত্যা করিবেন যে আল্লাহ্র গুণগান (তাস্বীহ) করিয়া করিয়া থাকে ? তখন তিনি ঐগুলি ছাড়িয়া দিলেন।

٦١١- بَابُ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ

৬১১. অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুকে জুয়ার দাওয়াত দেওয়া

١٢٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِيْ حِلْفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ " .

১২৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদিগের মধ্যকার যে ব্যক্তি শপথ করে এবং শপথের মধ্যে লাত ও উজ্জার নাম লয়, তাহার উচিত হইবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা, আর যে ব্যক্তি তাহার কোন সাথীকে বলে আইস, জুয়া খেলি, তাহার উচিত হইবে সাদাকা করা।

٦١٢- بَابُ قِمَارِ الْحَمَامِ

৬১২. অনুচ্ছেদ ঃ কবুতরের জুয়া

١٢٨٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ عَنْ حُصَيْرِ بْنِ مَصْعَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّا نَتَرَاهُنَّ بِالْحَمَامَتَيْنِ فَنَكْرَهُ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً تَخَوُّفُ أَنْ يَّذْهَبَ بِهِ الْمُلُّ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ذٰلِكَ مِنْ فِعْلِ الصِّبْيَانِ وَتُوْشِكُوْنَ أَنْ تَتْرُكُوْهُ .

১২৮০. হোসাইন ইব্ন মাস'আব বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে বলিল, আমরা দুইটি কবুতরের মধ্যে বাজী ধরিয়া থাকি, কিন্তু পাছে সালিসই উহা মারিয়া দেয় এই ভয়ে আমরা কোন সালিস নিযুক্ত করিতেও কুণ্ঠিত থাকি। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ ইহা তো একটা ছেলেমী ব্যাপার ! তোমরা কি উহা পরিত্যাগ করিতে পার না ?

٦١٣- بَابُ الْحِدَاءِ لِلنِّسَاءِ

৬১৩. অনুচ্ছেদ ঃ রমনীদের উদ্দেশ্যে হুদীখানি বা গান গাওয়া

١٢٨١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَحْدُوْ بِالرِّجَالِ وَكَانَ أَنْجَشَةُ يَحْدُوْ بِالنِّسَاءِ وَكَانَ حَسَنُ الصَّوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سُوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ " .

১২৮১. হযরত আনাস (রা) বলেন, বারা ইব্‌ন মালিক পুরুষদের (সাওয়ারীর উদ্দেশ্যে) হুদীখানি করিতেন আর আনজাশা করিতেন রমণীদের (সাওয়ারীর উদ্দেশ্যে)। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠী। তাই নবী করীম (সা) তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিলেন ঃ হে আন্‌জাশার, একটু রহিয়া সহিয়া গাও। কেননা তোমার পালা যে কাচ জাতীয়দের সাথে !

٦١٤- بَابُ الْغِنَاءِ

৬১৪. অনুচ্ছেদ ঃ গান গাওয়া

١٢٨٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ﴾ [لقمان] قَالَ اَلْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ.

১২৮২. হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন, কুরআন শরীফের আয়াত ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ [لقمان] [অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহারা- অসার বাক্য বাছিয়া লয় (সূরা লুকমান)]-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উহা হইতেছে গান এবং অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে।

١٢٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا قِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ النَّهْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " أَفْشُوا السَّلاَمَ تُسَلِّمُوْا وَلاَشَرَةَ شَرٌّ " (قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ اَلأَشَرَةُ الْعَبَثُ).

১২৮৩. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ তোমরা সালামের বিস্তার তথা বহুল প্রচলন কর। ইহাতে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবে এবং 'আশিরা' হইতেছে অকল্যাণ। আবু মু'আবিয়া উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আশিরা হইতেছে বেহুদা কার্যকলাপ।

١٢٨٤- حَدَّثَنَا عِصَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سَلْمَانَ الاِلْهَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَ مُجْمِعًا مِنَ الْمَجَامِعِ فَبَلَغَهُ أَنَّ أَقْوَامًا يَلْعَبُوْنَ بِالْكُوْبَةِ فَقَامَ غَضْبَانًا يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ اَلاَ إِنَّ اللاَّعِبَ بِهَا لَيَأْكُلُ قِمْرَهَا كَأَكِلِ لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ وَمُتَوَضِّىٍ بِالدَّمِ يَعْنِىْ بِالْكُوْبَةِ النَّرْدَ.

১২৮৪. সালমান আল-ইলহানী বর্ণনা করেন যে, হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবায়দের কাছে এই সংবাদ পৌঁছিল যে, একদল লোক সমবেত হইয়া কোন এক মজলিসে ছক্কা পাঞ্জা খেলিতেছে। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোরভাবে উহাতে বাধা দেওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ উহা দ্বারা যাহারা খেলে এবং এই খেলার বিজয়লব্ধ বস্তু খায় সে যেন শূকরের মাংস খায় এবং রক্তের দ্বারা উযূ করে। ছক্কা পাঞ্জার ঘুঁটি দ্বারা যাহারা খেলে তিনি এখানে তাহাদের কথাই বুঝাইয়াছেন।

٦١٥- بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلٰى أَصْحَابِ النَّرْدِ

৬১৫. অনুচ্ছেদ ঃ পাশা খেলোয়াড়দিগকে সালাম দিবে না

١٢٨٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَكَمِ الْقَاضِى قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْوَصَافِىُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَابِ الْقَصْرِ فَرَأٰى أَصْحَابَ النَّرْدِ انْطَلَقَ بِهِمْ فَعَقَلَهُمْ مِنْ غُدْوَةٍ اِلَى اللَّيْلِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْقَلُ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ الَّذِىْ يُعْقَلُ اِلَى اللَّيْلِ الَّذِيْنَ يُعَامِلُوْنَ بِالْوَرَقِ وَكَانَ الَّذِىْ يُعْقَلُ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ الَّذِيْنَ يَلْهُوْنَبِهَا وَكَانَ يَأْمُرُ أَنَّ لاَ يُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ.

১২৮৫. ফুযায়ল ইব্‌ন মুসলিম তদীয় পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আলী (রা) যখন 'বাবুল কাসর' হইতে বাহির হইতেন। তখন যদি তাঁহার দৃষ্টিতে কোন পাশা খেলার লোক পড়িয়া যাইত, তবে তিনি তাহাদিগকে লইয়া গিয়া সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত আটক করিয়া রাখিতেন। তাহাদের মধ্যকার কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আটক করিয়া রাখিতেন।

রাবী বলেন, যাহাদিগকে তিনি রাত্রি পর্যন্ত আটক রাখিতেন, তাহারা হইল যাহারা টাকা কড়ি দিয়া এই খেলা খেলিত। অর্থাৎ এই খেলায় টাকা পয়সার বাজী ধরিত, আর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আট্‌কাইয়া রাখিতেন ঐ সমস্ত লোককে যাহারা শুধু খেলাই খেলিত। (টাকা পয়সার বাজী ধরিত না।) আর তিনিই এমন ব্যক্তিদিগকে সালাম দিতে নিষেধ করিতেন।

٦١٦- بَابُ إِثْمِ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ

৬১৬. অনুচ্ছেদ ঃ পাশা খেলার পাপ

١٢٨٦- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ هِنْدٍ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

১২৮৬. হযরত আবূ মূসা আশ্‌'আরী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পাশা খেলা খেলিল, সে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের না-ফরমানী করিল।

١٢٨٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمُوْسُوْمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا فَاِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرِ.

১২৮৭. আবুল আহ্ওয়াস বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিয়াছেন ঃ সাবধান ঐ দুইটি ঘুঁটি হইতে সাবধান, যে ঘুঁটিগুলি থাকে চিহ্নিত এবং ঐগুলি (খেলার সময়) নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। মনে রাখিও, ঐগুলি হইতেছে জুয়া। [অর্থাৎ জুয়ার উপকরণ]

١٢٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ وَقُبَيْصَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِى بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيْرٍ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ " .

১২৮৮. হযরত আবু বুরায়দার পিতা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে পাশা ঘুঁটি দিয়া খেলা করে সে যেন শূকরের রক্তমাংসে নিজের হাত রঞ্জিত করিল।

١٢٨٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَمَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ " .

১২৮৯. হযরত ইব্ন মূসা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পাশার ঘুঁটি দিয়া খেলিল, সে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিল।

٦١٧- بَابُ الْاَدَبِ وَاِخْرَاجِ الَّذِيْنَ يَلْعَبُوْنَ بِالنَّرْدِ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ

৬১৭. অনুচ্ছেদ ঃ পাশা খেলোয়াড়কে শাস্তি প্রদান ও ঘর হইতে বহিষ্কার করা

١٢٩٠- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا .

১২৯০. হযরত নাফি‘ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁহার পরিবারের কেহ পাশা ঘুঁটি দিয়া খেলিলে তাহাকে মারধর করিতেন এবং উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন।

١٢٩١- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِى دَارِهَا كَانُوْا سُكَّانًا فِيْهَا عِنْدَهُمْ نَرْدُ فَأَرْسَلَتْ اِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوْهَا لَاُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِى وَأَنْكَرَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ .

১২৯১. আবু আল্কামা তাঁহার মাতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, তাঁহার ঘরে যাহারা বসবাস করে তাহাদের কাছে পাশার ঘুঁটি আছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাদের কাছে বলিয়া পাঠাইলেন, তোমরা যদি উহা ঘর হইতে বাহির না কর তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে আমার ঘর হইতে বাহির করিয়া দিব। আর এজন্য তিনি তাহাদের উপর ভীষণ রুষ্ট হন।

١٢٩٢- حَدَّثَنَا مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ كُلْثُوْم بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِىْ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ بَلَغَنِىْ عَنْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُوْنَ بِلُعْبَةٍ يُقَالُ لَهَا النَّرْدُ شِيْرِ وَكَانَ أَعْسَرُ قَالَ اللّٰهُ ﴿اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ﴾ [المائدة : ٩٠]) وَإِنِّىْ أَحْلِفُ بِاللّٰهِ لاَ أُوْتِى بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَا إِلاَّ عَاقَبْتُهُ شَعْرِهِ وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ لِمَنْ أَتَانِىْ بِهِ.

১২৯২. রাবিয়া ইব্‌ন কুলসূম ইব্‌ন জুবায়র বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) আমাদের সম্মুখে খুতবা প্রদান করিলেন এবং উক্ত খুতবায় তিনি বলিলেন, হে মক্কাবাসীরা! আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কুরায়শ বংশীয় কিছুলোক একপ্রকার খেলা খেলিয়া থাকে। যাহাকে পাশা খেলা বলা হইয়া থাকে। উহা তো হইতেছে জুয়া বিশেষ। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ। নিশ্চয়ই মদ এবং জুয়া (নিষিদ্ধও শয়তানী কার্য...) আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি এই খেলার অপরাধে যাহাকেই পাকাড়ও করা হইবে, আমি তাহাকে চুলে চামড়ায় শাস্তি দিব এবং তাহার পরিধেয় সেই ব্যক্তিকে দান করিয়া দিব যে তাহাকে পাক্‌ড়াও করিয়া লইয়া আসিবে।

١٢٩٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّباحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِىْ أُمَيَّةَ الْحَنَفِىِّ (هُوَ الطَّنَافِسِىُّ) قَالَ حَدَّثَنِىْ يَعْلٰى أَبُوْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِى الَّذِىْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ قِمَارًا كَالَّذِىْ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَالَّذِىْ يَلْعَبُ بِهِ غَيْرُ الْقِمَارِ كَالَّذِىْ يَغْمِسُ يَدَهُ فِىْ دَمِ خِنْزِيْرٍ وَالَّذِىْ يَجْلِسُ عِنْدَهَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا كَالَّذِىْ يَنْظُرُ إِلٰى لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ.

১২৯৩. ইয়ালা আবু উমর বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা) কে যে ব্যক্তি পাশার মাধ্যমে জুয়া খেলে তাহার সম্পর্কে বলিতে শুনিয়াছি যে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে শূকরের মাংস খায়, আর যে, জুয়া ছাড়া শুধু পাশা খেলে সে ঐ ব্যক্তির তুল্য যে শূকরের রক্ত হাতে মাখে, আর যে ব্যক্তি তাহার ধারে বসিয়া উহা দেখে সে ঐ ব্যক্তির তুল্য যে শূকরের মাংসের দিকে তাকাইয়া থাকে।

١٢٩٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اَللاَّعِبُ بِالْفَصَّيْنِ قِمَارًا كَآكِلِ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَاللاَّعِبُ بِهِمَا غَيْرَ قِمَارٍ كَالْغَامِسِ يَدَهُ فِىْ دَمِ خِنْزِيْرٍ

১২৯৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) বলেন, বাজি ধরে দু'টি গুটি দ্বারা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণকারী শূকরের গোশত ভক্ষণকারীর সমতুল্য এবং বাজিবিহীন খেলায় অংশগ্রহণকারী শূকরের রক্তে হাত ডুবানো ব্যক্তিতূল্য।

٦١٨- بَابُ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ .

৬১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না

١٢٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَوهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ " .

১২৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন, মু'মিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

٦١٩- بَابُ مَنْ رَمٰى بِاللَّيْلِ

৬১৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে তীরন্দাযী করা

١٢٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا " (قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ إِسْنَادِهِ نَظْرٌ) .

১২৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন, আমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি রাত্রিকালে তীর নিক্ষেপ করে সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

আবু আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ ইমাম বুখারী স্বয়ং ইহার সনদ সম্পর্কে বলেন যে, ইহার সনদ সংশয়মুক্ত নহে।

١٢٩٧- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا " .

১২৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

١٢٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بَرِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا " .

১২৯৮. হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

٦٢٠- بَابُ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً

৬২০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুস্থানের হাতছানি

١٢٩٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ (وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " اِذَا أَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً " .

১২৯৯. হযরত আবুল মালীহ্ (র) তাঁহার স্বগোত্রীয় এক সাহাবীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট কোন স্থানে তাহার কোন বান্দার জান কবয করিতে [অর্থাৎ মৃত্যুদান করিতে] চান। তখন তিনি সেখানে তাহার কোন না কোন প্রয়োজন রাখিয়া দেন। [যাহাতে সে সেখানে যাইতে বাধ্য হয়]।

٦٢١- بَابُ مَنْ اِمْتَخَطَ فِىْ ثَوْبِهِ

৬২১. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় দিয়া নাক ঝাঁড়া

١٣٠٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ تَمَخَّطَ فِىْ ثَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ بَخٍ بَخٍ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِى الْكَتَّانِ رَأَيْتُنِى أُصْرَعُ بَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالْمِنْبَرِ يَقُوْلُ النَّاسُ مَجْنُوْنٌ وَمَا بِىْ اِلاَّ الْجُوْعُ .

১৩০০. হযরত মুহম্মদ ইব্ন সীরীন (র.) বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা) রুমাল দিয়া নাক ঝড়িলেন এবং নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন ঃ বাঃ বাঃ, আবু হুরায়রা আজ রেশমী রুমালে নাক ঝাড়িতেছে, অথচ এমনও এক সময় গিয়াছে যখন আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর হুজ্‌রা এবং মসজিদে নববীর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে পড়িয়া লুটিপুটি খাইয়াছি। আর লোক বলাবলি করিতেছিল, পাগল, পাগল ! অথচ ক্ষুৎ- কষ্ট ছাড়া অপর কোন রোগ তখন আমার ছিল না।

٦٢٢- بَابُ الْوَسْوَسَةِ

৬২২. অনুচ্ছেদ ঃ ওস্‌ওয়াসা বা অশুরের কুমন্ত্রণা

١٣٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا تَجِدُ فِى أَنْفُسِنَا شَيْئًا مَا نُحِبُّ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ وَأَنَّ لَنَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ " أَوْ قَدْ وَجَدْتُمْ ذٰلِكَ " ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ " ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ " .

১৩০১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা সাহাবীগণ আরয করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের অন্তরে সময় সময় এমন সব কথার উদ্ভব হয়, যাহা মুখে প্রকাশ করিতে আমরা পসন্দ করি না যদিও বা ইহার বিনিময়ে সূর্যালোক যতদূর পর্যন্ত পৌছায় তাহার সবটাই আমাদের হস্তগত হইয়া পড়ে। নবী (সা) ফরমাইলেন ঃ সত্যই কি তোমাদের অন্তরে এরূপ কথার উদ্ভব হইয়া থাকে ? তাঁহারা বলিলেন ঃ জ্বী, হ্যাঁ। ফরমাইলেন ঃ ইহাই তো সুস্পষ্ট ঈমান (এর পরিচায়ক)!

١٣٠٢- وَعَنْ خَرِيْزٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَنَا يَعْرِضُ فِيْ صَدْرِهٖ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهٖ ذَهَبَتْ اٰخِرَتُهُ وَلَمْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهٖ قَالَ فَكَبَّرَتْ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ " اِذَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ اَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاَثًا فَانَّهُ لَنْ يَّحِسَّ ذٰلِكَ إِلاَّ مُؤْمِنُ " .

১৩০২. শাহ্র ইব্ন হাওশাব বলেন, একদা আমি এবং আমার মামা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। মামা বলিলেন, আমাদের এক এক জনের অন্তরে এমন সব কথার উদ্রেক হয় যে, যদি উহা মুখে উচ্চারণ করে তবে তাহার পরকাল উজাড় হইয়া যাইবে। আর যদি উহা প্রকাশ পায় তবে এজন্য তাহাকে হত্যা করা হইবে। ইহা শুনিয়া হযরত আয়েশা (রা) তিনবার তাক্বীর বলিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে এই প্রশ্ন করা হইলে জবাবে তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কাহারও এমন অবস্থা হয়, তখন তিনবার তাক্বীর বলিবে ঃ কেননা, মু'মিন ছাড়া আর কেহই এরূপ অনুভব করে না।

١٣٠٣- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدِ السُّكُوْنِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعْدٍ سَعِيْدِ بْنِ مَرْزَبَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّبْرَحَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ حَتّٰى يَقُوْلُ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ " ؟

১৩০৩. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ লোকজন অবাস্তব প্রশ্ন করিতেই থাকিবে। এমন কি এমন কথাও বলিতে ছাড়িবে না যে, আল্লাহ্ তো সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে কে সৃষ্টি করিল ?

٦٢٣- بَابُ الظَّنِّ

৬২৩. অনুচ্ছেদ ঃ কু-ধারণা

١٣٠٤- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَانَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَافَسُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا " .

১৩০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ সাবধান, কু-ধারণা পোষণ করা হইতে বিরত থাকিবে, কেননা, কু-ধারণাই হইতেছে সবচাইতে বড় মিথ্যা। আর কাহারও বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করিও না। একে অপরের পতন বা ধ্বংস সাধন করিয়া নিজের উত্থান কামনা করিও না, একে অপরের পশ্চাতে লাগিও না, একে অপরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করিও না এবং তোমরা সকলেই আল্লাহ্র বান্দা-ভাই ভাই হইয়া যাও।

١٣٠٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " يَا فُلاَنُ هٰذِهِ زَوْجَتِيْ فُلاَنَةُ " قَالَ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ " .

১৩০৫. হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তাঁহার জনৈকা সহধর্মিনীর সাথে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। তখন নবী করীম (সা) সেই ব্যক্তিটিকে ডাকিয়া বলিলেন, ওহে ! ইনি হইতেছেন আমার সহধর্মিনী অমুক। তখন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল '(ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !) আমি যদি অপর কাহারও সম্পর্কে এরূপ মন্দধারণা পোষণ করিতাম ও তবে আপনার ব্যাপারে তো আমি এরূপ মন্দধারণা পোষণ করিতাম না !' ফরমাইলেন ঃ শয়তান আদম-সন্তানের রক্তপ্রবাহের শিরায় শিরায় বিচরণ করে। [সুতরাং মন্দ ধারণা যে কোনদিনই হইবে না, এমন কথা নিশ্চিয়তার সহিত বলা যায় না। তাই, চিরতরে উহার মূলোৎপাটন করিয়া দিলাম।]

١٣٠٦- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ أَخُوْ عُبَيْدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا يَزَالُ الْمَسْرُوْقُ مِنْهُ يَتَظَنَّى حَتّٰى يَصِيْرَ أَعْظَمَ مِنَ السَّارِقِ .

১৩০৬. আবু ওয়ায়েল বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, যাহার বস্তু চুরি যায়, কু–ধারণা পোষণ করিতে করিতে সে এমন এক পর্যায়ে গিয়া পৌছে যখন সে চোর হইতেও বড় অপরাধী হইয়া যায়। [অর্থাৎ অযথাই এমন অনেক সৎলোক সম্পর্কে সে সন্দেহ পোষণ করিতে থাকে যে, এমন পুণ্যবান ও সৎব্যক্তিদের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা চুরির চাইতেও গুরুতর।]

١٣٠٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ بِلاَلِ بْنِ سَعْدِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ الٰى أَبِي الدَّرْدَاءِ أُكْتُبْ إِلَيَّ فُسَّاقَ دِمَشْقَ فَقَالَ مَا لِيْ وَفُسَّاقَ دِمَشْقَ وَمِنْ أَيْنَ أَعْرِفُهُمْ ؟ فَقَالَ ابْنُهُ بِلاَلُ أَنَا أَكْتُبُهُمْ فَكَتَبَهُمْ قَالَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ؟ مَا عَرَفْتَ أَنَّهُمْ فُسَّاقٌ إِلاَّ وَأَنْتَ مِنْهُمْ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ وَلَمْ يُرْسِلْ بِأَسْمَائِهِمْ .

১৩০৭. বিলাল ইব্‌ন সা'দ আল্-আশ'আরী (র) বলেন, একদা হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত আবুদ্দারদা (রা)-কে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, দামেশ্‌কের দাগী লোকগুলির নাম আমার কাছে লিখিয়া পাঠাও। তিনি উত্তরে লিখিলেন ঃ দামিশ্‌কের দাগীদের সহিত আমার কী সম্পর্ক, আর কোথা হইতেই বা আমি তাহাদিগকে চিনিতে পারিব ? তখন তাঁহার পুত্র বিলাল বলিলেন। (আব্বা), আমি তাহাদের নাম লিখিয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদের নাম লিখিয়া দিলেন। আবু দ্দারদা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা হইতে তুমি ইহা জানিতে পারিলে ? তুমি নিজে দাগী না হইলে তাহারা যে দাগী তাহা তুমি কিভাবে জানিলে ? তাহা হইলে নিজের নাম দিয়াই (তালিকা) শুরু কর ! ফলে, বিলাল আর তাহা পাঠাইলেন না।

٦٢٤– بَابُ حَلْقُ الْجَارِيَةِ وَالْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

৬২৪. অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদী বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মস্তক মুণ্ডন

١٣٠٨– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِى سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَجَارِيَةٌ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَقَالَ اَلنُّوْرَةُ تُرِقُ الْجِلْدَ .

১৩০৮. সুকায়ন ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন কায়স তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তখন তাঁহার দাসী তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিতেছিল। তিনি তখন বলিলেন ঃ চূণ চর্মকে নরম করে।

٦٢٥– بَابُ نَتْفِ الْاِبِطِ

৬২৫. অনুচ্ছেদ ঃ বগলের লোম পরিষ্কার করা

١٣٠٩– حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قُزْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْاِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْاَظْفَارِ "

১৩০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ পাঁচটি কাজ স্বভাবধর্মভুক্ত। যথা ঃ ১. খাত্‌না বা ত্বকচ্ছেদ ২. ক্ষৌর করা ৩. বগলের লোম পরিষ্কার করা ৪. গোঁফ ছাঁটা এবং ৫. নখ কাটা।

١٣١٠– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدِ الْمُقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الضَّبْعِ وَقَصُّ الشَّارِبِ " .

১৩১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ পাঁচটি কাজ হইতেছে স্বভাবভুক্ত বা একান্তই সহজাত। যথা ঃ ১. খাত্না করা, ২. নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, ৩. নখকাটা, ৪. বগল পরিষ্কার করা এবং ৫. গোঁফছাঁটা।

١٣١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانِ.

১৩১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ পাঁচটি কাজ স্বভাব ধর্মজাত। যথা ঃ ১. নখ কাটা, ২. গোঁফ ছাঁটা, ৩. বগল পরিষ্কার করা, ৪. নাভীমূল পরিষ্কার করা এবং ৫. খাত্না করা।

٦٢٦- بَابُ حَسَنُ الْعَهْدِ

৬২৬. অনুচ্ছেদ ঃ সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সৌহার্দ প্রদর্শন

١٣١٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ يَحْيَ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمَّارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَسِّمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَّانَةِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ أَحْمِلُ عُضْوَ الْبَعِيْرِ فَاَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ قُلْتُ مَنْ هٰذِهِ ؟ قِيْلَ هٰذِهِ أُمُّهُ الَّتِيْ أَرْضَعَتْهُ.

১৩১২. হযরত আবুত তুফায়ল বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-কে জা'রানা নামক স্থানে গোশ্ত বিতরণ করিতে দেখিতে পাই। আমি তখন ছেলে মানুষ ; আমি উটের এক একটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধরিয়া উঠাইতেছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট জনৈকা মহিলা আসিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার জন্য নিজের চাদরখানি বিছাইয়া দিলেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহিলাটি কে ? জবাবে একজন বলিয়া উঠিল ঃ নবী (সা)-এর সেই মাতা যিনি তাহাকে শৈশবে দুগ্ধদান করিয়াছিলেন।

٦٢٧- بَابُ الْمَعْرِفَةِ

৬২৭. অনুচ্ছেদ ঃ পরিচয়

١٣١٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَجُلٌ اَصْلَحَ اللّٰهُ الْأَمِيْرَ إِنَّ آذِنَكَ يَعْرِفُ رِجَالاً فَيُؤَثِرهُمْ بِإِذْنٍ قَالَ عَذَرَةُ اللّٰهُ إِنَّ الْمَعْرِفَةَ لَتَنْفَعُ عِنْدَ الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ وَعِنْدَ الْجَمَلِ الصَّئُوْلِ.

১৩১৩. হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা সম্পর্কে আবু ইস্হাক বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি (অনুযোগের সুরে) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ঃ আল্লাহ্ আমীরের মঙ্গল করুন ! আপনার দ্বাররক্ষী কোন কোন লোককে চিনে। তাই আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের মধ্যে সে ঐ সব লোককেই অগ্রাধিকার দিয়া থাকে [এবং তাহার নিকট অপরিচিতদের দীর্ঘক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়] শুনিয়া তিনি বলিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই তাহাকে মা'যূর (ওযরগ্রস্ত) করিয়া রাখিয়াছেন। [ইহা তাহার দোষ নহে] কেননা, পরিচয় দংশনকারী কুকুর এবং

মাতোয়ালা অর্থাৎ আক্রমণোদ্যত উটের সম্মুখেও মানুষের উপকারে আসে। অর্থাৎ পরিচয় থাকিলে এমন যে দংশনকারী কুকুর বা আক্রমনোদ্যত হিংস্র উট- উহাও পরিচিত জনকে খাতির করে।

٦٢٨- بَابُ لَعْبِ الصِّبْيَانِ بِالْجُوْزِ

৬২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের জন্য খেলাধুলার অনুমতি

١٣١٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُنَا يُرَخِّصُوْنَ لَنَا فِى اللَّعْبِ كُلِّهَا غَيْرَ الْكِلاَبِ (قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ لِلصِّبْيَانِ)

১৩১৪. হযরত ইব্‌রাহীম (র.) বলেন, আমাদের মুরব্বীগণ আমাদিগকে সর্বপ্রকার খেলাধুলা করারই অনুমতি দিতেন- তবে কুকুরের খেলা ছাড়া।
আবু আবদুল্লাহ্ বলেন, অর্থাৎ বালকদিগকে এই অনুমতি দেওয়া হইত।

١٣١٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ يُكْنٰى أَبَا عُقْبَةَ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مَرَّةً بِالطَّرِيْقِ فَمَرَّ بِغِلْمَةٍ مِنَ الْحَبْشِ فَرَآهُمْ يَلْعَبُوْنَ فَأَخْرَجَ دِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمْ.

১৩১৫. হযরত আবদুল আযীয (র.) বলেন, আবু উক্‌বা নামে যাহাকে অভিহিত করা হইত এমন একজন পুণ্যবান প্রবীণ ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্‌ন উমরের সাথে রাস্তায় চলিতেছিলাম। কতিপয় কাফ্রী (হাবশী) বালক রাস্তায় পড়িল। তিনি তাহাদিগকে খেলা করিতেছে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি দুইটি দিরহাম বাহির করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলেন।

١٣١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْرُبَ إِلٰى صَوَاحِبِىْ يَلْعَبْنَ بِاللَّعْبِ اَلْبَنَاتُ الصِّغَارُ.

১৩১৬. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) আমার নিকট আমার সইদের পাঠাইতেন। তাহারা আসিয়া আমাকে নিয়া খেলাধূলা করিত। তাহারা ছিল ছোট ছোট বালিকা।

٦٢٩- بَابُ ذَبْحِ الْحَمَامِ

৬২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কবুতর যবাহ্ করা

١٣١٧- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَتَّبِعُ حَمَامَةً قَالَ " شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً " .

১৩১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু পিছু ধাওয়া করিয়া ছুটিতে দেখিয়া বলিলেন ঃ একটা শয়তান একটি শয়তানীর পিছু পিছু ছুটিতেছে।

١٣١٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ لاَ يَخْطُبُ جُمُعَةً إِلاَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ.

(....) حَدَّثَنَا مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِيْ خُطْبَتِهٖ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ.

১৩১৮. হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ হযরত উসমান (রা) জু'মার কোন খুত্‌বাই দিতেন না যাহাতে তিনি কুকুর হত্যা ও কবুতর যবাহের কথা না বলিতেন।

০০০ (অন্যসূত্রে) হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ হযরত উসমান (রা)-কে আমি জুমু'আর খুতবায় কুকুর হত্যা ও কবুতর যবাহের আদেশ দিতে শুনিয়াছি।

٦٣٠- بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يَذْهَبَ إِلَيْهِ

৬৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যাহার প্রয়োজন সে-ই অপরজনের কাছে যাইবে

١٣١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَقِيْلُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ وَرَأْسُهُ فِيْ يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تُرَجِّلُهُ فَنَزَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ دَعْهَا تُرَجِّلُكَ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِيْ.

১৩১৯. হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, একদা হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) তাঁহার কাছে আসিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন– তাঁহার মাথা তখন তাঁহার বাঁদীর হাতে। সে তখন তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিল। তিনি মাথা টানিয়া সরাইয়া লইলেন। তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ তাহাকে তোমার চুল আঁচড়াইয়া দিতে দাও। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি একটা লোক পাঠাইয়া দিতেন তবে তো আমি নিজেই আপনার খেদমতে আসিয়া হাযির হইতাম। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ (তাহা কেমন করিয়া হয় ?) প্রয়োজন যে আমার নিজের।

٦٣١- بَابُ إِذَا تَنَخَّعَ وَهُوَ مَعَ الْقَوْمِ

৬৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে বসিয়া থুথু ফেলিতে হইলে

١٣٢٠- حَدَّثَنَا مُوسٰى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَيَّاشٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا نَتَخَّعَ بَيْنَ يَدَيْ الْقَوْمِ فَلْيُوَارِ بِكَفَّيْهِ حَتّٰى تَقَعَ نَخَاعَتُهُ إِلَى الْاَرْضِ وَإِذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ لاَ يُرٰى عَلَيْهِ أَثَرُ الصَّوْمِ.

১৩২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন লোক সমক্ষে থুথু ফেলিতে হয়, তখন দুই হাতে উহা আড়াল করিয়া মাটিতে ফেলিবে, যাহাতে থুথু না ছড়ায়। আর যখন রোযা রাখিবে তখন তৈল ব্যবহার করিবে, তাহা হইলে রোযার আলামত (রোযাজনিত শুষ্কতা) পরিলক্ষিত হইবে না।

٦٣٢- بَابُ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ لاَ يُقْبِلُ عَلٰى وَاحِدٍ

৬৩২. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে কথা বলিতে একজনের দিকেই কেবল তাকাইবে না

١٣٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ كَانُوْا يُحِبُّوْنَ اذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يُقْبِلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَلٰكِنْ لِيَعُمَّهُمْ.

১৩২১. হাবীব ইবন আবু সাবিত (রা) বলেন, আমাদের মুরব্বীগণ অর্থাৎ সাহাবায় কিরাম যখন কোন ব্যক্তি কথা বলিত তখন কেবল একজনের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া সকলের দিকে সমানভাবে তাকাইয়া কথা বলা পসন্দ করিতেন।

٦٣٣- بَابُ فُضُوْلِ النَّظْرِ

৬৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ অহেতুক এদিক সেদিক তাকানো

١٣٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ عَادَ عَبْدُ اللّٰهِ رَجُلاً وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الدَّارَ جَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ تَفَقَّأَتْ عَيْنَاكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

১৩২২. হযরত আবুল হুযায়ল বলেন, একদা হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) একব্যক্তির রোগভোগের সময় তাঁহাকে দেখিতে যান। তখন তাঁহার সহিত তাঁহার জনৈক সঙ্গীও ছিল। যখন তিনি সেই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার সঙ্গীটি এদিক সেদিক তাকাইতে লাগিল। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) তাহাকে বলিলেন ঃ যদি তোমার চক্ষু ফোঁড়া করিয়া দিতাম তবে, উহা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হইত।

١٣٢٣- حَدَّثَنَا خَلاَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ دَخَلُوْا عَلٰى ابْنِ عُمَرَ فَرَأَوْا عَلٰى خَادِمٍ لَهُمْ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ مَا أَفْطَنَكُمْ لِلسَّرِّ.

১৩২৩. হযরত নাফি' বলেন, একদা ইরাকবাসীদের একটি দল হযরত ইবন উমর (রা)-এর খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের খিদমতের জন্য নিয়োজিত খাদিমের কাছে একটি স্বর্ণের হার দেখিতে পাইয়া তাহারা- মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। তখন হযরত ইবন উমর (রা) বলিলেন ঃ অনিষ্টের দিকে তোমাদের দৃষ্টি কতই না সজাগ !

٦٣٤- بَابُ فُضُوْلِ الْكَلَامِ

৬৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ বেহুদা কথাবার্তা

١٣٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَا خَيْرَ فِى فُضُوْلِ الْكَلَامِ.

১৩২৪. হযরত আতা বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ বেহুদা কথাবার্তায় কোনই মঙ্গল নাই।

١٣٢٥- حَدَّثَنَا مَطَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ " شِرَارُ أُمَّتِى الثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ الْمُتَفَيْهِقُوْنَ وَخِيَارُ أُمَّتِى أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا " .

১৩২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দুষ্ট লোক হইল উহারা যাহারা কেবল ফরফর করিয়া কথা বলিতে থাকে, যাহারা চাপাইয়া চাপাইয়া কথা বলে, যাহারা কোনদিকে দিকপাত না করিয়া অবলীলাক্রমে বলিয়া যাইতেই থাকে। আর আমার উম্মাতের মধ্যে উত্তম লোক তাহারা যাহাদের চরিত্র উত্তম।

٦٣٥- بَابُ ذِى الْوَجْهَيْنِ

৬৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ দু'মুখী লোক

١٣٢٦- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِى هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ " .

১৩২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ সর্বনিকৃষ্ট লোক হইতেছে দু'মুখী লোক যে একদলের কাছে এক মুখ লইয়া যায়। আর অপর দলের কাছে যায় আর এক মুখ লইয়া।

١٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَصْفَهَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ " مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ نَارٍ " فَمَرَّ رَجُلٌ كَانَ ضَخْمًا قَالَ " هٰذَا مِنْهُمْ " .

১৩২৭. হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দু-মুখী হইবে, তাহার জন্য কিয়ামতের দিন দুইটি আগুনের জিহবা হইবে। এমন সময় একটি মোটাসোটা লোক ঐপথে অতিক্রম করিতেছিল। নবী (সা) ফরমাইলেন ঃ এই ব্যক্তিও ঐ দলভুক্ত।

٦٣٧- بَابُ شَرُّ النَّاسِ مَنْ يُتَّقٰى شَرُّهُ

৬৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইতেছে সে, যাহার অনিষ্ট হইতে মানুষ দূরে পালায়

١٣٢٨- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ اسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ " فَلَمَّا دَخَلَ الْاٰنَ لَهُ الْكَلَامِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ الَّذِىْ قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ الْكَلَامَ ؟ قَالَ "أَىْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ (أَوْوَدَعَهُ النَّاسُ) اتِّقَاءُ فَحْشِهِ "

১৩২৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিল। নবী (সা) বলিলেন, তাহাকে আসিতে দাও। তবে লোকটি গোত্রের নিকৃষ্টতম লোক। যখন সে ভিতরে প্রবেশ করিল, তিনি তাহার সহিত সদয়ভাবে কথাবার্তা বলিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি তাহার সম্পর্কে যাহা বলিলেন, তাহা তো বলিলেন ? তারপর আবার সদয়ভাবে কথাবার্তা বলিলেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইলেন, হে আয়েশা, নিকৃষ্টতম লোক হইতেছে ঐ ব্যক্তি যাহাকে তাহার অশ্লীলতার জন্য লোক পরিত্যাগ করে। [অর্থাৎ কেহ তাহার ধারে কাছে ঘেঁষে না।]

٦٣٨- بَابُ الْحَيَاءِ

৬৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা

١٣٢٩- حَدَّثَنَا أٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى السَّوَّارِ الْعَدَوِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ " اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ " فَقَالَ بَشِيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوْبُ فِى الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِيْنَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِى عَنْ صَحِيْفَتِكَ .

১৩২৯. হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ লজ্জাশীলতা মঙ্গলই আনয়ন করে। তখন বাশীর ইব্ন কা'ব বলিলেন ঃ 'হিক্মত' গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ লজ্জাশীলতায় সম্ভ্রম, লজ্জাশীলতায় প্রশান্তি। তখন ইমরান তাঁহাকে বলিলেন ঃ আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্র হাদীস শুনাইতেছি আর তুমি তোমার পুস্তিকার কথা আমাকে শুনাইতেছ !

١٣٣٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلٰى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَلَاإِيْمَانَ قَرْنًا جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ .

১৩৩০. হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ লজ্জাশীলতা ও ঈমান অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। যখন ঐ দুটির একটি তিরোহিত হইয়া যায় তখন অপরটিও সাথে সাথে তিরোহিত হইয়া যায়।

٦٣٩- بَابُ الْجَفَاءِ

৬৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ অত্যাচার

١٣٣١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ بُكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ " .

১৩৩১. হযরত আবু বকর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশবিশেষ। আর ঈমান বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবে। আর রূঢ়তা হইতেছে অত্যাচার বিশেষ আর অত্যাচার দোযখে লইয়া যাইবে।

١٣٣٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (ابْنِ الْحَنْفِيَةِ) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيْمَ الْعَيْنَيْنِ إِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ كَأَنَّمَا يَمْشِيْ فِيْ صَعَدٍ إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيْعًا .

১৩৩২. মুহম্মদ ইব্‌ন আলী (ইবনুল হান্‌ফিয়্যা) (র.) তাঁহার পিতা হযরত আলী (রা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) অপেক্ষাকৃত বড় মস্তক ও আয়তলোচন বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি যখন পথ চলিতেন, তখন মনে হইত যেন কোন উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিতেছেন এবং যখন কাহারও দিকে তাকাইতেন সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাকাইতেন।

٦٤٠- بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

৬৪০. অনুচ্ছেদ ঃ যখন লজ্জাইবোধ কর না তখন যাহা ইচ্ছা করিতে পার

١٣٣٣- حَدَّثَنَا أٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلٰى إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ " .

১৩৩৩. হযরত আবু মাসঊদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফরমাইয়াছেন যে সমস্ত নবুওয়াতী বাণী মানুষ এপর্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল ঃ যখন তোমার লজ্জাবোধ রহিত হইয়া যায় তখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

٦٤١- بَابُ الْغَضَبِ

৬৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধ

١٣٣٤- حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " .

১৩৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ কুস্তী (মল্লযুদ্ধ) শক্তি মত্তায় পরিচায়ক নহে বরং প্রকৃত শক্তিমান হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে, ক্রোধের সময় আত্মসংবরণ করিতে পারে।

١٣٣٥- حَدَّثَنَا إِحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللّٰهِ أَجْرًا مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ .

১৩৩৫. হযরত হাসান (রা) হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্র নিকট প্রতিদান পাওয়ার দিক হইতে সর্বোত্তম ঢোক গেলা হইতেছে ক্রোধের ঐ ঢোক গেলা যাহা বান্দা তাহার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গিলিয়া থাকে এবং উহা হজম করিয়া যায়।

٦٤٢- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا غَضِبَ

৬৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধের সময় কী বলিবে ?

١٣٣٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ فَنَظَرَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ " إِنِّىْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ هٰذَا عَنْهُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ " فَقَامَ رَجُلٌ اِلىٰ ذَاكَ الرَّجُلِ فَقَالَ تَدْرِىْ مَا قَالَ ؟ قَالَ قُلْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَجْنُوْنًا تَرَانِىْ ؟

(....) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قِرَأَةً عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَتِبَانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ "إِنِّىْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يُجِدُ " فَقَالُوْا لَهُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ " تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ " قَالَ وَهَلْ بِىْ مِنْ جُنُوْنٍ ؟

১৩৩৬. হযরত সালমান ইব্‌ন মুরাদ (রা) বলেন, একদা দুইব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখেই পরস্পর গালাগালিতে লিপ্ত হইল। তন্মধ্যে একজন খুব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তাহার চেহারা আরক্তিম হইয়া উঠিল। নবী করীম (সা) তাহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন, আমি এমন একটি কথা জানি যাহা ঐ ব্যক্তি বলিলে তাহার এই অবস্থা দূরীভূত হইয়া যাইবে। উহা হইল ঃ আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম-বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্‌র শরণ লইতেছি। তখন এক ব্যক্তি গিয়া ঐ ব্যক্তিকে বলিল, জান, তিনি কী বলিয়াছেন ? তিনি বলিয়াছেন ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম। তখন সে ব্যক্তি বলিল ঃ তুমি কি আমাকে পাগল পাইয়াছ নাকি ?

০০০ সালমান ইব্‌ন মুরাদ বলেন, আমি একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম তখন দুই ব্যক্তি পরস্পরে গালাগালি করিতেছিল। তন্মধ্যে একব্যক্তির চেহারা আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং তাহার ঘাড়ের শিরাসমূহ ফুলিয়া উঠিল। তখন নবী করীম (সা) ফরমাইলেন ঃ আমি এমন একটি কথা জানি যাহা বলিলে তাহার এই অবস্থা তিরোহিত হইবে। তখন উপস্থিত লোকজন ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, নবী করীম (সা) তোমাকে আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম পড়িতে তথা বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। তখন সে বলিল ঃ আমি পাগল নাকি ?

٦٤٣- بَابُ يَسْكُتُ إِذَا غَضِبَ

৬৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধের সময় মৌনতা অবলম্বন করিবে

١٣٣٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْث قَالَ حَدَّثَنِيْ طَاوُس عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ " مَرَّتَيْنِ.

১৩৩৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিন তিনবার ফরমাইলেন ঃ শিক্ষা দাও ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি কর। শিক্ষা দাও ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি কর আর যখন তুমি ক্রুদ্ধ হও, তখন মৌনতা অবলম্বন কর।

٦٤٤- بَابُ أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا

৬৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুত্বের ব্যাপারেও আতিশয্য বাঞ্ছিত নহে

١٣٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ لِابْنِ الْكَوَّاءِ هَلْ تَدْرِيْ مَا قَالَ الْاَوَّلُ ؟ أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا.

১৩৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ আল-কিন্দী বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে, ইব্‌নুল কাওয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে শুনিয়াছি ঃ প্রবীণরা কি বলিয়াছেন জান ? তোমার বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতেও

সীমার মধ্যে থাকিবে। কালে হয়ত সে তোমার শত্রুতে পরিণত হইবে এবং তোমার শত্রুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করিতেও সীমার মধ্যে থাকিবে। কালে সে হয়ত তোমার বন্ধুতেও পরিণত হইবে।

٦٤٥- بَابُ لاَ يَكُنْ بُغْضُكَ اَلَفًا

৬৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার শত্রুতা যেন প্রাণান্তকর না হয়

١٣٣٩- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا وَلاَ بُغْضُكَ تَلَفًا فَقُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ اِذَا أَحْبَبْتَ كَلَّفْتَ كَلْفُ الصَّبِىِّ وَإِذَا أَبْغَضْتَ أَحْبَبْتَ لِصَاحِبِكَ التَّلَفَ .

১৩৩৯. যায়িদ ইব্ন আসলাম তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমার বন্ধুত্ব যেন কাহারও কষ্টের কারণ না হইয়া দাঁড়ায়। আর তোমার শত্রুতা যেন কাহারও ধ্বংসের কারণ হইয়া না দাঁড়ায়। আমি বলিলাম ঃ তাহা কিভাবে হইতে পারে ? বলিলেন ঃ যখন তুমি কাহারও বন্ধু হও তখন তোমার বন্ধুসুলভ আবদার শিশুসুলভ জেদে পরিণত হয়, আর যখন তুমি তোমার সাথীর শত্রু হও, তখন তাহার ধ্বংস তোমার কাম্য হইয়া দাঁড়ায়।

ইফাবা ২০০৮-২০০৯—প্র-১০০৬৬ (রাজস্ব)—৫,২৫০

الأدب المفرد

আল-আদাবুল মুফরাদ

(অনন্য শিষ্টাচার)

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ
ইবন ইসমাঈল বুখারী (র)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ